## বিদ্যারণ্য স্বামিকৃত

# পঞ্চদশী

অনুবাদক

**স্বামী বাণেশানন্দ**

উদ্বোধন কার্যালয়
কলকাতা

প্রকাশক ঃ
স্বামী সত্যব্রতানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
১ উদ্বোধন লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৩

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ
মহালয়া, ৩১ ভাদ্র ১৩৬৮
১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৬১

মুদ্রক ঃ
শ্রী নৃপেন কুণ্ডু
রমা আর্ট প্রেস
৬/৩০, দমদম রোড
কলকাতা - ৭০০ ০৩০

# প্রকাশকের নিবেদন ঃ দ্বিতীয় সংস্করণ

পঞ্চদশী একটি ঐতিহ্যবাহী মোক্ষশাস্ত্র। অদ্বৈত বেদান্তের প্রতিপাদ্য প্রায় সকল বিষয়ের উপর ছন্দোবদ্ধ আলোচনার সঙ্কলন যেন এই গ্রন্থ। বিদ্যারণ্য মুনি তৎপ্রচারিত আভাস-বাদের একটি নিটোল রূপ ইহাতে পরিবেশন করিয়াছেন। অধুনা সাধারণের মধ্যে শাস্ত্রচর্চা বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে, বলা বাহুল্য। তবুও পণ্ডিত, অপণ্ডিত—সবার নিকট পঞ্চদশীর সমান আদর রহিয়াছে এবং সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে নিয়মিত ইহার চর্চা হইয়া থাকে।

বাংলা ভাষায় এই গ্রন্থের কয়েকটি অনুবাদ বহুপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে মগনীরাম মঠের শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত বৃহৎ-কলেবরে গ্রন্থটি প্রসিদ্ধ। কিন্তু এইসব গ্রন্থ এখন দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। তাই অনেকদিন যাবৎ ইহার একটি সহজ-সরল ও সাধারণের পাঠোপযোগী অনুবাদের প্রয়োজন অনুভূত হইতেছিল। রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়ের সন্ন্যাসী স্বামী বাণেশানন্দ সেই আয়াসসাধ্য জনসেবামূলক কাজটি করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি একটি নাতিদীর্ঘ ও সারগর্ভ ভূমিকা ইহাতে সংযোজিত করায় গ্রন্থে আলোচিত বিষয় পাঠকের নিকট সুখবোধ্য হইবে আশা করি। এই গ্রন্থপাঠে পাঠকসাধারণ কিছুমাত্র উপকৃত হইলে অনুবাদকের শ্রম সার্থক হইয়াছে বুঝিব।

# সূচীপত্র


| | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| ভূমিকা | (ক) |
| প্রথম অধ্যায় — তত্ত্ববিবেক | ১ |
| দ্বিতীয় অধ্যায় — পঞ্চভূতবিবেক | ২৮ |
| তৃতীয় অধ্যায় — পঞ্চকোশবিবেক | ৬৭ |
| চতুর্থ অধ্যায় — দ্বৈতবিবেক | ৮৩ |
| পঞ্চম অধ্যায় — মহাবাক্যবিবেক | ১০৭ |
| ষষ্ঠ অধ্যায় — চিত্রদীপ | ১১১ |
| সপ্তম অধ্যায় — তৃপ্তিদীপ | ২০৯ |
| অষ্টম অধ্যায় — কূটস্থদীপ | ৩১২ |
| নবম অধ্যায় — ধ্যানদীপ | ৩৪২ |
| দশম অধ্যায় — নাটকদীপ | ৩৯৫ |
| একাদশ অধ্যায় — ব্রহ্মানন্দে যোগানন্দ | ৪০৫ |
| দ্বাদশ অধ্যায় — ব্রহ্মানন্দে আত্মানন্দ | ৪৫২ |
| ত্রয়োদশ অধ্যায় — ব্রহ্মানন্দে অদ্বৈতানন্দ | ৪৮৪ |
| চতুর্দশ অধ্যায় — ব্রহ্মানন্দে বিদ্যানন্দ | ৫১৯ |
| পঞ্চদশ অধ্যায় — ব্রহ্মানন্দে বিষয়ানন্দ | ৫৩৫ |
| শ্লোকসূচী | ৫৪৭ |

# সাংকেতিক শব্দের সূচী

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | অঃ ভাঃ | = | অধ্যাস ভাষ্য (আচার্য শঙ্কর) |
| ২। | অঃ বিঃ উঃ | = | অমৃত-বিন্দু-উপনিষৎ |
| ৩। | ঈঃ উঃ / ঈশ উঃ | = | ঈশ উপনিষৎ |
| ৪। | ঐঃ উঃ | = | ঐতরেয় উপনিষৎ |
| ৫। | কঃ উঃ / কঠ উঃ | = | কঠ উপনিষৎ |
| ৬। | কেন উঃ | = | কেন উপনিষৎ |
| ৭। | কৈঃ উঃ | = | কৈবল্য উপনিষৎ |
| ৮। | কৌঃ উঃ | = | কৌশিতকী উপনিষৎ |
| ৯। | কৌঃ ব্রাঃ উঃ | = | কৌশিতকী-ব্রাহ্মণ উপনিষৎ |
| ১০। | গীঃ | = | গীতা |
| ১১। | ছাঃ উঃ | = | ছান্দোগ্য উপনিষৎ |
| ১২। | তৈঃ আরণ্যক | = | তৈত্তিরীয় আরণ্যক |
| ১৩। | তৈঃ উঃ | = | তৈত্তিরীয় উপনিষৎ |
| ১৪। | নৃঃ উঃ তাঃ উঃ | = | নৃসিংহ-উত্তর-তাপনীয় উপনিষৎ |
| ১৫। | নৃঃ পূঃ তাঃ উঃ | = | নৃসিংহ-পূর্ব-তাপনীয় উপনিষৎ |
| ১৬। | প্রঃ উঃ / প্রশ্ন উঃ | = | প্রশ্ন উপনিষৎ |
| ১৭। | বৃঃ উঃ / বৃহদা উঃ | = | বৃহদারণ্যক উপনিষৎ |
| ১৮। | ব্রঃ বিঃ উঃ | = | ব্রহ্মবিন্দু উপনিষৎ |
| ১৯। | ব্রঃ উঃ | = | ব্রহ্ম উপনিষৎ |
| ২০। | ব্রঃ সূঃ | = | ব্রহ্মসূত্র |
| ২১। | মঃ নাঃ উঃ | = | মহানারায়ণ উপনিষৎ |
| ২২। | মাঃ কাঃ | = | মাণ্ডুক্য কারিকা |
| ২৩। | মাঃ উঃ | = | মাণ্ডুক্য উপনিষৎ |
| ২৪। | মুঃ উঃ / মুণ্ডক উঃ | = | মুণ্ডক উপনিষৎ |
| ২৫। | মৈঃ উঃ | = | মৈত্রায়নীয় উপনিষৎ |
| ২৬। | রাম পূঃ তাঃ উঃ | = | রাম-পূর্ব-তাপনীয় উপনিষৎ |
| ২৭। | বিঃ চূঃ | = | বিবেক চূড়ামণি |
| ২৮। | শাং ভাঃ | = | শাঙ্কর ভাষ্য |
| ২৯। | শ্বেঃ উঃ | = | শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ |
| ৩০। | সর্ব উঃ | = | সর্ব উপনিষৎ |

ওঁ শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ

# পঞ্চদশী

## ভূমিকা

**মুখবন্ধ ঃ** পঞ্চদশী শাঙ্কর-বেদান্তের একটি বহুসমাদৃত প্রামাণিক গ্রন্থ। মাধবাচার্য বা বিদ্যারণ্য স্বামী ইহার রচয়িতা। ভাষার সরলতা, যুক্তির স্বচ্ছতা এবং বহুল পরিমাণ উদ্ধৃতির সাহায্যে দুর্বোধ্য তত্ত্বের প্রাঞ্জল ও সরস ব্যাখ্যার নিরিখে বিচার করিলে এই বৃহৎ কলেবর গ্রন্থের অনন্যতা বুঝিতে পারা যাইবে। অদ্বৈত বেদান্তের মূল তত্ত্বগুলির সবিশদ আলোচনা ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। নির্বেদলাভেচ্ছু সকল প্রকার অধিকারীর অনুসন্ধিৎসার যোগ্য সমাধান বিদ্যারণ্য স্বামী এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কোন প্রকার অধিকারীই আলোচ্য গ্রন্থে অপাঙ্‌ক্তেয় বলিয়া পরিত্যক্ত হন নাই। করুণাময়ী মাতার ন্যায় ইহা ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীকে তাঁহার উপযুক্ত পথের সন্ধান দিয়াছেন। সুতরাং গঠনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি যে এই গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, তাহা লেখা বাহুল্য। ইহাতে স্থানে স্থানে লেখকের মৌলিক চিন্তারও সন্নিবেশ দেখা যায়। অতল, অপার শ্রুতি-রত্নাকর মন্থন করিয়া যে অমৃতকুম্ভ বিদ্যারণ্য স্বামী আমাদের সম্মুখে এইরূপে স্থাপন করিয়াছেন, তাহা অনন্তকাল ধরিয়া মানুষকে অমর হইবার পথ দেখাইতে থাকিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

**গ্রন্থকার ঃ** পঞ্চদশীর রচয়িতা বিদ্যারণ্য স্বামী পূর্বাশ্রমে মাধবাচার্য নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম মায়ন ও মাতা শ্রীমতী। বিদ্যারণ্য তৎকৃত পরাশর-মাধব নামক গ্রন্থের প্রারম্ভে এইভাবে নিজের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন ঃ

শ্রীমতী জননী যস্য সুকীর্তির্মায়নঃ পিতা।
বোধায়নং যস্য সূত্রং শাখা যস্য চ যাজুষী॥
সায়ণো ভোগনাথশ্চ মনোবুদ্ধী সহোদরৌ।
ভারদ্বাজং যস্য গোত্রং সর্বজ্ঞঃ স হি মাধবঃ॥

উক্ত পরিচয় হইতে জানা যায় যে প্রসিদ্ধ বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্য এবং ভোগনাথ নামে মাধবের দুই ভ্রাতা ছিলেন। বিদ্যারণ্য খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের শেষ ভাগে জন্মগ্রহণ করেন এবং চতুর্দশ শতকের শেষ ভাগে পরমাগতি লাভ করেন।

মাধবাচার্য একাধারে অসামান্য পণ্ডিত, ধুরন্ধর কূটনীতি-বিশারদ এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি প্রধানতঃ নিজ প্রতিভায় ১৩৩৫-৩৬ খ্রীস্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগর রাজ্য স্থাপন করিয়া, তিরিশ বৎসরকাল বিজয়নগর-রাজ বীর বুক্ক-এর প্রধানমন্ত্রির পদ অলঙ্কৃত করেন। এই সময়ে রাজার নির্দেশে তিনি কিছুকাল জয়ন্তীপুরে রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। শেষ জীবনে তিনি শঙ্করানন্দের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শৃঙ্গেরি মঠের মঠাধীশ হইয়াছিলেন। ভারতী-তীর্থের নিকট তিনি শিক্ষালাভ করেন।

ভারতীর বরপুত্র, পণ্ডিতকুল-শিরোমণি বিদ্যারণ্য স্বামী দর্শন, স্মৃতি, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্রের উপর গ্রন্থরচনা করিয়া বাণীর পাদপীঠের শোভাবর্ধন করিয়াছেন। বেদান্তে বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ, পঞ্চদশী, অনুভূতি-প্রকাশ, জীবন্মুক্তি-বিবেক, অপরোক্ষানুভূতির টীকা, সূতসংহিতার টীকা, ঐতরেয় উপনিষদ্-দীপিকা, ছান্দোগ্য উপনিষদ্-দীপিকা, তৈত্তিরীয় উপনিষদ্-দীপিকা, বৃহদারণ্যক-বার্তিকসার, শংকর-বিজয় —এই সকল অমূল্য রচনা তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের নিদর্শন। এতদ্ব্যতীত সর্বদর্শন-সংগ্রহ, জৈমিনীয় ন্যায়মালা-বিস্তর, পরাশর-মাধব, কাল-মাধব প্রভৃতি গ্রন্থরাজিও তাঁহার রচনা বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। সর্বশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তির জন্য তাঁহাকে ভগবৎপাদ আচার্য শঙ্করের অবতার বা দ্বিতীয় শঙ্করাচার্য বলা হইত।

**পঞ্চদশী ঃ** ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞান অপৌরুষেয় ও অভ্রান্ত শ্রুতিমুখে বলা হইয়াছে। সুতরাং শাস্ত্রই ব্রহ্মকে জানিবার একমাত্র আকর (শাস্ত্রযোনিত্বাৎ—ব্রহ্মসূত্র, ১/১/৩, যোনিশ্চ হি গীয়তে—ঐ, ১/৪/২৭। শ্রুতিও বলিতেছেন—তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি—বৃঃ উঃ, ৩/৯/২৬; সর্বং ব্রহ্মৌপনিষদম্।))। শ্রুতি-উক্ত সেই জ্ঞান যুক্তিসহও বটে। যুক্তিগ্রাহ্য করিয়া পরোক্ষভাবে সেই জ্ঞান-বিষয়ে ধারণা করিয়া লইয়া, সাধক মোক্ষপথে অগ্রসর হন। কিন্তু নিছক ঔৎসুক্য মিটাইবার নিমিত্ত অথবা তর্কপ্রতিভার পুষ্টিসাধনের উদ্দেশ্যে মোক্ষশাস্ত্রপাঠ মানুষের কোন উপকারে লাগে না। রামকৃষ্ণ-স্বামী টীকায় (৯/২৯ [উৎস উল্লেখ না থাকিলে পঞ্চদশী বুঝিতে হইবে]) বলিতেছেন ঃ আধুনিক গ্রন্থকারগণও কেন বেদবাক্যের বিচার করিতেছেন? উত্তর ঃ তাঁহারা বুদ্ধির সন্তোষের নিমিত্ত বেদবাক্যের বিচার করিয়া থাকেন, অনুষ্ঠান-সিদ্ধির নিমিত্ত নহে। পঞ্চদশীকার তাই সাবধান করিয়া দিয়া বলিতেছেন—"স্বানুভূত্যনুসারেণ তর্ক্যতাং মা কুতর্ক্যতাম্" (৬/৩০, ৮/৬৭-৬৮)। এইরূপ যুক্তিকান্তারে বসিয়া কোন সৌভাগ্যবান যদি জীবন-বোধের বোধনগীতি শুনিতে পায়, তবে তাহার মোহনিগড় শিথিল হইয়া যায়, সে দীপ্তশির ব্যক্তির জলপ্রবেশের

ন্যায় ব্যাকুল চিত্তে গুরুর নিকট গমন করে। তখন তত্ত্বান্বেষী সাধক গুরুমুখ হইতে সেই জ্ঞানের কথা শুনিয়া (১/৬৩), শাস্ত্র ও গুরু-নির্দেশিত পথে অগ্রসর হইলে ব্রহ্মাত্মৈক্যরূপ অনুভূতি লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইয়া যায় (১/৬১-৬২)। এই ধারাকে ভিত্তি করিয়া, জীবের মোক্ষপথে অগ্রসর হইবার পন্থা, সম্ভাব্য সকল প্রকার দৃষ্টিকোণ হইতে বিদ্যারণ্য স্বামী বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

পঞ্চদশ-অধ্যায়াত্মক বলিয়া এই গ্রন্থের নাম পঞ্চদশী হইয়াছে। প্রথম পাঁচটি অধ্যায়ে আত্মবস্তু ও অনাত্মা-অবস্তুর বিবেক বা বিচারধারা আলোচিত হইয়াছে বলিয়া উহাদের একত্রে বিবেক-পঞ্চক বলা হয়। পরবর্তী পাঁচটি অধ্যায়ে শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ আত্মার আলোচনা হইয়াছে। উহারা দীপ-পঞ্চক-নামে অভিহিত। শেষ পঞ্চাধ্যায়ে আত্মাকে আনন্দস্বরূপ বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে বলিয়া উহাদের যৌথভাবে আনন্দ-পঞ্চক বলা হয়। কেহ কেহ বলেন উক্ত তিনটি পঞ্চকে যথাক্রমে ব্রহ্মের সৎ, চিৎ ও আনন্দ-স্বরূপের ব্যাখ্যা হইয়াছে। অনেকে আবার মনে করেন আনন্দ-পঞ্চকটি একটি পৃথক গ্রন্থ।

**প্রথম পঞ্চকে আলোচিত বিষয় ঃ** প্রথম পঞ্চকের নাম বিবেক-পঞ্চক। বিবেক অর্থাৎ বিবেচন, কিনা বাছিয়া লওয়া। অতত্ত্ব হইতে তত্ত্বের, অবস্তু হইতে বস্তুর বিবেক। বস্তুর জ্ঞান আমাদের নাই। কাজেই যাহা কিছু দৃশ্য ও অদৃশ্য, মূর্ত ও অমূর্ত, বিদিত ও অবিদিত সৃষ্টপদার্থ অর্থাৎ অবস্তু, যাহাকে আমরা 'ইতি ইতি' অর্থাৎ 'ইহা ইহা' বলিয়া জানি, তাহার স্বরূপ কি তাহা আলোচ্য বা বিচার্য। সেই কারণে, বাধযোগ্য জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়, কারণাদি শরীরত্রয়, ঈশ্বরভাব, জীবভাব প্রভৃতির সবিশদ নির্বচন করিয়া তাহাদের মিথ্যাত্ব দেখানো হইয়াছে। অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী সুতরাং সদাপরিবর্তনশীল কালেরও সাক্ষী সম্বিৎ অর্থাৎ আত্মাই যে বস্তু তাহা বলা হইয়াছে (১/৭)। তিনি সকল নিষেধের অবধি ("আত্মনশ্চ প্রত্যাখ্যাতুমশক্যত্বাৎ য এব নিরাকর্তা তস্যৈব আত্মত্বাৎ"— শঙ্কর, ব্রহ্মসূত্র, ১/১/৪)। শব্দ-বিজ্ঞান, স্পর্শ-বিজ্ঞান প্রভৃতি প্রয়োগে বিজ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন মনে হইলেও শব্দ-স্পর্শাদি পরস্পর বিভিন্ন জড়াংশই জ্ঞানের ভেদ-প্রতীতির হেতু। বস্তুতঃ সম্বিৎ বা জ্ঞান সকল জ্ঞেয় বিষয়ে অনুস্যূত থাকিয়া বিষয়সকল হইতে পৃথক এবং এক ("এষু ব্যবর্তমানেষু যদনুবর্ততে তত্তেভ্যো ভিন্নং, যথা কুসুমেভ্যঃ সূত্রম্"—ভামতী, ব্রঃ সূঃ, অঃ ভাঃ)।

প্রকৃতির স্বরূপ ব্যষ্টি ও সমষ্টিতে দুই প্রকার (১/১৬,১৭); যথাক্রমে বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধানা মায়া ও মলিনসত্ত্বপ্রধানা অবিদ্যা। এখানে একটি কথা বলিয়া লওয়া প্রয়োজন। ভগবান শঙ্করাচার্য মায়া ও অবিদ্যাকে অভিন্ন বলিয়াছেন

("অবিদ্যাত্মিকা মায়াশক্তিঃ"— ব্রঃ সূঃ, শাং ভাঃ)। বিবরণকার লোকপ্রসিদ্ধ ব্যবহারিক দৃষ্টিতেই মায়ার ভিন্ন নামের যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়াছেন। আবরণশক্তিপ্রধানা মায়াকে অবিদ্যা এবং বিক্ষেপশক্তিপ্রধানা মায়াকে তিনি মায়া বলিয়াছেন ("একস্মিন্নপি বস্তুনি বিক্ষেপপ্রাধান্যেন মায়া আচ্ছাদনপ্রাধান্যেন অবিদ্যেতি ব্যবহারভেদঃ"—বিবরণ ৩২ পৃষ্ঠা, বিজিয়ানাগ্রাম-সংস্কৃত-সিরিজ, তৃতীয় ভাগ, পঞ্চদশী ১/১৬)। মায়া ব্রহ্মচৈতন্যের একাংশে অধ্যস্ত (২/৫৮)। বস্তুতঃ নিরবয়ব চৈতন্যের কোন অংশ নাই ("অংশ ইব অংশঃ, ন হি নিরবয়বস্য মুখ্যোঽংশ সম্ভবতি"—ব্রঃ সূঃ, শাং ভাঃ, ২/৩/৪৩)। ঈশ্বরোপাধি মায়া, জীবোপাধি অবিদ্যা। সুষুপ্তি অবস্থার তুলনায় মায়োপাধিক ব্রহ্ম হন ঈশ্বর, অবিদ্যোপাধিক কূটস্থ (ব্রহ্ম) হন প্রাজ্ঞ। স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থার তুলনায় তাঁহারা যথাক্রমে হিরণ্যগর্ভ-তৈজস এবং বিরাট-বিশ্ব-নামে অভিহিত হন।

সমুদয় প্রপঞ্চের সাক্ষী ব্রহ্ম সকল পরিবর্তনের সদাসাক্ষী, তাহাই তত্ত্ব ("...চক্ষুষঃ সাক্ষী, শ্রোত্রস্য সাক্ষী ... তমসঃ সাক্ষী সর্বস্য সাক্ষী"—নৃঃ উঃ তাঃ উঃ, ২)। তাহাই 'ইদম্' শব্দের ("সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ"—ছাঃ উঃ, ৬/২/১। "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্"—ঐ, ৬/৮/৭)। লক্ষ্যার্থ সৎ(কারণ)স্বরূপ। মহাবাক্য-সমূহের লক্ষ্যার্থদ্বারা জীব ও ব্রহ্মের একতাই যে প্রতিপাদ্য তাহা মহাবাক্য-বিবেক-নামক পঞ্চমাধ্যায়ে নিরূপিত হইয়াছে।

বিবেক-পঞ্চকে এইভাবে জীব ও ব্রহ্মের অভেদত্ব নিশ্চয়ের দ্বারা ব্রহ্মের সৎস্বরূপতার প্রতিপাদন করা হইলেও ইহাতে বিবেকের দ্বারা প্রকৃতির বাধত্ব-নিরূপণও গুরুত্বলাভ করিয়াছে।

**দ্বিতীয় পঞ্চকে আলোচিত বিষয় :** জীব ও ব্রহ্মের অভেদজ্ঞান-সিদ্ধি বা ভেদজ্ঞান-নিরসন মুমুক্ষুজনের লক্ষ্য। 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যান্তর্গত 'তৎ' ও 'ত্বম্'-পদার্থের শোধন অর্থাৎ তাৎপর্যপ্রতিপাদক লক্ষ্যার্থ নির্ণয়ের দ্বার সেই একত্বের প্রতিষ্ঠা দ্বিতীয় পঞ্চকে করা হইয়াছে। 'ত্বম্'-পদের লক্ষ্যার্থ প্রত্যগাত্মস্বরূপ কূটস্থ-চৈতন্য। তাহা যেমন "আমি কিছুই জানিতে পারি নাই"—এইরূপ অজ্ঞানের জ্ঞান, তেমনই "আমি জানিতেছি"—এইরূপ জ্ঞানেরও জ্ঞান (৮/৪, ১৬)। সেইহেতু, কর্মকারের কর্মশালাস্থিত কূট (অর্থাৎ নেহাঈ বা নাঈ)-এর মতো তাহা সকল পরিণামের সাক্ষী, দ্রষ্টা, বিজ্ঞাতা—অধিষ্ঠানরূপে। এইপ্রকার তত্ত্বসকলের প্রদীপবৎ প্রকাশক বলিয়া দ্বিতীয় পঞ্চকের নাম 'দীপ-পঞ্চক'।

দেহেন্দ্রিয়াদিযুক্ত আভাসচৈতন্যরূপ জীবভ্রমের (৮/৪৮) অধিষ্ঠান যে

চৈতন্য তাহাই কূটস্থ-শব্দে অভিহিত হন। ব্যষ্টি-চিদাভাসের বা জীবের স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুই প্রকার শরীরের অধিষ্ঠান তিনি। কূটস্থ সাক্ষিচৈতন্যের কোন প্রকার ভোগ নাই। তিনি উদাসীন দ্রষ্টামাত্র। বিদ্যারণ্যের মতে তাই চৈতন্য চার প্রকার—ব্রহ্মচৈতন্য, ঈশ্বরচৈতন্য, কূটস্থচৈতন্য ও জীবচৈতন্য। আর সজগৎ সমষ্টি চিদাভাসের অধিষ্ঠানকে ব্রহ্ম বলে (৮/৪৯)। ব্রহ্মদ্বারা সাধারণভাবে প্রকাশিত ঘট "ঘট আছে"—এইরূপে বিবক্ষিত। ঘটের অস্তিত্বের সাধারণ প্রকাশক ব্রহ্মচৈতন্য। আর সেই "ঘট জ্ঞাত হইতেছে"—এইরূপ জ্ঞান চিদাভাসের। কূটস্থ যে এই জ্ঞানেরও জ্ঞান তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু "মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্ত" কূটস্থে জীবের স্বরূপাধ্যাস ও জীবে কূটস্থের সম্বন্ধাধ্যাস হয় (ব্রঃ সূঃ অধ্যাসভাষ্য)। তাই বস্তুস্বরূপ এই প্রকার ঃ

> ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ ।
> ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা ॥

(ব্রঃ বিঃ উঃ, ১০, মাঃ কাঃ, ২/৩২, পঞ্চদশী, ৮/৭১, ৬/২৩৫)।

ইহাই কূটস্থের পারমার্থিক স্বরূপ। সুতরাং সিদ্ধান্ত হইল—ঈশ্বর, চিদাভাস ও জগৎ—সবই পরিণামী এবং মিথ্যা (৮/৩৯, ৬০; ৬/২৩৬)।

নৃত্যশালাস্থিত দীপ (১০/১১—১৫) যেমন সভাপতি, সভ্যগণ এবং নর্তকীকে কিছুমাত্র পক্ষপাত না করিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে এবং সকলে চলিয়া গেলেও যেমন দীপের প্রকাশের ইতরবিশেষ হয় না, সেইরূপ সাক্ষিচৈতন্যও স্বপ্রকাশ, সর্বপ্রকার পরিণাম তাঁহার দ্বারাই প্রকাশিত ("তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং ...", ১/১৭, ১০/১২; কঃ উঃ, ২/২/১৫; মুঃ উঃ, ২/২/১০; শ্বেঃ উঃ, ৬/১৪)। এইভাবে "'সাক্ষী' কে", তাহার বিচারে বিদ্যারণ্য বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। (দ্রষ্টব্য ১০/১০-এর পাদটীকা)

ষষ্ঠাধ্যায়ে (চিত্রদীপে) চিদাভাস, কূটস্থ, জগৎ ও ব্রহ্ম—সদৃষ্টান্ত বর্ণিত হইয়াছে। অধ্যারোপ ও তৎপশ্চাৎ অপবাদ ন্যায়ে নিষ্প্রপঞ্চ-বস্তু-ব্রহ্মের নিরূপণ বেদান্তশাস্ত্রে প্রচলিত। প্রস্তাবিত বিষয়ে পট ও পটস্থ চিত্রের বর্ণনা সেই ন্যায়েরই প্রপঞ্চীকরণ। বস্ত্রের নিম্নোক্ত চারিটি অবস্থা হয় ঃ যথা ঃ (ক) ধৌত শুদ্ধ শুভ্র বস্ত্র। (খ) অন্নমণ্ডের বিলেপনহেতু তাহা সমবিস্তৃত কঠিন অবস্থা লাভ করে। (গ) তাহার উপর মসীদ্বারা দেব-মনুষ্য, পশু-পক্ষী, পাহাড়-নদী, চন্দ্র-সূর্য প্রভৃতির রেখাচিত্র অঙ্কন করা হয়। (ঘ) সেই রেখাচিত্র সবুজ, রক্তিম, পীত প্রভৃতি বর্ণদ্বারা পূর্ণ করা হয়। এই চারিটি অবস্থাকে যথাক্রমে ধৌত, ঘট্টিত, লাঞ্ছিত ও রঞ্জিত অবস্থা বলে।

চৈতন্যেরও সেইরূপ চারিটি অবস্থা কল্পনা করা হয়। যথা ঃ (ক) পরমাত্মা স্বরূপতঃ চিৎ-শব্দদ্বারা উল্লিখিত হন। (খ) মায়ারূপ উপাধিবিশিষ্ট হইলে তাঁহাকে অন্তর্যামী (ঈশ্বর) কহে। (গ) সূক্ষ্মদৃষ্টিতে সূত্রাত্মা বা হিরণ্যগর্ভ-নামে তিনি অভিহিত হন। এবং (ঘ) স্থূলদৃষ্টিতে তাঁহার নাম হয় বৈশ্বানর বা বিরাট (৬/২)। দৃষ্টান্তে চিত্রলিখিত বস্ত্রসমূহ যেমন বস্ত্ররূপে প্রতীয়মান হইলেও তাহারা প্রকৃত বস্ত্র নহে বলিয়া তাহাদিগকে বস্ত্রাভাস কহে (কারণ তাহাদের শীতাদি নিবারণ করিবার ক্ষমতা নাই), সেইরূপ দার্ষ্টান্তে মনুষ্যাদিদেহস্থিত চৈতন্যে প্রকৃত চৈতন্যের লক্ষণ ('জ্ঞানমনন্তম্' ইত্যাদি) না থাকিলেও তাহারা প্রকৃত চৈতন্যের ন্যায় প্রতীত হয় বলিয়া তাহাদের চিদাভাস বা অসত্য চৈতন্য বলে।

**তৃতীয় পঞ্চকে আলোচিত বিষয় ঃ** পূর্ববর্তী দুইটি পঞ্চকে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম সৎস্বরূপ এবং চিৎস্বরূপ। আনন্দ-পঞ্চক-নামক তৃতীয় পঞ্চকে ব্রহ্ম যে আনন্দস্বরূপও তাহা দেখানো হইতেছে। ব্রহ্ম যেরূপ এক ও অদ্বিতীয়, আনন্দও সেইরূপ। সকল বিষয়গত আনন্দই সেই আনন্দের কুণ্ঠিত প্রকাশমাত্র। ব্রহ্মানন্দের কণামাত্র ('মাত্রাম্') জীব ভোগ করিয়া থাকে (বৃঃ উঃ, ৪/৩/৩২; তৈঃ উঃ, ২/৭; পঞ্চদশী, ১৫/২)। বৃহদারণ্যক শ্রুতিবচন (৪/৫/৬) উদ্ধৃত করিয়া বিদ্যারণ্য দেখাইয়াছেন যে, (১২/৫) আত্মার সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া বস্তুনিচয় প্রিয় হয়। সেই আত্মা গৌণ, মিথ্যা ও মুখ্য-ভেদে ত্রিবিধ (১২/৩৯)। 'মম ইদম্' অর্থাৎ 'আমার ইহা', গৌণ আত্মার উপমাস্থল। যেমন পিতা যখন পুত্রের সহিত একাত্মতা অনুভব করে তখন পিতার আত্মার তুলনায় পুত্রের আত্মা গৌণ বলিয়া উক্ত হয়। 'অহম্ ইদম্' অর্থাৎ 'আমি ইহা', মিথ্যাত্মার উপমাস্থল। যেমন পঞ্চকোশরূপ দেহাদির যে আত্মতা তাহা মিথ্যা (১২/৪১)। আর 'প্রতিমা' অর্থাৎ 'উপমা'-রহিত ('ন তস্য প্রতিমা অস্তি'—শ্বেঃ উঃ, ৪/১৯) সর্বান্তরবর্তী সাক্ষিচৈতন্যকে মুখ্যাত্মা বলে। অনুপম এই মুখ্যাত্মাই সেইহেতু পরম প্রীতির বস্তু (১/১৯; বৃঃ উঃ, ১/৪/৮)। এই কারণে দেহে বা বিষয়ে যে প্রীতি দেখা যায় তাহা এই আনন্দস্বরূপেরই প্রতিফলনজন্য মাত্র। বিচারদ্বারা ইহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত বিদ্যারণ্য তিন প্রকার আনন্দেরও উল্লেখ করিয়াছেন। স্বপ্রকাশরূপে সুষুপ্তিতে ভাসমান যে আনন্দ তাহা ব্রহ্মানন্দ (১১/১৩, ৪৬, ৪৯, ৬৫-৬৮, ৮৭; ছাঃ উঃ, ৬/৮/২, বৃঃ উঃ, ২/১/১৯, ৪/৩/১৯)। দেহগত নিদ্রার পূর্বে বা পরে তূষ্ণীভাবে অবস্থানকালে যে আনন্দ অনুভূত হয়, তাহা বাসনানন্দ (১১/৭৪, ৭৬, ৮৫, ৮৭); বাঞ্ছিত বিষয়লাভহেতু অন্তর্মুখ মনে যে আত্মস্বরূপানন্দ প্রতিবিম্বিত হয়, তাহা বিষয়ানন্দ (১১/৮৬, ৮৭)। বিষয়ানন্দ ও বাসনানন্দ—এই দুই প্রকার আনন্দকে উৎপাদন করিয়া ব্রহ্মানন্দ বিদ্যমান। অর্থাৎ অন্য সব আনন্দই সেই ব্রহ্মানন্দের অভিব্যক্তি

(তৈঃ উঃ, ৩/৬), আংশিক বা কুণ্ঠিতরূপে। আবার বৃত্তিসমূহের সন্ধিতে বা তাহাদের অভাবকালে এই আনন্দ অনুভূত হয় (৮/৩, ২/১)। যোগী সমাধিতে এবং বিবেকী বিবেক অবস্থায় এই আনন্দে মগ্ন থাকেন (১২/৮৭, ৮৯)।

আনন্দের একটি পরিসংখ্যান তৈত্তিরীয় উপনিষদে (দ্বিতীয় প্রশ্ন আনন্দবল্লী) ব্রহ্মানন্দ-মীমাংসা-শীর্ষক অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে (তুলনীয় বৃঃ উঃ, ৪/৩/৩৩)। সর্বপ্রকার মানুষ-আনন্দের পরিপূর্ণতা যে সাধু-যুবা, অধীত-বেদ, সর্বোত্তম শাসক, সুদৃঢ় শরীরযুক্ত ও বলবত্তম এবং বিত্তে পরিপূর্ণা সমগ্রা ধরণীর অধীশ্বর চক্রবর্তী মহারাজের মধ্যে, তাঁহার আনন্দকে একক ধরিয়া তাহার শতগুণ হিসাবে উত্তরোত্তর আনন্দ-এককের মূল্যায়ন করা হইয়াছে। সর্বশেষে ব্রহ্মার আনন্দের মীমাংসা হইবার পর বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মের স্বরূপভূত আনন্দ সকল তুলনার উর্ধ্বে। ব্রহ্মাত্মৈক্যদর্শী অনুভবিতার আনন্দও সুতরাং কোন পরিমাণ বা পরিসংখ্যান দ্বারা নির্ণেয় হইতে পারে না। তাহা নিরঙ্কুশ। তল্লাভই চরম প্রাপ্তি, তৎস্বরূপতাই পরম কৃতার্থতা। সেইহেতু জ্ঞানী সকল চাওয়া-পাওয়ার পারে চলিয়া যান (৭/২৯১, ১৪/৫৮)।

**ব্রহ্ম ঃ** বেদান্তে ব্রহ্মকে নির্গুণ (কঃ উঃ, ১/৩/১৫; বৃঃ উঃ, ২/৩/৬, ৩/৮/৮, ৪/৫/১৫; মাঃ উঃ, ৭, ব্রঃ সূঃ, ১/২/২১, ৩/২/১৪-২৩), নির্বিশেষ, নিরুপাধিক ও বাক্যমনাতীত বলা হয়। নিরুপাধিক কিনা তিনি দেশ (বৃঃ উঃ, ৩/৮/৭; ছাঃ উঃ, ৭/২৫/১), কাল (শ্বেঃ উঃ, ৬/৫; বৃঃ উঃ, ৪/৪/১৫) ও নিমিত্ত—এই তিন উপাধির অধীন নহেন (৩/৫)। তাহা হইলে তিনি কিরূপ? তাহার উত্তরে বলা হয়—তিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব অতি সহজ ভাষায় বাক্যাতীত ব্রহ্মের কথা এরূপ বলিয়াছেন ঃ ব্রহ্ম যে কি তাহা মুখে বলা যায় না। সব জিনিস উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, ষড়্দর্শন—সব এঁটো হয়ে গেছে। মুখে পড়া হয়েছে, মুখে উচ্চারণ হয়েছে—তাই এঁটো হয়েছে। কিন্তু একটি জিনিস কেবল উচ্ছিষ্ট হয় নাই, সে জিনিসটি ব্রহ্ম। (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত প্রথম, ৫২পৃঃ, উদ্বোধন কার্যালয়)। কিন্তু যাহার নিমিত্ত সাধ্য-সাধনা, জ্ঞান-বিচার, সেই বস্তু-বিষয়ে পরোক্ষভাবে কোন সিদ্ধান্ত লইতে হইলে 'তাহার স্বরূপ কি' তাহা প্রথমে অবগত হওয়া প্রয়োজন। তাহা না হইলে মানবের তদ্বিষয়ে আগ্রহ বা প্রবৃত্তি হইবে না। সুতরাং মানবীয় ভাষার সাহায্যগ্রহণ ব্যতীত পন্থা নাই (ব্রঃ সূঃ শাং ভাঃ, ১/২/১৪)। ফলতঃ সেই "অবাঙ্‌মনসগোচরম্‌" ব্রহ্মকে "সচ্চিদানন্দস্বরূপ" বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম স্বরূপতঃ সর্বপ্রকার ভেদবর্জিত। স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগতঃ—এই তিন প্রকার ভেদ তাঁহাতে স্বীকৃত নহে (২/২০, ২১)। তথাপি ব্রহ্মকে সৎস্বরূপ (ছাঃ উঃ, ৮/৩/৪;

বৃঃ উঃ, ২/১/২০), চিৎস্বরূপ (বৃঃ উঃ, ৪/৩/৬, ৪/৪/১৬, ৪/৫/১৩; কঃ উঃ, ৫/১৫; শ্বেঃ উঃ, ৬/১৪; মুঃ উঃ, ২/২/১০; গীতা, ১৫/১২) ও আনন্দস্বরূপ (বৃঃ উঃ, ৩/৯/২৮, ৪/৩/৩২-৩৩; তৈঃ উঃ, ২/৭-৯) বলা হইয়া থাকে (১৩/৬৩; ছাঃ উঃ, ৬/২/১; ঐঃ উঃ, ৫/৩; তৈঃ উঃ, ৩/৬; ইত্যাদি)। এইরূপে বলিবার অর্থ হইতেছে—ব্রহ্ম অসৎ, অচিৎ ও দুঃখস্বরূপ নহে।

আবার উপনিষদে কোথাও ব্রহ্মকে 'সেতু', কোথাও 'অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ', 'চতুষ্পাৎ', 'ষোড়শকল' প্রভৃতি বলা হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৮/৪/২) 'সেতুং তীর্ত্বা' বলিয়া সেতুর পারে যাইবার ইঙ্গিত রহিয়াছে। বস্তুতঃ সেতু বলিতে জীবের অন্তরবিহারী (ঈঃ উঃ, ১, শাং ভাঃ দ্রষ্টব্য) সেই ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে (সেতুরিব সেতুঃ—শঙ্কর)। ইহা রূপক সহায়ে ব্রহ্মকে বুঝানো ভিন্ন অন্য কিছু নহে। আর সেই অসীম ব্রহ্মের উপাসনার সুবিধার নিমিত্ত তাঁহাকে সসীম করিয়া 'অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ' প্রভৃতি বলা হইয়াছে। তাই এইসব সসীম ভাবের আপত্তির খণ্ডন ব্রহ্মসূত্রকার বিশেষভাবে করিয়াছেন (দ্রষ্টব্য—ব্রঃ সূঃ, ৩/২/৩২-৩৭)।

**মায়া ঃ** স্বজাতীয়াদি ভেদত্রয়শূন্য, প্রতিযোগিরহিত, অখণ্ড ও একরস ব্রহ্ম কি করিয়া 'ইহ'ত্ব এবং নামরূপের 'নানা'ত্ব (বৃঃ উঃ, ৪/৪/১৯; কঃ উঃ, ৪/১১) প্রাপ্ত হইলেন এই অনুসন্ধিৎসার সমাধানকল্পে মায়ার স্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে (৬/১২৮, ১২৯)। ব্রহ্মের 'নিস্তত্ত্বা' কিন্তু 'কার্যানুমেয়া' যে-শক্তি তাহাকে মায়া বলে (২/৪৭)। সৃষ্টির পূর্বে এই মায়াদ্বারা ব্রহ্মস্বরূপ অংশতঃ আবৃত ছিল (২/৫০-৫৮)। ইহার স্বরূপ কি তাহা নিরূপণ করা যায় না। তাই মায়াকে অনির্বচনীয়া বলা হইয়াছে। সৃষ্টির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আরম্ভবাদ ও পরিণামবাদ-নামক যে দুইটি মতবাদ খাড়া করা হইয়াছে, অদ্বৈত-বেদান্তীর দৃষ্টিতে তাহার কোনটিই যুক্তিযুক্ত নহে। একপ্রকার বস্তু হইতে অন্যপ্রকার বস্তুর উৎপত্তিকে আরম্ভ বলে। যেমন তন্তু হইতে পটের উৎপত্তি। তন্তু ও পট ইহাদের মতে ভিন্ন বস্তু (১/৩৭-৯)। আর কোন বস্তুর অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া অন্যবস্তুরূপে পরিণত হওয়াকে পরিণাম বলে (১৩/৪৯-৫৩)। যেমন দুগ্ধ দধিরূপে, মৃত্তিকা ঘটাদিরূপে পরিণামপ্রাপ্ত হয়। অদ্বৈতবেদান্তীর মতে ব্রহ্ম অপরিণামী বস্তু। সুতরাং এই জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত। ব্রহ্ম সেই বিবর্তের অধিষ্ঠান। পূর্বাবস্থা পরিত্যাগ না করিয়া অন্যাবস্থা প্রাপ্ত হইবার নাম বিবর্ত। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হওয়া (১৩/৯-১০)। একমাত্র অদ্বৈতীই বিবর্তবাদী। অবশ্য তাহার দৃষ্টিতে জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত, আর মায়ার পরিণাম। সেইহেতু মায়ার আপেক্ষিক সত্তা স্বীকৃত, কিন্তু মায়া পারমার্থিক নহে। ইহার উৎপত্তি অনুধাবন করা যায় না, কারণ যে করিবে সেই তো মায়ার কার্য। সুতরাং মায়া অনাদি।

বিদ্যারণ্য বলিয়াছেন, মায়াকে তিন প্রকার দৃষ্টিতে বুঝা যায়—শ্রৌত, যৌক্তিক ও লৌকিক দৃষ্টি। শ্রৌত দৃষ্টিতে মায়া তুচ্ছা (৬।১৩০)। রজ্জুতে সর্পের ব্যবহারিক অভাব যেমন তিন কালেই বিদ্যমান, সেইরূপ ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানে মায়া ও তৎকার্যের বাধ বা পারমার্থিক অভাব তিন কালেই বিদ্যমান।সেইহেতু, 'তুচ্ছমিদং রূপমস্য' এই শ্রুতি-বচনে (নৃঃ উঃ তাঃ উঃ, ৯) জ্ঞানির অনুভবে এই মায়া আকাশ-কুসুমের ন্যায় স্বরূপশূন্য বলিয়া তুচ্ছ বা হেয় বলা হইয়াছে। আবার যুক্তি দিয়া বুঝিতে গেলে, মায়া অনুভূতির বিষয় হইয়া ভাসমান রহিয়াছে বলিয়া তাহাকে অসৎ বা অভাব বলা যায় না। এতদ্ব্যতীত, প্রত্যক্ষ উপলব্ধ হইতেছে যে জগৎ তাহার কারণ (উপাদান) যে মায়া তাহা অসৎ বা অভাব হইতে পারে না (অসতঃ কারণত্বানুপপত্তেঃ—বেদান্তসার সুবোধিনী টীকা; অজ্ঞানং নাভাবমুপাদানত্বাৎ—শঙ্কর; অজ্ঞানপ্রত্যক্ষং ভাবরূপমেবাত্মন্যজ্ঞানং গময়তি—বিবরণ পৃঃ ১৩; বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ-নামক গ্রন্থে বিদ্যারণ্য অজ্ঞানের ভাবরূপতা যুক্তিবলে সিদ্ধ করিয়াছেন)। কিন্তু মায়া জ্ঞান-বিনাশ্য, সুতরাং তাহা সৎও নহে। এমনকি তাহাকে 'সদসদ্রূপ' যুগপৎ বিরুদ্ধস্বভাবসম্পন্নও বলা যায় না। আর তাদৃশ বিরুদ্ধধর্মযুক্ত বস্তু কাহারও বুদ্ধিতে আরূঢ় হয় না। সুতরাং যৌক্তিক দৃষ্টিতে বলা হইল মায়া অনির্বচনীয়া (৬/১২৮)। অনির্বচনীয়া অর্থাৎ মিথ্যা। মিথ্যাত্ব বলিতে বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অলীকত্ব নহে, পরন্তু অনির্বচনীয়ত্ব (মিথ্যা চ তদজ্ঞানঞ্চ মিথ্যাজ্ঞানম্। মিথ্যেতি অনির্বচনীয়তা উচ্যতে, অজ্ঞানমিতি চ জড়াত্মিকা অবিদ্যাশক্তিঃ।—পঞ্চপাদিকা-প্রস্থানম্, পৃঃ ৮৭-৮৮; অধ্যাত্ম-প্রকাশ কার্যালয়, হেলেনার্সিপুর, প্রথম সংস্করণ।)। পারমার্থিক সত্তাহীন, অথচ যাহার প্রতীতি হয়, যাহার স্বরূপকে 'ইহা এই' বলিয়া নির্বচন করা যায় না এবং বাক্যের দ্বারা বর্ণনাও করা যায় না, তাহাকে বলে অনির্বচনীয় বা মিথ্যা।

লৌকিক দৃষ্টিতে কিন্তু মায়া বাস্তবী। মায়ামুগ্ধ জীবের নিকট মায়া তুচ্ছ নহে বা মিথ্যা নহে, তাহা বাস্তবী। ঈদৃশ জ্ঞান হইতেই লোকব্যবহার সম্পন্ন হইয়া থাকে। ব্যবহারকালে তাই ইহা মোটেই অভাব-পদার্থ নহে। তবে ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ে যখন মায়া বাধিত হইয়া যায়, মাত্র তখনই ইহার তুচ্ছতা বা নিত্যনিবৃত্তস্বরূপতা অবধারিত হয়—তৎপূর্বে নহে। মায়া অস্বতন্ত্র, কারণ আপন আশ্রয় ও অবভাসক চৈতন্য বিনা ইহা সত্তাহীন হইয়া পড়ে, ব্যবহারসম্পাদিকা হয় না। আবার মায়া স্বতন্ত্রও বটে, কারণ তাহা স্বাশ্রয়ভূত নির্বিশেষ ব্রহ্মকে সবিশেষ ও নামরূপ উপাধিযুক্ত করিয়া ফেলে (৬/১৩২)। অতএব দেখা যাইতেছে যে মায়াকে অতিক্রম করিয়া যাওয়া ব্যতীত জীবের মুক্তির অন্য কোন উপায় নাই (৬/১৩৮)। সেই প্রচেষ্টায় মায়া-বিজৃম্ভিত জগৎকে যখন আমরা ধ্বংস করিয়া ফেলিতে পারি না, তখন ইহার

সহায়তা লইয়াই ইহাকে অতিক্রম করিতে হইবে (৪/৪২)। উক্তও আছে— "অসত্যে বর্ত্মনি স্থিত্বা ততঃ সত্যং সমীহতে"—অসত্য মার্গে থাকিয়া, তথা হইতে সত্য দর্শন করিতে হইবে।

**জগৎ ও ঈশ্বর ঃ** অজ্ঞাত রজ্জু যেমন সর্পরূপে প্রতীতির হেতু, অজ্ঞাত ব্রহ্মও তদ্রূপ জগদ্রূপে প্রতীতির হেতু (মাঃ কাঃ, ২/১৭)। রজ্জুতে যেমন পরমার্থতঃ সর্প নাই, ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানে তেমনি পরমার্থতঃ এই জগৎ কোন কালে নাই। ইহা বিবর্তমতাবলম্বীর পারমার্থিক দৃষ্টি। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে কিন্তু জগৎ সত্য (ব্রঃ সূঃ শাং ভাঃ, ২/১/১৪, ২/২/২৮), ইহা আমরা ইতঃপূর্বে বলিয়া আসিয়াছি। ব্রহ্মই জগতের অভিন্ননিমিত্তোপাদান কারণ (ব্রঃ সূঃ শাং ভাঃ, ১/৪/২৩)। পরিচ্ছিন্না মায়া বদ্ধ-জীবরূপ দ্রষ্টার দৃষ্টিতে সর্বব্যাপী ব্রহ্মের স্বরূপকে আবৃত করিয়া ফেলে ("ঘনচ্ছন্নদৃষ্টির্ঘনচ্ছন্নমর্কম্"—হস্তামলকম্, ১০)। সুতরাং সেই অজ্ঞাত ব্রহ্মেই জগৎ প্রপঞ্চ আরোপিত ও বিক্ষিপ্ত হয়। সৃষ্টির প্রাক্কালে এই চরাচর জগৎ প্রলয়ান্ধকারে আবৃত ছিল। সৃষ্টির ব্রাহ্মমুহূর্তে সেই অন্ধকার বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল, আর স্বয়ংজ্যোতিঃ ব্রহ্ম নিজেকে জীব ও জগদ্ রূপে ব্যক্ত করিলেন (নাসদীয়-সূক্তম্—ঋগ্বেদ; ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বম্—মুঃ উঃ, ২/২/১১; ব্রহ্মৈবেদং সর্বম্ —নৃঃ উঃ তাঃ উঃ, ৭; আত্মৈবেদং সর্বম্—ঐ, ৭; ছাঃ উঃ, ৭/২৫/২; ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্—ছাঃ উঃ, ৬/৮/৭; ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্—ঈঃ উঃ, ১; ঈক্ষতের্নাশব্দম্—ব্রঃ সূঃ, ১/১/৫)। এই জগৎ ব্রহ্মাভিন্ন আর কিছু নহে ("ভোগ্য-ভোক্তৃপ্রপঞ্চজাতস্য ব্রহ্মাব্যতিরেকেণাভাব ইতি দ্রষ্টব্যম্"—ব্রঃ সূঃ শাং ভাঃ, ২/১/১৪)। ইহা ব্রহ্মের বিবর্ত। মায়াদ্বারা এই ব্রহ্ম নাম ও রূপের ভেদ বা দ্বৈত সৃজন করিলেন। সৃজন করিলেন অর্থাৎ অধ্যাস হইল। অধ্যাস অবিদ্যাজনিত। অধ্যাসের ফলে নাম-রূপ সত্য বলিয়া মনে হয় ("নামরূপোপাধিদৃষ্টিরেব ভবতি স্বাভাবিকী" — বৃঃ উঃ শাং ভাঃ, ৩/৫/১; ছাঃ উঃ, ৬/৩/২; বৃঃ উঃ, ১/৪/৭; পঞ্চদশী ১৩/৬৪)। এই নামরূপ মিথ্যা; ইহা জড়া ও মোহাত্মিকা মায়ারই ("তদেতজ্জড়ং মোহাত্মকম্"—নৃঃ উঃ তাঃ উঃ, ৯) বিভাব। ব্রহ্মসূত্রকার ("ন বিলক্ষণত্বাদস্য তথাত্বঞ্চ শব্দাৎ"—ব্রঃ সূঃ, ২/১/৪) এবং শ্রুতিও ("সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ...বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ"—তৈঃ উঃ, ২/৬) তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। যেমন একটি ঘটে মৃত্তিকা ব্যতীত তাহার নাম ও রূপ আছে; কিন্তু এই বিকারী নামরূপের পৃথক অস্তিত্ব মিথ্যা (ছাঃ উঃ, ৬/১/৪)।

জগৎ দেশ-কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন এবং কার্য-কারণের অধীন। ব্যবহারিক জগতে বিরাজমান মানুষের মন যতক্ষণ বিষয়াভিমুখে ধাবিত হইবে, যতক্ষণ তাহা নিষ্ক্রিয় না হইতেছে, ততক্ষণ এই জগৎ রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। মনের বিলয়ে এই

দ্বৈতের নাশ হইবে ("মনসো হ্যমনীভাবে দ্বৈতং নৈবোপলভ্যতে"—মাঃ কাঃ, ৩/৩১, ব্রঃ বিঃ উঃ, ২)।

মায়োপাধিযুক্ত ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর এই জগতের স্রষ্টা ("এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ"—মুঃ উঃ, ২/১/৩) হইলে কি হইবে জীবেরও তাহাতে বিশেষ অবদান রহিয়াছে। বিদ্যারণ্য বলিতেছেন (৪/১-৪২) এই জগৎ ঈশ্বর-বিরচিত (বৃঃ উঃ, ১/৫/১) কিন্তু জীব ভোগ্য। জীব জ্ঞান ও কর্মদ্বারা এই জগতের ভোগ্যতা স্থাপন করিয়াছে (৪/১৭-১৯, ৬/২১৩, ৭/৪, ৮/৬৯)। মায়াবৃত্ত্যাত্মক ঈশ্বরের সঙ্কল্প জগৎসৃষ্টির কারণ এবং মনোবৃত্ত্যাত্মক জীবের সঙ্কল্প ভোগসৃষ্টির প্রতি কারণ। অধিক আকরে দ্রষ্টব্য।

উপনিষদে ব্রহ্মকে যেমন নির্বিশেষ, নির্গুণ বলা হইয়াছে তেমনি তাহাকে সগুণ, সবিশেষ বলিয়াও অভিহিত করা হইযাছে। বস্তুতঃ সগুণ ও নির্গুণ একই তত্ত্ব। ভাগবতকার বলিয়াছেন—"গৃহীত মায়োরুগুণঃ স্বর্গাদাবগুণঃ স্মৃতঃ" (ভাগবত—২/৬/২৯)—ভগবান স্বরূপতঃ ত্রিগুণরহিত হইলেও সৃষ্ট্যাদি নিমিত্ত মায়াগুণ স্বীকার করেন।

ত্বত্তোঽস্য জন্মস্থিতিসংযমান্ বিভো বদন্ত্যনীহাদগুণাদবিক্রিয়াৎ।
ত্বয়ীশ্বরে ব্রহ্মণি নো বিরুধ্যতে ত্বদাশ্রয়ত্বাদুপচর্যতে গুণৈঃ॥(ঐ ১০/৩/১৯)॥

—হে বিভো! আপনি চেষ্টারহিত, নির্গুণ, বিকারশূন্য হইলেও আপনা হইতেই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হইয়া থাকে—ইহা শাস্ত্রের ঘোষণা। আপনার আশ্রিত প্রকৃতি। তাহার গুণত্রয় হইতে এই সৃষ্ট্যাদি হয়। তাহা আপনাতেই আরোপিত হইয়া থাকে।. সুতরাং আপনাকে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর বা অবিকারী ব্রহ্ম বলিলে কোন অসামঞ্জস্য হয় না।

'নির্বিশেষ ব্রহ্মের জীবত্ব প্রাপ্তি কি করিয়া সম্ভব হয়,' অথবা 'জীবের স্বরূপ কি' তাহার ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ব্রহ্মসূত্রে শাঙ্কর-ভাষ্যের উপর রচিত ভামতী-নাম্নী টীকা ও বিবরণ-নাম্নী টীকাদ্বয়ের রচয়িতা যথাক্রমে বাচস্পতি মিশ্র ও স্বামী প্রকাশাত্ম যতি দুইটি মতবাদের জন্ম দিয়াছেন। ভামতী-মতাবলম্বী অবচ্ছেদবাদিগণের মতে অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট চৈতন্যই জীব ("তস্মাচ্চিদাত্মনঃ ... জীবভাব ইতি"—ভামতী, ৩ পৃঃ; "ঘটসম্ভৃতমাকাশং ..." ব্রঃবিঃউঃ ১৩; অংশো নানাব্যপদেশাৎ—ব্রঃ সূঃ, ২/৩/৪৪)। কর্মবশে সেই অন্তঃকরণ যেখানে যেখানে নীত হয়, সেখানে সেখানে পূর্ব হইতে বিদ্যমান যে চৈতন্য, তাহা সেই অন্তঃকরণ-দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া অর্থাৎ অন্তঃকরণবিশিষ্ট হইয়া জীবত্ব প্রাপ্ত হয়। দৃষ্টান্ত—ঘটদ্বারা অবচ্ছিন্ন আকাশ। প্রতিবিম্ববাদে অন্তঃকরণস্থিত চৈতন্য-প্রতিবিম্বকে জীব বলে (আভাস এব চ—ব্রঃ

সূঃ, ২/৩/৫০; অতএব চোপমা সূর্যকাদিবৎ—ব্রঃ সূঃ, ৩/২/১৮; বৃহদা. উঃ ২/৫/১৯; কঠ. উঃ ৫/৯, ১০; ব্রঃ বিঃ উঃ, ১২)। দৃষ্টান্ত—যেমন দর্পণরূপ উপাধিতে প্রতিবিম্বিত মুখ। দর্পণরূপ উপাধিরই দোষগুণের ফলে তাহাতে প্রতিবিম্বিত মুখও সেইরূপ দোষগুণযুক্ত অর্থাৎ উপাধিবিশিষ্ট বলিয়া মনে হয়। ...সার কথা হইতেছে ঃ এ সবই সুসিদ্ধান্ত। প্রক্রিয়া সকলের সুখবোধের নিমিত্ত তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণের দ্বারা এই ক্রমসমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা হইয়াছে মাত্র (আঃ বিঃ উঃ, ১৯)। ইহাতে সাধকের বিভ্রান্ত হইবার আপত্তি উঠিতে পারে না (৮/৭৩)। (আরও দ্রষ্টব্য ঃ ৮/৩২-র বিবৃতি, এবং ৩৪০ পৃঃ পাদটীকা)।

স্বভাবতঃ নির্গুণ যে ব্রহ্ম তিনি নিজের জালে নিজেকে গুটিপোকার মতো বদ্ধ করেন ("তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ"—তৈঃ উঃ, ২/৬)। মায়ার যবনিকার অন্তরালে লুক্কায়িত ব্রহ্ম মায়াধীশ, পরমেশ্বর (মায়ীনন্তু মহেশ্বরম্—শ্বেঃ উঃ, ৪/৯-১০)। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ তাই সেই সগুণ ব্রহ্মের একটি রহস্য নাম দিয়াছেন ঃ "তজ্জলান্" (৩/১৪/১)। 'তজ্জ' অর্থাৎ তাঁহা হইতেই জাত, 'তল্ল' অর্থাৎ তাঁহাতেই লয় এবং 'তদন' অর্থাৎ তাঁহাতেই স্থিত।

**জীব ঃ** অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত ব্রহ্ম-চৈতন্যকে জীব বলে। পঞ্চদশীকার চিদাভাস বা ব্যষ্টি জীবের তুলনায় তদাধারভূত ব্রহ্মচৈতন্যকে কূটস্থ বলেন। অতএব জীবের সংজ্ঞা (৩/৪১) বলা যাইতে পারে ঃ কূটস্থে কল্পিত যে স্থূল দেহ, তাহাতে অবিদ্যাংশরূপ যে অন্তঃকরণ আছে, তাহাতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যের নাম জীব বা চিদাভাস বা চিচ্ছায়া ("ননু কোঽয়ং জীবো নাম, ব্রহ্মৈব অবিদ্যাপ্রতিবিম্বিত ইতি বদামঃ"—বিবরণ।)। কর্মক্ষয় অথবা কর্মসঞ্চয় করিতে করিতে জীব শরীর হইতে শরীরান্তরে গতায়াত করিতে থাকে। জীব শরীর গ্রহণ করে ("স ঈক্ষত কথং ন্বিদং ..."—ঐঃ উঃ, ১/৩/১১,১২), কিন্তু শরীর নাশে জীবের নাশ নাই ("জীবাপেতং বাব কিলেদং ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়তে ..."—বৃঃ উঃ, ৪/৩/৮; ছাঃ উঃ, ৬/১১/৩, ৮/১২/১; এবং ব্রঃ সূঃ, ২/৩/১৬, ১৭ দ্রষ্টব্য)। জন্ম-জন্মান্তরে গতায়াতকারী সংসারী জীব পরিশেষে সদগুরুর মুখ হইতে উপদেশপ্রাপ্ত হইয়া , সাধন সহায়ে কর্মক্ষয় করিয়া, ব্রহ্মাত্মৈক্য লাভ করে। জীবের এই ব্রহ্মভাব আত্মবিনাশ নহে, ইহা আত্মার পূর্ণতা।

সে যাহা হউক, তাহার আলোচনার স্থান ইহা নহে। আমরা প্রস্তাবিতের অনুসরণ করিব। বিদ্যারণ্য স্বামী মুখ্যতঃ প্রতিবিম্ববাদ অনুসরণ করিলেও, তিনি ইহা কিঞ্চিৎ পরিবর্তিতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথমতঃ বিবরণকারের মতে ঈশ্বর বিম্ব ও জীব প্রতিবিম্ব। বিদ্যারণ্য এই মত স্বীকার করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন,

ঈশ্বর ও জীব উভয়ই প্রতিবিম্ব, মায়াপ্রতিবিম্ব ঈশ্বর, অবিদ্যাপ্রতিবিম্ব জীব। দ্বিতীয়তঃ তাঁহার মতে চিদাভাস (চিচ্ছায়া) প্রতিবিম্বের ন্যায় সত্য নহে, পরন্তু কেবল বিম্বের আভাস, সুতরাং মিথ্যা। ফলে আভাসবাদে ("জীবেশৌ আভাসেন করোতি"—নৃঃ উঃ তাঃ উঃ, ৯) স্বরূপের অনুভব চিদাভাসের মিথ্যাত্বনিশ্চয়ের দ্বারাই লভ্য, বিম্ব-প্রতিবিম্বের অভেদ-জ্ঞানের দ্বারা নহে। ইতঃপূর্বে যষ্ঠাধ্যায়ের পরিচয়-প্রসঙ্গে আমরা বিদ্যারণ্যের এই মতবাদের সদৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি।

**মুক্তি ঃ** শমদমাদির অভ্যাসসহ নিষ্কামভাবে নিত্যাদি-কর্মের অনুষ্ঠানকারির শুদ্ধ অন্তঃকরণে বিবিদিষার উৎপত্তি হয় (গীতা—শ্রীধর ১৮/২)। তখন কিঞ্চিৎ দেহাভিমানরহিত, সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন ও উপাসনাপ্রভাবে বিক্ষেপরহিত চিত্তে ব্রহ্মবিচারের প্রবৃত্তির উদয় হয়। শাস্ত্রোক্ত বিদ্যাতে অধিকারী এতাদৃশ ব্যক্তির মধ্যে সংস্কারবশে কাহারো হয় সদ্যোমুক্তিলাভের জন্য জ্ঞানমার্গে নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যানুশীলনে প্রবৃত্তি (ঈশ উঃ, ১১; মুঃ উঃ, ১/৩/৫) কাহারো বা ক্রমমুক্তিলাভের নিমিত্ত উপাসনামার্গে প্রবৃত্তি।

বিদ্যারণ্য স্বামীরও মতে জ্ঞান হইতেই ব্রহ্মাত্মৈক্যরূপ অপরোক্ষানুভূতির উদয় হয়। মোক্ষ আত্মার স্বভাবই। অতএব কর্মের দ্বারা মোক্ষ উৎপাদ্য নহে। কিন্তু ব্রহ্ম বাক্যমনাতীত হওয়ায় বিধিমুখে মোক্ষমার্গের উপদেশ সম্ভব হয় না। সেইহেতু শ্রুতি সৃষ্টিপ্রতিপাদক বাক্যসকলের দ্বারা (এতস্মাৎ আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ — তৈঃ উঃ, ২/১/৩; অক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্—মুঃ উঃ, ১/১/৭) অধ্যারোপ বর্ণনা করিয়া, লয়প্রতিপাদক বাক্যসমূহের দ্বারা (নেতি নেতি—বৃঃ উঃ, ৪/২/৪; ইদং সর্বং যদয়মাত্মা— ঐ, ২/৪/৬ ইত্যাদি) ব্রহ্মে এই জগৎপ্রপঞ্চের অপবাদ করেন। ইহাতে জীবের দ্বৈতবিভ্রম বিনষ্ট হয় এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মের বোধ উৎপন্ন হয়। নিবৃত্তপ্রতিবন্ধক অধিকারী যদি উত্তম হয়, তাহা হইলে (বিবরণকারের মতে) 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের শ্রবণ মাত্রেই তাহার 'অহং ব্রহ্মাস্মি'-রূপ অপরোক্ষ-জ্ঞানের বা নির্বিশেষ ব্রহ্মবিদ্যার উদয় হয়। তাহার নিমিত্ত মনন ও নিদিধ্যাসনরূপ প্রসংখ্যানের প্রয়োজন নাই। যেমন 'দশমস্তমসি' দৃষ্টান্তে 'তুমি দশম ব্যক্তি'—শ্রবণ মাত্রেই দশম ব্যক্তির সংশয়বিপর্যয়রহিত জ্ঞান হইয়া যায়। অবশ্য এই প্রকার জ্ঞান তখনই সম্ভব হয় যখন জ্ঞেয় বস্তুটি প্রত্যক্ষ হইবার যোগ্য হয় অর্থাৎ সন্নিকটস্থ হয়। দার্ষ্টান্তে আত্মা তো জ্ঞাতার নিকটতম, তাহারই আত্মা বলিয়া। অতএব শ্রবণ মাত্রেই অপরোক্ষ-জ্ঞান হইতে বাধা নাই। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে শ্বেতকেতুর ন্যায় অধিকারীর নয় বার 'তত্ত্বমসি' বাক্য শ্রবণ করিতে হইয়াছিল। সুতরাং আমাদিগের ন্যায় প্রতিবন্ধযুক্ত ব্যক্তির যে বহুবার 'শ্রবণ' করিতে হইবে তাহা বলা

বাহুল্য মাত্র। ব্রহ্মসূত্রকার এবং ভগবান ভাষ্যকারও পুনঃ পুনঃ বেদান্ত-শ্রবণের প্রয়োজন অঙ্গীকার করিয়াছেন (ব্রঃ সূঃ শাং ভাঃ, ৪/১/১-২)। ভামতীকার বলেন যে, 'শ্রবণ'দ্বারা পরোক্ষজ্ঞানই উৎপন্ন হয়। তৎপশ্চাৎ মনন ও নিদিধ্যাসনের ফলে অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইবে। বিদ্যারণ্য স্বামী পরোক্ষজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন যে, অপরোক্ষরূপে অনুভূত হইবার যোগ্য বস্তুর পরোক্ষজ্ঞান ভ্রান্তিরূপ নহে (৭/৪৫)। পরোক্ষজ্ঞানদ্বারা 'নাই' এইরূপ বুদ্ধির স্থাপক অজ্ঞানাংশ নিবৃত্ত হয়; আর অপরোক্ষজ্ঞানদ্বারা 'প্রকাশ পাইতেছে না' এইপ্রকার বুদ্ধির স্থাপক অজ্ঞানাংশ নিবৃত্ত হয়। দশম পুরুষের দৃষ্টান্তেও সেইরূপ 'দশম পুরুষ আছে' এইপ্রকার পরোক্ষজ্ঞান অভ্রান্তিরূপ বলিয়া দেখা যায় (৭/৫৬-৫৭)। অতএব মহাবাক্যের বিচারদ্বারাই অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয় (৭/৬৯, ৭০)। অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয়ক শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন—সবই জ্ঞানোদয়ের সাধন বা উপায়রূপে শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে ইহা বুঝিতে হইবে (ব্রঃ সূঃ ৪/১/১; দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ—বৃঃ উঃ, ২/৪/৫)। উপরোক্ত শ্রুতির নির্গলিতার্থ এই যে মনন ও নিদিধ্যাসনরূপ ফলোপকারী অঙ্গদ্বয়ের (অর্থাৎ সহকারী কারণ বা অবান্তর ব্যাপারদ্বয়ের) সহিত 'শ্রবণ'রূপ যে প্রধান উপায় তাহাই আত্মদর্শনের প্রধান কারণ। যেমন কুঠারদ্বারা বৃক্ষছেদন হয়। তাই বৃক্ষছেদনরূপ কার্যের কারণ হইতেছে কুঠার। কিন্তু সেই কার্যে কুঠারের সবেগে উত্তোলন এবং সজোরে নিপাতনরূপ দুইটি অবান্তর ব্যাপারের অপেক্ষা আছে। নব্যনৈয়ায়িকেরা তাই বলিয়াছেন ঃ "ব্যাপারবৎ কারণং করণম্"।

অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে সমস্ত বেদান্তের তাৎপর্যনিশ্চয়ের নাম শ্রবণ (ব্রঃ সূঃ শাং ভাঃ, ১/১/৪; পঞ্চদশী, ১/৫৩, ৭/১০১)। বেদান্তশাস্ত্রপ্রতিপাদ্য অর্থের অনুকূল যুক্তির দ্বারা শ্রুত অদ্বিতীয় বস্তুসম্বন্ধে অনবরত চিন্তা করার নাম মনন (১/৫৩, ৭/১০২)। আর বিজাতীয় বিষয়ে চিত্তবৃত্তির উদ্ভব বর্জনপূর্বক অদ্বিতীয় বস্তুবিষয়েই সজাতীয় চিত্তবৃত্তির ধারা উৎপাদন করার নাম নিদিধ্যাসন (১/৫৪, ৭/১০৬, ১১২)। এই প্রসংখ্যানের দ্বারা অধিকারীর মন হইতে অসম্ভাবনা (অর্থাৎ 'উপনিষদ্ বাক্যসকলের ব্রহ্মপ্রতিপাদকতা আছে বা নাই', 'জীব ও ব্রহ্মের ভিন্নতাই সত্য অথবা অভিন্নতা', 'ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু আছে অথবা নাই' ইত্যাদিরূপ সংশয়) ও বিপরীত-ভাবনা (অর্থাৎ বস্তুতঃ দেহাদি পদার্থসকল সত্য, তাহাতে আত্মবুদ্ধি, জীব ও ব্রহ্মের ভেদ সত্য, ইত্যাকার ভেদজ্ঞানের প্রাবল্য) নিরাকৃত হয়। ফলে তাহার দ্বৈতবোধরহিত ব্রহ্মাত্মৈক্যভাবের প্রাপ্তি ঘটে। তাহার আর জন্ম হয় না (বৃঃ উঃ, ৪/৪/৬-৭, ৪/৫/১৫; কঃ উঃ, ২/৩/১৪; প্রশ্ন উঃ, ৬/৫; মুঃ উঃ, ৩/২/৮; ব্রঃ সূঃ, ৪/৪/২২)। আর কোন কোন ব্রহ্মজ্ঞ আধিকারিক পুরুষের লোক-কল্যাণের

দিব্যোদ্দেশ্যে শরীর গ্রহণ চলিতে থাকে ততদিন যতদিন পর্যন্ত না তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় (ব্রঃ সূঃ, ৩/৩/৩২; গীতা মধুসূদন-দীপিকা, ৩/৩৭; দ্রষ্টব্য)।

**জীবন্মুক্তি ঃ** অদ্বৈত বেদান্তে মুক্তিকে মরণোত্তর ব্যাপার বলা হয় নাই। ইহাই এই মতের অনন্যতা। নির্গুণ ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের বাধক অজ্ঞান বিনষ্ট হইলেই মুমুক্ষু জীবন্মুক্ত হইয়া যায়। কিন্তু তাহার শরীর, যাহা প্রবলতম প্রারব্ধরূপ অবিদ্যারই কার্য, তাহা কিছুকাল চলিতে থাকে (গীতা শাং ভাঃ, ৪/৩৮; ব্রঃ সূঃ শাং ভাঃ, ৪/১/১৫)। তাহা না হইলে "আচার্যবান্ পুরুষো বেদ" (ছাঃ উঃ, ৬/১৪/২)—শ্রুতির কোন সার্থকতা থাকে না। বিষয়টি একটু অনুধাবন করিবার আছে। আচার্য শংকর তাঁহার ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে (৪/১/১৫) বলিলেন ঃ "বাধিতমপি তু মিথ্যাজ্ঞানং দ্বিচন্দ্রজ্ঞানবৎ সংস্কারবশাৎ কঞ্চিৎ কালমনুবর্ততে এব"—বাধিত হইলেও বালকের আকাশস্থ চন্দ্র ও জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্র দেখিয়া দুই-চন্দ্র-জ্ঞানের ন্যায় সংস্কারবশে মিথ্যা অজ্ঞান কিছুকাল অবশ্যই থাকিয়া যায়। তাহা হইলেই জীবন্মুক্তির সার্থকতা। ব্যাপারটি এইরূপ ঘটে ঃ মূলাবিদ্যার আবরণ ও বিক্ষেপনাম্নী দুইটি শক্তি। আবরণশক্তিদ্বারা আবৃত অজ্ঞাত ব্রহ্ম জগদধ্যাসের কারণ। বিক্ষেপশক্তি সেই আবৃত অজ্ঞাত ব্রহ্মে জগৎকে বিক্ষিপ্ত করে। অতএব এই বিক্ষেপশক্তিই জগতের উপাদান কারণ, ফলে তাহা জীবের সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ—সকল কর্মের উপাদান। "অহং ব্রহ্মাস্মি"—ইত্যাকারা বৃত্তির উদয়সমকালে মূলাবিদ্যাই বাধিত হইয়া পড়ে। কিন্তু প্রারব্ধ-কর্ম ক্রিয়াশীল থাকায় তাহা সঞ্চিত প্রসুপ্ত কর্ম অপেক্ষা বলবান হয়। এতদ্ব্যতীত যে ব্রহ্মজ্ঞান আরব্ধবেগ অনুকূল প্রারব্ধকে আশ্রয় করিযা উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞান সেই কর্মকে বাধিত করে না' কারণ তাহাতে উপজীব্যনাশরূপ দোষ হইয়া পড়ে। অতএব, পুত্র যেমন মাতৃহত্যা করে না, সেইরূপ বিক্ষেপশক্তির অংশ-বিশেষ থাকিয়া যায়। এই অংশ-বিশেষকে শাস্ত্রে 'লেশ-অবিদ্যা', 'অজ্ঞান-লেশ', 'অবিদ্যা-সংস্কার' প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। সুতরাং জীবন্মুক্তি সুখের অনুকূল এই লেশ-অবিদ্যার অনুবৃত্তি কুলাল-চক্রের (কুম্ভকারের চাকার) ন্যায় চলিতে থাকে ততক্ষণ, যতক্ষণ না তাহা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়। "তস্য তাবদেব চিরং যাবৎ ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্যে" (ছাঃ উঃ, ৬/১৪/১২)—সদাত্মভাব প্রাপ্তিতে তাঁহার ততকালই বিলম্ব, যতক্ষণ না শরীর হইতে বিমুক্ত হন, আর তখনই ব্রহ্মের সহিত একীভূত হন।

প্রসঙ্গ যখন এতদূর আসিয়াছে তখন আর একটু কথা বলিয়া লই। শাস্ত্রে জীবন্মুক্ত ও বিদেহমুক্ত-নামে দুই মুক্তের কথা আছে। আচার্য শঙ্করের মতে (ব্রঃ সূঃ শাং ভাঃ, ৪/১/১৫ ...) জীবন্মুক্তের ও বিদেহমুক্তের জ্ঞানের কোন তারতম্য নাই। জীবন্মুক্ত প্রারব্ধক্ষয় হওয়া পর্যন্ত এই ভোগদেহে অবস্থান করেন, আর

শরীরনাশে তিনি বিদেহমুক্ত হইয়া যান (৭/২৫০)। বিদ্যারণ্য স্বামী তৎকৃত জীবন্মুক্তি-বিবেকে "বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে" শ্রুতির অর্থ করিতে গিয়া বলিয়াছেন, জীবন্মুক্ত শরীরনাশের পর ভাবীদেহ-গ্রহণ হইতেও বিশেষরূপে মুক্ত হইয়া যান। ইহাতে অভিপ্রায়ের কোন তারতম্য নাই বুঝিতে হইবে।

পঞ্চদশীর সপ্তম ও চতুর্দশ অধ্যায়ে এই জীবন্মুক্তি-আনন্দের সমুজ্জ্বল বর্ণনা রহিয়াছে। বদ্ধজীবের দৃষ্টিতে জীবন্মুক্ত পুরুষকে শরীরদ্বারা বদ্ধ মনে হইলেও মুক্তের তাহাতে অদ্বৈত জ্ঞানের ও তৎফলস্বরূপ নিরঙ্কুশা তৃপ্তির কোন হানি হয় না (৭/২৫৯, ১৪/৪৬)। তিনি শরীরে থাকিলেও তাই তাহাদ্বারা লিপ্ত হন না (৭/১, ১৪/৫; বৃঃ উঃ, ৪/৪/১২)। বাধিত দ্বৈত-প্রপঞ্চে আর তাঁহার সত্যতাবুদ্ধি ফিরিয়া আসে না (ব্রঃ সূঃ, ৪/১/১৩)। জগৎ তাঁহার পাদস্পর্শে ধন্য ও কৃতকৃত্য হইয়া যায়, লেখা বাহুল্য!

**উপাসনা ঃ** পঞ্চদশীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল ইহাতে নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনার কথা বলা হইয়াছে (৯/৫৫, ৭৩ ইত্যাদি নবম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)। উপনিষদ্ শ্রবণকারী অধিকারী, মন্দবুদ্ধিরূপ প্রতিবন্ধকবশতঃ যাঁহার মহাবাক্য বিষয়ক যথার্থানুভব বা অপরোক্ষ প্রমার উদয় হয় নাই, তাঁহার যাহাতে সেইরূপ প্রমার উৎপাদনদ্বারা মোক্ষলাভ হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনা বর্ণিত হইয়াছে। শাস্ত্র হইতে পরোক্ষভাবে অখণ্ডৈকরসস্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়া তাহার উপাসনা বা প্রত্যয়াবৃত্তি করিতে হয় (৯/৫৫ ... ; যোগসূত্র, ৩/২৯)। সম্বাদি ভ্রমের ন্যায় ইহা মুক্তিরূপ ফল প্রদানের হেতু। যেমন দেখা যায়, দূরে গৃহাভ্যন্তরে রক্ষিত মণির প্রভা গৃহদ্বারে দেখিয়া, কোন ব্যক্তি মণি-প্রভায় মণি-বুদ্ধি করতঃ মণিলাভার্থে তথায় গমন করিয়া মণিকেই প্রাপ্ত হয়। মণি-প্রভায় তাহার যে মণিবুদ্ধি তাহা কিন্তু ভ্রান্তজ্ঞান। এই ভ্রান্তজ্ঞান নিজে ভ্রমরূপ হইয়াও (কারণ প্রদীপের প্রভায় মণিবুদ্ধি হইলে প্রচেষ্টা বিফল হয়) সফল প্রবৃত্তির উৎপাদক বলিয়া সম্যক্ ফলদানের হেতু। তাই ইহাকে সম্বাদি ভ্রম বলে। বিদ্যারণ্য সগুণোপাসনা অপেক্ষা নির্গুণোপাসনাকে শ্রেষ্ঠতর বলিয়াছেন, কারণ তাঁহার মতে ইহা জ্ঞানের অধিকতর নিকটবর্তী। ধ্যানদীপ নামক নবমাধ্যায়ের সংক্ষেপ করিতে গিয়া তিনি বলিতেছেন ঃ ধ্যানদ্বারা দেহাভিমানের উচ্ছেদ করিয়া অদ্বয়রূপ আত্মাকে দর্শন করিলে, মনুষ্য অমৃত হইয়া এই দেহেই ব্রহ্মলাভ করে (৯/১৫৭)। ইহার স্বপক্ষে তিনি যুক্তিও প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু ইহা তাঁহার নিজের মত। ভগবৎপাদ শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্যের কোন রচনাতে ইহার সমর্থন পাওয়া যায় বলিয়া আমাদের জানা নাই। আবার ওঁকাররূপ প্রতীক অবলম্বনে নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনাকে পঞ্চদশীকার সকাম ও নিষ্কাম অধিকারীভেদে দুই প্রকার বলিয়াছেন। নিষ্কাম অধিকারী সদ্যোমুক্তি লাভ করেন (স

অকামো নিষ্কামঃ ... ন তস্য প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি। নৃঃ উঃ তাঃ উঃ, ৫)। আর সকাম অধিকারী, "ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া ঐশ্বর্যভোগান্তে মোক্ষলাভ করিব"—এইপ্রকার কামনাযুক্ত হইয়া ক্রমমুক্তি লাভ করেন (যঃ পুনঃ এতং ত্রিমাত্রেণ—প্রঃ উঃ, ৫/৫)। পঞ্চদশীর ৯/১৪১—১৪৩ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

এতদ্ব্যতীত তত্ত্বজ্ঞানে পরাঙ্মুখ মন্দ অধিকারীর নিমিত্ত সগুণ-ব্রহ্মের উপাসনার কথাও যথাস্থানে আলোচিত হইয়াছে। উৎসুক পাঠক শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়কৃত পঞ্চদশীর ৯/১—এর টীকা এবং স্বামী গম্ভীরানন্দের ছান্দোগ্য-ভূমিকা অধ্যয়ন করিলে এবিষয়ে সংক্ষেপে তথ্য জানিতে পারিবেন।

**উপসংহার ঃ** পরিশেষে বক্তব্য এই—যদিও ভূমিকার প্রারম্ভে আমরা বলিয়া আসিয়াছি যে পঞ্চদশীর ভাষা সবল, বা যুক্তি স্বচ্ছ, ইত্যাদি, কিন্তু অপটু অনুবাদকের মন্দবুদ্ধিবশতঃ গ্রন্থে ভ্রম, প্রমাদ থাকা স্বাভাবিক। সহৃদয় পাঠক সেইসব ত্রুটি ধরাইয়া দিলে বর্তমান অনুবাদক অনুগৃহীত হইবে।

অনুবাদের সময় রামকৃষ্ণ স্বামি-কৃত টীকার অনুসরণ করা হইয়াছে। সুতরাং কোন কোন স্থলে শব্দের বা বাক্যের অনুবাদ আক্ষরিক হয় নাই। পাঠক অনুরূপ স্থলে রামকৃষ্ণ স্বামীর টীকার সাহায্য লইবেন, এই অনুরোধ। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে উক্ত টীকা ইহাতে সন্নিবিষ্ট হয় নাই।

প্রায় দশ বৎসর পূর্বে উদ্বোধন কার্যালয়েব পূজনীয় বর্তমান অধ্যক্ষের প্রেরণায় গ্রন্থানুবাদের কার্য আরম্ভ হইয়াছিল। প্রধানতঃ শ্রীমদ্ দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়-অনূদিত পঞ্চদশী অনুবাদ কার্যে সহায়ক হইয়াছে। তদ্ভিন্ন ইংরাজী, বাংলা ও হিন্দি-ভাষায় অনূদিত গ্রন্থ-সকলের সহায়তাও লইয়াছি। রামকৃষ্ণ মঠের কোন কোন সন্ন্যাসী প্রয়োজনীয় সুপরামর্শ দিয়াছেন, এবং পাণ্ডুলিপিখানি দেখিয়া দিযাছেন। নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদের বিব্রত করিতে চাহি না। তাঁহাদের আমার আন্তরিক প্রণাম জানাই। এই বৃহৎ কলেবর গ্রন্থ অনুবাদে অনুবাদকের বিশেষ লাভ হইয়াছে এই যে "জ্ঞানের দীনতা এই আপনার মনে, পূরণ করিয়া লই যত পারি ভিক্ষালব্ধ ধনে"—কবিগুরুর এই কথাটির সত্যতা অনুবাদক আজ অক্ষরে অক্ষরে বুঝিতে পারিয়াছে। ওঁ শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু। অলমিতি—

স্বামী বাণেশানন্দ

শ্রীগণেশায় নমঃ

# পঞ্চদশী

## প্রথম অধ্যায়

### ॥ তত্ত্ববিবেক-প্রকরণ ॥

**নমঃ শ্রীশঙ্করানন্দগুরুপাদাম্বুজন্মনে ।**
**সবিলাসমহামোহগ্রাহগ্রাসৈককর্মণে ॥ ১ ॥**

**অন্বয় :** সবিলাস-মহামোহ-গ্রাহ[১]-গ্রাস-এককর্মণে (কার্যসহ মূল অজ্ঞান যাহা হিংস্র জলজন্তুব ন্যায় জীবকে গ্রাস করে, তাহার বিনাশ যাহার একমাত্র কর্ম, সেই) শ্রীশঙ্করানন্দ-গুরু-পাদ-অম্বুজন্মনে (শ্রীশঙ্করানন্দগুরুর পাদপদ্মকে) নমঃ (নমস্কার)॥ ১ ॥

*বঙ্গানুবাদ :* হিংস্র জলজন্তুর ন্যায় জীবগ্রাসী যে মূল অজ্ঞান তাহাকে ও তাহার কার্যসমূহকে বিনাশ করা যাহার একমাত্র কর্ম, শ্রীশঙ্করানন্দগুরুর সেই চরণকমলযুগলকে প্রণাম ॥ ১ ॥

**তৎপাদাম্বুরুহদ্বন্দ্বসেবানির্মলচেতসাম্ ।**
**সুখবোধায় তত্ত্বস্য বিবেকোঽয়ং বিধীয়তে ॥ ২ ॥**

**অন্বয় :** তৎপাদ-অম্বুরুহদ্বন্দ্ব-সেবানির্মল-চেতসাম্ (শ্রীগুরুর সেই শ্রীপাদপদ্মদ্বয়ের সেবাদ্বাবা যাঁহাদের চিত্ত নির্মল হইয়াছে, তাঁহাদের) সুখবোধায় তত্ত্বস্য (স্বল্পায়াসেই যাহাতে তত্ত্বজ্ঞান হয় তন্নিমিত্ত) অয়ম্ (এই) বিবেকঃ (তত্ত্ববিচার) বিধীয়তে (করা হইতেছে) ॥ ২ ॥

*বঙ্গানুবাদ :* শ্রীগুরুর সেই পাদপদ্মযুগলের সেবাদ্বারা যাঁহাদের চিত্ত নির্মল অর্থাৎ রাগাদিরহিত হইয়াছে, তাঁহাদের সহজেই যাহাতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় তন্নিমিত্ত এই তত্ত্ববিচার[২] করা হইতেছে ॥ ২ ॥

**শব্দস্পর্শাদয়ো বেদ্যা বৈচিত্র্যাৎ জাগরে পৃথক্ ।**
**ততো বিভক্তা তৎসম্বিদৈকরূপ্যান্ন ভিদ্যতে ॥ ৩ ॥**

**অন্বয় :** জাগরে (জাগ্রদবস্থায়) বেদ্যাঃ (জ্ঞানের বিষয়ীভূত) শব্দ-স্পর্শ-আদয়ঃ

১ গ্রাহ অর্থাৎ মকর-কুম্ভীরাদি হিংস্র জল-জন্তু।

২ তত্ত্ববিবেক অর্থাৎ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক। আরোপিত বা কল্পিত পঞ্চকোশময় জগৎ হইতে অনারোপিত-স্বরূপের অর্থাৎ প্রত্যগভিন্ন অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মের বিচার দ্বারা পৃথক্‌করণকে 'তত্ত্ববিবেক' বলা হইয়াছে। বিবেক শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল পৃথককরণ।

(শব্দ-স্পর্শাদি) বৈচিত্র্যাৎ (স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য-বৈচিত্র্যহেতু) পৃথক্ (পরস্পর পৃথক)। ততঃ (তাহা হইতে) বিভক্তা (ভিন্ন) তৎ-সম্বিৎ (তাহাদের প্রকাশক-জ্ঞান) ঐক-রূপ্যাৎ (একরূপতাহেতু) ন ভিদ্যতে (বিভিন্ন হয় না) ॥ ৩॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* জাগ্রদবস্থায় জ্ঞানের বিষয়ীভূত শব্দস্পর্শাদি স্ব-স্ব বৈচিত্র্যবশতঃ একে অপর হইতে পৃথক। কিন্তু ঐ বেদ্য-পদার্থসকল হইতে স্বতন্ত্র তাহাদের প্রকাশক যে জ্ঞান, তাহা একরূপ[১] বলিয়া ভিন্ন হয় না ॥ ৩॥

**তথা স্বপ্নেঽত্র বেদ্যন্তু ন স্থিরং জাগরে স্থিরম্।**
**তদ্ভেদোঽতস্তয়োঃ সম্বিদেকরূপা ন ভিদ্যতে ॥ ৪॥**

*অন্বয় ঃ* তথা (উক্তপ্রকারে) স্বপ্নে (স্বপ্নে [ও]); অত্র (এই স্বপ্নাবস্থায়) বেদ্যম্ (অনুভূত বস্তু) ন স্থিরম্ (স্থায়ী নহে), জাগরে (জাগ্রদবস্থায়) তু (কিন্তু) স্থিরম্ ([পরিদৃশ্যমান বস্তু] স্থায়ী)। অতঃ (এইহেতু) তয়োঃ (স্বপ্ন ও জাগরণ, এই দুই অবস্থার মধ্যে) তৎ-ভেদঃ (উক্ত প্রকার পার্থক্য)। সম্বিৎ (জ্ঞান) একরূপা (একরূপ), [সুতরাং] ন ভিদ্যতে (বিভিন্ন হয় না) ॥ ৪॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* পূর্বোক্ত যুক্তি স্বপ্নাবস্থা সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। এখানে অনুভূত বস্তুসমূহ স্থায়ী নহে; কিন্তু জাগ্রদবস্থায় পরিদৃশ্যমান বস্তুসমূহ স্থায়ী[২] হয়। অতএব উভয় অবস্থার মধ্যে উক্তপ্রকার পার্থক্য আছে। উক্ত অবস্থাদ্বয়ের জ্ঞান কিন্তু এক; সুতরাং তাহাতে (কোন প্রকার) ভেদ নাই ॥ ৪॥

**সুপ্তোত্থিতস্য সৌষুপ্ততমোবোধো ভবেৎ স্মৃতিঃ।**
**সা চ অববুদ্ধবিষয়াঽববুদ্ধং তত্তদা তমঃ ॥ ৫॥**

*অন্বয় ঃ* সুপ্ত-উত্থিতস্য (নিদ্রা হইতে উত্থিত ব্যক্তির) সৌষুপ্ত-তমঃ-বোধঃ (সুষুপ্তিকালীন অজ্ঞানের যে বোধ, তাহা [ ঐ ব্যক্তির ]) স্মৃতিঃ ভবেৎ (স্মৃতি হয়)। সা (সেই স্মৃতি) অববুদ্ধ-বিষয়া চ (অনুভূত বিষয়েরই)। (অতএব) তৎ তমঃ (সেই অজ্ঞান) তদা (সুষুপ্তিকালে) অববুদ্ধম্ (অনুভূত [হইয়াছিল]) ॥ ৫ ॥

১ এক মৌলিক জ্ঞান শব্দের প্রকাশক হইলে 'শব্দজ্ঞান', স্পর্শের প্রকাশক হইলে 'স্পর্শজ্ঞান' ইত্যাদিরূপে কথিত হয়। কিন্তু শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান প্রভৃতি হইতে 'শব্দ', 'স্পর্শ' প্রভৃতি উপাধি বা বিশেষণাংশ পৃথক করিয়া লইলে এক মূলজ্ঞান থাকিয়া যায়। যেমন সূর্য নানাপ্রকার বস্তুর প্রকাশক হইলেও স্বরূপতঃ বহু হইয়া যায় না; অথবা যেমন ঘটাকাশ, পটাকাশ প্রভৃতিরূপে ব্যবহার ভিন্ন হইলেও আকাশ একই থাকে।

২ স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুসমূহ স্বপ্নের সঙ্গে সঙ্গেই লোপ পাইয়া থাকে। জাগ্রদবস্থায় দৃষ্ট বস্তুসমূহ 'কালান্তরেও দেখিবার যোগ্য থাকে'—এই যুক্তিবলে স্থায়ী-শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে।

*বঙ্গানুবাদ ঃ* সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির সুষুপ্তিকালীন অজ্ঞানের[১] যে বোধ তাহা ঐ ব্যক্তির স্মৃতি। অনুভূত বিষয়েরই[২] স্মৃতি হয়। অতএব (ইহা স্পষ্ট যে) সুষুপ্তিতে ঐ অজ্ঞান অনুভূত হইয়াছিল[৩] ॥ ৫ ॥

**স বোধো বিষয়াদ্ভিন্নো ন বোধাৎ স্বপ্নবোধবৎ।**
**এবং স্থানত্রয়েঽপ্যেকা সম্বিত্তদ্বদ্দিনান্তরে ॥ ৬॥**
**মাসাব্দযুগকল্পেষু গতাগম্যেষ্বনেকধা।**
**নোদেতি নাস্তমেত্যেকা সম্বিদেষা স্বয়ম্প্রভা ॥ ৭॥**

*অন্বয় ঃ* সঃ বোধঃ ([সুষুপ্তিকালীন অজ্ঞানের] সেই অনুভবটি বা জ্ঞানটি) বিষয়াৎ ([নিজ] বিষয় [অজ্ঞান] হইতে) ভিন্নঃ (ভিন্ন) বোধাৎ ন ([জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থার] জ্ঞান হইতে [ভিন্ন] নহে), স্বপ্নবোধবৎ (স্বপ্নাবস্থার জ্ঞান যেমন [জাগ্রদবস্থার জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে] সেইরূপ)। এবম্ (এইরূপে) স্থানত্রয়ে অপি ([একদিনবর্তী] জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়েও) সম্বিৎ একা (জ্ঞান এক) তদ্বৎ (সেইরূপে) দিনান্তরে (অন্য দিনে); অনেকধা (অনেক প্রকার) গত-আগম্যেষু (অতীত ও আগামী) মাস-অব্দ-যুগ-কল্পেষু (মাস, অব্দ, যুগ ও কল্পগুলিতে) সম্বিৎ একা (জ্ঞান এক), (অতএব) ন উদেতি ([এই জ্ঞান] উৎপন্ন হয় না), ন অস্তম্ এতি ([ইহা] বিনাশপ্রাপ্ত হয় না), এষা (ইহা) স্বয়ম্প্রভা (স্বপ্রকাশস্বরূপ) ॥ ৬-৭ ॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* সুষুপ্তিকালে অনুভবকর্তার সেই জ্ঞানটি তদনুভূত অজ্ঞান হইতে ভিন্ন; (কিন্তু তাহা পূর্বোক্ত) জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থার জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে; স্বপ্নাবস্থার জ্ঞান যেমন জাগ্রদবস্থার জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ। এইরূপে একদিনবর্তী জাগ্রদাদি তিন অবস্থারও জ্ঞান এক। সেইরূপ একদিনের জ্ঞান হইতে অন্যদিনের জ্ঞানে ভেদ নাই। (অনুরূপভাবে) অনেকপ্রকার বিগত ও আগামী মাস, অব্দ, যুগ ও কল্পগুলিতে জ্ঞান এক। অতএব, এই জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, বিনাশপ্রাপ্তও হয় না, ইহা স্বপ্রকাশস্বরূপ[৪] ॥ ৬-৭ ॥

---

১ সুষুপ্তি হইতে উত্থিত ব্যক্তি যখন বলে, 'আমি এত ভাল ঘুমাইয়াছি যে কিছুই জানিতে পারি নাই।''—তাহার এই না জানিতে পারাই অজ্ঞান।

২ অননুভূত বিষয়ের স্মৃতি হয় না। অতএব, সুষুপ্তি অবস্থায় অজ্ঞানের যে অনুভব-কর্তা, জাগ্রদবস্থায় তাহারই সেই অজ্ঞানের স্মরণ হয়।

৩ আবার, পূর্বপ্রত্যক্ষ ব্যতিরেকেও কোন পদার্থের স্মরণ হইতে পারে না বলিয়া সুষুপ্তিকালে তাৎকালিক অজ্ঞানের বোধকে অবশ্য প্রত্যক্ষ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু জ্ঞান ব্যতীত বস্তুর প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না বলিয়া, সুষুপ্তিকালে জ্ঞানের সত্তাও অঙ্গীকর্তব্য।

৪ এই জ্ঞান কোন ক্রিয়া নয় যে ইহার কর্তা ও কর্ম থাকিবে। আবার এই জ্ঞানকে জানিবার জন্য অন্য কোন জ্ঞানের অপেক্ষা নাই; অতএব ইহা স্বয়ম্প্রকাশ। ইহার প্রকাশক অন্য কোন বস্তুও নাই। সমস্ত অনুভূতির আধারস্বরূপ বলিয়া ইহার আদি বা অন্ত নাই; ইহা নিত্য।

**ইয়মাত্মা পরানন্দঃ পরপ্রেমাস্পদং যতঃ।**
**মা ন ভুবং হি ভূয়াসমিতি প্রেমাত্মনীক্ষ্যতে ॥ ৮॥**

***অন্বয় ঃ*** ইয়ম্ (এই [জ্ঞান]) আত্মা (আত্মা), (এবং আত্মাই) পরানন্দঃ (পরম আনন্দস্বরূপ) যতঃ (যেহেতু) পরপ্রেম-আস্পদম্ ([তাহা] পরম প্রেমের বিষয়)। হি (কারণ) মা ভুবম্ (আমি থাকিব না), ন (এরূপ কখনও না হউক); (কিন্তু) ভূয়াসম্ (আমি থাকিব)—ইতি প্রেম (এইরূপ প্রেম) আত্মনি (আত্মাতে) ঈক্ষ্যতে (দেখা যায় অর্থাৎ সকলের দ্বারা অনুভূত হয়) ॥ ৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এই জ্ঞানই আত্মা এবং ইহা পরম প্রেমের বিষয় বলিয়া পরমানন্দস্বরূপ। (পরম প্রেমের বিষয় বলা হইল) কারণ লোকের আত্মবিষয়ে—"'আমি থাকিব না' এরূপ কখনও না হউক", (আর) "আমি (সর্বদা) থাকিব"—এবম্বিধ প্রেম[১] (এইরূপ প্রেম যে আছে তাহা) সাধারণের দ্বারা অনুভূত হয় ॥ ৮॥

**তৎপ্রেমাত্মার্থমন্যত্র নৈবমন্যার্থমাত্মনি।**
**অতস্তৎপরমং তেন পরমানন্দতাত্মনঃ ॥ ৯॥**

***অন্বয় ঃ*** অন্যত্র (আত্মা ভিন্ন অন্য পাত্রে), (যে) প্রেম (প্রেম) তৎ (তাহা) আত্ম-অর্থম্ (আত্মার নিমিত্ত); এবম্ (এইরূপে) আত্মনি (আত্মাতে), (যে প্রেম) অন্যার্থম ন (তাহা অন্যের নিমিত্ত নহে)। অতঃ (অতএব) তৎ (আত্মবিষয়ক সেই প্রেম) পরমম্ (শ্রেষ্ঠ)। তেন (সেইহেতু) আত্মনঃ (আত্মার) পরম-আনন্দতা (নিরতিশয় সুখস্বরূপতা, [সিদ্ধ হয়]) ॥ ৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** আত্মা ব্যতীত অর্থাৎ স্বাতিরিক্ত (পুত্রাদি) অন্য পাত্রে যে প্রেম দেখা যায় তাহাও আত্মার নিমিত্ত (কারণ উহারা আত্মার সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত)। কিন্তু আত্মাতে যে প্রেম তাহা অন্য নিমিত্তক নহে, (তাহা স্বাভাবিক)। অতএব আত্মাতে যে প্রেম তাহা সর্বশ্রেষ্ঠ। এইভাবে আত্মার নিরতিশয় সুখস্বরূপতা[২] সিদ্ধ হয় ॥ ৯॥

**ইত্থং সচ্চিৎপরানন্দ আত্মা যুক্ত্যা তথাবিধম্।**
**পরং ব্রহ্ম তয়োশ্চৈক্যং শ্রুত্যন্তেষূপদিশ্যতে ॥ ১০॥**

***অন্বয় ঃ*** ইত্থম্ (এই প্রকারে) যুক্ত্যা (যুক্তি দ্বারা [দেখানো হইল যে]) আত্মা

১ নিজের অস্থায়িত্বে অনিচ্ছা এবং স্থায়িত্বের কামনাই আত্মপ্রেমের পরিচায়ক।

২ সুখের উপায়ের প্রতি অনুরাগ সুখানুরাগমূলক; সুখের প্রতি অনুরাগ আত্মানুরাগমূলক। আত্মার প্রতি অনুরাগ কিন্তু অন্যানুরাগমূলক নহে। তাই তাহাই পরম সুখ বা পরমানন্দ। দ্রষ্টব্য বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ২/৪/৫

(জীবাত্মা), ('তত্ত্বমসি' মহাবাক্যান্তর্গত 'ত্বম্'-পদের লক্ষ্যার্থ) সৎ-চিৎ-পরানন্দঃ (সচ্চিদানন্দস্বরূপ)। তথাবিধম্ ( সেইরূপ অর্থাৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপ) পরম্ ব্রহ্ম (পরব্রহ্ম, [যাহা পূর্বোক্ত মহাবাক্যস্থ 'তৎ'-পদের লক্ষ্যার্থ]) চ (এবং) তয়োঃ (তদুভয়ের অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার) ঐক্যম্ (একতা) শ্রুতি-অন্তেষু ( বেদান্ত গ্রন্থসমূহে) উপদিশ্যাতে (উপদিষ্ট হইয়াছে) ॥ ১০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এইপ্রকারে যুক্তিদ্বারা জীবাত্মা যে সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ তাহা দেখানো হইল। বেদান্তে পরব্রহ্মকে ঐরূপ বলা হইয়াছে এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মা (পরব্রহ্ম) উভয়ের ঐক্য প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥ ১০॥

**অভানে ন পরং প্রেম ভানে ন বিষয়ে স্পৃহা।**
**অতো ভানেঽপ্যভাতাসৌ পরমানন্দতাত্মনঃ ॥ ১১॥**

***অন্বয় ঃ*** অভানে ([পরমানন্দস্বরূপ আত্মার] প্রতীতি না হইলে), (তাহাতে) পরম্ প্রেম (নিরতিশয় প্রেম) ন (হয় না); ভানে ([আর সেই আত্মার] প্রতীতি হইলে) বিষয়ে ([বিষয়সুখের সাধন মালা, চন্দনাদি] বিষয়ে) স্পৃহা ন (অনুরাগ হইত না)। (যেহেতু আত্মার প্রতীতি এবং অপ্রতীতি-উভয় পক্ষেই দোষ হয়) অতঃ (অতএব) আত্মনঃ (আত্মার) অসৌ (ঐ) পরমানন্দতা (পরমানন্দতা) ভানে অপি (প্রতীত হইলেও) অভাতা (অপ্রতীত হয়) ॥ ১১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** পরমানন্দস্বরূপ আত্মার প্রতীতি না হইলে তাহাতে নিরতিশয় প্রেম হইতে পারে না; আর সেই আত্মার প্রতীতি হইলে বিষয়ানন্দের সাধনরূপ মালা, চন্দনাদিতে ইচ্ছা হইবে না। (কিন্তু দুইটিই হয়। আর যেহেতু উভয় পক্ষেই দোষ হয়) অতএব, আত্মার ঐ পরমানন্দতা প্রতীত[১] হইয়াও প্রতীত[২] হইতেছে না ॥১১॥

**অধ্যেতৃবর্গমধ্যস্থপুত্রাধ্যয়নশব্দবৎ।**
**ভানেঽপ্যভানং ভানস্য প্রতিবন্ধেন যুজ্যতে ॥ ১২॥**

***অন্বয় ঃ*** অধ্যেতৃবর্গ-মধ্যস্থ-পুত্র-অধ্যয়ন-শব্দবৎ (বেদপাঠকারী বালকসমূহের মধ্যে স্থিত নিজ পুত্রের পাঠধ্বনির ন্যায়) ভানে অপি ([আনন্দরূপতার] প্রতীতি হইলেও), অভানম্ ([বিশেষরূপে] প্রতীতির অভাব) ভানস্য প্রতিবন্ধেন ([বিশেষরূপে] প্রতীতিতে প্রতিবন্ধ থাকায়) (প্রতীত হইয়াও অপ্রতীত হওয়া) যুজ্যতে (যুক্তিযুক্ত হয়) ॥ ১২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** কোন পিতা বেদপাঠকারী অনেক বালকের মধ্যে নিজপুত্রের পাঠধ্বনি সমবেতভাবে শুনিলেও—'ইহাই আমার পুত্রের ধ্বনি'—

---

১ সামান্যরূপে প্রতীত হয়

২ বিশেষরূপে প্রতীত হয় না

বলিয়া পৃথকভাবে যেমন শুনিতে পান না, সেইরূপ প্রতীতির প্রতিবন্ধক থাকিবার ফলে আত্মানন্দের প্রতীতি সামান্যভাবে হইলেও বিশেষভাবে হয় না— ইহা যুক্তিযুক্ত[১] ॥ ১২॥

**প্রতিবন্ধোঽস্তিভাতীতিব্যবহারার্হবস্তুনি।**
**তং নিরস্য বিরুদ্ধস্য তস্যোৎপাদনমুচ্যতে ॥ ১৩॥**

***অন্বয় ঃ*** অস্তি-ভাতি-ইতি-ব্যবহারার্হ-বস্তুনি (আছে এবং প্রকাশ পাইতেছে— এইরূপ ব্যবহারযোগ্য বস্তুতে) তম্ (সেই ব্যবহারকে) নিরস্য (রোধ করিয়া) তস্য বিরুদ্ধস্য (তাহার বিপরীত ব্যবহারের) উৎপাদনম্ (উৎপাদনকে) প্রতিবন্ধঃ উচ্যতে (প্রতিবন্ধ বলে) ॥ ১৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** 'আছে', 'প্রকাশ পাইতেছে'—এই প্রকার ব্যবহারযোগ্য বস্তুতে[২] সেই ব্যবহারকে নিরাকরণ করিয়া তদ্বিপরীত ব্যবহারের উৎপাদনকে প্রতিবন্ধক বলে ॥ ১৩॥

**তস্য হেতুঃ সমানাভিহারঃ পুত্রধ্বনিশ্রুতৌ।**
**ইহানাদিরবিদ্যৈব ব্যামোহৈকনিবন্ধনম্ ॥ ১৪॥**

***অন্বয় ঃ*** পুত্র-ধ্বনি-শ্রুতৌ (পুত্রের অধ্যয়নশব্দ-শুনারূপ দৃষ্টান্তে) তস্য (সেই প্রতিবন্ধের) হেতুঃ (কারণ) সমানাভিহারঃ (অনেকের সহিত-একত্রে পাঠ); ইহ (দার্ষ্টান্তিকে) ব্যামোহ-এক-নিবন্ধনম্ (বিপরীত জ্ঞানের মুখ্য কারণ) অনাদিঃ অবিদ্যা এব (উৎপত্তি রহিত অবিদ্যাই) ॥ ১৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** পূর্বোক্ত পুত্রের অধ্যয়নশব্দ-শুনারূপ দৃষ্টান্তে প্রতিবন্ধের কারণ হইল সমবেত পাঠ। আর দার্ষ্টান্তিকে অর্থাৎ আত্মার পরমানন্দতার অনুভব বিষয়ে, বিপরীত জ্ঞান উৎপাদনের (অর্থাৎ বাধার) মুখ্য কারণ হইল অনাদি অবিদ্যাই ॥ ১৪॥

**চিদানন্দময়ব্রহ্মপ্রতিবিম্বসমন্বিতা।**
**তমোরজঃসত্ত্বগুণা প্রকৃতির্দ্বিবিধা চ সা ॥ ১৫॥**

***অন্বয় ঃ*** চিদানন্দময়-ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব-সমন্বিতা (চিদানন্দরূপ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব-যুক্তা), তমঃ-রজঃ-সত্ত্বগুণা (সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণাত্মিকা), প্রকৃতিঃ (প্রকৃতি)। সা চ (সেই প্রকৃতি আবার) দ্বিবিধা (দুই প্রকার) ॥ ১৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (যিনি) চিদানন্দরূপ ব্রহ্মের প্রতিবিম্বযুক্তা এবং সত্ত্ব, রজঃ

---

১ প্রতিবন্ধকের দ্বারাই আত্মার আনন্দ-রূপ প্রত্যক্ষ হইয়াও অ-প্রত্যক্ষ থাকে ।

২ ব্যবহার্য বস্তুসম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা হইল তাহা 'আছে' এবং 'দেখা যাইতেছে'।

ও তমঃ—এই তিন গুণের সাম্যাবস্থারূপা (তিনিই) প্রকৃতি। সেই প্রকৃতি আবার দুই প্রকার ॥ ১৫॥

**সত্ত্বশুদ্ধ্যবিশুদ্ধিভ্যাং মায়াঽবিদ্যে চ তে মতে।**
**মায়াবিম্বো বশীকৃত্য তাং স্যাৎ সর্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ ॥ ১৬॥**

***অন্বয় ঃ*** সত্ত্ব-শুদ্ধি-অবিশুদ্ধিভ্যাম্ (সত্ত্বের অর্থাৎ প্রকাশাত্মক গুণের শুদ্ধত্ব ও অবিশুদ্ধত্ব—এই [দৃষ্টিকোণ] দ্বারা) তে (সেই দুইটিকে) মায়া-অবিদ্যে চ (মায়া এবং অবিদ্যা বলিয়া) মতে (বলা হইয়াছে)। মায়াবিম্বঃ (মায়াতে প্রতিবিম্বিত চিদাত্মা) তাম্ (সেই মায়াকে) বশীকৃত্য (স্ব-অধীন করিয়া) সর্বজ্ঞঃ (সর্বজ্ঞত্বাদি গুণসম্পন্ন) ঈশ্বরঃ স্যাৎ (ঈশ্বর হন) ॥ ১৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** প্রকাশাত্মক সত্ত্বগুণের বিশুদ্ধতা ও অবিশুদ্ধতা[১] হইতেই সেই দুইটিকে মায়া ও অবিদ্যা বলা হইয়াছে। (অর্থাৎ বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধানা প্রকৃতির নাম মায়া এবং মলিনসত্ত্বপ্রধানা প্রকৃতির নাম অবিদ্যা।) মায়াতে প্রতিবিম্বিত চিদাত্মা, সেই মায়াকে নিজ বশে রাখিয়া সত্ত্বাদিগুণসম্পন্ন ঈশ্বররূপে[২] আখ্যাত হন ॥ ১৬॥

**অবিদ্যাবশগস্ত্বন্যস্তদ্বৈচিত্র্যাদনেকধা।**
**সা কারণশরীরং স্যাৎ প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানবান্ ॥ ১৭॥**

***অন্বয় ঃ*** অবিদ্যা-বশগঃ (অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত এবং উহার বশবর্তী [চৈতন্য]) তু (কিন্তু) অন্যঃ ([ঈশ্বর হইতে] ভিন্ন [জীব])। তৎবৈচিত্র্যাৎ (অবিদ্যার মলিনতার বৈচিত্র্যবশতঃ), (জীব) অনেকধা ([দেবতা, তির্যগাদিভেদে] অনেক রকমের [হয়])। সা (সেই অবিদ্যা) কাবণশরীরম্ স্যাৎ (কারণশরীর হন)। তত্র (সেই কারণশবীরে) অভিমানবান্ (আমিত্বাভিমানী জীব) প্রাজ্ঞঃ (প্রাজ্ঞ) [হয়] ॥ ১৭ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** আর অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত ও তাহার বশবর্তী যে চৈতন্য, তিনি জীব। অবিদ্যার অবিশুদ্ধির তারতম্যবশতঃ জীব দেবতা, তির্যগাদি ভেদে অনেক প্রকারের হয়। সেই অবিদ্যাই কারণশরীর[৩]। সেই কারণশরীরে আমিত্বাভিমানী চৈতন্যের নাম হয় প্রাজ্ঞ ॥ ১৭॥

১ বিশুদ্ধি=অন্য দুই গুণদ্বারা মলিন না হওয়া। অবিশুদ্ধি = অন্য দুই গুণের দ্বারা মলিন হওয়া।

২ মায়াতে প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মকে ঈশ্বর বলে। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান এবং নিত্যমুক্ত।

৩ মায়া বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধানা। উহার দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপজ্ঞান আবৃত হয় না। তাই ঈশ্বরকে সর্বজ্ঞাদি বলা হইয়াছে। অবিদ্যা মলিনসত্ত্বপ্রধানা। তাই জীব অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তিমান ও বদ্ধ। মায়া এক, কিন্তু অবিদ্যা বহুরূপী। তাই উহাতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য দেব, ইতর প্রভৃতিভেদে বহুপ্রকার হন। প্রকৃতির অবস্থাভেদে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ—এই তিনপ্রকার শরীর হয়। স্থূল ও সূক্ষ্মের কারণ বলিয়া 'কারণ' এবং শীর্ণ হয় বলিয়া শরীর বলে। সেই অবিদ্যা তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা শীর্ণ হয় ও বিনষ্ট হয় তাই তাহাকে শরীর বলা হইয়াছে।

**তমঃপ্রধানপ্রকৃতেস্তদ্ভোগায়েশ্বরাজ্ঞয়া ।**
**বিয়ৎপবনতেজোঽম্বুভুবো ভূতানি জজ্ঞিরে ॥ ১৮ ॥**

***অন্বয় ঃ*** তৎ ভোগায় (সেই প্রাজ্ঞগণের ভোগের নিমিত্ত) তমঃপ্রধানপ্রকৃতেঃ (তমোগুণপ্রধান প্রকৃতি হইতে) ঈশ্বর-আজ্ঞয়া (ঈশ্বরের ইচ্ছায়) বিয়ৎ-পবন-তেজস্-অম্বু-ভুবঃ (আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী) (এই) ভূতানি (পঞ্চ মহাভূত) জজ্ঞিরে (উৎপন্ন হইল) ॥ ১৮ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সেই প্রাজ্ঞ নামক জীবগণের (সুখ-দুঃখাদি) ভোগের নিমিত্ত তমোগুণপ্রধানা প্রকৃতি হইতে ঈশ্বরের ইচ্ছায় আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী নামক পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হইল ॥১৮॥

**সত্ত্বাংশৈঃ পঞ্চভিস্তেষাং ক্রমাদ্ধীন্দ্রিয়পঞ্চকম্ ।**
**শ্রোত্রত্বগক্ষিরসনঘ্রাণাখ্যমুপজায়তে ॥১৯॥**

***অন্বয় ঃ*** তেষাম্ (সেই আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতের) পঞ্চভিঃ সত্ত্বাংশৈঃ (পাঁচ সত্ত্বাংশ দ্বারা) শ্রোত্র-ত্বক-অক্ষি-রসন-ঘ্রাণাখ্যম্ (শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ নামক) ধীন্দ্রিয়-পঞ্চকম্ (পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়) ক্রমাৎ (যথাক্রমে) উপজায়তে (উৎপন্ন হয়)॥ ১৯ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এই পাঁচটি মহাভূতের পঞ্চ সত্ত্বাংশ হইতে শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ নামক পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (জ্ঞানের জনক ইন্দ্রিয়) যথাক্রমে অর্থাৎ আকাশ নামক ভূতের সত্ত্বাংশ হইতে শ্রোত্র, বায়ুর সত্ত্বাংশ হইতে ত্বক্ ইত্যাদিক্রমে উৎপন্ন হয় ॥১৯॥

**তৈরন্তঃকরণং সর্বৈর্বৃত্তিভেদেন তদ্দ্বিধা ।**
**মনো বিমর্শরূপং স্যাদ্বুদ্ধিঃ স্যান্নিশ্চয়াত্মিকা ॥২০॥**

***অন্বয় ঃ*** তৈঃ সর্বৈঃ (মিলিতভাবে পঞ্চমহাভূতের সেই পঞ্চ সত্ত্বাংশ দ্বারা) অন্তঃকরণম্ (অন্তঃকরণ [উৎপন্ন হয়])। বৃত্তিভেদেন (বৃত্তির পার্থক্যহেতু, পরিণামভেদে) তৎ (অন্তঃকরণ) দ্বিধা (দুই প্রকার)। বিমর্শরূপম্ (সংশয়াত্মিকা বৃত্তিরূপ) মনঃ স্যাৎ (মন হয়), নিশ্চয়াত্মিকা (নিশ্চয়াত্মিকা যাহার রূপ সেই বৃত্তি) বুদ্ধিঃ স্যাৎ (বুদ্ধি হয়)॥২০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** পঞ্চ মহাভূতের সত্ত্বাংশের সমষ্টি হইতে অন্তঃকরণ উৎপন্ন হয়। বৃত্তিভেদে অর্থাৎ পরিণামভেদে এই অন্তঃকরণ দুই প্রকার—মন ও বুদ্ধি (অন্তঃকরণে উত্থিত বৃত্তিদ্বয়ের মধ্যে) সংশয়াত্মিকা বৃত্তি হইল মন এবং নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি হইল বুদ্ধি ॥২০॥

**রজোঽংশৈঃ পঞ্চভিস্তেষাং ক্রমাৎ কর্মেন্দ্রিয়াণি তু ।**
**বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থাভিধানানি জজ্ঞিরে ।। ২১ ।।**

***অন্বয় ঃ*** তেষাম্ (তাহাদের অর্থাৎ পঞ্চ মহাভূতের) পঞ্চভিঃ রজোঽংশৈঃ তু (পৃথকভাবে পাঁচটি রজঃ অংশের দ্বারাই) বাক্-পাণি-পাদ-পায়ু-উপস্থ-অভিধানানি (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ নামক) কর্মেন্দ্রিয়াণি (কর্মেন্দ্রিয় পাঁচটি) ক্রমাৎ (যথাক্রমে) জজ্ঞিরে (উৎপন্ন হইল)।। ২১ ।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতের পৃথক পাঁচটি রজঃ অংশ হইতে যথাক্রমে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ নামক পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় (কর্ম অর্থাৎ ক্রিয়া, তাহার জনক ইন্দ্রিয়) উৎপন্ন হইল ।। ২১ ।।

**তৈঃ সর্বৈঃ সহিতৈঃ প্রাণো বৃত্তিভেদাৎ স পঞ্চধা ।**
**প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চোদানব্যানৌ চ তে পুনঃ ।। ২২ ।।**

***অন্বয় ঃ*** তৈঃ সর্বৈঃ সহিতৈঃ (ঐ পঞ্চ মহাভূতের রজোগুণসমষ্টি-দ্বারা) প্রাণঃ (প্রাণ [উৎপন্ন হয়])। সঃ (সেই প্রাণ) বৃত্তি-ভেদাৎ ([ক্রিয়ারূপ] বৃত্তিভেদে) পঞ্চধা (পাঁচ প্রকারের) (হয়)। তে পুনঃ (আর তাহারা হইল) প্রাণঃ অপানঃ চ সমানঃ উদান-ব্যানৌ চ (প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান) ।। ২২ ।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** পঞ্চ মহাভূতের রজোগুণের সমষ্টি হইতে মুখ্য প্রাণ উৎপন্ন হয়। ইহা প্রাণনাদি ক্রিয়ারূপ বৃত্তিভেদে পাঁচ প্রকার—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান ।।২২ ।।

**বুদ্ধিকর্মেন্দ্রিয়প্রাণপঞ্চকৈর্মনসা ধিয়া ।**
**শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গমুচ্যতে ।। ২৩ ।।**

***অন্বয় ঃ*** বুদ্ধি-কর্মেন্দ্রিয়-প্রাণপঞ্চকৈঃ (বুদ্ধি অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ প্রাণ) মনসা (সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মন) ধিয়া (নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিসহ) সপ্তদশভিঃ (মোট সতেরটি [তত্ত্ব] দ্বারা) সূক্ষ্মম্ শরীরম্ (সূক্ষ্ম শরীর [হয়])। তৎ (সেই সূক্ষ্মশরীর) লিঙ্গম্ উচ্যতে (লিঙ্গ শরীর [বলিয়াও] উক্ত হয়) ।। ২৩ ।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন ও বুদ্ধি—এই সপ্তদশটি অবয়ব দ্বারা সূক্ষ্মশরীর গঠিত। তাহাকে লিঙ্গ শরীরও বলে ।। ২৩ ।।

**প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানেন তৈজসত্বং প্রপদ্যতে ।**
**হিরণ্যগর্ভতামীশস্তয়োর্ব্যষ্টিসমষ্টিতা ।। ২৪ ।।**

**অন্বয় ঃ** প্রাজ্ঞঃ (প্রাজ্ঞ) তত্র (সূক্ষ্মশরীরে) অভিমানেন (তাদাত্ম্য, অহম্ বোধের ফলে) তৈজসত্বম্ (তৈজস নাম), প্রপদ্যতে (প্রাপ্ত হয়), ঈশঃ (ঈশ্বর) হিরণ্যগর্ভতাম্ (হিরণ্যগর্ভ নাম প্রাপ্ত হয়)। তয়োঃ (তৈজস ও হিরণ্যগর্ভের মধ্যে) ব্যষ্টি-সমষ্টিতা (যথাক্রমে ব্যষ্টিভাব ও সমষ্টিভাব বর্তমান) ॥ ২৪ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সূক্ষ্ম শরীরে 'অহম্' অভিমানবশতঃ প্রাজ্ঞ[১] তৈজস নাম এবং ঈশ্বর[২] হিরণ্যগর্ভ নাম প্রাপ্ত হন। ব্যষ্টিতে তৈজস এবং সমষ্টিতে হিরণ্যগর্ভ—ইহাই প্রভেদ ॥ ২৪ ॥

**সমষ্টিরীশঃ সর্বেষাং স্বাত্মতাদাত্ম্যবেদনাৎ ।**
**তদভাবাত্ততোঽন্যে তু কথ্যন্তে ব্যষ্টিসংজ্ঞয়া ॥ ২৫ ॥**

**অন্বয় ঃ** ঈশঃ (ঈশ্বর [হিরণ্যগর্ভরূপে]) সর্বেষাম্ (সমস্ত তৈজস জীবের [সহিত]) স্বাত্ম-তাদাত্ম্য-বেদনাৎ (আপনার একত্ব জ্ঞানহেতু) সমষ্টিঃ (সমষ্টি [হন])। ততঃ (হিরণ্যগর্ভ হইতে) অন্যে (ভিন্ন জীবগণ) তু (কিন্তু) তৎ অভাবাৎ (সেই একত্ব-জ্ঞানের অভাবহেতু) ব্যষ্টি-সংজ্ঞয়া (ব্যষ্টি শব্দের দ্বারা) কথ্যন্তে (কথিত হয়) ॥ ২৫ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভরূপে সমস্ত ব্যষ্টি সূক্ষ্ম শরীরের অর্থাৎ তৈজসের সহিত নিজের একত্ব অবগত আছেন বলিয়া সমষ্টি। আর হিরণ্যগর্ভ হইতে ভিন্ন জীবগণ ইহা অবগত নহে বলিয়া তাহাদিগকে ব্যষ্টি বলা হয় ॥ ২৫ ॥

**তদ্ভোগায় পুনর্ভোগ্যভোগায়তনজন্মনে ।**
**পঞ্চীকরোতি ভগবান্ প্রত্যেকং বিয়দাদিকম্ ॥ ২৬ ॥**

**অন্বয় ঃ** ভগবান্ ([ষড়ৈশ্বর্যসম্পন্ন] পরমেশ্বর) পুনঃ (পুনরায়) তৎ ভোগায় (সেই [জীবসকলের] ভোগের নিমিত্ত) ভোগ্য-ভোগায়তন-জন্মনে ([অন্ন-পানাদি] ভোগ্য, [জরায়ুজাদি চতুর্বিধ] শরীরের, উৎপত্তির জন্য) বিয়ৎ-আদিকম্ (আকাশাদি পঞ্চমহাভূতকে) প্রত্যেকম্ (এক এক করিয়া) পঞ্চীকরোতি (পঞ্চীকৃত করেন) ॥ ২৬ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** পরমেশ্বর আবার ঐ জীবসকলের ভোগের নিমিত্ত অন্নপানাদি ভোগ্যবস্তুসকল এবং ভোগায়তন চতুর্বিধ দেহের (জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ) সৃষ্টির জন্য আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতের প্রত্যেককে পঞ্চীকৃত করেন ॥ ২৬ ॥

পঞ্চীকরণের প্রকার বলিতেছেন—

১ মলিন-সত্ত্বপ্রধান এবং অবিদ্যায় উপহিত
২ বিশুদ্ধ-সত্ত্বপ্রধান এবং মায়াতে উপহিত

**দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্ধা প্রথমং পুনঃ ।**
**স্বস্বেতরদ্বিতীয়াংশৈর্যোজনাৎ পঞ্চ পঞ্চ তে ॥২৭॥**

***অন্বয় ঃ*** এক-একম্ চ (প্রত্যেক মহাভূতকে) দ্বিধা বিধায় (সমান দুই ভাগে ভাগ করিয়া) পুনঃ (আবার) প্রথমম্ (প্রতি ভূতের দুই ভাগের প্রথম প্রথম ভাগকে) চতুর্ধা (চার চার ভাগে ভাগ করিয়া) স্ব-স্ব-ইতর-দ্বিতীয়াংশৈঃ (আপন আপন হইতে পৃথক বাকি চার ভূতের দ্বিতীয় অর্ধভাগের সহিত) যোজনাৎ (যোগের ফলে) তে (আকাশাদি) পঞ্চ পঞ্চ (পঞ্চ মহাভূত পঞ্চাত্মক হয় বা পঞ্চীকৃত হয়) ॥২৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** প্রতিটি মহাভূতকে দুই অর্ধে ভাগ করিয়া, প্রত্যেকের প্রথমার্ধগুলিকে আবার চার ভাগে ভাগ করিয়া, এক একটি ভূতের প্রথম অর্ধের চারিভাগের এক একটি ভাগের সহিত বাকি চারভূতের দ্বিতীয় অর্ধের এক একটির সংমিশ্রণে আকাশাদি মহাভূত পঞ্চীকৃত[১] পঞ্চ স্থূলভূত হয় ॥২৭॥

**তৈরণ্ডস্তত্র ভুবনং ভোগ্যভোগাশ্রয়োদ্ভবঃ ।**
**হিরণ্যগর্ভঃ স্থূলেঽস্মিন্‌দেহে বৈশ্বানরো ভবেৎ ।**
**তৈজসা বিশ্বতাং যাতা দেবতির্যঙ্‌নরাদয়ঃ ॥২৮॥**

***অন্বয় ঃ*** তৈঃ (তাহাদের [পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের] দ্বারা) অণ্ডঃ (ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হয়)। তত্র (ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত) ভুবনম্ (চতুর্দশ ভুবন বা লোক), ভোগ্য-ভোগাশ্রয়-উদ্ভবঃ (অন্নাদি ভোগ্যবস্তু সকল, ভোগ করিবার যোগ্য শরীর সকল উৎপন্ন হয়)। অস্মিন্ স্থূলে দেহে (এই [সমষ্টি] স্থূল শরীরে), (অভিমানবশতঃ) হিরণ্যগর্ভঃ বৈশ্বানরঃ ভবেৎ (হিরণ্যগর্ভ বৈশ্বানর বা বিরাট হন)। তৈজসাঃ (তৈজসগণ), (ব্যষ্টি স্থূল শরীরে অভিমানবশতঃ) দেব-তির্যক-নরাদয়ঃ (দেবতা, পশু-পক্ষী, মানুষ প্রভৃতি নানারূপে) বিশ্বতাম্ যাতাঃ (বিশ্ব নাম প্রাপ্ত হয়) ॥২৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ঐ পঞ্চীকৃত পঞ্চ স্থূলভূত হইতে ব্রহ্মাণ্ড, তদন্তর্গত চতুর্দশ ভুবন[২] বা লোক[৩] এবং সেইসব লোকের উপযোগী অন্নাদি ভোগ্যবস্তুসকল ও

---

১ গণিতের ভাষায় এই রকম দেখানো যায়—

পৃথিবী (পঞ্চীকৃত) = ১/২ (অপঞ্চীকৃত পৃথিবী) + ১/৮ (অং অপ্) + ১/৮ (অং তেজ) + ১/৮ (অং মরুৎ) + ১/৮ (অং ব্যোম) এই রকম অন্যত্র।

২ চতুর্দশভুবন হইল—সপ্ত ঊর্ধ্বলোক যথা—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য এবং সপ্ত অধোলোক যথা—অতল, বিতল, সুতল, রসাতল, তলাতল, মহাতল ও পাতাল।

৩ লোক অর্থাৎ কর্মফলভোগের স্থান।

তাৎপর্য—এইরূপে যে সৃষ্টিক্রম বর্ণনা করা হইল অদ্বৈত বেদান্ত-মতে তাহার বিশেষ গুরুত্ব নাই। উহা ভ্রম বা মিথ্যা। তথাপি এই সৃষ্টি বর্ণনার উদ্দেশ্য, উহার দ্বারা দৃশ্যমান ও অদৃশ্য—সকল সৃষ্টির মিথ্যাত্ব এবং ব্রহ্মের সত্যত্ব, অনাদি-অনন্তত্ব পরিষ্কার করিয়া বুদ্ধিতে অঙ্কিত হইয়া যায়। সৃষ্টির অসারত্ব বোঝিতে পারিলে উহা আর জীবের ভয়ের কারণ হয় না। অধিকারী তখন উহার পারে অমৃতত্বের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। পরীক্ষ্যলোকান্ ... ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥ মুণ্ডকোপনিষৎ ১/২/১২॥

স্থূল শরীরসমূহ উৎপন্ন হয়। হিরণ্যগর্ভ এই স্থূলদেহ-সমষ্টিতে অভিমানবশতঃ বৈশ্বানর বা বিরাট হন এবং ব্যষ্টিদেহে অভিমানবশতঃ তৈজসগণ দেবতা, পশু-পক্ষী, মানুষ প্রভৃতি নানারূপে 'বিশ্ব' নাম প্রাপ্ত হয় ॥২৮॥

**তে পরাগ্‌দর্শিনঃ প্রত্যক্‌তত্ত্ববোধবিবর্জিতাঃ ।**
**কুর্বতে কর্মভোগায় কর্ম কর্তুঞ্চ ভুঞ্জতে ॥২৯॥**

***অন্বয়ঃ*** তে (উক্ত দেবাদি বিশ্বনামক জীবগণ) পরাগ্‌দর্শিনঃ (বাহ্যদৃষ্টিসম্পন্ন) প্রত্যক্-তত্ত্ব-বোধবিবর্জিতঃ (প্রত্যগাত্মার জ্ঞানরহিত); ভোগায় ([সুখাদি] ভোগের নিমিত্ত) কর্ম ([শরীরোচিত] কর্ম) কুর্বতে (করিয়া থাকে)। কর্ম কর্তুম্ ([এইসব] কর্ম করিবার ফলে) চ (আবার) ভুঞ্জতে ( ফল ভোগ করে) ॥২৯॥

***বঙ্গানুবাদঃ*** [সেই চতুর্দশ লোকে বসবাসকারী] বিশ্বনামক জীবগণ বাহ্যদৃষ্টিপরায়ণ[১] এবং তত্ত্বজ্ঞানরহিত। তাহারা সুখভোগের নিমিত্ত কর্ম করে, আর (দেবাদি শরীরদ্বারা) সেইসব কর্মের ফল ভোগ করে॥২৯॥

**নদ্যাং কীটা ইবাবর্তাদাবর্তান্তরমাশু তে ।**
**ব্রজন্তো জন্মনো জন্ম লভন্তে নৈব নির্বৃতিম্ ॥৩০॥**

***অন্বয়ঃ*** তে (জীবগণ) নদ্যাম্ (নদীপ্রবাহে [পতিত]) কীটাঃ ইব (কীটগণের ন্যায়) আবর্তাৎ আবর্তান্তরম্ আশু (এক আবর্ত হইতে তৎক্ষণাৎ অন্য আবর্তে [পতিত হইয়া]) ব্রজন্তঃ (ঘুরিতে থাকে)। (এইভাবে) জন্মনঃ জন্ম [ব্রজন্তঃ] (জন্ম হইতে জন্মান্তরে ঘুরিতে ঘুরিতে) (জীব) নির্বৃতিম্ ন এব লভন্তে (নিবৃত্তি বা সুখ লাভ করিতে পারেই না) ॥৩০॥

***বঙ্গানুবাদঃ*** নদীপ্রবাহে পতিত কীট যেমন এক আবর্ত হইতে তখনই অন্য আবর্তে নীত হয়, উহা হইতে নিষ্কৃতি পায় না, সেইরূপ জীবগণও সংসারাবর্তে পতিত হইয়া জন্ম হইতে জন্মান্তরে ঘুরিতে থাকে, তাহা হইতে নিবৃত্তি লাভ করিতে পারেই না ॥৩০॥

**সৎকর্মপরিপাকাত্তে করুণানিধিনোদ্ধৃতাঃ ।**
**প্রাপ্য তীরতরুচ্ছায়াং বিশ্রাম্যন্তি যথাসুখম্ ॥৩১॥**

***অন্বয়ঃ*** তে (কীটগণ) সৎকর্ম-পরিপাকাৎ (পূর্বজন্মের পুণ্যকর্ম ফলদানোন্মুখ হইলে) করুণানিধিনা (দয়ালু কোন ব্যক্তির দ্বারা) উদ্ধৃতাঃ (উদ্ধৃত হইয়া) তীর-তরুচ্ছায়াম্ প্রাপ্য (নদীতীরবর্তী কোন বৃক্ষচ্ছায়া প্রাপ্ত হইয়া) যথাসুখম্ (যথাসুখ) বিশ্রাম্যন্তি (বিশ্রাম করে) ॥৩১॥

---

১ পরাঞ্চি খানি ... নান্তরাত্মন্ ॥ কঃ উঃ ২/১/১

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** পূর্বোক্ত কীটগণ পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলে দয়ালু কোন ব্যক্তির দ্বারা আবর্ত হইতে উদ্ধার পাইয়া তীরবর্তী কোন গাছের ছায়ায় যথাসুখ বিশ্রাম করে ॥৩১॥

**উপদেশমবাপ্যৈবমাচার্যাত্তত্ত্বদর্শিনঃ ।**
**পঞ্চকোশবিবেকেন লভন্তে নির্বৃতিং পরাম্ ॥৩২॥**

***অন্বয় ঃ*** এবম্ (উক্তপ্রকারে), (জীবগণ) তত্ত্বদর্শিনঃ আচার্যাৎ (ব্রহ্মবেত্তা গুরুর নিকট হইতে) উপদেশম্ ([তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যের] উপদেশ) অবাপ্য (প্রাপ্ত হইয়া) পঞ্চকোশ-বিবেকেন (পঞ্চকোশ বিচারদ্বারা) পরাম্ নির্বৃতিম্ লভন্তে (মোক্ষসুখ লাভ করে) ॥৩২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অনুরূপভাবে (সংসারাবর্তে পতিত) জীবগণও ব্রহ্মাত্মৈক্যবেত্তা আচার্যের নিকট হইতে তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া (অন্নময়াদি) পঞ্চ কোশের বিচারের দ্বারা মোক্ষসুখ লাভ করে ॥৩২॥

**অন্নং প্রাণো মনো বুদ্ধিরানন্দশ্চেতি পঞ্চ তে ।**
**কোশাস্তৈরাবৃতঃ স্বাত্মা বিস্মৃত্যা সংসৃতিং ব্রজেৎ ॥৩৩॥**

***অন্বয় ঃ*** অন্নম্-প্রাণঃ-মনঃ-বুদ্ধিঃ-আনন্দঃ চ (অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময়) ইতি তে পঞ্চ কোশাঃ (এইরূপ তাহারা পাঁচটি কোশ)। তৈঃ (ঐ কোশপঞ্চ দ্বারা) আবৃতঃ স্বাত্মা (আবৃত স্বরূপভূত আত্মা) বিস্মৃত্যা (স্বরূপ ভুলিয়া) সংসৃতিম্ ব্রজেৎ (সংসারে যাওয়া আসা করিতে থাকে) ॥৩৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়—এইরূপ পাঁচটি কোশ[1]। ইহাদের দ্বারা আবৃত আত্মা নিজের স্বরূপ ভুলিয়া জন্ম-মৃত্যুর ভিতর দিয়া বার বার গতায়াত করিতে থাকে ॥৩৩॥

**স্যাৎ পঞ্চীকৃতভূতোত্থো দেহঃ স্থূলোঽন্নসংজ্ঞকঃ ।**
**লিঙ্গে তু রাজসৈঃ প্রাণৈঃ প্রাণঃ কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ সহ ॥৩৪॥**

***অন্বয় ঃ*** পঞ্চীকৃত-ভূত-উত্থঃ (পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন) স্থূলঃ দেহঃ (স্থূল দেহ) অন্ন-সংজ্ঞকঃ স্যাৎ (অন্নময় কোশ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়)। প্রাণঃ তু (আর প্রাণময় কোশ হইল) লিঙ্গে (লিঙ্গ শরীরে) রাজসৈঃ (রজোগুণের কার্যভূত) প্রাণৈঃ কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ সহ (পঞ্চপ্রাণ ও বাগাদি পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ের সম্মিলন) ॥৩৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন যে স্থূলদেহ উহার নাম

১ কোশ অর্থাৎ খাপ, কোশকার কীটের আবরণ। ইহা ক্লেশদায়ক এবং বন্ধন বিশেষ। অন্নময়াদি কোশ আত্মার স্বরূপ-আবরক বলিয়া ক্লেশদায়ক।

অন্নময় কোশ। আর সূক্ষ্ম শরীরে রজোগুণোদ্ভূত পঞ্চপ্রাণ ও বাগাদি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় মিলিত হইয়া প্রাণময় কোশ হয় ॥৩৪॥

**সাত্ত্বিকৈর্ধীন্দ্রিয়ৈঃ সাকং বিমর্শাত্মা মনোময়ঃ ।**
**তৈরেব সাকং বিজ্ঞানময়ো ধীর্নিশ্চয়াত্মিকা ॥৩৫॥**

***অন্বয় ঃ*** বিমর্শ-আত্মা (সংশয়াত্মক [মন]) সাত্ত্বিকৈঃ ধী-ইন্দ্রিয়ৈঃ ([মহাভূত সকলের] সত্ত্বাংশ হইতে উৎপন্ন জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটির) সাকম্ (সহিত [মিলিত হইয়া]) মনোময়ঃ (মনোময় কোশ [হয়])। নিশ্চয়াত্মিকা ধীঃ (নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি) তৈঃ এব সাকম্ (পূর্বোক্ত পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত [মিলিত হইয়া]) বিজ্ঞানময়ঃ (বিজ্ঞানময় কোশ [হয়]) ॥৩৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** প্রত্যেক মহাভূতের সত্ত্বাংশ হইতে উৎপন্ন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত সংশয়াত্মক মনের মিলনে মনোময় কোশ হয় এবং ঐ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির মিলনে বিজ্ঞানময় কোশ উৎপন্ন হয় ॥৩৫॥

**কারণে সত্ত্বমানন্দময়ো মোদাদিবৃত্তিভিঃ ।**
**তত্তৎকোশৈস্তু তাদাত্ম্যাদাত্মা তত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥৩৬॥**

***অন্বয় ঃ*** কারণে (কারণ শরীরভূত অবিদ্যাতে) সত্ত্বম্ (যে মলিনসত্ত্বগুণ আছে, তাহা) মোদ-আদি-বৃত্তিভিঃ (প্রিয়, মোদ ও প্রমোদাখ্য বৃত্তিগুলির সহিত) আনন্দময়ঃ (আনন্দময় কোশ [হয়])। আত্মা তু (আর প্রত্যগাত্মা কিন্তু) তৎ-তৎ-কোশৈঃ (সেই সেই কোশের সহিত) তাদাত্ম্যাৎ (অভেদত্বের অভিমানবশতঃ) তৎ-তৎ-ময়ঃ ভবেৎ (সেই সেই কোশ আখ্যা প্রাপ্ত হন) ॥৩৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** কারণশরীররূপ অবিদ্যাতে যে মলিন সত্ত্বগুণ আছে, তাহা মোদাদি[১] বৃত্তির সহিত মিলিত হইয়া আনন্দময় কোশ হয়। সেই সেই কোশের সহিত অভেদত্বের অভিমানবশতঃই আত্মা সেই সেই কোশময় হন[২] ॥৩৬॥

**অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং পঞ্চকোশবিবেকতঃ।**
**স্বাত্মানং তত উদ্ধৃত্য পরং ব্রহ্ম প্রপদ্যতে ॥৩৭॥**

***অন্বয় ঃ*** অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাম্ (অন্বয় ও ব্যতিরেক যুক্তিদ্বারা) পঞ্চকোশ-

১ ইষ্টবস্তুর দর্শনে যে সুখ হয় তাহা প্রিয় বৃত্তি, ইষ্টবস্তুর লাভে যে সুখ তাহা মোদ বৃত্তি এবং ইষ্টবস্তুর ভোগে যে সুখ তাহা প্রমোদ বৃত্তি।

২ আত্মা পাঁচটি কোশ হইতে পৃথক। স্ফটিকের সম্মুখে জবা পুষ্প রাখিলে স্ফটিক যেমন লোহিত বর্ণ হইয়া যায়, আত্মা সেইরূপ অন্নময়াদি শব্দবাচ্য হন। স্বভাবতঃ আত্মা কোশাদি হইতে ভিন্ন। শ্লোকের 'তু' শব্দটি কোশ হইতে আত্মার বৈলক্ষণ্য দ্যোতক।

বিবেকতঃ (পঞ্চকোশের বিচারকরতঃ) স্বাত্মানম্ (নিজের আত্মাকে) ততঃ (সেই পঞ্চকোশ হইতে) উদ্ধৃত্য (বুদ্ধি দ্বারা পৃথক করিয়া), [মুমুক্ষু অধিকারী] পরম্ ব্রহ্ম প্রপদ্যতে (পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পরব্রহ্মই হইয়া যায়) ॥৩৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অন্বয় ও ব্যতিরেক যুক্তিসহায়ে পঞ্চকোশ হইতে আত্মার বা আত্মা হইতে পঞ্চকোশকে পৃথক করিয়া (নিজ আত্মার স্বরূপ অবগত হইয়া) জীব ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয় ॥৩৭॥

**অভানে স্থূলদেহস্য স্বপ্নে যদ্ভানমাত্মনঃ ।**
**সোঽন্বয়ো ব্যতিরেকস্তদ্ভানেঽন্যানবভাসনম্ ॥৩৮॥**

***অন্বয় ঃ*** স্বপ্নে (স্বপ্নাবস্থায়) স্থূলদেহস্য (স্থূলদেহের) অভানে (অপ্রতীতিতে) আত্মনঃ (আত্মার) যৎ-ভানম্ ([স্বপ্নের সাক্ষিরূপে] যে প্রতীতি) সঃ (তাহা) অন্বয়ঃ ([আত্মার] অন্বয়)। তৎ-ভানে (সেই আত্মার প্রতীতি হইলে) অন্য-অনবভাসনম্ (স্থূলদেহের যে অপ্রতীতি, তাহা) ব্যতিরেকঃ (স্থূলদেহের ব্যতিবেক) ॥৩৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** স্বপ্নাবস্থায় স্থূলদেহের অপ্রতীতি হইলেও স্বপ্নের সাক্ষিরূপে আত্মার যে প্রতীতি, তাহাই আত্মার অন্বয় অর্থাৎ জাগ্রৎ ও স্বপ্ন উভয় অবস্থায় আত্মার বিদ্যমানতা। আর আত্মার প্রতীতি হইলেও, স্বপ্নাবস্থায় স্থূলদেহের যে অপ্রতীতি, তাহা স্থূলদেহের ব্যতিরেক[১] বা ব্যাবৃত্তি ॥৩৮॥

**লিঙ্গাভানে সুষুপ্তৌ স্যাদাত্মনো ভানমন্বয়ঃ ।**
**ব্যতিরেকস্তু তদ্ভানে লিঙ্গস্যাভানমুচ্যতে ॥৩৯॥**

***অন্বয় ঃ*** সুষুপ্তৌ (সুষুপ্তি অবস্থায়) লিঙ্গ-অভানে (সূক্ষ্ম শরীরের অপ্রতীতিতে) আত্মনঃ (আত্মার) ভানম্ ([যে] প্রতীতি [হয়, তাহাকে]) অন্বয়ঃ স্যাৎ (আত্মার অন্বয় [বলা হয়])। তু (আর) তদ্ ভানে (আত্মার প্রতীতি হইলে) লিঙ্গস্য অভানম্ (সূক্ষ্ম শরীরের [যে] অপ্রতীতি, তাহাকে) ব্যতিরেকঃ উচ্যতে (ব্যতিরেক বলে) ॥৩৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সুষুপ্তি অবস্থায় সূক্ষ্ম শরীরের অপ্রতীতি হইলেও আত্মার যে প্রতীতি তাহাকে আত্মার অন্বয় বলে। আর ঐ অবস্থায় আত্মার প্রতীতি হইলেও সূক্ষ্ম শরীরের যে অপ্রতীতি তাহাকে সূক্ষ্ম শরীরের ব্যতিরেক বলে ॥৩৯॥

১ স্বপ্নাবস্থায় স্থূলদেহের অভাব হইলেও আত্মার যে বিদ্যমানতা তাহাকে আত্মার অন্বয় অর্থাৎ অনুবৃত্তি বলে এবং উক্ত অবস্থায় স্থূলদেহের অভাবকে স্থূলদেহের ব্যতিরেক অর্থাৎ ব্যাবৃত্তি বলা হইয়াছে। ন্যায়ের ভাষায় অন্বয়-ব্যতিবেকের অর্থ ভিন্ন। সেখানে "তাহা থাকিলে তাহা থাকা" অর্থাৎ সম্বন্ধকে অন্বয়, যেমন ধূম থাকিলে অগ্নি আছে এবং "তাহা না থাকিলে তাহা না থাকা" অর্থাৎ ভিন্নতাকে (অন্বয়হীনতাকে) ব্যতিরেক বলা হইয়াছে, যেমন অগ্নি নাই তো ধূমও নাই ।

**তদ্বিবেকাদ্বিবিক্তাঃ স্যুঃ কোশাঃ প্রাণমনোধিয়ঃ ।**
**তে হি তত্র গুণাবস্থাভেদমাত্রাৎপৃথক্‌কৃতাঃ ॥৪০॥**

***অন্বয় ঃ*** তৎ-বিবেকাৎ (সেই সূক্ষ্ম শরীরের বিচারের ফলে) প্রাণ-মনঃ-ধিয়ঃ কোশাঃ (প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময়—এই কোশত্রয়) বিবিক্তাঃ স্যুঃ (আত্মা হইতে পৃথককৃত হইবে)। হি (কারণ) তে (উক্ত তিন কোশ) তত্র (সূক্ষ্ম শরীরে) গুণ-অবস্থা-ভেদমাত্রাৎ (সত্ত্বাদি তিনগুণের অবস্থাভেদবশতঃই) পৃথক্‌কৃতাঃ (পৃথককৃত হইয়াছে) ॥৪০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সূক্ষ্ম শরীরের বিচারের ফলে প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময়—এই তিনটি কোশও আত্মা হইতে পৃথক হইয়া যাইবে। কারণ এই কোশত্রয় সূক্ষ্মশরীরের তিনগুণের অবস্থাভেদবশতঃই[১] পৃথকরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে ॥৪০॥

**সুষুপ্ত্যভানে ভানং তু সমাধাবাত্মনোঽন্বয়ঃ ।**
**ব্যতিরেকস্ত্বাত্মভানে সুষুপ্ত্যনবভাসনম্ ॥৪১॥**

***অন্বয় ঃ*** সমাধৌ (সমাধি অবস্থায়) সুষুপ্তি-অভানে (সুষুপ্তির [সুষুপ্তি উপলক্ষিত কাবণ শরীরের] অপ্রতীতি হইলে) আত্মনঃ তু ভানম্ (আত্মারই [যে] প্রতীতি [হয়]) অন্বয়ঃ ([তাহা] আত্মার অন্বয়)। আত্মভানে (আত্মার প্রতীতি হইলে) সুষুপ্তি-অনবভাসনম্ তু (সুষুপ্তি উপলক্ষিত অজ্ঞানের যে অপ্রতীতি, তাহাই) ব্যতিরেকঃ ([কারণ শরীররূপ অজ্ঞানের] ব্যতিরেক) ॥৪১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সমাধি অবস্থায় সুষুপ্তি উপলক্ষিত কারণশরীরের অর্থাৎ অজ্ঞানের অপ্রতীতি হইলে আত্মার যে প্রতীতি তাহাই আত্মার অন্বয়। আর আত্মার প্রতীতি হইলে অবিদ্যার যে অপ্রতীতি তাহাই কারণশরীরের ব্যতিরেক[২] ॥৪১॥

**যথা মুঞ্জাদিষীকৈবমাত্মা যুক্ত্যা সমুদ্ধৃতঃ ।**
**শরীরত্রিতয়াদ্ধীরৈঃ পরং ব্রহ্মৈব জায়তে ॥৪২॥**

***অন্বয় ঃ*** যথা (যে প্রকারে) মুঞ্জাৎ (মুঞ্জা নামক ঘাস হইতে) ইষীকা (গর্ভস্থ

১ রজোগুণের প্রাধান্য অবস্থাকে প্রাণময়, সত্ত্ব ও রজোগুণের মিলিত অবস্থাকে মনোময়, এবং সত্ত্বগুণের অবস্থাকে বিজ্ঞানময় কোশ বলে। অতএব, ইহারা গুণগত ও পরিমাণগত উভয় দিক হইতেই পরস্পর হইতে ভিন্ন এবং আত্মা হইতেও ভিন্ন, কারণ সূক্ষ্মশরীরটাই আত্মা হইতে ভিন্ন ।

২ জাগ্রদাদি তিন অবস্থা, অন্নময়াদি পঞ্চকোশ এবং স্থূলাদি তিন শরীরের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য আছে। কিন্তু আত্মা সর্বাবস্থায় এইসব হইতে পৃথক হইয়াও ইহাদের সবার মধ্যে অনুবৃত্ত আছেন। মালার ফুলগুলি পরস্পর হইতে ভিন্ন হইলেও উহাদের মধ্যে অনুস্যূত সূত্রটি যেমন এক (ভামতী), আত্মাও সেইরূপ সর্বাবস্থায় এক। দ্রষ্টব্য ঃ ২।৬৭ পাদটীকা।

কোমল পত্রটি) যুক্ত্যা (বহিরাবরক স্থূলপত্রগুলির পৃথককরণরূপ উপায়ের দ্বারা), (বাহির করা হয়) এবম্ (এইরূপে) আত্মা (আত্মা) শরীরত্রিতয়াৎ ([স্থূলাদি] তিনটি শরীর হইতে) ধীরৈঃ ([ব্রহ্মচর্যাদি সাধন সম্পন্ন] অধিকারীর দ্বারা) সমুদ্ধৃতঃ ([এইরূপ অন্বয়-ব্যতিরেক যুক্তি দ্বারা] পৃথককৃত হইলে) পরম্ ব্রহ্ম এব জায়তে (সে পরব্রহ্মের স্বরূপই হইয়া যায়) ॥৪২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যে প্রকারে মুঞ্জা নামক ঘাস হইতে গর্ভস্থ কোমল পত্রটি বহিরাবরক স্থূল পত্রগুলির পৃথককরণের দ্বারা বাহির করা হয়, সেইরূপ আত্মাও স্থূলাদি শরীরত্রয় হইতে ব্রহ্মচর্যাদি সাধনসম্পন্ন অধিকারীর দ্বারা পৃথককৃত হইলে তাহা পরব্রহ্মস্বরূপই হইয়া যায় ॥৪২॥

**পরাপরাত্মনোরেবং যুক্ত্যা সম্ভাবিতৈকতা ।**
**তত্ত্বমস্যাদিবাক্যৈঃ সা ভাগত্যাগেন লক্ষ্যতে ॥৪৩॥**

***অন্বয় ঃ*** এবম্ (উক্তপ্রকারে) পর-অপর-আত্মনোঃ (ব্রহ্ম ও জীব উভয়ের) একতা (অভিন্নতা) যুক্ত্যা ([সাদৃশ্য প্রদর্শনরূপ] যুক্তিদ্বারা) সম্ভাবিতা (সিদ্ধ হইল)। সা (সেই একতা) তত্ত্বমস্যাদি-বাক্যৈঃ ('তৎ ত্বম্ অসি' প্রভৃতি মহাবাক্যের দ্বারা) ভাগত্যাগেন (ভাগত্যাগ লক্ষণার সাহায্যে) লক্ষ্যতে (দেখানো হইতেছে) ॥ ৪৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এইভাবে বিচারের দ্বারা পরমাত্মা ও জীবাত্মার ঐক্য সিদ্ধ হইল। এখন 'তত্ত্বমসি'-আদি মহাবাক্যের দ্বারা ভাগত্যাগ[১] লক্ষণা সহায়ে সেই একতা দেখানো হইতেছে ॥৪৩॥

১ অনেক স্থলে বাক্যের বাচ্যার্থ বা মুখ্যার্থ গ্রহণ করিলে উহার অর্থ স্পষ্ট হয় না। সেক্ষেত্রে বাক্যের লক্ষ্যার্থ গ্রহণ করা হইয়া থাকে। কোন নির্দিষ্ট পদের দ্বারা উহার যে নির্দিষ্ট অর্থ বুঝা যায়—তাহা ঐ পদের বাচ্যার্থ। কিন্তু কোন পদের বাচ্যার্থদ্বারা যখন বক্তার অভিপ্রায় পরিস্ফুট হয় না, তখন বাচ্যার্থের সহিত সম্বন্ধ বুঝিয়া ঐ পদলক্ষিত অর্থটি গ্রহণ করিতে হয়--এই প্রকার লক্ষণাদ্বারা নির্ণীত অর্থকে লক্ষ্যার্থ বলে। লক্ষণা তিন প্রকার—(১) জহৎ-লক্ষণা, (২) অজহৎ-লক্ষণা এবং (৩) ভাগত্যাগ (বা ভাগ)-লক্ষণা।

(১) জহৎ-লক্ষণা ঃ জহৎ-হা ধাতু শতৃ; অর্থ, যাহা ত্যাগ করা যায়। যে লক্ষণায় বাচ্যার্থ সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া উহার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট অর্থের প্রতীতি হয়, তাহাকে জহল্লক্ষণা বলে। যথা—"গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি"—বাক্যের 'গঙ্গায়াম্' পদের অর্থ 'গঙ্গা নদীতে' অর্থাৎ 'গঙ্গা নদীর জলে' বুঝিলে তাহাতে ঘোষদিগের বাস অবাস্তব হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং গঙ্গা শব্দের বাচ্যার্থ সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া 'গঙ্গা' অর্থে 'গঙ্গা নদীর তীর' বুঝিলে বাক্যটির অর্থবোধ হয়। অতএব, বক্তার ঐ বাক্যের লক্ষ্যার্থ হইতেছে—গঙ্গাতীরে গোপগণ বাস করে।

(২) অজহৎ-লক্ষণা ঃ যে লক্ষণায় বাচ্যার্থের ত্যাগ হয় না, অধিকন্তু বাচ্যার্থের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বস্তুরও জ্ঞান হয়, তাহাকে অজহল্লক্ষণা বলে। যথা—"শোনো ধাবতি" এই বাক্যের বাচ্যার্থ হইল "রক্তবর্ণ দৌড়াইতেছে"। এখানে রক্তবর্ণের গমন নিতান্ত বিরুদ্ধ বলিয়া, রক্তবর্ণ শব্দের প্রকৃত অর্থ বজায় রাখিয়া, বিরোধ পরিহারের নিমিত্ত, রক্তবর্ণের আধার কোন জীবকে বুঝিতে হইবে। অতএব, বক্তার ঐ বাক্যের লক্ষ্যার্থ হইতেছে—রক্তবর্ণ কোন জীব (অশ্ব বা কিছু) দৌড়াইতেছে ।

**জগতো যদুপাদানং মায়ামাদায় তামসীম্ ।**
**নিমিত্তং শুদ্ধসত্ত্বাং তামুচ্যতে ব্রহ্ম তদ্গিরা ॥৪৪॥**

***অন্বয় ঃ*** যৎ ব্রহ্ম (যে ব্রহ্ম) তামসীম্ মায়াম্ (তমোগুণপ্রধানা মায়াকে) আদায় (লইয়া) জগতঃ (চরাচর জগতের) উপাদানম্ (উপাদান কারণ [হয়]), শুদ্ধ-সত্ত্বাম্ তাম্ (বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধানা সেই মায়াকে), (উপাধিরূপে স্বীকার করিয়া) নিমিত্তম্ (নিমিত্তকারণ [হয়]), (সেই নিমিত্ত ও উপাদানরূপ ব্রহ্মই) তৎ-গিরা (সেই ['তত্ত্বমসি' বাক্যের 'তৎ'] পদের দ্বারা) উচ্যতে (উক্ত হয়) ॥৪৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যে ব্রহ্ম তমোগুণপ্রধানা মায়াকে উপাধিরূপে স্বীকার করিয়া চরাচর জগতের উপাদান কারণ এবং বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধানা মায়াকে উপাধিরূপে স্বীকার করিয়া নিমিত্তকারণ হয়, সেই ব্রহ্মই 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যে 'তৎ' পদদ্বারা উক্ত হইয়াছে ॥৪৪॥

**যদা মলিনসত্ত্বাং তাং কামকর্মাদিদূষিতাম্ ।**
**আদত্তে তৎপরং ব্রহ্ম ত্বং-পদেন তদোচ্যতে ॥৪৫॥**

***অন্বয় ঃ*** যদা (যে অবস্থায়) তৎ পরম্ ব্রহ্ম (সেই পরব্রহ্ম) মলিনসত্ত্বাম্ (মলিনসত্ত্বপ্রধানা), (সেই কারণে) কাম-কর্মাদি-দূষিতাম্ তাম্ (কামকর্মাদিদ্বারা দূষিতা সেই [অবিদ্যাখ্যা] মায়াকে) আদত্তে (উপাধিরূপে স্বীকার করে) তদা (সেই অবস্থায়), (তাহা) ত্বম্-পদেন (ত্বং-পদেব দ্বারা) উচ্যতে (উক্ত হয়) ॥৪৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** উক্ত পরব্রহ্ম যে অবস্থায় (রজঃ-তমঃ মিশ্রিত বলিয়া) মলিন সত্ত্বগুণপ্রধানা, এবং সেই কারণে কাম-কর্মাদিদ্বারা দূষিতা, অবিদ্যাখ্যা মায়াকে উপাধিরূপে স্বীকার করে, তখন তাহা 'ত্বং'-শব্দের দ্বারা উক্ত হয় ॥৪৫॥

**ত্রিতয়ীমপি তাং মুক্ত্বা পরস্পরবিরোধিনীম্ ।**
**অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং মহাবাক্যেন লক্ষ্যতে ॥৪৬॥**

***অন্বয় ঃ*** ত্রিতয়ীম্ ([তমঃ প্রধানা, বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধানা ও মলিনসত্ত্বপ্রধানা—এই]

(৩) ভাগত্যাগ-লক্ষণা ঃ যে লক্ষণার দ্বারা বাচ্যার্থে বিরুদ্ধ অংশের ত্যাগ এবং অবিরুদ্ধ অংশেরই মাত্র গ্রহণ হইয়া থাকে, তাহাকে ভাগত্যাগ লক্ষণা বলে। যথা—"সোঽয়ং দেবদত্তঃ"-বাক্যের বাচ্যার্থ হইল "সেই দেবদত্ত এই"। এস্থলে 'সেই' শব্দের বাচ্যার্থ হইল 'পূর্বকাল ও পূর্বদেশদৃষ্ট দেবদত্ত' এবং 'এই' শব্দের বাচ্যার্থ হইল 'এতৎকাল ও এতদ্দেশদৃষ্ট দেবদত্ত'। এইপ্রকার বাচ্যার্থ দুইটি অপরিবর্তিতরূপে গ্রহণ করিলে দেবদত্ত দুইজন ব্যক্তি হইয়া যায়—যাহা বক্তার উদ্দিষ্ট অর্থ নহে। এক্ষেত্রে উপরোক্ত অর্থদ্বয়ের 'পূর্বকাল ও পূর্বদেশদৃষ্ট' এবং 'এতৎকাল ও এতদ্দেশদৃষ্ট'—এই বিরোধী দুই অংশের ত্যাগ করিয়া কেবল দেবদত্ত ব্যক্তিকেই বাক্যের লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

তিন প্রকারের) অপি পরস্পর-বিরোধিনীম্ (সুতরাং পরস্পর-বিরোধিনী) তাম্ [মায়াম্] মুক্ত্বা (সেই মায়াকে ত্যাগ করিয়া) অখণ্ডম্ (ভেদরহিত) সচ্চিদানন্দম্ (সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম) মহাবাক্যেন ([‘তত্ত্বমসি’ প্রভৃতি ] মহাবাক্যের দ্বারা) লক্ষ্যতে (উদ্দিষ্ট হন) ।। ৪৬।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** তমঃপ্রধানা, বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধানা ও মলিনসত্ত্বপ্রধানা— এই তিন প্রকার, সুতরাং পরস্পরবিরোধিনী, মায়াকে ত্যাগ করিয়া অখণ্ড[১] সচ্চিদানন্দকে “তত্ত্বমসি” আদি মহাবাক্যে ভাগত্যাগ-লক্ষণা দ্বারা লক্ষ্য করা হইয়াছে ।। ৪৬।।

**সোঽয়মিত্যাদিবাক্যেষু বিরোধাত্তদিদন্তয়োঃ ।**
**ত্যাগেন ভাগয়োরেক আশ্রয়ো লক্ষ্যতে যথা ।। ৪৭।।**

***অন্বয় ঃ*** ‘সোঽয়ম্’ ইত্যাদি বাক্যেষু (‘সেই ব্যক্তি এই’, [‘সেই দেবদত্ত এই’] ইত্যাদি বাক্যগুলিতে) ‘তৎ-ইদম্’—তয়োঃ (তৎকাল-তদ্দেশ এবং এতৎকাল-এতদ্দেশ—এই উভয় বৈশিষ্ট্যের) বিরোধাৎ (অনৈক্যহেতু) ভাগয়োঃ (ঐ বিরুদ্ধাংশদ্বয়ের) ত্যাগেন (ত্যাগেব দ্বারা) একঃ আশ্রয়ঃ (একমাত্র আশ্রয়) যথা লক্ষ্যতে (যেমন লক্ষ্য করা হয়) ।। ৪৭।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ‘সেই [দেবদত্ত] ব্যক্তি এই’—এই বাক্যে ‘সঃ’ শব্দ তৎকাল-তদ্দেশ-[পরোক্ষত্ব] এবং ‘অয়ম্’ শব্দ এতৎকাল-এতদ্দেশ-[অপরোক্ষত্ব], এইরূপ বৈশিষ্ট্যের নির্দেশক। অনৈক্যহেতু ঐ বিরুদ্ধ অংশগুলির ত্যাগের দ্বারা যেমন উহাদের আশ্রয়স্বরূপ এক [দেবদত্ত] ব্যক্তিকেই বুঝানো হয়— ।। ৪৭।।

**মায়াবিদ্যে বিহায়ৈবমুপাধী পরজীবয়োঃ ।**
**অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং পরং ব্রহ্মৈব লক্ষ্যতে ।। ৪৮।।**

***অন্বয় ঃ*** এবম্ (সেইরূপে) পর-জীবয়োঃ (পরব্রহ্ম ও জীব উভয়ের) উপাধী মায়া-অবিদ্যে (উপাধিরূপ মায়া ও অবিদ্যা, দুইটিকে) বিহায় (পরিত্যাগ করিয়া) অখণ্ডম্ সচ্চিদানন্দম্ (ভেদরহিত সচ্চিদানন্দস্বরূপ) পরম্ ব্রহ্ম এব (পরব্রহ্মই) লক্ষ্যতে ([তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যের দ্বারা] লক্ষীকৃত হয়) ।। ৪৮।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সেইরূপে পরমেশ্বর ও জীব, উভয়ের উপাধিভূত (যথাক্রমে) মায়া ও অবিদ্যাকে পরিত্যাগ করিয়া অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মই তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যের দ্বারা লক্ষীকৃত হয় ।। ৪৮।।

১ অখণ্ড অর্থাৎ স্বগতাদি ভেদরহিত। দ্বিতীয় অধ্যায় ২০-২৫ দ্রষ্টব্য।

**সবিকল্পস্য লক্ষ্যত্বে লক্ষ্যস্য স্যাদবস্তুতা ।**
**নির্বিকল্পস্য লক্ষ্যত্বং ন দৃষ্টং ন চ সম্ভবি ॥৪৯॥**

*অন্বয় ঃ* সবিকল্পস্য লক্ষ্যত্বে (সবিকল্পক বস্তু লক্ষ্য হইলে) লক্ষ্যস্য (লক্ষ্যের) অবস্তুতা স্যাৎ (অবস্তুতা হইয়া পড়ে), নির্বিকল্পস্য লক্ষ্যত্বং (নির্বিকল্পক বস্তুর লক্ষ্যত্ব অর্থাৎ 'লক্ষ্য' হওয়া) ন দৃষ্টম্ (লোকে দেখা যায় না) ন চ সম্ভবি (এবং সম্ভব নহে) ॥৪৯॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* সবিকল্পক বস্তু লক্ষ্য হইলে লক্ষ্যের বস্তুতা থাকে না। আর নির্বিকল্পক বস্তুর লক্ষ্যত্ব লোকে দেখা যায় না এবং অসম্ভব ॥৪৯॥

**বিকল্পো নির্বিকল্পস্য সবিকল্পস্য বা ভবেৎ ।**
**আদ্যে ব্যাহতিরন্যত্রানবস্থাত্মাশ্রয়াদয়ঃ ॥৫০॥**

*অন্বয় ঃ* বিকল্পঃ (এই যে বিকল্প প্রস্তাব) নির্বিকল্পস্য বা সবিকল্পস্য ভবেৎ (ব্রহ্মের নির্বিকল্পস্বরূপ বা সবিকল্পস্বরূপ—কোন্‌টি সম্বন্ধে)? আদ্যে (প্রথমটি সম্বন্ধে হইলে) ব্যাহতিঃ (ব্যাঘাতদোষ [হয়])। অন্যত্র (দ্বিতীয়টি সম্বন্ধে হইলে) অনবস্থা-আত্মাশ্রয়াদয়ঃ (অনবস্থা, আত্মাশ্রয়াদি [চারিটি দোষ ঘটিবে]) ॥৫০॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* (পূর্বের শ্লোকে তুমি) যে বিকল্প প্রস্তাব করিলে তাহা ব্রহ্মের নির্বিকল্পস্বরূপ সম্বন্ধে, না সবিকল্পস্বরূপ সম্বন্ধে? প্রথমটি সম্বন্ধে হইলে ব্যাহতি বা ব্যাঘাত[১] দোষ হয়। আর দ্বিতীয়টি সম্বন্ধে হইলে 'অনবস্থা', আত্মাশ্রয় প্রভৃতি চারিটি[২] দোষ হয় ॥৫০॥

১ নির্বিকল্পের বিকল্প অসম্ভব। অতএব তাহা ব্যাঘাত দোষ।

২ যদি বল 'সবিকল্পস্য বিকল্পঃ', তবে 'বিকল্পেন [তৃতীয়ান্ত] সহ বর্ততে ইতি সবিকল্পঃ [প্রথমান্ত]'—এইরূপ বিগ্রহ বাক্যানুসারে 'বিকল্পদ্বারা যুক্তের বিকল্প' এইরূপ অর্থ করিতে হয়। এই বাক্যে দুইটি 'বিকল্প'পদ পাইতেছি—প্রথমটি তৃতীয়ান্ত পদ ও দ্বিতীয়টি প্রথমান্ত পদ। এখন প্রশ্ন হইতেছে, উক্ত 'বিকল্প' পদ দুইটি কি (ক) এক? অথবা (খ) দুইটি ভিন্ন?

যদি বল তৃতীয়ান্ত বিকল্প ও প্রথমান্ত বিকল্প পদ দুইটি এক, তবে 'আত্মাশ্রয়' দোষ হয়। কারণ দেখ, 'বিকল্পদ্বারা যুক্তের বিকল্প' বাক্যটির অর্থ হয় এইরূপ—'বিকল্পদ্বারা যুক্ত (সবিকল্পক) ব্রহ্মের বিকল্প'। তখন তৃতীয়ান্ত বিকল্পরূপ [প্রথম পদটি] বিশেষণ দ্বারা বিশিষ্ট যে ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মই প্রথমান্ত বিকল্পরূপ ধর্মের আশ্রয় হওয়াতে, প্রকারান্তরে তৃতীয়ান্ত বিকল্পটি প্রথমান্ত বিকল্পেরই আশ্রয় হইল। সুতরাং বিকল্পেরই বিকল্প বলিলে আপনার সিদ্ধির জন্য আপনারই অপেক্ষা থাকাতে 'আত্মাশ্রয়' দোষটি হয় ।

আবার যদি বল, সেই তৃতীয়ান্ত ও প্রথমান্ত বিকল্প পদ দুইটি ভিন্ন তাহা হইলে 'অন্যোন্যাশ্রয়' দোষ ঘটে। কারণ পরস্পরের সিদ্ধির জন্য পরস্পরের অপেক্ষা ঘটিল। অর্থাৎ 'সবিকল্পের' 'বিকল্প' হইবে বলিয়া যেহেতু স্বীকার করিয়াছ, অতএব যাহাই বিকল্প বলিয়া স্বীকৃত হইবে, তাহাই সবিকল্পক আশ্রয়ে বিদ্যমান হইবে, নির্বিকল্প আশ্রয়ে নহে। তখন 'বিকল্পদ্বারা যুক্ত ব্রহ্মের বিকল্প' বাক্যে যেহেতু তৃতীয়ান্ত বিকল্প পদটি প্রথমান্ত বিকল্প পদ হইতে ভিন্ন বলিলে, সুতরাং তৃতীয়ান্ত বিকল্পের

**ইদং গুণক্রিয়াজাতিদ্রব্যসম্বন্ধবস্তুষু ।**
**সমং তেন স্বরূপস্য সর্বমেতদিতীষ্যতাম্ ॥৫১॥**

*অন্বয়* ঃ ইদম্ (এইরূপ আপত্তি) গুণ-ক্রিয়া-জাতি-দ্রব্য-সম্বন্ধ-বস্তুষু (গুণ, ক্রিয়া, জাতি, দ্রব্য ও সম্বন্ধ [এই পাঁচ ] বস্তু সম্বন্ধে) সমম্ (সমানভাবে [প্রযোজ্য])। তেন (সেইহেতু) এতৎ সর্বম্ (সেই গুণাদি সব কিছু) স্বরূপস্য (স্বরূপেরই অর্থাৎ আপন আশ্রয়ে অধ্যস্তরূপে বিদ্যমান) ইতি ইষ্যতাম্ (ইহা স্বীকার কর) ॥৫১॥

*বঙ্গানুবাদ* ঃ (বিকল্প সম্বন্ধে যে দোষগুলির কথা বলা হইল,) সেই প্রকার আপত্তি —গুণ, ক্রিয়া, জাতি, দ্রব্য ও সম্বন্ধ—এই পাঁচ বস্তু সম্বন্ধেও সমভাবে প্রযোজ্য[১]। সেইহেতু, এইগুণাদি সবকিছু আপন আপন আশ্রয়ে (যথা, গুণের আশ্রয় গুণী... এইভাবে) অধ্যস্তরূপে বিদ্যমান—ইহা স্বীকার করিতে হইবে ॥৫১॥

**বিকল্পতদভাবাভ্যামসংস্পৃষ্টাত্মবস্তুনি ।**
**বিকল্পিতত্বলক্ষ্যত্বসম্বন্ধাদ্যাস্তু কল্পিতাঃ ॥৫২॥**

স্থিতির জন্য সবিকল্প ব্রহ্মের (আশ্রয়ের) এবং সেই আশ্রয়কে সবিকল্পক করিবার জন্য অন্য একটি বিশেষণরূপ বিকল্পের প্রয়োজন। এই বিশেষণরূপ বিকল্পের নাম দাও 'বিশেষণীভূত বিকল্প'। এই অবস্থায় বাক্যটি দাঁড়াইবে এইরূপঃ বিকল্প দ্বারা যুক্ত সবিকল্পক [বিশেষণীভূত বিকল্পটি] ব্রহ্মের বিকল্প। এখন প্রশ্ন করি এই বিশেষণীভূত বিকল্প পদটি কি প্রথমান্ত শেষ 'বিকল্প' পদের সহিত এক? অথবা প্রথমান্ত ও তৃতীয়ান্ত বিকল্প পদ হইতে ভিন্ন কোন তৃতীয় বিকল্প? যদি বল তাহা সেই প্রথমান্ত বিকল্পরূপ, তবে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়। কারণ প্রথমান্ত বিকল্পের স্থিতির জন্য তৃতীয়ান্ত বিকল্পের অপেক্ষা, আবার সেই তৃতীয়ান্ত বিকল্পের স্থিতির জন্য বিশেষণীভূত বিকল্প [যাহা প্রথমান্ত শেষ বিকল্প পদটির সহিত অভিন্ন বলিয়া স্বীকার করিলে।] অর্থাৎ সেই প্রথমান্ত বিকল্পেরই অপেক্ষা হইল।

আবার যদি বল সেই বিশেষণীভূত বিকল্প পদটি উক্ত প্রথমান্ত ও তৃতীয়ান্ত বিকল্প পদ হইতে ভিন্ন এক তৃতীয় বিকল্প, তাহা হইলে চক্রিকা দোষ (স্বগ্রহসাপেক্ষগ্রহসাপেক্ষগ্রহসাপেক্ষগ্রহকত্ব) হয়। অর্থাৎ চক্রের ন্যায় ভ্রমণ ঘটে। এই তৃতীয় বিকল্পের আশ্রয়ীভূত ব্রহ্ম পুনরায় সবিকল্পক হওয়াতে যে চতুর্থ বিকল্পের আগমন হইল তাহা কি উক্ত প্রথমান্ত বিকল্প? না, প্রথমান্ত, তৃতীয়ান্ত ও তৃতীয় বিকল্প হইতে ভিন্ন চতুর্থ আর একটি বিকল্প? প্রথম পক্ষে চক্রিকা দোষ হয়। কারণ উক্ত প্রথমান্ত বিকল্পের ব্রহ্মে স্থিতির জন্য তৃতীয়ান্ত বিকল্পের অপেক্ষা, তৃতীয়ান্ত বিকল্পের স্থিতির জন্য তৃতীয় বিকল্পের এবং তৃতীয় বিকল্পের ব্রহ্মে স্থিতির জন্য প্রথমান্ত বিকল্প হইতে অভিন্ন চতুর্থ বিকল্পের অপেক্ষা হয়। এই প্রকার চক্রের ন্যায় ভ্রমণকে 'চক্রিকা' দোষ বলে। আর দ্বিতীয় পক্ষে উক্ত চতুর্থ বিকল্পের জন্য একটি পঞ্চম বিকল্পের, পঞ্চম বিকল্পের জন্য ষষ্ঠ বিকল্পের অপেক্ষা...এই প্রকারে 'অনবস্থা' দোষ আসিয়া পড়ে।

১ এস্থলেও, গুণ কি নির্গুণে বিদ্যমান? না, সগুণে? ক্রিয়া কি নিষ্ক্রিয়ে বিদ্যমান? না, সক্রিয়ে? ইত্যাদিরূপে... প্রথম পক্ষে ব্যাঘাত দোষ হয়। আর দ্বিতীয় পক্ষে আত্মাশ্রয়াদি চারিটি দোষ হয়। পূর্ববৎ ইহা বুঝিতে হইবে।

***অন্বয় ঃ*** বিকল্প-তদ্-অভাবাভ্যাম্ (বিকল্প ও বিকল্পাভাব অর্থাৎ নির্বিকল্প—এই দুয়ের দ্বারা) অসংস্পৃষ্ট-আত্মবস্তুনি (অস্পৃষ্ট পরমাত্মবস্তুতে) বিকল্পিতত্ব-লক্ষ্যত্ব-সম্বন্ধাদ্যাঃ (বিকল্পিতত্ব, লক্ষ্যত্ব, সম্বন্ধাদি) তু কল্পিতাঃ (কল্পিতই) ॥৫২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** পরমাত্মবস্তু সবিকল্প বা নির্বিকল্প কোন শব্দের দ্বারা স্পৃষ্ট নহে অর্থাৎ তাহাদের বিষয় নহে। বিকল্পিতত্ব[১], লক্ষ্যত্ব[২] ও সম্বন্ধাদি[৩] সবই তাহাতে কল্পিত ॥৫২॥

**ইত্থং বাক্যৈস্তদর্থানুসন্ধানং শ্রবণং ভবেৎ ।**
**যুক্ত্যা সম্ভাবিতত্বানুসন্ধানং মননং তু তৎ ॥৫৩॥**

***অন্বয় ঃ*** ইত্থম্ (এইরূপে) বাক্যৈঃ (মহাবাক্য চারিটিদ্বারা) তৎ-অর্থ-অনুসন্ধানম্ (তাহাদের জীব ও ব্রহ্মের একত্বরূপ অর্থের যে অনুসন্ধান) শ্রবণম্ ভবেৎ ([তাহা] হয় শ্রবণ)। যুক্ত্যা (যুক্তিদ্বারা) সম্ভাবিতত্ব-অনুসন্ধানম্ (ঐ অর্থের সম্ভাবিতত্বের যে জ্ঞান হয়) তৎ তু মননম্ (তাহাকেই মনন বলে) ॥৫৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এইরূপে মহাবাক্য চতুষ্টয়ের দ্বারা তাহাদের তাৎপর্যরূপ জীব ও ব্রহ্মের যে একত্ব, উহার অনুসন্ধানকে শ্রবণ; [আর] যুক্তিদ্বারা, এই একত্ব সম্ভবপর বলিয়া যে জ্ঞান হয়, তাহাকে মনন বলে ॥৫৩॥

**তাভ্যাং নির্বিচিকিৎসেঽর্থে চেতসঃ স্থাপিতস্য যৎ ।**
**একতানত্বমেতদ্ধি নিদিধ্যাসনমুচ্যতে ॥৫৪॥**

***অন্বয় ঃ*** তাভ্যাম্ (সেই শ্রবণ ও মননদ্বারা) নির্বিচিকিৎসে অর্থে (সংশয়শূন্য জীবব্রহ্মের একত্বরূপ অর্থে) স্থাপিতস্য চেতসঃ (ধারণাবিশিষ্ট চিত্তের) যৎ একতানত্বম্ (যে একাকার বৃত্তিপ্রবাহ) এতৎ (ইহা) নিদিধ্যাসনম্ (নিদিধ্যাসন) উচ্যতে হি (বলিয়াই উক্ত হয়) ॥৫৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সেই শ্রবণ-মননদ্বারা নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠিত জীব-ব্রহ্মের একত্বরূপ অর্থে ধারণাবিশিষ্ট[৪] চিত্তে যে একাকার বৃত্তিপ্রবাহ, তাহা নিদিধ্যাসন বলিয়াই [যোগশাস্ত্রে] উক্ত হয় ॥৫৪॥

১ বিকল্পিতত্ব --- 'বিকল্প নির্বিকল্পে বিদ্যমান'—এইরূপ বাদী কর্তৃক উত্থাপিত পূর্বোক্ত কল্পনার বিষয়তা

২ লক্ষ্যত্ব --- শব্দের লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা জ্ঞাপিত হইবার যোগ্যতা

৩ সম্বন্ধাদি — সম্বন্ধের পারিভাষিক শব্দ—সংযোগ, সমবায়, তাদাত্ম্য প্রভৃতি— দ্রষ্টব্য, অষ্টম অধ্যায়ের ৫৭-৫৮ সং শ্লোকের পাদটীকা

৪ "দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা"—যোগসূত্র ৩/১ দ্রষ্টব্য ।

**ধ্যাতৃধ্যানে পরিত্যজ্য ক্রমাদ্ধ্যেয়ৈকগোচরম্ ।**
**নিবাতদীপবচ্চিত্তং সমাধিরভিধীয়তে ॥৫৫ ॥**

***অন্বয় ঃ*** (যখন), চিত্তম্ (চিত্ত), (অভ্যাসবলে) ধ্যাতৃ-ধ্যানে (ধ্যাতা ও ধ্যানকে) ক্রমাৎ পরিত্যজ্য (ক্রমে পরিত্যাগ করিয়া) নিবাত-দীপবৎ (বায়ু-প্রবাহ-রহিত স্থানে নিশ্চল দীপশিখার ন্যায়) ধ্যেয়-একগোচরম্ (কেবল ধ্যেয়রূপতা-প্রাপ্ত চিত্তের অবস্থাকে), (তখন) সমাধিঃ অভিধীয়তে (সমাধি বলিয়া অভিহিত করা হয়) ॥ ৫৫ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অভ্যাসবলে ধ্যাতা ও ধ্যানকে ক্রমে পরিত্যাগ করিয়া চিত্তবৃত্তি যখন কেবল ধ্যেয়রূপতা প্রাপ্ত হয়, তখন বায়ুপ্রবাহশূন্য স্থানে অবস্থিত নিশ্চল দীপশিখার ন্যায় বৃত্তিরহিত চিত্তের অবস্থাকে নির্বিকল্প সমাধি বলে ॥ ৫৫ ॥

**বৃত্তয়স্তু তদানীমজ্ঞাতা অপ্যাত্মগোচরাঃ ।**
**স্মরণাদনুমীয়ন্তে ব্যুত্থিতস্য সমুত্থিতাৎ ॥ ৫৬ ॥**

***অন্বয় ঃ*** তু (আর) আত্ম-গোচরাঃ বৃত্তয়ঃ (আত্মবিষয়িনী বৃত্তিসকল) তদানীম্ (সমাধিকালে) অজ্ঞাতাঃ অপি (অজ্ঞাত থাকিলেও) ব্যুত্থিতস্য (সমাধি হইতে উত্থিত পুরুষের) সমুত্থিতাৎ স্মরণাৎ (সম্যক্ প্রকারে উৎপন্ন স্মৃতি হইতে) অনুমীয়ন্তে (অনুমিত হইয়া থাকে) ॥ ৫৬ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** আর আত্মাকে বিষয় করিয়া অবস্থিত বৃত্তিসকল সমাধিকালে অজ্ঞাত থাকিলেও সমাধি হইতে উত্থিত পুরুষের ঐকালের অনুভূতির সম্যক্ প্রকারে যে স্মৃতি উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে সেই সকল বৃত্তির অনুমান হয় ॥ ৫৬ ॥

**বৃত্তীনামনুবৃত্তিস্তু প্রযত্নাৎ প্রথমাদপি ।**
**অদৃষ্টাসকৃদভ্যাসসংস্কারসচিবাদ্ভবেৎ ॥ ৫৭ ॥**

***অন্বয় ঃ*** অদৃষ্ট-অসকৃৎ-অভ্যাস-সংস্কার-সচিবাৎ (অদৃষ্ট অর্থাৎ অশুক্ল-অকৃষ্ণ কর্ম নামক যে পুণ্য তাহা হইতে [এবং] নিরন্তর অভ্যাসজনিত সংস্কারের সহায়তা হইতে) তু (আর) প্রথমাৎ অপি প্রযত্নাৎ (পূর্বকৃত প্রযত্ন হইতেও) বৃত্তীনাম্ ([কেবল ব্রহ্মাকারা] বৃত্তিসমূহের) অনুবৃত্তিঃ ভবেৎ (অনুবর্তন চলিতে থাকে) ॥৫৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (সমাধি অবস্থায় ব্রহ্মাকারা বৃত্তির উৎপাদক প্রযত্নের অভাব

থাকিলেও), অদৃষ্ট[১], নিরন্তর অভ্যাসজনিত [ভাবনা[২] নামক] সংস্কার এবং পূর্বকৃত প্রযত্ন হইতে কেবল ব্রহ্মাকারা বৃত্তিসমূহের অনুবর্তন চলিতে থাকে ॥ ৫৭ ॥

যথাদীপো নিবাতস্থ ইত্যাদিভিরনেকধা ।
ভগবানিমমেবার্থমর্জুনায় ন্যরূপয়ৎ ॥ ৫৮ ॥

**অন্বয় ঃ** যথা নিবাতস্থঃ দীপঃ (বায়ু-প্রবাহশূন্য স্থানে দীপশিখা যেমন নিশ্চল হয়) ইত্যাদিভিঃ অনেকধা (ইত্যাদি উদাহরণ দ্বারা অনেক প্রকারে) ভগবান্ (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) ইমম্ এব অর্থম্ (এই কথাই) অর্জুনায় (অর্জুনকে [বুঝাইবার নিমিত্ত]) ন্যরূপয়ৎ (নিরূপণ করিয়াছেন) ॥ ৫৮ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** গীতায় (৬/১৯) শ্রীকৃষ্ণ ভগবান—"বায়ুপ্রবাহশূন্য স্থানে দীপশিখার ন্যায়" ইত্যাদি উদাহরণ সহায়ে অর্জুনকে অনেক প্রকারে এই কথাই বুঝাইয়াছেন ॥ ৫৮ ॥

অনাদাবিহ সংসারে সঞ্চিতাঃ কর্মকোটয়ঃ ।
অনেন বিলয়ং যান্তি শুদ্ধো ধর্মো বিবর্ধতে ॥ ৫৯ ॥

**অন্বয় ঃ** অনাদৌ (অনাদি) ইহ সংসারে (এই সংসারে) সঞ্চিতাঃ (সঞ্চিত) কর্মকোটয়ঃ (কোটি কোটি কর্ম) অনেন (এই সমাধিদ্বারা) বিলয়ম্ যান্তি (নাশ হইয়া যায়)। শুদ্ধঃ ধর্মঃ ([অবিদ্যা নিবর্তক এবং আত্মসাক্ষাৎকারের সাধনস্বরূপ] শুদ্ধ ধর্ম) বিবর্ধতে (বৃদ্ধি পায়) ॥ ৫৯ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এই অনাদি জন্ম-মরণপ্রবাহরূপ সংসারে সঞ্চিত কোটি কোটি কর্ম এই নির্বিকল্প সমাধিদ্বারা বিনাশপ্রাপ্ত হয়[৩] এবং অবিদ্যা-নিবর্তক ও তত্ত্বসাক্ষাৎকারের হেতুভূত শুদ্ধধর্মের বৃদ্ধি ঘটে ॥ ৫৯ ॥

ধর্মমেঘমিমং প্রাহুঃ সমাধিং যোগবিত্তমাঃ ।
বর্ষত্যেষ যতো ধর্মামৃতধারাঃ সহস্রশঃ ॥ ৬০ ॥

১ অদৃষ্ট — "অশুক্লাকৃষ্ণকর্মাখ্যো যঃ পুণ্যবিশেষঃ" (রামকৃষ্ণ টীকা)। হিংসাদি তামসিক কর্ম যাহার পরিণাম দুঃখ, তাহা কৃষ্ণকর্ম। যাগাদি রাজসিক কর্ম যাহার পরিণাম অল্প দুঃখমিশ্রিত সুখ, তাহা শুক্লকৃষ্ণকর্ম। স্বাধ্যায়াদি সাত্ত্বিক কর্ম যাহার ফল সুখ, তাহা শুক্লকর্ম। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি প্রভৃতিরূপ কর্ম ত্রিগুণজনিত নয়, তাই ইহাদের ফল সুখ-দুঃখ-বর্জিত ।

২ ভাবনা — পুনঃ পুনঃ সমাধি অভ্যাসের দ্বারা উৎপন্ন সংস্কারকে ভাবনা বলে। অনুভব হইতে ইহা উৎপন্ন এবং ইহা স্মৃতির হেতু ।

৩ "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্দৃষ্টে পরাবরে"—মুণ্ডক উঃ ২/২/৮ এবং "জ্ঞানাগ্নি সর্বকর্মাণি..." গীতা ৪/৩৭ দ্রষ্টব্য

**অন্বয় ঃ** যোগবিত্তমাঃ (শ্রেষ্ঠ যোগবিদ্‌গণ) ইমম্ সমাধিম্ (এই নির্বিকল্প সমাধিকে) ধর্ম-মেঘম্ প্রাহুঃ (ধর্মমেঘ আখ্যা দেন)। যতঃ (কারণ) এষঃ (এই সমাধি) সহস্রশঃ ধর্মামৃতধারাঃ (সহস্র প্রকারে ধর্মামৃতধারা) বর্ষতি (বর্ষণ করিয়া থাকে) ॥৬০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সর্বশ্রেষ্ঠ যোগিগণ এই নির্বিকল্প সমাধিকে 'ধর্মমেঘ'[১] আখ্যা দেন, কারণ এই সমাধি সহস্র প্রকারে ধর্মরূপ অমৃতধারা বর্ষণ করিয়া থাকে ॥৬০॥

**অমুনা বাসনাজালে নিঃশেষং প্রবিলাপিতে ।**
**সমূলোন্মূলিতে পুণ্যপাপাখ্যে কর্মসঞ্চয়ে ॥৬১॥**

**অন্বয় ঃ** অমুনা (এই সমাধিদ্বারা) বাসনাজালে ([জ্ঞানবিরুদ্ধ] সংস্কারসমূহ) নিঃশেষম্ (সম্পূর্ণরূপে) প্রবিলাপিতে (বিনষ্ট হইলে), পুণ্যপাপাখ্যে কর্মসঞ্চয়ে (ধর্মাধর্মরূপ সঞ্চিত কর্মসমূহ) সমূল-উন্মূলিতে (মূলসহিত উন্মূলিত হইলে)— ॥৬১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এই সমাধিদ্বারা জ্ঞানবিরুদ্ধ বাসনাসকল সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইলে এবং ধর্মাধর্মরূপ সঞ্চিত কর্মসমূহ সমূলে উন্মূলিত হইলে)— ॥৬১॥

**বাক্যমপ্রতিবদ্ধং সৎ প্রাক্‌পরোক্ষাবভাসিতে ।**
**করামলকবদ্বোধমপরোক্ষং প্রসূয়তে ॥৬২॥**

**অন্বয় ঃ** বাক্যম্ অপ্রতিবদ্ধম্ সৎ (তত্ত্বমস্যাদিরূপমহাবাক্য [কর্ম ও বাসনারূপ] প্রতিবন্ধক শূন্য হইয়া) প্রাক্-পরোক্ষ-অবভাসিতে (যে আত্মতত্ত্ব পূর্বে পরোক্ষরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা) করামলকবৎ (করস্থিত আমলকী ফলের জ্ঞানের ন্যায়) অপরোক্ষম্ বোধম্ (অপরোক্ষভাবে তত্ত্বপ্রকাশনে সমর্থ জ্ঞানকে) প্রসূয়তে (উৎপাদন করিয়া থাকে) ॥৬২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্য প্রতিবন্ধকশূন্য হইয়া, পূর্বে যে আত্মতত্ত্ব পরোক্ষভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে, করতলস্থিত আমলকী ফলের জ্ঞানের ন্যায় তত্ত্বপ্রকাশনে সমর্থ অপরোক্ষজ্ঞান উৎপাদন করিয়া থাকে ॥৬২॥

**পরোক্ষং ব্রহ্মবিজ্ঞানং শাব্দং দেশিকপূর্বকম্ ।**
**বুদ্ধিপূর্বকৃতং পাপং কৃৎস্নং দহতি বহ্নিবৎ ॥৬৩॥**

**অন্বয় ঃ** দেশিকপূর্বকম্ (গুরুমুখ হইতে [শ্রুত]) শাব্দম্ (['তত্ত্বমসি' প্রভৃতি ]

১ "প্রসংখ্যানেঽপ্যকুসীদস্য সর্বথা বিবেকখ্যাতের্ধর্মমেঘসমাধিঃ"—পাতঞ্জল যোগসূত্র, কৈবল্যপাদ ২৯ সূত্র

মহাবাক্য জনিত) পরোক্ষম্ ব্রহ্মবিজ্ঞানম্ (ব্রহ্মবিষয়ক পরোক্ষজ্ঞান) বুদ্ধি-পূর্ব-কৃতম্ (জ্ঞানপূর্বকৃত) কৃৎস্নম্ পাপম্ (সমস্ত পাপকে) বহ্নিবৎ দহতি (আগুনের মতো দগ্ধ করিয়া থাকে) ॥ ৬৩॥

*বঙ্গানুবাদ* ঃ গুরুমুখ হইতে শ্রুত 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্যজনিত পরোক্ষ ব্রহ্মবিজ্ঞান বুদ্ধিপূর্বকৃত[১] সমস্ত পাপকে অগ্নির ন্যায় দগ্ধ করিয়া থাকে ॥ ৬৩॥

**অপরোক্ষাত্মবিজ্ঞানং শাব্দং দেশিকপূর্বকম্ ।**
**সংসারকারণাজ্ঞানতমসশ্চণ্ডভাস্করঃ ॥ ৬৪॥**

*অন্বয়* ঃ শাব্দম্ দেশিকপূর্বকম্ (গুরুমুখশ্রুত মহাবাক্য-জনিত) অপরোক্ষ-আত্মবিজ্ঞানম্ (আত্মবিষয়ক [সংশয়-বিপর্যয়রহিত] অপরোক্ষ জ্ঞান) সংসার-কারণ-অজ্ঞান-তমসঃ (সংসারের কারণ যে অজ্ঞানরূপ অন্ধকার, তাহার) চণ্ডভাস্করঃ (মধ্যাহ্নকালীন সূর্য) ॥ ৬৪॥

*বঙ্গানুবাদ* ঃ 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্য গুরুমুখ হইতে শুনিলে তাহা হইতে যে সংশয়-বিপর্যয়রহিত অপরোক্ষ আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা সংসারকারণ অজ্ঞানরূপ অন্ধকার-নাশের নিমিত্ত প্রখর মধ্যাহ্ন-সূর্য-সদৃশ ॥ ৬৪॥

**ইত্থং তত্ত্ববিবেকং বিধায় বিধিবন্মনঃ সমাধায় ।**
**বিগলিতসংসৃতিবন্ধঃ প্রাপ্নোতি পরং পদং নরো ন চিরাৎ ॥ ৬৫॥**

*অন্বয়* ঃ নরঃ (লোকে) ইত্থম্ (এইপ্রকারে) তত্ত্ব-বিবেকম্ বিধায় (ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বরূপ তত্ত্বের পঞ্চকোশ হইতে পৃথককরণ করিয়া) বিধিবৎ (শাস্ত্রোক্ত প্রকারে) মনঃ (মন) সমাধায় (স্থির করিয়া) বিগলিতসংসৃতিবন্ধঃ (সংসাররূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া) পরম্ পদম্ (পরমানন্দরূপ মোক্ষপদ) ন চিরাৎ (অবিলম্বে) প্রাপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়) ॥ ৬৫॥

*বঙ্গানুবাদ* ঃ লোকে এইভাবে আত্মাকে পঞ্চকোশ হইতে পৃথক করিয়া, মনকে যথাবিধি আত্মতত্ত্বে একাগ্র করিলে, (অপরোক্ষজ্ঞানদ্বারা) সংসারবন্ধন

১ বুদ্ধিপূর্বকৃত = জানিয়া শুনিয়া কৃত অথবা জন্মের পরে জ্ঞান জন্মিবার পূর্বে কৃত—এই দুই অর্থ করা যাইতে পারে ।

হইতে মুক্ত হয় এবং অচিরে পরমানন্দস্বরূপ মোক্ষপদ লাভ করে (অর্থাৎ সত্যজ্ঞানানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম হইয়া যায়)[১] ।।৬৫।।

## ।। ইতি তত্ত্ববিবেক-প্রকরণম্ সমাপ্তম্ ।।

।। তত্ত্ববিবেক-প্রকরণ সমাপ্ত হইল ।।

---

১ 'তত্ত্ববিবেকপ্রকরণ' নামক প্রথম প্রকরণে গ্রন্থকার তত্ত্বজ্ঞানলাভনিমিত্ত বিবেকবোধ বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিয়া শাস্ত্রের অধিকারীর কথা সুপরিস্ফুট করিয়াছেন। 'তত্ত্ববিবেক' অর্থাৎ ব্রহ্ম ও আত্মার ঐক্যবোধক-তত্ত্বের বিবেক, পঞ্চকোশ বিলক্ষণ আত্মার বিবেক। ঐ বিবেক-বোধ শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনরূপ বিধিত্রয়-দ্বারা সম্পাদিত হয়। ফলত, মনকে সমাধিতে স্থির করিয়া অপরোক্ষজ্ঞানদ্বারা নিবৃত্ত-চিত্ত সাধক সংসারবন্ধনের উর্ধ্বে অবস্থিত 'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্' লাভ করিয়া জীবনে কৃতকৃত্য হইয়া যান ।

# পঞ্চদশী

## দ্বিতীয় অধ্যায়

### ।। পঞ্চভূতবিবেক-প্রকরণ ।।

**সদদ্বৈতং শ্রুতং যৎ তৎ পঞ্চভূতবিবেকতঃ ।**
**বোদ্ধুং শক্যং ততো ভূতপঞ্চকং প্রবিবিচ্যতে ॥ ১॥**

**অন্বয় ঃ** যৎ সৎ অদ্বৈতং ([জগদুৎপত্তির পূর্বে জগৎকারণ] যে সৎস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মের কথা) শ্রুতং (শুনিতে পাওয়া যায়) তৎ (তাহা) পঞ্চভূত-বিবেকতঃ (পঞ্চভূতের বিচারের দ্বারা) বোদ্ধুম্ শক্যম্ (বুঝিতে পারা যায়)। ততঃ (সেইহেতু) ভূত-পঞ্চকম্ প্রবিবিচ্যতে (পঞ্চভূতের বিচার বা বিশ্লেষণ করা হইতেছে) ॥ ১॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* (ছান্দোগ্য উপনিষদে[১]) জগদুৎপত্তির পূর্বে জগৎকারণ যে সৎস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মের কথা শ্রুত হয়, তাহাকে পঞ্চভূতের বিচারের দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। সেই উদ্দেশ্যে পঞ্চভূতের বিচার[২] করা হইতেছে।।১ ।।

**শব্দস্পর্শৌ রূপরসৌ গন্ধো ভূতগুণা ইমে ।**
**একদ্বিত্রিচতুঃপঞ্চ গুণা ব্যোমাদিষু ক্রমাৎ ।।২।।**

**অন্বয় ঃ** শব্দ-স্পর্শৌ রূপ-রসৌ গন্ধঃ (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ) ইমে ভূত-গুণাঃ (এই পাঁচটি পঞ্চভূতের গুণ)। ব্যোম-আদিষু ক্রমাৎ (আকাশাদি পঞ্চভূতে যথাক্রমে) এক-দ্বি-ত্রি-চতুঃ-পঞ্চ গুণাঃ (এক, দুই, তিন, চার ও পাঁচটি গুণ [আছে]) ।। ২।।

*বঙ্গানুবাদ ঃ* শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এইগুলি পঞ্চভূতের গুণ। আকাশাদি পঞ্চভূতে যথাক্রমে এক, দুই, তিন, চার ও পাঁচটি গুণ[৩] আছে ।।২।।

১ ছান্দোগ্য উপনিষদে (৬/২/১) উদ্দালক মুনি পুত্র শ্বেতকেতুকে উপদেশ করিতেছেন— "সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্"—অর্থাৎ হে সৌম্য। সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ একই অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপ ছিল।

২ পঞ্চভূতবিবেক অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে পঞ্চভূতের এবং পঞ্চভূত হইতে ব্রহ্মের পৃথককরণ।

৩ আকাশে শুধু এক শব্দগুণ, বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ এই দুইটি গুণ, অগ্নিতে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই তিনগুণ, জলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এই চারগুণ এবং পৃথিবীতে পাঁচগুণের সবগুলিই আছে। সদ্বস্তু ও আকাশের স্বভাবের ভেদ, দ্রষ্টব্য শ্লোক সংখ্যা ৬১।।

**প্রতিধ্বনির্বিয়চ্ছব্দো বায়ৌ বীসীতি শব্দনম্ ।**
**অনুষ্ণাশীতঃ সংস্পর্শো বহ্নৌ ভুগুভুগুধ্বনিঃ ॥ ৩॥**

**উষ্ণঃ স্পর্শঃ প্রভা রূপং জলে বুলুবুলুধ্বনিঃ[১] ।**
**শীতঃ স্পর্শঃ শুক্লরূপং রসো মাধুর্য্যমীরিতম্ ॥ ৪ ॥**

**অন্বয় ঃ** বিয়ৎ-শব্দঃ (আকাশের গুণ শব্দ [মাত্র]) প্রতিধ্বনিঃ (প্রতিধ্বনি [রূপ]), বায়ৌ (বায়ুতে) বীসী ইতি (সোঁ সোঁ ধ্বনি) শব্দনম্ (শব্দগুণ) অনুষ্ণ অশীতঃ (শীতলও নহে উষ্ণও নহে এইরূপ) সংস্পর্শঃ (স্পর্শগুণ)। বহ্নৌ (অগ্নিতে) 'ভুগুভুগু'-ধ্বনিঃ (ভুগুভুগু শব্দ) উষ্ণঃ স্পর্শঃ (উষ্ণ স্পর্শ) প্রভা রূপম্ (প্রভা রূপ)। জলে (জলে) 'বুলুবুলু'-ধ্বনিঃ ('বুলু বুলু' শব্দ) শীতঃ স্পর্শঃ (শীতল স্পর্শ) শুক্লরূপম্ (শুক্লরূপ), রসঃ মাধুর্য্যম্ (মাধুর্য রস) ঈরিতম্ ([এইগুণ] কথিত হইয়া থাকে) ॥ ৩-৪ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** আকাশের একটি মাত্র গুণ শব্দ, প্রতিধ্বনিরূপে তাহার অভিব্যক্তি। বায়ুতে যে 'সোঁ সোঁ' ধ্বনি তাহা শব্দগুণ এবং স্পর্শগুণ শীতলও নহে উষ্ণও নহে। অগ্নিতে 'চড় চড়' ধ্বনি শব্দগুণ, উহার স্পর্শ উষ্ণ, রূপ লোহিত। জলে 'কুলু কুলু' ধ্বনি শব্দগুণ, শীতল স্পর্শ, শুক্লরূপ এবং মাধুর্য রস—এই চারিগুণ কথিত হইয়া থাকে ॥৩-৪ ॥

**ভূমৌ কড়কড়াশব্দঃ কাঠিন্যং স্পর্শ ইষ্যতে ।**
**নীলাদিকং চিত্ররূপং মধুরাম্লাদিকো রসঃ ॥ ৫ ॥**

**অন্বয় ঃ** ভূমৌ (পৃথিবীতে) কড়কড়া-শব্দঃ ('কড়কড়া' এইরূপে অনুকরণীয় ধ্বনি শব্দ), কাঠিন্যম্ স্পর্শঃ ইষ্যতে (কঠিন স্পর্শ মানা হয়), নীলাদিকম্ চিত্ররূপম্ (নীলাদি বিচিত্ররূপ) মধুর-অম্ল-আদিকঃ রসঃ (মধুর, অম্লাদি রস) ॥ ৫ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** পৃথিবীতে 'কড়কড়া' ধ্বনি শব্দ, কঠিন স্পর্শ, নীলাদি বিচিত্র রূপ, মধুর-অম্লাদি রস ॥ ৫ ॥

**সুরভীতরগন্ধৌ দ্বৌ গুণাঃ সম্যগ্বিবেচিতাঃ।**
**শ্রোত্রং ত্বকচক্ষুষী জিহ্বা ঘ্রাণং চেন্দ্রিয়পঞ্চকম্ ॥ ৬॥**

**অন্বয় ঃ** সুরভি-ইতর-গন্ধৌ দ্বৌ (সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ—এই দুই গন্ধ)। গুণাঃ সম্যক্-বিবেচিতাঃ (গুণের সাহায্যে পরস্পরের বিভেদ সম্যকরূপে করা হইল)। শ্রোত্রম্ (শ্রোত্র) ত্বক্-চক্ষুষী (ত্বক ও চক্ষু) জিহ্বা চ ঘ্রাণম্ (জিহ্বা ও নাসিকা) ইন্দ্রিয়-পঞ্চকম্ (এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়) ॥ ৬॥

১ চুলুচুলুধ্বনিঃ ইতি পাঠান্তর

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ—এই দুই গন্ধ; মোট পাঁচ প্রকার গুণ বর্তমান। এইভাবে গুণের সাহায্যে পঞ্চভূতের পরস্পরের প্রভেদ দেখানো হইল। শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুদ্বয়, জিহ্বা ও ঘ্রাণ (নাসিকা)—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ॥৬॥

**কর্ণাদিগোলকস্থং তচ্ছব্দাদিগ্রাহকং ক্রমাৎ ।**
**সৌক্ষ্ম্যাৎকার্যানুমেয়ং তৎ প্রায়ো ধাবেদ্বহির্মুখম্ ॥৭॥**

***অন্বয় ঃ*** তৎ (সেই জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি) ক্রমাৎ (যথাক্রমে) কর্ণাদি-গোলকস্থম্ (কর্ণাদিরূপ স্থূল অঙ্গে অবস্থিত [হইয়া]) শব্দাদি-গ্রাহকম্ (শব্দাদির গ্রাহক [হয়])। সৌক্ষ্ম্যাৎ (এই সকল ইন্দ্রিয় সূক্ষ্ম বলিয়া [দৃষ্টিগোচর নয়] , সেইহেতু) কার্য-অনুমেয়ম্ (আপন আপন কার্যদ্বারা অনুমেয়)। তৎ (তাহারা) প্রায়ঃ (প্রায়) বহির্মুখম্ ধাবেৎ (বাহ্য বিষয়ে ধাবিত হয়) ॥৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ইহারা (জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি) যথাক্রমে কর্ণাদিরূপ স্থূল অঙ্গে অবস্থিত হইয়া শব্দাদির গ্রাহক হয়। এই ইন্দ্রিয়সকল সূক্ষ্ম (অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের কার্য, সুতরাং ইহাদিগকে প্রত্যক্ষ করা যায় না) বলিয়া কার্যদ্বারা ইহাদিগের অস্তিত্বের অনুমান করিতে হয়। ইহারা প্রায়ই বাহ্যবিষয়ে ধাবিত[১] হয় ॥৭॥

**কদাচিৎ পিহিতে কর্ণে শ্রূয়তে শব্দ আন্তরঃ।**
**প্রাণবায়ৌ জাঠরাগ্নৌ জলপানেঽন্নভক্ষণে ॥৮॥**

**ব্যজ্যন্তে হ্যান্তরাঃ স্পর্শা মীলনে চান্তরং তমঃ।**
**উদ্গারে রসগন্ধৌ চেত্যক্ষাণামান্তরগ্রহঃ ॥৯॥**

***অন্বয় ঃ*** কদাচিৎ (কখনও) কর্ণে পিহিতে (কর্ণদ্বার রুদ্ধ করিলে) প্রাণবায়ৌ (প্রাণবায়ুতে) জাঠরাগ্নৌ (জঠরাগ্নিতে) আন্তরঃ শব্দ (আভ্যন্তর শব্দ) শ্রূয়তে (শুনিতে পাওয়া যায়)। জলপানে (জলপানে) অন্নভক্ষণে (অন্নভক্ষণে) আন্তরাঃ স্পর্শাঃ (আভ্যন্তর স্পর্শ) ব্যজ্যন্তে হি (পরিস্ফুট হয়)। মীলনে চ (আর চক্ষু বন্ধ করিলে) আন্তরম্ তমঃ (ভিতরের অন্ধকার) চ (এবং) উদ্গারে (উদ্গার উঠিলে) রস-গন্ধৌ (রস ও গন্ধ) ইতি (এইভাবে) অক্ষাণাম্ (ইন্দ্রিয়গণের) আন্তর-গ্রহঃ (আভ্যন্তরীণ বিষয়ের জ্ঞান বা গ্রহণ [হইয়া থাকে]) ॥৮-৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** কখনও কর্ণদ্বার রুদ্ধ করিলে প্রাণবায়ুতে এবং জঠরাগ্নিতে যে আভ্যন্তরীণ শব্দ আছে তাহা শুনিতে পাওয়া যায়। জলপান করিলে এবং

১ 'পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ...'' ইত্যাদি দ্রষ্টব্য, কঠ উঃ ২/১/১

অন্নভক্ষণ করিলে (শীতোষ্ণাদি) আভ্যন্তরীণ স্পর্শ অনুভূত হয়। চক্ষু নিমীলিত করিলে ভিতরের অন্ধকারের এবং উদ্গার উঠিলে ভিতরের রস ও গন্ধ (অনুভূত হয়)। এইভাবে ইন্দ্রিয়গণের আভ্যন্তরীণ বিষয়গ্রহণ হইয়া থাকে॥ ৮-৯॥

**পঞ্চোক্ত্যাদানগমনবিসর্গানন্দকাঃ ক্রিয়াঃ ।**
**কৃষিবাণিজ্যসেবাদ্যাঃ পঞ্চস্বন্তর্ভবন্তি হি ॥ ১০॥**

***অন্বয় ঃ*** উক্তি-আদান-গমন-বিসর্গ-আনন্দকাঃ (বচন, গ্রহণ, গমন, রেচন, মৈথুন) পঞ্চ ক্রিয়াঃ (এই পাঁচটি ক্রিয়া)। কৃষি-বাণিজ্য-সেবাদ্যাঃ (কৃষি, বাণিজ্য ও সেবাদি) পঞ্চসু হি (ঐ পাঁচটি ক্রিয়াতেই) অন্তর্ভবন্তি (অন্তর্ভুক্ত হয়) ॥ ১০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বচন, গ্রহণ, গমন, রেচন ও মৈথুন—এই পাঁচটি ক্রিয়া। কৃষি বাণিজ্য, সেবাদি সকল ক্রিয়া উক্ত পাঁচটি ক্রিয়ারই অন্তর্গত ॥ ১০॥

**বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থৈরক্ষৈস্তৎক্রিয়াজনিঃ ।**
**মুখাদিগোলকেম্বাস্তে তৎকর্মেন্দ্রিয়পঞ্চকম্ ॥ ১১॥**

***অন্বয় ঃ*** বাক্‌-পাণি-পাদ-পায়ু-উপস্থৈ-অক্ষৈঃ (বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ —এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা) তৎ-ক্রিয়াজনিঃ (পূর্বোক্ত ক্রিয়াগুলির উৎপত্তি [হয়])। তৎ (সেই) কর্মেন্দ্রিয়-পঞ্চকম্ (কর্মেন্দ্রিয় পাঁচটি) মুখাদি-গোলকেষু আস্তে (মুখাদি গোলকে অবস্থিত) ॥ ১১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়দ্বারা যথাক্রমে পূর্বোক্ত ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন হয়। সেই কর্মেন্দ্রিয় পাঁচটি মুখাদিরূপ অভিব্যক্তিস্থানে অবস্থিত ॥ ১১॥

**মনো দশেন্দ্রিয়াধ্যক্ষং হৃৎপদ্মগোলকে স্থিতম্ ।**
**তচ্চান্তঃকরণং বাহ্যেম্বস্বাতন্ত্র্যাদ্বিনেন্দ্রিয়ৈঃ ॥ ১২॥**

***অন্বয় ঃ*** দশেন্দ্রিয়-অধ্যক্ষম্ মনঃ (দশটি ইন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ অর্থাৎ প্রেরক মন) হৃৎপদ্মগোলকে (হৃৎপদ্মরূপ গোলকে) স্থিতম্ (অবস্থিত)। তৎ চ (আর সেই মন) ইন্দ্রিয়ৈঃ বিনা (ইন্দ্রিয়গণের সাহায্য ব্যতীত) বাহ্যেষু (বাহ্য বিষয় গ্রহণে) অস্বাতন্ত্র্যাৎ (স্বাধীন নয় বলিয়া) অন্তঃকরণম্ (অন্তরিন্দ্রিয়) ॥ ১২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** দশটি ইন্দ্রিয়ের প্রেরক বা কর্তা মন হৃৎপদ্মমণ্ডলে অবস্থিত। সেই মন আবার ইন্দ্রিয়গণের সাহায্য ব্যতীত বাহ্যবিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারে না বলিয়া, সেই বিষয়ে স্বতন্ত্র নয়। তাই মনকে অন্তরিন্দ্রিয় বলা হয় ॥ ১২॥

**অক্ষেম্বর্থার্পিতেম্বেতদ্ গুণদোষবিচারকম্ ।**
**সত্ত্বং রজস্তমশ্চাস্য গুণা বিক্রিয়তে হি তৈঃ ॥১৩॥**

*অন্বয় ঃ* অক্ষেষু (ইন্দ্রিয়গণ) অর্থ-অর্পিতেষু (রূপাদি নিজ নিজ বিষয়ে স্থাপিত হইলে) এতৎ (এই মন) গুণদোষ-বিচারকম্ (গুণ-দোষের বিচারক [হয়])। সত্ত্বম্ রজঃ তমঃ চ (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ) অস্য (এই মনের) গুণাঃ (গুণ)। হি (যেহেতু) তৈঃ (তাহাদের দ্বারাই) বিক্রিয়তে ([মন] বিকার প্রাপ্ত হয়) ॥১৩॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ বিষয়ে যুক্ত হইলে এই মন সেই সেই বিষয়ের গুণদোষের বিচারক হয়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি মনের গুণ, যেহেতু এই তিন গুণদ্বারাই মন বিকারপ্রাপ্ত হয় ॥১৩॥

**বৈরাগ্যং ক্ষান্তিরৌদার্য্যমিত্যাদ্যাঃ সত্ত্বসম্ভবাঃ ।**
**কামক্রোধৌ লোভযত্নাবিত্যাদ্যা রজসোত্থিতাঃ ॥১৪॥**

**আলস্যভ্রান্তিতন্দ্রাদ্যা বিকারাস্তমসোত্থিতাঃ ।**
**সাত্ত্বিকৈঃ পুণ্যনিষ্পত্তিঃ পাপোৎপত্তিশ্চ রাজসৈঃ॥১৫॥**

**তামসৈর্নোভয়ঃ কিন্তু বৃথায়ুঃক্ষপণং ভবেৎ ।**
**অত্রাহংপ্রত্যয়ী কর্তেত্যেবং লোকব্যবস্থিতিঃ ॥১৬॥**

*অন্বয় ঃ* বৈরাগ্যম্ ক্ষান্তিঃ-ঔদার্য্যম্ ইত্যাদ্যাঃ (বৈরাগ্য, ক্ষমা, উদারতা ইত্যাদি [বৃত্তি বা বিকার]) সত্ত্ব-সম্ভবাঃ (সত্ত্বগুণজাত)। কাম-ক্রোধৌ লোভ-যত্নৌ ইত্যাদ্যাঃ (কাম, ক্রোধ, লোভ, প্রযত্ন প্রভৃতি) রজসা উত্থিতাঃ (রজোগুণজাত)। আলস্য-ভ্রান্তি-তন্দ্রাদ্যাঃ (আলস্য, ভ্রান্তি, তন্দ্রা প্রভৃতি) বিকারাঃ (বিকার সকল) তমসা উত্থিতাঃ (তমোগুণজাত)। সাত্ত্বিকৈঃ পুণ্যনিষ্পত্তিঃ (সত্ত্বগুণোৎপন্ন বৃত্তিগুলিদ্বারা পুণ্যার্জন [হয়])। চ রাজসৈঃ পাপোৎপত্তিঃ (আর রজোগুণোৎপন্ন বৃত্তিগুলিদ্বারা পাপোৎপত্তি [হয়])। তামসৈঃ (তমোগুণোৎপন্ন বৃত্তিগুলিদ্বারা) ন উভয়ম্ (পুণ্য-পাপের কোনটাই হয় না) কিন্তু (কিন্তু) বৃথা-আয়ুঃ-ক্ষপণম্ ভবেৎ (বৃথা আয়ুক্ষয় হয়)। অত্র (এই বৃত্তিসমূহের মধ্যে) 'অহম্' ইতি -প্রত্যয়ী কর্তা ('আমি' এইরূপ প্রত্যয়যুক্তটি কর্তা), এবম্ লোক-ব্যবস্থিতিঃ (লোকব্যবহারে এইরূপ ব্যবস্থা [দেখা যায়]) ॥১৪-১৬॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* বৈরাগ্য, ক্ষমা, উদারতা ইত্যাদি মনের সত্ত্বগুণ হইতে উৎপন্ন বিকার। কাম, ক্রোধ, লোভ, প্রযত্ন ইত্যাদি রজোগুণজাত বিকার। আলস্য, ভ্রমজ্ঞান, তন্দ্রা প্রভৃতি তমোগুণ হইতে উৎপন্ন। ইহাদের মধ্যে, সত্ত্বগুণজাত বিকারগুলিদ্বারা পুণ্যার্জন, আর রজোগুণজাত বিকারগুলিদ্বারা পাপোৎপত্তি হয়। তমোগুণজাত বিকারগুলিদ্বারা পাপ, পুণ্যের কোনটাই হয় না,

শুধুমাত্র আয়ুক্ষয় হয়। এই বিকার বা বৃত্তিসমূহের মধ্যে যাহাতে 'অহম্' অর্থাৎ 'আমি' এইরূপ প্রত্যয় হয়, তাহাই কর্তা। লোকব্যবহারে এইরূপ ব্যবস্থা দেখা যায় ॥ ১৪-১৬॥

**স্পষ্টশব্দাদিযুক্তেষু ভৌতিকত্বমতিস্ফুটম্।**
**অক্ষাদাবপি তচ্ছাস্ত্রযুক্তিভ্যামবধার্য্যতাম্ ॥ ১৭॥**

***অন্বয় ঃ*** স্পষ্ট-শব্দাদি-যুক্তেষু (স্পষ্ট বা স্থূল, শব্দাদি গুণযুক্ত বস্তুসমূহে) ভৌতিকত্বম্ (ভৌতিকতা) অতিস্ফুটম্ (অত্যন্ত স্পষ্ট [বুঝা যায়])। অক্ষাদৌ অপি (ইন্দ্রিয় সকলেরও বিষয়ে) শাস্ত্র-যুক্তিভ্যাম্ (শাস্ত্র ও যুক্তির সাহায্যে) তৎ (তাহা, ভৌতিকত্ব) অবধার্য্যতাম্ (স্থির করিয়া লইবে) ॥ ১৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** স্পষ্ট বা স্থূল, শব্দাদি গুণযুক্ত (ঘটাদি) বস্তুসমূহের ভৌতিকতা অর্থাৎ তাহারা যে পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন, তাহা, অত্যন্ত স্পষ্ট বুঝা যায়। শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা ইন্দ্রিয়সকলেরও ভৌতিকতা[১] নিশ্চয় করিয়া লইবে ॥ ১৭॥

**একাদশেন্দ্রিয়ৈর্যুক্ত্যা শাস্ত্রেণাপ্যবগম্যতে ।**
**যাবৎ কিঞ্চিৎ ভবেদেতদিদং শব্দোদিতং জগৎ ॥ ১৮॥**

***অন্বয় ঃ*** একাদশেন্দ্রিয়ৈঃ (একাদশ ইন্দ্রিয়দ্বারা), যুক্ত্যা (যুক্তি দ্বারা), শাস্ত্রেণ (শাস্ত্র দ্বারা) অপি (আরও অবশিষ্ট সব কিছু প্রমাণের দ্বারা) যাবৎ কিঞ্চিৎ (যত কিছু) জগৎ অবগম্যতে (জগৎ-প্রপঞ্চ জানা যায়), এতৎ (এই সবই) 'ইদম্' শব্দ-উদিতম্ ভবেৎ ('ইদম্' পদ দ্বারা সূচিত হইতেছে) ॥ ১৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় ও মন—এই একাদশ ইন্দ্রিয়দ্বারা অর্থাৎ প্রত্যক্ষপ্রমাণদ্বারা, অনুমান-প্রমাণরূপ যুক্তিদ্বারা, শব্দ-প্রমাণদ্বারা এবং অন্য যতকিছু প্রমাণ আছে তাহাদ্বারা, যতকিছু জগৎপ্রপঞ্চ জানিতে পারা যায়, এই সবই 'ইদম্'[২] পদদ্বারা সূচিত হইতেছে ॥ ১৮॥

**ইদং সর্বং পুরা সৃষ্টেরেকমেবাদ্বিতীয়কম্ ।**
**সদেবাসীন্নামরূপে নাস্তামিত্যারুণের্বচঃ ॥ ১৯॥**

***অন্বয় ঃ*** ইদম্ সর্বম্ (এই সবই) সৃষ্টেঃ পুরা (সৃষ্টির পূর্বে) একম্ এব (একই)

১ "অন্নময়ং হি সৌম্য মনঃ আপোময়ঃ প্রাণঃ তেজোময়ী বাক্"— ছাঃ উঃ ৬/৫/৪; "ষোড়শকলঃ সৌম্য পুরুষঃ" ছাঃ উঃ ৬/৭/১; প্রশ্নোপনিষৎ ৬/৪ দ্রষ্টব্য

২ "সদেব সৌম্য ইদম্ অগ্র আসীৎ"—(ছাঃ উঃ ৬/২/১) এই শ্রুত্যুক্ত 'ইদম্' শব্দ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে ॥

অদ্বিতীয়কম্ (অদ্বিতীয়) সৎ এব আসীৎ (সৎ-ই ছিল), নাম-রূপে (নাম ও রূপ) ন আস্তাম্ (ছিল না), ইতি আরুণেঃ বচঃ (ইহা আরুণির উপদেশ) ॥ ১৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** "এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টির প্রাক্‌কালে একমাত্র অদ্বিতীয় সৎস্বরূপই ছিল, নাম-রূপ ছিল না"—ইহা (শ্বেতকেতু নামক পুত্রের প্রতি পিতা উদ্দালক বা) আরুণির উপদেশ ॥ ১৯॥

**বৃক্ষস্য স্বগতো ভেদঃ পত্রপুষ্পফলাদিভিঃ ।**
**বৃক্ষান্তরাৎ সজাতীয়ো বিজাতীয়ঃ শিলাদিতঃ ॥ ২০॥**

***অন্বয় ঃ*** বৃক্ষস্য (বৃক্ষের) পত্রপুষ্প-ফলাদিভিঃ (পত্র, পুষ্প, ফল প্রভৃতি দ্বারা) স্বগতঃ ভেদঃ ([যে ভেদ তাহা নিজ অবয়ব মধ্যস্থ ভেদ বা] স্বগত ভেদ), বৃক্ষান্তরাৎ (অন্য বৃক্ষ হইতে [যে ভেদ তাহা]) সজাতীয়ঃ (স্বজাতীয় ভেদ, অর্থাৎ একই জাতির দুইটি সদস্যের মধ্যে যে ভেদ), শিলাদিতঃ (শিলা প্রভৃতি হইতে [যে ভেদ তাহা]) বিজাতীয়ঃ (বিজাতীয় ভেদ) ॥ ২০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** পত্র, পুষ্প, ফল প্রভৃতি দ্বারা বৃক্ষের স্ব-অবয়ব-মধ্যস্থ যে ভেদ তাহাকে স্বগত[১] ভেদ বলে। একবৃক্ষের অন্যবৃক্ষ হইতে যে ভেদ তাহা স্বজাতীয় ভেদ, আর শিলা প্রভৃতি হইতে বৃক্ষের যে ভেদ তাহা বিজাতীয় ভেদ ॥ ২০॥

**তথা সদ্বস্তুনো ভেদত্রয়ং প্রাপ্তং নিবার্য্যতে ।**
**ঐক্যাবধারণদ্বৈতপ্রতিষেধৈস্ত্রিভিঃ ক্রমাৎ ॥ ২১॥**

***অন্বয় ঃ*** তথা (সেইরূপে) সদ্বস্তুনঃ (সদ্বস্তুর) প্রাপ্তম্ ভেদত্রয়ম্ (উক্ত ভেদত্রয়ের সম্ভাবনাকে) ঐক্য-অবধারণ-দ্বৈত-প্রতিষেধৈঃ (ঐক্য, নিশ্চয় ও দ্বৈতের নিষেধ বোধক) ত্রিভিঃ ক্রমাৎ (যথাক্রমে 'একম্', 'এব', 'অদ্বিতীয়কম্'—এই তিন পদদ্বারা) নিবার্য্যতে (নিষেধ করিতেছেন) ॥ ২১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সেইরূপ সদ্বস্তুতেও উক্ত তিন প্রকার ভেদের সম্ভাবনাকে শ্রুতি 'ঐক্য', 'নিশ্চয়' এবং 'দ্বৈতের নিষেধ' বোধক, যথাক্রমে 'একম্', 'এব', 'অদ্বিতীয়কম্'—এই তিন শব্দদ্বারা নিবারিত করিতেছেন ॥ ২১॥

**সতো নাবয়বাঃ শঙ্ক্যাস্তদংশস্যানিরূপণাৎ ।**
**নামরূপে ন তস্যাংশৌ তয়োরদ্যাপ্যনুদ্ভবাৎ ॥ ২২॥**

১ ফল, ফুল, পত্র প্রভৃতি লইয়া একটি বৃক্ষ হয়। শুধু ফল বা শুধু ফুলকে বৃক্ষ বলা হয় না। সেইরূপ ফলটিও অন্যান্য অবয়ব হইতে পৃথক্। এইরূপ অঙ্গদ্বারা নিরূপিত আপন অবয়ব-মধ্যস্থ ভেদকে স্বগতভেদ বলে।

**অন্বয় ঃ** সতঃ (সদ্বস্তুর) অবয়বাঃ ন শক্যাঃ (অবয়ব আছে এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না) তদংশস্য ([কারণ] তাহার অংশের) অনিরূপণাৎ (নির্ধারণ হয় না); নাম-রূপে (নাম ও রূপ) তস্য অংশৌ ন (তাহার অংশ নহে), তয়োঃ (সেই দুইটির) অদ্য অপি (আজ পর্যন্ত অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে পর্যন্ত) অনুদ্ভবাৎ (উৎপত্তি হয় নাই বলিয়া) ॥ ২২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সদ্বস্তুর অবয়ব আছে (অতএব তাহাতে স্বগতভেদ সম্ভব) এইরূপ আশঙ্কা উঠিতে পারে না, কারণ তাহার যে অংশ আছে তাহা নিরূপিত হয় না। আর নাম ও রূপ তাহার অংশ নহে, কারণ সৃষ্টির পূর্বে এই দুইটির উৎপত্তিই হয় নাই ॥ ২২॥

**নামরূপোদ্ভবস্যৈব সৃষ্টিত্বাৎ সৃষ্টিতঃ পুরা ।**
**ন তয়োরুদ্ভবস্তস্মান্নিরংশং সৎ যথা বিয়ৎ ॥ ২৩॥**

**অন্বয় ঃ** নাম-রূপ-উদ্ভবস্য এব (নাম ও রূপের উৎপত্তির নামই) সৃষ্টিত্বাৎ (সৃষ্টি—এই যুক্তিতে) সৃষ্টিতঃ পুরা (সৃষ্টির পূর্বে) তয়োঃ উদ্ভবঃ ন (তাহাদের উৎপত্তি অসম্ভব)। তস্মাৎ (সেইহেতু) যথা বিয়ৎ (যেমন আকাশ) তথা সৎ নিরংশম্ (তেমন সদ্বস্তু, নিরংশ বা অংশরহিত) ॥ ২৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** নাম ও রূপের উৎপত্তির নামই সৃষ্টি। অতএব সৃষ্টির পূর্বে নাম ও রূপের উৎপত্তি বা বিদ্যমানতা অসম্ভব। সেইহেতু আকাশের ন্যায় সদ্বস্তু (ব্রহ্ম) অংশরহিত[১]। (অতএব উহাতে স্বগতভেদ নাই) ॥ ২৩॥

**সদন্তরং সজাতীয়ং ন বৈলক্ষণ্যবর্জনাৎ ।**
**নামরূপোপাধিভেদং বিনা নৈব সতো ভিদা ॥ ২৪॥**

**অন্বয় ঃ** সজাতীয়ম্ (সমান জাতি বিশিষ্ট) সদন্তরম্ ন (অন্য সদ্বস্তু নাই), বৈলক্ষণ্য-বর্জনাৎ (যেহেতু তাহাতে বিলক্ষণতা নাই)। নাম-রূপ-উপাধি-ভেদম্ বিনা (নাম ও রূপ—এই দুই উপাধির ভেদ ছাড়া) সতঃ ভিদা ন এব (সদ্বস্তুর ভেদ নাই-ই) ॥ ২৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সদ্বস্তুতে বিলক্ষণতা[২] বা ব্যক্তিগত ভেদ নাই বলিয়া উহার

১ সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মে সৎ, চিৎ ও আনন্দ ইহারা ব্রহ্মের গুণ বা অবয়ব নহে। উহারা যদি ভিন্ন হয় তবে দুঃখরূপ হইয়া পড়ে। এই যুক্তিতেও 'ব্রহ্ম নিরবয়ব' বুঝা যায়। অতএব ব্রহ্ম সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ বলিবার অভিপ্রায় এই যে ব্রহ্ম অসৎ, অচিৎ ও নিরানন্দ নহে।

২ বিলক্ষণতা অর্থাৎ ভেদজ্ঞাপক কোন চিহ্ন

সমান জাতীয় অন্য সদ্বস্তু নাই। নাম ও রূপ, উপাধিরই[১] এই দুই ভেদ, সদ্বস্তুর কোনই ভেদ নাই ॥২৪॥

বিজাতীয়মসৎ তত্ত্বু ন খল্বস্তীতি গম্যতে ।
নাস্যাতঃ প্রতিযোগিত্বম্ বিজাতীয়াদ্ভিদা কুতঃ ॥২৫॥

**অন্বয় ঃ** বিজাতীয়ম্ (সদ্বস্তুর বিপরীতজাতীয় বস্তু) অসৎ (অসৎ), তৎ তু (আর তাহা) অস্তি ইতি ('আছে' বলিয়া) ন খলু গম্যতে (কোন প্রকারেই বুঝা যায় না)। অতঃ (অতএব) অস্য (এই অসদ্বস্তুর) প্রতিযোগিত্বম্ (প্রতিযোগিত্ব) ন (সিদ্ধ হয় না)। বিজাতীয়াৎ (বিজাতীয় বস্তু হইতে) ভিদা কুতঃ (ভেদ কি প্রকারে [হইতে পারে])? ২৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যাহা সদ্বস্তুর বিপরীত জাতীয় বস্তু তাহা অসৎ[২], আর তাহার অস্তিত্ব কোনপ্রকারেই বুঝা যায় না। অতএব, এই অসৎ, সদ্বস্তুর প্রতিযোগী হইতে পারে না। সুতরাং সেই বিজাতীয় হইতে সদ্বস্তুর ভেদ কিপ্রকারে সম্ভব? (অর্থাৎ সদ্বস্তুর বিজাতীয় ভেদও নাই) ॥২৫॥

একমেবাদ্বিতীয়ং সৎ সিদ্ধমত্র তু কেচন ।
বিহ্বলা অসদেবেদং পুরাসীদিত্যবর্ণয়ন্ ॥২৬॥

**অন্বয় ঃ** (এইভাবে) একম্ এব (একই) অদ্বিতীয়ম্ সৎ (অদ্বিতীয় সদ্বস্তু) সিদ্ধম্ (সিদ্ধ হইল)। অত্র তু (এই সিদ্ধান্ত শুনিয়া কিন্তু) বিহ্বলাঃ কেচন (বিহ্বল কেহ কেহ) পুরা (সৃষ্টির পূর্বে) ইদম্ (ইহা) অসৎ এব আসীৎ (অসৎই ছিল) ইতি (এইরূপ) অবর্ণয়ন্ (বর্ণনা করিয়াছেন) ॥২৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এইভাবে সদ্বস্তু যে একই এবং অদ্বিতীয়, তাহা সিদ্ধ হইল। এই সিদ্ধান্ত শুনিয়া বিচলিত কেহ কেহ "সৃষ্টির পূর্বে তত্ত্ব অসৎই ছিল" এরূপ বলিয়াছেন ॥২৬॥[৩]

১ এইভাবে স্বজাতীয় ভেদের আশঙ্কা দূর করা হইল। নাম ও রূপ এই দুই উপাধিতেই ভেদ দেখায়। যেমন একই আকাশকে ঘটাকাশ, পটাকাশ প্রভৃতিরূপে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া প্রতীতি হয়। ঘট ও পটের নাম-রূপে ভেদ, আকাশ তাহাতে ভিন্ন হইয়া যায় না।

২ অসৎ দুই প্রকারের হইতে পারে। প্রথমত যাহা অলীক, অর্থাৎ আকাশকুসুম, বন্ধ্যাপুত্র ইত্যাদি। দ্বিতীয়তে যাহার ব্যবহারিক বা প্রাতিভাসিক সত্তা আছে, কিন্তু পারমার্থিকতা নাই। দর্পণে প্রতিবিম্বিত মুখমণ্ডল এবং গ্রীবার উপরে অবস্থিত মুখমণ্ডলকে লইয়া যেমন দুইটি গণনা করা হয় না, সেরূপ ব্যবহারিক ও পারমার্থিক পরস্পর প্রতিযোগী হইতে পারে না।

৩ ইহা শূন্যবাদী মাধ্যমিক বৌদ্ধদিগের মত। তাঁহারা বলেন, "এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টির পূর্বে অসৎই ছিল, সৃষ্টির পরে অর্থাৎ প্রলয়কালে অসৎ বা শূন্য হইয়া যাইবে। কেবল মধ্যবর্তিকালে ভ্রান্তিবশত নাম-রূপ লইয়া প্রতীত হয়—এই 'ভ্রান্তি' নিরাধার। যে বস্তু আদিতে নাই এবং অন্তেও নাই, তাহা মধ্যেও অস্তিত্ব শূন্য। অতএব শূন্যই পরমতত্ত্ব।"

**মগ্নস্যাব্ধৌ যথাক্ষাণি বিহ্বলানি তথাস্য ধীঃ ।**
**অখণ্ডৈকরসং শ্রুত্বা নিষ্প্রচারা বিভেত্যতঃ ॥২৭॥**

***অন্বয় ঃ*** অব্ধৌ মগ্নস্য (সমুদ্রমগ্ন ব্যক্তির) অক্ষাণি (ইন্দ্রিয়সকল) যথা বিহ্বলানি (যেরূপ [কার্যকরী শক্তি হারাইয়া ফেলিয়া] বিহ্বল হইয়া পড়ে) তথা (সেইরূপ) অস্য (এই অসৎবাদীর) ধীঃ (অন্তঃকরণ) অখণ্ড-একরসম্ (অখণ্ড এবং স্বগতাদিত্রিভেদ-রহিত বস্তুর কথা) শ্রুত্বা (শুনিয়া) নিষ্প্রচারা (বৃত্তির বিস্তারের অভাব আশঙ্কা করিয়া), অতঃ (এই সদ্বস্তু হইতে) বিভেতি (ভয় পায়) ॥২৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সমুদ্রমগ্ন কোন ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সকল যেমন কার্যকরী শক্তি হারাইয়া বিহ্বল হইয়া পড়ে, সেইরূপ এইপ্রকার মতবাদীর[১] বুদ্ধি (অন্তঃকরণ) অখণ্ড ত্রিভেদরহিত সদ্বস্তুর কথা শুনিয়া ইহাতে নিজ কার্যকরী শক্তির (বৃত্তির বিস্তারের) অভাব আশঙ্কা করিয়া এই সদ্বস্তু হইতে ভয়পায় ॥২৭॥

**গৌড়াচার্যা নির্বিকল্পে সমাধাবন্যযোগিনাম্ ।**
**সাকারব্রহ্মনিষ্ঠানামত্যন্তং ভয়মূচিরে ॥২৮॥**

***অন্বয় ঃ*** গৌড়াচার্যাঃ (আচার্য গৌড়পাদ) সাকার-ব্রহ্ম[২]-নিষ্ঠানাম্ (সাকারব্রহ্মের উপাসক) অন্য-যোগিনাম্ (অন্য দ্বৈতদর্শী যোগীদিগের) নির্বিকল্পে সমাধৌ (নির্বিকল্প সমাধিতে) অত্যন্তম্ ভয়ম্ (অত্যন্ত ভয়ের কথা) ঊচিরে (বলিয়াছেন) ॥২৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সাকারব্রহ্মের উপাসক অন্য দ্বৈতদর্শী যোগীদিগের নির্বিকল্প সমাধিতে অত্যন্ত ভয়ের কথা আচার্য গৌড়পাদ[৩] বর্ণনা করিয়াছেন ॥২৮॥

**অস্পর্শযোগো নামৈষ দুর্দর্শঃ সর্বযোগিভিঃ ।**
**যোগিনো বিভ্যতি হ্যস্মাদভয়ে ভয়দর্শিনঃ ॥২৯॥**

***অন্বয় ঃ*** অস্পর্শ-যোগঃ নাম এষঃ (অস্পর্শযোগ নামক এই নির্বিকল্প সমাধি) সর্বযোগিভিঃ দুর্দর্শঃ (সাকারধ্যাননিষ্ঠ সকল যোগীর নিকট দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য)। হি (কারণ) যোগিনঃ (পূর্বোক্ত যোগিগণ) অভয়ে ভয়দর্শিনঃ (ভয়শূন্য এই সমাধি অবস্থাতে ভয়দর্শী [হইয়া]) অস্মাৎ (এই অস্পর্শযোগ হইতে) বিভ্যতি (ভয় পায়) ॥২৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এই নির্বিকল্প সমাধি অস্পর্শযোগ[৪] নামে খ্যাত, [ইহা]

১ এই প্রসঙ্গে সংস্কারবাদির কথাও ধরা হইতেছে

২ পাঠান্তর—সাকারধ্যাননিষ্ঠানাম্

৩ আচার্য গৌড়পাদ, শঙ্করাচার্য-গুরু গোবিন্দপাদেব গুরু। ইনি শুকদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য বলিয়া শুনা যায়।

৪ কোন প্রকার বিষয়ের সম্বন্ধ বা স্পর্শ ইহাতে থাকে না, তাই ইহা অস্পর্শযোগ। ইহা আচার্য্য শংকরের মত।

সাকার ধ্যাননিষ্ঠ সকল যোগীর দুর্লভ। কারণ দ্বৈতদর্শী এই যোগীরা ভয়শূন্য এই সমাধি অবস্থাতে ভয়হেতুত্ব কল্পনা করিয়া ভীত হয় ॥২৯॥[১]

**ভগবৎপূজ্যপাদাশ্চ শুষ্কতর্কপটূনমূন্ ।**
**আহুর্মাধ্যমিকান্ ভ্রান্তানচিন্ত্যেঽস্মিন্ সদাত্মনি ॥৩০॥**

***অন্বয় ঃ*** ভগবৎ-পূজ্যপাদাঃ চ (পূজ্যপাদ ভগবান শংকরাচার্যও) শুষ্কতর্কপটূন্ (শুষ্কতর্কপটু) অমূন্ মাধ্যমিকান্ (ঐ মাধ্যমিক বৌদ্ধগণকে) অচিন্ত্যে অস্মিন্ সদাত্মনি (অচিন্ত্য এই সৎস্বরূপ আত্মবিষয়ে) ভ্রান্তান্ আহুঃ (ভ্রান্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন) ॥৩০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** পূজ্যপাদ ভগবান শংকরাচার্যও শুষ্কতর্কনিপুণ এই মাধ্যমিক বৌদ্ধদিগকে অচিন্তনীয় এই সৎস্বরূপ আত্মবিষয়ে ভ্রান্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ॥৩০॥

**অনাদৃত্য শ্রুতিং মৌর্খ্যাদিমে বৌদ্ধাস্তমস্বিনঃ[২] ।**
**আপেদিরে নিরাত্মত্বমনুমানৈকচক্ষুষঃ ॥৩১॥**

***অন্বয় ঃ*** তমস্বিনঃ (অজ্ঞানাচ্ছন্ন) অনুমানৈক-চক্ষুষঃ (অনুমান প্রমাণের উপর নির্ভরশীলতাই যাহাদের একমাত্র দর্শনোপায়, সেই) ইমে বৌদ্ধাঃ (এই বৌদ্ধগণ) মৌর্খ্যাৎ (মূর্খতাবশতঃ) শ্রুতিম্ অনাদৃত্য (শ্রুতিকে অনাদর করিয়া) নিরাত্মত্বম্ (নিরাত্মত্ব বা শূন্যভাব) আপেদিরে (প্রাপ্ত হইয়াছে) ॥৩১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অজ্ঞানাচ্ছন্ন, একমাত্র অনুমান প্রমাণের উপর নির্ভরশীল এই বৌদ্ধগণ মূর্খতাবশতঃ[৩] শ্রুতিকে অবজ্ঞা করিয়া শূন্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছে ॥৩১॥

**শূন্যমাসীদিতি ব্রূষে সদ্যোগং বা সদাত্মতাম্ ।**
**শূন্যস্য ন তু তদ্যুক্তমুভয়ং ব্যাহতত্বতঃ ॥৩২॥**

***অন্বয় ঃ*** "শূন্যম্ আসীৎ" ইতি ("শূন্যই ছিল" এইরূপ [বলিয়া]) সদ্ যোগম্ ([শূন্যের সহিত] সদ্বস্তুর সম্বন্ধ) বা সদাত্মতাম্ (অথবা [শূন্যের] সদ্রূপতা) ব্রূষে (বলিতেছ)? তৎ উভয়ম্ (ঐ উভয় পক্ষেই) শূন্যস্য ব্যাহতত্বতঃ (শূন্যের ব্যাঘাত ঘটে বলিয়া) ন তু যুক্তম্ ([এই উক্তি] যুক্তিসিদ্ধই নহে) ॥৩২॥

১ মাণ্ডূক্যকারিকা ৩/৩৯

২ পাঠান্তর—তপস্বিনঃ

৩ একমাত্র অনুমান প্রমাণের উপর নির্ভরশীল বলিয়া তাহারা একচক্ষু অর্থাৎ অল্পজ্ঞ। অথচ তাহারা আপনাদিগকে সর্বজ্ঞ ভাবিয়া বসিয়া আছে। সুতরাং ইহা উঁহাদের মূর্খতা।

*বঙ্গানুবাদ ঃ* (হে শূন্যবাদিন্), "শূন্য ছিল"—এই বাক্যদ্বারা, (ক) শূন্যের সহিত সদ্বস্তুর সম্বন্ধ অথবা (খ) শূন্যই সদ্রূপ—এই দুই অর্থের কোন্‌টি বলিতে চাও? উভয় পক্ষেই শূন্যত্বের ব্যাঘাত ঘটে বলিয়া এইরূপ উক্তি যুক্তি-বিরুদ্ধ ॥৩২॥

**ন যুক্তস্তমসা সূর্যো নাপি চাসৌ তমোময়ঃ ।**
**সচ্ছূন্যয়োর্বিরোধিত্বাচ্ছূন্যমাসীৎ কথং বদ ॥৩৩॥**

*অন্বয় ঃ* সূর্যঃ তমসা ন যুক্তঃ (সূর্য অন্ধকার দ্বারা যুক্ত নহে) অপি চ অসৌ (আর ইহাও) তমোময়ঃ ন (অন্ধকাররূপ নহে)। সৎ-শূন্যয়োঃ বিরোধিত্বাৎ (সৎ ও শূন্য এইরূপ পরস্পরবিরোধী বলিয়া) 'শূন্যম্ আসীৎ' ('পূর্বে শূন্য ছিল') কথম্, বদ ([ইহা] কিপ্রকারে [সম্ভব], বল) ॥৩৩॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* সূর্য অন্ধকারদ্বারা যুক্ত নহে অথবা অন্ধকারস্বরূপও নহে। সৎ ও শূন্য ঐপ্রকার পরস্পর বিরোধী[১] বলিয়া 'পূর্বে শূন্য ছিল' এই উক্তির যৌক্তিকতা কোথায়, বল ? ৩৩॥

**বিয়দাদের্নামরূপে মায়য়া সতি কল্পিতে[২] ।**
**শূন্যস্য নামরূপে চ তথা চেজ্জীব্যতাং চিরম্ ॥৩৪॥**

*অন্বয় ঃ* বিয়দাদেঃ (আকাশ প্রভৃতির) নাম-রূপে (নাম ও রূপ) মায়য়া (মায়ার দ্বারা) সতি কল্পিতে (সৎস্বরূপ ব্রহ্মে কল্পিত হইলে) শূন্যস্য (শূন্যের) নাম-রূপে চ (নামরূপও) তথা (সেইরূপ হউক) চেৎ (যদি এইরূপ বল), (তবে) চিরম্ জীব্যতাম্ (তুমি চিরজীবী হও) ॥৩৪॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* (বৌদ্ধবাদীর শঙ্কা)—"[হে বেদান্তিন্, আপনিও তো'] 'আকাশাদির নামরূপ মায়াদ্বারা সৎস্বরূপ ব্রহ্মে কল্পিত' বলিয়া থাকেন। অতএব, শূন্যের নাম-রূপও সেই সদ্বস্তুতে কল্পিত হউক।" (বেদান্তীর উত্তর) ঃ যদি এইরূপ বল, তবে তুমি চিরজীবী হও। (কারণ ইহা আমারও মত) ॥৩৪॥

**সতোঽপি নামরূপে দ্বে কল্পিতে চেত্তদা বদ ।**
**কুত্রেতি নিরধিষ্ঠানো ন ভ্রমঃ ক্বচিদীক্ষ্যতে ॥৩৫॥**

*অন্বয় ঃ* সতঃ অপি (সদ্বস্তুরও) নাম-রূপে দ্বে (নাম ও রূপ দুইটি) কল্পিতে

১ সৎ ও শূন্য, আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় পরস্পরবিরোধী—ইহাই অর্থ।
২ সুবিকল্পিতে—এটি পাঠান্তর

চেৎ (মায়া কল্পিত, যদি এইরূপ বল), তদা (তবে) কুত্র ইতি বদ (কোন্ অধিষ্ঠানে কল্পিত তাহা বল)। নিরধিষ্ঠানঃ (অধিষ্ঠানশূন্য) ভ্রমঃ (ভ্রম) ক্বচিৎ ন ঈক্ষ্যতে (কোথাও দেখা যায় না) ॥৩৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** আর যদি বল ব্রহ্মেরও নাম ও রূপ দুইটি মায়াকল্পিত, তাহা হইলে বল তো এই দুইটি কোন্ অধিষ্ঠানে কল্পিত?[১] কারণ অধিষ্ঠানশূন্য ভ্রম কোথাও দেখা যায় না ॥৩৫॥

**সদাসীদিতি শব্দার্থভেদে বৈগুণ্যমাপতেৎ[২] ।**
**অভেদে পুনরুক্তিঃ স্যান্মৈবং লোকে তথেক্ষণাৎ ॥৩৬॥**

***অন্বয় ঃ*** সৎ আসীৎ ইতি ('সৎ', 'ছিলেন'—এই) শব্দ-অর্থভেদে (শব্দ দুইটি যদি ভিন্নার্থক হয়) বৈগুণ্যম্ আপতেৎ (সত্তার দ্বিগুণতা আসিয়া পড়ে অর্থাৎ তাহা দুইটি হইয়া পড়ে); অভেদে (সত্তা যদি একই হয়) পুনরুক্তি স্যাৎ (তবে পুনরুক্তি দোষ হয়)। এবম্ মা (না, এই দোষ হয় না), লোকে তথা ঈক্ষণাৎ (কারণ সংসারে সেইরূপ ব্যবহার দেখা যায়) ॥৩৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (পূর্বপক্ষ) ঃ 'সৎ আসীৎ' এই বাক্যে 'সৎ' ও 'আসীৎ' শব্দ দুইটি যদি (ক) ভিন্নার্থক হয়, তাহা হইলে দুইটি সদ্বস্তু স্বীকার করিতে হয়। (তাহাতে অদ্বৈতের ব্যাঘাত ঘটে)। আবার দুইটি শব্দ যদি (খ) সমার্থক হয়, তাহা হইলে পুনরুক্তি দোষ হয়। উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—না, (দ্বিতীয় পক্ষের উত্তরে) এইরূপ দোষ হয় না। কারণ লোকে পুনরুক্তির ব্যবহার দেখা যায় ॥৩৬॥

**কর্ত্তব্যং কুরুতে বাক্যং ব্রূতে ধার্য্যস্য ধারণম্ ।**
**ইত্যাদি বাসনাবিষ্টং প্রত্যাসীৎ সদিতীরণম্ ॥৩৭॥**

***অন্বয় ঃ*** কর্ত্তব্যম্ কুরুতে (কর্তব্য করিতেছে), বাক্যম্ ব্রূতে (বাক্য বলিতেছে) ধার্য্যস্য ধারণম্ (ধারণীয় বস্তুর ধারণ) ইত্যাদি বাসনাবিষ্টম্ প্রতি (ইত্যাদি সংস্কারযুক্ত

১ তাৎপর্য হইতেছে সৎ ব্রহ্মবস্তুরও নাম ও রূপ দুইটি যদি মায়াকল্পিত হয়, অর্থাৎ ভ্রম হয়, তাহা হইলে কোন্ অধিষ্ঠানে এই ভ্রম? (ক) সেই সদ্রূপ আধারে? (খ) কোন অসৎ আধারে? অথবা (গ) এই সৃষ্ট জগতে?—এই তিনটিই অসম্ভব। প্রথম পক্ষ যুক্তিবিরুদ্ধ। কারণ এক বস্তুর কল্পনা বা ভ্রম অন্য বস্তুরই উপর হইয়া থাকে। শুক্তিতে রজতের যে ভ্রম সেই ভ্রম শুক্তিরূপ অধিষ্ঠানে হইয়া থাকে, যাহা রজত হইতে ভিন্ন। অতএব সদ্বস্তুর নাম ও রূপ যদি সদ্বস্তুতেই কল্পিত বল তাহা হইলে তাহা আর ভ্রম থাকে না। দ্বিতীয় পক্ষে বলি, আধার কখনও অসৎ বা শূন্য হইতে পারে না। তৃতীয় পক্ষও টিকে না। কারণ সদ্বস্তুতে নাম ও রূপের কল্পনার নামই জগৎসৃষ্টি। যদি বল অধিষ্ঠান নাই বা মানিলে তাহাতে কি আসিয়া যায়। তবে বলি, নিরধিষ্ঠান ভ্রম কোথাও দেখা যায় না।

২ বৈগুণ্যম্—এটি পাঠান্তর

[শিষ্যের] প্রতি), (শ্রুতির) সৎ আসীৎ ইতি ('সৎ ছিল' এই বাক্যের) ঈরণম্ (প্রেরণ অর্থাৎ প্রয়োগ) ॥৩৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** কর্তব্য করিতেছে, বাক্য বলিতেছে, ধারণীয় বস্তুর ধারণ— ইত্যাদি লোকব্যবহারের সহিত পরিচিত অথবা উহার সংস্কারবিশিষ্ট শিষ্যের প্রতি 'সৎ ছিল' এই বাক্যের প্রয়োগ হইয়াছে ॥৩৭॥

**কালাভাবে পুরেত্যুক্তিঃ কালবাসনয়া যুতম্ ।**
**শিষ্যং প্রত্যেব তেনাত্র দ্বিতীয়ং ন হি শঙ্ক্যতে ॥৩৮॥**

***অন্বয় ঃ*** কালাভাবে (কাল নামক অস্তিত্ব না থাকিলে[ও]) পুরা ইতি উক্তিঃ ('পূর্বে' এই শব্দের ব্যবহার) কালবাসনয়া যুতম্ (কালের সংস্কারবিশিষ্ট) শিষ্যম্ প্রতি এব (শিষ্যকে উদ্দেশ করিয়াই), (হইয়াছে)। তেন (সেই কারণে) অত্র (এই শ্রুতিবচনে) দ্বিতীয়ম্ ন হি শঙ্ক্যতে (দ্বৈতের আশঙ্কা করা যায় না) ॥৩৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অদ্বিতীয় বস্তুবিষয়ে কাল নামক কোন কিছুর অস্তিত্ব না থাকিলেও, 'পূর্বে' এইরূপ কালবাচক শব্দের যে ব্যবহার হইয়াছে, তাহা কালের সংস্কারবিশিষ্ট শিষ্যকে উদ্দেশ করিয়াই। সেই কারণে উক্ত শ্রুতিবচন দ্বারা ব্রহ্মবিষয়ে (৩৬ নং শ্লোকে উক্ত প্রথম পক্ষে) দ্বৈতের আশঙ্কা করা যায় না ॥৩৮॥

**চোদ্যং বা পরিহারো বা ক্রিয়তাং দ্বৈতভাষয়া ।**
**অদ্বৈতভাষয়া চোদ্যং নাস্তি নাপি তদুত্তরম্ ॥৩৯॥**

***অন্বয় ঃ*** চোদ্যম্ বা পরিহারো বা (আশঙ্কার উত্থাপন বা তাহার সমাধান) দ্বৈতভাষয়া (দ্বৈত ভাষার দ্বারা) ক্রিয়তাম্ (করিতে হয়), অদ্বৈত-ভাষয়া (অদ্বৈতের নির্বাক ভাষার দ্বারা) চোদ্যম্ ন অস্তি (প্রশ্ন হয় না) তৎ-উত্তরম্ অপি ন (তাহার উত্তরও হয় না) ॥৩৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (ব্যবহারকালে দ্বৈতপক্ষ অবলম্বন করিয়া) দ্বৈতভাষার প্রয়োগের দ্বারা আশঙ্কার উত্থাপন ও তাহার সমাধান করিতে হয়; কিন্তু অদ্বৈতের ভাষা মৌন, উহার দ্বারা প্রশ্ন হয় না বা তার উত্তরও হয় না ॥৩৯॥

**তদা স্তিমিতগম্ভীরং ন তেজো ন তমস্ততম্ ।**
**অনাখ্যমনভিব্যক্তং সৎ কিঞ্চিদবশিষ্যতে ॥৪০॥**

***অন্বয় ঃ*** তদা[১] (সৃষ্টির পূর্বে) স্তিমিত-গম্ভীরম্ (ক্রিয়ারহিত ও অচিন্তনীয়), ন

১ পাঠান্তর—অতঃ

তেজঃ (তেজস্ত্ব ধর্মের অনধিকরণ বলিয়া সূর্যের ন্যায় মিথ্যা প্রকাশক নহেন), ন তমঃ (অন্ধকারের ন্যায় আবরণধর্মীও নহে), ততম্ (ব্যাপক), অনাখ্যম্ (ব্যাখ্যার অতীত), অনভিব্যক্তম্ (বিষয়রূপে প্রকটিতও নহে), সৎ (সৎ অর্থাৎ শূন্য নহে), কিঞ্চিৎ (অনির্দেশ্য বস্তু) অবশিষ্যতে ([অবধিরূপে] থাকিয়া যায়) ॥৪০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** প্রলয়কালে নিশ্চল, গম্ভীর, প্রকাশ ও আবরণধর্মরহিত, সর্বব্যাপী, বাক্যমনের অগোচর, অভিব্যক্তিশূন্য, এক সৎ-মাত্র অনির্দেশ্য বস্তু অবধিরূপে[১] বিদ্যমান থাকে ॥৪০॥[২]

**ননু ভূম্যাদিকং মাভূৎ পরমাণ্বন্তনাশতঃ ।**
**কথং তে বিয়তোঽসত্ত্বং বুদ্ধিমারোহতীতি চেৎ ॥৪১॥**

***অন্বয় ঃ*** ননু (ভাল) পরমাণু-অন্ত-নাশতঃ (পরমাণুরূপ শেষ অবয়বের নাশ হইলে) ভূম্যাদিকম্ (ক্ষিতি প্রভৃতি ভূতচতুষ্টয়) মা ভূৎ (নাই থাকুক); তে বিয়তঃ অসত্ত্বম্ (আকাশরূপ যে পঞ্চম ভূত আপনারা মানেন, তাহার অভাব) বুদ্ধিম্ কথম্ আরোহতি (কি কবিয়া বুদ্ধিতে ধারণা করা যায়) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বলি) ? ৪১ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (শঙ্কা)ঃ ভাল, ক্ষিতি প্রভৃতি ভূতচতুষ্টয়ের পরমাণুরূপ অন্তিম অবয়বের নাশ হইলে তাহাদের অস্তিত্বেরও লোপ হয়, স্বীকার করিলাম, (কিন্তু হে বেদান্তিন্), আকাশরূপ পঞ্চম যে ভূত আপনারা মানেন, তাহার অভাব কি করিয়া বুদ্ধিতে ধারণা করা যায়?[৩]—যদি এইরূপ বলি ?৪১॥

**অত্যন্তং নির্জগদ্ব্যোম যথা তে বুদ্ধিমাশ্রিতম্ ।**
**তথৈব সন্নিরাকাশং কুতো নাশ্রয়তে মতিম্ ॥৪২॥**

***অন্বয় ঃ*** অত্যন্তম্ (অত্যন্তরূপে) নির্জগৎ (জগতের অভাব হইলে) ব্যোম ([শুধুমাত্র] আকাশ) যথা (যেরূপে) তে (তোমার) বুদ্ধিম্ আশ্রিতম্ (বুদ্ধিকে আশ্রয় করিতে পারে) তথা এব (সেইরূপেই) নিরাকাশম্ সৎ (আকাশশূন্য সদ্বস্তু) কুতঃ (কেন) মতিম্ ন আশ্রয়তে ([তোমার] বুদ্ধিকে আশ্রয় করিবে না) ? ৪২॥

১ 'নেতি নেতি' বিচারদ্বারা সব দ্বৈতবস্তুর নিষেধ কবিলে যাহা সেই নিষেধের সীমা বা অবধিরূপে থাকিয়া যায়, সেই সদ্বস্তুকে বুঝাইতেছে ।

২ যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, উৎপত্তিপ্রকরণ ৮/৯৭ হইতে উদ্ধৃত

৩ বৈশেষিকদের মতবাদ হইল---পরমাণু নাশহীন পদার্থ। নাশ বলিতে এই শ্লোকে, তাহাদের মতে, অদর্শন বা অননুভব। ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ—এই চারভূতের উৎপত্তি আছে। কাজেই তাহাদের বিনাশ সম্ভব মানিয়া লওয়ায় বাধা নাই। কিন্তু আকাশের ক্ষেত্রে এই যুক্তি খাটে না। অতএব, বেদান্তীর পক্ষে এই সিদ্ধান্ত মানা উচিত যে আকাশ নিত্যপদার্থ। এই আশঙ্কার উত্থাপন এখানে করা হইয়াছে ।

*বঙ্গানুবাদ ঃ* (উত্তর) জগৎ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইলে শুধুমাত্র আকাশকে যেমন তুমি বুদ্ধিতে ধারণা করিতে পার, সেইরূপ আকাশশূন্য শুধুমাত্র সদ্বস্তু কেন বুদ্ধিগোচর হইবে না ? ৪২॥

**নির্জগদ্ব্যোম দৃষ্টঞ্চেৎ প্রকাশতমসী বিনা ।**
**ক্ব দৃষ্টং কিঞ্চ তে পক্ষে ন প্রত্যক্ষং বিয়ৎ খলু ॥ ৪৩॥**

*অন্বয় ঃ* চেৎ (যদি) নির্জগৎ-ব্যোম (জগৎশূন্য আকাশ) দৃষ্টম্ (প্রত্যক্ষ করা যায়), প্রকাশ-তমসী (আলোক ও অন্ধকার) বিনা (ছাড়া), (তাহা) ক্ব (কোথায়) দৃষ্টম্ (দেখা যায়)? কিম্ চ (আবার) তে (তোমাদের) পক্ষে (মতে) বিয়ৎ (আকাশ) খলু (নিঃসন্দেহে) ন প্রত্যক্ষম্ (প্রত্যক্ষ নয়) ॥ ৪৩॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* যদি বল, জগৎশূন্য আকাশ প্রত্যক্ষ করা যায়[১], (অতএব তাহা অসম্ভব নহে, তবে প্রশ্ন করি— ) আলোক ও অন্ধকার ভিন্ন আকাশের অস্তিত্ব কোথায় দেখিয়াছ? আবার তোমাদের[২] মতে আকাশ প্রত্যক্ষগোচর নহে ॥ ৪৩॥

**সদ্বস্তু শুদ্ধং ত্বস্মাভির্নিশ্চিতৈরনুভূয়তে ।**
**তূষ্ণীং স্থিতৌ ন শূন্যত্বং শূন্যবুদ্ধেশ্চ বর্জনাৎ ॥ ৪৪॥**

*অন্বয় ঃ* শুদ্ধম্ (শুদ্ধ) সদ্বস্তু (সৎ-বস্তু) তু (কিন্তু) নিশ্চিতৈঃ অস্মাভিঃ (দৃঢ়সংকল্প আমাদের দ্বারা) তূষ্ণীম্ স্থিতৌ (সর্বসংকল্পশূন্য মৌনাবস্থায়) অনুভূয়তে (অনুভূত হয়)। শূন্য-বুদ্ধেঃ (শূন্যের অনুভবের) বর্জনাৎ (অভাবহেতু) শূন্যত্বম (শূন্যতা) ন ([সেই অবস্থায় অনুভূত হয়] না) ॥ ৪৪॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* সর্বসংকল্পশূন্য মৌনাবস্থায় দৃঢ়নিশ্চয়-আমাদের দ্বারা সেই শুদ্ধ[৩] সদ্বস্তুর কিন্তু অনুভব হয়। শূন্যত্বের অনুভব অসম্ভব বলিয়া ঐ অবস্থায় শূন্যত্ব[৪] অনুভূত হয় না ॥ ৪৪॥

১ নিয়ম আছে 'ন হি দৃষ্টেঽনুপপন্নম্'— যে বস্তুর অনুভব হয় তাহা অসম্ভব হইতে পারে না। অতএব, পূর্বশ্লোকে যে বলা হইয়াছে "আকাশকে যেমন তুমি বুদ্ধিতে ধারণা করিতে পার"— ইহার অভিপ্রায় এই যে 'তাহা অসম্ভব নহে'।

২ 'তোমাদের' বলিতে শূন্যবাদী বৌদ্ধদের ও নৈয়ায়িকদের বুঝিতে হইবে

৩ পাঠান্তর --- সিদ্ধং

৪ শূন্যত্বের অনুভব সম্ভব নয় কারণ (ক) অনুভব কর্তাই উহার সাক্ষী। শূন্যের অনুভব হইলে উহা আর শূন্য থাকে না। (খ) যাহা শূন্য অর্থাৎ কিছুই নহে, তাহার আবার অনুভব কি? আর শূন্য অনুভূত হয় না বলিলে তাহা আবার নিষ্প্রমাণ হইয়া যায়।

**সদ্বুদ্ধিরপি চেন্নাস্তি মাস্ত্বস্য স্বপ্রভত্বতঃ।**
**নির্মনস্কত্বসাক্ষিত্বাৎ সন্মাত্রং সুগমং নৃণাম্ ॥ ৪৫॥**

**অন্বয় ঃ** সদ্বুদ্ধিঃ অপি (সদ্বুদ্ধিও) ন অস্তি (নাই) চেৎ (যদি ইহা বল); অস্য (এই সদ্বস্তুর) স্বপ্রভত্বতঃ (স্বপ্রকাশত্ব আছে বলিয়া) মা অস্তু (সদ্বস্তুর প্রকাশকরূপে সদ্বুদ্ধি না থাকে নাই থাকুক)। নির্মনস্কত্ব সাক্ষিত্বাৎ (ব্যাপাররহিত মনের সাক্ষিরূপে) সৎ-মাত্রম্ (কেবল সৎ বস্তুই), (থাকে, ইহা) নৃণাম্ (বিচারশীল মনুষ্যের নিকট) সুগমম্ (সহজেই বোধগম্য) ॥ ৪৫॥

**বঙ্গানুবাদ ঃ** যদি এইরূপ বল যে নিঃসঙ্কল্প অবস্থায় সদ্বুদ্ধিও নাই, (অতএব সৎও থাকে না); (তদুত্তরে বলিতেছেন) সদ্বস্তু স্বপ্রকাশ বলিয়া, উহার প্রকাশরূপে সদ্বুদ্ধির প্রয়োজন নাই। উক্ত নিঃসঙ্কল্প অবস্থার সাক্ষিরূপে যে এক সদ্বস্তুই থাকে [১] তাহা বিচারশীল মনুষ্য সহজেই বুঝিতে পারে ॥৪৫॥

**মনোজৃম্ভণরাহিত্যে যথা সাক্ষী নিরাকুলঃ।**
**মায়াজৃম্ভণতঃ পূর্বং সৎ তথৈব নিরাকুলম্ ॥৪৬॥**

**অন্বয় ঃ** মনঃ-জৃম্ভণ-রাহিত্যে (মনের যখন স্ফুরণ নাই, তখন) যথা (যেমন) সাক্ষী (সাক্ষিরূপ প্রত্যগাত্মা) নিরাকুলঃ (বিক্ষেপরহিত), (থাকেন), তথা এব (সেইভাবেই) মায়া-জৃম্ভণতঃ পূর্বম্ (মায়ার কার্য শুরু হইবার পূর্বে) সৎ (সদ্ব্রহ্ম) নিরাকুলম্ (বিক্ষেপরহিত অবস্থায় থাকে) ॥ ৪৬॥

**বঙ্গানুবাদ ঃ** যখন মনের সংকল্পাদিরূপে স্ফুরণ নাই তখন সাক্ষিরূপ প্রত্যগাত্মা যেমন বিক্ষেপরহিত হইয়া অবস্থান করেন, সেইরকমই মায়ার সৃষ্টিরূপ-পরিণতির পূর্বে সদ্ব্রহ্ম অবিক্ষিপ্ত অবস্থায় অবস্থান করে ॥ ৪৬॥

**নিস্তত্ত্বা কার্যগম্যাস্য শক্তির্মায়াগ্নিশক্তিবৎ ।**
**ন হি শক্তিঃ ক্বচিৎ কৈশ্চিদ্বুধ্যতে কার্যতঃ পুরা ॥৪৭॥**

**অন্বয ঃ** অস্য (ব্রহ্মের) নিস্তত্ত্বা (অস্তিত্বহীন) কার্যগম্যা (কার্যানুমেয়া) শক্তিঃ (শক্তি) মায়া (মায়া). অগ্নিশক্তিবৎ (যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তি)। হি (কারণ) ক্বচিৎ (কোথাও) কার্যতঃ পুরা (কার্যের পূর্বে) কৈঃ-চিৎ (কাহারও দ্বারা) শক্তিঃ (শক্তি) ন বুধ্যতে (জ্ঞাত হয় না) ॥ ৪৭॥

**বঙ্গানুবাদ ঃ** স্বরূপতঃ মিথ্যা, (সৃষ্ট্যাদি) কার্য হইতে অনুমেয়া, ব্রহ্মের

---

১ সদ্বস্তুর অভাব কখনও হইতে পারে—ইহা স্ববিরোধী কথা। অনুভূতিও ইহার সাক্ষ্য দেয়। শূন্যত্ব বা পূর্ণত্ব যাহাই প্রমাণ করা হউক, উহার অনুভব কর্তার প্রয়োজন। অনুভব কর্তা সর্বদা থাকিয়া যায়। 'আমি নাই' ইহা প্রমাণ করা যায় না। কারণ উহা প্রমাণের জন্য আমার থাকা প্রয়োজন।

এই শক্তিকে মায়া বলে। অগ্নির দহনরূপ কার্য দেখিয়া যেমন দাহিকাশক্তির অনুমান করা যায় (সেইরূপ মায়াও কার্যানুমেয়া)। কারণ কার্য উৎপন্ন হইবার পূর্বে কোথাও কাহারও দ্বারা শক্তি জ্ঞাত হয় না ॥৪৭॥

**ন সদ্বস্তু সতঃ শক্তির্ন হি বহ্নেঃ স্বশক্তিতা ।**
**সদ্বিলক্ষণতায়াং তু শক্তেঃ কিং তত্ত্বমুচ্যতাম্ ॥৪৮॥**

***অন্বয় ঃ*** সতঃ (সদ্বস্তুর) শক্তিঃ (শক্তি) সদ্বস্তু ন (সদ্বস্তু নহে), হি (যেহেতু) বহ্নেঃ (অগ্নির) স্ব-শক্তিতা ন (নিজ দাহিকাশক্তিরূপতা নাই)। তু (আবার) সৎ-বিলক্ষণতায়াম্ (সদ্‌বিলক্ষণ অর্থাৎ অসদ্রূপ হইলে) শক্তেঃ (শক্তির) কিম্ তত্ত্বম্ (কি স্বরূপ) উচ্যতাম্ (বল) ॥৪৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সদ্বস্তুর শক্তি (মায়া) সদ্বস্তুর স্বরূপ নহে, যেমন অগ্নির দাহিকাশক্তি অগ্নির স্বরূপ নহে। আর যদি ব্রহ্মের শক্তিকে ব্রহ্ম হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ অসৎ বলিয়া স্বীকার কর, তবে উহার প্রকৃত স্বরূপ[১] কি বল ॥৪৮॥

**শূন্যত্বমিতি চেৎ শূন্যং মায়াকার্যমিতীরিতম্ ।**
**ন শূন্যং নাপি সদ্‌যাদৃক্‌তাদৃক্‌তত্ত্বমিহেষ্যতাম্ ॥৪৯॥**

***অন্বয় ঃ*** শূন্যত্বম্ (শক্তির স্বরূপ শূন্য) ইতি চেৎ (এইরূপ যদি হয়), শূন্যম্ (শূন্য) মায়াকার্যম্ (মায়ার কার্য) ইতি ঈরিতম্ (ইহা[তোমার দ্বারা পূর্বেই] স্বীকৃত হইয়াছে)। শূন্যম্ ন (শূন্য নহে), সৎ অপি ন (সৎও নহে), যাদৃক্ (যেমন) তাদৃক্ (তেমনই) তত্ত্বম্ (স্বরূপ), ইহ (এখানে) ইষ্যতাম্ (মানিয়া লইতে হইবে) ॥৪৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যদি বল শক্তির স্বরূপ শূন্য, তবে বলি শক্তি যে মায়ার কার্য তাহা তোমার দ্বারাই স্বীকৃত হইয়াছে (শ্লোক সং ৩৪)[২] অতএব, মায়াশক্তির স্বরূপ শূন্য নয় (অর্থাৎ অলীক নয়), অথবা সৎও নয়। ইহার স্বরূপ যাহা তাহাই অর্থাৎ অনির্বচনীয়[৩]—এই কথাই এখানে স্বীকার করিতে হইবে ॥৪৯॥

---

১ এস্থলে বেদান্তীর যুক্তি হইতেছে—স্বরূপ বা সত্তা দুই প্রকার হইতে পারে। ক) সদ্রূপ, খ) অসদ্রূপ। সদ্রূপের দুই বিকল্প হয়—(১) বাধযুক্ত অর্থাৎ আপেক্ষিক সদ্রূপ এবং (২) বাধহীন অর্থাৎ পারমার্থিক সদ্রূপ, যাহা সর্বাবস্থায় বিকারহীন। আবার অসদ্রূপের দুই প্রকার বিকল্প হয়—(১) পূর্বে ছিল এখন নাই এবং (২) মনুষ্যশৃঙ্গের ন্যায় কখনও ছিল না, নাই বা থাকিবে না। প্রকৃতস্বরূপ ইহাদের মধ্যে কোন্ বিকল্পটি মানিবে?

২ এস্থলে তাৎপর্য এই, শূন্য যেহেতু মায়ার কার্য, সুতরাং তাহা মায়া শক্তির স্বরূপ হইতে পারে না। কারণ মায়াশক্তি স্বকার্যের পূর্ব হইতেই সিদ্ধ।

৩ মায়া পারমার্থিকভাবে সৎ নয়, কারণ ইহা জ্ঞাননাশ্য অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া নিশ্চয়ের বিষয়। আকাশকুসুমাদির মতো অলীক নহে, কারণ প্রতীতির যোগ্য। অতএব, 'সৎ, অসৎ এই উভয় হইতে ভিন্ন'—অর্থাৎ অনির্বচনীয়।

**নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং কিন্ত্বভূত্তমঃ ।**
**সদ্যোগাত্তমসঃ সত্ত্বং ন স্বতস্তন্নিষেধনাৎ ।। ৫০।।**

***অন্বয় ঃ*** তদানীম্ (সৃষ্টির পূর্বে), (এই জগৎ) ন অসৎ আসীৎ (অসৎ অর্থাৎ শূন্য ছিল না), নো সৎ আসীৎ (সৎ[ও] ছিল না), কিন্তু (কিন্তু) তমঃ (অন্ধকার অর্থাৎ মায়া) অভূৎ (ছিল)। সৎযোগাৎ (সদ্রূপ ব্রহ্মের সহিত যোগবশতঃই) তমসঃ (মায়ার) সত্ত্বম্ (এই সত্তা), স্বতঃ (স্বরূপতঃ [তাহা]) ন (নাই), তৎ (তাহা) নিষেধনাৎ (শ্রুতিবচনদ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া) ।।৫০।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** [শ্রুতিবচন (ঋগ্বেদ ৮/৭/১৭/১ অথবা ১০/১২৯/১; শতপথ ব্রাহ্মণ ১০/৫/৩/২; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ২/৮/৯/৩ দ্রষ্টব্য।) উদ্ধৃত করিয়া মায়ার স্বরূপ প্রমাণ করিতেছেন।] "সেই প্রলয়কালে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ অসৎ ছিল না বা সৎ-ও ছিল না, কিন্তু অন্ধকার অর্থাৎ মায়া ছিল।" (এই "ছিল" শব্দদ্বারা মায়ার যে সদ্রূপতা বলা হইল তাহার তাৎপর্য হইতেছে—) সদ্রূপ ব্রহ্মের সহিত যোগবশতঃই মায়ার এই অস্তিত্ব. উহার স্বরূপতঃ পৃথক সত্তা নাই, কারণ উক্ত শ্রুতিবচন দ্বারা তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে ।।৫০।।

**অত এব দ্বিতীয়ত্বং শূন্যবন্ন হি গণ্যতে ।**
**ন লোকে চৈত্রতচ্ছক্ত্যোর্জীবিতং লিখ্যতে[১] পৃথক্ ।।৫১।।**

***অন্বয় ঃ*** অতঃ এব (অতএব) শূন্যবৎ (শূন্যেব ন্যায়), (মায়ারও) দ্বিতীয়ত্বম্ (ব্রহ্ম হইতে পৃথক সত্তা) ন হি গণ্যতে (স্বীকার করা যায় না)। লোকে (লোকব্যবহারে) চৈত্র-তৎ-শক্ত্যোঃ (কোন শক্তিমান পুরুষ ও তাহার শক্তির) জীবিতম্ (জীবন বা সত্তা) পৃথক্ ন লিখ্যতে (পৃথক করিয়া উল্লিখিত হয় না) ।।৫১।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অতএব শূন্যের ন্যায় মায়ারও ব্রহ্ম হইতে পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। সংসারেও কোন শক্তিমান পুরুষকে এবং তাহার কার্য করিবার সামর্থ্যের অস্তিত্বকে পৃথক বলিয়া উল্লেখ করা হয় না ।।৫১।।

**শক্ত্যাধিক্যে জীবিতঞ্চেদ্বর্দ্ধতে তত্র বৃদ্ধিকৃৎ ।**
**ন শক্তিঃ কিন্তু তৎকার্যং যুদ্ধকৃষ্যাদিকং তথা ।।৫২।।**

***অন্বয় ঃ*** শক্তি-আধিক্যে (শক্তির আধিক্য হইলে) জীবিতম্ (আয়ু) বর্দ্ধতে (বৃদ্ধি হয়) চেৎ (যদি এইরূপ বল), তত্র (তখন) শক্তিঃ (শক্তি) বৃদ্ধিকৃৎ ন (বৃদ্ধির

১ পাঠান্তর—গণ্যতে

কারণ নহে), কিন্তু (কিন্তু) তৎ-কার্যম্ (তাহার কার্য) যুদ্ধ-কৃষি-আদিকম্ (যুদ্ধ, কৃষি প্রভৃতি) তথা (সেই বৃদ্ধির কারণ) ।। ৫২।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যদি বল, শক্তির আধিক্য হইলে যখন আয়ুর বৃদ্ধি হয় (এবং উহার হ্রাসে যখন আয়ুর হ্রাস হয়, তখন পুরুষ হইতে শক্তির পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হয়—) তবে বলি, সেখানে শক্তি সেই বৃদ্ধির কারণ নহে, শক্তির কার্য যুদ্ধ, কৃষি প্রভৃতি সেই বৃদ্ধির কারণ ।।৫২।।

**সর্বথা শক্তিমাত্রস্য ন পৃথক্গণনা ক্বচিৎ ।**
**শক্তিকার্যং তু নৈবাস্তি দ্বিতীয়ং শঙ্ক্যতে কথম্ ।।৫৩।।**

***অন্বয় ঃ*** সর্বথা (সর্বপ্রকারে) শক্তিমাত্রস্য (কেবলমাত্র শক্তির) ক্বচিৎ (কোথাও) পৃথক্-গণনা (পৃথক গণনা) ন (হয় না)। শক্তি-কার্যম্ তু (শক্তির কার্যও) ন এব অস্তি (নাইই অর্থাৎ ছিলই না)। কথম্ (কি প্রকারে) দ্বিতীয়ম্ (দ্বৈত) শঙ্ক্যতে (আশঙ্কা করা হয়) ।।৫৩।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** কোথাও কেবলমাত্র শক্তিকে শক্তিমান হইতে কোন প্রকারে পৃথক বলিয়া গণনা করা হয় না। সৃষ্টির পূর্বে তো শক্তির কার্য (নাম-রূপাদিও) ছিলই না। (তাহা হইলে) সেই শক্তির কার্যদ্বারা কি প্রকারে দ্বৈতের আশঙ্কা করা হয় ? ৫৩।।

**ন কৃৎস্নব্রহ্মবৃত্তিঃ সা শক্তিঃ কিন্ত্বেকদেশভাক্ ।**
**ঘটশক্তির্যথা ভূমৌ স্নিগ্ধমৃদ্যেব বর্ততে ।।৫৪।।**

***অন্বয় ঃ*** সা শক্তিঃ (সেই শক্তি) কৃৎস্ন-ব্রহ্ম-বৃত্তিঃ ন (সমস্ত ব্রহ্মে ব্যাপ্ত নহে), কিন্তু একদেশভাক্ (কিন্তু একাংশে বিদ্যমান)। যথা (যেমন) ঘটশক্তিঃ (ঘটরূপ কার্য-উৎপাদন শক্তি) ভূমৌ (মৃত্তিকার মধ্যে) স্নিগ্ধ-মৃদি এব (আর্দ্র-মৃত্তিকাতেই) বর্ততে (বিদ্যমান) ।। ৫৪ ।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সেই শক্তি সমস্ত ব্রহ্মে ব্যাপ্ত নহে, কিন্তু তাহার একাংশে বিদ্যমান। যেমন ঘটরূপ কার্য-উৎপাদন শক্তি সমস্ত মৃত্তিকার মধ্যে কেবল আর্দ্রমৃত্তিকাতেই বিদ্যমান ।। ৫৪ ।।

**পাদোঽস্য সর্বা[১] ভূতানি ত্রিপাদস্তি স্বয়ংপ্রভঃ ।**
**ইত্যেকদেশবৃত্তিত্বং মায়ায়া বদতি শ্রুতিঃ ।।৫৫।।**

***অন্বয় ঃ*** সর্বা ভূতানি (সমস্ত ভূতবর্গ) অস্য (এই ব্রহ্মের) পাদঃ (একপাদ),

১—বিশ্বা

ত্রিপাদ্ (তিন পাদ) স্বয়ংপ্রভঃ (স্বয়ংপ্রকাশ) অস্তি (আছে)—ইতি (এইরূপ) শ্রুতিঃ (শ্রুতি) মায়ায়াঃ (মায়ার) একদেশবৃত্তিত্বম্ (একদেশে ব্যাপ্তিত্ব) বদতি (বলেন) ॥ ৫৫ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** "সমস্ত ভূতবর্গ এই ব্রহ্মের এক পাদ অর্থাৎ একাংশ-স্বরূপ, আর তিন অংশ স্বয়ংপ্রকাশস্বরূপ (অর্থাৎ মায়ারহিত)", মায়ার একাংশে স্থিতির কথা শ্রুতি (পুরুষ-সূক্ত ৩ ; ছাঃ উঃ ৩/১২/৫) এইভাবে বলেন ॥ ৫৫ ॥

**বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ।**
**ইতি কৃষ্ণোঽর্জুনায়াহ জগতস্ত্বেকদেশতাম্ ॥ ৫৬ ॥**

***অন্বয় ঃ*** অহম্ (আমি) ইদম্ কৃৎস্নম্ জগৎ (এই সমগ্র সৃষ্টি) এক-অংশেন বিষ্টভ্য (একাংশদ্বারা ব্যাপিয়া) স্থিতঃ (অবস্থিত আছি)। ইতি (এই প্রকারে) কৃষ্ণঃ (শ্রীকৃষ্ণ) অর্জুনায় (অর্জুনকে) জগতঃ তু (জগতেরই) একদেশতাম্ (একদেশব্যাপিতা) আহ (বলিলেন) ॥ ৫৬ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** "আমি (অর্থাৎ পরমেশ্বর) আমার একাংশমাত্র দ্বারা সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছি"—এই উপদেশের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে (গীতা ১০/৪২) একাংশমাত্রে জগতের ব্যাপ্তির কথা (অর্থাৎ সসীমতার কথা) বলিলেন ॥ ৫৬ ॥

**স ভূমিং বিশ্বতো[১] বৃত্বা [২]হ্যত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ।**
**বিকারাবর্তি চাত্রাস্তি শ্রুতিসূত্রকৃতোর্বচঃ ॥ ৫৭ ॥**

***অন্বয় ঃ*** সঃ (সেই পরমেশ্বর) ভূমিম্ (জগৎ প্রপঞ্চকে) বিশ্বতঃ (সম্পূর্ণভাবে) বৃত্বা (আচ্ছাদন করিয়া) দশাঙ্গুলম্ (দশ অঙ্গুলি পরিমাণ) হি অত্যতিষ্ঠৎ (অপরিমেয় হইয়া রহিয়াছেন)। বিকারাবর্তি চ (বিকার বা কার্যপ্রপঞ্চের বাহিরেও) অস্তি (ব্রহ্ম বিদ্যমান)। অত্র (ইহা) শ্রুতিসূত্রকৃতোঃ (শ্রুতিকার ও সূত্রকারের) বচঃ (বচন) ॥ ৫৭ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** "সেই পরমেশ্বর সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চে ব্যাপ্ত হইয়া তাহার বাহিরেও দশ আঙ্গুল পরিমাণ অর্থাৎ অপরিসীম হইয়া রহিয়াছেন", (শ্বেতাশ্বতর উঃ ৩/১৪) আবার "কার্যপ্রপঞ্চের বাহিরেও" (ব্রহ্মসূত্র ৪/৪/১৯) ব্রহ্ম বিদ্যমান, এইরূপ বাক্য যথাক্রমে শ্রুতি ও সূত্রকার বলিয়াছেন ॥ ৫৭ ॥

**নিরংশেঽপ্যংশমারোপ্য কৃৎস্নেঽংশে বেতি পৃচ্ছতঃ ।**
**তদ্ভাষয়োত্তরং ব্রূতে শ্রুতিঃ শ্রোতৃহিতৈষিণী[৩] ॥ ৫৮ ॥**

---

১ পাঠান্তর—সর্বতো

২ পাঠান্তর—অ

৩ পাঠান্তর—শ্রোতুর্হিতৈষিণী

***অন্বয় ঃ*** শ্রোতৃ-হিতৈষিণী (শ্রোতার হিতাকাঙ্ক্ষী) শ্রুতিঃ (শ্রুতি) কৃৎস্নে (সম্পূর্ণ ব্রহ্মে) অংশে বা (অথবা অংশে) ইতি (এইভাবে) পৃচ্ছতঃ (জিজ্ঞাসিত হইলে) তৎ-ভাষয়া (সেই ভাষায়) নিরংশে অপি (নিরংশেও) অংশম্ আরোপ্য (অংশের আরোপ করিয়া) উত্তরম্ ব্রূতে (উত্তর দেন) ॥৫৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** শ্রোতার হিতকারিণী শ্রুতি "(ব্রহ্মশক্তি, ব্রহ্মের) সমগ্র অংশ ব্যাপিয়া অবস্থিত অথবা একাংশে?" এইভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়া, নিরংশ ব্রহ্মে অংশের আরোপ করিয়া, সেই ভাষাতেই অর্থাৎ সেই প্রশ্নের অনুকরণেই, উত্তর দিতেছেন ॥৫৮॥

**সত্তত্ত্বমাশ্রিতা শক্তিঃ কল্পয়েৎ সতি বিক্রিয়াঃ ।**
**বর্ণা ভিত্তিগতা ভিত্তৌ চিত্রং নানাবিধং যথা ॥৫৯॥**

***অন্বয় ঃ*** সৎ-তত্ত্বম্ (সদ্বস্তুকে) আশ্রিতা (আশ্রয় করিয়া) শক্তিঃ (মায়াশক্তি) সতি (সেই সদ্বস্তুতে) বিক্রিয়াঃ (বিবিধপ্রকার কার্য) কল্পয়েৎ (সৃষ্টি করিয়া থাকেন), যথা (যেমন) ভিত্তিগতাঃ বর্ণাঃ (দেওয়ালকে আশ্রয় করিয়া লাল, পীত প্রভৃতি বর্ণ) ভিত্তৌ (সেই দেওয়ালের উপরে) নানাবিধম্ (নানা প্রকার) চিত্রম্ (চিত্র [সৃষ্টি করিয়া থাকে]) ॥৫৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** মায়াশক্তি সদ্বস্তুকে আশ্রয় করিয়া তাহাতেই বিবিধপ্রকার কার্য সৃষ্টি করেন। যেমন দেওয়ালকে আশ্রয় করিয়া হরিৎ, পীতাদি বর্ণসমূহ তাহারই উপরে বিবিধপ্রকারের চিত্র সৃষ্টি করে ॥৫৯॥

**আদ্যো বিকার আকাশঃ সোঽবকাশস্বরূপবান্[১] ।**
**আকাশোঽস্তীতি সত্তত্ত্বমাকাশেঽপ্যনুগচ্ছতি ॥৬০॥**

***অন্বয় ঃ*** আদ্যঃ (প্রথম) বিকারঃ (কার্য) আকাশঃ (আকাশ) সঃ (তাহা) অবকাশ-স্বরূপবান্ (অবকাশস্বরূপ), 'আকাশঃ অস্তি' (আকাশ আছে) ইতি (এই উক্তি [প্রমাণ করে]); সৎ-তত্ত্বম্ (সদ্বস্তু) আকাশে অপি (আকাশেও) অনুগচ্ছতি (অনুস্যূত রহিয়াছে) ॥৬০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (এই মায়াশক্তির) প্রথম কার্য হইতেছে আকাশ; উহার স্বরূপ হইতেছে অবকাশ অর্থাৎ কোন বস্তু ইহাতে স্থিতি ও প্রসারের জন্য স্থান পায়। 'আকাশ আছে' এইরূপ বাক্যের দ্বারা বুঝা যায় যে সৎ-স্বরূপ উহাতে অনুস্যূত রহিয়াছে ॥৬০॥

১ পাঠান্তর—স্বভাববান্

**একস্বভাবং সত্তত্ত্বমাকাশো দ্বিস্বভাবকঃ ।**
**নাবকাশঃ সতি ব্যোম্নি স চৈষোঽপি দ্বয়ং স্থিতম্ ॥৬১॥**

***অন্বয় ঃ*** সৎ-তত্ত্বম্ (সদ্বস্তু) এক-স্বভাবম্ (একস্বভাব), আকাশঃ (আকাশ) দ্বিস্বভাবকঃ (দুই স্বভাববিশিষ্ট)। সতি (সদ্বস্তুতে) অবকাশঃ ন (অবকাশ নাই), ব্যোম্নি (আকাশে) সঃ (তাহা) চ (এবং) এষঃ অপি (এই অবকাশও) দ্বয়ম্ (দুইটি) স্থিতম্ (রহিয়াছে) ॥ ৬১ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (সত্তামাত্র স্বভাববিশিষ্ট বলিয়া) সদ্বস্তু একস্বভাব, আকাশ দ্বিস্বভাব। সদ্বস্তুতে অবকাশ নাই, আকাশে সেই সত্তা এবং এই অবকাশ, দুইই রহিয়াছে ॥ ৬১ ॥

**যদ্বা প্রতিধ্বনির্ব্যোম্নো গুণো নাসৌ সতীক্ষ্যতে ।**
**ব্যোম্নি দ্বৌ সদ্ধ্বনী তেন সদেকং দ্বিগুণং বিয়ৎ ॥৬২॥**

***অন্বয় ঃ*** যদ্বা (অথবা) প্রতিধ্বনিঃ (প্রতিধ্বনি) ব্যোম্নঃ গুণঃ (আকাশের গুণ)। অসৌ (ঐ গুণ) সতি (সদ্বস্তুতে) ন ঈক্ষ্যতে (দেখা যায় না), ব্যোম্নি (আকাশে) সৎ-ধ্বনি (সৎ ও ধ্বনি) দ্বৌ (উভয় [অনুভূত হয়])। তেন (সেইহেতু) সৎ একম্ (সৎ একস্বভাববিশিষ্ট) বিয়ৎ (আকাশ) দ্বিগুণম্ (দুই স্বভাববিশিষ্ট) ॥ ৬২ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অথবা আকাশের গুণ প্রতিধ্বনি। এই গুণটি সদ্বস্তু ব্রহ্মে দেখা যায় না। আকাশে সৎ ও ধ্বনি এই দুই বিদ্যমান। সেই কারণে সদ্বস্তু একস্বভাব এবং আকাশ দুই-স্বভাববিশিষ্ট ॥৬২॥

**যা শক্তিঃ কল্পয়েদ্ব্যোম সা সদ্ব্যোম্নোরভিন্নতাম্ ।**
**আপাদ্য ধর্মধর্মিত্বং ব্যত্যয়েনাবকল্পয়েৎ ॥৬৩॥**

***অন্বয় ঃ*** যা শক্তিঃ (যে শক্তি) ব্যোম কল্পয়েৎ (আকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন) সা (সেই শক্তি, মায়া) সৎ-ব্যোম্নোঃ (সদ্বস্তু ও আকাশের) অভিন্নতাম্ (অভেদ) আপাদ্য (কল্পনা করিয়া) ধর্ম-ধর্মিত্বম্ (এই উভয়ের ধর্মধর্মিভাব) ব্যত্যয়েন (বিপরীতক্রমে) অবকল্পয়েৎ (কল্পনা করিয়াছেন) ॥ ৬৩ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যে মায়াশক্তি সদ্বস্তুতে আকাশ রচনা করিয়াছেন সেই মায়া প্রথমে সদ্বস্তু ও আকাশের অভিন্নতা কল্পনা করিয়া পরে এতদুভয়ের ধর্মধর্মিভাব বিপরীতক্রমে কল্পনা করিয়াছেন[১] ॥৬৩॥

---

১ তাৎপর্য হইতেছে ঃ রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায়, মায়াশক্তির প্রভাবে ব্রহ্মরূপ অধিকরণে আকাশ কল্পিত হয়। তাহার পর সদ্বস্তু ব্রহ্মের সহিত আকাশ অভেদ ইহা কল্পিত হয় এবং অনন্তর আকাশের আশ্রয় যে সদ্বস্তু তাহার সত্তা ব্রহ্মাশ্রিত আকাশে পরিকল্পিত হয়। "অতঃ আকাশস্য সত্তেতি ভানমুপপদ্যতে ইত্যর্থঃ" (শ্রীমদ্ রামকৃষ্ণকৃত টীকা)—অর্থাৎ এইহেতু আকাশের সত্তা আছে [এই আকাশ আছে। ] এইরূপ প্রতীতি হওয়া যুক্তিযুক্ত।

**সতো ব্যোমত্বমাপন্নং ব্যোম্নঃ সত্তাং তু লৌকিকাঃ ।**
**তার্কিকাশ্চাবগচ্ছন্তি মায়ায়া উচিতং হি তৎ ॥৬৪॥**

***অন্বয় ঃ*** সতঃ (সদ্বস্তুর) ব্যোমত্বম্ (আকাশরূপতা) আপন্নম্ (ঘটিয়াছে) তু (কিন্তু) লৌকিকাঃ (সাধারণ লোকে) তার্কিকাঃ চ (এবং নৈয়ায়িকগণ) ব্যোম্নঃ (আকাশের) সত্তাম্ (সদ্রূপতাকে) অবগচ্ছন্তি (মানিতেছে)। তৎ (তাহা) মায়ায়াঃ (মায়ার) উচিতম্ হি (উচিত কার্য বটে) ॥ ৬৪ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (মৃত্তিকার ঘটরূপতা অথবা রজ্জুর সর্পরূপতা লাভের ন্যায়) সদ্বস্তু ব্রহ্মের আকাশরূপতা ঘটে। কিন্তু সাধারণ লোকে এবং তর্কনিপুণ নৈয়ায়িকেরা আকাশের (পৃথক) সত্তা মানেন। এই বিপরীত প্রতীতি মায়ার উপযুক্ত কার্য বটে ॥ ৬৪ ॥

**যদ্যথা বর্ততে তস্য তথাত্বং ভাতি মানতঃ ।**
**অন্যথাত্বং ভ্রমেণেতি ন্যায়োঽয়ং সর্বলৌকিকঃ ॥ ৬৫ ॥**

***অন্বয় ঃ*** যৎ (যে বস্তু) যথা (যেরূপে) বর্ততে (আছে) তস্য (সেই বস্তুর) তথাত্বম্ (সেইরূপতা) মানতঃ (প্রমাণদ্বারা) ভাতি (প্রতীত হয়)। অন্যথাত্বম্ (অন্যরূপটি) ভ্রমেণ (ভ্রান্তিবশতঃ) (প্রতীত হয়)। ইতি অয়ম্ ন্যায়ঃ (এইরূপ ন্যায়) সর্বলৌকিকঃ (সর্বলোকপ্রসিদ্ধ) ॥ ৬৫ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যে বস্তু (যথা শুক্তি প্রভৃতি) যেরূপে (শুক্ত্যাদিরূপে) বিদ্যমান, সেই বস্তুর সেইরূপটি (শুক্ত্যাদিরূপ) প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা প্রতীত হয়। অন্যরূপটি (শুক্ত্যাদির রজতাদি রূপ) ভ্রান্তিবশতঃই প্রতীত হয়। এই নিয়মটি সর্বজন-বিদিত ॥৬৫ ॥

**এবং শ্রুতিবিচারাৎ প্রাক্ যথা যদ্বস্তু ভাসতে ।**
**বিচারেণ বিপর্যেতি ততস্তচ্চিন্ত্যতাং বিয়ৎ ॥৬৬॥**

***অন্বয় ঃ*** এবম্ (এই প্রকারে) শ্রুতি-বিচারাৎ প্রাক্ (শ্রুত্যর্থ বিচারের পূর্বে) যৎ বস্তু (যে ব্রহ্মরূপ বস্তু) যথা (যেরূপে) ভাসতে (প্রতিভাত হয়), বিচারেণ (শ্রুত্যর্থ বিচারের পরে) বিপর্যেতি (বিপরীতরূপ প্রাপ্ত হয়)। ততঃ (সেই হেতু) তৎ বিয়ৎ (সেই আকাশকে) চিন্ত্যতাম্ (বিচার কর) ॥ ৬৬ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এই প্রকারে শ্রুত্যর্থ বিচারের পূর্বে যে সদ্বস্তু যেরূপে অর্থাৎ আকাশাদিরূপে প্রতিভাত হয়, শ্রুত্যর্থ বিচারের পরে তাহা বিপরীতরূপ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ আকাশাদিরূপ পরিত্যাগ করিয়া সদ্রূপ ব্রহ্ম হইয়া যায়। সেইহেতু, এই আকাশের বিচার কর ॥৬৬॥

**ভিন্নে বিয়ৎসতী শব্দভেদাদ্বুদ্ধেশ্চ ভেদতঃ ।**
**বায়্বাদিষ্বনুবৃত্তং সন্ন তু ব্যোমেতি ভেদধীঃ ॥৬৭॥**

***অন্বয় ঃ*** বিয়ৎ-সতী (আকাশ ও সদ্বস্তু) ভিন্নে (পরস্পর ভিন্ন), শব্দ-ভেদাৎ (কারণ উহারা দুইটি শব্দ) চ (এবং) বুদ্ধেঃ (এই দুই শব্দের জ্ঞানের) ভেদতঃ (ভেদ আছে)। বায়ু-আদিষু (বায়ু প্রভৃতিতে) সৎ অনুবৃত্তম্ (সদ্বস্তু অনুস্যূত রহিয়াছে), তু (কিন্তু) ব্যোম ন ([বায়ু প্রভৃতিতে] আকাশ [অনুবৃত্ত] নহে) ইতি (ইহা) ভেদধীঃ (ভেদবুদ্ধি) ॥৬৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** আকাশ ও সৎ-পদার্থ পরস্পর ভিন্ন, কারণ উহারা দুইটি ভিন্ন শব্দ এবং এতদুভয়ের প্রতীতিও ভিন্ন। বায়ু প্রভৃতিতে সদ্বস্তু অনুস্যূত রহিয়াছে, কিন্তু আকাশ অনুস্যূত[১] নাই। অতএব তদুভয়ের ভেদ বুঝা যায় ॥৬৭॥

**সদ্বস্ত্বধিকবৃত্তিত্বাদ্ধর্মি ব্যোম্নস্তু ধর্মতা ।**
**ধিয়া সতঃ পৃথক্কারে ব্রূহি ব্যোম কিমাত্মকম্ ॥৬৮॥**

***অন্বয় ঃ*** সদ্বস্তু (সদ্বস্তু, ব্রহ্ম) অধিকবৃত্তিত্বাৎ (অধিকদেশে ব্যাপ্ত বলিয়া) ধর্মি (ধর্মি, আশ্রয়), ব্যোম্নঃ তু (কিন্তু আকাশের) ধর্মতা (ধর্মত্ব); ধিয়া (বুদ্ধি বা বিচার দ্বারা) সতঃ (সদ্বস্তুর) পৃথক্‌কারে (পার্থক্য করিয়া ফেলিলে) ব্যোম (আকাশ) কিম্ আত্মকম্ (কি প্রকার, কিরূপ বিশিষ্ট) ব্রূহি (বল) ? ৬৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সদ্বস্তু অধিকদেশে ব্যাপ্ত বলিয়া তাহা ধর্মী বা আশ্রয় এবং আকাশ ধর্ম। বিচারদ্বারা সদ্বস্তুকে পৃথক জ্ঞান করিলে আকাশের স্বরূপ কি থাকে, তাহা বল ॥৬৮॥

**অবকাশাত্মকং তচ্চেদসত্তদিতি চিন্ত্যতাম্ ।**
**ভিন্নং সতোঽসচ্চ নেতি বক্ষি চেদ্ব্যাহতিস্তব ॥৬৯॥**

***অন্বয় ঃ*** চেৎ (যদি বল) তৎ (তাহা) অবকাশাত্মকম্ (অবকাশস্বরূপ), (তবে) তৎ অসৎ ইতি চিন্ত্যতাম্ (তাহা অসৎ এইরূপ বুঝ)। সতঃ ভিন্নম্ (সৎ হইতে ভিন্ন) অসৎ চ ন (অথচ অসৎ নহে) চেৎ ইতি বক্ষি (এইরূপ বলিলে) তব ব্যাহতিঃ (তোমার মত ব্যাহত [হয়] ) ॥৬৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যদি বল তাহা অবকাশস্বরূপ, তাহা হইলে তাহা অসৎ

১ সদ্বস্তু ও আকাশ এক হইলে, যেমন 'বায়ু আছে' বলিয়া ব্যবহার হয়, তেমনই 'বায়ু আকাশ' বলিয়া ব্যবহার হইত। "এষু ব্যাবর্তমানেষু যদনুবৃত্তং তত্তেভ্যো ভিন্নং যথা কুসুমেভ্যঃ সূত্রম্।"—টী।

এইরূপ বুঝ। কারণ সৎ হইতে ভিন্ন অথচ অসৎ নহে, এইরূপ বলিলে তোমারই মত ব্যাহত হয় ॥৬৯॥[১]

**ভাতীতি চেদ্ভাতু নাম ভূষণং মায়িকস্য তৎ ।**
**যদসদ্ভাসমানং তন্মিথ্যা স্বপ্নগজাদিবৎ ॥৭০॥**

*অন্বয় ঃ* চেৎ (যদি বল) ভাতি ইতি ([তাহা যে] প্রতীত হয়), ভাতু নাম (তাহা প্রতীত হউক, স্বীকার করি)। তৎ (তাহা) মায়িকস্য (মায়াকৃত পদার্থের) ভূষণম্ (ভূষণ, শোভা)। যৎ (যে বস্তু) অসৎ (স্বরূপতঃ নাই), [অথচ] ভাসমানম্ (প্রতীতিগোচর) তৎ (তাহা) স্বপ্ন-গজাদিবৎ (স্বপ্নদৃষ্ট গজাদির ন্যায়) মিথ্যা (মিথ্যা) ॥ ৭০॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ—* যদি বল (যে আকাশকে অসৎ বলিলে) তাহা যে প্রতীত হয়? [তাহার উত্তরে বলি] তাহা প্রতীত হউক। উহাই তো মায়াকার্যের শোভা! যে বস্তু স্বরূপতঃ নাই অথচ উপলব্ধ হয়, তাহা স্বপ্নদৃষ্ট গজাদির ন্যায় মিথ্যা॥ ৭০॥

**জাতিব্যক্তী দেহিদেহৌ গুণদ্রব্যে যথা পৃথক্ ।**
**বিয়ৎসতোস্তথৈবাস্তু পার্থক্যং কোঽত্র বিস্ময়ঃ ॥৭১॥**

*অন্বয় ঃ* যথা (যেমন) জাতি-ব্যক্তী (জাতি ও ব্যক্তি) দেহি-দেহৌ (দেহী ও দেহ) গুণ-দ্রব্যে (গুণ ও দ্রব্য) পৃথক্ (পরস্পর পৃথক) তথা এব ( সেইরূপেই) বিয়ৎ-সতোঃ (আকাশ ও সদ্বস্তুর) পার্থক্যম্ (পার্থক্য) অস্তু (হউক), তত্র (তাহাতে) কঃ বিস্ময়ঃ (বিস্ময়ের কি আছে) ? ৭১॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* জাতি ও ব্যক্তি, দেহী ও দেহ, গুণ ও দ্রব্য—ইহারা পরস্পর যেমন পৃথক; আকাশ ও সদ্বস্তুর পার্থক্য সেইরূপই হউক, তাহাতে বিস্ময়ের কি আছে ? ৭১॥

**বুদ্ধোঽপি ভেদো নো চিত্তে নিরূঢ়িং যাতি চেত্তদা ।**
**অনৈকাগ্র্যাৎ সংশয়াদ্বা রূঢ্যভাবোঽস্য তে বদ ॥৭২॥**

*অন্বয় ঃ* ভেদঃ ([সদ্বস্তু ও আকাশের] ভেদ) বুদ্ধঃ অপি ([বিচারের দ্বারা] বুঝা যাইলেও) চিত্তে (চিত্তে) নিরূঢ়িম্ নো যাতি (ধারণা হইতেছে না) চেৎ (যদি এরূপ

১ পূর্ব শ্লোকে প্রশ্ন করা হইয়াছে, "সদ্বস্তু পৃথক করিয়া লইলে আকাশের কি থাকে?" তাহার উত্তরে বাদী বলিতেছেন—অবকাশরূপে আকাশ থাকে। যেমন কোন বস্তু সরাইয়া লইলে তাহার স্থানটি অবকাশরূপে থাকে। বেদান্তী ইহার উত্তর দিতেছেন ঃ যাহা সৎ হইতে ভিন্ন অর্থাৎ আকাশ, তাহা অসৎ, ইহা বুঝ। কারণ যদি বল আকাশ সৎ হইতে ভিন্ন অথচ অসৎ নহে, তবে তাহা তোমারই মতের বাধক হয়। আমরা কিন্তু সৎ ও অসৎ হইতে ভিন্ন এক অনির্বচনীয়স্বরূপের অস্তিত্ব স্বীকার করি।

বল), তদা (তাহা হইলে) বদ (বল) অস্য (ইহার) রূঢ়ি-অভাবঃ (নিশ্চয়ের, ধারণার অভাবটি) তে অনৈকাগ্র্যাৎ (তোমার একাগ্রতার অভাবহেতু) বা সংশয়াৎ (অথবা সংশয় হইতে)? ৭২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যদি বল, সদ্বস্তু ও আকাশের ভেদ বিচারের দ্বারা বুঝা যাইলেও চিত্তে নিশ্চিত করিয়া ধারণা হইতেছে না। তাহা হইলে বল—এই ধারণা না হইবার কারণ কি—তোমার একাগ্রতার অভাব অথবা সংশয় ?৭২॥

**অপ্রমত্তো ভব ধ্যানাদাদ্যেঽন্যস্মিন্ বিবেচনম্ ।**
**কুরু প্রমাণযুক্তিভ্যাং ততো রূঢ়তমো ভবেৎ ॥৭৩॥**

***অন্বয় ঃ*** আদ্যে (যদি প্রথম কারণটি হয়), (তবে) ধ্যানাৎ (ধ্যানের সাহায্যে) অপ্রমত্তঃ (একাগ্রচিত্ত) ভব (হও); অন্যস্মিন্ (অপরটি হইলে) প্রমাণ-যুক্তিভ্যাম্ (প্রমাণ ও যুক্তি সহায়ে) বিবেচনম্ (বিচার) কুরু (কর)। ততঃ (তাহা হইলে) রূঢ়তমঃ ভবেৎ ([ভেদটি মনে] দৃঢ়ভাবে ধারণা হইবে) ॥৭৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যদি প্রথম বিকল্পটি অর্থাৎ একাগ্রতার অভাবই কারণ হয়, তবে ধ্যানের[১] সাহায্যে মন স্থির করিয়া একাগ্রচিত্ত হও। আর যদি অপরটি অর্থাৎ সংশয় কারণ হয়, তবে প্রমাণ ও যুক্তির সাহায্যে যত্ন সহকারে বিষয়টি বিচার কর। তাহা হইলে (সদ্বস্তু ও আকাশের) ভেদটি মনে দৃঢ়ভাবে ধারণা হইবে ॥৭৩॥

**ধ্যানান্মানাদ্ যুক্তিতোঽপি রূঢ়ে ভেদে বিয়ৎসতোঃ ।**
**ন কদাচিৎ বিয়ৎ সত্যং সদ্বস্তু ছিদ্রবন্ন চ ॥৭৪॥**

***অন্বয় ঃ*** ধ্যানাৎ (ধ্যানের সহায়ে), মানাৎ (প্রমাণের সহায়ে), যুক্তিতঃ (যুক্তি সহকারে) বিয়ৎ-সতোঃ (আকাশ এবং সদ্বস্তুর) ভেদে (ভেদ) রূঢ়ে (দৃঢ়ভাবে মনে ধরিলে) বিয়ৎ (আকাশ) কদাচিৎ (কখনও) সত্যম্ ন (সত্য [বলিয়া মনে] হইবে না), সদ্বস্তু অপি (সদ্বস্তুও), (কখনও) ছিদ্রবৎ (অবকাশযুক্ত বলিয়া) ন চ (প্রতীত হইবে না) ॥৭৪ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ধ্যানাভ্যাসের ফলে এবং শাস্ত্র-প্রমাণ ও যুক্তিদ্বারা বিচার করিয়া, আকাশ ও সদ্বস্তুর ভেদ মনে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইলে, আকাশকে সদ্বস্তু বলিযা এবং সদ্বস্তুকে অবকাশযুক্ত অর্থাৎ আকাশধর্মক বলিয়া মনে হইবে না ॥৭৪॥

১ "তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্"—(রাজযোগ, বিভূতিপাদ ২) অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট বস্তুতে চিত্তবৃত্তির বা মনের অবাধ প্রবাহ।

**জ্ঞস্য ভাতি সদা ব্যোম নিস্তত্ত্বোল্লেখপূর্বকম্ ।**
**সদ্বস্ত্বপি বিভাত্যস্য নিশ্ছিদ্রত্বপুরঃসরম্ ॥৭৫॥**

***অন্বয় ঃ*** জ্ঞস্য (বিচারশীল ব্যক্তির নিকট) ব্যোম (আকাশ) সদা (সর্বদা) নিস্তত্ত্ব-উল্লেখপূর্বকম্ (তত্ত্বশূন্যতা জানাইয়া) ভাতি (প্রতিভাত হয়); সদ্বস্তু অপি (সদ্বস্তুও) অস্য (নিজের) নিশ্ছিদ্রত্ব-পুরঃসরম্ (অবকাশহীনতা জানাইয়া) বিভাতি (প্রকাশিত হয়) ॥৭৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বিচারশীল ব্যক্তির নিকট, আকাশ সর্বদা অসত্যরূপে প্রতিভাত হয়। আর সদ্বস্তুও সর্বদা নিজের আকাশধর্মশূন্যতা জানাইয়া প্রকাশিত হয় ॥৭৫॥

**বাসনায়াং বিবৃদ্ধায়াং বিয়ৎসত্যত্ববাদিনম্ ।**
**সন্মাত্রাবোধযুক্তঞ্চ দৃষ্ট্বা বিস্ময়তে বুধঃ ॥৭৬॥**

***অন্বয় ঃ*** বুধঃ ([আকাশ ও সদ্বস্তুর] যথার্থরূপ যিনি জানেন, তিনি) বাসনায়াম্ (সংস্কারের) বিবৃদ্ধায়াম্ (দৃঢ়তা জন্মাইলে) বিয়ৎ-সত্যত্ববাদিনম্ (আকাশকে সত্য বলিয়া যাহারা বলে) চ (এবং) সৎ-মাত্র-অবোধ-যুক্তম্ (একমাত্র সদ্বস্তুবিষয়ে যাহারা জ্ঞানহীন), [তাহাদের] দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) বিস্ময়তে (বিস্মিত হন) ॥৭৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (আকাশের মিথ্যাত্ব ও সদ্বস্তুর সত্যতার) সংস্কারের দৃঢ়তা জন্মাইলে, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি, আকাশের সত্যত্ববাদী এবং একমাত্র সদ্বস্তু-বিষয়ে জ্ঞানহীন ব্যক্তিকে দেখিয়া বিস্মিত হন ॥৭৬॥

**এবমাকাশমিথ্যাত্বে সৎসত্যত্বে চ বাসিতে ।**
**ন্যায়েনানেন বায়্বাদেঃ সদ্বস্তু প্রবিবিচ্যতাম্ ॥৭৭॥**

***অন্বয় ঃ*** আকাশ-মিথ্যাত্বে (আকাশের মিথ্যাত্বের [সংস্কার]) সৎ-সত্যত্বে চ (এবং সদ্বস্তুর সত্যত্বের [সংস্কার]) এবম্ (এইভাবে) বাসিতে (চিত্তে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত [হইলে] ), অনেন ন্যায়েন (এই প্রকার যুক্তিদ্বারা) বায়ু-আদেঃ (বায়ু প্রভৃতি অন্য চার ভূত হইতে) সদ্বস্তু (সদ্বস্তুকে) প্রবিবিচ্যতাম্ (বিবেচিত বা পৃথক করিতে হয়) ॥৭৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এইভাবে আকাশের মিথ্যাত্ব এবং সদ্বস্তুর সত্যত্বের সংস্কার চিত্তে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে, এই প্রকার যুক্তিদ্বারা (অর্থাৎ ধ্যান, প্রমাণ ও যুক্তির সাহায্যে), বায়ু প্রভৃতি অন্য চারিভূত হইতে সদ্বস্তুকে পৃথক করিয়া ধারণা করিতে হয় ॥৭৭॥

**সদ্বস্তুন্যেকদেশস্থা মায়া তত্রৈকদেশগম্ ।**
**বিয়ত্তত্রাপ্যেকদেশগতো বায়ুঃ প্রকল্পিতঃ ॥৭৮॥**

***অন্বয় ঃ*** সদ্বস্তুনি (সদ্বস্তুতে) একদেশস্থা (একাংশে অবস্থিত) মায়া (মায়া), তত্র

(সেই মায়াতে) একদেশগম্ (একদেশস্থিত) বিয়ৎ (আকাশ); তত্র অপি (সেই আকাশেও) একদেশগতঃ (একাংশে অবস্থিত) বায়ুঃ (বায়ু) প্রকল্পিতঃ (কল্পিত হইয়াছে) ।।৭৮।।

*বঙ্গানুবাদ ঃ* সদ্বস্তুর একাংশে মায়া অবস্থিত, আকাশ সেই মায়ার একাংশে এবং বায়ু সেই আকাশেরও একাংশে[১] অবস্থিত বলিয়া কল্পিত হইয়াছে ।।৭৮।।

**শোষস্পর্শৌ গতির্বেগো বায়ুধর্মা ইমে মতাঃ ।**
**ত্রয়ঃ স্বভাবাঃ সন্মায়াব্যোম্নাং যে তেঽপি বায়ুগাঃ ।।৭৯।।**

*অন্বয় ঃ* শোষ-স্পর্শৌ (শোষণ ও স্পর্শ) গতিঃ (গতি) বেগঃ (বেগ) ইমে (এই চারিটি) বায়ু-ধর্মাঃ (বায়ুর ধর্মরূপে) মতাঃ (বিবেচিত)। সৎ-মায়া-ব্যোম্নাম্ (সদ্বস্তু, মায়া এবং আকাশের) যে (যে) ত্রয়ঃ (তিনটি) স্বভাবাঃ (স্বভাব [আছে] ) তে (সেই স্বভাব তিনটি) অপি (ও) বায়ুগাঃ (বায়ুতে আছে) ।।৭৯।।

*বঙ্গানুবাদ ঃ* শোষণ, স্পর্শ, গতি ও বেগ এই চারিটি বায়ুর নিজস্ব ধর্ম বা গুণ বলিয়া স্বীকৃত। আবার সদ্বস্তু, মায়া এবং আকাশের যে তিনটি গুণ আছে, তাহারা বায়ুতেও বিদ্যমান ।।৭৯।।

**বায়ুরস্তীতি সদ্ভাবঃ সতো বায়ৌ পৃথক্কৃতে ।**
**নিস্তত্ত্বরূপতা মায়াস্বভাবো ব্যোমগো ধ্বনিঃ ।।৮০।।**

*অন্বয় ঃ* 'বায়ুঃ অস্তি' (বায়ু আছে) ইতি সদ্ভাবঃ (ইহা সদ্বস্তুর ধর্ম), সতঃ (সদ্বস্তু হইতে) বায়ৌ (বায়ু) পৃথক্কৃতে (পৃথককৃত হইলে) নিস্তত্ত্বরূপতা (বায়ুর যে মিথ্যাত্ব তাহা) মায়া-স্বভাবঃ (মায়ার স্বধর্ম); ধ্বনিঃ (শব্দ) ব্যোমগঃ (আকাশে অনুস্যূত) ।।৮০।।

*বঙ্গানুবাদ ঃ* 'বায়ু আছে' বলিলে যে অস্তিত্ব বুঝায় তাহা সদ্বস্তুর ধর্ম, সদ্বস্তু হইতে বায়ুকে পৃথক করিলে বায়ুর যে মিথ্যাত্ব তাহা মায়ার স্বভাব এবং বায়ু- প্রবাহে যে ধ্বনি বা শব্দ শুনা যায়, তাহা আকাশের স্বভাব ।।৮০।।

**সতোঽনুবৃত্তিঃ সর্বত্র ব্যোম্নো নেতি পুরেরিতম্ ।**
**ব্যোমানুবৃত্তিরধুনা কথং ন ব্যাহতং বচঃ ।।৮১।।**

*অন্বয় ঃ* সতঃ (সদ্বস্তুর) অনুবৃত্তিঃ (অনুস্যূততা) সর্বত্র (সকল কার্যবস্তুতে),

---

১ বায়ু আকাশের একাংশে কল্পিত বলিলে—বায়ু আকাশ-উপহিত চৈতন্যের একাংশে বুঝিতে হইবে। আকাশাদি ভূতসকল মায়া-উপহিত চৈতন্যে কল্পিত। আর কল্পিত বস্তু কখনও অধিষ্ঠান হইতে পারে না। অতএব, বায়ুর কারণ আকাশ, আকাশের কারণ মায়া—এইভাবে পরম্পরা ক্রমে বায়ু ও সদ্বস্তুর অভেদভ্রান্তি হয়।

ব্যোম্নঃ (আকাশের) ন (অনুস্যূততা নাই) ইতি (এইরূপ) ঈরিতম্ পুরা (পূর্ববর্তী শ্লোকে উক্ত হইয়াছে)। অধুনা (এখানে) ব্যোম-অনুবৃত্তিঃ (আকাশের অনুস্যূততা), (বলা হইল)। বচঃ (আপনার কথা) কথম্ (কি প্রকারে) ন ব্যাহতম্ (ব্যাঘাতদোষযুক্ত হইল না)? ৮১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (পূর্বপক্ষ)ঃ পূর্ববর্তী ৬৭ সংখ্যক শ্লোকে বলা হইয়াছে যে সদ্বস্তু সকল কার্য-বস্তুতে অনুস্যূত রহিয়াছে, কিন্তু আকাশ অনুস্যূত নাই। এখন বলিতেছেন যে বায়ু প্রভৃতিতে আকাশের অনুবৃত্তি রহিয়াছে। ইহাতে আপনার বচন ব্যাঘাত-দোষযুক্ত হইবে না কেন ? ৮১॥

**ছিদ্রানুবৃত্তির্নেতীতি পূর্বোক্তিরধুনা ত্বিয়ম্ ।**
**শব্দানুবৃত্তিরেবোক্তা বচসো ব্যাহতিঃ কুতঃ ॥৮২॥**

***অন্বয় ঃ*** ছিদ্রানুবৃত্তিঃ (অবকাশ রূপের অনুস্যূততা) ন ইতি (নাই) ইতি (এইরূপ) পূর্বোক্তিঃ (পূর্বের উক্তি)। অধুনা তু (এখানে কিন্তু) ইয়ম্ (এই) শব্দানুবৃত্তিঃ এব (শব্দেরই অনুস্যূততা) উক্তা (বলা হইল)। বচসঃ (বচনের) কুতঃ (কি প্রকারে) ব্যাহতিঃ (ব্যাঘাতদোষ [হয়]) ? ৮২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (উত্তর)ঃ পূর্বে আকাশের অবকাশরূপের অনুবৃত্তির কথা বলা হইয়াছিল। এখানে কিন্তু আকাশের শব্দগুণেরই অনুবৃত্তির কথা বলা হইয়াছে। অতএব (আমাদের) বচন কি প্রকারে ব্যাঘাতদোষযুক্ত হইল ?৮২॥

**ননু সদ্বস্তুপার্থক্যাদসত্ত্বং চেত্তদা কথম্ ।**
**অব্যক্তমায়াবৈষম্যাদমায়াময়তাপি নো ॥৮৩॥**

***অন্বয় ঃ*** ননু (ভাল) সদ্বস্তু-পার্থক্যাৎ (সদ্বস্তু হইতে বিলক্ষণ বলিয়া) চেৎ (যদি) অসত্ত্বম্ ([বায়ুকে মায়াময় বা] মিথ্যারূপ) (বলা যায়) তদা (তখন) অব্যক্ত-মায়া-বৈষম্যাৎ (অব্যক্তরূপা মায়া হইতে বিলক্ষণ বলিয়া), (ব্যক্তরূপ বায়ুর) অমায়াময়তা (অমায়াময়তা বা অমিথ্যারূপতা) অপি (ও) কথম্ নো [স্যাৎ] (কেন বলা হইবে না) ? ৮৩।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (পূর্বপক্ষ) ঃ ভাল, সদ্বস্তু হইতে বিলক্ষণ বলিয়া বায়ুকে যখন অসত্যস্বরূপ বা মিথ্যাস্বরূপ বলা যায়, তখন অব্যক্তরূপা মায়া হইতে বিলক্ষণ বলিয়া (ব্যক্তরূপ) বায়ুকে অমিথ্যাস্বরূপ কেন বলা যাইবে না ? ৮৩॥

**নিস্তত্ত্বরূপতৈবাত্র মায়াত্বস্য প্রয়োজিকা ।**
**সা শক্তিকার্যয়োস্তুল্যা ব্যক্তাব্যক্তত্বভেদিনোঃ ॥৮৪॥**

***অন্বয় ঃ*** অত্র (এখানে) নিস্তত্ত্বরূপতা এব (মিথ্যাস্বরূপতাই) মায়াত্বস্য

(মায়াময়তার) প্রয়োজিকা (কারণ)। সা (সেই মিথ্যাস্বরূপতা) ব্যক্ত-অব্যক্তত্ব-ভেদিনোঃ (ব্যক্ততা এবং অব্যক্ততার ভেদকারী) শক্তি-কার্যয়োঃ (মায়াশক্তি ও শক্তিকার্য বায়ু প্রভৃতিতে) তুল্যা (তুল্যরূপে [বিদ্যমান]) ॥৮৪॥

***বঙ্গানুবাদ*** **:** (উত্তর): এখানে (অব্যক্ততা মায়াময়ত্বের কারণ নহে) মিথ্যাস্বরূপতাই মায়াময়তার কারণ। সেই মিথ্যাস্বরূপতা, একটি অব্যক্ত এবং অন্যটি ব্যক্ত—এইরূপে বিলক্ষণ যথাক্রমে মায়াশক্তিতে এবং উহার কার্যরূপ বায়ুপ্রভৃতিতে সমভাবে বিদ্যমান ॥৮৪॥

**সদসত্ত্ববিবেকস্য প্রস্তুতত্বাৎ স চিন্ত্যতাম্ ।**
**অসতোঽবান্তরো ভেদ আস্তাং তচ্চিন্তয়াত্র কিম্ ॥৮৫॥**

***অন্বয়*** **:** সৎ-অসত্ত্ব-বিবেকস্য ([এখানে] কোন্ বস্তু সৎ এবং কোন্ বস্তুটি অসৎ, এই বিচারের) প্রস্তুতত্বাৎ (প্রসঙ্গ হইতেছে বলিয়া) সঃ (সেই প্রশ্ন বিষয়ে) চিন্ত্যতাম্ (বিচার করা আবশ্যক)। অসতঃ (অসতের) অবান্তরঃ (গৌণ) ভেদঃ (ভেদ [কত প্রকার]), (সেই প্রশ্ন) আস্তাম্ (থাকুক)। তৎ-চিন্তয়া (সেই বিচারের) অত্র (এখানে) কিম্ (কি প্রয়োজন)? ৮৫॥

***বঙ্গানুবাদ*** **:** এস্থলে কোন্ বস্তুটি সৎ এবং কোন্‌টি অসৎ তাহা লইয়া বিচারের প্রসঙ্গ হইতেছে বলিয়া, সেই প্রশ্নবিষয়ে বিচার করা আবশ্যক। অসৎ বস্তুর কত প্রকার অবান্তর ভেদ আছে?—সেই প্রশ্ন এখন থাকুক।[১] সেই বিচারের এখানে কি প্রয়োজন ? ৮৫॥

**সদ্বস্তু ব্রহ্ম শিষ্টোঽংশো বায়ুর্মিথ্যা যথা বিয়ৎ ।**
**বাসয়িত্বা চিরং বায়োর্মিথ্যাত্বং মরুতং ত্যজেৎ ॥৮৬॥**

***অন্বয়*** **:** সদ্বস্তু ব্রহ্ম ([বায়ুতে যে] সদংশ [রহিয়াছে, তাহা] ব্রহ্ম) শিষ্টঃ (অবশিষ্ট) অংশঃ (অংশ) বায়ুঃ (বায়ু) মিথ্যা (মিথ্যা), যথা (যেমন) বিয়ৎ (আকাশ [মিথ্যা বলিয়া স্থির হইয়াছে])। বায়োঃ (বায়ুর) মিথ্যাত্বম্ (মিথ্যাত্বকে) চিরম্ (দীর্ঘকাল) বাসয়িত্বা (মনে দৃঢ়ভাবে বসাইয়া) মরুতম্ (বায়ুকে) ত্যজেৎ (ত্যাগ করিবে) ॥৮৬॥

***বঙ্গানুবাদ*** **:** বায়ুতে যে সদংশ রহিয়াছে, তাহা ব্রহ্ম। আর অবশিষ্ট অংশরূপ বায়ু (নিস্তত্ত্বরূপ বলিয়া অর্থাৎ অধিষ্ঠান ব্রহ্ম হইতে পৃথক সত্তা নাই বলিয়া) মিথ্যা, যেমন আকাশ মিথ্যা বলিয়া নির্ণয় করা হইয়াছে। বায়ুর মিথ্যাত্ব

১ পঞ্চদশী ১৩/৩৬ দ্রষ্টব্য

সম্বন্ধে দীর্ঘকাল ধরিয়া মনে সংস্কার উৎপন্ন করিয়া বায়ুকে অর্থাৎ বায়ুতে সত্যত্ববুদ্ধি ত্যাগ করিবে ।। ৮৬।।

**চিন্তয়েদ্বহ্নিমপ্যেবং মরুতো ন্যূনবর্তিনম্ ।**
**ব্রহ্মাণ্ডাবরণেষ্বেষা ন্যূনাধিকবিচারণা ।। ৮৭।।**

***অন্বয় ঃ*** এবম্ (এই প্রকার [বিচারদ্বারা]) মরুতঃ (বায়ু হইতে) ন্যূনবর্তিনম্ (স্বল্পতর দেশে অবস্থিত) বহ্নিম্ অপি (অগ্নিকেও) চিন্তয়েৎ (বিচার করিবে)। এষা (ইহা) ব্রহ্মাণ্ড-আবরণেষু (ব্রহ্মাণ্ডের আবরণসমূহে) ন্যূন-অধিক-বিচারণা (স্বল্পতা ও আধিক্যের বিচার) ।। ৮৭ ।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** পূর্বোক্ত প্রকার বিচারের দ্বারা বায়ু হইতে স্বল্পতর দেশে অবস্থিত অগ্নিরও বিচার করিবে। ইহা ব্রহ্মাণ্ডের (উপর্যুপরি) আবরণসমূহে (অবস্থিত পঞ্চভূতের) ন্যূনতা ও আধিক্যের বিচার ।। ৮৭ ।।

**বায়োর্দশাংশতো ন্যূনো বহ্নির্বায়ৌ প্রকল্পিতঃ ।**
**পুরাণোক্তং তারতম্যং দশাংশৈর্ভূতপঞ্চকে ।। ৮৮।।**

***অন্বয় ঃ*** বায়োঃ (বায়ু হইতে) দশাংশতঃ (এক দশমাংশরূপে) বহ্নিঃ (অগ্নি) ন্যূনঃ (অল্প), (তাহা) বায়ৌ (বায়ুতে) প্রকল্পিতঃ (কল্পিত)। ভূতপঞ্চকে (পঞ্চভূতে) দশাংশৈঃ (দশম দশম অংশের দ্বারা) তারতম্যম্ (তারতম্য) পুরাণ-উক্তম্ (পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে) ।। ৮৮।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বায়ু হইতে অগ্নি [এত] ন্যূন [যে] উহা বায়ুর দশ ভাগের একভাগ মাত্র। (এই অগ্নি) বায়ুতে (অর্থাৎ বায়ু-উপহিত চৈতন্যে) কল্পিত। এইভাবে পঞ্চভূতের দশম দশম অংশের দ্বারা তারতম্যের কথা পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে ।। ৮৮।।

**বহ্নিরুষ্ণঃ প্রকাশাত্মা পূর্বানুগতিরত্র চ ।**
**অস্তি বহ্নিঃ স নিস্তত্ত্বঃ শব্দবান্ স্পর্শবানপি ।। ৮৯।।**

***অন্বয় ঃ*** বহ্নিঃ (অগ্নি) উষ্ণঃ (উষ্ণ) প্রকাশাত্মা (প্রকাশস্বভাব), অত্র চ (এখানেও) পূর্ব-অনুগতিঃ (পূর্বে বায়ুর বিষয়ে বর্ণিত অনুবৃত্তিসকল আছে)। সঃ বহ্নিঃ (সেই অগ্নি) অস্তি (আছে), নিস্তত্ত্বঃ (মিথ্যাস্বরূপ), শব্দবান্ (শব্দগুণ-বিশিষ্ট) অপি (এবং) স্পর্শবান্ (স্পর্শগুণবিশিষ্ট) ।। ৮৯।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অগ্নি উষ্ণ ও প্রকাশস্বভাব, ইহাতে বায়ুর বিষয়ে বর্ণিত অনুবৃত্তিসকল আছে। (যেমন) সেই অগ্নি 'আছে' (বলিলে—সদ্বস্তুর অনুবৃত্তি),

মিথ্যাস্বরূপ (বলিলে মায়ার অনুবৃত্তি), শব্দবান্ (বলিলে আকাশের অনুবৃত্তি), স্পর্শবান্ (বলিলে বায়ুর অনুবৃত্তি বুঝিতে হইবে) ॥৮৯॥

**সন্মায়াব্যোমবায়্বংশৈর্যুক্তস্যাগ্নের্নিজো গুণঃ ।**
**রূপং তত্র সতঃ সর্বমন্যদ্বুদ্ধ্যা বিবিচ্যতাম্ ॥৯০॥**

***অন্বয় ঃ*** সৎ-মায়া-ব্যোম-বায়ু-অংশৈঃ (সদ্বস্তুর, মায়ার, আকাশের এবং বায়ুর অংশদ্বারা) যুক্তস্য অগ্নেঃ (যুক্ত অগ্নির) নিজঃ (নিজ) গুণঃ (গুণ) রূপম্ (রূপ)। তত্র (এইসব ধর্মের মধ্যে) সতঃ অন্যৎ (সদ্বস্তুর অস্তিত্ব ছাড়া) সর্বম্ (সমস্তই) বুদ্ধ্যা (বুদ্ধির দ্বারা) বিবিচ্যতাম্ (পৃথক করিয়া লও) ॥ ৯০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সদ্বস্তুর, মায়ার, আকাশের ও বায়ুর অংশযুক্ত অর্থাৎ অস্তিত্ব, মিথ্যাত্ব প্রভৃতি ধর্মবিশিষ্ট অগ্নির স্বগুণ হইতেছে (শুধুমাত্র) রূপ। এইসকল ধর্মের মধ্যে সদ্বস্তুর অস্তিত্ব ছাড়া (বাকি) সব (ধর্মই মিথ্যা বলিয়া) বুদ্ধিদ্বারা বিচার করিবে ॥৯০॥

**সতো বিবেচিতে বহ্নৌ মিথ্যাত্বে সতি বাসিতে ।**
**আপো দশাংশতো ন্যূনাঃ কল্পিতা ইতি চিন্তয়েৎ ॥৯১॥**

***অন্বয় ঃ*** সতঃ (সদ্বস্তু হইতে) বহ্নৌ বিবেচিতে (অগ্নি পৃথক বলিয়া নির্ণয় করিলে), মিথ্যাত্বে ([অগ্নির] মিথ্যাত্ব) বাসিতে সতি (চিত্তে ধারণা হইলে), দশাংশতঃ (দশভাগের একভাগরূপে) ন্যূনাঃ (কম) আপঃ (জল) কল্পিতাঃ ইতি ([অগ্নিতে] কল্পিত এইরূপ) চিন্তয়েৎ (চিন্তা করিবে) ॥ ৯১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সদ্বস্তু হইতে অগ্নির পার্থক্য নির্ণীত হইলে এবং অগ্নির মিথ্যাত্ব চিত্তে ধরিলে, জল অগ্নির দশ ভাগের একভাগমাত্র এবং (অগ্নি উপহিত চৈতন্যে) কল্পিত, এইরূপ চিন্তা করিবে ॥৯১॥

**সন্ত্যাপোঽমূঃ শূন্যতত্ত্বাঃ সশব্দস্পর্শসংযুতাঃ ।**
**রূপবত্যোঽন্যধর্মানুবৃত্ত্যা স্বীয়ো রসো গুণঃ ॥৯২॥**

***অন্বয় ঃ*** অন্যধর্ম-অনুবৃত্ত্যা (অন্যের অর্থাৎ সদ্বস্তু, মায়া প্রভৃতির ধর্মের অনুবৃত্তি আছে বলিয়া) অমূঃ আপঃ (ঐ জল) সন্তি (আছে অর্থাৎ অস্তিত্ববান), শূন্যতত্ত্বাঃ (মিথ্যা) সশব্দস্পর্শসংযুতাঃ (শব্দ ও স্পর্শযুক্ত) রূপবত্যঃ (রূপ-যুক্ত)। স্বীয়ঃ (নিজ) গুণঃ (গুণ) রসঃ (রস) ॥৯২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অন্যের অর্থাৎ সদ্বস্তু হইতে অগ্নি পর্যন্ত সকলের ধর্মের অনুবৃত্তি জলে আছে বলিয়া জল অস্তিত্ববান, মিথ্যা, শব্দ-স্পর্শযুক্ত এবং রূপবান। জলের নিজগুণ রস ॥৯২॥

**সতো বিবেচিতাস্বপ্সু তন্মিথ্যাত্বে চ বাসিতে ।**
**ভূমির্দশাংশতো ন্যূনা কল্পিতাপ্স্বিতি চিন্তয়েৎ ॥৯৩॥**

***অন্বয় ঃ*** সতঃ (সদ্বস্তু হইতে) অপ্সু (জল) বিবেচিতাসু (বিবেচিত হইলে) চ (এবং) তৎ-মিথ্যাত্বে (তাহার মিথ্যাত্ব) বাসিতে (হৃদয়ে দৃঢ়মূল হইলে), দশাংশতঃ (দশভাগের একভাগরূপে) ন্যূনা (কম) ভূমিঃ (পৃথিবী) অপ্সু (জল-উপহিত চৈতন্যে) কল্পিতা (কল্পিতা) ইতি (এইরূপ) চিন্তয়েৎ (চিন্তা করিবে) ॥ ৯৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সদ্বস্তু হইতে জল বিচারদ্বারা পৃথককৃত হইলে এবং উহার মিথ্যাত্ব-সংস্কার হৃদয়ে দৃঢ়মূল হইলে, এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে যে ক্ষিতি জলের দশাংশ-ন্যূন এবং ক্ষিতি জল-উপহিত চৈতন্যে কল্পিত ॥৯৩॥

**অস্তি ভূস্তত্ত্বশূন্যাস্যাং[১] শব্দস্পর্শৌ সরূপকৌ ।**
**রসশ্চ পরতো গন্ধো নৈজঃ[২] সত্তা বিবিচ্যতাম্ ॥৯৪॥**

***অন্বয় ঃ*** ভূঃ (ক্ষিতি) অস্তি (অস্তিত্ববান), তত্ত্বশূন্যা (মিথ্যা), অস্যাম্ (ইহাতে) সরূপকৌ (রূপের সহিত বিদ্যমান) শব্দ-স্পর্শৌ (শব্দ ও স্পর্শ) চ (এবং) রসঃ (রসগুণ) পরতঃ (অন্য হইতে) ( প্রাপ্ত )। নৈজঃ (নিজগুণ) গন্ধঃ (গন্ধ); (ঐসকল গুণ হইতে) সত্তা (সত্তার) বিবিচ্যতাম্ (বিচার বা পৃথককরণ উচিত) ॥ ৯৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** পরকীয় সম্বন্ধে অর্থাৎ সদ্বস্তু, মায়া প্রভৃতি হইতে ক্ষিতি যে গুণগুলি প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা হইতেছে—অস্তিত্ব, মিথ্যাত্ব, রূপ, শব্দ, স্পর্শ ও রস। গন্ধ ক্ষিতির নিজগুণ। এইসকল গুণ হইতে সত্তার পৃথককরণ উচিত ॥৯৪॥

**পৃথক্কৃতায়াং সত্তায়াং ভূমির্মিথ্যাবশিষ্যতে ।**
**ভূমের্দশাংশতো ন্যূনং ব্রহ্মাণ্ডং ভূমিমধ্যগম্ ॥৯৫॥**

***অন্বয় ঃ*** সত্তায়াম্ (সত্তাকে) পৃথক্কৃতায়াম্ (ক্ষিতি হইতে পৃথক করিলে) ভূমিঃ (ক্ষিতি) মিথ্যা (মিথ্যারূপে) অবশিষ্যতে (পর্যবসিত হয়)। ভূমেঃ (ক্ষিতির) দশাংশতঃ (এক-দশমাংশ) [হইতেছে] ভূমিমধ্যগম্ (ভূমিমধ্যগত) ব্রহ্মাণ্ডম্ (ব্রহ্মাণ্ড), (সেইহেতু উহা) ন্যূনম্ (অল্প) ॥ ৯৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ক্ষিতি হইতে সত্তাকে পৃথক করিলে ক্ষিতি মিথ্যারূপে পর্যবসিত হয়। ক্ষিতিমধ্যগত ব্রহ্মাণ্ড ক্ষিতির এক-দশমাংশ বলিয়া ন্যূন॥ ৯৫॥

১ তত্ত্বশূন্যাসাঃ ইতি পাঠান্তর

২ নৈজো গন্ধঃ ইতি পাঠান্তর

**ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে তিষ্ঠন্তি ভুবনানি চতুর্দশ ।**
**ভুবনেষু বসন্ত্যেষু প্রাণিদেহা যথাযথম্ ॥৯৬॥**

***অন্বয় ঃ*** ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে (ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে) চতুর্দশ (চতুর্দশটি) ভুবনানি (ভুবন) তিষ্ঠন্তি (রহিয়াছে)। এষু (এইসব) ভুবনেষু (ভুবনে) যথাযথম্ (যথাযোগ্য) প্রাণিদেহাঃ (প্রাণধারী জীবদেহসকল) বসন্তি (বাস করিতেছে) ॥৯৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে চতুর্দশটি[১] ভুবন রহিয়াছে। এইসব ভুবনে যথাযোগ্য প্রাণিদেহসমূহ বাস করিতেছে ॥৯৬॥

**ব্রহ্মাণ্ডলোকদেহেষু সদ্বস্তুনি পৃথক্‌কৃতে ।**
**অসন্তোঽণ্ডাদয়ো ভান্তু তদ্ভানেঽপীহ কা ক্ষতিঃ ॥ ৯৭ ॥**

***অন্বয় ঃ*** ব্রহ্মাণ্ড-লোক-দেহেষু (ব্রহ্মাণ্ডে, চতুর্দশ ভুবনে এবং প্রাণিদেহসমূহে) সদ্বস্তুনি ( যে সদ্বস্তু রহিয়াছে, তাহাকে) পৃথক্‌কৃতে (পৃথক করিলে) অণ্ডাদয়ঃ (ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি) অসন্তঃ (অসৎ বলিয়া) ভান্তু (প্রতিভাত হউক)। তৎ-ভানে অপি (তাদৃশ প্রতিভাস হইলেও) ইহ (অদ্বৈত বিষয়ে) কা ক্ষতিঃ (কি ক্ষতি [হইতে পারে] ) ? ৯৭ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ব্রহ্মাণ্ডে, চতুর্দশ ভুবনে ও প্রাণিদেহসমূহে যে সদ্বস্তু রহিয়াছে, তাহাকে পৃথক করিয়া লইলে ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি যদি অসৎ বলিয়া প্রতিভাত হয় তা হউক। ব্রহ্মাণ্ডাদির তাদৃশ প্রতীতি হইলেই বা অদ্বৈত বস্তুর কি হানি হইতে পারে ? ৯৭ ॥

**ভূতভৌতিকমায়ানামসত্ত্বেঽত্যন্তবাসিতে ।**
**সদ্বস্ত্বদ্বৈতমিত্যেষা ধীর্বিপর্য্যেতি ন ক্বচিৎ ॥৯৮॥**

***অন্বয় ঃ*** ভূত-ভৌতিক-মায়ানাম্ (ভূতসকল, আকাশাদি ভৌতিক পদার্থসকল এবং মায়ার) অসত্ত্বে[২] ([তুল্যরূপে] মিথ্যাত্ব) অত্যন্তবাসিতে (হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে আরূঢ় হইলে) সদ্বস্তু (সদ্বস্তু) অদ্বৈতম্ ইতি (অদ্বৈতই) এষা (এইরূপ) ধীঃ (জ্ঞান) ক্বচিৎ (কখনও) ন বিপর্য্যেতি (ব্যাহত হয় না) ॥ ৯৮॥

***বঙ্গানুবাদঃ*** আকাশাদি পঞ্চভূতের, ব্রহ্মাণ্ডাদি ভৌতিক পদার্থসকলের এবং ইহাদের কারণ মায়ার—এই তিনের তুল্যরূপে মিথ্যাত্ব বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হইলে, 'সদ্বস্তু অদ্বৈতই' এইরূপ জ্ঞান কখনও ব্যাহত হয় না ॥৯৮॥

১ চতুর্দশ ভুবন হইতেছে—সপ্ত ঊর্ধ্বলোক, যথা—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য এবং সপ্ত অধোলোক, যথা—অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, রসাতল, মহাতল ও পাতাল।

২ সনত্ত্বে ইতি পাঠান্তর

**সদদ্বৈতাৎ পৃথগ্‌ভূতে দ্বৈতে ভূম্যাদিরূপিণি ।**
**তত্তদর্থক্রিয়া লোকে যথা দৃষ্টা তথৈব সা ॥ ৯৯॥**

**অন্বয় ঃ** ভূম্যাদিরূপিণি (ক্ষিতি প্রভৃতিরূপ) দ্বৈতে (দ্বৈত) সদদ্বৈতাৎ (সদ্রূপ অদ্বৈত হইতে) পৃথগ্‌ভূতে (পৃথক হইলেও) তৎ-তৎ-অর্থ-ক্রিয়া (সেই ক্ষিতি প্রভৃতির যে প্রয়োজন) লোকে (সংসারে) যথা দৃষ্টা (অজ্ঞানকালে যেমন অনুভূত হইয়াছে) তথা (সেইরূপ), সা এব (সেইরূপ প্রয়োজনই [নির্বাহিত হইতে থাকে]) ॥৯৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ক্ষিতি প্রভৃতিরূপ দ্বৈত অর্থাৎ জগৎ, সদ্রূপ অদ্বৈত হইতে পৃথককৃত হইলে অর্থাৎ উহার মিথ্যাত্বনিশ্চয় হইয়া গেলেও সেই-সেই ক্ষিতি প্রভৃতির যে প্রয়োজন অজ্ঞানকালে সংসারে অনুভূত হইয়াছে, (জ্ঞানকালে) তাহাদের সেইরূপ প্রয়োজনই নির্বাহিত হইতে থাকে[১] ॥৯৯॥

**সাংখ্যকাণাদবৌদ্ধাদ্যৈর্জগদ্ভেদো যথা যথা ।**
**উৎপ্রেক্ষ্যতেঽনেকযুক্ত্যা ভবত্বেষ তথা তথা ॥১০০॥**

**অন্বয় ঃ** সাংখ্য-কাণাদ-বৌদ্ধাদ্যৈঃ (কপিলমতাবলম্বী সাংখ্যবাদিগণ, কণাদমতাবলম্বী বৈশেষিকগণ, বৌদ্ধমতাবলম্বিগণ এবং অন্যান্য ভেদবাদিগণ কর্তৃক) অনেক-যুক্ত্যা (অনেক যুক্তিদ্বারা) যথা যথা (যে-যে প্রকার) জগদ্ভেদঃ (জগতের ভেদ) উৎপ্রেক্ষ্যতে (প্রদর্শন বা কল্পনা করা হইয়া থাকে) তথা তথা (সেই-সেই প্রকার) এষঃ (এই ভেদ) ভবতু (থাকুক) ॥ ১০০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** কপিলমতাবলম্বী সাংখ্যবাদিগণ, কণাদমতাবলম্বী বৈশেষিকগণ, বৌদ্ধমতাবলম্বিগণ এবং অন্যান্য ভেদবাদী—ইহাদের সকলের দ্বারা জগতের যে-যে প্রকার ভেদ প্রদর্শিত হইয়া থাকে তাহা সেই-সেই রূপই থাকুক[২] ॥১০০॥

**অবজ্ঞাতং সদদ্বৈতং নিঃশঙ্কৈরন্যবাদিভিঃ ।**
**এবং কা ক্ষতিরস্মাকং তদ্দ্বৈতমবজানতাম্ ॥১০১॥**

**অন্বয় ঃ** নিঃশঙ্কৈঃ (শঙ্কাশূন্যভাবে) অন্যবাদিভিঃ (দ্বৈতবাদীদের দ্বারা) সৎ-অদ্বৈতম্ (সদ্রূপ অদ্বৈত) অবজ্ঞাতম্ (অবজ্ঞাত হয়); এবম্ (এইরূপে) তৎ-দ্বৈতম্ (তাহাদের প্রতিপাদিত দ্বৈতকে) অবজানতাম্ (অবজ্ঞাকারী) অস্মাকম্ (আমাদের) কা ক্ষতিঃ (ক্ষতি কি) ? ১০১॥

---

১ কোন এক পুরুষের অজ্ঞান-নিবৃত্তি হইলেই জগৎ নিবৃত্ত হইয়া যায় না। অতএব জ্ঞানীর ব্যবহার চলিতে থাকে ।

২ ঐ মিথ্যা ভেদের খণ্ডন করার প্রয়োজন মনে করি না। কারণ ঐ মিথ্যা ব্যবহারিক ভেদে অদ্বৈত সিদ্ধান্তের কোন হানি হয় না।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সাংখ্যবাদী প্রভৃতি দ্বৈতবাদিগণ দ্বারা সদ্রূপ অদ্বৈত ব্রহ্ম (যাহা শ্রুত্যাদি প্রমাণসিদ্ধ) নিঃসঙ্কোচে অবজ্ঞাত হয়। এইরূপ হইলে তাহাদের প্রতিপাদিত দ্বৈতকে (শ্রুত্যাদি প্রমাণদ্বারা) অবজ্ঞাকারী (উপেক্ষাকারী) আমাদের ক্ষতি কি ? ১০১॥

**দ্বৈতাবজ্ঞা সুস্থিতা চেদদ্বৈতে ধীঃ স্থিরা ভবেৎ ।**
**স্থৈর্য্যে তস্যাঃ পুমানেষ জীবন্মুক্ত ইতীর্য্যতে ॥১০২॥**

***অন্বয় ঃ*** দ্বৈত-অবজ্ঞা (দ্বৈতের প্রতি অনাদর) চেৎ (যদি) সুস্থিতা (বিশেষরূপে বুদ্ধিতে ধরে), (তবে) অদ্বৈতে (অদ্বৈত বিষয়ে) ধীঃ (বুদ্ধি) স্থিরা ভবেৎ (দৃঢ়তরা হয়)। তস্যাঃ (সেই অদ্বৈত-বুদ্ধির) স্থৈর্য্যে (স্থিরতার ফলে) এষঃ (এই) পুমান্ (পুরুষ) জীবন্মুক্তঃ (জীবন্মুক্ত) ইতি (এইরূপ) ঈর্য্যতে (বলা হইয়া থাকে) ॥ ১০২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** দ্বৈতের প্রতি অনাদর যদি বিশেষরূপে বুদ্ধিতে ধরে, তবে অদ্বৈত বিষয়ে বুদ্ধি দৃঢ়তরা হয়। অদ্বৈত বিষয়ে যাঁহার বুদ্ধি এইভাবে দৃঢ়তরা হয় সেই ব্যক্তিকে জীবন্মুক্ত বলা হইয়া থাকে ॥১০২॥

**এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি ।**
**স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি ॥১০৩ ॥**[1]

***অন্বয় ঃ*** পার্থ (হে পার্থ), এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ (ইহাই ব্রাহ্মীস্থিতি)। এনাম্ (ইহাকে) প্রাপ্য (পাইয়া), [কেহ] ন বিমুহ্যতি ([আর] ভ্রমে পতিত হয় না)। অন্তকালে অপি (অন্তকালেও) অস্যাম্ স্থিত্বা (ইহাতে অবস্থিত হইয়া), [পুরুষ] ব্রহ্মনির্বাণম্ (ব্রহ্মনির্বাণ বা বিদেহমুক্তি) ঋচ্ছতি (প্রাপ্ত হয়) ॥১০৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** হে পার্থ, এই অবস্থাই ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিতি। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কেহ আর ভ্রমে পতিত হয় না। অন্তিম কালেও এই অবস্থা লাভ করিলে পুরুষ ব্রহ্মনির্বাণ বা বিদেহমুক্তি প্রাপ্ত হয় ॥ ১০৩॥

**সদদ্বৈতেঽনৃতদ্বৈতে যদন্যোন্যৈক্যবীক্ষণম্ ।**
**তস্যান্তকালস্তদ্ভেদবুদ্ধিরেব ন চেতরঃ ॥১০৪॥**

***অন্বয় ঃ*** সৎ-অদ্বৈতে (অদ্বিতীয় সদ্বস্তুতে) অনৃত-দ্বৈতে (মিথ্যা দ্বৈত পদার্থে) যৎ (যে) অন্যোন্য-ঐক্য-বীক্ষণম্ (পারস্পরিক একতাবুদ্ধিরূপ ভ্রম) তস্য (তাহার) অন্তকালঃ (অন্তকাল) তৎ-ভেদবুদ্ধিঃ এব চ (সেই দ্বৈত ও অদ্বৈতের স্বরূপবিষয়ে ভেদবুদ্ধিই), ইতরঃ ন (অন্য কিছু নহে) ॥ ১০৪॥

---

১ গীতা, ২/৭২

*বঙ্গানুবাদ ঃ* অদ্বিতীয় সদ্বস্তু ও মিথ্যা দ্বৈত পদার্থের ঐক্যবুদ্ধিরূপ যে ভ্রম ব্যবহারকালে হয়, সেই ভ্রমের 'অন্তকাল' হইতেছে, সেই অদ্বৈত ও দ্বৈতকে যথাক্রমে সত্য ও মিথ্যা বলিয়া যে ভেদবুদ্ধি হয় তাহাই; তদ্ভিন্ন অন্যকিছু নহে ॥ ১০৪ ॥

**যদ্বান্তকালঃ প্রাণস্য বিয়োগোঽস্তু প্রসিদ্ধিতঃ।**
**তস্মিন্ কালেঽপি ন ভ্রান্তের্গতায়াঃ পুনরাগমঃ।।১০৫।।**

*অন্বয় ঃ* যৎ বা (অথবা) প্রসিদ্ধিতঃ (জনসমাজে প্রচলিত) প্রাণস্য (প্রাণের) বিয়োগঃ (বিয়োগ) অন্তকালঃ (অন্তকাল শব্দের অর্থ) অস্তু (হউক)। তস্মিন্ কালে অপি (সেই প্রাণত্যাগকালেও) গতায়াঃ ভ্রান্তেঃ (যে ভ্রান্তি চলিয়া গিয়াছে) পুনঃ (পুনরায়) আগমঃ (তাহার আগমন) ন (হয় না) ॥ ১০৫ ॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* অথবা জনসমাজে প্রচলিত 'প্রাণের বিয়োগ', অন্তকাল শব্দের অর্থ হউক। সেই প্রাণত্যাগকালেও বিনষ্ট ভ্রান্তির পুনরাবির্ভাব হয় না ॥ ১০৫ ॥

**নীরোগ উপবিষ্টো বা রুগ্নো বা বিলুঠন্[১] ভুবি ।**
**মূর্চ্ছিতো বা ত্যজত্বেষ প্রাণান্ ভ্রান্তির্ন সর্বথা ॥ ১০৬॥**

*অন্বয় ঃ* নীরোগঃ (রোগমুক্ত অবস্থায়) উপবিষ্টঃ বা (অথবা উপবিষ্ট হইয়া) রুগ্নঃ বা (অথবা রোগগ্রস্ত হইয়া) ভুবি (ভূমিতে) বিলুঠন্ (বিলুণ্ঠিত হইয়া) মূর্চ্ছিতঃ বা (অথবা মূর্ছিত হইয়া) এষঃ (এই ব্যক্তি) প্রাণান্ (প্রাণ) ত্যজতু (ত্যাগ করুন) সর্বথা (সর্বাবস্থায়) ভ্রান্তিঃ (ভ্রান্তি) ন ([ফিরিয়া আসে] না) ॥ ১০৬॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* তিনি (জীবন্মুক্ত পুরুষ) রোগশূন্য হইয়া অথবা আসন করিয়া উপবিষ্ট অবস্থায় অথবা রোগগ্রস্ত হইয়া ভূম্যবলুণ্ঠিত অবস্থায়, অথবা সংজ্ঞাশূন্যভাবে—(যেকোন রূপে) প্রাণত্যাগ করুন, কোন প্রকারেই তাঁহার (বিনষ্ট) ভ্রান্তি ফিরিয়া আসে না ॥ ১০৬॥[২]

**দিনে দিনে স্বপ্নসুপ্ত্যোরধীতে বিস্মৃতেঽপ্যয়ম্ ।**
**পরেদ্যুর্নানধীত স্যাত্তদ্বদ্বিদ্যা ন নশ্যতি ॥ ১০৭॥**

১ বিলুঠন্ ইতি পাঠান্তর

২ তুলনীয় পরমার্থসার—

তীর্থে শ্বপচগৃহে বা নষ্টস্মৃতিরপি পরিত্যাজন্ দেহম্।
জ্ঞানসমকালমুক্তঃ কৈবল্যং যাতি হতশোকঃ ॥ ৮১

তীর্থস্থানে অথবা চণ্ডালগৃহে, স্মৃতিযুক্ত অথবা লুপ্তস্মৃতি হইয়া, যেভাবেই দেহত্যাগ করুন, জ্ঞানলাভের সঙ্গে-সঙ্গে মুক্ত ও হতশোক হইয়া কৈবল্যলাভ করেন।

***অন্বয় ঃ*** দিনে দিনে (প্রতিদিনে) স্বপ্ন-সুপ্ত্যোঃ (স্বপ্ন ও সুষুপ্তিকালে) অধীতে (অধীতবেদ) বিস্মৃতে অপি (বিস্মৃত হইলেও) অয়ম্ (ইহা) পরেদ্যুঃ (পরদিন) অনধীতঃ (বেদজ্ঞানশূন্য) ন স্যাৎ (হইয়া পড়ে না), তৎ-বৎ (সেইভাবে) বিদ্যা (অদ্বৈতজ্ঞান) ন নশ্যতি (বিনাশপ্রাপ্ত হয় না) ॥১০৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যেমন প্রতিদিন স্বপ্নকালে ও সুষুপ্তিকালে লোকে অধীতবেদ (কিছু সময়ের জন্য) বিস্মৃত হইলেও পরদিন (জাগিয়া উঠিলে) তাহা অনধীত হইয়া পড়ে না, সেইরূপ (প্রাণান্তকালে তত্ত্বানুসন্ধানের অভাব হইলেও) অদ্বৈতজ্ঞান বিনাশপ্রাপ্ত হয় না ॥১০৭॥

**প্রমাণোৎপাদিতা বিদ্যা প্রমাণং প্রবলং বিনা।**
**ন নশ্যতি ন বেদান্তাৎ প্রবলং মানমীক্ষ্যতে ॥১০৮॥**

***অন্বয় ঃ*** প্রমাণোৎপাদিতা (প্রমাণ হইতে উৎপন্ন) বিদ্যা (জ্ঞান) প্রবলম্ (প্রবল) প্রমাণম্ বিনা (প্রমাণ ছাড়া) ন নশ্যতি (বিনষ্ট হয় না)। বেদান্তাৎ (বেদান্ত অপেক্ষা) প্রবলম্ (প্রবলতর) মানম্ (প্রমাণ) ন ঈক্ষ্যতে (দেখা যায় না) ॥১০৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যে জ্ঞান ('তত্ত্বমসি' প্রভৃতি) প্রমাণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা প্রবলতর প্রমাণ বিনা বিনষ্ট হইতে পারে না। আর বেদান্ত অপেক্ষা প্রবলতর প্রমাণ দেখা যায় না ॥১০৮॥

**তস্মাদ্বেদান্তসংসিদ্ধং সদদ্বৈতং ন বাধ্যতে ।**
**অন্তকালেঽপ্যতো ভূতবিবেকান্নির্বৃতিঃ স্থিতা ॥১০৯॥**

***অন্বয় ঃ*** তস্মাৎ (সেইহেতু) বেদান্ত-সংসিদ্ধম্ (বেদান্ত-প্রতিপাদিত) সদদ্বৈতম্ (সদ্রূপ অদ্বৈত-জ্ঞান বা ব্রহ্ম) অন্তকালে অপি (অন্তকালেও) ন বাধ্যতে (বাধিত হয় না)। অতঃ (অতএব) ভূতবিবেকাৎ (সদ্বস্তু হইতে পঞ্চভূতের বিচারের দ্বারা পৃথককরণের ফলে) নির্বৃতিঃ (মুক্তি) স্থিতা (নিশ্চিত) ॥১০৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সেইহেতু বেদান্তপ্রতিপাদিত সদ্রূপ অদ্বৈতজ্ঞান অন্তকালেও বিপর্যস্ত হয় না। অতএব, বিচারের দ্বারা সদ্বস্তু হইতে পঞ্চভূতের পৃথককরণের ফলে নিরতিশয় সুখপ্রাপ্তিরূপ মুক্তি নিশ্চিত ॥১০৯॥

**॥ ইতি পঞ্চভূতবিবেক-প্রকরণম্ সমাপ্তম্ ॥২॥**

**॥ পঞ্চভূতবিবেক-প্রকরণ সমাপ্ত হইল ॥২॥**

# পঞ্চদশী

## তৃতীয় অধ্যায়

### ।। পঞ্চকোশবিবেক-প্রকরণ ।।

**গুহাহিতং ব্রহ্ম যত্তৎ পঞ্চকোশবিবেকতঃ ।**
**বোদ্ধুং শক্যং ততঃ কোশপঞ্চকং প্রবিবিচ্যতে ।। ১ ।।**

**অন্বয় ঃ** গুহাহিতম্ (গুহায় অবস্থিত [বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে]) যৎ (যে) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) তৎ (তাহা) পঞ্চকোশ-বিবেকতঃ (পঞ্চকোশের বিচারদ্বারা) বোদ্ধুম্ শক্যম্ (জানিতে পারা যায়)। ততঃ (সেইহেতু) কোশ পঞ্চকম্ (পঞ্চ কোশকে) প্রবিবিচ্যতে ([প্রত্যগাত্মা হইতে] পৃথক করিয়া দেখানো হইতেছে) ।। ১ ।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (তৈত্তিরীয় উপনিষদে—২/১/১) 'গুহাহিত' অর্থাৎ গুহায় অবস্থিত বলিয়া যে ব্রহ্ম বর্ণিত হইয়াছে, ('গুহা' শব্দবাচ্য অন্নময়াদি) পঞ্চকোশের বিচারদ্বারা সেই ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়। সেইহেতু, সেই পাঁচটি কোশকে প্রত্যগাত্মা হইতে পৃথক করিয়া দেখানো হইতেছে ।। ১ ।।

**দেহাদভ্যন্তরঃ প্রাণঃ প্রাণাদভ্যন্তরং মনঃ।**
**ততঃ কর্তা[১] ততো ভোক্তা[২] গুহা সেয়ং পরম্পরা ।। ২ ।।**

**অন্বয় ঃ** দেহাৎ (স্থূলদেহ অর্থাৎ অন্নময় কোশ হইতে) প্রাণঃ (প্রাণময় কোশ) অভ্যন্তরঃ (আন্তর অর্থাৎ আরও ভিতরে); প্রাণাৎ (প্রাণময় কোশ হইতে) মনঃ (মনোময় কোশ) অভ্যন্তরম্ (আন্তর), ততঃ (মনোময় কোশ হইতে) কর্তা [অভ্যন্তরঃ] (কর্তা অর্থাৎ বুদ্ধি, অর্থাৎ বিজ্ঞানময় কোশ আন্তর); ততঃ (বিজ্ঞানময় কোশ হইতে) ভোক্তা [অভ্যন্তরঃ] (ভোক্তা অর্থাৎ আনন্দময় কোশ আন্তর)। সা ইয়ম্ পরম্পরা (সেই এই কোশ পরম্পরা) গুহা (গুহা [বলিয়া উক্ত হইয়াছে]) ।। ২ ।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অন্নময় কোশের অভ্যন্তরে প্রাণময় কোশ; তাহার অভ্যন্তরে মনোময় কোশ; তাহার অভ্যন্তরে কর্তা অর্থাৎ বিজ্ঞানময় কোশ; তাহার অভ্যন্তরে ভোক্তা অর্থাৎ আনন্দময় কোশ। 'গুহা' শব্দে এই কোশ পরম্পরাকে বুঝানো হইয়াছে ।। ২ ।।

---

১ তুলনীয় বেদান্তসার—"এষু কোশেষু মধ্যে বিজ্ঞানময়ো জ্ঞানশক্তিমান্ কর্তৃরূপঃ" ৭০; বৃঃ উঃ, ৪/৩/৭

২ মাণ্ডূক্য উঃ, ৫—"আনন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞঃ"

**পিতৃভুক্তান্নজাদ্বীর্যাজ্জাতোঽন্নেনৈব বর্ধতে।**
**দেহঃ সোঽন্নময়ো নাত্মা প্রাক্ চোর্ধ্বং তদভাবতঃ ॥৩॥**

***অন্বয় ঃ*** পিতৃভুক্ত-অন্নজাৎ (পিতা মাতার দ্বারা ভুক্ত-অন্ন হইতে উৎপন্ন) বীর্যাৎ (যে শুক্র ও শোণিত, তাহা হইতে) জাতঃ (উৎপন্ন), (দেহ) অন্নেন এব (অন্নের দ্বারাই) বর্ধতে (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়)। সঃ দেহঃ (সেই দেহ) অন্নময়ঃ (অন্নময় কোশ), ন আত্মা (আত্মা নহে); প্রাক্ (জন্মের পূর্বে) ঊর্ধ্বম্ চ (এবং মরণের পরে) তৎ-অভাবতঃ (তাহার অভাবহেতু) ॥৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** পিতামাতা কর্তৃক ভুক্ত-অন্নের পরিণাম যে বীর্য অর্থাৎ শুক্র ও শোণিত, তাহা হইতে উৎপন্ন এই স্থূল দেহ অন্নের দ্বারাই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।[১] সেই দেহকে অন্নময় কোশ বলে; উহা আত্মা নহে। কারণ জন্মের পূর্বে এবং মরণের পরে তাহার অভাব দেখা যায় ॥৩॥

**পূর্বজন্মন্যসন্নেতজ্জন্ম সম্পাদয়েৎ কথম্ ।**
**ভাবিজন্মন্যসৎকর্ম ন ভুঞ্জীতেহ সঞ্চিতম্ ॥৪॥**

***অন্বয় ঃ*** এতৎ পূর্বজন্মনি (এই যে স্থূলদেহরূপ আত্মা পূর্বজন্মে) অসৎ (অবিদ্যমান [ছিল]), কথম্ (কি প্রকারে) (তাহা) জন্ম ([এই] জন্ম) সম্পাদয়েৎ (সম্পাদন করিবে)? ভাবি-জন্মনি অসৎ ([আবার] আগামী জন্মে যাহা থাকিবে না) ইহ (বর্তমান জন্মে), সঞ্চিতম্ (সঞ্চিত) কর্ম (কর্ম), (তাহা) ন ভুঞ্জীত (ভোগ করিতে পারে না) ॥৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** [দেহ যদি আত্মা হইত—তাহা হইলে] যে স্থূলদেহরূপ আত্মা পূর্বজন্মে ছিল না, তাহা কি প্রকারে বর্তমান জন্ম সম্পাদন করিতে পারে? আবার যে স্থূলদেহরূপ আত্মা আগামী জন্মে থাকিবে না, তাহা বর্তমান জন্মকৃত কর্মের ফল ভোগ করিতে পারে না ॥৪॥ *

**পূর্ণো দেহে বলং যচ্ছন্নক্ষাণাং যঃ প্রবর্তকঃ ।**
**বায়ুঃ প্রাণময়ো নাসাবাত্মা চৈতন্যবর্জনাৎ ॥৫॥**

১ দ্রষ্টব্য ঃ ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৫/১০/৬, ঐতরেয় উপনিষৎ ৪/১; বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ১/৫/২

* তাৎপর্য ঃ পূর্বজন্মে এই দেহরূপ আত্মা ছিল না; অতএব তাহা বর্তমান জন্ম সম্পাদন করিতে পারে না। তাহা হইলে "অকৃতাভ্যাগম্" দোষ অর্থাৎ যে কর্ম করা হয় নাই, তাহার ফলভোগ মানিতে হয়। আবার এই দেহরূপ আত্মা যখন আগামী জন্মে থাকিবে না, তখন তাহা বর্তমান জন্মকৃত কর্মের ফলভোগ করিতে পারে না। তাহা হইলে "কৃতবিপ্রণাশ" দোষ অর্থাৎ 'কৃত কর্মের ফলভোগ হয় না', মানিতে হয়।

***অন্বয় ঃ*** যঃ (যে বায়ু) দেহে পূর্ণঃ (সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া অবস্থিত); [তাহাতে] বলম্ যচ্ছন্ (সামর্থ্য সঞ্চার করিয়া) অক্ষাণাম্ (চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকলের) প্রবর্তকঃ (প্রেরকরূপে), (অবস্থান করে); [সেই] বায়ুঃ প্রাণময়ঃ (বায়ু প্রাণময় কোশ [বলিয়া উক্ত হয়])। অসৌ (ঐ প্রাণময় কোশ) আত্মা ন (আত্মা নহে); চৈতন্য-বর্জনাৎ (চৈতন্যরহিত বলিয়া) ॥ ৫ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যে বায়ু (প্রাণ, অপান প্রভৃতিরূপে) সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া, দেহে বল সঞ্চার করিয়া, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকলের প্রেরকরূপে অবস্থান করে, তাহা প্রাণময় কোশ বলিয়া উক্ত হয়। চৈতন্যরহিত বা জড় বলিয়া ঐ প্রাণময় কোশ আত্মা নহে ॥ ৫ ॥

**অহন্তাং মমতাং দেহে গেহাদৌ[১] চ করোতি যঃ ।**
**কামাদ্যবস্থয়া ভ্রান্তো নাসাবাত্মা মনোময়ঃ ॥ ৬ ॥**

***অন্বয় ঃ*** দেহে (শরীরে) অহন্তাম্ ('আমি'-অভিমান) চ (এবং) গেহাদৌ (গৃহাদিতে) মমতাম্ (আমার-বুদ্ধি) যঃ (যে) করোতি (করে), [তাহা] মনোময়ঃ (মনোময় কোশ); অসৌ (উহা) আত্মা ন (আত্মা নহে); [কারণ তাহা] কামাদি-অবস্থয়া ভ্রান্তঃ (কামাদি বৃত্তিবিশিষ্ট বলিয়া বিকারী সুতরাং ভ্রান্ত) ॥ ৬ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ***— যাহা (অন্নময়াদিকোশরূপ) শরীরে 'আমি'-অভিমান করে এবং গৃহাদিতে 'আমার'-বুদ্ধি করে, তাহার নাম মনোময় কোশ। উহা আত্মা নহে; কারণ কামাদিবৃত্তি-বিশিষ্ট বলিয়া উহা অনিয়তস্বভাব অর্থাৎ বিকারী, সুতরাং ভ্রান্ত ॥ ৬ ॥

**লীনা সুপ্তৌ বপুর্বোধে ব্যাপ্নুয়াদানখাগ্রগা।**
**চিচ্ছায়োপেতধীর্নাত্মা বিজ্ঞানময়শব্দভাক্ ॥ ৭ ॥**

***অন্বয় ঃ*** [যে] চিৎ-ছায়া-উপেত-ধীঃ (চৈতন্যাভাসযুক্তা বুদ্ধি) সুপ্তৌ (সুষুপ্তিতে), [অজ্ঞানে] লীনা (লীন হইয়া যায়), [এবং] বোধে (জাগ্রৎ অবস্থায়) আনখাগ্রগা (নখের অগ্রভাগ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকিয়া) বপুঃ ব্যাপ্নুয়াৎ (সমস্ত শরীরকে ব্যাপিয়া অবস্থান করে); [তাহা] বিজ্ঞানময়শব্দভাক্ (বিজ্ঞানময় কোশ শব্দে উল্লিখিত হইয়া থাকে)। [তাহা] আত্মা ন (আত্মা নহে) ॥ ৭ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যে চিদাভাসযুক্তা বুদ্ধি সুষুপ্তি অবস্থায় অজ্ঞানে লীন হইয়া যায় এবং জাগ্রত অবস্থায় নখের অগ্রভাগ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকিয়া সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া অবস্থান করে, তাহা বিজ্ঞানময় কোশ শব্দে উল্লিখিত হয়। তাহাও আত্মা নহে ॥ ৭ ॥

১ গৃহাদৌ ইতি পাঠান্তর

**কর্তৃত্বকরণত্বাভ্যাং বিক্রিয়েতান্তরিন্দ্রিয়ম্ ।**
**বিজ্ঞানমনসী অন্তর্বহিশ্চৈতে পরস্পরম্ ॥৮॥**

***অন্বয় ঃ*** অন্তরিন্দ্রিয়ম্ (অন্তঃকরণ) কর্তৃত্ব-করণত্বাভ্যাম্ চ (কর্তারূপে এবং করণরূপে) বিক্রিয়েত (পরিণাম প্রাপ্ত হয়)। এতে (এই কর্তা ও করণ দুইটি) বিজ্ঞানমনসী ([যথাক্রমে] বুদ্ধি ও মন) [শব্দবাচ্য হয়]। চ ([এই দুইটি] আবার) পরস্পরম্ (পরস্পর) অন্তঃ বহিঃ (আন্তর ও বাহ্যরূপে) [অবস্থিত] ॥৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এক অন্তঃকরণই কর্তারূপে এবং করণরূপে পরিণামপ্রাপ্ত হয়। ইহাদের মধ্যে কর্তৃরূপটির নাম বুদ্ধি বা বিজ্ঞানময় কোশ এবং করণ-রূপটির নাম মন বা মনোময় কোশ। ইহারা আবার পরস্পর আন্তর ও বাহ্যরূপে অবস্থিত ॥৮॥

**কাচিদন্তর্মুখাবৃত্তিরানন্দপ্রতিবিম্বভাক্ ।**
**পুণ্যভোগে ভোগশান্তৌ নিদ্রারূপেণ লীয়তে ॥৯॥**

***অন্বয় ঃ*** পুণ্যভোগে (পুণ্যকর্মের ফলভোগকালে) কাচিৎ বৃত্তিঃ (কোন বুদ্ধিবৃত্তি) অন্তর্মুখা (অন্তর্মুখী) [হইয়া] আনন্দ-প্রতিবিম্বভাক্ (আনন্দের প্রতিবিম্ব ধারণ করে)। ভোগশান্তৌ ([উক্ত] ভোগের নিবৃত্তি হইলে) [ঐ বৃত্তি] নিদ্রারূপেণ লীয়তে (নিদ্রারূপে বিলীন হইয়া যায়) ॥৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** পুণ্যকর্মের ফলভোগের সময় কোন বৃত্তি অন্তর্মুখী হইয়া আনন্দের প্রতিবিম্ব ধারণ করে এবং ভোগের নিবৃত্তি হইলে ঐ বৃত্তি নিদ্রারূপে বিলীন হইয়া যায় ॥৯॥

**কাদাচিৎকত্বতো নাত্মা স্যাদানন্দময়োঽপ্যয়ম্ ।**
**বিম্বভূতো য আনন্দ আত্মাসৌ সর্বদা স্থিতেঃ ॥১০॥**

***অন্বয় ঃ*** অয়ম্ (এই) আনন্দময়ঃ অপি (আনন্দময় কোশও) কাদাচিৎকত্বতঃ (স্বল্পকাল স্থায়ী বলিয়া) আত্মা ন স্যাৎ (আত্মা নহে)। বিম্বভূতঃ (বিম্বরূপ) যঃ আনন্দঃ (যে আনন্দ) অসৌ (তাহা) আত্মা (আত্মা), সর্বদা স্থিতে (কারণ তাহা সর্বদা বিদ্যমান অর্থাৎ নিত্য ) ॥১০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এই আনন্দময় কোশও আত্মা নহে, কারণ ইহা স্বল্পকাল স্থায়ী অর্থাৎ অনিত্য। বিম্বরূপ যে আনন্দ তাহাই আত্মা, কারণ তাহা সর্বদা বিদ্যমান অর্থাৎ নিত্য ॥১০॥

**ননু দেহমুপক্রম্য নিদ্রানন্দান্তবস্তুষু ।**
**মা ভূদাত্মত্বমন্যস্তু ন কশ্চিদনুভূয়তে ॥১১॥**

***অন্বয় ঃ*** ননু (ভাল), দেহম্ উপক্রম্য (স্থূলদেহ হইতে শুরু করিয়া) নিদ্রা-আনন্দান্ত-বস্তুষু (নিদ্রারূপ আনন্দময় কোশ পর্যন্ত বস্তুসমূহে) আত্মত্বম্ (আত্মত্ব) মা ভূৎ (নাই হউক)। অন্যঃ তু (কিন্তু তদতিরিক্ত) কশ্চিৎ (আর কিছু ) ন অনুভূয়তে (অনুভূত হয় না) ॥ ১১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (পূর্বপক্ষ) আচ্ছা, (মানিয়া লইলাম যে), স্থূল দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া নিদ্রারূপ আনন্দময় কোশ পর্যন্ত বস্তুসমূহ আত্মা নহে; কিন্তু এতদতিরিক্ত অন্য কিছু তো (আত্মা বলিয়া) অনুভূত হয় না ॥ ১১ ॥

**বাঢ়ং নিদ্রাদয়ঃ সর্বেঽনুভূয়ন্তে ন চেতরঃ ।**
**তথাপ্যেতেঽনুভূয়ন্তে যেন তং কো নিবারয়েৎ ॥ ১২॥**

***অন্বয় ঃ*** নিদ্রাদয়ঃ সর্বে (আনন্দময়াদি কোশসমূহ) অনুভূয়ন্তে (অনুভূত হয়) চ ইতরঃ ন (আর কোন কিছুই হয় না)—বাঢ়ম্ (ইহা সত্য বটে); তথাপি (তথাপি) যেন (যাহার দ্বারা) এতে (এই কোশসকল) অনুভূয়ন্তে (অনুভূত হয়) তম্ (তাহাকে) কঃ (কে) নিবারয়েৎ (অস্বীকার করিবে)? ॥ ১২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (উত্তর) আনন্দময়াদি সব কোশই অনুভূতির বিষয় হয় এবং তদ্ভিন্ন অন্য কোন (আত্মা) অনুভূত হয় না—ইহা সত্য বটে; তথাপি যাহার দ্বারা এই কোশসকলের অনুভব হয়, তাহাকে (সেই চৈতন্যকে) কে অস্বীকার করিবে? ॥ ১২ ॥

**স্বয়মেবানুভূতিত্বাদ্বিদ্যতে নানুভাব্যতা ।**
**জ্ঞাতৃজ্ঞানান্তরাভাবাদজ্ঞেয়ো ন ত্বসত্তয়া ॥ ১৩॥**

***অন্বয় ঃ*** স্বয়ম্ এব (আত্মা নিজেই) অনুভূতিত্বাৎ (অনুভূতিরূপ বলিয়া), [তাহার] অনুভাব্যতা (অনুভূতির বিষয়ত্ব) ন বিদ্যতে (নাই)। জ্ঞাতৃ-জ্ঞান-অন্তর-অভাবাৎ (আত্মা হইতে অন্য জ্ঞাতা বা জ্ঞান নাই বলিয়া), (আত্মা) অজ্ঞেয়ঃ (জ্ঞানের অবিষয়), ন তু অসত্তয়া (সত্তাহীন বলিয়া নহে) ॥ ১৩ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** স্বয়ং অনুভূতিস্বরূপ বলিয়া আত্মা অনুভূতি বা জ্ঞানের বিষয় নহে। আত্মা হইতে অন্য জ্ঞাতা বা জ্ঞান নাই[১] বলিয়া আত্মা জ্ঞানের অবিষয়। কিন্তু আত্মা নাই বলিয়া (জ্ঞানের অবিষয়—এরূপ) নহে ॥ ১৩ ॥

**মাধুর্যাদিস্বভাবানামন্যত্র স্বগুণার্পিণাম্ ।**
**স্বস্মিংস্তদর্পণাপেক্ষা নো ন চাস্ত্যন্যদর্পকম্ ॥ ১৪ ॥**

১ দ্রষ্টব্য ঃ কেনোপনিষৎ, ২/১ শাংকরভাষ্য—"ন চান্যো বেদিতা...স্যাদ্ ব্রহ্ম। 'নান্যদতোঽস্তি বিজ্ঞাতৃ' ইত্যন্যো বিজ্ঞাতা প্রতিষিধ্যতে।"

***অন্বয় ঃ*** অন্যত্র (অন্য বস্তুতে) স্বগুণার্পিণাম্ (স্ব-স্ব গুণ অর্পণকারী) মাধুর্য-আদি-স্বভাবানাম্ (মিষ্টত্বাদি-স্বভাবযুক্ত বস্তুগুলির) স্বস্মিন্ (আপনাতে) তৎ-অর্পণ-অপেক্ষা নো (সেই স্বভাব অর্পণের অপেক্ষা নাই)। অন্যৎ চ (অন্য কোন) অর্পকম্ (সেই গুণ প্রদানকারী বস্তু) ন অস্তি (নাই) ॥ ১৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অন্য বস্তুতে স্ব-স্ব গুণ অর্পণকারী মিষ্টত্ব-অম্লত্ব-স্বভাব-বিশিষ্ট শর্করাদি বস্তুগুলির আপনাতে সেই সেই গুণ অর্পণের অপেক্ষা নাই। (তা ছাড়া) সেই প্রকার গুণ প্রদানকারী অন্য বস্তুও নাই ॥১৪॥

**অর্পকান্তররাহিত্যেঽপ্যস্ত্যেষাং তৎস্বভাবতা ।**
**মা ভূত্তথানুভাব্যত্বং বোধাত্মা তু ন হীয়তে ॥ ১৫॥**

***অন্বয় ঃ*** অর্পক-অন্তর-রাহিত্যে অপি (মধুরতাদির সঞ্চারক অন্য কোন বস্তু না থাকিলেও) এষাম্ (এইসব বস্তুর) তৎ-স্বভাবতা অস্তি (মাধুর্যাদি স্বভাব আছে)। তথা (সেইরূপ), (আত্মারও) অনুভাব্যত্বম্ (অন্যের অনুভবের বিষয় হওয়া) মা ভূৎ (নাই হউক), বোধাত্মা তু (বোধরূপতা কিন্তু) ন হীয়তে (হানি প্রাপ্ত হয় না) ॥ ১৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (শর্করা প্রভৃতি বস্তুতে) মিষ্টত্ব প্রভৃতি গুণের সঞ্চারক পৃথক কোন বস্তু না থাকিলেও এইসবের মাধুর্যাদিস্বভাব যেমন থাকিতে পারে, সেইরূপ আত্মার অনুভাব্যতা না থাকিলেও অনুভবস্বরূপত্বে হানি হয় না ॥১৫॥

**স্বয়ংজ্যোতির্ভবত্যেষ পুরোঽস্মাদ্ভাসতেঽখিলাৎ ।**
**তমেব ভান্তমন্বেতি তদ্ভাসা ভাস্যতে জগৎ ॥ ১৬॥**

***অন্বয় ঃ*** এষঃ (এই আত্মা) স্বয়ংজ্যোতিঃ ভবতি (স্বয়ংপ্রকাশরূপ); অস্মাৎ অখিলাৎ (এই দৃশ্যমান অখিল জগতের), [উৎপত্তির] পুরঃ (পূর্বেও) ভাসতে (বিদ্যমান [ছিলেন])। তম্ এব (তাঁহারই) ভান্তম্ (প্রকাশের) অনু ইতি (পরে) (এবং) তদ্ভাসা (তাঁহার প্রকাশের দ্বারাই) জগৎ ভাস্যতে (জগৎ প্রকাশিত হয়) ॥ ১৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এই আত্মা স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ; পরিদৃশ্যমান অখিল জগতের উৎপত্তির পূর্বেও ইনি বিদ্যমান। তাঁহারই প্রকাশের অনুগমন করিয়া এবং তাঁহার প্রকাশের দ্বারাই সমস্ত জগৎ প্রকাশিত হয় ॥ ১৬॥[১]

**যেনেদং জানতে সর্বং তং কেনান্যেন জানতাম্ ।**
**বিজ্ঞাতারং কেন বিদ্যাচ্ছক্তং বেদ্যে তু সাধনম্ ॥ ১৭॥**

***অন্বয় ঃ*** যেন (যে সাক্ষিচৈতন্যরূপ আত্মার দ্বারা) ইদম্ সর্বম্ (এই দৃশ্যমান

১ তুলনীয় ঃ বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ৪/৩/৯; নৃসিংহ উত্তর তাপনীয় উপনিষৎ ২; মুণ্ডক উপনিষৎ ২/২/১১; কঠ উপনিষৎ ২/২/১৫; শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ ৬/১৪।

জগৎপ্রপঞ্চকে) জানতে ([লোকে বা প্রাণিগণ] জানিতেছে), তম্ (তাহাকে) অন্যেন কেন (অন্য কোন্ দৃশ্য-পদার্থের সাহায্যে) জানতাম্ (জানিবে)? বিজ্ঞাতারম্ (বিজ্ঞাতাকে) কেন (কোন্ [দৃশ্যরূপ] পদার্থের দ্বারা) বিদ্যাৎ (জানিবে)? সাধনম্ তু (জ্ঞানের সাধন যে মন-বুদ্ধি প্রভৃতি তাহারা) বেদ্যে (জ্ঞেয় বিষয়ে) শক্তম্ (কার্যকর) ॥ ১৭ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যে সাক্ষিরূপ চৈতন্যের দ্বারা লোকে এই দৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চকে জানিতেছে, তাঁহাকে অন্য কোন্ দৃশ্যপদার্থের সাহায্যে জানিবে? কেননা, যিনি বিজ্ঞাতা তাঁহার আবার বিজ্ঞাতা কে হইতে পারে? জ্ঞানের সাধন যে মন, বুদ্ধি প্রভৃতি তাহারা তো নিজ-নিজ জ্ঞেয় বিষয়ে কার্যকর হয় ॥ ১৭ ॥[১]

**স বেত্তি বেদ্যং তৎ সর্বং নান্যস্তস্যাস্তি বেদিতা ।**
**বিদিতাবিদিতাভ্যাং তৎ পৃথগ্‌বোধস্বরূপকম্ ॥ ১৮ ॥**

***অন্বয় ঃ*** সঃ (আত্মা) তৎ সর্বম্ (সেই সব) বেদ্যম্ (জ্ঞাতব্য বা জ্ঞেয় পদার্থকে) বেত্তি (জানেন)। তস্য (তাঁহার) বেদিতা (জ্ঞাতা) অন্যঃ (অন্য কেহ) ন অস্তি (নাই)। তৎ (সেই) বোধ-স্বরূপকম্ (জ্ঞানস্বরূপ আত্মা) বিদিত-অবিদিতাভ্যাম্ (বিদিত এবং অবিদিত সমস্ত বস্তু হইতে) পৃথক্ (ভিন্ন) ॥ ১৮ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সেই আত্মা জগতের সমস্ত জ্ঞেয় পদার্থকে জানেন। তাঁহার জ্ঞাতা অন্য কেহ নাই[২]। সেই জ্ঞানস্বরূপ আত্মা সমস্ত বিদিত অর্থাৎ জ্ঞাত এবং অবিদিত অর্থাৎ অজ্ঞাত বস্তু হইতে ভিন্ন[৩] ॥ ১৮ ॥

**বোধেঽপ্যনুভবো যস্য ন কথঞ্চন জায়তে ।**
**তং কথং বোধয়েচ্ছাস্ত্রং লোষ্ট্রং নরসমাকৃতিম্ ॥ ১৯ ॥**

***অন্বয় ঃ*** যস্য (যে মূঢ়ের) বোধে অপি (ঘটাদির বোধেও) অনুভবঃ (বোধের অনুভব) কথঞ্চন (কোন প্রকারে) ন জায়তে (হয় না), তম্ (সেই) নরসমাকৃতিম্ (মনুষ্যরূপী) লোষ্ট্রম্ (মাটির ঢেলাকে) শাস্ত্রম্ (শাস্ত্র) কথম্ (কিপ্রকারে) বোধয়েৎ (বুঝাইবে)? ॥ ১৯ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যে মূঢ় ব্যক্তির ঘটাদির বোধেও কোন প্রকার বোধ বা

---

১ দ্রষ্টব্য ঃ— বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ৪/৫/১৫; কঠ উপনিষৎ ২/৩/১৩
২ শ্বেঃ উঃ ৩/১৯
৩ কেন উঃ ৩

অনুভব উৎপন্ন হয় না, সেই নরাকৃতি মাটির ঢেলাকে অর্থাৎ জড়কে কি প্রকারে শাস্ত্র বুঝাইবে ? ১৯ ॥[১]

**জিহ্বা মেঽস্তি ন বেত্যুক্তির্লজ্জায়ৈ কেবলং যথা ।**
**ন বুধ্যতে ময়া বোধো বোধ্যব্য ইতি তাদৃশী ॥২০॥**

***অন্বয় ঃ*** "মে (আমার) জিহ্বা (জিহ্বা) অস্তি (আছে) ন বা (অথবা নাই)" ইতি উক্তিঃ (এই প্রকার উক্তি) যথা (যেমন) কেবলম্ (কেবলমাত্র) লজ্জায়ৈ (লজ্জারই কারণ [হয়]); "ময়া (আমার দ্বারা) বোধঃ (বোধ কাহাকে বলে) ন বুধ্যতে (বুঝা হয়নি), বোধ্যব্যঃ (পরে বুঝিব)"—ইতি (এইরূপ উক্তি) তাদৃশী (সেইরূপ [লজ্জার কারণ]) ।। ২০।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** "আমার জিহ্বা আছে অথবা নাই"—এইরূপ উক্তি যেমন লজ্জাকর হয়, তেমনি "বোধ কাহাকে বলে আমি বুঝিতে পারি নাই, পরে বুঝিব"—এইরূপ উক্তিও তদ্রূপ ॥২০॥

**যস্মিন্ যস্মিন্নস্তি লোকে বোধস্তত্তদুপেক্ষণে ।**
**যদ্ বোধমাত্রং তদ্ ব্রহ্মেত্যেবং ধীর্ব্রহ্মনিশ্চয়ঃ ॥২১॥**

***অন্বয় ঃ*** লোকে (সংসারে) যস্মিন্ যস্মিন্ (যে-যে বস্তুবিষয়ে) বোধঃ (জ্ঞান) অস্তি (হয়), তৎ-তৎ-উপেক্ষণে (সেই-সেই বস্তু মাত্রের উপেক্ষাতে অর্থাৎ পরিত্যাগে) যৎ (যে) বোধমাত্রম্ (জ্ঞানমাত্র), [অবশিষ্ট থাকে] তৎ (তাহা) ব্রহ্ম ইতি (ব্রহ্ম) এবম্ (এইপ্রকার) ধীঃ (বুদ্ধি) ব্রহ্মনিশ্চয়ঃ (ব্রহ্মনিশ্চয় বা ব্রহ্মজ্ঞান [বলিয়া উক্ত হয়] )॥ ২১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সংসারে যে-যে বস্তুবিষয়ে জ্ঞান হয়, সেই-সেই বস্তুজ্ঞান হইতে বস্তুকে উপেক্ষা বা পরিত্যাগ করিলে যে জ্ঞানমাত্র অবশিষ্ট থাকে তাহা ব্রহ্ম—এই প্রকার বুদ্ধিকে ব্রহ্মনিশ্চয় বলে ॥২১॥

**পঞ্চকোশপরিত্যাগে সাক্ষিবোধাবশেষতঃ ।**
**স্বস্বরূপং স এব স্যাচ্ছূন্যত্বং তস্য দুর্ঘটম্ ॥২২॥**

***অন্বয় ঃ*** পঞ্চকোশ-পরিত্যাগে (অন্নময়াদি পঞ্চকোশেব পরিত্যাগ করিলে), [যে] সাক্ষিবোধ-অবশেষতঃ (সাক্ষিরূপ বোধ অবশিষ্ট থাকে) সঃ এব (তাহাই) স্ব-স্ব-রূপম্ (ব্রহ্ম ও আত্মা উভয়েরই অভিন্ন স্বরূপ) স্যাৎ (হয়), তস্য (তাহার) শূন্যত্বম্ (শূন্যত্ব প্রতিপাদন করা) দুর্ঘটম্ (অসম্ভব) ॥ ২২॥

১ তাৎপর্য ঃ দণ্ডধারী কোন পুরুষের জ্ঞানে দণ্ড ও পুরুষ উভয়ের অভিন্নজ্ঞান একই সঙ্গে হয়। সেইরূপ অনুভবস্বরূপ আত্মার জ্ঞানে আত্মাতে অনুভবের অভাবজ্ঞান হইতে পারে না। অতএব ঘটাদির জ্ঞানে যদি ঘটে জ্ঞানের অভাব কেউ দেখেন, তাহা হইলে তিনি জড়বৎ মনুষ্য অর্থাৎ নির্বোধ।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অন্নময়াদি পঞ্চকোশের পরিত্যাগ করিলে অর্থাৎ বুদ্ধিদ্বারা তাহাদের অনাত্মতা-নিশ্চয় করিলে যে সাক্ষিস্বরূপ বোধ অবশিষ্ট থাকে, তাহাই ব্রহ্ম ও আত্মা উভয়ের অভিন্নস্বরূপ। তাহার শূন্যত্ব প্রতিপাদন করা অসম্ভব ॥২২॥

**অস্তি তাবৎ স্বয়ং নাম বিবাদাবিষয়ত্বতঃ ।**
**স্বস্মিন্নপি বিবাদশ্চেৎ প্রতিবাদ্যত্র কো ভবেৎ ॥২৩॥**

***অন্বয় ঃ*** স্বয়ম্ (স্ব-স্বরূপ) তাবৎ অস্তি নাম (সর্বদাই আছে, ইহা সর্বজন-স্বীকৃত), বিবাদ-অবিষয়ত্বতঃ (কারণ তাহা বিবাদের অবিষয়)। স্বস্মিন্ অপি (নিজের অস্তিত্ব বিষয়েও) বিবাদঃ চেৎ (যদি কেহ বিবাদ করে), অত্র (এই বিবাদে) কঃ (কে) প্রতিবাদী ভবেৎ (প্রতিবাদী হইবে) ? ॥২৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** নিজের অস্তিত্ব সর্বদাই আছে, ইহা সর্বজনস্বীকৃত। কারণ এই বিষয়ে কোন সন্দেহই হইতে পারে না। নিজের অস্তিত্ব লইয়া যদি কেহ সন্দেহ উত্থাপন করে, তবে এই বিবাদের বা সন্দেহের প্রতিবাদী কে হইবে ? ॥ ২৩॥

**স্বাসত্ত্বং তু ন কস্মৈচিদ্রোচতে বিভ্রমং বিনা ।**
**অতএব শ্রুতির্বাধং ব্রূতে চাসত্ত্ববাদিনঃ ॥২৪॥**

***অন্বয় ঃ*** স্ব-অসত্ত্বম্ তু (নিজের অভাব কিন্তু) বিভ্রমম্ বিনা (ভ্রান্তি ছাড়া) কস্মৈচিৎ (কাহারও) ন রোচতে (রুচিকর হয় না)। অতএব চ (এই নিমিত্তই) শ্রুতিঃ (শ্রুতি) অসত্ত্ববাদিনঃ (শূন্যবাদীর) বাধম্ ব্রূতে (নিষেধ বলিতেছেন) ॥২৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** আপনার অস্তিত্বহীনতা অর্থাৎ 'আমি নাই' এইরূপ ধারণা করা ভ্রম ব্যতিরেকে অন্য অবস্থায় কাহারও রুচিকর হয় না। এই নিমিত্তই শ্রুতি[১] শূন্যবাদীর নিষেধ করিতেছেন ॥২৪॥

**অসদ্ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ স্বয়মেব ভবেদসৎ ।**
**অতোঽস্য মা ভূদ্বেদ্যত্বং স্বসত্ত্বন্ত্বভ্যুপেয়তাম্ ॥২৫॥**

***অন্বয় ঃ*** ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) অসৎ ইতি (অসৎ, এইরূপ) বেদ চেৎ (যদি কেহ জানে), [তাহা হইলে] স্বয়ম্ এব (নিজেই) অসৎ ভবেৎ (অসৎ হইয়া যায়)। অতঃ (অতএব) অস্য (ব্রহ্মের) বেদ্যত্বম্ (জ্ঞানের বিষয় হওয়া) মা ভূৎ (নাই হউক), স্বসত্ত্বং (নিজের অস্তিত্বরূপ যে ব্রহ্মের অস্তিত্ব, তাহা) তু (কিন্তু) অভ্যুপেয়তাম্ (মানিতে হইবে) ॥২৫॥

---

১ শ্রুতিবচনটি এইরূপ ঃ—

অসন্নেব স ভবতি অসদ্ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ ।
অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ সন্তমেনং ততো বিদুঃ ॥ —তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, ব্রহ্মবল্লী ৬/১।

*বঙ্গানুবাদ ঃ* যদি কেহ ব্রহ্মকে অসৎ বলিয়া জানে তাহা হইলে সে নিজেই অসৎ হইয়া যায়। অতএব 'ব্রহ্ম, জ্ঞানের বিষয় হয় না'—এরূপ বলিতে পার বটে, কিন্তু নিজের অস্তিত্বরূপ যে ব্রহ্মের অস্তিত্ব, তাহা মানিতে হইবে।। ২৫ ।।

**কীদৃক্তর্হীতি চেৎপৃচ্ছেরীদৃক্তা নাস্তি তত্র হি ।**
**যদনীদৃগতাদৃক্ চ তৎস্বরূপং বিনিশ্চিনু ।।২৬।।**

*অন্বয় ঃ* (আত্মা) কীদৃক্ (কিরূপ) ইতি (এইভাবে) পৃচ্ছেঃ চেৎ (যদি জিজ্ঞাসা কর) তর্হি (তদুত্তরে বলি) তত্র (সেই আত্মার) ঈদৃক্তা ('এইরূপ' বলিয়া বিশিষ্ট হইবার যোগ্যতা) ন হি অস্তি (নাইই)। যৎ (যাহা) অনীদৃক্ (ঈদৃক্ নহেন) চ অতাদৃক্ (তাদৃক্ও নহেন) তৎ (তাহা) স্বরূপম্ (তাঁহার নিজের স্বরূপ), বিনিশ্চিনু (এইরূপে নিশ্চয় কর) ।।২৬।।

*বঙ্গানুবাদ ঃ* যদি জিজ্ঞাসা কর ব্রহ্ম বা আত্মা কিরূপ? তদুত্তরে বলি, 'আত্মা এইরূপ' এইভাবে আত্মাকে নির্দিষ্ট করা যায় না। অতএব, যাহা 'এইরূপ নহে' বা 'সেইরূপ নহে' অবশেষে তাহাই তাঁহার স্বরূপ বলিয়া নিশ্চয় কর।। ২৬।।[১]

**অক্ষাণাং বিষয়স্ত্বীদৃক্ পরোক্ষস্তাদৃগুচ্যতে ।**
**বিষয়ী নাক্ষবিষয়ঃ স্বত্বান্নাস্য পরোক্ষতা ।।২৭।।**

*অন্বয় ঃ* অক্ষাণাম্ (ইন্দ্রিয়ের) বিষয়ঃ (বিষয়কে) ঈদৃক্ (এইরূপ), পরোক্ষঃ (পরোক্ষ বস্তুকে) তাদৃক্ (সেইরূপ) উচ্যতে (বলা যায়)। তু (কিন্তু) বিষয়ী (যাহা বিষয়ের প্রকাশক তাহা) অক্ষবিষয়ঃ ন (ইন্দ্রিয়ের বিষয় হয় না)। স্বত্বাৎ (আপনারই স্বরূপ বলিয়া) অস্য (এই আত্মার) পরোক্ষতা ন (পরোক্ষতা নাই) ।।২৭।।

*বঙ্গানুবাদ ঃ* যে বস্তু ইন্দ্রিয়ের বিষয় হয়, তাহাকে 'এইরূপ' শব্দদ্বারা এবং যাহা পরোক্ষ (স্বর্গ-নরক প্রভৃতি) তাহাকে 'সেইরূপ' শব্দদ্বারা বুঝানো হয়। আর যাহা সর্ববস্তু প্রকাশক বা বিষয়ী, তাহা ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে পারে না (অতএব, আত্মাকে 'এইরূপ' শব্দদ্বারা বুঝানো যায় না)। আবার এই আত্মা স্ব-স্বরূপ বলিয়া তাঁহার পরোক্ষত্ব নাই (অর্থাৎ 'সেইরূপ' শব্দ দ্বারা তাঁহাকে নির্দিষ্ট করা যায় না) ।।২৭।।

**অবেদ্যোঽপ্যপরোক্ষোঽতঃ স্বপ্রকাশো ভবত্যয়ম্ ।**
**সত্যং জ্ঞানমনন্তঞ্চেত্যস্তীহ ব্রহ্মলক্ষণম্ ।।২৮।।**

*অন্বয় ঃ* অয়ম্ (এই আত্মা) অবেদ্যঃ অপি (জ্ঞানের অবিষয় হইয়াও)

১ তুলনীয় ঃ বৃহদারণ্যক উঃ ৩/৪/২

অপরোক্ষঃ (প্রত্যক্ষস্বরূপ)। অতঃ (অতএব), (তিনি) স্বপ্রকাশঃ ভবতি (স্বপ্রকাশস্বরূপ)। চ (এবং) "সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্ চ" (সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্তস্বরূপ) ইতি ব্রহ্মলক্ষণম্ (এই শ্রুতিবাক্যদ্বারা যে ব্রহ্মের লক্ষণ কথিত হইয়াছে, তাহা) ইহ অস্তি (এই আত্মায় বিদ্যমান) ॥ ২৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এই আত্মা জ্ঞানের অবিষয় হইয়াও অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষস্বরূপ। সুতরাং তিনি স্বপ্রকাশ। "সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্" এই শ্রুতিবাক্যে (তৈত্তিরীয় উঃ, ২/১/১) ব্রহ্মের যে লক্ষণ কথিত হইয়াছে তাহা এই আত্মায় বিদ্যমান। (সুতরাং আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ; শূন্য নহেন।) ॥২৮॥

**সত্যত্বং বাধরাহিত্যং জগদ্বাধৈকসাক্ষিণঃ ।**
**বাধঃ কিং সাক্ষিকো ব্রূহি ন ত্বসাক্ষিক ইষ্যতে ॥ ২৯॥**

***অন্বয় ঃ*** বাধরাহিত্যম্ (বাধহীনতাকে) সত্যত্বম্ (সত্যতা) [বলে]। জগৎ-বাধ-একসাক্ষিণঃ (জগতের বাধ ঘটিলে অর্থাৎ জগতের মিথ্যাত্ব নিশ্চয় করিলে যিনি একমাত্র সাক্ষিরূপে বিদ্যমান থাকেন, তাঁহার) বাধঃ (বিনাশ) কিংসাক্ষিকঃ [স্যাৎ] (কোন্ সাক্ষির বিদ্যমানতায় ঘটিবে) ব্রূহি (বল)। [কারণ] অসাক্ষিকঃ [বাধঃ] (সাক্ষিরহিত বাধ) তু ন ইষ্যতে (কিন্তু মানিতে পারা যায় না) ॥ ২৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বাধহীনতাকে (ত্রিকালাবাধিততাকে) সত্যতা বলে। জগতের বাধ বা ধ্বংস ঘটিলে যিনি একমাত্র সাক্ষিরূপে বিদ্যমান থাকেন, তাঁহার বিনাশ কাহার সাক্ষাতে ঘটিবে তাহা বল। কারণ সাক্ষিরহিত বিনাশ-তো মানিতে পারা যায় না ॥২৯॥

**অপনীতেষু মূর্তেষু হ্যমূর্তং শিষ্যতে বিয়ৎ ।**
**শক্যেষু বাধিতেষ্বন্তে শিষ্যতে যত্তদেব তৎ ॥৩০॥**

***অন্বয় ঃ*** মূর্তেষু অপনীতেষু (ঘটাদি মূর্তিমান পদার্থসকল সরাইয়া লইলে) অমূর্তম্ (মূর্তিহীন) বিয়ৎ হি (আকাশই) শিষ্যতে (অবশেষরূপে থাকিয়া যায়)। শক্যেষু বাধিতেষু (বাধযোগ্য পদার্থসকলের বাধ হইলে) অন্তে (শেষে) যৎ (যে [জ্ঞানমাত্র]) শিষ্যতে (অবশেষরূপে থাকিয়া যায়) তৎ এব (তাহাই) তৎ (সেই আত্মা বা ব্রহ্ম) ॥৩০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ঘটাদি মূর্তিমান পদার্থসকল (গৃহ হইতে) সরাইয়া ফেলিলে অথবা ধ্বংস করিয়া ফেলিলে যেমন মূর্তিহীন আকাশই (যাহাকে আর সরানো যায় না, যাহা অবকাশরূপ) অবশিষ্ট থাকিয়া যায়, তদ্রূপ বাধযোগ্য সকল

পদার্থের বিনাশের অন্তে[১] এই বাধের সাক্ষিরূপ যে জ্ঞানমাত্র থাকিয়া যায়, তাহাই সেই আত্মা বা ব্রহ্ম ॥৩০ ॥

**সর্ববাধে ন কিঞ্চিচ্চেদ্ যন্ন কিঞ্চিত্তদেব তৎ ।**
**ভাষা এবাত্র ভিদ্যন্তে নির্বাধং তাবদস্তি হি ॥৩১॥**

***অন্বয় ঃ*** সর্ববাধে (বাধযোগ্য সকল পদার্থের বাধ হইলে) ন কিঞ্চিৎ চেৎ (যদি আর কিছুই অবশিষ্ট না থাকে বল), [তাহা হইলে] 'ন কিঞ্চিৎ' যৎ (যাহাকে 'কিছুই না' বলিয়া বর্ণনা করিতেছ) তৎ এব (তাহাই) তৎ (তাহা)। অত্র (এইখানে) ভাষাঃ এব (ভাষাই) ভিদ্যন্তে (ভেদপ্রাপ্ত হইয়াছে), নির্বাধম্ (বাধরহিত বস্তু) তাবৎ (কিন্তু/পক্ষান্তরে) অস্তি হি (থাকিয়াই যাইতেছে) ॥ ৩১ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বাধযোগ্য সর্বপদার্থের বাধ হইয়া গেলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা যদি 'কিছুই না' এইরূপ বল, তাহা হইলে যাহাকে 'কিছুই না' বলিয়া বলিতেছ, তাহাই সেই (অর্থাৎ আত্মা বা ব্রহ্ম)। এস্থলে ভাষাই কেবল ভিন্ন। (যেমন একই বস্তুর বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন নাম।) কিন্তু বাধরহিত সাক্ষিচৈতন্যরূপ বস্তু থাকিয়াই যাইতেছে (অর্থাৎ তাঁহার নাশ নাই) ॥৩১ ॥

**অতএব শ্রুতির্বাধ্যং বাধিত্বা শেষয়ত্যদঃ ।**
**স এষ নেতি নেত্যাত্মেত্যতদ্ব্যাবৃত্তিরূপতঃ ॥৩২॥**

***অন্বয় ঃ*** অতএব (অতএব) সঃ (সেই) এষঃ (এই) আত্মা (আত্মা) ন ইতি, ন ইতি (ইহা নহে, ইহা নহে) ইতি (এইরূপে) শ্রুতিঃ (শ্রুতি) অতৎ-ব্যাবৃত্তি-রূপতঃ (অনাত্মজগতের নিষেধকরতঃ) বাধ্যম্ (বাধযোগ্য সকল বস্তুকে) বাধিত্বা (নিষেধ করিয়া) অদঃ (সাক্ষিচৈতন্যকে) শেষয়তি (অবশিষ্টরূপে প্রতিপাদন করিতেছেন)॥ ৩২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অতএব, "সেই এই আত্মা 'ইহা নহে', 'ইহা নহে' "—এইরূপে শ্রুতি অনাত্ম সকল পদার্থের নিষেধের দ্বারা, বাধযোগ্য সকল পদার্থের নিষেধ করিয়া, অবাধিত সাক্ষিচৈতন্যকে অবশিষ্টরূপে প্রতিপাদন করিতেছেন ॥৩২॥

**ইদং রূপং তু যদ্যাবত্তৎ ত্যক্তুং শক্যতেঽখিলম্ ।**
**অশক্যো হ্যনিদংরূপঃ স আত্মা বাধবর্জিতঃ ॥ ৩৩॥**

১ অর্থাৎ "নেতি নেতি" (ইহা নহে, ইহা নহে)—এই শ্রুতিবচন-বলে সকল পদার্থ নিরাকৃত হইলে। শ্রুতিবচনটি এইরূপ—"স এষ নেতি নেতি আত্মা অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে, অশীর্য্যো ন হি শীর্য্যতে, অসঙ্গো ন হি সজ্যতে" ইত্যাদি (বৃহদারণ্যক ৪/৪/২২)। আরও দ্রষ্টব্য—বৃঃ উঃ ২/৩/৬, ৩/৯/২৬, ৪/২/৪, ৪/৫/১৫।

**অন্বয় ঃ** ইদং-রূপম্ ('এই' শব্দদ্বারা নির্দিষ্ট) যৎ (যত পরিমাণ) যাবৎ (যত প্রকারের), (সৃষ্ট বস্তু আছে) তৎ তু অখিলম্ (তাহার সবই) ত্যক্তুম্ (পরিত্যাগ করিতে) শক্যতে (পারা যায়)। অনিদংরূপঃ হি (যাহাকে 'এই' বলিয়া নির্দেশ করা যায় না, সেই বস্তুকেই) অশক্যঃ (পরিত্যাগ করা যায় না)। সঃ আত্মা ( সে-ই আত্মা) বাধবৰ্জিতঃ (বাধের অযোগ্য) ॥৩৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যে পরিমাণ ও যতপ্রকার বস্তুকে 'এই' শব্দদ্বারা নির্দেশ করা যায়, তাহার সব কিছুই পরিত্যাগ করিতে পারা যায়। যাহাকে 'এই' বলিয়া নির্দেশ করা যায় না, সে-বস্তু অপরিত্যাজ্য; অবাধিত সেই বস্তুই আত্মা ॥৩৩॥

**সিদ্ধং ব্রহ্মণি সত্যত্বং জ্ঞানত্বং তু পুরেরিতম্ [১] ।**
**স্বয়মেবানুভূতিত্বাদিত্যাদিবচনৈঃ স্ফুটম্ ॥৩৪॥**

**অন্বয় ঃ** ব্রহ্মণি সত্যত্বম্ (ব্রহ্মের লক্ষণ বলিতে শ্রুতি যে 'সত্যত্ব'-এর উল্লেখ করিয়াছেন) সিদ্ধম্ (তাহা আত্মায়ও সিদ্ধ হইয়াছে)। "স্বয়মেবানুভূতিত্বাৎ" ("আত্মা নিজেই নিত্যজ্ঞানস্বরূপ") ইত্যাদি বচনৈঃ (ইত্যাদি শ্লোকটি দ্বারা) জ্ঞানত্বম্ তু (আত্মার জ্ঞানরূপতাও) পুরা (পূর্বে) স্ফুটম্ ঈরিতম্ (স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে) ॥৩৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ব্রহ্মের লক্ষণ বলিতে ("সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"-এই বচনে) শ্রুতি যে 'সত্যত্ব'-এর কথা বলিয়াছেন, তাহা আত্মাতেও সিদ্ধ হইল। (২৯নং শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া) আর "আত্মা নিজেই জ্ঞানস্বরূপ" ইত্যাদি ত্রয়োদশ শ্লোকের দ্বারা আত্মার জ্ঞানরূপতা পূর্বেই স্পষ্টভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥৩৪॥

**ন ব্যাপিত্বাদ্দেশতোঽন্তো নিত্যত্বান্নাপি কালতঃ ।**
**ন বস্তুতোঽপি সার্বাত্ম্যাদানন্ত্যং ব্রহ্মণি ত্রিধা ॥৩৫॥**

**অন্বয় ঃ** ব্যাপিত্বাৎ (ব্যাপক বলিয়া) দেশতঃ (দেশদ্বারা), (ব্রহ্মের) অন্তঃ (পরিচ্ছেদ) ন [ভবতি] (হইতে পারে না); নিত্যত্বাৎ (নিত্য বলিয়া), কালতঃ অপি (কালের দ্বারাও) ন ([ পরিচ্ছেদ] হয় না); সার্বাত্ম্যাৎ (সর্ববস্তুর আত্মা বলিয়া) বস্তুতঃ অপি (বস্তুদ্বারাও) ন (পরিচ্ছেদ হয় না)। ব্রহ্মণি (ব্রহ্মে) আনন্ত্যম্ (অনন্ততা) ত্রিধা (এই তিন প্রকার) ॥৩৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ব্রহ্ম ব্যাপক বলিয়া দেশদ্বারা ব্রহ্মের পরিচ্ছেদ হইতে পারে না; নিত্য বলিয়া ব্রহ্মের কালদ্বারা পরিচ্ছেদ হয় না; আর সর্ববস্তুর স্বরূপ বলিয়া

১ পুরোদিতম্ ইতি পাঠান্তর

বস্তুদ্বারাও ব্রহ্মের পরিচ্ছেদ সম্ভব নয়। ব্রহ্মের এই তিন প্রকার (ব্যাপিত্ব, নিত্যত্ব ও সর্বাত্মত্ব) অনন্ততা আছে ॥৩৫॥[১]

**দেশকালান্যবস্তূনাং কল্পিতত্বাচ্চ মায়য়া ।**
**ন দেশাদিকৃতোঽন্তোঽস্তি ব্রহ্মানন্ত্যং স্ফুটং ততঃ ॥৩৬॥**

***অন্বয় ঃ*** চ (এবং) দেশ-কাল-অন্যবস্তূনাম্ (দেশ, কাল ও অন্যান্য অনাত্ম বস্তুসকলে) মায়য়া (মায়ার দ্বারা) কল্পিতত্বাৎ (কল্পিত বলিয়া) [ব্রহ্মের] দেশাদিকৃতঃ (দেশাদিকৃত) অন্তঃ ন অস্তি (অন্ত নাই)। ততঃ (সেইহেতু) ব্রহ্মানন্ত্যম্ (ব্রহ্মের অনন্ততা) স্ফুটম্ (স্পষ্ট) ॥৩৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এবং দেশ, কাল এবং অন্যান্য অনাত্ম বস্তুসকল মায়ার দ্বারা কল্পিত বলিয়া ব্রহ্মের দেশাদিকৃত পরিচ্ছেদ নাই। (দেশ, কাল প্রভৃতি মায়াদ্বারা ব্রহ্মে কল্পিত বলিয়া ব্রহ্মের ইহাদের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হওয়া অযৌক্তিক।) সেইহেতু ব্রহ্মের অনন্ততা স্পষ্ট ॥৩৬॥[২]

**সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্ব্রহ্ম তদ্বস্তু তস্য তৎ ।**
**ঈশ্বরত্বঞ্চ জীবত্বমুপাধিদ্বয়কল্পিতম্ ॥৩৭॥**

***অন্বয় ঃ*** যৎ (যাহা) সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্ ব্রহ্ম (সত্য-জ্ঞান-অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম) তৎ (তাহা) বস্তু (পারমার্থিক বস্তু) তস্য (তাহার) তৎ (সেই) ঈশ্বরত্বম্ জীবত্বম্ চ (ঈশ্বরভাব ও জীবভাব) উপাধিদ্বয়-কল্পিতম্ (উপাধি-দুইটি দ্বারা কল্পিত) ॥৩৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যাহা সত্য-জ্ঞান-অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম তাহাই বস্তু অর্থাৎ পারমার্থিক। ব্রহ্মের যে (লোকপ্রসিদ্ধ) ঈশ্বরভাব ও জীবভাব তাহা উপাধি দুইটি দ্বারা কল্পিত। (ব্রহ্ম মায়া উপাধিদ্বারা ঈশ্বরভাব এবং পঞ্চকোশ উপাধিদ্বারা জীবভাব প্রাপ্ত হন বলিয়া ভ্রম হয়।) ॥৩৭॥

**শক্তিরস্ত্যৈশ্বরী কাচিৎ সর্ববস্তুনিয়ামিকা ।**
**আনন্দময়মারভ্য গূঢ়া সর্বেষু বস্তুষু ॥৩৮॥**

***অন্বয় ঃ*** সর্ববস্তুনিয়ামিকা (সকল বস্তুর নিয়ামিকা) কাচিৎ (কোন) ঐশ্বরী শক্তিঃ (ঈশ্বরের উপাধিরূপ শক্তি) অস্তি (আছে)। আনন্দময়ম্ (আনন্দময় কোশ

---

১ নিত্যং বিভুং সর্বগতং সুসূক্ষ্মম্—মুণ্ডক উঃ ১/১/৬; আকাশবৎ সর্বগতশ্চ নিত্যঃ—মাণ্ডুক্যকারিকা ৩/৩, গীতা ২/২৪; নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্—শ্বেতাশ্বতর উঃ ৬/১৩; সর্বং হ্যেতদ্ব্রহ্ম—মাঃ উঃ ২; ব্রহ্মৈবেদং সর্বম্—নৃঃ উঃ তাঃ উঃ ৭, মুঃ উঃ ২/২/১১, বৃঃ উঃ ৪/৫/৭, ৫/৩/১—প্রভৃতি শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্মের ব্যাপিত্ব, নিত্যত্ব ও সর্বাত্মত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে ।

২ তৎ এতৎ সত্যম্, আত্মা ব্রহ্ম এব, অত্র হি এবম্ ন বিচিকিৎস্যম্ ইতি ওঁ সত্যম্—নৃসিংহোত্তরতাপনীয় উঃ ৫; অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম—বৃঃ উঃ ২/৫/১৯ দ্রষ্টব্য।

হইতে) আরভ্য (আরম্ভ করিয়া) [সা] (সেই শক্তি) সর্বেষু বস্তুষু (সমস্ত বস্তুতে) গূঢ়া (গুপ্তভাবে রহিয়াছেন) ॥৩৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ঈশ্বরের উপাধিরূপ সকল বস্তুর নিয়ামিকা কোন শক্তি আছেন। সেই শক্তি আনন্দময় কোশ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত বস্তুতে গুপ্তভাবে রহিয়াছেন ॥৩৮॥

**বস্তুধর্মা নিয়ম্যেরন্ শক্ত্যা নৈব যদা তদা ।**
**অন্যোন্যধর্মসাঙ্কর্যাদ্ বিপ্লবেত জগৎ খলু ॥৩৯॥**

***অন্বয় ঃ*** বস্তুধর্মাঃ (বস্তুর ধর্মসমূহ) যদা (যদি) শক্ত্যা এব (শক্তিদ্বারাই) ন নিয়ম্যেরন্ (নিয়মিত না হয়), তদা (তাহা হইলে) অন্যোন্য-ধর্ম-সাঙ্কর্যাৎ (পরস্পরের ধর্মের মিশ্রণের ফলে) জগৎ (জগৎ) বিপ্লবেত (নিয়মশৃঙ্খলাহীন হইয়া যাইত)। খলু (ইহা প্রসিদ্ধ) ॥৩৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বস্তুর ধর্মসমূহ যদি শক্তিদ্বারা নিয়মিত না হয়, তাহা হইলে একবস্তুর ধর্ম অন্যবস্তুর ধর্মের সহিত মিশিয়া জগতের শৃঙ্খলা ভঙ্গ হইবে, একথা সকলেই বুঝে ॥৩৯॥

**চিচ্ছায়াবেশতঃ শক্তিশ্চেতনেব বিভাতি সা ।**
**তচ্ছক্ত্যুপাধিসংযোগাদ্ ব্রহ্মৈবেশ্বরতাং ব্রজেৎ ॥৪০॥**

***অন্বয় ঃ*** সা শক্তিঃ (সেই শক্তি) চিচ্ছায়া-আবেশতঃ (চিদাভাসের আবেশবশতঃ) চেতনা ইব (চেতনের ন্যায়) বিভাতি (প্রতীত হয়)। তৎ-শক্তি-উপাধি-সংযোগাৎ (সেই শক্তিরূপ উপাধির সংযোগবশতঃ) ব্রহ্ম এব (ব্রহ্মই) ঈশ্বরতাম্ (ঈশ্বরভাব) ব্রজেৎ (প্রাপ্ত হন) ॥৪০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সেই শক্তি, চিদাভাসের আবেশবশতঃ চেতনবৎ প্রতীত হন; (সেইহেতু সেই শক্তিতে জগতের নিয়ামকত্ব সম্ভব হয়)। সেই শক্তিরূপ উপাধির সংযোগবশতঃ ব্রহ্ম ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হন ॥৪০॥

**কোশোপাধিবিবক্ষায়াং যাতি ব্রহ্মৈব জীবতাম্ ।**
**পিতাপিতামহশ্চৈকঃ পুত্রপৌত্রৌ যথা প্রতি ॥৪১॥**

***অন্বয় ঃ*** কোশ-উপাধি-বিবক্ষায়াম্ (পঞ্চকোশরূপ উপাধির পর্যালোচনা করিলে) ব্রহ্ম এব (ব্রহ্মই) জীবতাম্ (জীবভাব) যাতি (প্রাপ্ত হন)। যথা (যেমন) একঃ (একই ব্যক্তি) পুত্র-পৌত্রৌ প্রতি (পুত্র এবং পৌত্রের নিকটে) পিতা পিতামহঃ চ (যথাক্রমে পিতা ও পিতামহ) ॥ ৪১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** পঞ্চকোশরূপ উপাধির সম্বন্ধ হইলে ব্রহ্ম জীবভাব প্রাপ্ত

হন। যেমন একই ব্যক্তি পুত্রের সম্পর্কে পিতা এবং পৌত্রের নিকট পিতামহ হন ॥ ৪১॥

**পুত্রাদেরবিবক্ষায়াং ন পিতা ন পিতামহঃ ।**
**তদ্বন্নেশো নাপি জীবঃ শক্তিকোশা বিবক্ষণে ॥৪২॥**

***অন্বয় ঃ*** পুত্রাদেঃ (পুত্রাদির) অবিবক্ষায়াম্ (প্রসঙ্গ না করিলে অর্থাৎ প্রতি দৃষ্টি না দিলে), (কোন ব্যক্তি) ন পিতা (পিতা নয়) পিতামহঃ ন (পিতামহ নয়); তদ্বৎ (সেইরূপে) শক্তি-কোশ-অবিবক্ষণে (শক্তি ও পঞ্চকোশের প্রসঙ্গ না বলিলে) ঈশঃ ন (ঈশ্বরত্ব নাই), জীবঃ অপি ন (জীবত্বও নাই) ॥৪২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** পুত্রাদির প্রসঙ্গ না টানিলে কোন ব্যক্তি পিতাও নহেন, পিতামহও নহেন। সেইরূপ শক্তি ও কোশের কথা না ধরিলে, ব্রহ্ম ঈশ্বর নন, জীবও নন ।। ৪২।।

**য এবং ব্রহ্ম বেদৈষ ব্রহ্মৈব ভবতি স্বয়ম্ ।**
**ব্রহ্মণো নাস্তি জন্মাতঃ পুনরেষ ন জায়তে ॥ ৪৩॥**

***অন্বয় ঃ*** যঃ (যিনি) এবম্ (এইরূপ [পঞ্চকোশের বিচারদ্বারা]) ব্রহ্ম বেদ (ব্রহ্মকে জানেন) এষঃ স্বয়ম্ (তিনি স্বয়ং) ব্রহ্ম এব ভবতি (ব্রহ্মই হইয়া যান)। ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের) জন্ম (জন্ম) ন অস্তি (নাই); অতঃ (অতএব) এষঃ (ইনি) পুনঃ (পুনরায়) ন জায়তে (জন্মগ্রহণ করেন না) ॥ ৪৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যে (সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন[১]) অধিকারী এই প্রকারে পঞ্চকোশের বিচারদ্বারা (নিজ হইতে অভিন্ন সত্য-জ্ঞান-অনন্তস্বরূপ) ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার করেন সেই পুরুষ নিজে ব্রহ্মই হইয়া যান।[২] ব্রহ্মের জন্ম নাই।[৩] অতএব ব্রহ্মজ্ঞ আর জন্মগ্রহণ করেন না [৪] ॥৪৩॥

**॥ ইতি পঞ্চকোশবিবেক-প্রকরণম্ সমাপ্তম ॥**

॥ পঞ্চকোশবিবেক-প্রকরণ সমাপ্ত হইল ॥

---

১ সাধনচতুষ্টয়—নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক-ইহামুত্রফলভোগবিরাগ-শমদমাদিষট্সম্পত্তি-মুমুক্ষুত্বানি। বিশদ দ্রষ্টব্য বেদান্তসার ৮।

২ "যো হ বৈ এতৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি"—মুণ্ডক উঃ ৩/২/৯; "ব্রহ্মবিৎ আপ্নোতি পরম্"—তৈঃ উঃ ২/১/১—তুলনীয়

৩ "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ"—কঠ উঃ ১/২/১৮ দ্রষ্টব্য

৪ ন চ পুনরাবর্ততে—ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৮/১৫/১;
ন স পুনরাবর্ততে—কালাগ্নিরুদ্র উঃ ২—দ্রষ্টব্য।

# পঞ্চদশী

## চতুর্থ অধ্যায়

### ।। দ্বৈতবিবেক-প্রকরণ ।।

**ঈশ্বরেণাপি জীবেন সৃষ্টং দ্বৈতং বিবিচ্যতে ।**
**বিবেকে সতি জীবেন হেয়ো বন্ধঃ স্ফুটীভবেৎ ।। ১ ।।**

***অন্বয় ঃ*** ঈশ্বরেণ (ঈশ্বরদ্বারা) জীবেন অপি (জীবদ্বারাও) সৃষ্টম্ (সৃষ্ট) দ্বৈতম্ (দ্বৈতরূপ জগৎকে) বিবিচ্যতে (বিচার করিয়া দেখানো হইতেছে)। বিবেকে সতি (এইরূপ বিচারের ফলে) জীবেন (জীবের দ্বারা) হেয়ঃ (পরিত্যাজ্য) বন্ধঃ (বন্ধনকারণ জগৎ) স্ফুটীভবেৎ (স্পষ্টভাবে নির্ণীত হইবে) ।। ১ ।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ঈশ্বর ও জীবদ্বারা রচিত এবং কল্পিত দ্বৈতরূপ জগৎকে বিচারদ্বারা বিভাগ করিয়া প্রদর্শন করা হইতেছে। এইরূপ বিচারের ফলে জীবের দ্বারা পরিত্যাজ্য, বন্ধনের কারণ, এই জগৎ তুচ্ছ বলিয়া স্পষ্টরূপে নির্ণীত হইবে ।। ১ ।।

**মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্ ।**
**স মায়ী সৃজতীত্যাহুঃ শ্বেতাশ্বতরশাখিনঃ ।। ২ ।।**

***অন্বয় ঃ*** মায়াম্ তু (মায়াকে কিন্তু) প্রকৃতিং বিদ্যাৎ (প্রকৃতি বলিয়া জানিবে) তু মায়িনম্ (আর, মায়ার অধিষ্ঠানরূপ মায়ীকে) মহেশ্বরম্ [বিদ্যাৎ] (মহেশ্বর বলিয়া জানিবে)। সঃ মায়ী (সেই মায়ী) সৃজতি (সৃষ্টি করেন) ইতি (এইরূপ) শ্বেতাশ্বতরশাখিনঃ (শ্বেতাশ্বতরশাখাধ্যায়িগণ) আহুঃ (বলেন) ।। ২ ।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** শ্বেতাশ্বতরশাখী ব্রাহ্মণগণ বলেন[১]—মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে এবং মায়ীকে অর্থাৎ মায়ার অধিষ্ঠানকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে। সেই মায়ীই অর্থাৎ মায়া উপাধিবিশিষ্ট ঈশ্বরই জগৎ সৃজন করেন ।। ২ ।।

**আত্মাবা ইদমগ্রেঽভূৎ স ঐক্ষত সৃজা ইতি ।**
**সঙ্কল্পেনাসৃজল্লোকান্ স এতানিতি বহ্বৃচাঃ ।। ৩ ।।**

***অন্বয় ঃ*** ইদম্ (এই দৃশ্যমান জগৎ) অগ্রে (সৃষ্টির পূর্বে) আত্মা বৈ অভূৎ

১ তুলনীয়—শ্বেতাশ্বতর উঃ ৪/৯

(আত্মাই ছিল)। সঃ (সেই আত্মা) সৃজে (সৃষ্টি করি) ইতি ঐক্ষত (এইরূপ ইচ্ছা করিলেন), সঃ (সেই আত্মা) সংকল্পেন (সংকল্পের দ্বারা) এতান্ লোকান্ (এই লোকসমূহ) অসৃজৎ (সৃষ্টি করিলেন) ইতি বহ্বৃচাঃ [পঠন্তি] (এইভাবে ঋক্‌শাখাধ্যায়িগণ পাঠ করেন) ॥৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ঋক্‌শাখাধ্যায়িগণ বলেন[১] —এই দৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টির পূর্বে আত্মাই ছিলেন। তিনি সংকল্প করিলেন, 'আমি লোকসকল সৃজন করি।' এই সংকল্পের দ্বারা তিনি লোকসকল সৃজন করিলেন ॥৩॥

**খং বায়ুগ্নিজলোর্ব্যোষধ্যন্নদেহাঃ ক্রমাদমী ।**
**সম্ভূতা ব্রহ্মণস্তস্মাদেতস্মাদাত্মনোঽখিলাঃ ॥৪॥**

***অন্বয় ঃ*** খম্ (আকাশ) বায়ু-অগ্নি-জল-উর্বী-ওষধি-অন্ন-দেহাঃ (বায়ু, অগ্নি, জল, ক্ষিতি, ওষধি, অন্ন ও দেহ) অমী অখিলাঃ (এই সমস্ত) ক্রমাৎ (যথাক্রমে) তস্মাৎ (সেই) এতস্মাৎ (এই) আত্মনঃ ব্রহ্মণঃ (আত্মরূপ ব্রহ্ম হইতে) সম্ভূতাঃ (উৎপন্ন হইয়াছে) ॥৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, ওষধি, অন্ন ও দেহ— এই সমস্ত যথাক্রমে, সেই এই[২] আত্মরূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ॥৪॥

**বহু স্যামহমেবাতঃ প্রজায়েয়েতি কামতঃ ।**
**তপস্তপ্ত্বাঽসৃজৎ সর্বং জগদিত্যাহ তৈত্তিরিঃ ॥৫॥**

***অন্বয় ঃ*** অহম্ এব (আমিই) বহুস্যাম্ (বহু হইব) অতঃ (এইহেতু) প্রজায়েয় (প্রকৃষ্টরূপে জন্মিব) ইতি কামতঃ (এইরূপ কামনাবশতঃ) তপঃ তপ্ত্বা (তপশ্চরণ করিয়া) সর্বম্ জগৎ (সমস্ত জগৎ) অসৃজৎ (সৃষ্টি করিলেন); ইতি (ইহা) তৈত্তিরিঃ আহ (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বলিয়াছেন) ॥ ৫ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** 'আমিই বহু হইব, অতএব প্রকৃষ্টরূপে জন্মিব' এই কামনাবশতঃ (আত্মা) তপশ্চরণ করিয়া সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিলেন—ইহা তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বলিতেছেন ॥৫॥ (তৈঃ উঃ ২/৬/১)

**ইদমগ্রে সদেবাসীদ্বহুত্বায় তদৈক্ষত ।**
**তেজোঽবন্নাণ্ডজাদীনি সসর্জেতি চ সামগাঃ ॥৬॥**

***অন্বয় ঃ*** অগ্রে (সৃষ্টির পূর্বে) ইদম্ (এই জগৎ) সৎ এব (সৎরূপই) আসীৎ

১ দ্রষ্টব্য ঐতরেয় উঃ ১/১

২ 'সেই' অর্থাৎ পরিমিতাক্ষর মন্ত্রভাগদ্বারা প্রতিপাদিত এবং 'এই' অর্থাৎ অপরিমিতাক্ষর ব্রাহ্মণভাগদ্বারা প্রতিপাদিত আত্মা।

(ছিল); তৎ (সেই ব্রহ্ম) বহুত্বায় (বহু হইবার জন্য) ঐক্ষত (পর্যালোচনা করিলেন) চ (এবং) তেজস্-অপ্-অন্ন-অণ্ডজ-আদীনি (অগ্নি, জল, অন্ন ও অণ্ডজাদি জীবদেহের) সসর্জ (সৃজন করিলেন) ইতি সামগাঃ (সামবেদিগণ এইরূপ বলেন) ॥ ৬॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ সদ্রূপই[১] ছিল। সেই সদ্রূপ ব্রহ্ম বহু হইবার জন্য পর্যালোচনা করিলেন[২]। তিনি অগ্নি, জল, অন্ন ও অণ্ডজাদি জীবদেহসকল সৃজন করিলেন[৩]। —সামবেদিগণ এইরূপ বলেন ॥৬॥

**বিস্ফুলিঙ্গা যথা বহ্নের্জায়ন্তেঽক্ষরতস্তথা ।**
**বিবিধাশ্চিজ্জড়া ভাবা ইত্যাথর্বণিকা[৪] শ্রুতিঃ ॥৭॥**

*অন্বয় ঃ* যথা (যেমন) বহ্নেঃ (অগ্নি হইতে) বিস্ফুলিঙ্গাঃ (অগ্নির কণাসকল) জায়ন্তে (উৎপন্ন হয়), তথা (সেইরূপ) অক্ষরতঃ (অক্ষর হইতে) বিবিধাঃ (বিভিন্ন) চিৎ-জড়াঃ ভাবাঃ (চিৎ ও জড় পদার্থসমূহ), (উৎপন্ন হয়) ইতি (এইরূপে [বলিয়াছেন]) অথর্বণিকা শ্রুতিঃ (অথর্ববেদের অন্তর্গত শ্রুতি) ॥ ৭॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* অথর্ববেদের অন্তর্গত মুণ্ডকোপনিষদেও বলা হইয়াছে— যেমন অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গসকল উৎপন্ন হয়, সেইরূপে অক্ষর অর্থাৎ মায়োপাধিক ব্রহ্ম হইতে নানা (দেহোপাধিভেদে ভিন্ন) জীব ও জড়পদার্থ-সকল উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৭ ॥[৫]

**জগদব্যাকৃতং পূর্বমাসীদ্ব্যাক্রিয়তাধুনা ।**
**দৃশ্যাভ্যাং নামরূপাভ্যাং বিরাড়াদিষু তে স্ফুটে ॥৮॥**

**বিরাণ্মনুর্নরো গাবঃ খরাশ্বাজাবয়স্তথা ।**
**পিপীলিকাবধি দ্বন্দ্বমিতি বাজসনেয়িনঃ ॥ ৯॥**

*অন্বয় ঃ* পূর্বম্ (সৃষ্টির পূর্বে) জগৎ (জগৎ) অব্যাকৃতম্ আসীৎ (অব্যাকৃত ছিল)। অধুনা (সৃষ্টির পরে) দৃশ্যাভ্যাম্ নামরূপাভ্যাম্ (দৃশ্যভূত নামরূপদ্বারা) ব্যাক্রিয়ত (স্পষ্টীকৃত বা বিকারপ্রাপ্ত হইয়াছে)। তে (নামরূপ) বিরাড়াদিষু (বিরাট প্রভৃতিতে) স্ফুটে[৬] (পরিস্ফুট হইয়াছে)। বিরাট্ (বিরাট্) মনুঃ (মনু) নরঃ (নর) গাবঃ (গো) খর-অশ্ব-অজা-বয়ঃ[৭] (গর্দভ, অশ্ব, অজ, পক্ষী) তথা (এবং) পিপীলিকা-অবধি (পিপীলিকা অবধি) দ্বন্দ্বম্ (স্ত্রী-পুরুষময়). (এই জগৎ) ইতি (ইহা) বাজসনেয়িনঃ (বৃহদারণ্যক উপনিষদে পঠিত হইয়া থাকে) ॥ ৮ - ৯॥

১ দ্রষ্টব্য ছান্দোগ্য উঃ ৬/২/১
২ ঐ ৬/২/৩
৩ ঐ ৬/২/৩ এবং ৬/৩/১
৪ আথর্বণিকী—এই পাঠান্তর
৫ মুণ্ডকোপনিষদ্ ২/১/১
৬ স্ফুটাঃ - এই পাঠান্তর
৭ অজাবয়ঃ = অজা + বয়ঃ (পক্ষী) অথবা অজা + অবয়ঃ (মেষাঃ)

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সৃষ্টির পূর্বে জগৎ অব্যাকৃত অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ ছিল। সৃষ্টির পর জগৎ দৃষ্টিগোচর নাম-রূপ দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়াছে। সেই নাম-রূপ, বিরাট্ প্রভৃতি কার্যপদার্থে পরিস্ফুট হইয়াছে। বিরাট্, মনু, নর, গো, গর্দভ, অশ্ব, অজ, পক্ষী এবং পিপীলিকা পর্যন্ত স্ত্রী-পুরুষময় এই জগৎ (সৃষ্টি করিলেন)। এইরূপ বৃহদারণ্যক উপনিষদে[১] বর্ণিত হইয়াছে ॥৮-৯॥

**কৃত্বা রূপান্তরং জৈবং দেহে প্রাবিশদীশ্বরঃ ।**
**ইতি তাঃ শ্রুতয়ঃ প্রাহুর্জীবত্বং প্রাণধারণাৎ ॥ ১০॥**

***অন্বয় ঃ*** ঈশ্বরঃ (পরমেশ্বর) জৈবম্ (জীবসম্বন্ধীয়) রূপান্তরম্ (রূপান্তর) কৃত্বা (ধারণ করিয়া) দেহে (দেহসমূহে) প্রাবিশৎ (প্রবেশ করিলেন) ইতি (এইরূপে) তাঃ শ্রুতয়ঃ (উক্ত শ্রুতিবচনসমূহ) প্রাহুঃ (বলিয়াছেন)। প্রাণধারণাৎ (প্রাণাদির প্রেরয়িতা হইবার ফলে) জীবত্বম্ (জীবভাব) ॥ ১০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ঈশ্বর জীবসম্বন্ধীয় (অর্থাৎ জীবনামক) রূপান্তর গ্রহণ করিয়া দেহসমূহে প্রবেশ করিলেন—ইহাই পূর্বোক্ত শ্রুতিবচনসমূহে কথিত হইয়াছে। প্রাণাদির প্রেরয়িতা হইবার ফলে তাহার জীবসংজ্ঞা হইয়াছে ॥১০॥

**চৈতন্যং যদধিষ্ঠানং লিঙ্গদেহশ্চ যঃ পুনঃ ।**
**চিচ্ছায়া লিঙ্গদেহস্থা তৎসঙ্ঘো জীব উচ্যতে ॥ ১১॥**

***অন্বয় ঃ*** যৎ (যে) অধিষ্ঠানম্ ([লিঙ্গদেহ কল্পনার] আধাররূপ) চৈতন্যম্ (চৈতন্য), পুনঃ চ (আরও) যঃ লিঙ্গদেহ ([সেই আধার চৈতন্যে অধ্যস্ত] যে লিঙ্গদেহ), লিঙ্গদেহস্থা চিৎ-ছায়া (লিঙ্গদেহে বিদ্যমান ব্রহ্ম প্রতিবিম্ব) তৎ-সঙ্ঘঃ (এই তিনের সমষ্টি) জীবঃ উচ্যতে (জীব বলিয়া কথিত হয়) ॥ ১১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** লিঙ্গদেহ কল্পনার আধাররূপ যে অধিষ্ঠান-চৈতন্য তাহা, আর উক্ত চৈতন্যাধারে কল্পিত বা অধ্যস্ত যে লিঙ্গদেহ এবং লিঙ্গদেহে বিদ্যমান চিদাভাস—এই তিনের সমষ্টিকে জীব বলে ॥১১॥

**মাহেশ্বরী তু যা মায়া তস্যা নির্মাণশক্তিবৎ ।**
**বিদ্যতে মোহশক্তিশ্চ তং জীবং মোহয়ত্যসৌ ॥১২॥**

***অন্বয় ঃ*** তু (আর) মাহেশ্বরী (পরমেশ্বরের উপাধিরূপা) যা মায়া (যে মায়া) তস্যাঃ (তাহার) নির্মাণ-শক্তি-বৎ (জগৎ সৃজন সামর্থ্যের ন্যায়) মোহশক্তিঃ চ (মোহশক্তিও) বিদ্যতে (আছে)। অসৌ (সেই শক্তি) তম্ জীবম্ (পূর্বোক্ত জীবকে) মোহয়তি (মোহগ্রস্ত করে) ॥ ১২॥

১ বৃঃ উঃ ১/৪/৭, ১/৪/১ এবং ১/৪/৪

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** আর পরমেশ্বরের[১] উপাধিরূপা যে মায়া শক্তি, তাহার যেমন জগৎসৃজন করিবার সামর্থ্য আছে, সেইরূপ মোহগ্রস্ত[২] করিবার শক্তিও আছে। সেই শক্তিই পূর্বোক্ত জীবকে ভুলাইয়া রাখে ॥১২॥

**মোহাদনীশতাং প্রাপ্য মগ্নো বপুষি শোচতি ।**
**ঈশসৃষ্টমিদং দ্বৈতং সর্বমুক্তং সমাসতঃ ॥১৩॥**

***অন্বয় ঃ*** (জীব) মোহাৎ (পূর্বোক্ত মোহবশতঃ) অনীশতাম্ প্রাপ্য (ঈশ্বরত্ব হারাইয়া), বপুষি মগ্নঃ (শরীরের সহিত তাদাত্ম্য অভিমান করিয়া) শোচতি (শোক করিয়া থাকে)। ইদম্ (এইরূপে) ঈশসৃষ্টম্ (ঈশ্বরসৃষ্ট) সর্বম্ দ্বৈতম্ (দ্বৈতপ্রপঞ্চ) সমাসতঃ (সংক্ষেপে) উক্তম্ (বলা হইল) ॥১৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** মোহবশতঃ জীব নিজের ঈশ্বরত্ব ভুলিয়া,[৩] শরীরের সহিত তাদাত্ম্য অভিমান করিয়া, শোক করিয়া থাকে। এইরূপে ঈশ্বরসৃষ্ট দ্বৈতপ্রপঞ্চের কথা সংক্ষেপে বলা হইল ॥১৩॥

**সপ্তান্নব্রাহ্মণে দ্বৈতং জীবসৃষ্টং প্রপঞ্চিতম্ ।**
**অন্নানি সপ্ত জ্ঞানেন কর্মণাঽজনয়ৎ পিতা ॥১৪॥**

***অন্বয় ঃ*** সপ্তান্ন-ব্রাহ্মণে (সপ্তান্ন-বর্ণনা করা হইয়াছে যে ব্রাহ্মণে, তথায়) জীবসৃষ্টম্ দ্বৈতম্ (জীবকর্তৃক সৃষ্ট দ্বৈত) প্রপঞ্চিতম্ (সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে); পিতা (জীব বা জীবসমষ্টি) সপ্ত অন্নানি (সাত প্রকার অন্ন) জ্ঞানেন (জ্ঞানের দ্বারা) কর্মণা (কর্মের দ্বারা) অজনয়ৎ (সৃজন করিলেন) ॥১৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সপ্তান্ন-ব্রাহ্মণে[৪] জীবকর্তৃক সৃষ্ট দ্বৈতের সবিস্তার বর্ণনা আছে। জগতের উৎপাদক জীব[৫] জ্ঞান ও কর্মের দ্বারা সাত প্রকার অন্নের সৃজন করিয়াছেন ॥১৪॥

**মর্ত্যান্নমেকং দেবান্নে দ্বে পশ্বন্নং চতুর্থকম্ ।**
**অন্যৎত্রিতয়মাত্মার্থমন্নানাং বিনিয়োজনম্ ॥১৫॥**

***অন্বয় ঃ*** একম্ মর্ত্য-অন্নম্ (মর্তজীবের নিমিত্ত এক অন্ন), দ্বে দেবান্নে (দুইটি

১ তুলনীয়— মায়িনং তু মহেশ্বরম্—শ্বেতাশ্বতর উঃ ৪/১০
২ তৎ এতজ্জড়ং মোহাত্মকম্—নৃসিংহোত্তরতাপনীয় উঃ ৯
৩ দ্রষ্টব্য ঃ সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ —শ্বেতাশ্বতর উঃ ৪/৭, মুণ্ডক উঃ ৩/২/১
৪ দ্রষ্টব্য ঃ যৎ সপ্তান্নানি মেধয়া তপসাঽজনয়ৎ পিতা—বৃহদারণ্যক উঃ ১/৫/১
৫ দ্রষ্টব্য ঃ পিতা "স্বাদৃষ্টদ্বারা জগদুৎপাদনেন সর্বলোকপালকো জীব ইত্যর্থ।" রামকৃষ্ণকৃত ব্যাখ্যা।

অন্ন দেবতাদিগের নিমিত্ত), চতুর্থকম্ পশ্বন্নম্ (চতুর্থ অন্ন পশুদিগের নিমিত্ত), অন্যৎ ত্রিতয়ম্ (অন্য তিন প্রকার অন্ন) আত্মার্থম্ (নিজের নিমিত্ত—এইরূপ) অন্নানাম্ (সপ্ত অন্নের) বিনিয়োজনম্ (উপযোগ), (বর্ণিত হইয়াছে) ॥১৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** মর্তজীবের নিমিত্ত এক অন্ন, দুইটি অন্ন দেবতাদিগের নিমিত্ত, চতুর্থ অন্নটি পশুদিগের নিমিত্ত এবং মন, বচন ও প্রাণ অন্য এই তিন অন্ন নিজের নিমিত্ত—এইরূপে সাতটি অন্নের উপযোগ বেদে[১] বর্ণিত হইয়াছে ॥ ১৫॥

**ব্রীহ্যাদিকং দর্শপূর্ণমাসৌ ক্ষীরং তথা মনঃ ।**
**বাক্প্রাণাশ্চেতি সপ্তত্বমন্নানামবগম্যতাম্ ॥১৬॥**

***অন্বয় ঃ*** ব্রীহি-আদিকম্ (তণ্ডুলাদি), দর্শ-পূর্ণমাসৌ (দর্শ ও পৌর্ণমাস নামক যজ্ঞদুইটি), ক্ষীরম্ (দুগ্ধ) তথা (আর) মনঃ (মন) বাক্ (বচন) চ প্রাণাঃ (ও প্রাণ) ইতি (এইরূপে) অন্নানাম্ সপ্তত্বম্ (অন্নের সাতটি প্রকার) অবগম্যতাম্ (বুঝিয়া লও) ॥১৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** তণ্ডুলাদি প্রথম প্রকারের অন্ন, দর্শ ও পৌর্ণমাস যজ্ঞ দুইটি[২] পরের দুই অন্ন, দুগ্ধ চতুর্থ অন্ন এবং মন, বাক্ ও প্রাণ-ইহারা শেষ তিনটি অন্ন—এইরূপে অন্নের সাতটি প্রকার বুঝিয়া লও ॥১৬॥

**ঈশেন যদ্যপ্যেতানি নির্মিতানি স্বরূপতঃ ।**
**তথাপি জ্ঞানকর্মভ্যাং জীবোঽকার্ষীত্তদন্নতাম্ ॥১৭॥**

***অন্বয় ঃ*** যদ্যপি (যদিও) এতানি (এই সপ্তান্ন) স্বরূপতঃ (স্বরূপতঃ) ঈশেন নির্মিতানি (ঈশ্বরদ্বারা রচিত) তথাপি (তথাপি) জীবঃ (জীব) জ্ঞান-কর্মভ্যাম্ (জ্ঞান ও কর্মের দ্বারা) তদন্নতাম্ (তাহাদের অন্নত্ব) অকার্ষীৎ (সম্পাদন করিয়াছেন) ॥১৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যদিও এই সপ্তান্ন স্বরূপতঃ ঈশ্বরদ্বারা সৃষ্ট তথাপি জীব, জ্ঞান ও কর্মের দ্বারা তাহাদের অন্নভাব অর্থাৎ আপনার ভোগের উপকরণ হইবার যোগ্যতা অথবা ভোগ্যতা নিরূপণ করিয়াছে ॥১৭॥

**ঈশকার্যং জীবভোগ্যং জগৎ দ্বাভ্যাং সমন্বিতম্ ।**
**পিতৃজন্যা ভর্তৃভোগ্যা যথা যোষিত্তথেষ্যতাম্ ॥১৮॥**

***অন্বয় ঃ*** ঈশকার্যং (ঈশ্বরদ্বারা রচিত), জীবভোগ্যং (জীবের ভোগ্য) জগৎ (জগৎ) দ্বাভ্যাম্ সমন্বিতম্ (উভয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত)। যথা (যেমন) যোষিৎ (স্ত্রী)

---

১ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ১/৫/১ দ্রষ্টব্য

২ অমাবস্যায় অগ্নিস্থাপন করিয়া সমস্ত প্রতিপদ ধরিয়া যে যাগ অনুষ্ঠিত হয় তাহার নাম দর্শ যাগ। পৌর্ণমাসীতে অগ্নিস্থাপন করিয়া প্রতিপদ ব্যাপিয়া যে যাগ হয় তাহার নাম পৌর্ণমাস।

পিতৃজন্যা (পিতা হইতে উৎপন্ন) ভর্তৃভোগ্যা (পতিভোগ্য) তথা (সেইরূপ) ইষ্যতাম্ (বুঝিয়া লও) ॥ ১৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** জগৎ ঈশ্বরদ্বারা রচিত এবং জীবের ভোগ্য বলিয়া উভয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। যেমন একই স্ত্রীলোক পিতা হইতে উৎপন্ন ও পতিভোগ্য বলিয়া উভয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, সেইরূপ বুঝিয়া লও ॥ ১৮॥

**মায়াবৃত্ত্যাত্মকো হীশসঙ্কল্পঃ সাধনং জনৌ ।**
**মনোবৃত্ত্যাত্মকো জীবসঙ্কল্পো ভোগসাধনম্ ॥ ১৯॥**

***অন্বয় ঃ*** মায়া-বৃত্তি-আত্মকঃ (মায়ার বৃত্তিরূপ) হি ঈশ-সঙ্কল্পঃ (ঈশ্বরের সঙ্কল্পই) জনৌ (জগতের সৃষ্টি বিষয়ে) সাধনম্ (সাধন অর্থাৎ সামগ্রী)। মনঃ-বৃত্তি-আত্মকঃ (অন্তঃ-করণের বৃত্তিরূপ) জীব-সঙ্কল্পঃ (জীবসঙ্কল্প) ভোগসাধনম্ (সুখাদি ভোগের সাধন)॥ ১৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** মায়ার বৃত্তিরূপ ঈশ্বরসঙ্কল্পই জগতের উৎপত্তি বিষয়ে সাধন। আর অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ জীবসঙ্কল্প সুখদুঃখাদি ভোগের সাধন॥ ১৯॥

**ঈশনির্মিতমণ্যাদৌ বস্তুন্যেকবিধে স্থিতে ।**
**ভোক্তৃধীবৃত্তিনানাত্বাত্তদ্ভোগো বহুধেষ্যতে ॥ ২০॥**

***অন্বয় ঃ*** ঈশ-নির্মিত-মণি-আদৌ (ঈশ্বরদ্বারা নির্মিত মণি প্রভৃতি) একবিধে বস্তুনি স্থিতে (একপ্রকার বস্তুর রূপ ধরিয়া থাকিলে) ভোক্তৃ-ধী-বৃত্তি-নানাত্বাৎ (ভোক্তা জীবের বুদ্ধি নানা প্রকারের হয় বলিয়া) তদ্ভোগঃ (সেই মণির ভোগ বা ব্যবহার) বহুধা (নানাপ্রকার) ইষ্যতে (হইয়া থাকে) ॥ ২০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (যে বস্তু একবার ঈশ্বরদ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে তাহা আবার জীবদ্বারা সৃষ্ট হইতে পারে না; তথাপি) ঈশ্বর দ্বারা নির্মিত মণি প্রভৃতি একরূপে সৃষ্ট হইলেও ভোক্তা জীবের বুদ্ধি নানা প্রকারের হয় বলিয়া সেই মণির ভোগ বা ব্যবহার (কেহ শোভার্থ, কেহ গ্রহশান্তিনিমিত্ত ধারণ করে।) নানাপ্রকার হইয়া থাকে ॥ ২০॥

**হৃষ্যত্যেকো মণিং লব্ধা ক্রুধ্যত্যন্যো হ্যলাভতঃ ।**
**পশ্যত্যেব বিরক্তোঽত্র ন হৃষ্যতি ন কুপ্যতি ॥ ২১॥**

***অন্বয় ঃ*** একঃ (মণিলাভেচ্ছু কেহ) মণিং লব্ধা (মণি প্রাপ্ত হইয়া) হৃষ্যতি হি (আনন্দিতই হয়), অন্যঃ (অন্য কেহ) অলাভতঃ (না পাইলে) ক্রুধ্যতি (ক্রোধ অনুভব করে), অত্র (এস্থলে) বিরক্তঃ (মণি বিষয়ে বৈরাগ্যবান ব্যক্তি) পশ্যতি এব (দেখেন মাত্র)—ন হৃষ্যতি (আনন্দিত হন না) ন কুপ্যতি (ক্রুদ্ধ[ও] হন না) ॥ ২১॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* মণিলাভেচ্ছু কেহ মণি পাইয়া আনন্দিত হয়, কেহ না পাইলে ক্রুদ্ধ হয়, আবার বৈরাগ্যবান কেহ মণি দেখেন মাত্র—তাহাতে তাঁহার আনন্দ বা ক্রোধ কিছুই হয় না ॥২১॥

**প্রিয়োঽপ্রিয় উপেক্ষ্যশ্চেত্যাকারা মণিগাস্ত্রয়ঃ ।**
**সৃষ্টা জীবৈরীশসৃষ্টং রূপং সাধারণং ত্রিষু ॥২২॥**

*অন্বয় ঃ* মণিগাঃ (মণিগত) প্রিয়ঃ (প্রিয়ত্ব) অপ্রিয়ঃ (অপ্রিয়ত্ব) চ উপেক্ষ্যঃ (এবং উপেক্ষ্যত্ব) ইতি ত্রয়ঃ আকারাঃ (এই তিন আকার) জীবৈঃ সৃষ্টাঃ (জীবকর্তৃক রচিত)। ত্রিষু (এই তিনের মধ্যে) সাধারণম্ রূপম্ (সাধারণ রূপটি ) ঈশসৃষ্টম্ (ঈশ্বররচিত) ॥২২॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* মণির প্রিয়ত্ব, অপ্রিয়ত্ব এবং উপেক্ষ্যত্ব—এই তিনটি ভিন্ন রূপ জীবকর্তৃক রচিত। এই তিন রূপের মধ্যে (সর্বদা অনুস্যূত যে) সাধারণ মণিরূপটি তাহা ঈশ্বর-রচিত ॥২২॥

**ভার্যা স্নুষা ননান্দা চ যাতা মাতেত্যনেকধা ।**
**প্রতিযোগিধিয়া যোষিদ্ভিদ্যতে ন স্বরূপতঃ ॥২৩॥**

*অন্বয় ঃ* ভার্যা (পত্নী) স্নুষা (পুত্রবধূ) ননান্দা (পতির ভগিনী) যাতা (দেবর-পত্নী) মাতা চ (এবং মাতা) ইতি অনেকধা (এইরূপ অনেক প্রকারে) যোষিৎ (স্ত্রী) প্রতিযোগি-ধিয়া (তাহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত স্বামী-শ্বশুর প্রভৃতির বুদ্ধিবশতঃ) ভিদ্যতে (ভেদপ্রাপ্ত হয়); ন স্বরূপতঃ (স্বরূপত কোন ভেদ নাই) ॥২৩॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* একই নারী—(পতি, শ্বশুর, ভ্রাতৃজায়া, দেবর-পত্নী, পুত্র-কন্যা প্রভৃতির সহিত ব্যবহার সম্বন্ধে যথাক্রমে) পত্নী, পুত্র, ননান্দা, যাতা, মাতা ইত্যাদি বিভিন্ন নামে ভেদ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু স্বরূপতঃ (তাহার স্ত্রী-আকার একই, উহাতে) ভেদ নাই ॥২৩॥

**ননু জ্ঞানানি ভিদ্যন্তামাকারস্তু ন ভিদ্যতে ।**
**যোষিদ্বপুষ্যতিশয়ো ন দৃষ্টো জীবনির্মিতঃ ॥২৪॥**

*অন্বয় ঃ* ননু (প্রশ্নার্থে, আচ্ছা) জ্ঞানানি (পত্নী, পুত্রবধূ ইত্যাদিরূপ জ্ঞান) ভিদ্যন্তাম্ (ভিন্ন হয়, হউক); আকারঃ (নারীরূপ আকার) তু (কিন্তু) ন ভিদ্যতে (ভিন্ন হয় না)। যোষিৎ-বপুষি (সেই নারীশরীরে) জীব-নির্মিতঃ (জীবরচিত) অতিশয়ঃ (অধিক কিছু) ন দৃষ্টঃ (দেখা যায় না) ॥২৪॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* ভাল, পত্নী, পুত্রবধূ ইত্যাদিরূপ জ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন হয়,

মানিলাম; কিন্তু নারীরূপ আকারে তো ভেদ হয় না। (এইহেতু), সেই নারীর শরীরে জীবরচিত অধিক কিছু দেখা যায় না ॥২৪॥

**মৈবং মাংসময়ী যোষিৎ কাচিদন্যা মনোময়ী ।**
**মাংসময্যা অভেদেঽপি ভিদ্যতে হি মনোময়ী ॥২৫॥**

***অন্বয় ঃ*** মা এবম্ (একথা যুক্তিযুক্ত নয়); কাচিৎ (কোন) মাংসময়ী যোষিৎ ([ঈশ্বর-রচিত] মাংসময়ী নারীমূর্তি), অন্যা (অন্য প্রকার) মনোময়ী ([জীব-রচিত] মনোময়ী মূর্তি)। মাংসময্যাঃ অভেদে অপি (মাংসময়ী মূর্তিতে ভেদ না থাকিলেও) মনোময়ী হি (মনোময়ী মূর্তি কিন্তু) ভিদ্যতে (ভিন্ন-ভিন্ন হয়) ॥২৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ("সেই নারীর শরীরে জীব-রচিত অধিক কিছুই নাই")—এ-কথা যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ, (ঈশ্বর-রচিত) মাংসময়ী নারীমূর্তি এক এবং (জীব-রচিত) মনোময়ী নারীমূর্তি অন্য। মাংসময়ী মূর্তিতে ভেদ না থাকিলেও মনোময়ী মূর্তি ভিন্ন-ভিন্ন হয় ॥২৫॥

**ভ্রান্তিস্বপ্নমনোরাজ্যস্মৃতিষ্বস্তু মনোময়ম্ ।**
**জাগ্রন্মানেন মেয়স্য ন মনোময়তেতি চেৎ ॥২৬॥**

***অন্বয় ঃ*** ভ্রান্তি-স্বপ্ন-মনোরাজ্য-স্মৃতিষু (ভ্রান্তি, স্বপ্ন, মনোরাজ্য, স্মৃতি—এর সকল স্থলে) মনোময়ম্ অস্তু (মনোময় বস্তু হইতে পারে)। জাগ্রৎ-মানেন (জাগ্রৎকালীন প্রমাণের দ্বারা) মেয়স্য (প্রমাণিত বস্তুর) মনোময়তা ন (মনোময়তা সিদ্ধ হয় না), ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বলা হয়)—॥২৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (পূর্বপক্ষ) ঃ ভ্রান্তি, স্বপ্ন, মনোরাজ্য, স্মৃতি—এই সকল স্থলে মনোময় বস্তুর অস্তিত্ব মানা যায়। কিন্তু জাগ্রৎকালীন প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ বস্তু মনোময় হইতে পারে না, যদি এইরূপ বলা যায়—॥২৬॥

**বাঢ়ং মানে তু মেয়েন যোগাৎ স্যাদ্বিষয়াকৃতিঃ ।**
**ভাষ্যবার্তিককারাভ্যাময়মর্থ উদীরিতঃ[১] ॥২৭॥**

***অন্বয় ঃ*** বাঢ়ম্ (সত্য বটে), মানে (প্রমাণে অর্থাৎ মনের বৃত্তিতে) বিষয়াকৃতিঃ তু (বিষয়াকার ধারণ কিন্তু) মেয়েন (প্রমেয়ের বা বিষয়ের সহিত) যোগাৎ স্যাৎ (সংযোগ-বশতঃ হয়)। ভাষ্য-বার্তিককারাভ্যাম্ (ভাষ্যকার শ্রীশংকরাচার্য এবং বার্তিককার—এই উভয় কর্তৃক) অয়ম্ অর্থঃ (এই তত্ত্ব) উদীরিত (প্রকাশিত হইয়াছে) ॥২৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (উত্তর) ঃ সত্য বটে; কিন্তু প্রমাণের অর্থাৎ মনোবৃত্তির

১ উদাহৃতঃ এই পাঠান্তর

বিষয়াকার ধারণ প্রমেয়ের অর্থাৎ বিষয়ের সহিত সংযোগবশতঃই হয়।[1] ভাষ্যকার শ্রীশঙ্করাচার্য এবং বার্তিককার—উভয়ে এই একই কথা বলিয়াছেন ॥ ২৭ ॥

**মূষাসিক্তং যথা তাম্রং তন্নিভং জায়তে তথা ।**
**রূপাদীন্ ব্যাপ্নুবচ্চিত্তং তন্নিভং দৃশ্যতে ধ্রুবম্[2] ॥ ২৮॥**

***অন্বয় ঃ*** যথা (যেমন) তাম্রম্ (গলিত তাম্রকে) মূষাসিক্তম্ (ছাঁচে ঢালা হইলে) তন্নিভম্ জায়তে (সেই ছাঁচের আকার ধারণ করে), তথা (সেইরূপে) রূপাদীন্ (রূপাদিকে) ব্যাপ্নুবৎ (ব্যাপ্তকারী বা বিষয়কারী) চিত্তম্ (চিত্ত) ধ্রুবম্ (নিশ্চয়ই) তন্নিভম্ দৃশ্যতে (সেই বিষয়াকারবিশিষ্ট হইয়া যায়) ॥ ২৮ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যেরূপ গলিত তাম্র ছাঁচে ঢালিলে তাহা ছাঁচেরই আকার প্রাপ্ত হয়, সেইরূপে মনও বাহ্যরূপাদি বস্তুতে ব্যাপ্ত হইয়া অবশ্যই তদ্রূপ হইয়া যায় ॥ ২৮ ॥

**ব্যঞ্জকো বা যথাঽঽলোকো ব্যঙ্গ্যস্যাকারতামিয়াৎ ।**
**সর্বার্থব্যঞ্জকত্বাদ্ধীরর্থাকারা প্রদৃশ্যতে ॥ ২৯॥**

***অন্বয় ঃ*** যথা বা (অথবা যেমন) ব্যঞ্জকঃ আলোকঃ (প্রকাশক সূর্যাদির আলোক) ব্যঙ্গ্যস্য আকারতাম্ (প্রকাশ্য বস্তুর আকারতা) ইয়াৎ (প্রাপ্ত হয়)। ধীঃ (বুদ্ধি) সর্ব-অর্থ-ব্যঞ্জকত্বাৎ (সমস্ত বস্তুর প্রকাশক বলিয়া) অর্থাকারা (প্রকাশ্য বিষয় বা বস্তুর আকারে আকারিত) প্রদৃশ্যতে (দৃষ্ট হয়) ॥ ২৯ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অথবা যেমন প্রকাশক সূর্যাদির আলোক প্রকাশ্য বা আলোকিত বস্তুর আকারতা প্রাপ্ত হয়, (সেইরূপ) সকল বস্তুর প্রকাশক বলিয়া বুদ্ধি সেই বস্তুর আকারে আকারিতরূপে দৃষ্ট হয় ॥ ২৯ ॥

**মাতুর্মানাভিনিষ্পত্তির্নিষ্পন্নং মেয়মেতি তৎ ।**
**মেয়াভিসঙ্গতং তচ্চ মেয়াভত্বং প্রপদ্যতে ॥ ৩০ ॥**

***অন্বয় ঃ*** মাতুঃ (প্রমাজ্ঞানের কর্তা জীব হইতে) মান-অভিনিষ্পত্তিঃ (অন্তঃকরণ-বৃত্তিরূপ প্রমাণের উৎপত্তি [হয়])। চ (এবং) নিষ্পন্নম্ তৎ (সেই প্রমাণ উৎপন্ন হইয়া) মেয়ম্ (প্রমেয় বাহ্যবস্তুকে) এতি (প্রাপ্ত হয়)। তৎ (সেই প্রমাণ) মেয়-অভিসঙ্গতম্ (প্রমেয়ের সহিত সম্বন্ধপ্রাপ্ত হইয়া) মেয়-আভত্বম্ (প্রমেয় বস্তুর আকার) প্রপদ্যতে (প্রাপ্ত হয়) ॥ ৩০ ॥

১ সুতরাং জাগ্রদবস্থাতেও বাহ্য বস্তুর মনোময়ত্ব সম্ভব

২ শ্লোক নং ২৮ ও ২৯ তুলনীয় উপদেশসাহস্রী ১৪/৩-৪, ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ১/১/১২

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** প্রমাতা[১] হইতে প্রমাণের[২] উৎপত্তি হয় এবং প্রমাণ উৎপন্ন হইয়া প্রমেয়[৩] বস্তুকে প্রাপ্ত হয়। (আবার) প্রমাণ, প্রমেয় বস্তুর সহিত সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইয়া তাহার আকারে আকারিত হয় ॥৩০॥

**সত্যেবং বিষয়ৌ দ্বৌ স্তো ঘটৌ মৃন্ময়ধীময়ৌ ।**
**মৃন্ময়ো মানমেয়ঃ স্যাৎ সাক্ষিভাস্যস্তু ধীময়ঃ ॥৩১॥**

***অন্বয় ঃ*** এবম্ সতি (এইরূপ হইলে [যুক্তিদ্বারা প্রমাণিত হইল যে]) মৃন্ময়-ধীময়ৌ (মৃন্ময় এবং মনোময়) ঘটৌ বিষয়ৌ (ঘটাদিরূপ বিষয়) দ্বৌ স্তঃ (দুইপ্রকারের হয়)। মৃন্ময়ঃ (মৃন্ময় [অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক বিষয়]) মানমেয়ঃ (প্রমাণদ্বারা জ্ঞেয় [বা প্রমাতৃভাস্য]), ধীময়ঃ তু (মনোময় বিষয় কিন্তু) সাক্ষিভাস্যঃ স্যাৎ (সাক্ষিভাস্য [অর্থাৎ প্রমাণ ব্যতীতই কূটস্থের নিকট প্রকাশিত] হয়) ॥৩১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এইরূপে প্রমাণিত হইল যে ঘটাদি বিষয় মৃন্ময় ও মনোময়—এই দুইপ্রকারের হয়। মৃন্ময় ঘটাদি বিষয় প্রমাণ অর্থাৎ চক্ষুরাদি প্রমাণবৃত্তিদ্বারা জ্ঞেয় বা প্রমাতৃভাস্য। আর মনোময় ঘটাদি বিষয় অবিদ্যাবৃত্তি-দ্বারা প্রমাণ বা অন্তঃকরণবৃত্তি ছাড়াই কূটস্থের নিকট প্রকাশিত হয় ॥৩১॥

**অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং ধীময়ো জীববন্ধকৃৎ ।**
**সত্যস্মিন্ সুখদুঃখে স্তস্তস্মিন্নসতি ন দ্বয়ম্ ॥৩২॥**

***অন্বয় ঃ*** অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাম্ (অন্বয় ও ব্যতিরেকযুক্তিদ্বারা) ধীময়ঃ (মনোময়বস্তু) জীববন্ধকৃৎ (জীবের বন্ধনের হেতু), [ইহা বুঝিতে পারা যায়]। অস্মিন্ সতি (এই মনোময়দ্বৈত থাকাতে) সুখ-দুঃখে স্তঃ (সুখ-দুঃখরূপ বন্ধন আছে), তস্মিন্ অসতি (তাহা না থাকিলে) ন দ্বয়ম্ ([সুখ ও দুঃখ এই ] দুইটি থাকে না) ॥৩২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** মনোময় বস্তু যে জীবের সুখদুঃখরূপ বন্ধনের কারণ তাহা অন্বয় ও ব্যতিরেক যুক্তিদ্বারা বুঝিতে পারা যায়। কেননা, (সেই জীবসৃষ্ট) মানসপ্রপঞ্চ থাকাতে সুখদুঃখরূপ বন্ধন আছে। ইহা না থাকিলে সুখ ও দুঃখ এই দুইটি থাকে না ॥৩২॥

**অসত্যপি চ বাহ্যার্থে স্বপ্নাদৌ বধ্যতে নরঃ ।**
**সমাধিসুপ্তিমূর্চ্ছাসু সত্যপ্যস্মিন্ন বধ্যতে ॥৩৩॥**

---

১ প্রমাতা ঃ বুদ্ধিতে অবস্থিত চিদাভাসরূপ প্রমাতৃচৈতন্য;
২ প্রমাণ ঃ চিদাভাস সহিত অন্তঃকরণের বৃত্তি এবং
৩ প্রমেয় ঃ ঘটাদিরূপ বাহ্য বস্তু—শ্রীমদ্ রামকৃষ্ণকৃত টীকা দ্রষ্টব্য ।

***অন্বয় ঃ*** নরঃ (মানুষ) স্বপ্নাদৌ চ (স্বপ্ন প্রভৃতিতেও) বাহ্যার্থে (বাহ্যবস্তু) অসতি অপি (না থাকিলেও) বধ্যতে (বন্ধনপ্রাপ্ত হয়)। সমাধি-সুপ্তি-মূর্চ্ছাসু (সমাধি, সুপ্তি ও মূর্চ্ছাবস্থায়) অস্মিন্ সতি অপি (বাহ্যবস্তু থাকিলেও) ন বধ্যতে ([সুখ-দুঃখাদি] বন্ধনপ্রাপ্ত হয় না) ॥৩৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** লোকে স্বপ্ন-স্মৃতি প্রভৃতি অবস্থায় বাহ্যবস্তুর অভাব থাকিলেও সুখ-দুঃখাদি বন্ধনপ্রাপ্ত হয় (যেহেতু মনোময় বস্তু বিদ্যমান থাকে); কিন্তু সমাধি, সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছার অবস্থায় বাহ্যবস্তু বিদ্যমান থাকিলেও (মনোময় বস্তুর অভাব থাকায়) সুখ-দুঃখাদিরূপ বন্ধনপ্রাপ্ত হয় না ॥৩৩॥

**দূরদেশং গতে পুত্রে জীবত্যেবাত্র তৎপিতা ।**
**বিপ্রলম্ভকবাক্যেন মৃতং মত্বা প্ররোদিতি ॥৩৪॥**

***অন্বয় ঃ*** দূরদেশম্ গতে (দূরদেশগত) পুত্রে (পুত্র) জীবতি এব (জীবিত থাকিলেও) অত্র (এখানে) তৎপিতা (তাহার পিতা) বিপ্রলম্ভকবাক্যেন (কোন প্রতারকের কথায়), [পুত্রকে] মৃতম্ মত্বা (মৃত মনে করিয়া) প্ররোদিতি (রোদন করেন)॥৩৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** দূরদেশগত পুত্র জীবিত থাকিলেও, কোন প্রবঞ্চক যদি এখানে তাহার পিতাকে তাহার মৃত্যু সংবাদ শুনাইয়া দেয়, তাহা হইলে পুত্রকে মৃত মনে করিয়া পিতা শোকার্ত হইয়া রোদন করেন ॥৩৪॥

**মৃতেঽপি তস্মিন্ বার্তায়ামশ্রুতায়াং ন রোদিতি ।**
**অতঃ সর্বস্য জীবস্য বন্ধকৃন্মানসং জগৎ ॥৩৫॥**

***অন্বয় ঃ*** তস্মিন্ মৃতে অপি (সেই দূরদেশস্থিত পুত্র সত্যসত্যই মরিয়া গেলেও) বার্তায়াম্ (সেই মৃত্যু সংবাদ) অশ্রুতায়াম্ (না শুনিতে পাইলে) ন রোদিতি (তাহার পিতা রোদন করেন না)। অতঃ (অতএব) মানসম্ জগৎ (মনোময় জগৎ) সর্বস্য জীবস্য (সকল জীবের) বন্ধকৃৎ (বন্ধনের কারণ) ॥৩৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** আবার সেই দূরদেশস্থিত পুত্র সত্যসত্যই মরিয়া গেলেও, সেই মৃত্যু সংবাদ যদি তাহার পিতার কর্ণগোচর না হয়, তাহা হইলে তিনি রোদন করেন না। অতএব (ইহা সিদ্ধ হইল যে) মনোময় জগৎই সকল জীবের সংসার বন্ধনের হেতু ॥৩৫॥

**বিজ্ঞানবাদো বাহ্যার্থবৈয়র্থ্যাৎ স্যাদিহেতি চেৎ ।**
**ন হৃদ্যাকারমাধাতুং বাহ্যস্যাপেক্ষিতত্বতঃ ॥৩৬॥**

***অন্বয় ঃ*** বাহ্যার্থ-বৈয়র্থ্যাৎ (বাহ্যবস্তুর ব্যর্থতা মানিলে) ইহ বিজ্ঞানবাদঃ (এইস্থলে বিজ্ঞানবাদ) স্যাৎ (মানা দরকার) ইতি চেৎ (যদি এরূপ বল); [তবে বলি], ন (না, এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না)। [কারণ] হৃদি-আকারম্ (বুদ্ধিতে বা মনে বাহ্যবস্তুর আকার) আধাতুম্ (স্থাপন করিবার জন্য) বাহ্যস্য (বাহ্যবস্তুর) অপেক্ষিতত্বতঃ (অপেক্ষা বা প্রয়োজন আছে) ॥৩৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বাহ্যবস্তুর ব্যর্থতা মানিলে ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ[১] মানিতে হয়, যদি এইরূপ শঙ্কা কর; তাহা হইলে বলি, না এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না। কারণ, বুদ্ধিকে বস্তুর আকার দিবার জন্য বাহ্যবস্তুর প্রয়োজন আছে॥৩৬॥

**বৈয়র্থ্যমস্তু বা বাহ্যং ন বারয়িতুমীশ্মহে ।**
**প্রয়োজনমপেক্ষন্তে ন মানানীতি হি স্থিতিঃ ॥৩৭॥**

***অন্বয় ঃ*** বা বৈয়র্থ্যম্ (অথবা বাহ্যবস্তুর ব্যর্থতা) অস্তু (হউক), বাহ্যম্ (বাহ্যবস্তুর অস্তিত্বকে) বারয়িতুম্ (নিবারণ করিতে) ন ঈশ্মহে (আমরা সমর্থ নই)। মানানি (প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ) প্রয়োজনম্ (প্রয়োজনের) ন অপেক্ষন্তে (অপেক্ষা করে না) ইতি হি স্থিতিঃ (এইরূপই নিয়ম) ॥৩৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অথবা বাহ্যবস্তুর ব্যর্থতা মানিয়া লইলেও বাহ্যবস্তুকে অর্থাৎ বাহ্যবস্তুর অস্তিত্বকে অস্বীকার করিতে আমরা সমর্থ নই। যেমন, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ প্রয়োজনের অপেক্ষা করে না—ইহাই নিয়ম। (বাহ্যবস্তুর প্রয়োজন নাই বলিয়া তাহার অস্তিত্ব নাই বলা যুক্তিবিরুদ্ধ। বেদান্ত বাহ্যবস্তুর শুধুমাত্র প্রয়োজন অস্বীকার করে; আর ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদীরা বাহ্যবস্তুর অস্তিত্বই অস্বীকার করে—এই পার্থক্য।) ॥৩৭॥

**বন্ধশ্চেন্মানসং দ্বৈতং তন্নিরোধেন শাম্যতি ।**
**অভ্যাসেদ্যোগমেবাতো ব্রহ্মজ্ঞানেন কিং বদ ॥৩৮॥**

***অন্বয় ঃ*** মানসম্ (মানস) দ্বৈতম্ (দ্বৈত) বন্ধঃ চেৎ (যদি বন্ধন হয়), (তবে) তৎ (তাহা) নিরোধেন ([চিত্তবৃত্তির] নিরোধদ্বারা) শাম্যতি (নিবৃত্তি হইবে), অতঃ (অতএব) যোগম্ এব (যোগেরই) অভ্যাসেৎ (অভ্যাস করা উচিৎ), ব্রহ্মজ্ঞানেন কিম্ (ব্রহ্মজ্ঞানের কি প্রয়োজন), বদ (বল) ॥৩৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (পূর্বপক্ষ) মানসদ্বৈত যদি বন্ধনের কারণ হইল, তাহা হইলে চিত্তবৃত্তি-নিরোধের দ্বারাই তাহার নিবৃত্তি হইবে। অতএব যোগেরই অভ্যাস করা উচিত; ব্রহ্মজ্ঞানের আর প্রয়োজন কি, বল? ॥৩৮॥

---

১ ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ—"বুদ্ধির বাহিরে বিষয়ের অস্তিত্ব নাই"—এই মতবাদ

তাৎকালিকদ্বৈতশান্তাবপ্যাগামিজনিক্ষয়ঃ ।
ব্রহ্মজ্ঞানং বিনা ন স্যাদিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥৩৯॥

**অন্বয় ঃ** তাৎকালিক-দ্বৈত-শান্তৌ অপি ([পূর্বোক্তরূপ যোগাভ্যাসদ্বারা] তাৎ-কালিক দ্বৈতনিবৃত্তি হইলেও) আগামি-জনি-ক্ষয়ঃ (পরবর্তী জন্মের নিবৃত্তি) ব্রহ্মজ্ঞানম্ বিনা (ব্রহ্মজ্ঞান ছাড়া) ন স্যাৎ (সম্ভব নয়) ইতি (এইরূপ) বেদান্ত-ডিণ্ডিমঃ (বেদান্তের দৃঢ় ঘোষণা) ॥৩৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (উত্তর) পূর্বোক্তপ্রকারের যোগাভ্যাসদ্বারা দ্বৈতের তাৎকালিক নিবৃত্তি হইলেও, ভাবিজন্মের (আত্যন্তিক) নিবৃত্তি ব্রহ্মজ্ঞান বিনা কোন প্রকারেই সম্ভব নয়—বেদান্ত[১] ইহা ঢক্কাধ্বনি-নির্ঘোষে ঘোষণা করিতেছেন ।।৩৯।।

অনিবৃত্তেঽপীশসৃষ্টে দ্বৈতে তস্য মৃষাত্মতাম্ ।
বুদ্ধ্বা ব্রহ্মাদ্বয়ং বোদ্ধুং শক্যং বস্ত্বৈক্যবাদিনঃ[২] ॥৪০॥

**অন্বয় ঃ** ঈশসৃষ্টে (ঈশ্বরসৃষ্ট) দ্বৈতে (দ্বৈতের) অনিবৃত্তে অপি (নিবৃত্তি না হইলেও) তস্য (তাহার) মৃষাত্মতাম্ (মিথ্যাত্ব) বুদ্ধ্বা (জানিয়া) বস্তু-ঐক্যবাদিনঃ (বাস্তব ঐক্যবাদীর) অদ্বয়ম্ ব্রহ্ম (অদ্বৈত ব্রহ্মকে) বোদ্ধুম্ শক্যম্ (জানা যায়) ॥৪০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ঈশ্বরসৃষ্ট দ্বৈতের অর্থাৎ বাহ্যপ্রপঞ্চের নিবৃত্তি না হইলেও তাহাতে মিথ্যাত্ব-নিশ্চয় হইলেই বাস্তব-অভেদবাদীর মতে অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান হয় ॥৪০॥

প্রলয়ে তন্নিবৃত্তৌ তু গুরুশাস্ত্রাদ্যভাবতঃ ।
বিরোধিদ্বৈতাভাবেঽপি ন শক্যং বোদ্ধুমদ্বয়ম্ ॥৪১॥

**অন্বয় ঃ** প্রলয়ে (প্রলয়কালে) তৎ-নিবৃত্তৌ (সেই দ্বৈত নিবৃত্ত হইলে) তু (কিন্তু) বিরোধি-দ্বৈত-অভাবে অপি (অদ্বৈত-বিরোধী-দ্বৈতের অভাবেও) গুরু-শাস্ত্রাদি-অভাবতঃ (গুরু, শাস্ত্র প্রভৃতির অভাবহেতু) অদ্বয়ম্ (অদ্বয় ব্রহ্মকে) বোদ্ধুম্ ন শক্যম্ (জানা যায় না) ॥৪১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** প্রলয়কালে (ঈশ্বরসৃষ্ট) সেই দ্বৈতপ্রপঞ্চের নাশ হইলে অদ্বৈত-বিরোধী দ্বৈতের অভাব হয়। কিন্তু তথাপি সেই অবস্থায় গুরু, শাস্ত্র প্রভৃতির অভাববশতঃ অদ্বয় ব্রহ্মকে জানা যায় না ॥৪১॥

---

১ দ্রষ্টব্য - শ্বেতাশ্বতর উঃ ২/১৫, ৩/৮, ৪/১০, ১৬, ৫/১৩, ৬/১৩, ১৬, ২০ ইত্যাদি

২ বস্ত্বৈক্যবাদিনা—এই পাঠান্তর

**অবাধকং সাধকং চ দ্বৈতমীশ্বরনির্মিতম্ ।**
**অপনেতুমশক্যং চেত্যাস্তাং তদ্দ্বিষ্যতে কুতঃ ॥৪২॥**

***অন্বয় ঃ*** ঈশ্বরনির্মিতম্ (ঈশ্বরসৃষ্ট) দ্বৈতম্ (দ্বৈত) অবাধকম্ (বাধক নহে) সাধকম্ (বরং সাধক) চ (এবং) অপনেতুম্ (নিবারণ) অশক্যম্ ইতি (অসাধ্য, এইহেতু) তৎ আস্তাম্ (তাহা থাকুক)। কুতঃ দ্বিষ্যতে (কি কারণে [তাহার প্রতি] দ্বেষ করা হইতেছে) ॥৪২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ঈশ্বরসৃষ্ট এই দ্বৈত, (অদ্বৈতজ্ঞানের) বাধক নহে; বরং সাধক এবং ইহাকে নিবারণ করা অর্থাৎ নাশ করা আমাদের অসাধ্য; এই হেতু তাহা থাকুক। কেন তাহার প্রতি দ্বেষ করা হইতেছে ॥৪২॥

**জীবদ্বৈতং তু শাস্ত্রীয়মশাস্ত্রীয়মিতি দ্বিধা ।**
**উপাদদীত শাস্ত্রীয়মাতত্ত্বস্যাববোধনাৎ ॥৪৩॥**

***অন্বয় ঃ*** জীবদ্বৈতম্ (জীব-রচিত দ্বৈত) তু (কিন্তু) শাস্ত্রীয়ম্ (শাস্ত্রবিহিত) অশাস্ত্রীয়ম্ (শাস্ত্রনিষিদ্ধ) ইতি (এইরূপে) দ্বিধা (দুই প্রকারের)। তত্ত্বস্য (তত্ত্বজ্ঞানের) অববোধনাৎ আ (বোধোদয় পর্যন্ত) শাস্ত্রীয়ম্ (শাস্ত্রবিহিত দ্বৈত) উপাদদীত (উপাদেয়) ॥৪৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** জীবরচিত দ্বৈত কিন্তু দুই প্রকার—শাস্ত্রবিহিত ও শাস্ত্র-নিষিদ্ধ। তত্ত্বজ্ঞানের উদয় না হওয়া পর্যন্ত শাস্ত্রবিহিত দ্বৈত গ্রহণযোগ্য ॥৪৩॥

**আত্মব্রহ্মবিচারাখ্যং শাস্ত্রীয়ং মানসং জগৎ ।**
**বুদ্ধে তত্ত্বে তচ্চ হেয়মিতি শ্রুত্যনুশাসনম্ ॥৪৪॥**

***অন্বয় ঃ*** আত্ম-ব্রহ্ম-বিচারাখ্যম্ (আত্মা হইতে অভিন্নরূপ ব্রহ্মের বিচারই অর্থাৎ শ্রবণাদিই) শাস্ত্রীয়ম্ (শাস্ত্র-প্রতিপাদিত) মানসম্ (মনোময়) জগৎ (জগৎ)। তত্ত্বে বুদ্ধে (তত্ত্বজ্ঞান হইলে) তৎ চ হেয়ম্ (তাহাও হেয় অর্থাৎ পরিত্যাজ্য) ইতি (ইহা) শ্রুতি-অনুশাসনম্ (শ্রুতির আদেশ) ॥৪৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** আত্মা হইতে অভিন্নরূপ ব্রহ্মের বিচার অর্থাৎ শ্রবণ-মননাদিই শাস্ত্রপ্রতিপাদিত মনোময় জগৎ। তত্ত্বজ্ঞান হইলে পর সেই শাস্ত্রীয় দ্বৈতও পরিত্যাজ্য; ইহা শ্রুতির আদেশ ॥৪৪॥

**শাস্ত্রাণ্যধীত্য মেধাবী অভ্যস্য চ পুনঃ পুনঃ ।**
**পরমং ব্রহ্ম বিজ্ঞায় উল্কাবত্তান্যথোৎসৃজেৎ ॥৪৫॥**

***অন্বয় ঃ*** মেধাবী (বুদ্ধিমান অধিকারী) শাস্ত্রাণি (শাস্ত্রসমূহ) অধীত্য (অধ্যয়ন

করিয়া) চ (এবং) পুনঃ পুনঃ (বার বার) অভ্যস্য (বিচার বা মনন করিয়া), পরমম্ ব্রহ্ম (পরব্রহ্মকে) বিজ্ঞায় (জানিয়া) অথ (তদনন্তর) উল্কাবৎ (জ্বলন্ত ইন্ধনের [ত্যাগের] ন্যায়) তানি (শাস্ত্রসমূহকে) উৎসৃজেৎ (পরিত্যাগ করিবেন) ॥ ৪৫॥ (অমৃতনাদ উঃ ১)

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (বিবেক-বৈরাগ্যাদিযুক্ত) বুদ্ধিমান অধিকারী শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করিয়া এবং (অধীত বিষয়সমূহের) বার বার বিচার করিয়া, পরব্রহ্মকে বিশেষরূপে জানিবার পর, (রন্ধনকার্য পরিসমাপ্তির) পর জ্বলন্ত ইন্ধন ত্যাগের ন্যায় শাস্ত্রকে পরিত্যাগ করিবেন [১] ॥ ৪৫ ॥

**গ্রন্থমভ্যস্য মেধাবী জ্ঞানবিজ্ঞানতৎপরঃ ।**
**পলালমিব ধান্যার্থী ত্যজেদ্‌গ্রন্থমশেষতঃ ॥ ৪৬॥**

***অন্বয় ঃ*** মেধাবী (বুদ্ধিমান ব্যক্তি) গ্রন্থম্ অভ্যস্য (শাস্ত্রগ্রন্থাভ্যাস করিয়া) জ্ঞান-বিজ্ঞান-তৎপরঃ [সন্] (জ্ঞানে এবং বিজ্ঞানে পারদর্শী হইয়া) ধান্যার্থী (ধান্যার্থী কৃষকগণের) পলালম্ ইব (খড়ের বা তুষের [ত্যাগের] ন্যায়) অশেষতঃ (সম্পূর্ণরূপে) গ্রন্থম্ ত্যজেৎ (শাস্ত্রগ্রন্থ [সমূহ] পরিত্যাগ করিবেন) ॥ ৪৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বুদ্ধিমান ব্যক্তি পরোক্ষানুভূতিরূপ জ্ঞানে এবং অপরোক্ষানুভূতিরূপ বিজ্ঞানে পারদর্শী হইয়া, ধান্যার্থী বা তণ্ডুলার্থী কৃষকগণের খড় অথবা তুষ পরিত্যাগের ন্যায়, শাস্ত্রগ্রন্থ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিবেন ॥ ৪৬॥ (ব্রহ্মবিন্দু উঃ ১৮)

**তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত ব্রাহ্মণঃ ।**
**নানুধ্যায়াদ্বহূঞ্ছব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ ॥ ৪৭॥**

***অন্বয় ঃ*** ধীরঃ (জ্ঞানী) ব্রাহ্মণঃ (ব্রহ্মনিষ্ঠ) তম্ ([প্রত্যগাত্মা হইতে অভিন্ন] পরমাত্মাকে) বিজ্ঞায় এব ([শাস্ত্র এবং আচার্যোপদেশ হইতে] উত্তমরূপে অবগত হইয়া) প্রজ্ঞাম্ কুর্বীত ( [তদ্বিষয়ে] প্রজ্ঞা অর্থাৎ অপরোক্ষজ্ঞান লাভ করিবেন)। বহূন শব্দান্ (বহুতর শব্দ) ন অনুধ্যায়াৎ (চিন্তা করিবেন না); হি (যেহেতু) তৎ (সেই বহুতর শব্দ) বাচঃ (বাগিন্দ্রিয়ের) বিগ্লাপনম্ (গ্লানিজনক) ॥ ৪৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ধীর ও ব্রহ্মজ্ঞানলাভেচ্ছু পুরুষ, প্রত্যগাত্মা হইতে অভিন্ন পরমাত্মাকে শাস্ত্র এবং আচার্যোপদেশ হইতে উত্তমরূপে অবগত হইয়া, তদ্বিষয়ে সর্বসংশয়শূন্য অপরোক্ষজ্ঞান লাভ করিবেন। বহুতর চিন্তা করিবেন না, কারণ তাহাতে বাগিন্দ্রিয়ের গ্লানি বা অবসাদ জন্মিয়া থাকে ॥ ৪৭॥ (বৃহদারণ্যক উঃ ৪/৪/২১)

---

১ অবিজ্ঞাতে পরে তত্ত্বে শাস্ত্রাধীতিস্তু নিষ্ফলা ।
বিজ্ঞাতে তু পরে তত্ত্বে শাস্ত্রধীতিস্তু নিষ্ফলা ॥ ( ৬১ ) বিবেকচূড়ামণি

**তমেবৈকং বিজানীথ হ্যন্যা বাচো বিমুঞ্চথ[১] ।**
**যচ্ছেদ্বাঙ্‌মনসী প্রাজ্ঞ[২] ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ স্ফুটাঃ ॥৪৮॥**

***অন্বয় ঃ*** একম্ (একমাত্র) তম্ এব (সেই আত্মাকেই) বিজানীথ হি (জানিবে), অন্যাঃ বাচঃ (অন্য সমস্ত বাণী) বিমুঞ্চথ (পরিত্যাগ কর)। প্রাজ্ঞঃ (বিবেকী ব্যক্তিগণ) বাঙ্‌মনসী (বাক্য ও মন) যচ্ছেৎ (সংযত করিবেন) ইত্যাদ্যাঃ (ইত্যাদি) শ্রুতয়ঃ (শাস্ত্রসকল) স্ফুটাঃ (স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন) ॥৪৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** "হে শিষ্যগণ, সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে জান এবং অন্যসব শাস্ত্রালোচনা পরিত্যাগ কর"; "বিবেকী ব্যক্তি বাগিন্দ্রিয়কে মনে সংযত করিবেন"—ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ শাস্ত্রীয় দ্বৈতের কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন ॥৪৮॥

**অশাস্ত্রীয়মপি দ্বৈতং তীব্রং মন্দমিতি দ্বিধা ।**
**কামক্রোধাদিকং তীব্রং মনোরাজ্যং তথেতরৎ ॥৪৯॥**

***অন্বয় ঃ*** অশাস্ত্রীয়ম্ (অশাস্ত্রীয়) দ্বৈতম্ অপি (দ্বৈতও) তীব্রম্ (তীব্র), মন্দম্ (মন্দ) ইতি (এইরূপে) দ্বিধা (দুইপ্রকার)। কামক্রোধাদিকম্ (কামক্রোধাদিরূপ মানসপ্রপঞ্চ) তীব্রম্ (তীব্র), তথা (আর) মনোরাজ্যম্ ([দিবাস্বপ্নাদিরূপ] মানসপ্রপঞ্চ) ইতরৎ (অন্য বা মন্দ) ॥৪৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অশাস্ত্রীয় দ্বৈতও দুইপ্রকার—তীব্র ও মন্দ। কামক্রোধাদিরূপ দ্বৈত মানসপ্রপঞ্চ তীব্র এবং দিবাস্বপ্নাদিরূপ মানসপ্রপঞ্চ মন্দ ॥৪৯॥

**উভয়ং তত্ত্ববোধাৎ প্রাঙ্‌নিবার্যং বোধসিদ্ধয়ে ।**
**শমঃ সমাহিতত্বঞ্চ সাধনেষু শ্রুতং যতঃ ॥৫০॥**

***অন্বয় ঃ*** তত্ত্ব-বোধাৎ (তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের) প্রাক্ (পূর্বে) বোধ-সিদ্ধয়ে (তত্ত্বজ্ঞানের সিদ্ধির জন্য) উভয়ম্ নিবার্যম্ (উভয় প্রকার অশাস্ত্রীয় দ্বৈতের নিবারণ প্রয়োজনীয়)। যতঃ (যেহেতু) শমঃ (শম), সমাহিতত্বম্ চ (এবং সমাধান) সাধনেষু (সাধন বলিয়া) শ্রুতম্ (শ্রুতিমুখে শুনা যায়) ॥৫০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পূর্বেই, তত্ত্বজ্ঞানের সিদ্ধির নিমিত্ত, উভয় প্রকার অশাস্ত্রীয় দ্বৈতের নিবারণ করা প্রয়োজন। যেহেতু শম (যাহা তীব্র অশাস্ত্রীয় দ্বৈতের নিবারক) এবং সমাধান (যাহা মন্দ অশাস্ত্রীয় দ্বৈতের নিবারক), সাধন বলিয়া শ্রুতিমুখে (বৃঃ উঃ ৪/৪/২৩) শুনা যায় ॥৫০॥

১ মুণ্ডক উঃ ২/৫,
২ কঠ উঃ ১/৩/১৩

**বোধাদূর্ধ্বং চ তদ্ধেয়ং জীবন্মুক্তিপ্রসিদ্ধয়ে ।**
**কামাদিক্লেশবন্ধেন যুক্তস্য ন হি মুক্ততা ॥৫১॥**

***অন্বয় ঃ*** বোধাৎ (তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের) ঊর্ধ্বম্ (পরে) চ (ও) জীবন্মুক্তিপ্রসিদ্ধয়ে (জীবন্মুক্তির প্রসিদ্ধির জন্য) তৎ (সেই অশাস্ত্রীয় দ্বৈত) হেয়ম্ (পরিত্যাজ্য)। [কারণ] কামাদি-ক্লেশ-বন্ধেন (কামাদি-ক্লেশরূপ বন্ধন দ্বারা) যুক্তস্য (যুক্ত বদ্ধপুরুষের) মুক্ততা (জীবন্মুক্তি) ন হি (সম্ভব নয়) ॥৫১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পরেও জীবন্মুক্তির প্রসিদ্ধির নিমিত্ত অশাস্ত্রীয় দ্বৈত পরিত্যাজ্য (অর্থাৎ জীবন্মুক্তের অশাস্ত্রীয় দ্বৈত অনুসরণ করা স্ববিরোধী কথা), কারণ কামাদি-ক্লেশরূপ বন্ধনদ্বারা যুক্ত পুরুষের (বদ্ধের) জীবন্মুক্তি সম্ভবই নয় ॥৫১॥

**জীবন্মুক্তিরিয়ং মা ভূজ্জন্মাভাবে ত্বহং কৃতী ।**
**তর্হি জন্মাপি তেঽস্ত্বেব স্বর্গমাত্রাৎ কৃতী ভবান্ ॥৫২॥**

***অন্বয় ঃ*** ইয়ম্ (এইরূপ অর্থাৎ কামক্রোধাদিশূন্য) জীবন্মুক্তিঃ (জীবন্মুক্তি) মা ভূৎ (না-ই হউক), জন্ম-অভাবে তু (ভাবি জন্ম নিবৃত্তিদ্বারা তো) অহম্ (আমি) কৃতী (কৃতকৃত্য হইব) । তর্হি (তাহা হইলে), জন্ম অপি (পুনর্জন্মও) তে (তোমার) অস্তু এব (হইবেই)। স্বর্গ-মাত্রাৎ (কেবলমাত্র স্বর্গলাভে) ভবান্ কৃতী (তোমাব কৃত-কৃত্যতা)॥ ৫২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (শঙ্কা) কামক্রোধাদিশূন্য এই জীবন্মুক্তি না হয় না-ই হউক, (কিন্তু জ্ঞানোদয়ের ফলে) ভাবিজন্মনিবৃত্তি দ্বারাই আমি কৃতকৃত্য হইব। (সমাধান)ঃ তাহা হইলে, (অর্থাৎ ঐহিকভোগ নিবৃত্তির ভয়ে জীবন্মুক্তি ত্যাগ করিলে, স্বর্গাদিভোগ নিবৃত্তির ভয়ে বিদেহমুক্তিও পরিত্যাজ্য হইবে, তখন) তোমার পুনর্জন্ম হইবেই। অতএব, তুমি কেবল স্বর্গ-লইয়া কৃতার্থ হও ॥৫২॥

**ক্ষয়াতিশয়দোষেণ স্বর্গো হেয়ো যদা তদা ।**
**স্বয়ং দোষতমাত্মায়ং কামাদিঃ কিং ন হীয়তে ॥৫৩॥**

***অন্বয় ঃ*** ক্ষয়-অতিশয়-দোষেণ (ক্ষয়িষ্ণুতা এবং অধিকতর সুখকর বস্তুর তুলনায় হীনতা—এই দুই দোষদ্বারা [আক্রান্ত]) স্বর্গঃ (স্বর্গ) হেয়ঃ (পরিত্যাজ্য)—যদা (যখন [তুমি এইরূপ বল]), তদা (তখন) স্বয়ম্ (স্বরূপতঃ) দোষতম্-আত্মায়ং (এই দোষ স্বভাব) কামাদিঃ (কামাদি) কিম্ (কেন) ন হীয়তে (পরিত্যাজ্য) হইতেছে না)? ॥৫৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (এখন যদি তুমি বল), ক্ষয়িষ্ণুতা অর্থাৎ অনিত্যফলকত্ব

এবং 'অতিশয়' অর্থাৎ ইহা অপেক্ষা সুখকর, বস্তুর অস্তিত্ব হেতু ঈর্ষোৎপত্তি—এই দুই দোষদ্বারা আক্রান্ত স্বর্গ পরিত্যাজ্য—তাহা হইলে, দোষাত্মক কামাদিকেও কেন পরিত্যাগ করা হইবে না? ॥৫৩॥

**তত্ত্বং বুদ্ধাপি কামাদীন্নিঃশেষং ন জহাসি চেৎ ।**
**যথেষ্টাচরণং তে স্যাৎ কর্মশাস্ত্রাতিলঙ্ঘিনঃ ॥৫৪॥**

***অন্বয়ঃ*** তত্ত্বম্ (তত্ত্বকে) বুদ্ধা অপি (জানিয়াও) নিঃশেষম্ (নিঃশেষে) কামাদীন্ (কামাদি দোষকে) ন জহাসি চেৎ (যদি পরিত্যাগ না কর), কর্ম-শাস্ত্র-অতিলঙ্ঘিনঃ (কর্ম-শাস্ত্রলঙ্ঘনকারী) তে (তোমাদের) যথা-ইষ্ট-আচরণম্ (যথেচ্ছাচরণ) স্যাৎ (ঘটিবে)॥ ৫৪॥

***বঙ্গানুবাদঃ*** তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াও যদি তুমি কামাদিদোষকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে না পার, তাহা হইলে; কর্মশাস্ত্র-লঙ্ঘনহেতু তোমার যথেচ্ছাচরণ ঘটিবে[১] ॥৫৪॥

**বুদ্ধাদ্বৈতসতত্ত্বস্য যথেচ্ছাচরণং যদি ।**
**শুনাং তত্ত্বদৃশাঞ্চৈব কো ভেদোঽশুচিভক্ষণে ॥৫৫॥**

***অন্বয়ঃ*** বুদ্ধ-অদ্বৈত-সতত্ত্বস্য (অদ্বৈতস্বরূপ ব্রহ্ম যিনি জানিয়াছেন তাঁহার) যদি (যদি) যথেচ্ছাচরণম্ (যথেচ্ছাচরণ) [হয়], [তাহা হইলে] অশুচি-ভক্ষণে (অশুচিবস্তুর ভক্ষণের সম্ভাবনা ঘটিলে) শুনাম্ (কুকুরের) তত্ত্বদৃশাম্ চ (এবং তত্ত্বজ্ঞব্যক্তির) কঃ ভেদঃ এব (কিই বা ভেদ থাকিবে) ? ৫৫॥

***বঙ্গানুবাদঃ*** অদ্বৈতস্বরূপ ব্রহ্মকে যিনি জানিয়াছেন সেই তত্ত্ববিদের যদি যথেচ্ছাচরণ ঘটে, তাহা হইলে তাঁহার অশুচিভক্ষণের সম্ভাবনাও থাকিবে। তখন কুকুর ও তত্ত্ববিদের মধ্যে কিই বা প্রভেদ থাকিবে? ৫৫॥

**বোধাৎ পুরা মনোদোষমাত্রাৎ ক্লিশ্নাস্যথাধুনা[২] ।**
**অশেষলোকনিন্দা চেত্যহো তে বোধবৈভবম্ ॥৫৬॥**

***অন্বয়ঃ*** বোধাৎ (তত্ত্বজ্ঞান লাভের) পুরা (পূর্বে) মনোদোষ-মাত্রাৎ (কেবলমাত্র কামক্রোধাদি দোষে) ক্লিশ্নাসি (কষ্ট পাইতেছিলে); অথ (অনন্তর) অধুনা (এখন) অশেষ-লোকনিন্দা চ (সর্বলোক-সমাজে নিন্দাও হইল); অহো, ইতি (অহো, উপহাসার্থে) তে (তোমার) বোধবৈভবম্ (বোধলাভের ফলে ঐশ্বর্যের বৃদ্ধি হইল)! ৫৬॥

১ তুলনীয়ঃ ভাগবত ১১/৭/১১, কঠ উঃ ১/২/২৪

২ ক্লিষ্টোঽসি এই পাঠান্তর

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** তত্ত্বজ্ঞানলাভের পূর্বে কেবলমাত্র কামক্রোধাদি দোষে তুমি কষ্ট পাইতেছিলে, আর এখন লোকসমাজে তোমার সর্বথা নিন্দা হইতে লাগিল। তাহা হইলে, অহো, জ্ঞানলাভের ফলে তোমার (ক্লেশের) ঐশ্বর্য [দ্বিগুণ] বর্ধিত হইল, বলিতে হয়! ॥৫৬॥

**বিড়্বরাহাদিতুল্যত্বং মা কাঙ্ক্ষীস্তত্ত্ববিদ্ভবান্ ।**
**সর্বধীদোষসন্ত্যাগাল্লোকৈঃ পূজ্যস্ব দেববৎ ॥৫৭॥**

***অন্বয় ঃ*** তত্ত্ববিৎ (তত্ত্বজ্ঞানী) ভবান্ (তুমি) বিড়্‌বরাহাদি-তুল্যত্বং (বিষ্ঠাভোজী শূকরের তুল্যতা) মা কাঙ্ক্ষীঃ (ইচ্ছা করিও না)। সর্বধী-দোষ-সন্ত্যাগাৎ (সর্বপ্রকার মানসিক দোষ পরিত্যাগের ফলে) লোকৈঃ (লোকের দ্বারা) দেববৎ পূজ্যস্ব (দেবতার ন্যায় পূজিত হও) ॥৫৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** তুমি জ্ঞানী (সর্বশ্রেষ্ঠ)। (তুমি) বিষ্ঠাভোজী শূকরের ন্যায় হইতে ইচ্ছা করিও না। সর্বপ্রকার বুদ্ধিদোষ পরিত্যাগের দ্বারা লোকসমাজে দেবতার ন্যায় পূজিত হও ॥৫৭॥

**কাম্যাদিদোষদৃষ্ট্যাদ্যাঃ কামাদিত্যাগহেতবঃ ।**
**প্রসিদ্ধা মোক্ষশাস্ত্রেষু তানন্বিষ্য সুখী ভব ॥৫৮॥**

***অন্বয় ঃ*** কাম্যাদি-দোষ-দৃষ্ট্যাদ্যাঃ (কামনার বিষয়সমূহে দোষদৃষ্টি প্রভৃতি) কামাদি-ত্যাগ-হেতবঃ (কামাদি ত্যাগের উপায়), [এই কথা] মোক্ষশাস্ত্রেষু (মোক্ষশাস্ত্রসমূহে) প্রসিদ্ধাঃ (প্রসিদ্ধ)। তান্ (সেই সকল উপায়ের) অন্বিষ্য (অন্বেষণ করিয়া) সুখী ভব (সুখী হও) ॥৫৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** কাম্যবস্তুসমূহে দোষদৃষ্টি প্রভৃতি কামাদি ত্যাগের হেতু বলিয়া মোক্ষোপদেশক শাস্ত্রসমূহে প্রসিদ্ধ। এইসকল উপায়ের অনুসন্ধান করিয়া (তাহাদের অভ্যাসদ্বারা) সুখী হও ॥৫৮॥

**ত্যজ্যতামেষ কামাদির্মনোরাজ্যে তু কা ক্ষতিঃ ।**
**অশেষদোষবীজত্বাৎ ক্ষতির্ভগবতেরিতা ॥৫৯॥**

***অন্বয় ঃ*** এষঃ (এই) কামাদিঃ (কাম প্রভৃতি) ত্যজ্যতাম্ (ত্যাগের যোগ্য), মনোরাজ্যে (মনোরাজ্য থাকিলে) তু (কিন্তু) কা ক্ষতিঃ (কি ক্ষতি)? অশেষ-দোষ-বীজত্বাৎ (অশেষ দোষের কারণ বলিয়া) ভগবতা (ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা) ক্ষতিঃ (ক্ষতি) ঈরিতা (উক্ত হইয়াছে) ॥৫৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (শঙ্কা) ঃ আচ্ছা, মানিয়া লইলাম যে এই কামাদি পরিত্যাগের

যোগ্য, কিন্তু মনোরাজ্য থাকিলে ক্ষতি কি? (সমাধান) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় (২/৬২) মনোরাজ্যকে অশেষ দোষের কারণ বলিয়াছেন ॥৫৯॥

**ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে ।**
**সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥৬০॥**

**ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।**
**স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥৬০[১]-ক॥**

***অন্বয় ঃ*** বিষয়ান্ (বিষয়সমূহকে) ধ্যায়তঃ (ধ্যান করিতে-করিতে) পুংসঃ (মানুষের) তেষু (তাহাতে) সঙ্গঃ (আসক্তি) উপজায়তে (উৎপন্ন হয়)। সঙ্গাৎ (আসক্তি হইতে) কামঃ (কামনা) সঞ্জায়তে (জাত হয়)। কামাৎ (কাম হইতে) ক্রোধঃ (ক্রোধ) অভিজায়তে (উৎপন্ন হয়), ক্রোধাৎ (ক্রোধ হইতে) সম্মোহঃ (অবিবেক) ভবতি (হয়)। সম্মোহাৎ (সম্মোহ হইতে) স্মৃতিবিভ্রমঃ (স্মৃতির বিলোপ), স্মৃতি-ভ্রংশাৎ (স্মৃতির নাশ হইলে) বুদ্ধিনাশঃ (বুদ্ধিনাশ), বুদ্ধি-নাশাৎ (বুদ্ধিনাশের ফলে) প্রণশ্যতি (পুরুষার্থের অযোগ্য হয়) ॥৬০-৬০ক॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বিষয়সমূহের চিন্তা করিতে-করিতে তৎসমূহে মানুষের আসক্তি জন্মে। আসক্তি হইতে কামনার উৎপত্তি হয়। কামনা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া ক্রোধে পরিণত হয়। ক্রোধ হইতে বিবেক-নাশ হয়। বিবেকনাশ হইতে স্মৃতির বিলোপ, স্মৃতিনাশ হইতে সদসদ্বিচার-বুদ্ধির নাশ এবং বুদ্ধিনাশের ফলে মানুষ পুরুষার্থের অযোগ্য হয় ॥৬০-৬০ক॥

**শক্যং জেতুং মনোরাজ্যং নির্বিকল্পসমাধিতঃ ।**
**সুসম্পাদঃ ক্রমাৎ সোঽপি সবিকল্পসমাধিনা ॥৬১॥**

***অন্বয় ঃ*** নির্বিকল্প-সমাধিতঃ (নির্বিকল্প সমাধির দ্বারা) মনোরাজ্যম্ (মনোরাজ্য) জেতুম্ (জয় করিতে) শক্যম্ (পারা যায়)। সঃ অপি (সেই নির্বিকল্প সমাধি আবার) ক্রমাৎ (ক্রমানুযায়ী) সবিকল্প-সমাধিনা (সবিকল্প সমাধিদ্বারা) সুসম্পাদঃ (সহজেই সম্পন্ন করা যায়) ॥৬১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** নির্বিকল্প সমাধিদ্বারা মনোরাজ্যকে জয় করিতে পারা যায়। সেই নির্বিকল্প সমাধিকে (যম-নিয়মাদি-ক্রমে সাধ্য) সবিকল্প সমাধি দ্বারা সহজেই আয়ত্ত করিতে পারা যায় ॥৬১॥

[১] গীতা ২/৬২-৬৩। (শ্লোকদ্বয়ের দ্বিতীয়টি পঞ্চদশীর অনেক সংস্করণে নাই)

**বুদ্ধতত্ত্বেন ধীদোষশূন্যেনৈকান্তবাসিনা ।**
**দীর্ঘং প্রণবমুচ্চার্য্য মনোরাজ্যং বিজীয়তে ॥ ৬২॥**

***অন্বয় ঃ*** বুদ্ধ-তত্ত্বেন (যে ব্যক্তি [ব্রহ্মের সহিত আত্মার একতারূপ] তত্ত্ব বুঝিয়াছেন, তাঁহার দ্বারা) ধী-দোষ-শূন্যেন ([কাম-ক্রোধাদি] বুদ্ধিদোষ শূন্যের দ্বারা) একান্ত-বাসিনা (নির্জনস্থানে বাসকারীর দ্বারা) দীর্ঘম্ (দীর্ঘ মাত্রায়) প্রণবম্ (প্রণব বা ওঁ-কার) উচ্চার্য্য (উচ্চারিত হইয়া) মনোরাজ্যম্ (মনোরাজ্য) বিজীয়তে (বিজীত হয়)॥ ৬২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যে-ব্যক্তি ব্রহ্মের সহিত আত্মার একতারূপ তত্ত্ব বুদ্ধি দ্বারা বুঝিয়াছেন, সেই ব্যক্তি কামাদি বুদ্ধি-দোষ পরিত্যাগকরতঃ নির্জন স্থানে বাস করিয়া, প্রণব বা ওঁ-কারের দীর্ঘোচ্চারণ-দ্বারা, মনোরাজ্য জয় করিতে পারেন॥ ৬২॥

**জিতে তস্মিন্ বৃত্তিশূন্যং মনস্তিষ্ঠতি মূকবৎ ।**
**এতৎপদং বশিষ্ঠেন রামায় বহুধেরিতম্ ॥ ৬৩॥**

***অন্বয় ঃ*** তস্মিন্ (সেই মনোরাজ্য) জিতে (বিজিত হইলে) মনঃ (মন) বৃত্তিশূন্যম্ (বৃত্তিশূন্য) মূকবৎ (বোবার ন্যায়) তিষ্ঠতি (অবস্থান করে)। এতৎ পদম্ (মনের এই অবস্থা) বশিষ্ঠেন (ভগবান বশিষ্ঠের দ্বারা) রামায় (শ্রীরামচন্দ্রকে) বহুধা (বিবিধ প্রকারে) ঈরিতম্ (উক্ত হইয়াছে) ॥ ৬৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এই মনোরাজ্য জয় হইলে, মন বৃত্তিশূন্য হইয়া অর্থাৎ সর্বব্যাপাররহিত হইয়া, মূকবৎ অবস্থান করিতে থাকে। বশিষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রকে মনের এই অবস্থা বিবিধ প্রকারে বুঝাইয়াছেন ॥ ৬৩॥

**দৃশ্যং নাস্তীতি বোধেন মনসো দৃশ্যমার্জনম্ ।**
**সম্পন্নং চেৎ তদুৎপন্না পরা নির্বাণনির্বৃতিঃ ॥ ৬৪॥**

***অন্বয় ঃ*** দৃশ্যম্ (দৃশ্যবস্তু) ন অস্তি ([স্বরূপতঃ] নাই)—ইতি (এইরূপ) বোধেন (জ্ঞানদ্বারা) মনসঃ (মন হইতে) দৃশ্য-মার্জনম্ (সকল দৃশ্যের নিবৃত্তি) সম্পন্নম্ চেৎ (যদি ঘটাইতে পারা যায়), তৎ (তাহা হইলে) পরা (পরম, নিরতিশয়) নির্বাণনির্বৃতিঃ (মোক্ষসুখ) উৎপন্না (সিদ্ধ হইল), [জানিতে হইবে] ॥ ৬৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** কোন দৃশ্যবস্তু স্বরূপতঃ নাই—এইরূপ জ্ঞানদ্বারা মন হইতে সকল দৃশ্যবস্তুর অপসারণ ঘটাইতে পারিলে, নিরতিশয় মোক্ষসুখ লাভ হইল, বুঝিতে হইবে ॥ ৬৪॥ (বাশিষ্ঠ রামায়ণ ৩/৬)

**বিচারিতমলং শাস্ত্রং চিরমুদ্‌গ্রাহিতং মিথঃ ।**
**সন্ত্যক্তবাসনান্মৌনাদৃতে নাস্ত্যুত্তমং পদম্ ॥ ৬৫॥**

**অন্বয় ঃ** শাস্ত্রম্ (অদ্বৈত বেদান্ত-গ্রন্থসমূহ) অলম্ (যথেষ্ট) বিচারিতম্ (বিচার করিয়াছি); মিথঃ (পরস্পর বিচারদ্বারা) চিরম্ (দীর্ঘকাল) উদ্‌গ্রাহিতম্ (মর্মার্থ জ্ঞাত হইয়াছি ও জ্ঞাপন করিয়াছি)। সন্ত্যক্ত-বাসনাৎ (সমস্ত বাসনা ত্যাগের ফলে [লব্ধ]) মৌনাৎ (তূষ্ণীম্ভাব) ঋতে (অপেক্ষা) উত্তমম্ পদম্ (উৎকৃষ্ট অবস্থা) ন অস্তি (আর নাই)॥ ৬৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** আমি অদ্বৈত বেদান্তশাস্ত্রসমূহ যথেষ্ট পড়িয়াছি ও বিচারদ্বারা তাহার মর্মার্থ জ্ঞাত হইয়াছি; তাছাড়াও দীর্ঘকাল (গুরু-শিষ্যের পরস্পরের মধ্যে) আলোচনার দ্বারা এই কথা বুঝাইয়াছি যে, সমস্ত বাসনা ত্যাগের ফলে মনে যে তূষ্ণীম্ভাব[১] আসে, তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর অবস্থা আর কিছু নাই ॥ ৬৫ ॥ (বাশিষ্ঠ রামায়ণ—স্থিতিপ্রকরণ, ৫৭/২৮)

**বিক্ষিপ্যতে কদাচিদ্ধীঃ কর্মণা ভোগদায়িনা ।**
**পুনঃ সমাহিতা সা স্যাত্তদৈবাভ্যাসপাটবাৎ ॥ ৬৬॥**

**অন্বয় ঃ** ভোগদায়িনা (ভোগ প্রদানকারী) কর্মণা (প্রারব্ধ কর্মের ফলে) ধীঃ (বুদ্ধি) কদাচিৎ (যদি কখনও) বিক্ষিপ্যতে (বিক্ষিপ্ত হয়), তদা এব (তৎক্ষণাৎই) অভ্যাস-পাটবাৎ (অভ্যাসনিপুণতা প্রয়োগের দ্বারা) পুনঃ (পুনরায়) সা (সেই বুদ্ধি) সমাহিতা (কামাদি বৃত্তিশূন্য) স্যাৎ (হইবে) ॥ ৬৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যদি ভোগপ্রদ প্রারব্ধের বশে, তূষ্ণীম্ভাব প্রাপ্ত বুদ্ধি আবার কখনও বিক্ষেপ-প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ অভ্যাসনিপুণতা দ্বারা সেই বুদ্ধিকে আবার বিক্ষেপশূন্য করা যাইবে ॥৬৬॥

**বিক্ষেপো যস্য নাস্ত্যস্য ব্রহ্মবিত্ত্বং ন মন্যতে ।**
**ব্রহ্মৈবায়মিতি প্রাহুর্মুনয়ঃ পারদর্শিনঃ ॥ ৬৭॥**

**অন্বয় ঃ** যস্য (যাঁহার) বিক্ষেপঃ (অন্তঃকরণে বিক্ষেপ) ন অস্তি (নাই) অস্য (তাঁহার) ব্রহ্মবিত্ত্বম্ ([কেবলমাত্র] ব্রহ্মজ্ঞত্ব) ন মন্যতে (মানা হয় না); পারদর্শিনঃ (বেদান্তকুশল) মুনয়ঃ (ঋষিগণ) অয়ম্ (ইনি) ব্রহ্ম এব (স্বয়ং ব্রহ্ম) ইতি (এইরূপ) প্রাহুঃ (বলিয়া থাকেন) ॥ ৬৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যাঁহার অন্তঃকরণ (আর) বিক্ষেপগ্রস্ত হয় না, এইরূপ

---

১ তুলনীয়—বৃহদারণ্যক উঃ ৩/৫/১

পুরুষকে বেদান্তকুশল মুনিরা কেবলমাত্র 'ব্রহ্মবিৎ' বলিয়া মানেন না; (বরং) 'ইনি স্বয়ং ব্রহ্মই' এইরূপ বলিয়া থাকেন ॥৬৭॥

**দর্শনাদর্শনে হিত্বা স্বয়ং কেবলরূপতঃ ।**
**যস্তিষ্ঠতি স তু ব্রহ্ম ন চৈব ব্রহ্মবিৎ স্বয়ম্ ॥৬৮॥**

***অন্বয়ঃ*** যঃ (যিনি) দর্শন-অদর্শনে (আমি ব্রহ্মকে জানি/জানিনা) হিত্বা ([এই উভয় ব্যবহার] ত্যাগ করিয়া) স্বয়ম্ (নিজে) কেবল-রূপতঃ (চৈতন্যস্বরূপে) তিষ্ঠতি (অবস্থান করেন), সঃ তু (সেই পুরুষ) স্বয়ং ব্রহ্ম (নিজে ব্রহ্ম), ন চ এব ব্রহ্মবিৎ (তাঁহাকে কেবলমাত্র ব্রহ্মজ্ঞ বলা যায় না) ॥৬৮॥ (মুক্তিকোপনিষৎ, ২/৬৪)

***বঙ্গানুবাদঃ*** যে পুরুষ, ব্রহ্মকে জানা ও না-জানা—এই উভয় পরিত্যাগ করিয়া, কেবল চৈতন্যস্বরূপে অবস্থিত হন, তিনি নিজেই ব্রহ্ম, তাঁহাকে কেবলমাত্র ব্রহ্মজ্ঞ বলা যায় না ॥৬৮॥

**জীবন্মুক্তেঃ পরাকাষ্ঠা জীবদ্বৈতবিবর্জনাৎ ।**
**লভ্যতেঽসাবতোঽত্রেদমীশদ্বৈতাদ্বিবেচিতম্ ॥৬৯॥**

***অন্বয়ঃ*** অসৌ (উক্ত অবস্থা) জীবন্মুক্তেঃ (জীবন্মুক্তির) পরাকাষ্ঠা (পর্যবসানরূপ), জীব-দ্বৈত-বিবর্জনাৎ (জীবসৃষ্ট দ্বৈতের পরিত্যাগ হইতে) লভ্যতে (লাভ হয়)। অতঃ (অতএব) অত্র (এই অধ্যায়ে) ইদম্ (ইহাকে) ঈশদ্বৈতাৎ (ঈশ্বর-রচিত জগৎ হইতে) বিবেচিতম্ (বিচারদ্বারা পৃথক করিয়া [দেখানো হইল])॥৬৯॥

***বঙ্গানুবাদঃ*** পূর্বোক্ত অবস্থা জীবন্মুক্তির পর্যবসানরূপ। জীবসৃষ্ট দ্বৈত-প্রপঞ্চের পরিত্যাগের ফলে ইহা লাভ হয়। অতএব, বর্তমান অধ্যায়ে ইহাকে ঈশ্বর-রচিত জগৎ হইতে বিচারদ্বারা পৃথক্ করিয়া দেখানো হইল ॥৬৯॥

**॥ ইতি দ্বৈতবিবেক-প্রকরণম্ সমাপ্তম্ ॥**

॥ দ্বৈতবিবেক-প্রকরণ সমাপ্ত হইল ॥

# পঞ্চদশী

## পঞ্চম অধ্যায়

### ॥ মহাবাক্যবিবেক-প্রকরণ ॥

**যেনেক্ষতে শৃণোতীদং জিঘ্রতি ব্যাকরোতি চ ।**
**স্বাদ্বস্বাদূ বিজানাতি তৎ প্রজ্ঞানমুদীরিতম্ ॥ ১ ॥**

***অন্বয় ঃ*** যেন ([ইন্দ্রিয়সকল দিয়া নির্গত] যে [অন্তঃকরণবৃত্তি উপহিত] চৈতন্যের দ্বারা) [পুরুষ] ইদম্ (দর্শনযোগ্য রূপসকল) ঈক্ষতে (দর্শন করে), শৃণোতি ([শব্দসকল] শ্রবণ করে), জিঘ্রতি ([গন্ধসমূহের] আঘ্রাণ লয়) ব্যাকরোতি ([বাক্যসকল] উচ্চারণ করে) চ (এবং) স্বাদু অস্বাদূ (সুস্বাদু ও অস্বাদু রস) বিজানাতি (জানিতে পারে বা আস্বাদন করে), তৎ (তাহা) প্রজ্ঞানম (প্রজ্ঞান বলিয়া) উদীরিতম (কথিত হয়) ॥ ১ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সকল দিয়া নির্গত যে অন্তঃকরণবৃত্তি-উপহিত-চৈতন্য দ্বারা পুরুষ রূপসকল দর্শন করে, শব্দসকল শ্রবণ করে, গন্ধসমূহের আঘ্রাণ লয়, বাক্য সকল উচ্চারণ করে এবং সুস্বাদু ও অস্বাদু রস আস্বাদন করে, তাহা 'প্রজ্ঞান'[১] বলিয়া কথিত হয় ॥ ১ ॥

**চতুর্মুখেন্দ্রদেবেষু মনুষ্যাশ্বগবাদিষু ।**
**চৈতন্যমেকং ব্রহ্মাতঃ প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম ময্যপি ॥ ২ ॥**

***অন্বয় ঃ*** চতুর্মুখ ইন্দ্র দেবেষু (ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি দেবগণের মধ্যে) মনুষ্য অশ্ব গবাদিষু (মনুষ্য অশ্ব গবাদিতে), [যে] একম্ (একমাত্র) চৈতন্যম্ (চৈতন্য), [তাহাই] ব্রহ্ম (ব্রহ্ম)। অতঃ (অতএব) ময়ি অপি (আমাতেও) [অবস্থিত] প্রজ্ঞানম (প্রজ্ঞান) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) ॥ ২ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ব্রহ্মা ইন্দ্র প্রভৃতি উত্তম জীবে, মনুষ্যাদি মধ্যম জীবে এবং

---

১ বর্তমান অধ্যায়ে চারি বেদের চারিটি মহাবাক্যের ব্যাখ্যা করা হইতেছে। প্রথমে ঋগ্বেদের অন্তর্গত ঐতরেয় উপনিষদুক্ত (৩/১/১) "প্রজ্ঞানম ব্রহ্ম" এই মহাবাক্যের ব্যাখ্যা। 'প্রজ্ঞান' বলিতে চৈতন্যকে বুঝানো হইয়াছে। তাঁহার উপস্থিতিতেই সত্তাবান মন ও বুদ্ধির মাধ্যমে ইন্দ্রিয়বিষয়সমূহের অনুভূতি বা গ্রহণ সম্ভব হয়। সর্বপ্রকার উপাধিরহিত এই সাক্ষিচৈতন্যই সচ্চিদানন্দ।

অশ্ব-গবাদি অধম জীবে—(সর্বত্র) যে একমাত্র চৈতন্যরূপে বিরাজিত, তাহাই ব্রহ্ম। সুতরাং আমাতে অবস্থিত প্রজ্ঞানও ব্রহ্ম[১] ॥২॥

**পরিপূর্ণঃ পরাত্মাস্মিন্ দেহে বিদ্যাধিকারিণি ।**
**বুদ্ধেঃ সাক্ষিতয়া স্থিত্বা স্ফুরন্নহমিতীর্য্যতে ॥৩॥**

**অন্বয় ঃ** পরিপূর্ণঃ (পরিপূর্ণ) পরাত্মা (পরমাত্মা) অস্মিন্ (এই [মায়াময়] জগতে) বিদ্যাধিকারিণি (বিদ্যালাভযোগ্য) দেহে ([মনুষ্যাদি] শরীরে) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীরের) সাক্ষিতয়া (সাক্ষিরূপে) স্থিত্বা (থাকিয়া) স্ফুরন্ (প্রকাশমান থাকেন)। [তিনি] 'অহম্' (আমি) ইতি (এই শব্দের দ্বারা) ঈর্য্যতে (উপলক্ষিত হন) ॥৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অপরিসীম পরমাত্মা এই মায়াময় জগতে, বিদ্যালাভ-যোগ্য মনুষ্যাদি শরীরে, বুদ্ধির সাক্ষিরূপে অবস্থিত থাকিয়া, প্রকাশমান রহিয়াছেন। তিনিই 'অহম্' শব্দের দ্বারা উপলক্ষিত হইতেছেন[২] ॥৩॥

**স্বতঃ পূর্ণঃ পরাত্মাত্র ব্রহ্মশব্দেন বর্ণিতঃ ।**
**অস্মীত্যৈক্যপরামর্শস্তেন ব্রহ্ম ভবাম্যহম্ ॥৪॥**

**অন্বয় ঃ** স্বতঃ পূর্ণঃ (স্বভাবতঃ পূর্ণ) পরাত্মা (পরমাত্মা) অত্র (এস্থলে) ব্রহ্ম-শব্দেন ('ব্রহ্ম'-শব্দদ্বারা) বর্ণিতঃ (বর্ণিত হইয়াছেন)। অস্মি ইতি ('অস্মি' শব্দ) ঐক্য-পরামর্শঃ ('অহম্' ও 'ব্রহ্ম'-এই শব্দদ্বয়ের একতা সম্পাদক)। তেন (সেইহেতু) অহম্ (আমি) ব্রহ্ম ভবামি (ব্রহ্ম হই) ॥৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** স্বভাবতঃ পূর্ণ পরমাত্মা এস্থলে 'ব্রহ্ম' শব্দদ্বারা বর্ণিত হইয়াছেন। 'অস্মি' শব্দ অহম্-শব্দবাচ্য চৈতন্যের সহিত ব্রহ্মচৈতন্যের একতা বুঝাইতেছে। সেই কারণে, 'আমি ব্রহ্ম' (এই অর্থ সিদ্ধ হইল) ॥৪॥

**একমেবাদ্বিতীয়ং সন্নামরূপবিবর্জিতম্ ।**
**সৃষ্টেঃ পুরাধুনাপ্যস্য তাদৃক্ত্বং তদিতীর্য্যতে ॥৫॥**

**অন্বয় ঃ** সৃষ্টেঃ (সৃষ্টির) পুরা (পূর্বে) একম্ (একমাত্র) অদ্বিতীয়ম্ (অদ্বিতীয়) নাম-রূপ-বিবর্জিতম্ (নামরূপরহিত) সৎ এব (সৎ-ই) (ছিলেন)। অস্য (এই সদ্বস্তুর)

---

১ তুলনীয় — ঐতরেয় উপনিষদ্ ৩/১/৩

২ 'অহং ব্রহ্মাস্মি'—মহাবাক্যের অন্তর্গত 'অহম্' পদের অর্থ বলা হইল। যজুর্বেদের বৃহদারণ্যক উঃ ১/৪/১০ ।

অধুনা অপি (সৃষ্টির পরেও) তাদৃক্ত্বম্ (সেইরূপতা) তৎ ইতি ('তৎ' এই পদ দ্বারা) ঈর্য্যতে (লক্ষিত হইয়াছে) ॥৫॥

*বঙ্গানুবাদ* ঃ সৃষ্টির পূর্বে এক অদ্বিতীয় নামরূপবিবর্জিত যে সৎ ছিলেন, সৃষ্টির পরেও সেই সৎ যে সেই অবস্থায়ই রহিয়াছেন—তাহা 'তৎ' অর্থাৎ 'সেই' পদদ্বারা কথিত হইয়াছে[1] ॥৫॥

**শ্রোতুর্দেহেন্দ্রিয়াতীতং বস্ত্বত্র ত্বংপদেরিতম্ ।**
**একতা গ্রাহ্যতেঽসীতি তদৈক্যমনুভূয়তাম্ ॥৬॥**

**অন্বয়** ঃ শ্রোতুঃ (শ্রোতার) দেহ-ইন্দ্রিয়-অতীতম্ (দেহ ও ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত) বস্তু ([যে] বস্তু) [তাহা] অত্র (এইস্থলে) ত্বম্-পদ-ঈরিতম্ (ত্বং অর্থাৎ তুমি এই পদদ্বারা সূচিত হইয়াছেন)। অসি ইতি (অসি শব্দ) একতা (একতা) গ্রাহ্যতে (বুঝাইতেছে)। তৎ (সেই) ঐক্যম্ (একতা) অনুভূয়তাম্ (অনুভব কর) ॥৬॥

*বঙ্গানুবাদ* ঃ শ্রোতার দেহেন্দ্রিয়াতিরিক্ত যে সত্তা (অর্থাৎ সদ্রূপ আছে, তাহাই আত্মা।) তিনি এইস্থলে 'ত্বম্' পদদ্বারা সূচিত হইয়াছেন। 'অসি' এই পদদ্বারা একতা বুঝাইতেছে। সেই ('তৎ' ও 'ত্বম্' পদের) একতা অনুভব করিতে হইবে ॥৬॥

**স্বপ্রকাশাপরোক্ষত্বময়মিত্যুক্তিতো মতম্ ।**
**অহংকারাদিদেহান্তাৎ প্রত্যগাত্মেতি গীয়তে ॥৭॥**

**অন্বয়** ঃ অয়ম্ (অয়ম্ অর্থাৎ 'এই') ইতি উক্তিতঃ (এই শব্দের উচ্চারণদ্বারা) স্বপ্রকাশ-অপরোক্ষত্বম্ (স্বপ্রকাশ ও অপরোক্ষতা) মতম্ (বুঝানো অভিপ্রেত)। অহঙ্কার-আদি-দেহ-অন্তাৎ (অহঙ্কার হইতে আরম্ভ করিয়া দেহ পর্যন্ত যে সঙ্ঘাত, তাহা হইতে) প্রত্যক্-আত্মা (আভ্যন্তর যে সাক্ষিরূপ আত্মা), [তিনিই মহাবাক্যে 'আত্মা'] ইতি গীয়তে (এই বলিয়া উক্ত হইয়াছেন)[2] ॥৭॥

*বঙ্গানুবাদ* ঃ 'অয়ম্' এই শব্দের উচ্চারণদ্বারা আত্মার স্বপ্রকাশতা ও অপরোক্ষতা বুঝানো অভিপ্রেত। অহঙ্কার হইতে আরম্ভ করিয়া দেহ পর্যন্ত যে

---

১ সামবেদের অন্তর্গত 'তত্ত্বমসি'—এই মহাবাক্যের অর্থ বলা হইতেছে। ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৬/৮/১৫ দ্রষ্টব্য।

২ অথর্ববেদের অন্তর্গত মাণ্ডুক্য উপনিষদুক্ত "অয়মাত্মা ব্রহ্ম"—এই মহাবাক্যের ব্যাখ্যা। —মাণ্ডূক্য উপনিষৎ ২।

সঙ্ঘাত, তাহার অন্তরে সাক্ষিরূপে যিনি বিদ্যমান, তিনিই এস্থলে 'আত্মা' শব্দদ্বারা লক্ষিত হইয়াছেন ॥৭॥

**দৃশ্যমানস্য সর্বস্য জগতস্তত্ত্বমীর্য্যতে ।**
**ব্রহ্মশব্দেন তদ্‌ব্রহ্ম স্বপ্রকাশাত্মরূপকম্ ॥৮॥**

***অন্বয় ঃ*** দৃশ্যমানস্য (দৃশ্যমান) সর্বস্য (সমস্ত) জগতঃ (সৃষ্টির) তত্ত্বম্ (যাহা মূল কারণ), (তাহাই) ব্রহ্ম শব্দেন ('ব্রহ্ম' এই শব্দদ্বারা) ঈর্য্যতে (কথিত হইয়াছে)। তৎ (সেই) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) স্বপ্রকাশ-আত্মরূপকম্ (স্বপ্রকাশ আত্মস্বরূপ) ॥৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** দৃশ্যমান সমগ্র সৃষ্টির যাহা মূল কারণ তাহাই 'ব্রহ্ম' শব্দদ্বারা কথিত হইয়াছে। সেই ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ আত্মস্বরূপ ॥৮॥

**॥ ইতি মহাবাক্যবিবেক-প্রকরণম্ সমাপ্তম্॥**

॥ মহাবাক্যবিবেক-প্রকরণ সমাপ্ত হইল ॥

# পঞ্চদশী

## ষষ্ঠ অধ্যায়

### ।। চিত্রদীপ-প্রকরণ ।।

**যথা চিত্রপটে দৃষ্টমবস্থানাং চতুষ্টয়ম্ ।**
**পরমাত্মনি বিজ্ঞেয়ং তথাবস্থাচতুষ্টয়ম্ ।। ১ ।।**

**অন্বয় ঃ** যথা (যেমন) চিত্রপটে (চিত্রাঙ্কনযোগ্য বস্ত্রখণ্ডে) অবস্থানাম্ (অবস্থা সমূহের) চতুষ্টয়ম্ (চারিটি) দৃষ্টম্ (দেখা যায়), তথা (সেইরূপ) পরমাত্মনি (পরমাত্মাতে) অবস্থা-চতুষ্টয়ম্ (চারিটি অবস্থা) বিজ্ঞেয়ম্ (বুঝিতে হইবে) ।। ১ ।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** চিত্রাঙ্কনযোগ্য বস্ত্রখণ্ডের যেমন চারিটি অবস্থা দেখা যায়, সেইরূপ পরমাত্মার চারিটি অবস্থা বুঝিতে হইবে ।। ১ ।।

**যথা ধৌতো ঘট্টিতশ্চ লাঞ্ছিতো রঞ্জিতঃ পটঃ ।**
**চিদন্তর্যামী সূত্রাত্মা বিরাট্ চাত্মা তথের্য্যতে ।। ২ ।।**

**অন্বয় ঃ** যথা (যেমন) পটঃ (বস্ত্রখণ্ড) ধৌতঃ (ধৌত), ঘট্টিতঃ (মণ্ডলিপ্ত), লাঞ্ছিতঃ (রেখাঙ্কিত) চ (এবং) রঞ্জিতঃ (রঞ্জিত) [হয়], তথা (সেইরূপ) আত্মা (পরমাত্মা) চিৎ (শুদ্ধচৈতন্য) অন্তর্যামী (অন্তর্যামী বা ঈশ্বরচৈতন্য) সূত্রাত্মা (সূত্রাত্মা বা হিরণ্যগর্ভ) চ (এবং) বিরাট্ (বিরাট্) [এই চারিটি অবস্থাবিশিষ্ট] ঈর্য্যতে (বলা যাইতে পারে) ।। ২ ।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যেমন চিত্রাঙ্কনযোগ্য বস্ত্রখণ্ডের ধৌত, মণ্ডলিপ্ত, রেখাঙ্কিত এবং বর্ণরঞ্জিত—এই চারিটি অবস্থা দেখা যায়, সেইরূপ শুদ্ধ পরমাত্মা শুদ্ধচৈতন্য, ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ এবং বিরাট্—এই চারি অবস্থাবিশিষ্ট বলিয়া বলা হইয়া থাকে ।। ২ ।।

**স্বতঃ শুভ্রোঽত্র ধৌতঃ স্যাদ্ঘট্টিতোঽন্নবিলেপনাৎ ।**
**মস্যাকারৈর্লাঞ্ছিতঃ স্যাদ্ রঞ্জিতো বর্ণপূরণাৎ ।। ৩ ।।**

**অন্বয় ঃ** অত্র (এখানে) স্বতঃ শুভ্রঃ ([বস্ত্রের] যে স্বাভাবিক শুভ্রাবস্থা) ধৌতঃ (তাহাকে ধৌত [অবস্থা বলে]), অন্নবিলেপনাৎ (অন্নমণ্ড লেপন করিলে) ঘট্টিতঃ স্যাৎ (ঘট্টিত অবস্থা হয়), মস্যাকারৈঃ (কালিদ্বারা চিত্রের রেখাঙ্কন করিলে) লাঞ্ছিতঃ (লাঞ্ছিতাবস্থা), [এবং] বর্ণপূরণাৎ (রংদ্বারা [সেই চিত্রাকৃতি] পূরণ করিলে) রঞ্জিতঃ (রঞ্জিত অবস্থা) স্যাৎ (হয়) ।। ৩ ।।

*বঙ্গানুবাদ ঃ* এই চারি অবস্থার মধ্যে বস্ত্রের যে স্বাভাবিক শুভ্র অবস্থা তাহাকে ধৌত অবস্থা বলে। অন্নমণ্ড লেপন করিলে ঘট্টিত অবস্থা হয়। কালিদ্বারা চিত্রের রেখাঙ্কন করিলে লাঞ্ছিত অবস্থা এবং রংদ্বারা সেই চিত্র পূরণ করিলে রঞ্জিত অবস্থা হয় ॥৩॥

**স্বতশ্চিদন্তর্যামী তু মায়াবী সূক্ষ্মদৃষ্টিতঃ ।**
**সূত্রাত্মা স্থূলদৃষ্ট্যৈব বিরাডিত্যুচ্যতে পরঃ ॥৪॥**

**অন্বয় ঃ** পরঃ (পরমাত্মা) স্বতঃ তু (সেইভাবে স্বরূপতঃ) চিৎ (চিৎ) মায়াবী (মায়া উপাধিযুক্ত অবস্থায়) অন্তর্যামী (অন্তর্যামী), সূক্ষ্মদৃষ্টিতঃ (সূক্ষ্মদৃষ্টিদ্বারা) সূত্রাত্মা (সূত্রাত্মা বা হিরণ্যগর্ভ), স্থূলদৃষ্ট্যা (স্থূলদৃষ্টিদ্বারা) বিরাট্ (বিরাট্) এব ইতি (এইসব নামেই) উচ্যতে (কথিত হন) ॥৪॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* পরমাত্মা স্বরূপতঃ চিৎ-শব্দদ্বারা উল্লিখিত হন। মায়া-উপাধিযুক্ত হইলে তাহাকে অন্তর্যামী বা ঈশ্বর বলে। সমষ্টি-সূক্ষ্ম-শরীরের সহিত যোগ বা সম্বন্ধবশতঃ তিনি সূত্রাত্মা বা হিরণ্যগর্ভ এবং স্থূলদৃষ্টিদ্বারা বিরাট্—এইসব নামেই অভিহিত হন ॥৪॥

**ব্রহ্মাদ্যাঃ স্তম্বপর্যন্তাঃ প্রাণিনোঽত্র জড়া অপি ।**
**উত্তমাধমভাবেন বর্তন্তে পটচিত্রবৎ ॥৫॥**

**অন্বয় ঃ** অত্র (এই পরমাত্মাতে) উত্তম-অধম ভাবেন (উত্তম ও অধম ভেদে) ব্রহ্মাদ্যাঃ (ব্রহ্মা হইতে) স্তম্ব-পর্যন্তাঃ (স্তম্ব বা তৃণ পর্যন্ত) প্রাণিনঃ (চেতন জীবসমূহ) জড়াঃ অপি (অচেতন বস্তুসমূহও) পট-চিত্রবৎ (পটে অঙ্কিত চিত্রের [মান-তারতম্যের] ন্যায়) বর্তন্তে (অবস্থিত আছে) ॥৫॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* পটে অঙ্কিত চিত্রের যেমন মানের তারতম্য হয় (কোনটি ভাল, কোনটি মন্দ—এইরূপ), সেইরূপ পরমাত্মায় উত্তম এবং অধমক্রমে ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্যন্ত চেতন (প্রাণিসকল) ও (গিরিনদী-মৃত্তিকাদি) জড় পদার্থসকল অধ্যস্ত রহিয়াছে ॥৫॥

**চিত্রার্পিতমনুষ্যাণাং বস্ত্রাভাসাঃ পৃথক্ পৃথক্ ।**
**চিত্রাধারেণ বস্ত্রেণ সদৃশা ইব কল্পিতাঃ ॥৬॥**

**অন্বয় ঃ** চিত্রার্পিত-মনুষ্যাণাম্ (চিত্রে অঙ্কিত মনুষ্যগণের) পৃথক্ পৃথক্ (ভিন্ন ভিন্ন) বস্ত্রাভাসাঃ (বস্ত্রের কল্পনা) চিত্রাধারেণ (চিত্রের আধার) বস্ত্রেণ (বস্ত্রের সহিত) সদৃশাঃ (সমান) ইব (বলিয়া) কল্পিতাঃ (কল্পিত [হয়])—॥৬॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* (যেমন) চিত্রে-অঙ্কিত মনুষ্যগণের (অঙ্গে-চিত্রিত) ভিন্ন-ভিন্ন বস্ত্রের কল্পনা, চিত্রের আধার-বস্ত্রের (চিত্র যে বস্ত্রের উপর অঙ্কিত, তাহার) সদৃশ বলিয়া মনে হয়— ॥৬॥

**পৃথক্ পৃথক্ চিদাভাসাশ্চৈতন্যাধ্যস্তদেহিনাম্ ।**
**কল্প্যন্তে জীবনামানো বহুধা সংসরন্ত্যমী ॥৭॥**

*অন্বয় ঃ* চৈতন্য-অধ্যস্ত-দেহিনাম্ (চৈতন্যে অধ্যস্ত জীবগণের) পৃথক্ পৃথক্ (এক-একটির) জীবনামানঃ (জীব নামক) চিদাভাসাঃ (চিদাভাস) কল্প্যন্তে (কল্পিত হয়); অমী (এই জীবনামক চিদাভাসসকল) বহুধা (বহুপ্রকারে) সংসরন্তি (জন্ম-মরণাদি প্রাপ্ত হয়) ॥৭॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* (সেইরূপ), চৈতন্যে অধ্যস্ত দেব-মনুষ্য প্রভৃতির পৃথক পৃথক জীবনামক চিদাভাস (প্রকৃত চৈতন্যের আভাসমাত্র), কল্পিত হয়। তাহারা বহুপ্রকারে জন্মমরণাদি প্রাপ্ত হয় ॥৭॥

**বস্ত্রাভাসস্থিতান্ বর্ণান্ যদ্বদাধারবস্ত্রগান্ ।**
**বদন্ত্যজ্ঞাস্তথা জীবসংসারং চিদ্গতং বিদুঃ ॥৮॥**

*অন্বয় ঃ* বস্ত্রাভাস-স্থিতান্ (বস্ত্রের উপরে অঙ্কিত) বর্ণান্ (বর্ণসকলকে) যদ্বৎ (যেমন) আধার-বস্ত্রগান্ (আধার-বস্ত্রের বর্ণ বলিয়া) বদন্তি (বলে), তথা (সেইরূপ) অজ্ঞাঃ (জ্ঞানহীন ব্যক্তিগণ) জীব-সংসারম্ (জীবের সংসার প্রাপ্তিকে) চিদ্গতম্ (সাক্ষি-চৈতন্যগত [বলিয়া]) বিদুঃ (মনে করে) ॥৮॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* বস্ত্রোপরি অঙ্কিত বর্ণসকলকে যেমন লোকে আধার বস্ত্রের বর্ণ বলিয়া বলে, সেইরূপ জ্ঞানহীন ব্যক্তিগণ জীবের সংসার গতিকে সাক্ষিচৈতন্যের সংসারগতি বলিয়া মনে করে ॥৮॥

**চিত্রস্থপর্বতাদীনাং বস্ত্রাভাসো ন লিখ্যতে ।**
**সৃষ্টিস্থমৃত্তিকাদীনাং চিদাভাসাস্তথা ন হি ॥৯॥**

*অন্বয় ঃ* চিত্রস্থ-পর্বতাদীনাম্ (চিত্রে অঙ্কিত পর্বতাদি জড় পদার্থের) বস্ত্রাভাসঃ (কল্পিত বস্ত্র) ন লিখ্যতে (অঙ্কিত হয় না), তথা (সেইরূপ) সৃষ্টিস্থ-মৃত্তিকাদীনাম্ (সৃষ্টিস্থিত মৃত্তিকাদিরও) চিদাভাসাঃ (চিদাভাস) ন হি (নাই) ॥৯॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* চিত্রে যেমন পর্বতাদি জড় পদার্থের (তাহারা বস্ত্র পরিধান করে না বলিয়া) কল্পিত বস্ত্রাদি অঙ্কিত হয় না, সেইরূপ সৃষ্টিস্থ মৃত্তিকাদিরও চিদাভাস অর্থাৎ জীবনের কল্পনা হয় না ॥৯॥

**সংসারঃ পরমার্থোঽয়ং সংলগ্নঃ স্বাত্মবস্তুনি ।**
**ইতি ভ্রান্তিরবিদ্যা স্যাদ্‌বিদ্যয়ৈষা নিবর্ততে ॥ ১০॥**

***অন্বয়*ঃ** অয়ম্ (এই) সংসারঃ (সংসার) পরমার্থঃ (বাস্তব সত্য) স্বাত্ম-বস্তুনি (আত্মাতে) সংলগ্নঃ (যুক্ত) ইতি ভ্রান্তিঃ (এইরূপ ভ্রম) অবিদ্যা স্যাৎ (অবিদ্যা বা অজ্ঞান)। এষা (ইহা) বিদ্যয়া (বিদ্যা বা জ্ঞানের দ্বারা) নিবর্ততে (নিবৃত্ত হইয়া যায়)॥ ১০॥

***বঙ্গানুবাদ*ঃ** (সর্বপ্রকার সুখদুঃখ সহ) এই সংসার পরমার্থতঃ আত্মায় যুক্ত, এইরূপ যে ভ্রান্তি, তাহা অবিদ্যা। বিদ্যা বা জ্ঞানের দ্বারা এই অবিদ্যার নিবৃত্তি হয় ।। ১০।।

**আত্মাভাসস্য জীবস্য সংসারো নাত্মবস্তুনঃ ।**
**ইতি বোধো ভবেদ্বিদ্যা লভ্যতেঽসৌ বিচারণাৎ ॥ ১১॥**

***অন্বয়*ঃ** আত্মাভাসস্য (আত্মার আভাসস্বরূপ) জীবস্য (জীবের) সংসারঃ (সংসার [হয়]), আত্মবস্তুনঃ (আত্মবস্তুর) ন (নহে) ইতি বোধঃ (এইরূপ জ্ঞান) বিদ্যা ভবেৎ (বিদ্যা হয়)। অসৌ (ঐ জ্ঞান) বিচারণাৎ (বিচারদ্বারা) লভ্যতে (লাভ করা যায়) ॥ ১১॥

***বঙ্গানুবাদ*ঃ** আত্মার আভাসস্বরূপ জীবেরই সংসার হয়, আত্মার হয় না—এইরূপ যে জ্ঞান তাহাকে বিদ্যা বলে। বিচারদ্বারা এই জ্ঞান লাভ করা যায়॥ ১১ ॥

**সদা বিচারয়েৎ তস্মাজ্জগজ্জীবপরাত্মনঃ ।**
**জীবভাবজগদ্ভাববাধে স্বাত্মৈব শিষ্যতে ॥ ১২॥**

***অন্বয়*ঃ** তস্মাৎ (সেইহেতু) জগৎ-জীব-পরাত্মনঃ (জগৎ, জীব ও পরমাত্মার) সদা (সর্বদা) বিচারয়েৎ (বিচার করিবে)। জীবভাব-জগদ্ভাব-বাধে (জীবভাব ও জগৎভাবের নিবৃত্তি হইলে) স্বাত্মা এব (পরমাত্মাই) শিষ্যতে (অবশিষ্ট থাকিয়া যান) ॥ ১২॥

***বঙ্গানুবাদ*ঃ** সেইহেতু, সর্বদা জগৎ, জীব ও পরমাত্মা—এই তিন বস্তুর বিচার করিবে। জীবভাব ও জগৎভাবের নিবৃত্তি হইলে পরমাত্মা হইতে অভিন্ন আত্মাই অবশিষ্ট থাকিয়া যান ॥১২॥

**নাপ্রতীতিস্তয়োর্বাধঃ কিন্তু মিথ্যাত্বনিশ্চয়ঃ ।**
**নো চেৎ সুষুপ্তিমূর্চ্ছাদৌ মুচ্যেতাযত্নতো জনঃ ॥১৩॥**

**অন্বয় ঃ** বাধঃ (বাধ [শব্দের অর্থ]) তয়োঃ (জীব ও জগতের) অপ্রতীতিঃ (অপ্রতীতি বা অদর্শন) ন (নয়) কিন্তু (কিন্তু) মিথ্যাত্ব-নিশ্চয়ঃ ([তাহাদের] মিথ্যাত্বনিশ্চয় [বাধ শব্দের অর্থ])। নো চেৎ (তাহা না হইলে) সুষুপ্তি-মূর্চ্ছাদৌ (সুষুপ্তি ও মূর্ছার অবস্থায়) জনঃ (লোকে) অযত্নতঃ (অনায়াসে) মুচ্যেত (মুক্ত হইত) ॥১৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** জীব ও জগতের অপ্রতীতি 'বাধ' শব্দের অর্থ নয়, উহাদের মিথ্যাত্ব-নিশ্চয় 'বাধ' শব্দের অর্থ। তাহা না হইলে, সুষুপ্তি ও মূর্ছার অবস্থায় লোকে অনায়াসে মুক্ত হইত ॥১৩॥

**পরমাত্মাবশেষোঽপি তৎসত্যত্ববিনিশ্চয়ঃ ।**
**ন জগদ্বিস্মৃতির্নো চেজ্জীবন্মুক্তির্ন সম্ভবেৎ ॥১৪॥**

**অন্বয় ঃ** পরমাত্মা-অবশেষঃ অপি ('পরমাত্মা অবশিষ্ট থাকিয়া যান'—এই কথার অর্থও) তৎ-সত্যত্ব-বিনিশ্চয়ঃ (সেই পরমাত্মা একমাত্র সত্য তাহার নিশ্চয়), জগৎ-বিস্মৃতিঃ (জগতের বিস্মৃতি) ন (নহে)। নো চেৎ (তাহা না হইলে) জীবন্মুক্তিঃ (জীবন্মুক্তি) ন সম্ভবেৎ (সম্ভব হইত না) ॥১৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** 'পরমাত্মা অবশিষ্ট থাকিয়া যান'—এই কথার অর্থও 'সেই পরমাত্মাই একমাত্র সত্য'—এইরূপ নিশ্চয়; কিন্তু জগতের বিস্মৃতি ইহার অর্থ নয়। তাহা না হইলে জীবন্মুক্তি সম্ভব হইত না ॥১৪॥

**পরোক্ষা চাপরোক্ষেতি বিদ্যা দ্বিধা বিচারজা ।**
**তত্রাপরোক্ষবিদ্যাপ্তৌ বিচারোঽয়ং সমাপ্যতে ॥১৫॥**

**অন্বয় ঃ** বিচারজা (বিচার হইতে উৎপন্ন) বিদ্যা (বিদ্যা) পরোক্ষা (পরোক্ষ) অপরোক্ষা চ (এবং অপরোক্ষ) ইতি (এইরূপ [ভেদে]) দ্বিধা (দুই প্রকার)। তত্র (তাহার মধ্যে) অপরোক্ষ-বিদ্যা-আপ্তৌ (অপরোক্ষজ্ঞানের প্রাপ্তি হইলে) অয়ম্ (এই) বিচারঃ (বিচার) সমাপ্যতে (সমাপ্ত হয়) ॥১৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বিচার হইতে উৎপন্ন জ্ঞান, পরোক্ষ এবং অপরোক্ষ ভেদে দুইপ্রকার। তাহার মধ্যে অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ হইলে পর এই বিচার সমাপ্ত হয় ॥১৫॥

**অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ পরোক্ষজ্ঞানমেব তৎ ।**
**অহং ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ সাক্ষাৎকারঃ স উচ্যতে ॥১৬॥**

**অন্বয় ঃ** 'ব্রহ্ম অস্তি' (ব্রহ্ম আছে) ইতি (এইরূপ) চেৎ (যদি) বেদ (জ্ঞান [হয়]), তৎ (তাহা) পরোক্ষ-জ্ঞানম্ এব (পরোক্ষ জ্ঞানই); অহম্ ব্রহ্ম (আমি ব্রহ্ম) ইতি

(এইরূপ) চেৎ বেদ (জ্ঞান হইলে) সঃ (তাহা) সাক্ষাৎকারঃ (সাক্ষাৎকার) উচ্যতে ([এইরূপ] কথিত হয়) ॥ ১৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** 'ব্রহ্ম আছে' এইরূপ জ্ঞান যখন হয়, তখন সেই জ্ঞান পরোক্ষজ্ঞান[১]; আর 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপ জ্ঞান হইলে তাহাকে সাক্ষাৎকার বা অপরোক্ষজ্ঞান[২] বলে ॥ ১৬॥

**তৎসাক্ষাৎকারসিদ্ধ্যর্থমাত্মতত্ত্বং বিবিচ্যতে ।**
**যেনায়ং সর্বসংসারাৎ সদ্য এব বিমুচ্যতে ॥ ১৭॥**

***অন্বয় ঃ*** যেন (যে সাক্ষাৎকার দ্বারা) অয়ম্ (এই মুমুক্ষু জীব) সর্বসংসারাৎ (সর্বপ্রকার সংসার-বন্ধন হইতে) সদ্যঃ এব (সদ্যই) বিমুচ্যতে (মুক্ত হইয়া যায়), তৎ-সাক্ষাৎকার-সিদ্ধ্যর্থম্ (সেই সাক্ষাৎকার সিদ্ধির জন্য) আত্মতত্ত্বম্ (আত্মার স্বরূপ) বিবিচ্যতে (বিচার করা হইতেছে) ॥ ১৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যে সাক্ষাৎকার দ্বারা মুমুক্ষু জীব সর্বপ্রকার সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যায়, সেই সাক্ষাৎকার লাভের জন্য আত্মার স্বরূপ বিচার করা হইতেছে ॥ ১৭॥

**কূটস্থো ব্রহ্ম জীবেশাবিত্যেবং চিচ্চতুর্বিধা ।**
**ঘটাকাশমহাকাশৌ জলাকাশাভ্রখে যথা ॥ ১৮॥**

***অন্বয় ঃ*** কূটস্থঃ (কূটস্থ), ব্রহ্ম (ব্রহ্ম), জীব-ঈশৌ (জীব ও ঈশ্বর) ইতি এবম্ (এইরূপে) চিৎ (চৈতন্য) চতুর্বিধা (চারি প্রকার)। যথা (যেমন), ঘটাকাশ-মহাকাশৌ (ঘটাকাশ, মহাকাশ) জলাকাশ-অভ্রখে (জলাকাশ ও মেঘাকাশ) ॥ ১৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** কূটস্থ, ব্রহ্ম, জীব ও ঈশ্বর—এইরূপে চৈতন্য- চারিপ্রকার, যেমন (একই আকাশকে) ঘটাকাশ, মহাকাশ, জলাকাশ ও মেঘাকাশ (বলে) ॥ ১৮॥

**ঘটাবচ্ছিন্নখে নীরং যত্তত্র প্রতিবিম্বিতঃ ।**
**সাভ্রনক্ষত্র আকাশো জলাকাশ উদীর্যতে ॥ ১৯॥**

***অন্বয় ঃ*** ঘটাবচ্ছিন্নখে (ঘটদ্বারা অবচ্ছিন্ন আকাশ মধ্যে) যৎ (যে) নীরম্ (জল [আছে]), তত্র (সেই জলে) প্রতিবিম্বিতঃ (প্রতিবিম্বিত) সাভ্রনক্ষত্রঃ (মেঘ ও নক্ষত্র সহিত) আকাশঃ (আকাশ) জলাকাশঃ (জলাকাশ [বলিয়া]) উদীর্যতে (কথিত হইতেছে) ॥ ১৯॥

---

১ তৈঃ উঃ, ব্রহ্মবল্লী—২/৬/১। ২ বৃঃ উঃ ১/৪/১০।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ঘটদ্বারা অবচ্ছিন্ন আকাশ ঘটাকাশ, তন্মধ্যস্থ জলে মেঘনক্ষত্রসহিত যে আকাশ (প্রতিবিম্বিত হইয়াছে) তাহার নাম জলাকাশ ।। ১৯।।

**মহাকাশস্য মধ্যে যন্মেঘমণ্ডলমীক্ষ্যতে ।**
**প্রতিবিম্বতয়া তত্র মেঘাকাশো জলে স্থিতঃ ।।২০।।**

***অন্বয় ঃ*** মহাকাশস্য (মহাকাশের) মধ্যে (মধ্যে) যৎ (যে) মেঘমণ্ডলম্ (মেঘমণ্ডল) ঈক্ষ্যতে (দেখা যায়), তত্র জলে (তাহার মধ্যে অবস্থিত জলে) প্রতিবিম্বতয়া (প্রতিবিম্বিত হইয়া) স্থিতঃ (অবস্থিত) মেঘাকাশঃ (মেঘাকাশ) ।। ২০।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (অপরিচ্ছিন্ন) মহাকাশের মধ্যে যে মেঘমণ্ডল দেখা যায়, তন্মধ্যস্থ জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া অবস্থিত আকাশের নাম মেঘাকাশ ।।২০।।

**মেঘাংশরূপমুদকং তুষারাকারসংস্থিতম্ ।**
**তত্র খপ্রতিবিম্বোঽয়ং নীরত্বাদনুমীয়তে ।। ২১।।**

***অন্বয় ঃ*** তুষার-আকার-সংস্থিতম্ (জলের সূক্ষ্মবিন্দুরূপে অবস্থিত) মেঘ-অংশ-রূপম্ (মেঘের অংশরূপে) উদকম্ ([যে] জল), তত্র (সেই জলে) অয়ম্ (এই) খ-প্রতিবিম্বঃ (আকাশের প্রতিবিম্ব) নীরত্বাৎ (জল বলিয়া) অনুমীয়তে (অনুমান করা যায়)।। ২১।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (জলের সূক্ষ্মবিন্দুকে তুষার বলা হইয়াছে। সেই) তুষাররূপে অবস্থিত মেঘের অংশরূপ যে জল, তাহা জল বলিয়া তাহাতে আকাশের প্রতিবিম্ব আছে অনুমান করা যায় (এই প্রতিবিম্বিত আকাশের নাম মেঘাকাশ।) ।। ২১ ।।

**অধিষ্ঠানতয়া দেহদ্বয়াবচ্ছিন্নচেতনঃ ।**
**কূটবন্নির্বিকারেণ স্থিতঃ কূটস্থ উচ্যতে ।।২২।।**

***অন্বয় ঃ*** অধিষ্ঠানতয়া (স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের আধারভূত বলিয়া) দেহদ্বয়-অবচ্ছিন্ন-চেতনঃ (সেই দেহদ্বয়দ্বারা সীমিত বা অধিকৃত যে আত্মা) কূটবৎ (কামারের 'নাঈ' বা 'নেহাই'-র মতো) নির্বিকারেণ (নির্বিকারভাবে) স্থিতঃ (অবস্থিত), [তিনিই] কূটস্থঃ উচ্যতে (কূটস্থ বলিয়া উক্ত হন) ।। ২২।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ***— স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের আধারভূত এবং সেই দেহদ্বয়দ্বারা

অবচ্ছিন্ন আত্মা কূট অর্থাৎ কামারের 'নাঙ্গ' বা 'নেহাই'-র মতো নিশ্চল ও নির্বিকার থাকেন। তাই তাঁহাকে কূটস্থ[1] বলা হয় ॥২২॥

**কূটস্থে কল্পিতা বুদ্ধিস্তত্র চিৎপ্রতিবিম্বকঃ ।**
**প্রাণানাং ধারণাজ্জীবঃ সংসারেণ স যুজ্যতে ॥২৩॥**

***অন্বয় ঃ*** কূটস্থে ([এইরূপ] কূটস্থে) কল্পিতা (কল্পিত), [যে] বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) তত্র (তাহাতে) চিৎ-প্রতিবিম্বকঃ (চৈতন্যের যে প্রতিবিম্ব হয়, তাহা) প্রাণানাম্ (প্রাণসংজ্ঞক ইন্দ্রিয়গণের) ধারণাৎ[2] (স্থিতির কারণ বিধায়) জীবঃ (জীব [বলিয়া উক্ত হয়])। সঃ (সেই জীব) সংসারেণ (সংসারে) যুজ্যতে (যুক্ত বা আবদ্ধ হয়) ॥২৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** কূটস্থে কল্পিত বুদ্ধিতে চৈতন্যের যে প্রতিবিম্ব[3] হয়, তাহা (প্রাণসংজ্ঞক) বাগাদি ইন্দ্রিয়ের স্থিতির কারণ বলিয়া, জীব নামে উক্ত হয়। সেই জীব (জন্মমরণাদিরূপ) সংসারে বদ্ধ হয় ।। ২৩।।

**জলব্যোম্না ঘটাকাশো যথা সর্বস্তিরোহিতঃ ।**
**তথা জীবেন কূটস্থঃ সোঽন্যোন্যাধ্যাস উচ্যতে ॥২৪॥**

***অন্বয় ঃ*** যথা (যেমন) জলব্যোম্না (জলাকাশদ্বারা) ঘটাকাশঃ (ঘটাকাশ) সর্বঃ তিরোহিতঃ (সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত [হয়] ), তথা (সেইরূপে) জীবেন (জীবদ্বারা) কূটস্থঃ (কূটস্থ) [তিরোহিত হন]। সঃ (সেই তিরোধানকে) অন্যোন্যাধ্যাসঃ (অন্যোন্যাধ্যাস বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হইয়াছে) ॥ ২৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যেমন জলাকাশদ্বারা ঘটাকাশ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় অর্থাৎ সমাবৃত হইয়া থাকে, সেইরূপে জীবদ্বারা কূটস্থ তিরোহিত হন। সেই তিরোধানকে (শারীরক-ভাষ্যাদি গ্রন্থে) অন্যোন্যাধ্যাস বলিয়া উক্ত হইয়াছে ।। ২৪।।

**অয়ং জীবো ন কূটস্থং বিবিনক্তি কদাচন ।**
**অনাদিরবিবেকোঽয়ং মূলাবিদ্যেতি গম্যতাম্ ॥২৫॥**

***অন্বয় ঃ*** অয়ম্ জীবঃ (এই জীব) কদাচন (কখনই) কূটস্থম্ (কূটস্থকে) ন বিবিনক্তি (বিবেকদ্বারা পৃথক করিয়া বুঝিতে পারে না), অয়ম্ (এই [যে]) অনাদিঃ

---

১ দৃষ্টান্তরূপ চারিটি আকাশের বর্ণনার পর দার্ষ্টান্তিক চৈতন্য-চতুষ্টয়ের বর্ণনা করিতে গিয়া এই শ্লোকে ঘটাকাশ স্থানীয় কূটস্থচৈতন্যের বর্ণনা করিতেছেন। কূট অর্থে-কামারের নাঙ্গ, চূড়া বা স্তূপ, মিথ্যাপ্রপঞ্চ বুঝায়। গীতা মধুসূদন সরস্বতী টীকা ১২/৩ দ্রষ্টব্য ।

২ 'প্রাণানাং ধারণাৎ'—বৃঃ উঃ ১/৩য় ব্রাহ্মণ দ্রষ্টব্য

৩ নৃসিংহোত্তরতাপনীয় উঃ ৯, কঠ উঃ ১/৩/১; বৃঃ উঃ ২/৫/৯; ব্রহ্মবিন্দু উঃ ১২

(অনাদি) অবিবেকঃ (অবিবেক), [ইহাকে] মূলাবিদ্যা (মূল-অবিদ্যা) ইতি (বলিয়া) গম্যতাম্ (জানিবে) ॥ ২৫ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এই জীব কখনই কূটস্থকে বিবেকদ্বারা আপনা হইতে পৃথক করিয়া বুঝিতে পারে না। এই যে অনাদি অবিবেক, ইহাকে মূলাবিদ্যা বলিয়া বুঝিতে হইবে ।। ২৫।।

**বিক্ষেপাবৃতিরূপাভ্যাং দ্বিধাঽবিদ্যা ব্যবস্থিতা[১] ।**
**ন ভাতি নাস্তি কূটস্থ ইত্যাপাদনমাবৃতিঃ ॥ ২৬॥**

***অন্বয় ঃ*** বিক্ষেপ-আবৃতি-রূপাভ্যাম্ ( আবরণ ও বিক্ষেপ-এই দুই রূপে) অবিদ্যা (অবিদ্যা) দ্বিধা (দুই ভাগে) ব্যবস্থিতা (বিভক্ত)। কূটস্থঃ (কূটস্থ) ন ভাতি (প্রকাশিত হইতেছে না) ন অস্তি (নাই) ইতি (এইরূপ) আপাদনম্ (ব্যবহারের হেতু) আবৃতিঃ (আবরণ শক্তি) ॥ ২৬ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অবিদ্যার শক্তি দুই প্রকার—বিক্ষেপশক্তি ও আবরণশক্তি। (তন্মধ্যে যাহাদ্বারা) 'কূটস্থ প্রকাশিত হইতেছে না', 'কূটস্থ নাই' এইরূপ ব্যবহার ঘটে, তাহাকে আবরণশক্তি বলে ॥২৬॥

**অজ্ঞানী বিদুষা পৃষ্টঃ কূটস্থং ন প্রবুধ্যতে ।**
**ন ভাতি নাস্তি কূটস্থ ইতি বুদ্ধা বদত্যপি ॥২৭॥**

***অন্বয় ঃ*** বিদুষা (জ্ঞানিকর্তৃক) পৃষ্টঃ (জিজ্ঞাসিত হইলে) অজ্ঞানী (অজ্ঞানী) কূটস্থম্ (কুটস্থকে) ন প্রবধ্যতে (জানি না) কূটস্থঃ (কূটস্থ) ন ভাতি (প্রকাশিত হয় না), ন অস্তি (নাই) ইতি বুদ্ধা (এইরূপ অনুভব করিয়া) বদতি অপি (বলিয়াও থাকে) ॥ ২৭ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** জ্ঞানিকর্তৃক ("তুমি কূটস্থকে জান?" এইরূপে) জিজ্ঞাসিত হইলে, অজ্ঞানী— "আমি কূটস্থকে জানি না"; "কূটস্থ (আমার বুদ্ধিতে) প্রকাশিত হয় না"; "কূটস্থ চৈতন্য (বলিয়া কোন পদার্থ) নাই"—এইরূপ তাহার অনুভব বলিয়াও থাকে ॥ ২৭ ॥

**স্বপ্রকাশে কুতোঽবিদ্যা তাং বিনা কথমাবৃতিঃ ।**
**ইত্যাদি তর্কজালানি স্বানুভূতির্গ্রসত্যসৌ ॥২৮॥**

***অন্বয় ঃ*** স্বপ্রকাশে (স্বপ্রকাশ আত্মায়) অবিদ্যা (অবিদ্যা) কুতঃ (কোথা হইতে [আসিবে]); তাম্ (অবিদ্যা) বিনা (না থাকিলে) আবৃতিঃ কথম্ (আববণ কি প্রকারে

১ প্রকল্পিতা—ইতি পাঠান্তর

[হইবে]); ইত্যাদি (এইসব) তর্কজালানি (তর্কসমূহকে) অসৌ (ঐ) স্বানুভূতিঃ (নিজের অনুভব) গ্রসতি (নিবারণ করে) ॥ ২৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** স্বপ্রকাশ আত্মায় অবিদ্যা কোথা হইতে আসে? (যেমন সূর্যে কি অন্ধকার থাকিতে পারে?) অবিদ্যা না থাকিলে আবরণ বা কি প্রকারে হয়? ইত্যাদি তর্কসমূহকে নিজের অনুভব[১] নিবারণ করে ॥ ২৮॥

**স্বানুভূতাববিশ্বাসে তর্কস্যাপ্যনবস্থিতেঃ ।**
**কথং বা তার্কিকংমন্যস্তত্ত্বনিশ্চয়মাপ্নুয়াৎ ॥ ২৯॥**

***অন্বয় ঃ*** স্বানুভূতৌ (নিজের অনুভূতিতে) অবিশ্বাসে (অবিশ্বাস হইলে) তর্কস্য অপি (তর্কেরও) অনবস্থিতেঃ (অনবস্থা বা অপ্রতিষ্ঠাহেতু), তার্কিকংমন্যঃ (যিনি আপনাকে তার্কিক মনে করেন, তিনি) তত্ত্বনিশ্চয়ম্ (বস্তুর স্বরূপ নিশ্চয়) কথম্ বা (কি প্রকারে বা) আপ্নুয়াৎ (লাভ করিবেন)? ॥ ২৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যদি নিজের অনুভূতির উপর বিশ্বাস স্থাপন করা না যায় এবং তর্কও যেহেতু চূড়ান্ত নয়, তাহা হইলে, যিনি আপনাকে তার্কিক মনে করেন, তিনি কি প্রকারে বস্তুর স্বরূপ নিশ্চয় করিবেন ? ॥২৯॥

**বুদ্ধ্যারোহায় তর্কশ্চেদপেক্ষেত তথা সতি ।**
**স্বানুভূত্যনুসারেণ তর্ক্যতাং মা কুতর্ক্যতাম্ ॥ ৩০॥**

***অন্বয় ঃ*** [কোন তত্ত্ব] বুদ্ধি-আরোহায় (বুদ্ধিতে ধারণা করাইবার জন্য) তর্কঃ (তর্কের) অপেক্ষেত (অপেক্ষা আছে) চেৎ (যদি এরূপ বল), তথা সতি (তাহা হইলে) স্বানুভূতি-অনুসারেণ (স্বীয় অনুভূতির অনুসরণ করিয়া) তর্ক্যতাম্ (অনুকূল তর্ক কর), মা কুতর্ক্যতাম্ (কুতর্ক করিও না) ॥ ৩০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** কোন তত্ত্ব বুদ্ধিতে ধারণা করাইবার জন্য তর্কের অপেক্ষা আছে, যদি এরূপ বল, তবে নিজের অনুভূতির অনুসরণ করিয়া অনুকূল তর্ক কর, কুতর্ক করিও না ॥৩০॥

**স্বানুভূতিরবিদ্যায়ামাবৃতৌ চ প্রদর্শিতা ।**
**অতঃ কূটস্থচৈতন্যমবিরোধীতি তর্ক্যতাম্ ॥ ৩১॥**

***অন্বয় ঃ*** অবিদ্যায়াম্ (অবিদ্যা বিষয়ে) আবৃতৌ চ (এবং আবরণ বিষয়ে) স্বানুভূতিঃ (নিজের অনুভব) প্রদর্শিতা (প্রদর্শিত হইয়াছে)। অতঃ (অতএব) কূটস্থ-

---

১ ন্যায় আছে- -'ন হি দৃষ্টেঽনুপপন্নম্-অর্থাৎ যাহা প্রত্যক্ষ অনুভূত হইতেছে তদ্বিষয়ে অসম্ভাবনা আসিতে পারে না। আরও দ্রষ্টব্য—ব্রহ্মসূত্র ২/১/১১—"তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" ইত্যাদি সূত্র।

চৈতন্যম্ (কূটস্থ চৈতন্য) অবিরোধি (ইহাদের অবিরোধী) ইতি (এইরূপে) তর্ক্যতাম্ (তর্ক করা আবশ্যক) ॥৩১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** আবরণ ও অবিদ্যা বিষয়ে নিজের অনুভব প্রদর্শিত হইয়াছে (২৭ নং শ্লোকে)। অতএব, কূটস্থ চৈতন্যের সহিত অবিদ্যা ও আবরণের বিরোধ[1] নাই—এইরূপ তর্ক করা আবশ্যক ॥৩১॥

**তচ্চেদ্বিরোধি কেনেয়মাবৃতির্হ্যনুভূয়তাম্ ।**
**বিবেকস্তু বিরোধ্যস্যাস্তত্ত্বজ্ঞানিনি দৃশ্যতাম্ ॥৩২॥**

***অন্বয় ঃ*** তৎ (কূটস্থ-চৈতন্য) বিরোধি চেৎ (যদি বিরোধী বলিয়া স্বীকার কর), ইয়ম্ (এই) আবৃতিঃ (আবরণ শক্তি) কেন (কিসের দ্বারা) হি (তাহা হইলে) অনুভূয়তাম্ (অনুভূত হয়)। বিবেকঃ তু (বিবেকই) অস্যাঃ (ইহার) বিরোধী (বিরোধী), তত্ত্ব-জ্ঞানিনি (তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষে) দৃশ্যতাম্ (দেখিয়া লও) ॥৩২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অবিদ্যা ও তাহার আবরণ শক্তির সাধক কূটস্থচৈতন্য যদি তাহাদের বিরোধী হইত, তাহা হইলে কিসের দ্বারা এই আবরণশক্তি অনুভূত হয়? অতএব বিবেকই যে অবিদ্যার বিরোধী, তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষে তাহা দেখিয়া লও ॥৩২॥

**অবিদ্যাবৃতকূটস্থে দেহদ্বয়যুতা চিতিঃ ।**
**শুক্তৌ রূপ্যবদধ্যস্তা বিক্ষেপাধ্যাস এব হি ॥৩৩॥**

***অন্বয় ঃ*** অবিদ্যা-আবৃত-কূটস্থে (অবিদ্যার আবরণ শক্তিদ্বারা আবৃত কূটস্থ চৈতন্যে) শুক্তৌ (শুক্তিতে) রূপ্যবৎ (রজতের ন্যায়) অধ্যস্তা (অধ্যস্ত) দেহদ্বয়যুতা (স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরদ্বারা যুক্ত) চিতিঃ (যে চিদাভাস), হি (তাহা) বিক্ষেপ-অধ্যাসঃ এব (বিক্ষেপাধ্যাসই) ॥৩৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অবিদ্যার আবরণশক্তিদ্বারা আবৃত কূটস্থচৈতন্যে, শুক্তিতে রজতের ন্যায়, (যে শক্তিদ্বারা), স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের সহিত চিদাভাসের (অধ্যাস হয়, তাহার নাম বিক্ষেপশক্তি এবং ঐ) অধ্যাসের নাম বিক্ষেপাধ্যাস ॥৩৩॥

**ইদমংশশ্চ[2] সত্যত্বং শুক্তিগং রূপ্য ঈক্ষ্যতে ।**
**স্বয়ত্ত্বং বস্তুতা চৈবং বিক্ষেপে বীক্ষ্যতেঽন্যগম্ ॥৩৪॥**

---

১ যাহার দ্বারা অবিদ্যা ও আবরণের অনুভব হয়, অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়, সেই কূটস্থের সহিত ইহাদের বিরোধ হইতে পারে না।

২ ইদমংশস্য ইতি পাঠান্তর

**অন্বয় :** ইদম্-অংশ ('ইহা একটা-কিছু' এই ভাব) সত্যত্বম্ চ (এবং সত্যবস্তু বলিয়া বোধ) শুক্তিগম্ (শুক্তিকাগত [এই দুই ব্যবহার]) রূপ্যে (রজতে) ঈক্ষ্যতে (দেখা যায়)। এবম্ (এইরূপ) অন্যগম্ (অন্যগত অর্থাৎ কূটস্থের) স্বয়ত্বম্ (স্বয়ংরূপতা) বস্তুতা চ (এবং বাস্তবতা) বিক্ষেপে (আরোপিত চিদাভাসে) বীক্ষ্যতে (দেখা যায়)॥৩৪॥

***বঙ্গানুবাদ :*** (শুক্তিকায় যখন রজতভ্রম হয় তখন) শুক্তিকার 'ইহা একটা-কিছু' এবং 'সত্যবস্তু'-বলিয়া যে দুইটি ব্যবহার তাহা রজতে দেখা যায়। সেইরূপ কূটস্থের স্বয়ংরূপতা এবং বাস্তবতা এই দুইটি ব্যবহার অধ্যস্ত বিক্ষেপে দেখা যায় ॥৩৪॥

**নীলপৃষ্ঠ-ত্রিকোণত্বং যথা শুক্তৌ তিরোহিতম্ ।**
**অসঙ্গানন্দতাদ্যেবং কূটস্থেঽপি তিরোহিতম্ ॥৩৫॥**

**অন্বয় :** শুক্তৌ (শুক্তিকাতে [অবস্থিত]) নীলপৃষ্ঠ-ত্রিকোণত্বম্ (নীলবর্ণ পৃষ্ঠদেশ ও ত্রিকোণাকারত্ব) যথা (যেমন) তিরোহিতম্ (লুপ্ত থাকে), এবম্ (এইরূপ) কূটস্থে অপি (কূটস্থেও) অসঙ্গ-আনন্দতা-আদি (অসঙ্গতা ও আনন্দতাদি) তিরোহিতম্ (তিরোহিত থাকে) ॥৩৫॥

***বঙ্গানুবাদ :*** (শুক্তিকায় রজতভ্রম-কালে), শুক্তিকার নীলবর্ণ-পৃষ্ঠদেশ এবং ত্রিকোণাকৃতি যেমন তিরোহিত থাকে, সেইরূপই অধ্যাসকালে কূটস্থচৈতন্যের অসঙ্গতা, আনন্দতা প্রভৃতি তিরোহিত থাকে ॥৩৫॥

**আরোপিতস্য দৃষ্টান্তে রূপ্যং নাম যথা তথা ।**
**কূটস্থাধ্যস্তবিক্ষেপনামাহমিতি নিশ্চয়ঃ ॥৩৬॥**

**অন্বয় :** দৃষ্টান্তে (উদাহরণে) আরোপিতস্য (আরোপিত বা অধ্যস্ত বস্তুর) নাম (নাম) রূপ্যম্ যথা (যেমন রজত), তথা (সেইরূপে) কূটস্থ-অধ্যস্ত-বিক্ষেপ-নাম (কূটস্থে অধ্যস্ত বিক্ষেপের নাম) অহম্ (আমি) ইতি (এই) নিশ্চয়ঃ (নিশ্চয় হয়) ॥৩৬॥

***বঙ্গানুবাদ :*** দৃষ্টান্তে যেমন আরোপিত বস্তুর নাম রজত, (দার্ষ্টান্তে) তেমন কূটস্থে অধ্যস্ত (চিদাভাসরূপ) বিক্ষেপের নাম 'অহম্' বা আমি, ইহা নিশ্চয় হয় ॥৩৬॥

**ইদমংশং স্বতঃ পশ্যন্ রূপ্যমিত্যভিমন্যতে ।**
**তথা স্বং চ স্বতঃ পশ্যন্নহমিত্যভিমন্যতে ॥৩৭॥**

**অন্বয় :** ইদম্-অংশম্ ('এই-একটা-কিছু'কে) স্বতঃ (তাহার স্বরূপে) পশ্যন্ (দেখিয়া) রূপ্যম্ (রজত) ইতি (বলিয়া) অভিমন্যতে (লোকে মনে করে), তথা

(সেইরূপ) স্বম্ চ (কূটস্থচৈতন্যকেও) স্বতঃ পশ্যন্ (নিজরূপে অনুভব করিয়া) অহম্ ইতি ('আমি' বলিয়া) অভিমন্যতে (মনে করে) ॥৩৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যেমন লোকে 'এই একটা-কিছু'কে তাহার নিজরূপে দেখিয়াও রজত বলিয়া মনে করে, সেইরূপ কূটস্থ চৈতন্যকে নিজরূপে অনুভব করিয়া 'অহম্' বা 'আমি' বলিয়া মনে করে ॥৩৭॥

**ইদন্ত্বরূপ্যতে ভিন্নে স্বত্বাহন্তে তথেষ্যতাম্[1] ।**
**সামান্যঞ্চ বিশেষশ্চ উভয়ত্রাপি গম্যতে ॥৩৮॥**

***অন্বয় ঃ*** ইদম্ত্ব-রূপ্যতে (ইদং-ভাব এবং রজত-ভাব) ভিন্নে (ভিন্ন), তথা (সেইরূপ) স্বত্ব-অহম্তে (স্বয়ং-ভাব ও অহং-ভাব) ইষ্যতাম্ ([ইহারাও ভিন্ন] বুঝিতে হইবে)। সামান্যম্ চ (সামান্যরূপ) বিশেষঃ চ (ও বিশেষরূপ) উভয়ত্র অপি (উভয় স্থলেই) গম্যতে (বুঝিতে হইবে) ॥৩৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** দৃষ্টান্তে শুক্তিকার ইদং-ভাব (অধিষ্ঠানের) সামান্যরূপ এবং রজত-ভাব (কল্পিতের) বিশেষরূপ বলিয়া ভিন্ন। সেইরূপ, (দার্ষ্টান্তে) কূটস্থচৈতন্যের স্বয়ং-ভাব (সামান্যরূপ) এবং অহং-ভাব বিশেষরূপ (বলিয়া ভিন্ন)—এইভাবে দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তের সমতা বুঝিতে হইবে ॥৩৮॥

**দেবদত্তঃ স্বয়ং গচ্ছেত্ত্বং বীক্ষস্ব স্বয়ং তথা ।**
**অহং স্বয়ং ন শক্নোমীত্যেবং লোকে প্রযুজ্যতে ॥৩৯॥**

***অন্বয় ঃ*** দেবদত্তঃ (দেবদত্ত নামক পুরুষ) স্বয়ম্ (নিজে) গচ্ছেৎ (গমন করুক), তথা (সেইরূপ) ত্বম্ (তুমি) স্বয়ম্ (নিজে) বীক্ষস্ব (দেখ), অহম্ (আমি) স্বয়ম্ (নিজে) ন শক্নোমি (পারি না), ইতি এবম্ (এইরূপ ব্যবহার) লোকে (লোকে) প্রযুজ্যতে (প্রয়োগ হয়)॥৩৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** 'দেবদত্ত স্বয়ং (নিজে) গমন করুক' সেইরূপ 'তুমি স্বয়ং দেখ', 'আমি স্বয়ং পারি না'—লৌকিক ব্যবহারে ('স্বয়ং' শব্দের) এইরূপ প্রয়োগ হয় ॥৩৯॥

**ইদং রূপ্যমিদং বস্ত্রমিতি যদ্বদিদন্তথা ।**
**অসৌ ত্বমহমিত্যেষু স্বয়মিত্যভিমন্যতে ॥৪০॥**

***অন্বয় ঃ*** ইদম্ (ইহা) রূপ্যম্ (রজত), ইদম্ (ইহা) বস্ত্রম্ (বস্ত্র), ইতি (এইসব প্রয়োগে) ইদম্ যদ্বৎ (ইদম্ শব্দের যেমন [সংসর্গ] ) তথা (সেইরূপ) অসৌ (সে), ত্বম্

---

১ তথেক্ষতাম্ ইতি পাঠান্তর।

(তুমি), অহম্ (আমি) ইতি এষু (ইত্যাদি ব্যবহারে) স্বয়ম্ (স্বয়ম্ শব্দের [সংসর্গ] ) ইতি (এইরূপ) অভিমন্যতে (বুঝিতে পারা যায়) ॥৪০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ইহা রৌপ্য, ইহা বস্ত্র—ইত্যাদি স্থলে ইহা (ইদম্) শব্দের (অর্থের সামান্যরূপতার) যেরূপ প্রয়োগ, সেইরূপ সে, তুমি, আমি প্রভৃতি স্থলে 'স্বয়ম্'[১] শব্দের (অর্থ সামান্যরূপতার) প্রয়োগ বা সংসর্গ বুঝা যায় ॥৪০॥

**অহন্ত্বাদ্ ভিদ্যতাং স্বত্বং কূটস্থে তেন কিং তব ।**
**স্বয়ং-শব্দার্থ এবৈষ কূটস্থ ইতি মে ভবেৎ ॥৪১॥**

**অন্বয় ঃ** অহং-ত্বাৎ ('অহং' শব্দের অর্থ হইতে) স্বত্বম্ (স্বয়ং শব্দের অর্থ) ভিদ্যতাম্ (ভিন্ন হউক), [কিন্তু] তেন (তাহাতে) কূটস্থে (কূটস্থ প্রসঙ্গে) তব কিম্ (আপনার কি [প্রাপ্তি হইল])? স্বয়ম্ (স্বয়ং) শব্দার্থঃ (শব্দের অর্থ) এষঃ কূটস্থঃ (এই কূটস্থ) ইতি (এই) মে ভবেৎ (আমার প্রাপ্তি হউক) ॥৪১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (প্রশ্ন) ঃ (বুঝিলাম) অহং-শব্দের অর্থ হইতে স্বয়ং-শব্দের অর্থ ভিন্ন হইল, কিন্তু তাহাতে কূটস্থ-প্রসঙ্গে আপনি কি পাইলেন? (উত্তর) স্বয়ম্ শব্দের অর্থ এই কূটস্থ, ইহা আমার সিদ্ধ হইল ॥৪১॥

**অন্যত্ববারকং স্বত্বমিতি চেদন্যবারণম্ ।**
**কূটস্থস্যাত্মতাং বক্তুরিষ্টমেব হি তদ্ভবেৎ ॥৪২॥**

**অন্বয় ঃ** অন্যত্ব-বারকম্ (অন্যত্বের নিষেধক) স্বত্বম্ (স্বয়ং-রূপতা) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বল [তাহা হইলে] ) কূটস্থস্য (কূটস্থের) আত্মতাম্ (আত্মা হইবার কথা) বক্তুঃ (যিনি বলেন, তাঁহার পক্ষে) তৎ (সেই) অন্যবারণম্ (অন্যত্বের নিবারণ) ইষ্টম্ হি ভবেৎ (অভিলষিতই হউক) ॥৪২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** 'স্বয়ংরূপতা অন্যত্বের নিষেধক মাত্র'—যদি এইরূপ বল, তাহা হইলে (সিদ্ধান্তী বলিতেছেন)—যিনি কূটস্থকে আত্মা বলেন তাঁহার পক্ষে [অর্থাৎ আমার পক্ষে] সেই অন্যত্বের নিবারণ অভিলষিতই হউক (হয়) ॥৪২॥

**স্বয়মাত্মেতি পর্যায়ৌ তেন লোকে তয়োঃ সহ ।**
**প্রয়োগো নাস্ত্যতঃ স্বত্বমাত্মত্বং চান্যবারকম্ ॥৪৩॥**

**অন্বয় ঃ** স্বয়ম্ আত্মা ('স্বয়ম্' শব্দ ও 'আত্মন্' শব্দ) ইতি পর্যায়ৌ (এই দুইটি সমানার্থক), তেন (সেই কারণে) লোকে (লোকসমাজে) তয়োঃ সহ প্রয়োগঃ (এই

---

১ ইদম্ রূপ্যম্—এই বাক্যে 'ইদম্' শব্দ সাধারণ বা সামান্যভাবে সকল শব্দের সহিত একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু রৌপ্য নির্দিষ্ট পরিমিত ব্যবহারাধীন। সেইরূপ অহং-শব্দ সীমিতার্থক, কিন্তু 'স্বয়ম্' সামান্যার্থক।

দুইটির একত্র প্রয়োগ বা ব্যবহার) ন অস্তি (নাই)। অতঃ (অতএব) স্বত্বম্ (স্বয়ং-রূপতা) চ আত্মত্বম্ (এবং আত্মত্ব) অন্যবারকম্ (অন্যের নিষেধক) ॥ ৪৩ ॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* স্বয়ং-শব্দ ও আত্মন্-শব্দ এই দুইটি সমানার্থক শব্দ, সেই কারণে লোকসমাজে এই দুই শব্দের একত্র ব্যবহার হয় না। অতএব, স্বয়ং-রূপতা এবং আত্মতা উভয়ে অন্যের নিষেধক ॥ ৪৩ ॥

**ঘটঃ স্বয়ং ন জানাতীত্যেবং স্বত্বং ঘটাদিষু ।**
**অচেতনেষু দৃষ্টং চেদ্দৃশ্যতামাত্মসত্ত্বতঃ ॥ ৪৪ ॥**

*অন্বয় ঃ* ঘটঃ (ঘট) স্বয়ম্ (নিজে) ন জানাতি ([কিছুই ] জানে না) ইতি এবম্ (এইরূপ) অচেতনেষু ঘটাদিষু (অচেতন ঘটাদি বস্তুতেও) স্বত্বম্ দৃষ্টম্ চেৎ (স্বয়ংরূপতার প্রয়োগ দেখা যায়, এইরূপ আপত্তি হইলে, [বলিতেছেন]) আত্ম-সত্ত্বতঃ (আত্ম-সত্তা বশতঃ) দৃশ্যতাম্ (এইরূপ প্রয়োগ বুঝ) ॥ ৪৪ ॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* 'ঘট নিজে কিছুই জানে না' এইরূপ বাক্য হইতে স্বয়ং-শব্দের প্রয়োগ অচেতন ঘটাদি বস্তুতেও তো দেখা যায়; এইরূপ আপত্তি হইলে বলিতেছেন, (ঘটাদিতে 'ভাতি' রূপ স্ফুরণদ্বারা) আত্মসত্তাবশতঃ এইরূপ প্রয়োগ হয় বুঝ। (অতএব, স্বয়স্তা ও আত্মতা ভিন্ন নহে) ॥ ৪৪ ॥

**চেতনাচেতনভিদা কূটস্থাত্মকৃতা ন হি ।**
**কিন্তু বুদ্ধিকৃতাভাসকৃতৈবেত্যবগম্যতাম্ ॥ ৪৫ ॥**

*অন্বয় ঃ* চেতন-অচেতন-ভিদা (চেতন ও অচেতনরূপ ভেদ) কূটস্থ-আত্মকৃতা ন হি (কূটস্থ আত্মচৈতন্যজনিত নহে)। কিন্তু (কিন্তু) বুদ্ধিকৃত-আভাসকৃতা এব (বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত যে চৈতন্য, তাহার দ্বারাই সংঘটিত) ইতি অবগম্যতাম্ (এইরূপ বুঝিয়া লও) ॥ ৪৫ ॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* চেতন ও অচেতনরূপ যে বিভাগ তাহা কূটস্থ আত্ম-চৈতন্যজনিত নহে; কিন্তু বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত যে চৈতন্য বা চিদাভাস বা জীব তাহার দ্বারাই সংঘটিত—এইরূপ বুঝিয়া লও ॥ ৪৫ ॥

**যথা চেতন আভাসঃ কূটস্থে ভ্রান্তিকল্পিতঃ ।**
**অচেতনো ঘটাদিশ্চ তথা তত্রৈব কল্পিতঃ ॥ ৪৬ ॥**

*অন্বয় ঃ* যথা (যেমন) চেতনঃ আভাসঃ (চেতন আভাস বা জীব-চৈতন্য) কূটস্থে (কূটস্থে) ভ্রান্তি-কল্পিতঃ (ভ্রমবশতঃ কল্পিত), তথা (সেইরূপ) অচেতনঃ ঘটাদিঃ চ (অচেতন ঘটাদিও) তত্র এব (সেই কূটস্থেই) কল্পিতঃ (কল্পিত) ॥ ৪৬ ॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* যেমন চেতন আভাস বা জীবচৈতন্য ভ্রমবশতঃ কূটস্থে কল্পিত হইয়াছে, সেইরূপই অচেতন ঘটাদিও সেই কূটস্থচৈতন্যেই কল্পিত ॥৪৬॥

**তত্তেদন্তে অপি স্বত্বমিব ত্বমহমাদিষু ।**
**সর্বত্রানুগতে তেন তয়োরপ্যাত্মতেতি চেৎ ॥৪৭॥**

*অন্বয় ঃ* স্বত্বম্ ইব (স্বয়ং-তার ন্যায়) তত্তা-ইদন্তে অপি (তৎ-অ এবং ইদং-তা-ও) ত্বম্-অহমাদিষু সর্বত্র ('তুমি', 'আমি' ইত্যাদি সর্বত্র) অনুগতে (অনুস্যূত রহিয়াছে)। তেন (সেইকারণে) তয়োঃ অপি (উক্ত 'সেইরূপতা' ও 'এইরূপতা'—উভয়েরও) আত্মতা ইতি চেৎ (আত্মরূপতা হউক) ॥৪৭॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* স্বয়ং-তা যেমন 'তুমি','আমি' ইত্যাদি সর্বত্র অনুস্যূত রহিয়াছে, সেইরূপ তৎ-তা অর্থাৎ 'সেইরূপতা' এবং ইদং-তা অর্থাৎ 'এইরূপতা'ও 'তুমি', 'আমি' ইত্যাদি সর্বত্র অনুস্যূত রহিয়াছে। সেই কারণে তৎ-তা এবং অহং-তা, এই উভয়েরও আত্মস্বরূপতা সিদ্ধ হউক। (এইরূপ শঙ্কা উঠিতে পারে) ॥৪৭॥

**তে আত্মত্বেঽপ্যনুগতে তত্তেদন্তে ততস্তয়োঃ ।**
**আত্মত্বং নৈব সম্ভাব্যং সম্যক্ত্বাদের্যথা তথা ॥৪৮॥**

*অন্বয় ঃ* তে (সেই) তত্তা-ইদন্তে (তত্তা এবং ইদন্তা) আত্মত্বে অপি (আত্মতাতেও) অনুগতে (অনুস্যূত হয়), ততঃ (সেই কারণে) তয়োঃ (তত্তা ও ইদন্তার) আত্মত্বম্ (আত্মতা) সম্ভাব্যম্ ন এব (সম্ভব হইতেই পারে না), যথা (যেমন) সম্যক্ত্বাদেঃ (সমীচীনতা প্রভৃতির) তথা (সেইরকম) ॥৪৮॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* সেই তত্তা (সেইরূপতা) ও ইদন্তা (এইরূপতা) যখন আত্মতাতেও অনুস্যূত (অর্থাৎ 'সেইরূপ আত্মরূপতা' এবং 'এইরূপ আত্মরূপতা' এইভাবে ব্যবহার) হয়, সুতরাং তত্তা ও ইদন্তা কখনই আত্মরূপতা হইতে পারে না। যেমন সমীচীনতা প্রভৃতির ক্ষেত্রে (আত্মতা সমীচীন বা অসমীচীন—এইরূপ ব্যবহার হইলেও, সম্যক্ত্বা কখনও আত্মতা হয় না) সেইরূপ ॥৪৮॥

**তত্তেদন্তে স্বতান্যত্বে ত্বন্তাঽহন্তে পরস্পরম্ ।**
**প্রতিদ্বন্দ্বিতয়া লোকে প্রসিদ্ধে নাস্তি সংশয়ঃ ॥৪৯॥**

*অন্বয় ঃ* তত্তা-ইদন্তে (তৎ-তা ও ইদম্‌তা) স্বতা-অন্যত্বে (স্বয়ম্-তা ও অন্যতা) ত্বন্তা-অহন্তে (ত্বম্-তা ও অহম্-তা) পরস্পরম্ (পরস্পর) প্রতিদ্বন্দ্বিতয়া (প্রতিদ্বন্দ্বিতা-

হেতু) লোকে (লোকসমাজে) প্রসিদ্ধে (প্রসিদ্ধ), [ইহাতে] সংশয়ঃ (সংশয়) ন অস্তি (নাই) ॥ ৪৯॥

**বঙ্গানুবাদ ঃ** 'তত্তা ও ইদন্তা', 'স্বয়ম্-তা ও অন্যতা', 'ত্বম্-তা ও অহম্-তা'—পরস্পর প্রতিযোগী বলিয়া লোকসমাজে প্রসিদ্ধ, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥ ৪৯॥

**অন্যতায়াঃ প্রতিদ্বন্দ্বী স্বয়ং কূটস্থ ইষ্যতাম্ ।**
**ত্বন্তায়াঃ প্রতিযোগ্যেষোঽহমিত্যাত্মনি কল্পিতঃ ॥ ৫০॥**

**অন্বয় ঃ** অন্যতায়াঃ (অন্যত্বের) প্রতিদ্বন্দ্বী (প্রতিযোগী) স্বয়ম্ (স্বয়ং-শব্দের অর্থ) কূটস্থঃ (কূটস্থ) ইষ্যতাম্ (ইহা মানিতে হয়)। ত্বম্-তায়াঃ (তুমিত্বের) প্রতিযোগী (প্রতিযোগী) এষঃ অহম্ (এই আমি) ইতি (এইরূপ) আত্মনি (আত্মাতে বা কূটস্থে) কল্পিতঃ (কল্পিত), [যে চিদাভাস উহাই] ॥ ৫০॥

**বঙ্গানুবাদ ঃ** অন্যত্বের প্রতিযোগী যে স্বয়ং-শব্দ, তাহা কূটস্থ বলিয়া মানিতে হইবে। আর কূটস্থরূপ আত্মায় কল্পিত 'এই আমি'-রূপ বোধোৎপাদক যে চিদাভাস তাহাই 'তুমি'রূপতার প্রতিযোগী ॥৫০॥

**অহন্তাস্বত্বয়োর্ভেদে রূপ্যতেদন্তয়োরিব ।**
**স্পষ্টেঽপি মোহমাপন্না একত্বং প্রতিপেদিরে ॥৫১॥**

**অন্বয় ঃ** রূপ্যতা-ইদন্তয়োঃ ইব (রজত ও 'এই'-রূপতার [ভেদের] ন্যায়) অহন্তা-স্বত্বয়োঃ (অহং-তা ও স্ব-তার) ভেদে (ভেদ) স্পষ্টে অপি (স্পষ্ট হইলেও) মোহম্ আপন্নাঃ (মোহগ্রস্ত জীব) একত্বম্ (একত্ব) প্রতিপেদিরে (বুঝিয়া থাকে) ॥ ৫১॥

**বঙ্গানুবাদ ঃ** (শুক্তি-রজত ভ্রমের সময়) রজত ও (সম্মুখস্থ) 'একটা-কিছু'-র ভেদের ন্যায় অহং-তা ও স্ব-তার ভেদ স্পষ্ট (প্রতীত) হইলেও মোহগ্রস্ত জীব উভয়কে (ভ্রান্তিবশতঃ) এক বলিয়া বুঝে ॥৫১॥

**তাদাত্ম্যাধ্যাস এবাত্র পূর্বোক্তাবিদ্যয়া কৃতঃ ।**
**অবিদ্যায়াং নিবৃত্তায়াং তৎকার্যং বিনিবর্ততে ॥৫২॥**

**অন্বয় ঃ** তাদাত্ম্য-অধ্যাসঃ এব (জীব ও কূটস্থের একতারূপ যে ভ্রম, উহাই) অত্র (এস্থলে) পূর্বোক্ত-অবিদ্যয়া কৃতঃ (পূর্বোক্ত অবিদ্যা-দ্বারা উৎপাদিত)। অবিদ্যায়াম্ নিবৃত্তায়াম্ (অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলে) তৎকার্যম্ (তাহার কার্য) বিনিবর্ততে (নিবৃত্ত হয়) ॥ ৫২॥

**বঙ্গানুবাদ ঃ** জীব ও কূটস্থের একতাভ্রমরূপ যে তাদাত্ম্যাধ্যাস, যাহা এই

প্রকরণে (১৯ হইতে ৩৪ শ্লোকে) বর্ণিত, তাহা পূর্বোক্ত (২৫ শ্লোকে উক্ত) অবিদ্যা দ্বারা উৎপাদিত। সেই অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলে তৎকার্য (এই ভ্রমের) নিবৃত্তি হয় ॥৫২॥

**অবিদ্যাবৃতিতাদাত্ম্যে বিদ্যয়ৈব বিনশ্যতঃ ।**
**বিক্ষেপস্য স্বরূপং তু প্রারব্ধক্ষয়মীক্ষতে ॥৫৩॥**

***অন্বয় ঃ*** অবিদ্যা-আবৃতি-তাদাত্ম্যে (অবিদ্যাজনিত আবরণ ও তাদাত্ম্যাধ্যাস, এই দুইটি) বিদ্যয়া এব (বিদ্যার দ্বারাই) বিনশ্যতঃ (বিনাশপ্রাপ্ত হয়)। বিক্ষেপস্য (বিক্ষেপের) স্বরূপম্ তু (স্বরূপ কিন্তু) প্রারব্ধ-ক্ষয়ম্ ঈক্ষতে (প্রারব্ধক্ষয়ের অপেক্ষা করে) ॥৫৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অবিদ্যাজনিত আবরণ ও তাদাত্ম্যাধ্যাস এই দুইটি বিদ্যাদ্বারাই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। আর বিক্ষেপের স্বরূপ (অর্থাৎ স্থূল-সূক্ষ্মশরীর সহিত চিদাভাস) প্রারব্ধক্ষয়ের অপেক্ষা[1] করে ॥৫৩॥

**উপাদানে বিনষ্টেঽপি ক্ষণং কার্যং প্রতীক্ষতে ।**
**ইত্যাহুস্তার্কিকাস্তদ্বদস্মাকং কিং ন সম্ভবেৎ ॥৫৪॥**

***অন্বয় ঃ*** উপাদানে (উপাদান) বিনষ্টে অপি (বিনষ্ট হইলেও) কার্যম্ (কার্য) ক্ষণম্ (ক্ষণকাল) প্রতীক্ষতে (বিদ্যমান থাকে) ইতি (এই কথা) তার্কিকাঃ (নৈয়ায়িকগণ) আহুঃ (বলেন)। তৎ বৎ (ঠিক সেই ব্যাপার) অস্মাকম্ (আমাদিগের [ক্ষেত্রে]) কিম্ ন সম্ভবেৎ (সম্ভব হইবে না কেন) ?[2] ৫৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** উপাদানের বিনাশ হইলেও কার্য ক্ষণকাল পর পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে—এই কথা তার্কিকগণ বলেন। বৈদান্তিকদিগের ক্ষেত্রে সেই নিয়ম সম্ভব হইবে না কেন ? ৫৪॥

**তন্তূনাং দিনসংখ্যানাং তৈস্তাদৃক্ ক্ষণ ঈরিতঃ ।**
**ভ্রমস্যাসংখ্যকল্পস্য যোগ্যঃ ক্ষণ ইহেষ্যতাম্ ॥৫৫॥**

***অন্বয় ঃ*** দিন-সংখ্যানাম্ (কতিপয় দিবসমাত্র স্থায়ী) তন্তূনাম্ (তন্তুদের [সম্বন্ধে]) তৈঃ (নৈয়ায়িকগণদ্বারা) তাদৃক্ (সেইরূপ) ক্ষণঃ ([কার্যবস্ত্রের] ক্ষণিক স্থিতিকাল) ঈরিতঃ (নির্দিষ্ট হইয়াছে)। ইহ (সেইরূপ এই) অসংখ্য-কল্পস্য ভ্রমস্য (অসংখ্য কল্পের ভ্রমের) যোগ্যঃ ক্ষণঃ ([কার্যরূপ দেহদ্বয়স্থিতির] যোগ্য সময়) ইষ্যতাম্ (স্বীকার করিয়া লও) ॥৫৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সহজেই গণনা করিতে পারা যায় এইরূপ কতিপয় যে দিন,

---

১ ছাঃ উঃ ৬/১৪/২

২ প্রশস্তপাদকৃত বৈশেষিক দর্শনভাষ্য, ১/১/১২ দ্রষ্টব্য

সেই সময়টুকু পর্যন্ত স্থায়ী যে তন্তু, উহার কার্যবস্ত্রের সেইরূপ স্থিতিকাল নৈয়ায়িকগণ নির্দেশ করিয়াছেন। উক্তরূপে অসংখ্য কল্পের এই ভ্রমের কার্যরূপ দেহদ্বয়ের স্থিতির তুলনামূলকভাবে উপযুক্ত সময় স্বীকার কর ॥৫৫॥

**বিনা ক্ষোদক্ষমং মানং তৈর্বৃথা পরিকল্প্যতে ।**
**শ্রুতিযুক্ত্যনুভূতিভ্যো বদতাং কিন্নু দুঃশকম্ ॥৫৬॥**

***অন্বয় ঃ*** তৈঃ (তাহাদের দ্বারা) ক্ষোদক্ষমম্ (বিচারসহ, বিচার সহিতে পারে এমন) মানম্ (প্রমাণ) বিনা (ব্যতিরেকে) বৃথা (বৃথা) পরিকল্প্যতে (কল্পনা হইতে পারে)। শ্রুতি-যুক্তি-অনুভূতিভ্যঃ (শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতির বলে) বদতাম্ (যাহারা বলিতেছি তাহাদের) কিম্ নু (কি), (যাহা বলিতেছি তাহা) দুঃশকম্ (অসম্ভব হইবে) ॥৫৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (নৈয়ায়িকগণ) বিচারসহ প্রমাণ ব্যতিরেকেও যদি এইরূপ বৃথা কল্পনা করিতে পারেন, (তাহা হইলে) শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতির[১] বলে আমরা যাহা বলিতেছি তাহা অসঙ্গত হইবে কি ? ৫৬॥

**আস্তাং দুস্তার্কিকৈঃ সাকং বিবাদঃ প্রকৃতং ব্রুবে ।**
**স্বাহমোঃ সিদ্ধমেকত্বং কূটস্থপরিণামিনোঃ ॥৫৭॥**

***অন্বয় ঃ*** দুস্তার্কিকৈঃ সাকম্ (কুতার্কিকগণের সহিত) বিবাদঃ (বিবাদ) আস্তাম্ (থাকুক)। প্রকৃতম্ (আলোচ্য [বিষয়ের]) ব্রুবে ([কথা] বলি)। কূটস্থ-পরিণামিনোঃ স্ব-অহমোঃ (স্বয়ম্-শব্দবাচ্য কূটস্থ এবং অহম্-শব্দবাচ্য পরিণামী জীব—এই উভয়ের) একত্বম্ (একতা) সিদ্ধম্ ([এইভাবে অর্থাৎ ভ্রান্তিদ্বারাই] সিদ্ধ হয়) ॥৫৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** কুতার্কিকগণের সহিত বিবাদের প্রয়োজন নাই। এখন আলোচ্য বিষয়ের অনুসরণ করি। স্বয়ম্-শব্দবাচ্য কূটস্থ অর্থাৎ নির্বিকার সাক্ষী এবং অহম্-শব্দবাচ্য পরিণামী যে জীবচৈতন্য—ইহাদের উভয়ের একত্ব (ভ্রান্তিদ্বারাই) সিদ্ধ হয় ॥৫৭॥

**ভ্রাম্যন্তে পণ্ডিতম্মন্যাঃ সর্বে লৌকিকতার্কিকাঃ ।**
**অনাদৃত্য শ্রুতিং মৌর্খ্যাৎ কেবলাং যুক্তিমাশ্রিতাঃ ॥৫৮॥**

***অন্বয় ঃ*** পণ্ডিতম্মন্যাঃ (আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া মনে করে যাহারা) লৌকিক-তার্কিকাঃ (সাধারণ অজ্ঞজন ও নৈয়ায়িকগণ প্রভৃতি) সর্বে (সকলে) মৌর্খ্যাৎ

---

১ **শ্রুতিপ্রমাণ—ছান্দোগ্য উঃ ৬/১৪/২**
**যুক্তিপ্রমাণ—কুলাল চক্র অর্থাৎ কুম্ভকারের চাকা**
**অনুভূতিপ্রমাণ—বিদ্বানগণের অনুভব**

(মুর্খতাবশতঃ) শ্রুতিম্ (শ্রুতিকে) অনাদৃত্য (অনাদর করিয়া) কেবলাম্ যুক্তিম্ (কেবল যুক্তিকে) আশ্রিতাঃ (আশ্রয় করিয়া) ভ্রাম্যন্তে (ভ্রান্তি প্রাপ্ত হয়) ॥৫৮॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* যাহারা আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া মনে করে এরূপ সাধারণ অজ্ঞজন এবং নৈয়ায়িক প্রভৃতি (দর্শনশাস্ত্রকারগণ) সকলে মূর্খতাবশতঃ শ্রুতির অনাদর করিয়া, কেবলমাত্র যুক্তির আশ্রয় করিয়া ভ্রান্তি প্রাপ্ত হয়[১] ॥৫৮॥

**পূর্বাপরপরামর্শবিকলাস্তত্র কেচন ।**
**বাক্যাভাসান্ স্বস্বপক্ষে যোজয়ন্ত্যপ্যলজ্জয়া ॥৫৯॥**

*অন্বয় ঃ* তত্র (তাঁহাদের মধ্যে) পূর্বাপর-পরামর্শ-বিকলাঃ (পূর্বাপর আলোচনায় অসমর্থ হইয়া) কেচন (কেহ কেহ [আবার]) বাক্যাভাসান্ অপি (ভিন্নার্থের বোধক বাক্যাভাস বা বাক্যসমূহকেও) অলজ্জয়া (নির্লজ্জভাবে) স্ব-স্বপক্ষে (আপন আপন পক্ষ সমর্থনে) যোজয়ন্তি (প্রয়োগ করে) ॥৫৯॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* তাহাদের মধ্যে কেহ-কেহ আবার পূর্বাপর আলোচনায় অসমর্থ হইয়া, ভিন্নার্থবোধক বাক্যাভাস সমূহকে নির্লজ্জভাবে আপন-আপন পক্ষ সমর্থনে প্রয়োগ করে ॥৫৯॥

**কূটস্থাদিশরীরান্তসংঘাতস্যাত্মতাং জগুঃ ।**
**লোকায়তাঃ পামরাশ্চ প্রত্যক্ষাভাসমাশ্রিতাঃ ॥৬০॥**

*অন্বয় ঃ* লোকায়তাঃ (চার্বাক মতাবলম্বিগণ) পামরাঃ চ (এবং ভোগরত অজ্ঞগণ) প্রত্যক্ষ-আভাসম্ (প্রত্যক্ষ প্রমাণের আভাসকে) আশ্রিতাঃ (আশ্রয় করিয়া) কূটস্থ-আদি-শরীর-অন্ত-সংঘাতস্য (কূটস্থ হইতে আরম্ভ করিয়া স্থূলশরীর পর্যন্ত সব কিছুর সমষ্টির) আত্মতাম্ (আত্মত্ব) জগুঃ (বলিয়াছে) ॥৬০॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* চার্বাকমতাবলম্বিগণ (দেহাত্মবাদিগণ) এবং ভোগরত অজ্ঞগণ প্রত্যক্ষ প্রমাণের আভাসকে আশ্রয় করিয়া, কূটস্থ হইতে শুরু করিয়া স্থূলশরীর পর্যন্ত সমষ্টিকে আত্মা বলিয়াছে ॥৬০॥

**শ্রৌতীকর্তুং স্বপক্ষং তে কোশমন্নময়ং তথা ।**
**বিরোচনস্য সিদ্ধান্তং প্রমাণং প্রতিজজ্ঞিরে ॥৬১॥**

*অন্বয় ঃ* তে (তাহারা) স্বপক্ষম্ (আপনাদের মতকে) শ্রৌতীকর্তুম্ (শ্রুতি-অনুমোদিত বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য) অন্নময়ম্ কোশম্ (অন্নময় কোশ) তথা (এবং) বিরোচনস্য (বিরোচনের) সিদ্ধান্তম্ (সিদ্ধান্তকে) প্রমাণম্ (প্রমাণ বলিয়া) প্রতিজজ্ঞিরে (প্রতিপাদন করিয়াছে) ॥৬১॥

১ বিঃ চূঃ—বাগ্‌বৈখরী শব্দঝরী . . ন তু মুক্তয়ে ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** তাহারা নিজদিগের মতকে শ্রুত্যনুমোদিত বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য অন্নময় কোশ (প্রতিপাদকশ্রুতি, এই অন্নময় কোশই সেই পরমাত্মা ইত্যাদি শ্রুতি)[1] এবং বিরোচনের সিদ্ধান্তকে (আমি পরমাত্মা-এই সিদ্ধান্ত)[2] প্রমাণ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছে ॥৬১॥

**জীবাত্মনির্গমে দেহমরণস্যাত্র দর্শনাৎ ।**
**দেহাতিরিক্ত এবাত্মেত্যাহুর্লোকায়তাঃ পরে ॥৬২॥**

***অন্বয় ঃ*** জীবাত্ম-নির্গমে (জীবাত্মা নির্গত হইয়া গেলে) অত্র (ইহলোকে) দেহমরণস্য (দেহের মরণ) দর্শনাৎ (দেখা যায় বলিয়া) আত্মা (আত্মা) দেহাতিরিক্তঃ এব (দেহ হইতে ভিন্নই) ইতি (এইরূপ) পরে (অন্য শ্রেণীর) লোকায়তাঃ (লোকায়তিকগণ) আহুঃ (বলিয়াছে) ॥৬২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** জীবাত্মা দেহ হইতে বাহির হইয়া গেলে ইহলোকে দেহের মরণ দেখা যায় বলিয়া, আর একশ্রেণীর লোকায়তিকগণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াত্মবাদিগণ বলে যে আত্মা দেহ হইতে ভিন্নই ॥৬২॥

**প্রত্যক্ষত্বেনাভিমতাহংধীর্দেহাতিরেকিণম্ ।**
**গময়েদিন্দ্রিয়াত্মানং বচ্মীত্যাদিপ্রয়োগতঃ ॥৬৩॥**

***অন্বয় ঃ*** প্রত্যক্ষত্বেন (প্রত্যক্ষ বলিয়া) অভিমতা (অনুভূত) অহংধীঃ ('আমি' বুদ্ধি), বচ্মি (আমি বলিতেছি) ইত্যাদি-প্রয়োগতঃ (ইত্যাদি প্রয়োগ হইতে) দেহাতিরেকিণম্ (দেহ হইতে ভিন্ন) ইন্দ্রিয়াত্মানম্ (ইন্দ্রিয়রূপ আত্মাকে) গময়েৎ (বুঝাইয়াছে) ॥৬৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** প্রত্যক্ষ বলিয়া অনুভূত 'আমি' বুদ্ধি, 'আমি বলিতেছি' ইত্যাদি প্রয়োগ হইতে বুঝিতে পারা যায়। আর এইরূপ শব্দ-প্রয়োগ হইতে দেহাতিরিক্ত ইন্দ্রিয়রূপ আত্মাকে বুঝানো হইয়াছে ॥৬৩॥

**বাগাদীনামিন্দ্রিয়াণাং কলহঃ শ্রুতিষু শ্রুতঃ ।**
**তেন চৈতন্যমেতেষামাত্মত্বং তত এব হি ॥৬৪॥**

***অন্বয় ঃ*** বাক্-আদীনাম্ ইন্দ্রিয়াণাম্ (বাগাদি ইন্দ্রিয়দিগের) কলহঃ (বিবাদ) শ্রুতিষু (শ্রুতিমুখে) শ্রুতঃ (শোনা যায়), তেন (তাহাদ্বারা) এতেষাম্ (এই ইন্দ্রিয়গণের) চৈতন্যম্ (সচেতনতা [প্রমাণিত হয়] )। ততঃ ([আর] সেইহেতু) আত্মত্বম্ এব হি (ইহাদের আত্মরূপতাও সিদ্ধ হয়) ॥৬৪॥

---

১ "স বা এষ পুরুষঃ অন্নরসময়..."—তৈঃ উঃ ২/১/১

২ "আত্মা এব দেহময়ঃ" (আত্মা এব ইহ মহয্য...) ছাঃ উঃ ৮/৮/৪

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বাগাদি ইন্দ্রিয়গণের কলহ শ্রুতিমুখে শুনা যায় (বৃঃ উঃ ৬/১/৭-১৪); তাহাদ্বারা ইহাদের চেতনত্ব প্রমাণিত হয়। আর সেইহেতু ইহাদের আত্মরূপতাও সিদ্ধ হয় ॥৬৪॥

**হৈরণ্যগর্ভাঃ প্রাণাত্মবাদিনস্ত্বেবমূচিরে ।**
**চক্ষুরাদ্যক্ষলোপেঽপি প্রাণসত্ত্বে তু জীবতি ॥৬৫॥**

***অন্বয় ঃ*** হৈরণ্যগর্ভাঃ (সমষ্টিপ্রাণরূপ হিরণ্যগর্ভের উপাসক) প্রাণাত্মবাদিনঃ (প্রাণাত্মবাদিগণ) তু এবম্ (এই রকমই) উচিরে (বলিয়াছে)। [কারণ] চক্ষুঃ-আদি-অক্ষ-লোপে অপি (চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সকলের নাশ হইলেও) প্রাণ-সত্ত্বে তু (প্রাণ থাকিলেই) জীবতি (জীবিত থাকে ) ॥৬৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** হিরণ্যগর্ভের উপাসক প্রাণাত্মবাদিগণ বলিয়াছে যে প্রাণই আত্মা (ইন্দ্রিয়গণ নহে)। কারণ এইরূপ দেখা যায় যে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের লোপ হইলেও, প্রাণমাত্র থাকিলে জীবিত থাকা যায় ॥৬৫॥

**প্রাণো জাগর্তি সুপ্তেঽপি* প্রাণশ্রৈষ্ঠ্যাদিকং শ্রুতম্ ।**
**কোশঃ প্রাণময়ঃ সম্যগ্‌বিস্তরেণ প্রপঞ্চিতঃ ॥৬৬॥**

***অন্বয় ঃ*** সুপ্তে অপি ([ইন্দ্রিয়গণ] নিদ্রিত হইলেও) প্রাণঃ জাগর্তি (প্রাণ জাগিয়া থাকে), প্রাণ-শ্রৈষ্ঠ্যাদিকম্ (প্রাণের শ্রেষ্ঠতা প্রভৃতি) শ্রুতম্ (শ্রুতিতে পাওয়া যায়), প্রাণময়ঃ কোশঃ (প্রাণময় কোশ) সম্যক্ বিস্তরেণ (সম্যক্ বিস্তৃতভাবে) প্রপঞ্চিতঃ (বর্ণিত হইয়াছে) ॥৬৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ইন্দ্রিয়গণ নিদ্রিত হইলেও প্রাণ জাগিয়া[1] থাকে; প্রাণের শ্রেষ্ঠতা[2] প্রভৃতির কথা শ্রুতিতে পাওয়া যায় এবং (শ্রুতিতে) প্রাণময় কোশ[3] সম্যক্‌রূপে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে ॥৬৬॥

**মন আত্মেতি মন্যন্তে উপাসনপরা জনাঃ ।**
**প্রাণস্যাভোক্তৃতা স্পষ্টা ভোক্তৃত্বং মনসস্ততঃ ॥৬৭॥**

***অন্বয় ঃ*** উপাসনপরাঃ জনাঃ (উপাসনাপরায়ণ সাধকরা) মনঃ আত্মা (মনই আত্মা) ইতি মন্যন্তে (এইরূপ মনে করিয়া থাকে)। [কারণ] প্রাণস্য (প্রাণের)

---

* সুপ্তেষু ইতি পাঠান্তর

১ "প্রাণাগ্নয়ঃ এব এতস্মিন্ পুরে জাগ্রতি"—প্রশ্ন উঃ ৪/৩

২ "তৎপ্রাণে প্রপন্নে উদাতিষ্ঠৎ তৎ উক্‌থম্ অভবৎ তৎ এতৎ উক্‌থম্"--নিরুদ্দেশ শ্রুতিবচন—বৃঃ উঃ ৫/১৩/১

৩ "অন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ"—তৈঃ উঃ ২/২/১

অভোক্তৃতা স্পষ্টা (অভোক্তৃত্ব স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়), ততঃ (সেইহেতু) মনসঃ (মনের) ভোক্তৃত্বম্ (ভোক্তৃত্ব)। (সুতরাং মনের আত্মত্বও সিদ্ধ) ॥ ৬৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** উপাসনাপরায়ণ (অর্থাৎ নারদ-পঞ্চরাত্র মতাবলম্বী) সাধকগণ 'মনই আত্মা' এইরূপ মনে করিয়া থাকেন। (তাঁহাদের যুক্তি হইতেছে—) প্রাণ যে ভোক্তা নয় তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, সেইহেতু মনই ভোক্তা, (অতএব মনই আত্মা) ॥৬৭॥

**মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ ।**
**শ্রুতো মনোময়ঃ কোশস্তেনাত্মেতীরিতং মনঃ ॥ ৬৮॥**

***অন্বয় ঃ*** মনুষ্যাণাম্ (মনুষ্যগণের) বন্ধ-মোক্ষয়োঃ (বন্ধন-মুক্তির) কারণম্ (কারণ) মনঃ এব (মনই)। মনোময়ঃ কোশঃ (মনোময় কোশ) শ্রুতঃ (শ্রুতি হইতে পাওয়া যায়)। তেন (সেইহেতু) মনঃ আত্মা (মন আত্মা) ইতি ঈরিতম্ (ইহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে) ॥৬৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** মনই মনুষ্যগণের বন্ধন-মুক্তির কারণ (ব্রহ্মবিন্দু উঃ ২); মনোময় কোশের (শ্রেষ্ঠত্বের) কথা শ্রুতিতে[১] বর্ণিত আছে; অতএব, মনই আত্মা, ইহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে ॥৬৮॥

**বিজ্ঞানমাত্মেতি পর আহুঃ ক্ষণিকবাদিনঃ ।**
**যতো বিজ্ঞানমূলত্বং মনসো গম্যতে স্ফুটম্ ॥ ৬৯॥**

***অন্বয় ঃ*** পরে ক্ষণিকবাদিনঃ (আর যাহারা বৌদ্ধ ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী তাহারা) বিজ্ঞানম্ (বুদ্ধি) আত্মা (আত্মা) ইতি আহুঃ (এইরূপ বলিয়াছে)। যতঃ (যেহেতু) মনসঃ (মনের) বিজ্ঞানমূলত্বম্ (বিজ্ঞানমূলতা) স্ফুটম্ (স্পষ্ট) গম্যতে (বুঝিতে পারা যায়)॥৬৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** আর যাহারা ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ, তাহারা বুদ্ধিকে আত্মা বলেন। কারণ (তাঁহাদের যুক্তি হইল) বিজ্ঞান যে মনের কারণ তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় ॥ ৬৯॥

**অহংবৃত্তিরিদংবৃত্তিরিত্যন্তঃকরণং দ্বিধা ।**
**বিজ্ঞানং স্যাদহংবৃত্তিরিদংবৃত্তির্মনো ভবেৎ ॥ ৭০॥**

***অন্বয় ঃ*** অহং-বৃত্তিঃ (আমি-বৃত্তি), ইদং-বৃত্তিঃ ('এই'-বৃত্তি) ইতি (এইভাবে) অন্তঃকরণম্ (অন্তঃকরণ) দ্বিধা (দুই ভাগে বিভক্ত)। অহংবৃত্তিঃ (অহং-বৃত্তি) বিজ্ঞানম্ স্যাৎ (বুদ্ধি), ইদংবৃত্তিঃ (এই-বৃত্তি) মনঃ ভবেৎ (মন হয়) ॥ ৭০॥

---

১ "তস্মাদ্বা এতস্মাৎ প্রাণময়াদ্ অন্যোঽন্তরঃ আত্মা মনোময়ঃ"—তৈঃ উঃ ২/৩/১। এই শ্রুতিবাক্যে মনোময় আত্মাকে প্রাণময় হইতে অধিকতর আভ্যন্তর বলা হইয়াছে ।

*বঙ্গানুবাদ ঃ* 'আমি'-বৃত্তি এবং 'এই'-বৃত্তি ভেদে অন্তঃকরণ দুই প্রকারের। তন্মধ্যে অহং-বৃত্তিটিকে বুদ্ধি বলে এবং ইদং-বৃত্তিটিকে বলে মন ॥৭০॥

**অহংপ্রত্যয়বীজত্বমিদংবৃত্তেরিতি স্ফুটম্ ।**
**অবিদিত্বা স্বমাত্মানং বাহ্যং বেত্তি[১] ন তু ক্বচিৎ ॥৭১॥**

*অন্বয় ঃ* ইদম্-বৃত্তেঃ ('ইহা'-রূপ বৃত্তির [যে]) অহম্ প্রত্যয়-বীজত্বম্ (আমি-রূপ বৃত্তি-কারণতা) ইতি স্ফুটম্ (ইহা স্পষ্ট)। স্বম্ আত্মানম্ (নিজের আত্মাকে) অবিদিত্বা (না জানিয়া) ক্বচিৎ (কেহ) বাহ্যম্ (বাহ্য বস্তুকে) ন তু বেত্তি (জানিতে পারে না) ॥৭১॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* 'ইদম্'-রূপ বৃত্তি যে 'অহম্'-রূপ বৃত্তি হইতে উৎপন্ন তাহা পরিষ্কার বুঝা যায়। (কারণ) নিজের আত্মাকে না জানিয়া কেহ কোন বাহ্য বস্তুকে জানিতে পারে না ॥৭১॥

**ক্ষণে ক্ষণে জন্মনাশাবহংবৃত্তের্মিতৌ যতঃ ।**
**বিজ্ঞানং ক্ষণিকং তেন স্বপ্রকাশং স্বতো মিতেঃ ॥৭২॥**

*অন্বয় ঃ* যতঃ (যেহেতু) ক্ষণে ক্ষণে (প্রতিক্ষণ) অহংবৃত্তেঃ (অহংবৃত্তির) জন্ম-নাশৌ (জন্ম ও নাশ) মিতৌ (প্রমাণিত হইতেছে), তেন (সেইহেতু) বিজ্ঞানম্ (বিজ্ঞান) ক্ষণিকম্ (ক্ষণিক), স্বতঃ (আপনা আপনি) মিতেঃ (প্রমাণিত হয় বলিয়া) স্বপ্রকাশম্ ([তাহা] স্বপ্রকাশ) ॥৭২॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* যেহেতু প্রতিক্ষণ 'অহং' বৃত্তির জন্ম ও নাশ প্রমাণিত হইতেছে, সেইহেতু বিজ্ঞান ক্ষণিক এবং উহা স্বতঃ প্রমাণিত হয় বলিয়া স্বপ্রকাশ ॥৭২॥

**বিজ্ঞানময়কোশোঽয়ং জীব ইত্যাগমা জগুঃ ।**
**সর্বসংসার এতস্য জন্মনাশসুখাদিকঃ ॥৭৩॥**

*অন্বয় ঃ* বিজ্ঞানময়-কোশঃ (বিজ্ঞানময় কোশ) অয়ম্ (এই) জীবঃ (জীবাত্মা)। জন্ম-নাশ-সুখ-আদিকঃ (জন্ম-নাশ-সুখাদিরূপ) সর্ব-সংসারঃ (সমস্ত সংসার) এতস্য (এই বিজ্ঞানের) ইতি (ইহা) আগমাঃ জগুঃ (বেদসমূহ বর্ণনা করিয়াছেন) ॥৭৩॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* বিজ্ঞানময় কোশ এই জীবাত্মা[২]। জন্ম-মরণ, সুখ-দুঃখাদিরূপ সমস্ত সংসার এই বিজ্ঞানেরই—ইহা বেদসমূহ বর্ণনা করিয়াছেন ॥৭৩॥

---

১ বেদ ইতি পাঠান্তর

২ "তস্মাদ্বা এতস্মান্মনোময়াদন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ"—তৈঃ উঃ ২/৪/১ "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে"—ঐ ২/৫/১

**বিজ্ঞানং ক্ষণিকং নাত্মা বিদ্যুদভ্রনিমেষবৎ ।**
**অন্যস্যানুপলব্ধত্বাচ্ছূন্যং মাধ্যমিকা জগুঃ ॥৭৪॥**

***অন্বয় ঃ*** বিদ্যুৎ-অভ্র-নিমেষবৎ (বিদ্যুৎ, মেঘ এবং চক্ষুর পলকের ন্যায়) ক্ষণিকম্ (ক্ষণিক) বিজ্ঞানম্ (বিজ্ঞান) আত্মা ন (আত্মা হইতে পারে না)। অন্যস্য (অন্য কোন বস্তুর) অনুপলব্ধত্বাৎ (উপলব্ধি হয় না বলিয়া) মাধ্যমিকাঃ (মাধ্যমিক বৌদ্ধগণ) শূন্যম্ জগুঃ (শূন্যকে আত্মা বলিয়া থাকেন) ॥৭৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বিদ্যুৎ , মেঘ এবং চক্ষুর পলকের ন্যায় ক্ষণিক বিজ্ঞান আত্মা হইতে পারে না। আর কোন অন্য বস্তুর উপলব্ধি হয় না বলিয়া মাধ্যমিক বৌদ্ধগণ শূন্যকে আত্মা বলেন ॥৭৪॥

**অসদেবেদমিত্যাদাবিদমেব শ্রুতং ততঃ ।।**
**জ্ঞানজ্ঞেয়াত্মকং সর্বং জগদ্ভ্রান্তিপ্রকল্পিতম্ ॥৭৫॥**

***অন্বয় ঃ*** ইদম্ (এই জগৎ) অসৎ এব (অসৎই [ছিল]) ইত্যাদৌ (এইরূপ শ্রুতিবাক্যে) ইদম্ এব (এই [শূন্যের] কথাই) শ্রুতম্ (উল্লিখিত হইয়াছে)। ততঃ (সেইহেতু) জ্ঞান-জ্ঞেয়াত্মকম্ (জ্ঞান ও জ্ঞেয়রূপ) সর্বম্ জগৎ (সমগ্র জগৎ) ভ্রান্তিপ্রকল্পিতম্ (ভ্রান্তিদ্বারা [শূন্যে] কল্পিত) ॥৭৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** 'সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ অসৎই ছিল' (অসদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ'—ছাঃ উঃ ৩/১৯/১, ৬/২/১) এইসব শ্রুতিবাক্যে শূন্যই আত্মা বলিয়া উক্ত হইয়াছে । অতএব, জ্ঞান ও জ্ঞেয়রূপ সমগ্র জগৎ ভ্রান্তিদ্বারা এই শূন্যে কল্পিত ॥৭৫॥

**নিরধিষ্ঠানবিভ্রান্তেরভাবাদাত্মনোঽস্তিতা ।**
**শূন্যস্যাপি সসাক্ষিত্বাদন্যথা নোক্তিরস্য তে ॥৭৬॥**

***অন্বয় ঃ*** নিরধিষ্ঠান-বিভ্রান্তেঃ (অধিষ্ঠান ছাড়া বিভ্রান্তির) অভাবাৎ (অভাব হয় বলিয়া), শূন্যস্য অপি ([আর] শূন্যেরও) সসাক্ষিত্বাৎ (সাক্ষীর স্বীকৃতি হয় বলিয়া) আত্মনঃ অস্তিতা (আত্মার অস্তিত্ব [সিদ্ধ হয়])। অন্যথা (তাহা না মানিলে) অস্য উক্তিঃ তে ন (তোমার এই শূন্যের কথা উঠে না) ॥৭৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অধিষ্ঠানহীন বিভ্রান্তি সম্ভব নয় বলিয়া এবং শূন্যেরও সাক্ষী স্বীকার্য বলিয়া আত্মার অস্তিত্ব মানিতে হয়। তাহা না মানিলে, (হে শূন্যবাদিন্), তোমার শূন্যের কথাই উঠে না ॥৭৬॥

**অন্যো বিজ্ঞানময়ত আনন্দময় আন্তরঃ ।**
**অস্তীত্যেবোপলব্ধব্য ইতি বৈদিকদর্শনম্ ॥৭৭॥**

***অন্বয় ঃ*** বিজ্ঞানময়তঃ ([সেই] বিজ্ঞানময় অপেক্ষা) অন্যঃ আন্তরঃ (অন্য আভ্যন্তর) আনন্দময়ঃ (আনন্দময় [আত্মা আছেন])। 'অস্তি ইতি এব উপলব্ধব্যঃ' ('অস্তি' বলিয়া উপলব্ধি করিতে হইবে) ইতি (ইত্যাদি) বৈদিকদর্শনম্ (বেদের সিদ্ধান্ত) ॥৭৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সেই বিজ্ঞানময় অপেক্ষা আভ্যন্তর অন্য একটি আত্মা আছেন, যিনি আনন্দময়[1]। 'অস্তি' বলিয়া উপলব্ধি করিতে হইবে[2] (যিনি 'অস্তি' বলিয়া উপলব্ধি করেন তাঁহার নিকট পূর্বোক্ত তত্ত্বভাব নিঃসংশয়রূপে প্রকাশ পায়) ইত্যাদি শ্রুতিবচনে বেদের সিদ্ধান্ত (এই যে, আনন্দময় কোশই আত্মা—ইহা নৈয়ায়িক প্রভৃতিদের মত) ॥৭৭॥

**অণুর্মহান্ মধ্যমো বেত্যেবং তত্রাপি বাদিনঃ ।**
**বহুধা বিবদন্তে হি শ্রুতিযুক্তিসমাশ্রয়াৎ ॥ ৭৮॥**

***অন্বয় ঃ*** অণুঃ মহান্ বা মধ্যমঃ ([আত্মা] অণু-পরিমাণ, মহৎ-পরিমাণ বা মধ্যম- পরিমাণ) ইতি এবম্ (এই প্রকারে) তত্র অপি (সেই পরিমাণ লইয়াও) বাদিনঃ (বাদিগণ) শ্রুতি-যুক্তি সমাশ্রয়াৎ (শ্রুতি ও যুক্তি অবলম্বন করিয়া) বহুধা (অনেক প্রকারে) বিবদন্তে হি (বিবাদই করিয়া থাকে) ॥ ৭৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এই আত্মা অণু-পরিমাণ, মহৎ-পরিমাণ অথবা মধ্যম-পরিমাণ?—এই প্রকারে আত্মার পরিমাণ লইয়াও বাদিগণ, শ্রুতি ও যুক্তির আশ্রয় লইয়া, অনেক প্রকার বিবাদই করিয়া থাকে ॥৭৮॥

**অণুং বদন্ত্যান্তরালাঃ সূক্ষ্মনাড়ীপ্রচারতঃ ।**
**রোম্নঃ সহস্রভাগেন তুল্যাসু প্রচরত্যয়ম্ ॥৭৯॥**

***অন্বয় ঃ*** আন্তরালাঃ (আন্তরাল-বাদিগণ) সূক্ষ্ম-নাড়ী প্রচারতঃ (সূক্ষ্মনাড়ীর ভিতর দিয়া বিচরণ করিতে পারেন বলিয়া), [আত্মাকে] অণুম্ বদন্তি (অণু-পরিমাণ বলেন)। [কারণ] রোম্নঃ (একটি কেশের) সহস্রভাগেন (সহস্রভাগের) তুল্যাসু (তুল্য সূক্ষ্ম নাড়ীসমূহের ভিতর দিয়া) অয়ম্ (এই আত্মা) প্রচরতি (বিচরণ করেন) ॥ ৭৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** আন্তরাল নামক বাদিগণ (মাধ্যমিকরা) বলেন—আত্মা অণু-পরিমাণ, কারণ তিনি সূক্ষ্ম নাড়ীসকলের ভিতর দিয়া চলিতে পারেন। (তাঁহাদের

---

১ তস্মাৎ বা এতস্মাৎ বিজ্ঞানময়াৎ অন্যোঽন্তর আত্মা আনন্দময়ঃ—তৈঃ উঃ ২/৫/১

২ অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যঃ তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ ।
অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি ॥ কঠ উঃ ২/৩/১৩

যুক্তি এইরূপ—) একটি কেশের সহস্রভাগের এক ভাগের তুল্য সূক্ষ্ম নাড়ীসকলের ভিতর দিয়া এই আত্মা বিচরণ করিতে পারেন[১] ॥৭৯॥

**অণোরনীয়ানেষোঽণুঃ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং ত্বিতি ।**
**অণুত্বমাহুঃ শ্রুতয়ঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥৮০॥**

***অন্বয় :*** অণোঃ অনীয়ান্ (অণু হইতে [এই আত্মা] সূক্ষ্মতর); এষঃ অণুঃ (এই আত্মা অণু); তু, সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরম্ (আর সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর); ইতি (এইভাবে) শতশঃ (শত শত) অথ সহস্রশঃ (এবং সহস্র সহস্র) শ্রুতয়ঃ (শ্রুতিবচন) অণুত্বম্ (আত্মার অণুত্ব) আহুঃ (বলিয়াছেন) ॥৮০॥

***বঙ্গানুবাদ :*** "অণু হইতেও এই আত্মা অত্যন্ত অণু"[২] "এই আত্মা অণু"[৩] "সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর"[৪]—এইরূপ শত-শত সহস্র-সহস্র শ্রুতিবচন আত্মার অণুত্ব প্রমাণ করিতেছে ॥৮০॥

**বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ ।**
**ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয় ইতি চাহাপরা শ্রুতিঃ ॥৮১॥**

***অন্বয় :*** বাল-অগ্র-শতভাগস্য চ (কেশের অগ্রভাগের শতভাগেরও) শতধা কল্পিতস্য (একভাগের আবার শতভাগ কল্পনা করিলে তাহার) ভাগঃ (যে একভাগ) সঃ (তাহার পরিমাণ [সূক্ষ্ম]) জীবঃ ([যে] জীব) বিজ্ঞেয়ঃ (তাহা জানিবার যোগ্য) ইতি (এইরূপ) চ অপরা শ্রুতিঃ (অন্য শ্রুতিও) আহ (বলিয়াছেন) ॥৮১॥

***বঙ্গানুবাদ :*** "কেশের অগ্রভাগকে শতভাগে বিভক্ত করিয়া, তাহার একভাগের আবার শতভাগ কল্পনা করিলে তাহার যে একভাগ হয়, সেই পরিমাণ সূক্ষ্ম যে জীব তাহা জানিবার যোগ্য" ইত্যাদি অন্য শ্রুতিও (শ্বেঃ উঃ, ৫/৯) (আত্মার অণু-রূপতার কথা) বলিয়াছেন ॥৮১॥

**দিগম্বরা মধ্যমত্বমাহুরাপাদমস্তকম্ ।**
**চৈতন্যব্যাপ্তিসন্দৃষ্টেরানখাগ্রশ্রুতেরপি ॥৮২॥**

***অন্বয় :*** দিগম্বরাঃ (দিগম্বর-মতাবলম্বিগণ) মধ্যমত্বম্ ([আত্মার] মধ্যম পরিমাণের কথা) আহুঃ (বলেন), আপাদ-মস্তকম্ (পদ হইতে মস্তক পর্যন্ত) চৈতন্য-

---

১ বৃঃ উঃ ৪/২/৩, কৌশিতকী উঃ ৪/১৯ দ্রষ্টব্য

২ অণোঃ অণীয়ান্, মহতঃ মহীয়ান্—কঠ উঃ ১/২/২০, শ্বেঃ উঃ ৩/২০, মহানারায়ণ উঃ ৩, কৈবল্য উঃ ২০

৩ এষঃ অণুঃ আত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ—মুণ্ডক উঃ ৩/১/৯

৪ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং নিত্যম্—কৈবল্য উঃ ১/৬

ব্যাপ্তি-সন্দৃষ্টেঃ (চৈতন্যরূপ আত্মার ব্যাপ্তি দেখা যায় বলিয়া), অপি (তাহা ছাড়াও) আ-নখাগ্র-শ্রুতেঃ (শ্রুতিতে আত্মাকে আনখাগ্র বলা হইয়াছে বলিয়া) ॥৮২॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* দিগম্বরগণ আত্মাকে মধ্যম-পরিমাণ বলেন। (তাঁহাদের যুক্তি হইতেছে—) পাদ হইতে মস্তক পর্যন্ত সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া চৈতন্যের অনুভব হয় এবং শ্রুতিও [বৃহঃ উঃ ১/৪/৭, সঃ এষঃ ইহ প্রবিষ্টঃ আনখাগ্রেভ্যঃ] আত্মাকে নখাগ্র হইতে সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত বলিয়াছেন ॥৮২॥

**সূক্ষ্মনাড়ীপ্রচারস্তু সূক্ষ্মৈরবয়বৈর্ভবেৎ ।**
**স্থূলদেহস্য হস্তাভ্যাং কঞ্চুকপ্রতিমোকবৎ ॥৮৩॥**

*অন্বয় ঃ* সূক্ষ্ম-নাড়ী-প্রচারঃ তু ([আত্মার] সূক্ষ্মনাড়ী প্রবেশ কিন্তু) স্থূল-দেহস্য (স্থূল দেহের) হস্তাভ্যাম্ (হস্তদ্বারা) কঞ্চুকপ্রতিমোকবৎ (পোশাকবিশেষে/জামায় প্রবেশের ন্যায়) সূক্ষ্মৈঃ অবয়বৈঃ (সূক্ষ্ম অবয়বের দ্বারাই) ভবেৎ (সম্ভব হয়) ॥৮৩॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* যেরূপ স্থূলদেহ দুই হস্তদ্বারা কঞ্চুকে বা জামায় প্রবেশ করিলে দেহের জামায় প্রবেশ হয়, সেইরূপ আত্মার সূক্ষ্ম অবয়বের দ্বারা সূক্ষ্ম নাড়ীতে প্রবেশ সম্ভব হয় ॥৮৩॥

**ন্যূনাধিকশরীরেষু প্রবেশোঽপি গমাগমৈঃ ।**
**আত্মাংশানাং ভবেত্তেন মধ্যমত্বং বিনিশ্চিতম্ ॥৮৪॥**

*অন্বয় ঃ* ন্যূন-অধিক-শরীরেষু ([পূর্ব হইতে] বড় বা ছোট শরীরে) প্রবেশঃ অপি ( [আত্মার] প্রবেশও) আত্মা-অংশানাম্ (আত্মার অংশের) গম-আগমৈঃ (বিনাশ ও উৎপত্তিদ্বারা) ভবেৎ (সম্ভব হয়)। তেন (সেইহেতু ) মধ্যমত্বম্ (আত্মার মধ্যম পরিমাণতা) বিনিশ্চিতম্ (বিশেষরূপে নিশ্চিত) ॥৮৪॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* বড় বা ছোট শরীরে মধ্যম-পরিমাণ আত্মার প্রবেশও আত্মার অংশের (প্রয়োজন মতো) উৎপত্তি ও বিনাশদ্বারা সম্ভব হয়। সেইহেতু, আত্মার মধ্যম পরিমাণতা বিশেষরূপে নিশ্চিত হইয়াছে ॥৮৪॥

**সাংশস্য ঘটবন্নাশো ভবত্যেব তথা সতি ।**
**কৃতনাশাকৃতাভ্যাগময়োঃ কো বারকো ভবেৎ ॥৮৫॥**

*অন্বয় ঃ* সাংশস্য (সাবয়ব বস্তুর) ঘটবৎ (ঘটাদির ন্যায়) নাশঃ (বিনাশ) ভবতি এব (হইবেই)। তথা সতি (তাহা হইলে) কৃত-নাশ-অকৃত-অভ্যাগময়োঃ (কৃতকর্মের ফললাভ না হওয়া এবং যাহা করা হয় নাই তাহার ফললাভ—এই দুই দোষের) বারকঃ (নিবারক) কঃ ভবেৎ (কে হইবে) ?৮৫॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* সাবয়ব বস্তুর ঘটাদির ন্যায় নাশ অবশ্যম্ভাবী। তাহা হইলে (আত্মারও নাশ হইলে) কৃতনাশ ও অকৃতাভ্যাগমরূপ দোষের নিবারক কে হইবে? ৮৫॥

**তস্মাদাত্মা মহানেব নৈবাণুর্নাপি মধ্যমঃ ।**
**আকাশবৎ সর্বগতো নিরংশঃ শ্রুতিসম্মতঃ ॥৮৬॥**

*অন্বয় ঃ* তস্মাৎ (সেইহেতু) আত্মা (আত্মা) মহান্ এব (ব্যাপকই [হইবেন])। অণুঃ (অণু-পরিমাণ) ন এব (কখনও নহেন), মধ্যমঃ অপি (মধ্যম পরিমাণও) ন (নহেন), আকাশবৎ (আকাশের ন্যায়) সর্বগতঃ (সর্বব্যাপী) নিরংশঃ (নিরবয়ব)। শ্রুতিসম্মতঃ (ইহা শ্রুতিসম্মত) ॥৮৬॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* সেইহেতু আত্মা ব্যাপকই হইবেন। তিনি অণু-পরিমাণও নহেন, মধ্যম-পরিমাণও নহেন। তিনি আকাশের ন্যায় নিরবয়ব ও সর্বব্যাপী। ইহা শ্রুতিসম্মত[১] ॥৮৬॥

**ইত্যুক্ত্বা তদ্বিশেষে তু বহুধা কলহং যযুঃ ।**
**অচিদ্রূপোঽথ চিদ্রূপশ্চিদচিদ্রূপ ইত্যপি ॥৮৭॥**

*অন্বয় ঃ* ইতি উক্ত্বা ([আত্মার পবিমাণ মহৎ] ইহা সিদ্ধ করিয়া) তদ্বিশেষে তু (সেই আত্মার বিশেষরূপ বিষয়ে) অচিদ্রূপঃ ([কেহ বলে আত্মা] জড়), অথ চিদ্রূপঃ ([কেহ বলে] আত্মা চেতন) চিৎ-অচিদ্রূপঃ ([কেহ বলে] চিদচিদ্ উভয়রূপ) ইতি অপি (এইরূপেও) বহুধা (বহুপ্রকারে) কলহম্ (কলহে) যযুঃ (যুক্ত হয়) ॥৮৭॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* এইভাবে আত্মার ব্যাপকত্ব ও বিভুত্ব সিদ্ধ করিয়া, সেই আত্মার বিশেষরূপ বিষয়ে (যে লোকে) কেহ বলেন আত্মা জড়, কেহ বলেন আত্মা চেতন, আবার কেহ বলেন আত্মা জড়-চেতন উভয়রূপ—ইত্যাদি বহুপ্রকারে কলহে যুক্ত হয় (সেই কথা বলিতেছেন) ॥৮৭॥

**প্রাভাকরাস্তার্কিকাশ্চ প্রাহুরস্যাচিদাত্মতাম্ ।**
**আকাশবদ্‌দ্রব্যমাত্মা শব্দবত্তদ্‌গুণশ্চিতিঃ ॥৮৮॥**

*অন্বয় ঃ* প্রাভাকরাঃ (প্রাভাকরগণ) তার্কিকাঃ চ (ও নৈয়ায়িকগণ) অস্য (আত্মার) অচিদাত্মতাম্ (জড়রূপতার কথা) প্রাহুঃ (বলিয়া থাকেন); আকাশবৎ (আকাশের ন্যায়) আত্মা (আত্মা) দ্রব্যম্ (দ্রব্য অর্থাৎ গুণের আশ্রয়), শব্দবৎ (শব্দগুণের ন্যায়) চিতিঃ (চৈতন্য) তদ্‌গুণঃ (তাহার গুণ) ॥৮৮॥

---

১ 'আকাশবৎ'—সর্বোপনিষৎ ৪; সর্বগতঃ চ নিত্যঃ—মুণ্ডক উঃ ১/১/৬, নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ম্—শ্বেতাশ্বতর উঃ ৬/১৯; গৌড়পাদ কারিকা ৩/৩ ।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** প্রাভাকর (মীমাংসক) গণ ও নৈয়ায়িকগণ আত্মাকে জড়রূপ বলিয়া বলেন। (তাঁহাদের যুক্তি হইল—) আকাশের ন্যায় আত্মা দ্রব্য অর্থাৎ গুণের আশ্রয়। শব্দ যেমন আকাশের গুণ, চৈতন্য তেমন আত্মার গুণ ॥৮৮॥

**ইচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নাশ্চ ধর্মাধর্মৌ সুখাসুখে ।**
**তৎসংস্কারাশ্চ তস্যৈতে গুণাশ্চিতিবদীরিতাঃ ॥ ৮৯॥**

***অন্বয় ঃ*** ইচ্ছা-দ্বেষ-প্রযত্নাঃ (ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন) চ (এবং) ধর্ম-অধর্মৌ (ধর্ম ও অধর্ম) সুখাসুখে (সুখ ও দুঃখ) চ (এবং) তৎসংস্কারাঃ (তাহাদের [ভাবনাখ্য] সংস্কার) —এতে (এইগুলি) চিতিবৎ (চৈতন্যের ন্যায়) তস্য (সেই আত্মার) গুণাঃ ঈরিতাঃ (গুণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে) ॥৮৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, পাপ, পুণ্য, সুখ, দুঃখ এবং তাহাদের ভাবনাখ্য সংস্কার—এইগুলি চৈতন্যের ন্যায় আত্মার গুণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে ॥ ৮৯॥

**আত্মনো মনসা যোগে স্বাদৃষ্টবশতো গুণাঃ ।**
**জায়ন্তেঽথ প্রলীয়ন্তে সুষুপ্তেঽদৃষ্টসংক্ষয়াৎ ॥ ৯০॥**

***অন্বয় ঃ*** স্বাদৃষ্ট-বশতঃ (নিজের অদৃষ্টের বশে) আত্মনঃ (আত্মার) মনসা (মনের সহিত) যোগে (সংযোগ ঘটিলে) গুণাঃ (চৈতন্য বা জ্ঞানাদি গুণসমূহ) জায়ন্তে (উৎপন্ন হয়) অথ (এবং) সুষুপ্তে (সুষুপ্তিকালে) অদৃষ্ট-সংক্ষয়াৎ (অদৃষ্টের ক্ষয় হইলে) প্রলীয়ন্তে (গুণসকল বিলয়প্রাপ্ত হয়) ॥৯০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** নিজের (প্রারব্ধরূপ) অদৃষ্টের বশে আত্মার মনের সহিত সংযোগ ঘটিলে জ্ঞানাদি গুণসমূহ উৎপন্ন হয় এবং সুষুপ্তিকালে (দেখা যায়) অদৃষ্টের ক্ষয় হইলে গুণসকল বিলয়প্রাপ্ত হয় ॥৯০॥

**চিতিমত্ত্বাচ্চেতনোঽয়মিচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নবান্ ।**
**স্যাদ্ধর্মাধর্ময়োঃ কর্তা ভোক্তা দুঃখাদিমত্ত্বতঃ ॥ ৯১॥**

***অন্বয় ঃ*** চিতিমত্ত্বাৎ (চৈতন্যগুণযুক্ত বলিয়া) অয়ম্ (আত্মা) চেতনঃ (চেতন); ইচ্ছা-দ্বেষ-প্রযত্নবান্ (ইচ্ছা, দ্বেষ এবং প্রযত্নবিশিষ্ট)। ধর্ম-অধর্ময়োঃ (ধর্ম এবং অধর্মের) কর্তা (কর্তা), দুঃখাদিমত্ত্বতঃ (সুখ-দুঃখাদিযুক্ত বলিয়া) ভোক্তা (ভোক্তা) স্যাৎ (হন)॥৯১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এই আত্মা চৈতন্যগুণসম্পন্ন বলিয়া চেতন (বলিয়া তাঁহাকে বলা হয়)। (চেতনত্বের অন্য হেতু হইল—) আত্মা ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্নবিশিষ্ট।

আত্মা ঈশ্বর হইতে বিলক্ষণ, কারণ—তিনি পাপ-পুণ্যের কর্তা এবং সুখ-দুঃখাদি যুক্ত বলিয়া ভোক্তা হন ॥৯১॥

**যথাত্র কর্মবশতঃ কদাচিৎকং সুখাদিকম্ ।**
**তথা লোকান্তরে দেহে কর্মণেচ্ছাদি জন্যতে ॥৯২॥**

***অন্বয় ঃ*** যথা (যেমন) অত্র (ইহলোকে) কর্মবশতঃ (কর্মবশে) কদাচিৎকম্ (কখন-কখন) সুখাদিকম্ (সুখ-দুঃখাদি [হইয়া থাকে]), তথা (সেইরূপ) লোকান্তরে দেহে (লোকান্তরে প্রাপ্ত দেহে) কর্মণা (কর্মদ্বারা) ইচ্ছাদি (ইচ্ছাদি) জন্যতে (উৎপন্ন হয়) ॥৯২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যেমন ইহলোকে (আত্মার সদসৎ) কর্মবশে কখন-কখন সুখদুঃখাদি হইয়া থাকে, সেইরূপ লোকান্তরে প্রাপ্ত দেহে কর্ম-দ্বারা ইচ্ছাদি উৎপন্ন হয় ॥৯২॥

**এবং সর্বগতস্যাপি সম্ভবেতাং গমাগমৌ ।**
**কর্মকাণ্ডঃ সমগ্রোঽত্র প্রমাণমিতি তেঽবদন্ ॥৯৩॥**

***অন্বয় ঃ*** এবম্ (এইরূপে) সর্বগতস্য অপি (সর্বগত হইলেও) [আত্মার] গম-আগমৌ (গমন-আগমন) সম্ভবেতাম্ (সম্ভব হয়)। সমগ্রঃ কর্মকাণ্ডঃ (সমগ্র কর্মকাণ্ড) অত্র প্রমাণম্ (এই বিষয়ে প্রমাণ) ইতি (এই প্রকার) তে (সেই প্রাভাকরগণ ও নৈয়ায়িকগণ) অবদন্ (বলিয়াছেন) ॥৯৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এইরূপে সর্বগত বা সর্বব্যাপী হইলেও আত্মার গমন-আগমন সম্ভব হয় (উপচারক্রমে বা আরোপ করিয়া)। সমগ্র কর্মকাণ্ড এই বিষয়ে প্রমাণ—প্রাভাকরগণ ও নৈয়ায়িকগণ এই প্রকার বলিয়াছেন ॥৯৩॥

**আনন্দময়কোশো যঃ সুষুপ্তৌ পরিশিষ্যতে ।**
**অস্পষ্টচিৎ স আত্মৈষাং পূর্বকোশোঽস্য তে গুণাঃ ॥৯৪॥**

***অন্বয় ঃ*** সুষুপ্তৌ (সুষুপ্তিকালে) অস্পষ্টচিৎ (অস্পষ্ট চৈতন্যস্বরূপ) যঃ (যে) আনন্দময়কোশঃ (আনন্দময়কোশ) পরিশিষ্যতে (অবশিষ্ট থাকে) সঃ (তাহা) পূর্বকোশঃ ([পঞ্চকোশের মধ্যে] প্রথমকোশ) এষাম্ (এই প্রাভাকর ও নৈয়ায়িকসম্মত) আত্মা (আত্মা); তে (পূর্বোক্ত) গুণাঃ ([জ্ঞানাদি] গুণসকল) অস্য (এই আত্মার)॥ ৯৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সুষুপ্তিকালে অস্পষ্ট চৈতন্যস্বরূপ যে আনন্দময়কোশ অবশিষ্ট থাকে, তাহা পঞ্চকোশের মধ্যে প্রথম কোশ, প্রাভাকর ও নৈয়ায়িকগণ তাহাকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করেন। পূর্বোক্ত (৮৮ ও ৮৯ শ্লোকে কথিত) গুণসকল তাঁহার ॥৯৪॥

**গূঢ়ং চৈতন্যমুৎপ্রেক্ষ্য জড়বোধস্বরূপতাম্[1] ।**
**আত্মনো ব্রুবতে ভাট্টাশ্চিদুৎপ্রেক্ষোত্থিতস্মৃতেঃ ॥ ৯৫ ॥**

*অন্বয় :* ভাট্টাঃ (কুমারিল ভট্টের মতাবলম্বীরা) গূঢ়ম্ (সুষুপ্তিকালীন) চৈতন্যম্ (অস্পষ্ট চৈতন্যের) উৎপ্রেক্ষ্য (বিচার করিয়া) আত্মনঃ (আত্মার) জড়বোধ-স্বরূপতাম্ (চিৎ-জড় উভয় স্বরূপের কথা) ব্রুবতে (বলে)। উত্থিত-স্মৃতেঃ (সুষুপ্তি হইতে উত্থিত ব্যক্তির যে স্মৃতি থাকে তাহা হইতে) চিৎ-উৎপ্রেক্ষা (সুষুপ্তিকালীন চৈতন্যের কল্পনা) [হয়] ॥৯৫॥

*বঙ্গানুবাদ :* ভট্টমতাবলম্বীরা সুষুপ্তিকালীন অস্পষ্ট চৈতন্যের বিচার করিয়া বলেন যে আত্মা চিজ্জড় উভয়স্বরূপ। কারণ সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির সুষুপ্তির যে স্মৃতি থাকে তাহার দ্বারা চৈতন্যের কল্পনা হয় ॥৯৫॥

**জড়ো ভূত্বা তদাঽস্বাপ্সমিতি জাড্যস্মৃতিস্তদা ।**
**বিনা জাড্যানুভূতিং ন কথঞ্চিদুপপদ্যতে ॥ ৯৬॥**

*অন্বয় :* তদা (সেই সুষুপ্তি-কালে) জড়ঃ ভূত্বা (জড় হইয়া) অস্বাপ্সম্ (ঘুমাইয়াছিলাম) ইতি (এইরূপ) জাড্য-স্মৃতিঃ (জড়তার যে স্মৃতি হয় তাহা) তদা (তখন) জাড্য-অনুভূতিম্ (তৎকালীন জাড্যের অনুভূতি) বিনা (ছাড়া) কথঞ্চিৎ (কোন প্রকারে) ন উপপদ্যতে ([উৎপন্ন হইতে পারে ইহা] যুক্তিযুক্ত নয়) ॥ ৯৬॥

*বঙ্গানুবাদ :* "সেই সুষুপ্তিকালে আমি জড়ের মতন ঘুমাইয়াছিলাম" —এইরূপ জড়তার যে স্মৃতি হয়, তাহা তৎকালীন জড়তার অনুভূতি ছাড়া কোন প্রকারে উৎপন্ন হইতে পারে, ইহা যুক্তিযুক্ত নয় ॥৯৬॥

**দ্রষ্টুর্দৃষ্টেরলোপশ্চ শ্রুতঃ সুপ্তৌ ততস্ত্বয়ম্ ।**
**অপ্রকাশপ্রকাশাভ্যামাত্মা খদ্যোতবদ্যুতঃ ॥ ৯৭॥**

*অন্বয় :* সুপ্তৌ (সুষুপ্তিকালে) দ্রষ্টুঃ (দ্রষ্টার) দৃষ্টেঃ (দৃষ্টির) অলোপঃ চ (অবিলুপ্তিও) শ্রুতঃ (শ্রুতিমুখে শুনা যায়)। ততঃ তু (সেইহেতু) অয়ম্ আত্মা (এই আত্মা) খদ্যোতবৎ (জোনাকী পোকার ন্যায়) অপ্রকাশ-প্রকাশাভ্যাম্ যুতঃ (অপ্রকাশ ও প্রকাশযুক্ত) ॥৯৭॥

*বঙ্গানুবাদ :* সুষুপ্তিকালে দ্রষ্টার দৃষ্টির বিলোপ হয় না[2]—ইহা শ্রুতিমুখে শুনা যায়। সেইহেতু, এই আত্মা জোনাকী পোকার ন্যায় প্রকাশ ও অপ্রকাশ— উভয়-স্বভাবযুক্ত ॥৯৭॥

---

১ বোধাবোধস্বরূপতাম্ ইতি পাঠান্তর

২ ন হি দ্রষ্টুঃ দৃষ্টেঃ বিপরিলোপঃ বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ—বৃঃ উঃ ৪/৩/২৩ ॥

**নিরংশস্যোভয়াত্মত্বং ন কথঞ্চিদ্ঘটিষ্যতে ।**
**তেন চিদ্রূপ এবাত্মেত্যাহুঃ সাংখ্যা বিবেকিনঃ ॥৯৮॥**

***অন্বয় ঃ*** বিবেকিনঃ (বিচারশীল) সাংখ্যাঃ (সাংখ্যবাদিগণ), নিরংশস্য (নিরবয়ব আত্মার) উভয়াত্মত্বম্ (জড় ও চেতন উভয়স্বরূপতা) কথঞ্চিৎ (কোন প্রকারেই) ন ঘটিষ্যতে (সম্ভব হইতে পারে না) (এবং) তেন (সেইকারণে) আত্মা (আত্মা) চিদ্রূপঃ এব (কেবলমাত্র চেতনস্বরূপ) ইতি আহুঃ (এই কথা বলিয়াছেন) ॥৯৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (চেতন পুরুষ ও জড়া প্রকৃতির পার্থক্য নির্ণয়কারী) বিচারশীল সাংখ্যবাদিগণ বলেন যে নিরবয়ব আত্মার জড় ও চেতন উভয়স্বরূপতা কোন প্রকারে সম্ভব নয় এবং সেই কারণে আত্মা কেবলমাত্র চেতনস্বরূপ ॥৯৮॥

**জাড্যাংশঃ প্রকৃতে রূপং বিকারি ত্রিগুণঞ্চ তৎ ।**
**চিতো ভোগাপবর্গার্থং প্রকৃতিঃ সা প্রবর্ততে ॥৯৯॥**

***অন্বয় ঃ*** জাড্যাংশঃ (সুষুপ্তিকালীন যে জাড্যাংশের অনুভব তাহা) প্রকৃতেঃ রূপম্ (প্রকৃতির স্বরূপ), তৎ (সেই প্রকৃতি) বিকারি (বিকারশীল) চ ত্রিগুণম্ (এবং ত্রিগুণাত্মিকা), সা প্রকৃতিঃ (সেই প্রকৃতি) চিতঃ (চৈতন্যময় পুরুষের) ভোগ-অপবর্গার্থম্ (ভোগ ও মুক্তির নিমিত্ত) প্রবর্ততে (প্রবৃত্ত হয়) ॥৯৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ আত্মায়) সুষুপ্তিকালে যে জড় অংশ অনুভূত হয় তাহা প্রকৃতির স্বরূপ। প্রকৃতি বিকারশীল ও ত্রিগুণাত্মিকা; চেতন পুরুষের ভোগ ও মুক্তির নিমিত্ত সেই প্রকৃতি প্রবৃত্ত হয় ॥৯৯॥

**অসঙ্গায়াশ্চিতের্বন্ধমোক্ষৌ ভেদাগ্রহান্মতৌ ।**
**বন্ধমুক্তিব্যবস্থার্থং পূর্বেষামিব চিদ্ভিদা ॥১০০॥**

***অন্বয় ঃ*** অসঙ্গায়াঃ (অচেতন প্রকৃতির) চিতেঃ (অসঙ্গ চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ হইতে) ভেদ-অগ্রহাৎ (ভেদ বুঝিতে না পারিলে) বন্ধ-মোক্ষৌ (বন্ধন ও মোক্ষ) মতৌ (মানিতে হয়)। বন্ধ-মুক্তি-ব্যবস্থার্থম্ (বন্ধন ও মুক্তির ব্যবস্থা করিবার জন্য) পূর্বেষামিব (পূর্বোক্ত নৈয়ায়িক প্রভৃতির ন্যায় [সাংখ্যবাদিগণও] ) চিৎ-ভিদা (চেতন আত্মার ভেদ [স্বীকার করেন] ) ॥১০০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অসঙ্গ ও চেতন পুরুষ হইতে (অচেতন প্রকৃতির) ভেদ বুঝিতে না পারিলে বন্ধন ও মোক্ষ মানিতে হয়। বন্ধন ও মুক্তির ব্যবস্থা করিবার জন্য (বদ্ধ ও মুক্ত পুরুষের ভেদ নির্ণয়ার্থ) পূর্বোক্ত নৈয়ায়িক প্রভৃতির ন্যায় সাংখ্যবাদিগণও চেতন আত্মার ভেদ স্বীকার করেন ॥১০০॥

**মহতঃ পরমব্যক্তমিতি প্রকৃতিরুচ্যতে ।**
**শ্রুতাবসঙ্গতা তদ্বদসঙ্গো হীত্যতঃ স্ফুটা ॥১০১॥**

***অন্বয় ঃ*** মহতঃ (মহৎ-তত্ত্ব হইতে) পরম্ অব্যক্তম্ (শ্রেষ্ঠ [ও পৃথক্ হইতেছেন] অব্যক্ত) ইতি শ্রুতৌ (এই শ্রুতিবচনে) প্রকৃতিঃ উচ্যতে (প্রকৃতির কথাই বলা হইয়াছে)। তৎবৎ (সেইরূপ) অসঙ্গঃ হি (এই পুরুষ অসঙ্গ) ইতি অতঃ (এই শ্রুতিবচনদ্বারা) অসঙ্গতা স্ফুটা (পুরুষের অসঙ্গতা স্পষ্ট) ॥১০১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** 'মহত্তত্ত্ব হইতে পৃথক্ ও শ্রেষ্ঠ হইতেছেন অব্যক্ত'— এই শ্রুতিবচনে (কঠ উঃ ৩/১১) 'অব্যক্ত' বলিতে প্রকৃতির কথাই বলা হইয়াছে। সেইরূপ, "এই পুরুষ অসঙ্গ" এই শ্রুতিবচনে (বৃঃ উঃ ৪/৩/১৫) পুরুষের অসঙ্গতার কথা স্পষ্ট (বলা হইয়াছে) ॥১০১॥

**চিৎসন্নিধৌ প্রবৃত্তায়াঃ প্রকৃতের্হি নিয়ামকম্।**
**ঈশ্বরং ব্রুবতে যোগাঃ স জীবেভ্যঃ পরঃ শ্রুতঃ ॥১০২॥**

***অন্বয় ঃ*** যোগাঃ (যোগমতাবলম্বিগণ) চিৎ-সন্নিধৌ (চৈতন্যের সান্নিধ্য বশতঃ) প্রবৃত্তায়াঃ (সৃষ্ট্যাদি কার্যে লিপ্ত) প্রকৃতেঃ (প্রকৃতির) নিয়ামকম্ হি (নিয়ামককেই) ঈশ্বরম্ ব্রুবতে (ঈশ্বর বলেন)। সঃ (সেই ঈশ্বর) জীবেভ্যঃ (জীবগণ হইতে) পরঃ (শ্রেষ্ঠ) শ্রুতঃ (ইহা শ্রুতিমুখে শুনা যায়) ॥১০২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যোগমতাবলম্বিগণ, চৈতন্যের সান্নিধ্যে সৃষ্ট্যাদি কার্যে লিপ্ত প্রকৃতির নিয়ামককেই ঈশ্বর বলেন। সেই ঈশ্বর জীবগণ হইতে শ্রেষ্ঠ, একথা শ্রুতিমুখে শুনা যায় ॥১০২॥

**প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশ ইতি হি শ্রুতিঃ ।**
**আরণ্যকে সম্ভ্রমেণ হ্যন্তর্যাম্যুপপাদিতঃ ॥১০৩॥**

***অন্বয় ঃ*** প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞ-পতিঃ (প্রধান বা প্রকৃতির এবং ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীবের পতি) গুণ-ঈশঃ (গুণত্রয়ের নিয়ামক) ইতি হি শ্রুতিঃ (এই কথাই শ্রুতিতে পাওয়া যায়)। আরণ্যকে (বৃহদারণ্যক উপনিষদে) সম্ভ্রমেণ (শ্রদ্ধার সহিত) [তিনি] অন্তর্যামী হি উপপাদিতঃ (অন্তর্যামী বলিয়াই প্রতিপাদিত হইয়াছেন) ॥১০৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ঈশ্বর, প্রকৃতি ও জীবের পতি এবং গুণত্রয়ের নিয়ামক—এই কথা শ্রুতি বলিয়াছেন (শ্বেতাশ্বতর উঃ ৬/১৬)। বৃহদারণ্যক উপনিষদে শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাকে অন্তর্যামিরূপেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে (বৃঃ উঃ ৩/৭ ॥১০৩॥

**অত্রাপি কলহায়ন্তে বাদিনঃ স্বস্বযুক্তিভিঃ ।**
**বাক্যান্যপি যথাপ্রজ্ঞং দার্ঢ্যায়োদাহরন্তি হি ॥ ১০৪॥**

***অন্বয় ঃ*** অত্র অপি (এই ঈশ্বর বিষয়েও) বাদিনঃ (বাদিগণ) স্বস্বযুক্তিভিঃ (আপন-আপন যুক্তিদ্বারা) কলহায়ন্তে (কলহ করে); দার্ঢ্যায় (দৃঢ়তার সহিত [আপন আপন পক্ষ সমর্থনের জন্য]) বাক্যানি অপি (শ্রুতিবাক্যও) যথা-প্রজ্ঞম্ (যে যেমন বুঝে) হি উদাহরন্তি (উদ্ধৃত করে) ॥ ১০৪ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এই ঈশ্বর বিষয়েও বাদিগণ আপন-আপন যুক্তিদ্বারা পরস্পর কলহ করে এবং দৃঢ়তার সহিত আপন-আপন পক্ষ সমর্থনের জন্য, যে যেমন বুঝে সেই অর্থে শ্রুতিবাক্যের উদাহরণ দেয় ॥ ১০৪ ॥

**ক্লেশকর্মবিপাকৈস্তদাশয়ৈরপ্যসংযুতঃ ।**
**পুংবিশেষো ভবেদীশো জীববৎ সোঽপ্যসঙ্গচিৎ ॥ ১০৫ ॥**

***অন্বয় ঃ*** ক্লেশ-কর্ম-বিপাকৈঃ (অবিদ্যাদি পঞ্চক্লেশ, শুক্ল-কৃষ্ণাদি তিন প্রকার কর্ম এবং জাত্যাদি বিপাকত্রয়ের সহিত) তৎ-আশয়ৈঃ অপি (তাহাদের সংস্কারেরও সহিত) অসংযুতঃ (সম্বন্ধরহিত) পুংবিশেষঃ (বিশিষ্ট কোন পুরুষ) ঈশঃ ভবেৎ (ঈশ্বর হন)। সঃ অপি (তিনিও) জীববৎ (জীবের ন্যায়) অসঙ্গ-চিৎ (অসঙ্গ ও চৈতন্যস্বরূপ) ॥ ১০৫ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ক্লেশ[১], কর্ম[২], বিপাক[৩] ও তাহাদের সংস্কারের সহিত অসংযুক্ত যে বিশিষ্ট পুরুষ, তিনি ঈশ্বর[৪]। তিনিও জীবের ন্যায় অসঙ্গ ও চৈতন্যস্বরূপ ॥ ১০৫ ॥

**তথাপি পুংবিশেষত্বাদ্ঘটতেঽস্য নিয়ন্তৃতা ।**
**অব্যবস্থৌ বন্ধমোক্ষাবাপতেতামিহান্যথা ॥ ১০৬॥**

***অন্বয় ঃ*** তথাপি (তথাপি), পুং-বিশেষত্বাৎ (ঈশ্বর পুরুষবিশেষ বলিয়া) অস্য (ইঁহার) নিয়ন্তৃতা (নিয়ন্তৃত্ব) ঘটতে (সম্ভব হয়)। অন্যথা (ইহা না হইলে) ইহ (এই সংসারে) বন্ধমোক্ষৌ (বন্ধন ও মোক্ষ) অব্যবস্থৌ আপতেতাম্ (অব্যবস্থিত হইয়া পড়ে) ॥ ১০৬ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** তথাপি, (পতঞ্জলির মতে) ঈশ্বর পুরুষবিশেষ বলিয়া তাঁহার

---

পাতঞ্জল যোগসূত্র ঃ—

১ অবিদ্যা-অস্মিতা-রাগদ্বেষ-অভিনিবেশাঃ পঞ্চক্লেশাঃ—সাধনপাদ ৩। (আরও দ্রষ্টব্য সাধনপাদ ৫, ৬, ৭, ৮, ৯)।

২ কর্মাশুক্লাকৃষ্ণং যোগিনস্ত্রিবিধমিতরেষাম্—কৈবল্যপাদ ৭

৩ সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ—সাধনপাদ ১৩

৪ ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ—সমাধিপাদ ২৪

নিয়ন্তৃতা সম্ভব হয়। তাহা না হইলে, এই সংসারে বন্ধন ও মোক্ষের ব্যবস্থা করিবার বা দেখিবার কেহ থাকে না ॥১০৬॥

**ভীষাস্মাদিত্যেবমাদাবসঙ্গস্য পরাত্মনঃ ।**
**শ্রুতং তদ্যুক্তমপ্যস্য ক্লেশকর্মাদ্যসঙ্গমাৎ ॥১০৭॥**

***অন্বয় ঃ*** অস্মাৎ ভীষা (এই পরমেশ্বরের ভয়ে) ইতি এবম্-আদৌ (ইত্যাদি শ্রুতিবচনে) অসঙ্গস্য পরাত্মনঃ (অসঙ্গ পরমাত্মার) তৎ শ্রুতম্ (নিয়ন্তৃত্বের কথা শুনা যায়)। অস্য (এই ঈশ্বরের) ক্লেশ-কর্ম-আদি-অসঙ্গমাৎ (ক্লেশ-কর্মাদি জীবধর্মের সম্বন্ধরহিত বলিয়া) যুক্তম্ অপি (নিয়ন্তৃত্ব যুক্তই হয়) ॥১০৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** "এই পরমেশ্বরের ভয়ে (বায়ু প্রবাহিত হয়)..." ইত্যাদি শ্রুতিবচনে (তৈঃ উঃ ২/৮/১) অসঙ্গ পরমাত্মার নিয়ন্তৃত্বের কথা আছে। ক্লেশ-কর্মাদি জীবধর্মের সম্বন্ধরহিত বলিয়া এই ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্ব যুক্তিযুক্ত ॥১০৭॥

**জীবানামপ্যসঙ্গত্বাৎ ক্লেশাদির্ন হ্যথাপি চ ।**
**বিবেকাগ্রহতঃ ক্লেশকর্মাদি প্রাগুদীরিতম্ ॥১০৮॥**

***অন্বয় ঃ*** হি (যদিও) জীবানাম্ অপি (জীবগণেরও [স্বরূপতঃ]) অসঙ্গত্বাৎ (অসঙ্গতা আছে বলিয়া), [তাহাদের] ক্লেশাদিঃ ন (ক্লেশাদি নাই), অথ অপি চ (তথাপি) বিবেক-অগ্রহতঃ (বিবেকের অভাবে), [জীবের] ক্লেশ-কর্মাদি (ক্লেশ-কর্মাদি [আছে]), প্রাক্ উদীরিতম্ ([এই কথা] পূর্বে বলা হইয়াছে) ॥১০৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যদিও জীব স্বরূপতঃ অসঙ্গ বলিয়া তাহাদেরও ক্লেশাদি না থাকিবার কথা, তথাপি প্রকৃতির সহিত তাহার ভেদজ্ঞান বা বিবেকের অভাববশতঃ জীবে ক্লেশকর্মাদি আছে, এইকথা পূর্বে (১০০ সংখ্যক শ্লোকে) বলা হইয়াছে ॥১০৮॥

**নিত্যজ্ঞানপ্রযত্নেচ্ছাগুণানীশস্য মন্বতে ।**
**অসঙ্গস্য নিয়ন্তৃত্বমযুক্তমিতি তার্কিকাঃ ॥১০৯॥**

***অন্বয় ঃ*** তার্কিকাঃ (নৈয়ায়িকগণ) ঈশস্য (ঈশ্বরের) নিত্যজ্ঞান-প্রযত্ন-ইচ্ছা-গুণান্ (নিত্যজ্ঞান, নিত্যপ্রযত্ন ও নিত্যইচ্ছা—এই গুণত্রয়) মন্বতে (মানেন), অসঙ্গস্য (অসঙ্গ ঈশ্বরের) নিয়ন্তৃত্বম্ (নিয়ন্তৃত্ব) অযুক্তম্ ইতি (যুক্তিসিদ্ধ নয়—ইহা [তাঁহাদের মত]) ॥১০৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** নৈয়ায়িকগণ, ঈশ্বরের নিত্যজ্ঞান, নিত্যপ্রযত্ন ও নিত্যইচ্ছা—এই তিনটি গুণ আছে বলেন। (এবং আরও বলেন যে) অসঙ্গ ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্ব যুক্তিসিদ্ধ নয় ॥১০৯॥

**পুংবিশেষত্বমপ্যস্য গুণৈরেব ন চান্যথা ।**
**সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্প ইত্যাদি শ্রুতির্জগৌ ॥ ১১০॥**

***অন্বয় ঃ*** অস্য (ঈশ্বরের) পুংবিশেষত্বম্ অপি (পুরুষবিশেষতাও) গুণৈঃ এব (গুণবশতঃই) চ অন্যথা ন (কিন্তু অন্য প্রকারে নহে)। সত্যকামঃ (নিত্য-ইচ্ছাযুক্ত) সত্যসঙ্কল্পঃ (সত্যসঙ্কল্প) ইত্যাদি শ্রুতিঃ জগৌ (ইত্যাদি শ্রুতি বলিয়াছেন) ॥ ১১০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এই ঈশ্বরের যে পুরুষবিশেষতা (অর্থাৎ তাঁহার জীব হইতে পৃথক্ত্ব) তাহাও (নিত্যজ্ঞানাদিরূপ) গুণবশতঃই, অন্য প্রকারে নহে। শ্রুতি (ছাঃ উঃ ৮/১/৫, ৮/৭/১, ৩), (এইসব গুণ যে ঈশ্বরের ক্ষেত্রে নিত্য তাহা) এইরূপে বলিতেছেন—তিনি সত্যসঙ্কল্প অর্থাৎ নিত্যেচ্ছাযুক্ত, সত্যকাম অর্থাৎ নিত্য-আলোচনারূপ জ্ঞানযুক্ত ইত্যাদি ॥ ১১০॥

**নিত্যজ্ঞানাদিমত্ত্বেঽস্য সৃষ্টিরেব সদা ভবেৎ ।**
**হিরণ্যগর্ভ ঈশোঽপি[১] লিঙ্গদেহেন সংযুতঃ ॥ ১১১॥**

***অন্বয় ঃ*** অস্য (ঈশ্বরের) নিত্যজ্ঞানাদিমত্ত্বে (জ্ঞানাদিগুণের নিত্যতা মানিলে) সৃষ্টিঃ (সৃষ্টি) সদা এব ভবেৎ (সর্বদাই থাকিবে), [প্রলয় নিরর্থক হইয়া যাইবে]। [অতএব] হিরণ্যগর্ভঃ ঈশঃ (হিরণ্যগর্ভ ঈশ্বর), অপি লিঙ্গদেহেন সংযুতঃ (লিঙ্গ শরীরের সহিতও যুক্ত) ॥ ১১১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ঈশ্বরের জ্ঞানাদিগুণের নিত্যতা মানিলে, সৃষ্টি সর্বদাই থাকিবে (সুতরাং প্রলয় নিরর্থক হইয়া যায়)। অতএব (হিরণ্যগর্ভোপাসকগণ বলিতেছেন) সমষ্টি লিঙ্গশরীর-উপাধি-বিশিষ্ট হিরণ্যগর্ভ ঈশ্বর ॥ ১১১॥

**উদ্গীথব্রাহ্মণে তস্য মাহাত্ম্যমতিবিস্তৃতম্ ।**
**লিঙ্গসত্ত্বেঽপি জীবত্বং নাস্য কর্মাদ্যভাবতঃ ॥ ১১২॥**

***অন্বয় ঃ*** উদ্গীথ-ব্রাহ্মণে (বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণে) তস্য (হিরণ্যগর্ভের) মাহাত্ম্যম্ অতিবিস্তৃতম্ (মাহাত্ম্য বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে)। অস্য (ইঁহার = তাঁহার) লিঙ্গসত্ত্বে অপি (লিঙ্গশরীর থাকিলেও) কর্মাদি-অভাবতঃ (কর্মাদি না থাকায়) জীবত্বম্ ন (জীবত্ব নাই) ॥ ১১২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** উদ্গীথব্রাহ্মণে (বৃঃ উঃ ১/৩) এই হিরণ্যগর্ভের মাহাত্ম্য অতি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার লিঙ্গশরীর থাকিলেও কর্মাদির অভাববশতঃ তিনি জীব নহেন ॥ ১১২॥

---

১ ঈশোঽতঃ ইতি পাঠান্তরঃ

**স্থূলদেহং বিনা লিঙ্গদেহো ন ক্বাপি দৃশ্যতে ।**
**বৈরাজো দেহ ঈশোঽতঃ সর্বতো মস্তকাদিমান্ ॥১১৩॥**

**অন্বয় ঃ** স্থূলদেহম্ বিনা (স্থূলদেহ ছাড়া) লিঙ্গদেহঃ (লিঙ্গদেহ) ক্ব অপি ন দৃশ্যতে (কোথাও দেখা যায় না)। অতঃ (অতএব) সর্বতঃ (সর্বত্র) মস্তকাদিমান্ (মস্তকাদি অঙ্গবিশিষ্ট) বৈরাজঃ দেহঃ ঈশঃ (বিরাট্ পুরুষের দেহ ঈশ্বর) ॥১১৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** স্থূলদেহের সহিত অসংযুক্তরূপে লিঙ্গদেহ কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব, (বিরাট্-উপাসকগণ বলেন) সর্বত্র মস্তকাদি অঙ্গবিশিষ্ট বিরাট পুরুষের দেহই ঈশ্বর ॥১১৩॥

**সহস্রশীর্ষেত্যেবং চ বিশ্বতশ্চক্ষুরিত্যপি ।**
**শ্রুতমিত্যাহুরনিশং বিশ্বরূপস্য চিন্তকাঃ ॥১১৪॥**

**অন্বয় ঃ** সহস্রশীর্ষা ইতি (সহস্র সহস্র মস্তকযুক্ত ইত্যাদি) এবম্ (এইরূপ শ্রুতি-বচনে) চ (এবং) বিশ্বতঃ চক্ষুঃ ইতি (সমস্ত চক্ষু তাঁহার অতএব তিনি সর্বত্র চক্ষুবিশিষ্ট ইত্যাদি) শ্রুতম্ অপি (শ্রুতিবচনও), (পাওয়া যায়)। ইতি অনিশম্ (এইপ্রকার সর্বদা) বিশ্বরূপস্য (বিশ্বরূপ বিরাটের) চিন্তকাঃ (উপাসকগণ) আহুঃ (বলেন) ॥১১৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** "এই বিরাটপুরুষ সহস্র সহস্র মস্তকযুক্ত"[১] ইত্যাদি শ্রুতি বচনে (ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল ৯০ সূক্ত) এবং "তিনি সকলদিকেই চক্ষুবিশিষ্ট"[২] ইত্যাদি শ্রুতি বচনও পাওয়া যায় । ('অতএব সেই বিরাটপুরুষই ঈশ্বর') এইরূপ কথা বিশ্বরূপ বিরাটের উপাসকগণ সর্বদা বলেন ॥১১৪॥

**সর্বতঃ পাণিপাদত্বে কৃম্যাদেরপি চেশতা ।**
**ততশ্চতুর্মুখো দেব এবেশো নেতরঃ পুমান্ ॥১১৫॥**

**অন্বয় ঃ** সর্বতঃ পাণি-পাদত্বে (সর্বত্র পাণি ও পাদ যুক্ত বলিয়া) কৃম্যাদেঃ অপি (কৃমি-কীটাদিরও) চ ঈশতা (ঈশ্বরত্ব), [মানিতে হইবে]। ততঃ (সেইহেতু) চতুর্মুখঃ দেবঃ এব (চতুর্মুখ ব্রহ্মাই) ঈশঃ (ঈশ্বর), ইতরঃ পুমান্ ন (অন্য কেহ নহেন) ॥১১৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সর্বত্র হস্ত-পদবিশিষ্ট হইলে যদি ঈশ্বর হন, তাহা হইলে কৃমি-কীটাদিরও ঈশ্বরত্ব মানিতে হয়। সেইহেতু, (পুত্রকামিগণের মত হইল) চতুর্মুখ দেবতা ব্রহ্মাই ঈশ্বর, অন্য কেহ নহেন ॥১১৫॥

---

১ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥ ঋগ্বেদ ১/১০/৯০ ।

২ বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতো মুখো বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ সং বাহুভ্যাং ধমতি সংপত - ত্রৈর্দ্যাবাভূমী জনয়ন্দেব একঃ ॥ শ্বেতাশ্বতর উঃ ৩/৩ ।

**পুত্রার্থং তমুপাসীনা এবমাহুঃ প্রজাপতিঃ ।**
**প্রজা অসৃজতেত্যাদি শ্রুতিং চোদাহরন্ত্যমী ॥১১৬॥**

***অন্বয় ঃ*** পুত্রার্থম্ (পুত্রলাভের নিমিত্ত) তম্ উপাসীনাঃ (যাহারা তাঁহার উপাসনা করে, তাহারা) এবম্ আহুঃ (এইরূপ বলে)। অমী (তাহারা) প্রজাপতিঃ (প্রজাপতি ব্রহ্মা) প্রজাঃ অসৃজত (লোক সৃজন করিলেন) ইত্যাদি শ্রুতিম্ (ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য) উদাহরন্তি চ (উদাহরণস্বরূপ পাঠ করে) ॥১১৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** পুত্রলাভেচ্ছু হইয়া যাহারা ব্রহ্মার উপাসনা করে তাহারা এইরূপ বলে। তাহারা প্রমাণস্বরূপ "ব্রহ্মা লোক সৃজন করিলেন" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের (তৈত্তিরীয় শাখার শ্রুতি) উদাহরণ দেয় ॥ ১১৬॥

**বিষ্ণোর্নাভে সমুদ্ভূতো বেধাঃ কমলজস্ততঃ ।**
**বিষ্ণুরেবেশ ইত্যাহুর্লোকে ভাগবতা জনাঃ ॥১১৭॥**

***অন্বয় ঃ*** কমলজঃ বেধাঃ (কমল হইতে জাত ব্রহ্মা) বিষ্ণোঃ নাভেঃ (বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে) সমুদ্ভূতঃ (উৎপন্ন হইয়াছেন); ততঃ (সেইহেতু) বিষ্ণুঃ এব ঈশঃ (বিষ্ণুই ঈশ্বর) ইতি লোকে (এইরূপ সংসারে) ভাগবতাঃ জনাঃ (ভগবান বিষ্ণুর উপাসকগণ) আহুঃ (বলিয়া থাকে) ॥১১৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** চতুর্মুখ ব্রহ্মা, বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে জাত হইয়াছেন। অতএব, 'বিষ্ণুই ঈশ্বর'—ভগবান্ বিষ্ণুর ভক্তগণ সংসারে এইরূপ প্রচার করিয়া থাকে ॥১১৭॥

**শিবস্য পাদাবন্বেষ্টুং শার্ঙ্গ্যশক্তস্ততঃ শিবঃ ।**
**ঈশো ন বিষ্ণুরিত্যাহুঃ শৈবা আগমমানিনঃ ॥১১৮॥**

***অন্বয় ঃ*** শিবস্য (শিবের) পাদৌ অন্বেষ্টুম্ (পাদদ্বয় অন্বেষণ করিতে গিয়া) শার্ঙ্গী (বিষ্ণু, [বিষ্ণুর ধনুকের নাম শার্ঙ্গ, তাই তিনি শার্ঙ্গী]) অশক্তঃ (অসমর্থ হইয়া), [ফিরিয়া আসিয়াছিলেন]। ততঃ (সেইহেতু) শিবঃ ঈশঃ (শিব ঈশ্বর), বিষ্ণুঃ ন (বিষ্ণু নহেন) ইতি আগম-মানিনঃ (এইরূপ আগম নামক শৈবশাস্ত্রানুসারী) শৈবাঃ আহুঃ (শিবভক্তগণ বলেন) ॥১১৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** শিবের পাদদ্বয় অন্বেষণ করিতে গিয়া বিষ্ণু অসমর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। সেইহেতু, 'বিষ্ণু নহেন, শিব ঈশ্বর'—আগমানুসারী শৈবগণ এই কথা বলিয়া থাকেন ॥১১৮॥

**পুরত্রয়ং সাদয়িতুং বিঘ্নেশং সোঽপ্যপূজয়ৎ ।**
**বিনায়কং প্রাহুরীশং গাণপত্যমতে রতাঃ ॥১১৯॥**

*অন্বয় ঃ* সঃ অপি (সেই শিবও) পুরত্রয়ম্ সাদয়িতুম্ (পুরত্রয় বিনাশ করিবার জন্য) বিঘ্নেশম্ অপূজয়ৎ (বিঘ্নেশ গণপতির পূজা করিয়াছিলেন), [অতএব] গাণপত্য-মতে রতাঃ (গণপতির উপাসকগণ) বিনায়কম্ (গণেশকে) ঈশম্ প্রাহুঃ (ঈশ্বর বলেন) ॥ ১১৯॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* সেই শিবও ত্রিপুর বিনাশের জন্য বিঘ্ননাশক গণপতির পূজা করিয়াছিলেন। অতএব, গণপতির উপাসকগণ গণেশকে ঈশ্বর বলেন॥ ১১৯॥

**এবমন্যে স্বস্বপক্ষাভিমানেনান্যথান্যথা ।**
**মন্ত্রার্থবাদকল্পাদীনাশ্রিত্য প্রতিপেদিরে ॥ ১২০॥**

*অন্বয় ঃ* এবম্ (এই প্রকারে) অন্যে (অন্য মতাবলম্বিগণ—ভৈরব, মৈরাল প্রভৃতি উপাসকগণ) স্ব-স্ব-পক্ষ-অভিমানেন (স্ব-স্ব মতকে সত্য বলিয়া অভিমান করিয়া) মন্ত্রার্থবাদকল্পাদীন্ আশ্রিত্য (মন্ত্র, অর্থবাদ ও কল্প আশ্রয় করিয়া) অন্যথা অন্যথা (অন্য প্রকারে) প্রতিপেদিরে (ঈশ্বর প্রতিপাদন করে) ॥ ১২০॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* এই প্রকারে ভৈরব, মৈরাল প্রভৃতি উপাসকগণ স্ব-স্ব-মতের সত্যতায় অভিমান করিয়া, মন্ত্র, অর্থবাদ, কল্প[১] প্রভৃতির সাহায্যে অন্যপ্রকারে (নিজ নিজ) ঈশ্বর প্রতিপাদন করে ॥ ১২০॥

**অন্তর্যামিণমারভ্য স্থাবরান্তেশবাদিনঃ ।**
**সন্ত্যশ্বত্থার্কবংশাদেঃ কুলদৈবত্বদর্শনাৎ ॥ ১২১॥**

*অন্বয় ঃ* অন্তর্যামিণম্ আরভ্য (অন্তর্যামী হইতে আরম্ভ করিয়া) স্থাবরান্ত-ঈশ-বাদিনঃ সন্তি (স্থাবর বৃক্ষাদি পর্যন্তকে ঈশ্বর বলিয়া উপাসনা করে, এইরূপ লোক আছে।) অশ্বত্থ-অর্ক-বংশ-আদেঃ কুল-দৈবত্ব দর্শনাৎ (অশ্বত্থ, আকন্দ, বাঁশ প্রভৃতির কুলদৈবত্ব হইতে [ইহা বুঝা যায়]) ॥ ১২১॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* অন্তর্যামী হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবর বৃক্ষাদিকে পর্যন্ত ঈশ্বর বলিয়া লোকে উপাসনা করে। কারণ এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে অশ্বত্থ, আকন্দ, বাঁশ প্রভৃতি লোকের কুলদেবতারূপে পূজিত হয় ॥ ১২১॥

**তত্ত্বনিশ্চয়কামেন ন্যায়াগমবিচারিণাম্ ।**
**একৈব প্রতিপত্তিঃ স্যাৎ সাপ্যত্র স্ফুটমুচ্যতে ॥ ১২২॥**

*অন্বয় ঃ* তত্ত্ব-নিশ্চয়কামেন (তত্ত্ব নির্ণয় করিবার ইচ্ছায়) ন্যায়-আগম-বিচারিণাম্ (যাঁহারা যুক্তি ও শ্রুতি বচনের অর্থ বিচার করেন, তাঁহাদের) প্রতিপত্তিঃ

---

১ মন্ত্র—মারণ, উচাটন, বশীকরণ প্রভৃতি
অর্থবাদ—নিজ ঈশ্বরের স্তুতি ও অন্য দেবতার নিন্দা
কল্প—মন্ত্রতন্ত্র প্রতিপাদক আধুনিক গ্রন্থ

(সিদ্ধান্ত) একা এব স্যাৎ (একই হইবে)। সা (সেই সিদ্ধান্ত) অত্র অপি (এই প্রকরণেও) স্ফুটম্ উচ্যতে (স্পষ্ট করিয়া বলা হইতেছে) ॥ ১২২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** তত্ত্বনির্ণয়ের উদ্দেশ্যে যাঁহারা যুক্তি ও শ্রুতিবচনের বিচার করেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত একই হয়।[১] সেই সিদ্ধান্ত এই প্রকরণেও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি ॥১২২॥

**মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্ ।**
**অস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ ॥ ১২৩॥**

***অন্বয় ঃ*** মায়াম্ তু (মায়াকেই) প্রকৃতিম্ বিদ্যাৎ (জগতের উপাদান-কারণ প্রকৃতি বলিয়া জানিবে), মায়িনম্ তু (মায়াবীকে) মহেশ্বরম্ (নিমিত্তকারণ মহেশ্বর), [বলিয়া জানিবে]। অস্য (এই মায়া উপাধিযুক্ত মহেশ্বরের) অবয়বভূতৈঃ তু (অবয়বস্বরূপ চরাচর জীবসমূহ দ্বারাই) সর্বম্ ইদম্ জগৎ ব্যাপ্তম্ (এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত [হইয়া রহিয়াছে]) ॥ ১২৩॥[২]

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** মায়াকেই জগদুপাদানকারণ প্রকৃতি এবং মায়াবীকে উহার নিমিত্তকারণ মহেশ্বর বলিয়া জানিবে। এই মায়োপাধিক ঈশ্বরের অবয়ব-স্বরূপ স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জীবসমূহদ্বারাই এই সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে॥১২৩॥

**ইতি শ্রুত্যনুসারেণ ন্যায্যো নির্ণয় ঈশ্বরে ।**
**তথা সত্যবিরোধঃ স্যাৎ স্থাবরান্তেশবাদিনাম্ ॥১২৪॥**

***অন্বয় ঃ*** ইতি শ্রুতি-অনুসারেণ (এই শ্রুতিবচন অনুসারে) ঈশ্বরে (ঈশ্বরবিষয়ে) নির্ণয়ঃ ন্যায্যঃ (সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত)। তথা সতি (তাহা হইলে), স্থাবরান্ত-ঈশ-বাদিনাম্ (যাহারা স্থাবর পর্যন্ত ঈশ্বর বলে, তাহাদের [সহিত]) অবিরোধঃ স্যাৎ (বিরোধ হয় না) ॥ ১২৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এই শ্রুতিবচন অনুসারে ঈশ্বর বিষয়ে সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত। তাহা হইলে যাহারা (অন্তর্যামী হইতে আরম্ভ করিয়া) স্থাবরকে পর্যন্ত ঈশ্বর বলে তাহাদের সহিত বিরোধ হয় না ॥১২৪॥

**মায়া চেয়ং তমোরূপা তাপনীয়ে তদীরণাৎ।**
**অনুভূতিং তত্র মানং প্রতিজজ্ঞে শ্রুতিঃ স্বয়ম্ ॥১২৫॥**

***অন্বয় ঃ*** ইয়ম্ চ মায়া (এই মায়াও) তমোরূপা (অজ্ঞানস্বরূপা) তাপনীয়ে

---

১ "সব শেয়ালের এক রা"—শ্রীরামকৃষ্ণ

২ শ্বেতাশ্বতর উঃ ৪/১৩

(নৃসিংহোত্তর-তাপনীয় উপনিষদে) তৎ-ঈরণাৎ (যেহেতু এইভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে)। তত্র (সেই বিষয়ে) অনুভূতিম্ মানম্ (অনুভূতি প্রমাণ) শ্রুতিঃ স্বয়ম্ (শ্রুতি নিজে) প্রতিজজ্ঞে (অবধারণ করিয়াছেন) ॥১২৫॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* এই মায়া অজ্ঞানস্বরূপা, কারণ নৃসিংহোত্তর-তাপনীয় উপনিষদে মায়াকে এইভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। সেই বিষয়ে উক্ত শ্রুতি নিজে অবধারণ করিয়াছেন যে নিজ-নিজ অনুভব ইহার প্রমাণ ॥১২৫॥[১]

**জড়ং মোহাত্মকং তচ্চেত্যনুভাবয়তি শ্রুতিঃ ।**
**আবালগোপং স্পষ্টত্বাদানন্ত্যং তস্য সাব্রবীৎ ॥১২৬॥**

*অন্বয় ঃ* তৎ (সেই মায়া) জড়ম্ চ মোহাত্মকম্ (জড়রূপ ও মোহরূপ) ইতি (ইহা) শ্রুতিঃ অনুভাবয়তি (শ্রুতি বুঝাইয়াছেন)। আবাল-গোপম্ (বালক, মূর্খ পর্যন্ত সর্বত্র) স্পষ্টত্বাৎ (স্পষ্ট প্রতীত হয় বলিয়া) তস্য (উক্ত রূপের) আনন্ত্যম্ (অনন্ততা) সা অব্রবীৎ (শ্রুতি বলিয়াছেন) ॥১২৬॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* সেই মায়া যে জড়রূপ ও মোহরূপ তাহা শ্রুতি ভাল করিয়া বুঝাইয়াছেন। মায়ার উক্ত রূপ বালক, মূর্খ পর্যন্ত সর্বত্র স্পষ্ট প্রতীত হয় বলিয়া শ্রুতি ঐ রূপকে অনন্ত বলিয়াছেন ॥১২৬॥

**অচিদাত্মঘটাদীনাং যৎস্বরূপং জড়ং হি তৎ ।**
**যত্র কুণ্ঠীভবেদ্‌বুদ্ধিঃ স মোহ ইতি লৌকিকাঃ ॥১২৭॥**

*অন্বয় ঃ* অচিৎ-আত্ম-ঘটাদীনাম্ (অচেতন ঘটাদির) যৎ স্বরূপম্ (যাহা স্বরূপ) তৎ হি জড়ম্ (তাহাই জড়)। যত্র (যেখানে) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) কুণ্ঠী-ভবেৎ (কুণ্ঠিত হয় অর্থাৎ বুঝিতে অসমর্থ হয়) সঃ মোহঃ (তাহা মোহ) ইতি লৌকিকাঃ (এইরূপ লোক-ব্যবহার)॥১২৭॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* অচেতন ঘটাদির যাহা স্বরূপ তাহাকেই জড় বলে এবং বুদ্ধি যাহা বুঝিতে অসমর্থ হয়, তাহা মোহ। লোকব্যবহার এইরূপ ॥১২৭॥

**ইত্থং লৌকিকদৃষ্ট্যৈতৎ সর্বৈরপ্যনুভূয়তে ।**
**যুক্তিদৃষ্ট্যা ত্বনির্বাচ্যং নাসদাসীদিতি শ্রুতেঃ ॥১২৮॥**

*অন্বয় ঃ* ইত্থম্ (এইরূপ) লৌকিকদৃষ্ট্যা (লৌকিকদৃষ্টিতে) এতৎ (মায়ার এই জাড্যমোহরূপ তমোরূপতা) সর্বৈঃ অপি (সকলের দ্বারাই) অনুভূয়তে (অনুভূত হয়)। যুক্তিদৃষ্ট্যা তু (কিন্তু যুক্তিদ্বারা দেখিতে গেলে) অনির্বাচ্যম্ ([মায়ার এই তমোরূপতা]

---

১ 'মায়া চ তমোরূপা অনুভূতেঃ'—নৃসিংহোত্তর-তাপনীয় উঃ ৯

অনির্বাচ্য)। 'ন অসৎ আসীৎ' (অসৎ ছিল না) ইতি শ্রুতেঃ (ইত্যাদি শ্রুতি তাহার প্রমাণ) ॥ ১২৮॥

***বঙ্গানুবাদ* ঃ** এইরূপ লৌকিকদৃষ্টিতে মায়ার এই জড় ও মোহরূপ তমোরূপতাকে সকলেই অনুভব করে। কিন্তু যুক্তি দিয়া দেখিলে, মায়ার এই তমোরূপতা অনির্বচনীয় অর্থাৎ ইহার স্বরূপ সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা যায় না। 'অসৎ ছিলনা'—ইত্যাদি শ্রুতি (ঋগ্বেদ ১০/১২৯ নং সূক্ত-নাসদীয়সূক্ত দ্রষ্টব্য) তাহার প্রমাণ ॥ ১২৮॥

**নাসদাসীদ্বিভাতত্বান্নো সদাসীচ্চ বাধনাৎ ।**
**বিদ্যাদৃষ্ট্যা শ্রুতং তুচ্ছং তস্য নিত্যনিবৃত্তিতঃ ॥ ১২৯॥**

***অন্বয়* ঃ** বিভাতত্বাৎ ([অনুভূতির বিষয়রূপে] প্রতীত হয় বলিয়া) ন অসৎ আসীৎ ([মায়াকে অসৎ বলা যায় না, সেইহেতু] 'অসৎ ছিল না' [এইরূপ বলা হইয়াছে]); নো চ সৎ আসীৎ ([মায়াকে সৎও বলা যায় না সেইহেতু] সৎও ছিল না); বাধনাৎ (কারণ মায়ার বাধ হয় অর্থাৎ তাহা জ্ঞানবিনাশ্য)। বিদ্যাদৃষ্ট্যা (বিদ্যাদৃষ্টিতে দেখিলে) তুচ্ছম্ শ্রুতম্ (শ্রুতি [তাহাকে] তুচ্ছ বলিয়াছেন), তস্য (তাহার) নিত্য-নিবৃত্তিতঃ (বাধ সর্বদা বিদ্যমান বলিয়া) ॥ ১২৯॥

***বঙ্গানুবাদ* ঃ** মায়াকে অসৎ বলা যায় না, কারণ তাহা অনুভূতির বিষয়রূপে প্রতীত হয় (মায়ার ব্যবহারিক সত্তা অনুভূতিগম্য); মায়াকে সৎ বলা যায় না, কারণ তাহার বাধ[১] হয় অর্থাৎ মায়া জ্ঞাননাশ্য। আর জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখিলে, মায়া নিত্যবাধযুক্ত। সেইকারণে শ্রুতি তাহাকে 'তুচ্ছ' বলিয়াছেন (অর্থাৎ মায়া শ্রুতি কর্তৃক উপেক্ষিত হইয়াছে) ॥ ১২৯॥

**তুচ্ছাঽনির্বচনীয়া চ বাস্তবী চেত্যসৌ ত্রিধা ।**
**জ্ঞেয়া মায়া ত্রিভির্বোধৈঃ শ্রৌতযৌক্তিকলৌকিকৈঃ ॥ ১৩০॥**

***অন্বয়* ঃ** শ্রৌত-যৌক্তিক-লৌকিকৈঃ (শ্রৌত অর্থাৎ শ্রুতি হইতে, যুক্তিদ্বারা এবং লৌকিক) ত্রিভিঃ বোধৈঃ (এই তিনপ্রকার দৃষ্টিতে) অসৌ মায়া (সেই মায়া) তুচ্ছা অনির্বচনীয়া বাস্তবী চ (যথাক্রমে তুচ্ছা, অনির্বচনীয়া এবং বাস্তবী) ইতি ত্রিধা (এইপ্রকার তিনভাবে) জ্ঞেয়া (জ্ঞাত হইবার যোগ্য) ॥ ১৩০॥

১ "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"—বৃঃ উঃ ৪/৪/১৯, কঠ উঃ ২/১/১১

বাধ দুই প্রকারে হয়—বিষয়িরূপ বাধ (Subjective) এবং বিষয়রূপ বাধ (Objective)। তন্মধ্যে—অধিষ্ঠান ব্রহ্মে অবিদ্যা ও অবিদ্যা-কার্যের নিত্যাভাবরূপ বাধ হইতেছে বিষয়িরূপ বাধ। আর, অবিদ্যা ও অবিদ্যাকার্যের উক্ত সদাই অভাবের নিশ্চয়রূপ যে বাধ (জ্ঞাতার মনে উক্ত অভাবের যে জ্ঞান হয় তাহা, ইহার অস্তিত্বের অভাব ঘটায়) তাহাকে বিষয়রূপ বাধ বলে।

*বঙ্গানুবাদ ঃ* সেই মায়াকে তিনপ্রকার দৃষ্টিতে তিনভাবে বুঝা যায়— শ্রৌত-দৃষ্টিতে তাহা তুচ্ছা, যুক্তির দৃষ্টিতে অনির্বচনীয়া এবং লৌকিক-দৃষ্টিতে বাস্তবী ॥ ১৩০ ॥

**অস্য সত্ত্বমসত্ত্বং চ জগতো দর্শয়ত্যসৌ ।**
**প্রসারণাচ্চ সংকোচাদ্যথা চিত্রপটস্তথা ॥ ১৩১ ॥**

*অন্বয় ঃ* অসৌ (এই মায়া) অস্য জগতঃ (এই জগতের) সত্ত্বম্ অসত্ত্বম্ চ (সদ্ভাব ও অসদ্ভাব) দর্শয়তি (দেখাইতেছেন)। প্রসারণাৎ (বিস্তারের দ্বারা) সঙ্কোচাৎ চ (এবং সংকোচনের দ্বারা)। যথা চিত্রপটঃ (চিত্রপট যেমন [সেই চিত্রাঙ্কিত শরীরাদির সত্ত্ব ও অসত্ত্ব দেখায়]) তথা (সেইরূপ) ॥ ১৩১ ॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* এই মায়া এই জগতের সদ্ভাব ও অসদ্ভাব[১] দেখাইতেছেন। যেমন চিত্রপট সংকোচন ও প্রসারণের দ্বারা চিত্রাঙ্কিত শরীরাকারাদির সত্ত্ব ও অসত্ত্ব দেখানো হয় সেইরূপ ॥ ১৩১ ॥

**অস্বতন্ত্রা হি মায়া স্যাদপ্রতীতের্বিনা চিতিম্ ।**
**স্বতন্ত্রাপি তথৈব স্যাদসঙ্গস্যান্যথাকৃতেঃ ॥ ১৩২ ॥**

*অন্বয় ঃ* চিতিম্ বিনা (চৈতন্য বিনা) অপ্রতীতেঃ (প্রতীত হয় না বলিয়া) মায়া (মায়া) অস্বতন্ত্রা হি স্যাৎ (পরাধীনাই হইবেন); তথা এব (সেইরূপই) অসঙ্গস্য অন্যথা-কৃতেঃ (অসঙ্গ চৈতন্যকে সসঙ্গ করেন বলিয়া) স্বতন্ত্রা অপি স্যাৎ (মায়া স্বতন্ত্রাও হন) ॥ ১৩২ ॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* চৈতন্য বিনা মায়ার স্বতন্ত্র প্রতীতি হয় না বলিয়া মায়া পরাধীনা[২]। আবার অসঙ্গ চৈতন্যকে সসঙ্গ করেন বলিয়া মায়া স্বতন্ত্রাও হন ॥ ১৩২ ॥

**কূটস্থাসঙ্গমাত্মানং জগত্বেন[৩] করোতি সা ।**
**চিদাভাসস্বরূপেণ জীবেশাবপি নির্মমে ॥ ১৩৩ ॥**

*অন্বয় ঃ* সা (সেই মায়া) কূটস্থ-অসঙ্গম্ আত্মানম্ (কূটস্থ, অসঙ্গ আত্মাকে) জগত্বেন করোতি (জগদ্রূপতা দেন), চিদাভাস-স্বরূপেণ (চিদাভাস স্বরূপে) জীব-ঈশৌ অপি (জীব ও ঈশ্বরকেও) নির্মমে (নির্মাণ করেন) ॥ ১৩৩ ॥

১ নৃসিংহোত্তরতাপনীয় উপনিষৎ ৯

২ তদেব

৩ 'জড়ত্বেন' ইতি পাঠান্তর

*বঙ্গানুবাদ ঃ* সেই মায়া কূটস্থ ও অসঙ্গ আত্মাকে জগদ্রূপতা দেন এবং চিদাভাসরূপে জীব এবং ঈশ্বরকেও[১] নির্মাণ করেন ।।১৩৩।।

**কূটস্থমনুপদ্রুত্য করোতি জগদাদিকম্ ।**
**দুর্ঘটৈকবিধায়িন্যাং মায়ায়াং কা চমৎকৃতিঃ ।।১৩৪।।**

*অন্বয় ঃ* কূটস্থম্ অনুপদ্রুত্য[২] (আত্মার কূটস্থত্বের হানি না করিয়া) জগদাদিকম্ করোতি ([তাঁহার উপরে] জগদাদির রচনা করেন); দুর্ঘট-এক-বিধায়িন্যাম্ মায়ায়াম্ (দুর্ঘট-সম্পাদনকারিণী একমাত্র মায়ার পক্ষে) কা চমৎকৃতিঃ (ইহাতে আশ্চর্যের কি আছে)? ।।১৩৪।।

*বঙ্গানুবাদ ঃ* আত্মার কূটস্থত্বের কোন হানি না করিয়া মায়া তাঁহার উপরে জগদাদির দর্শন বা রচনা করেন। একমাত্র অঘটন-ঘটনকর্ত্রী মায়ার পক্ষে ইহা ঘটাইতে আশ্চর্যের কি আছে ? ।।১৩৪।।

**দ্রবত্বমুদকে বহ্ণাবৌষ্ণ্যং কাঠিন্যমশ্মনি ।**
**মায়ায়াং দুর্ঘটত্বঞ্চ স্বতঃ সিধ্যতি নান্যতঃ ।।১৩৫।।**

*অন্বয় ঃ* উদকে দ্রবত্বম্ (জলে দ্রবতা) বহ্নৌ ঔষ্ণ্যম্ (অগ্নিতে উষ্ণতা) অশ্মনি কাঠিন্যম্ চ (এবং প্রস্তরে কাঠিন্য) [এইরূপ] মায়ায়াম্ (মায়াতে) দুর্ঘটত্বম্ (তাঁহার অঘটন-ঘটনসামর্থ্য) স্বতঃ সিধ্যতি (স্বতঃসিদ্ধ বা স্বাভাবিক), অন্যতঃ ন (অন্য কোথাও নহে)।। ১৩৫।।

*বঙ্গানুবাদ ঃ* যেমন জলে দ্রবতা, অগ্নিতে উষ্ণতা, প্রস্তরে কাঠিন্য প্রভৃতি স্বাভাবিক, সেইরূপ মায়াতে অঘটন-ঘটনসামর্থ্য স্বতঃসিদ্ধ বা স্বাভাবিক, অন্য কোথাও নহে ।। ১৩৫ ।।

**ন বেত্তি লোকো যাবত্তং সাক্ষাত্তাবচ্চমৎকৃতিম্ ।**
**ধত্তে মনসি পশ্চাত্তু মায়ৈষেত্যুপশাম্যতি ।।১৩৬।।**

*অন্বয় ঃ* লোকঃ যাবৎ (যতকাল পর্যন্ত লোকে) তম্ (মায়ার প্রয়োগকর্তাকে) সাক্ষাৎ ন বেত্তি (সাক্ষাৎভাবে জানিতে না পারে), তাবৎ (ততকাল পর্যন্ত) মনসি (মনে) চমৎকৃতিম্ ধত্তে (চমৎকারিত্ব অনুভূত হইতে থাকে)। পশ্চাৎ তু (পরে কিন্তু) এষা মায়া ইতি (ইহা মায়া এরূপ জানিয়া) উপশাম্যতি (উপশান্ত হয়) ।। ১৩৬।।

১ "জীবেশৌ আভাসেন করোতি, মায়া চ অবিদ্যা চ স্বয়মেব ভবতি।"
— নৃসিংহোত্তরতাপনীয় উঃ ৯ ।

২ 'অনপাকৃত্য' ইতি পাঠান্তর ।

*বঙ্গানুবাদ ঃ* যতকাল পর্যন্ত না লোকে মায়ার প্রয়োগকর্তাকে সাক্ষাৎভাবে জানিতে পারে, ততকাল পর্যন্ত মায়ার চমৎকারিত্ব অনুভব হইতে থাকে। পরে কিন্তু 'ইহা মায়া' এইরূপ জানিয়া আশ্চর্যের উপশম হয়॥ ১৩৬॥

**প্রসরন্তি হি চোদ্যানি জগদ্বস্তুত্ববাদিষু ।**
**ন চোদনীয়ং মায়ায়াং তস্যাশ্চোদ্যৈকরূপতঃ ॥ ১৩৭॥**

*অন্বয় ঃ* জগৎ-বস্তুত্ব-বাদিষু (জগতের সত্যতা স্বীকার করেন যে নৈয়ায়িকগণ তাহাদের প্রতি) চোদ্যানি (এইসব প্রশ্ন) প্রসরন্তি হি (করা যুক্তিযুক্ত)। মায়ায়াম্ (মায়াবাদী বৈদান্তিকগণের প্রতি) চোদনীয়ম্ ন (এইরূপ প্রশ্ন করা উচিত নয়), তস্যাঃ (সেই মায়ার) চোদ্য-একরূপতঃ (যেহেতু এইরূপ নিষেধার্থক প্রশ্নের মূলীভূত একমাত্র অজ্ঞানস্বরূপতা আছে) ॥ ১৩৭॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* (অথবা) জগতের সত্যতা মানেন যে নৈয়ায়িকগণ, তাহাদের প্রতি এইসব প্রশ্ন করা যুক্তিযুক্ত; মায়াবাদী বৈদান্তিকগণের প্রতি এরূপ (প্রতিষেধার্থক) প্রশ্ন করা উচিত নয়। কারণ মায়াই এইরূপ প্রশ্নের মূলীভূত অজ্ঞানমাত্রস্বরূপ অর্থাৎ মুখ্য পূর্বপক্ষস্বরূপ ॥১৩৭॥

**চোদ্যেঽপি যদি চোদ্যং স্যাত্ত্বচ্চোদ্যে চোদ্যতে ময়া ।**
**পরিহার্যং ততশ্চোদ্যং ন পুনঃ প্রতিচোদ্যতাম্ ॥ ১৩৮॥**

*অন্বয় ঃ* চোদ্যে অপি (পূর্বপক্ষের প্রতিও অর্থাৎ প্রশ্নরূপ মায়ার প্রতিও) যদি চোদ্যম্ স্যাৎ (যদি প্রশ্ন কর), ত্বৎ-চোদ্যে (তবে তোমার সেই প্রশ্নের প্রতিপক্ষে) ময়া চোদ্যতে (আমার দ্বারা প্রশ্ন হইতে পারে), ততঃ (সেইহেতু) চোদ্যম্ পরিহার্যম্ (প্রশ্ন ত্যাগ করা উচিত); পুনঃ (আবার), ন প্রতিচোদ্যতাম্ (প্রতিপ্রশ্ন করা উচিত নয়)॥ ১৩৮॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* পূর্বপক্ষস্বরূপ সেই মায়ার প্রতি যদি পূর্বপক্ষ (প্রতিষেধ-অভিপ্রায়ক প্রশ্ন) কর, তবে তোমার সেই প্রশ্নের বা শঙ্কার প্রতিপক্ষে আমিও আপত্তি উঠাইতে পারি। সেইহেতু প্রশ্ন করা বা আক্ষেপ করা ত্যাগ কর। তোমার আবার প্রতিপ্রশ্ন করা উচিত নয় ॥১৩৮॥

**বিস্ময়ৈকশরীরায়া মায়ায়াশ্চোদ্যরূপতঃ ।**
**অন্বেষ্যঃ পরিহারোঽস্যা বুদ্ধিমদ্ভিঃ প্রযত্নতঃ ॥ ১৩৯॥**

*অন্বয় ঃ* বিস্ময়-এক-শরীরায়াঃ মায়ায়াঃ (যে মায়ার অস্তিত্বই বিস্ময়কর অর্থাৎ সংশয়বিষয়ীভূত তাহার) চোদ্যরূপতঃ (আক্ষেপণীয়স্বরূপ হইবার জন্য) অস্যাঃ (ইহার) পরিহারঃ (পরিহার) বুদ্ধিমদ্ভিঃ (বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের দ্বারা) প্রযত্নতঃ অন্বেষ্যঃ (যত্নপূর্বক অনুসন্ধান করা কর্তব্য) ॥ ১৩৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যিনি স্বয়ং বিস্ময়কর অস্তিত্বসম্পন্না, আক্ষেপণীয়স্বরূপ, সেই মায়ার পরিহারের নিমিত্ত (মায়ার স্বরূপ জানিবার জন্য বৃথা তর্ক না করিয়া) বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের যত্নপূর্বক অনুসন্ধান করা কর্তব্য ॥১৩৯॥

**মায়াত্বমেব নিশ্চেয়মিতি চেত্তর্হি নিশ্চিনু ।**
**লোকপ্রসিদ্ধমায়ায়া লক্ষণং যত্তদীক্ষ্যতাম্ ॥১৪০॥**

***অন্বয় ঃ*** মায়াত্বম্ এব (মায়ার স্বরূপ বা স্বভাবই), [প্রথমে] নিশ্চেয়ম্ (নিশ্চয় করা বা নির্ণয় করা উচিত) ইতি চেৎ (যদি এই কথা বল), তর্হি (তাহা হইলে) নিশ্চিনু (তাহাই কর)। লোকপ্রসিদ্ধ-মায়ায়াঃ (লোকপ্রসিদ্ধ মায়ার) যৎ লক্ষণম্ (যাহা লক্ষণ [দেখা যায়]) তৎ ঈক্ষ্যতাম্ (তাহা মায়ায় প্রয়োগ করিয়া দেখ) ॥১৪০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (যদি বল, প্রথমে) মায়ার স্বভাব নির্ণয় করা উচিত, তাহা হইলে তাহাই কর। লোকপ্রসিদ্ধ মায়ার যাহা লক্ষণ, তাহা আলোচনা করিয়া দেখ ॥১৪০॥

**ন নিরূপয়িতুং শক্যা বিস্পষ্টং ভাসতে চ যা ।**
**সা মায়েতীন্দ্রজালাদৌ লোকাঃ সম্প্রতিপেদিরে ॥১৪১॥**

***অন্বয় ঃ*** যা (যাহাকে) ন নিরূপয়িতুম্ শক্যা (ঠিক করিয়া নিরূপণ করা যায় না), চ বিস্পষ্টম্ (অথচ স্পষ্ট) ভাসতে (প্রকাশ পায়), সা মায়া (তাহা মায়া), ইতি (এইরূপে) ইন্দ্রজালাদৌ (ইন্দ্রজালাদিতে) লোকাঃ (লোকে) সম্প্রতিপেদিরে (দেখিয়া থাকে) ॥১৪১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যাহার স্বরূপ নিরূপণ করা যায় না অথচ যাহা স্পষ্ট প্রকাশ পায়, লোকে তাহাকে 'মায়া' বলে। ইন্দ্রজালাদিতে লোকে এইরূপ সম্যগ্রূপে প্রতিপাদন করিয়া থাকে ॥১৪১॥

**স্পষ্টং ভাতি জগচ্চেদমশক্যং তন্নিরূপণম্ ।**
**মায়াময়ং জগত্তস্মাদীক্ষস্বাপক্ষপাততঃ ॥১৪২॥**

***অন্বয় ঃ*** ইদং জগৎ (এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ) স্পষ্টম্ ভাতি (স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে), তৎ-নিরূপণম্ চ (কিন্তু তাহার স্বরূপ নিরূপণ করা) অশক্যম্ (সম্ভবপর হয় না), তস্মাৎ (সেইহেতু) অপক্ষপাততঃ (পক্ষপাতশূন্য হইয়া) জগৎ মায়াময়ম্ ঈক্ষস্ব (জগৎ যে মায়াময় তাহা দেখ) ॥১৪২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এই জগৎ স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে, কিন্তু তাহার স্বরূপ নিরূপণ করা অসাধ্য। সেই কারণে পক্ষপাতশূন্য হইয়া জগৎ যে মায়াময় তাহা (বিচার করিয়া) দেখ ॥১৪২॥

**নিরূপয়িতুমারব্ধে নিখিলৈরপি পণ্ডিতৈঃ ।**
**অজ্ঞানং পুরতস্তেষাং ভাতি কক্ষাসু কাসুচিৎ ॥১৪৩॥**

***অন্বয় ঃ*** নিখিলৈঃ পণ্ডিতৈঃ অপি (জগতের সমস্ত পণ্ডিত মিলিয়াও যদি) নিরূপয়িতুম্ আরব্ধে (জগতের স্বরূপ নিরূপণে প্রবৃত্ত হয়) তেষাম্ (তাহাদের) কাসুচিৎ কক্ষাসু (কোন এক নির্ণয়স্তরের) পুরতঃ (সম্মুখে) অজ্ঞানম্ ভাতি (অজ্ঞান দেখা যায়) ॥১৪৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সারা জগতের সমস্ত পণ্ডিত মিলিয়াও যদি জগতের স্বরূপ নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হয় তাহা হইলে, তাহাদের নির্ণয়ের কোন এক স্তরের পরে তাহারা অজ্ঞান দেখিতে পায় অর্থাৎ তাহার পরের রহস্য আর উদ্ঘাটন করিতে পারে না ॥১৪৩॥

**দেহেন্দ্রিয়াদয়ো ভাবা বীর্যেণোৎপাদিতাঃ কথম্ ।**
**কথং বা তত্র চৈতন্যমিত্যুক্তে তে কিমুত্তরম্ ॥১৪৪॥**

***অন্বয় ঃ*** দেহ-ইন্দ্রিয়াদয়ঃ ভাবাঃ (দেহ, ইন্দ্রিয়াদি পদার্থসমূহ) কথম্ (কিপ্রকারে) বীর্যেণ (বীর্য দ্বারা) উৎপাদিতাঃ (উৎপন্ন হইল)? কথম্ বা (কি প্রকারেই বা) তত্র চৈতন্যম্ (তাহাতে চৈতন্যের আবির্ভাব [ঘটে])? ইতি উক্তে (এইরূপ যদি প্রশ্ন করা যায়) তে উত্তরম্ কিম্ (তোমার উত্তর কি [হইবে]) ? ॥১৪৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতেছেন—) দেহেন্দ্রিয়াদি পদার্থসমূহ কি প্রকারে বীর্যদ্বারা উৎপন্ন হইল? আবার কি প্রকারেই বা তাহাতে চৈতন্যের আবির্ভাব বা আবেশ ঘটিল? তোমার উত্তর কি হইবে? ॥ ১৪৪ ॥

**বীর্যস্যৈষ স্বভাবশ্চেৎ কথং তদ্বিদিতং ত্বয়া ।**
**অন্বয়ব্যতিরেকৌ যৌ ভগ্নৌ তৌ বন্ধ্যবীর্যতঃ ॥১৪৫॥**

***অন্বয় ঃ*** (স্বভাববাদী) এষঃ বীর্যস্য স্বভাবঃ (ইহা বীর্যের স্বভাব), [এইরূপ] চেৎ [যদি বলেন]; (সিদ্ধান্তী) কথম্ তৎ (কিপ্রকারে তাহা) ত্বয়া বিদিতম্ (তুমি জানিতে পারিলে)? [স্বভাববাদী বলিবেন—অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বারা নিশ্চয় করিতেছি।] (সিদ্ধান্তী) অন্বয়-ব্যতিরেকৌ যৌ (যে অন্বয় ও ব্যতিরেকের [কথা বলিতেছ]) তৌ (তাহা) বন্ধ্যবীর্যতঃ ভগ্নৌ (বন্ধ্যবীর্য পুরুষে ও বন্ধ্যা নারীতে ভঙ্গ হয়) ॥১৪৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (স্বভাববাদী যদি বলেন—) বীর্যের স্বভাবই এইরূপ; (সিদ্ধান্তী বলিবেন—) তুমি কি প্রকারে তাহা জানিলে? [তদুত্তরে স্বভাববাদী বলিতেছেন—কেন, অন্বয়-ব্যতিরেকদ্বারা তাহার নিশ্চয় করিতেছি?] (এই উত্তরের প্রয়োগসীমা বা ব্যাপ্তি দেখাইতে গিয়া সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—) বন্ধ্যবীর্য

পুরুষে ও বন্ধ্যা নারীতে তো তাহা ভঙ্গ দেখিতেছি অর্থাৎ তোমার সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য হয় না ॥১৪৫॥

**ন জানামি কিমপ্যেতদিত্যন্তে শরণং তব ।**
**অতএব মহান্তোঽস্য প্রবদন্তীন্দ্রজালতাম্ ॥১৪৬॥**

***অন্বয় ঃ*** অন্তে ([এইভাবে বার বার প্রশ্ন ও তার ঐরূপ যুক্তিহীন উত্তর চলিতে চলিতে] পরিশেষে), এতৎ কিম্ অপি (আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহার কিছুই) ন জানামি (আমি জানি না) ইতি (এইরূপ অজ্ঞান) তব শরণম্ (তোমার আশ্রয় [হইবে])। অতঃ এব (এই কারণেই) মহান্তঃ (জ্ঞানিগণ) অস্য (এই জগতের) ইন্দ্রজালতাম্ (ইন্দ্রজাল স্বরূপতার কথা) প্রবদন্তি (বলেন) ॥১৪৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এইভাবে পরিশেষে (হে ভেদবাদী তার্কিক॰ ।) "আপনার প্রশ্নের উত্তর কি তাহা আমি জানি না"—এইরূপ অজ্ঞানকেই ামরা আশ্রয় করিবে। এই কারণে জ্ঞানিগণ এই জগৎকে ইন্দ্রজালরূপ বলেন ॥১৪৬॥

**এতস্মাৎ কিমিবেন্দ্রজালমপরং যদ্গর্ভবাসস্থিতং**
**রেতশ্চেততি হস্তমস্তকপদপ্রোদ্ভূতনানাঙ্কুরম্ ।**

**পর্যায়েণ শিশুত্বযৌবনজরাবেষৈরনেকৈর্বৃতং**
**পশ্যত্যত্তি শৃণোতি জিঘ্রতি তথাগচ্ছত্যথাগচ্ছতি ॥১৪৭॥**

***অন্বয় ঃ*** এতস্মাৎ (ইহা অপেক্ষা) অপরম্ ইন্দ্রজালম্ (আর অধিক ইন্দ্রজাল) কিম্ ইব (কিই বা আছে) যৎ গর্ভবাসস্থিতম্ রেতঃ (যে গর্ভস্থিত বীর্য) চেততি (চৈতন্যময় হইয়া উঠে), হস্ত-মস্তক-পদ-প্রোদ্ভূত-নানাঙ্কুরম্ (হস্ত, মস্তক, পদ প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গদ্বারা পল্লবিত [হইয়া]) পর্যায়েণ (পর্যায়ক্রমে) অনেকৈঃ শিশুত্ব-যৌবন-জরা-বেষৈঃ (অনেকপ্রকার শৈশব-যৌবন-জরারূপ দশায়) বৃতম (আচ্ছাদিত হইয়া) পশ্যতি, অত্তি, (দর্শন, ভোজন) শৃণোতি, জিঘ্রতি, তথা গচ্ছতি, অথ আগচ্ছতি (শ্রবণ, ঘ্রাণ, এবং গমন ও আগমনাদি [ক্রিয়া সম্পাদন] করিয়া থাকে) ॥১৪৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ইহা অপেক্ষা অধিক বিস্ময়কর ইন্দ্রজাল আর কি হইতে পারে যে গর্ভস্থিত বীর্য চৈতন্যময় হইয়া উঠে, হস্ত-মস্তক-পদ প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গদ্বারা পল্লবিত হইয়া, পর্যায়ক্রমে শৈশব-যৌবন-জরারূপ দশায় (বিকারে) আচ্ছাদিত হইয়া দর্শন, ভোজন, শ্রবণ, ঘ্রাণ এবং গমনাগমনাদি ক্রিয়া সম্পাদন করে ? ১৪৭॥

**দেহবদ্বটধানাদৌ সুবিচার্য বিলোক্যতাম্ ।**
**ক্ব ধানাঃ কুত্র বা বৃক্ষস্তস্মান্মায়েতি নিশ্চিনু ॥১৪৮॥**

*অন্বয় ঃ* দেহবৎ (দেহের ন্যায়) বট-ধানাদৌ সুবিচার্য (বটবৃক্ষের বীজ প্রভৃতি লইয়া বিচার করিয়া) বিলোক্যতাম্ (দেখ), ক্ব ধানাঃ (কোথায় [সেই অতিসূক্ষ্ম] বীজ) কুত্র বা বৃক্ষঃ (কোথায় বা [বিশাল] বটবৃক্ষ)। তস্মাৎ (সেইহেতু) মায়া ইতি নিশ্চিনু (এ সকল যে মায়া তাহা ধারণা কর) ॥১৪৮॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* দেহের ন্যায় বটবৃক্ষের বীজ প্রভৃতি লইয়া বিচার করিয়া দেখ—কোথায় সেই সূক্ষ্ম বটবীজ আর কোথায় বা সে সুবিশাল বটবৃক্ষ! সেইহেতু, এসবই যে মায়া তাহা নিশ্চয় কর ॥১৪৮॥[১]

**নিরুক্তাবভিমানং যে দধতে তার্কিকাদয়ঃ ।**
**হর্ষমিশ্রাদিভিস্তে তু খণ্ডনাদৌ সুশিক্ষিতাঃ ॥১৪৯॥**

*অন্বয় ঃ* যে তার্কিকাদয়ঃ (যে তার্কিকগণ) নিরুক্তৌ (নিরুক্তে বা নিজেদের তর্ক ক্ষমতায়) অভিমানম্ দধতে (গর্ব করিয়া থাকেন), তে তু (তাঁহারা কিন্তু) হর্ষমিশ্রাদিভিঃ (হর্ষমিশ্র প্রভৃতি পণ্ডিতগণদ্বারা) খণ্ডনাদৌ ('খণ্ডন-খণ্ডখাদ্য' নামক গ্রন্থে) সুশিক্ষিতাঃ (উত্তম শিক্ষা লাভ করিয়াছেন) ॥১৪৯॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* যে তার্কিকগণ নিজেদের তর্ক-ক্ষমতায় গর্ব করিয়া মনে করেন "আমরা মায়ার স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছি", শ্রীহর্ষমিশ্র প্রভৃতি পণ্ডিতগণ 'খণ্ডন-খণ্ডখাদ্য'[২] প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহাদের উত্তম শিক্ষা দিয়াছেন ॥১৪৯॥

**অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেষু যোজয়েৎ ।**
**অচিন্ত্যরচনারূপং মনসাপি জগৎ খলু ॥১৫০॥**

*অন্বয় ঃ* যে ভাবাঃ (যে সকল পদার্থ) অচিন্ত্যাঃ খলু (চিন্তার বহির্ভূত) তান্ তর্কেষু (তাহাদিগকে তর্কে) ন যোজয়েৎ (যুক্ত করিও না); জগৎ খলু (যেহেতু জগৎ) মনসা অপি (মনেরও দ্বারা) অচিন্ত্য-রচনা-রূপম্ (অচিন্ত্য-রচনারূপ) ॥১৫০॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* যে সকল পদার্থ অচিন্তনীয় তাহাদিগকে তর্কের বিষয় করিতে নাই; যেহেতু জগতের রচনা মনেরও অগোচর, (সুতরাং তাহা মনের দ্বারা উদ্ভাবিত তর্কেরও বহির্ভূত হইবে) ॥১৫০॥ (মহাভারত ৬/৬/১১)

---

১ ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে এবং নৃঃ উঃ তাঃ উঃ ৯ম কণ্ডিকায় বটফলের বীজ লইয়া বিচার আছে ।

২ 'খণ্ডন-খণ্ডখাদ্য'—৪/১৪০॥ শ্রীহর্ষমিশ্র এই গ্রন্থে নৈয়ায়িক কথিত মায়াতত্ত্বের নির্বচনীয়তার খণ্ডন করিয়াছেন। নৈয়ায়িক উদয়নাচার্যের মতে, কারণবিশেষরূপে মায়া নির্বচনীয়া।

**অচিন্ত্যরচনাশক্তিবীজং মায়েতি নিশ্চিনু ।**
**মায়াবীজং তদেবৈকং সুষুপ্তাবনুভূয়তে ॥ ১৫১॥**

***অন্বয় ঃ*** অচিন্ত্য-রচনা-শক্তি-বীজম্ (এই অচিন্ত্য-রচনারূপ জগৎকে এইভাবে রচনা করিবার যে শক্তিবীজ তাহাকে) মায়া ইতি নিশ্চিনু (মায়া বলিয়া নিশ্চয় জানিবে)। তৎ এব একম্ মায়াবীজম্ (সেই একমাত্র মায়াবীজই) সুষুপ্তৌ অনুভূয়তে (সুষুপ্তিকালে অনুভূত হয়) ॥ ১৫১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অচিন্ত্য-রচনারূপ এই জগৎকে রচনা করিবার যে শক্তিবীজ তাহাকে মায়া বলিয়া জানিবে। সেই একমাত্র মায়ারূপ বীজই সুষুপ্তিকালে অনুভূত হয় ॥ ১৫১॥

**জাগ্রৎস্বপ্নজগত্তত্র লীনং বীজ ইব দ্রুমঃ ।**
**তস্মাদশেষজগতো বাসনাস্তত্র সংস্থিতাঃ ॥ ১৫২॥**

***অন্বয় ঃ*** জাগ্রৎ-স্বপ্ন-জগৎ (জাগ্রৎকালে [দৃষ্ট জগৎ এবং] স্বপ্নকালে [অনুভূত] জগৎ) তত্র (সুষুপ্তিতে) বীজে ([মায়ারূপ] বীজে) দ্রুম ইব (বৃক্ষের ন্যায়) লীনম্ (লীন [হইয়া যায়])। তস্মাৎ (সেই কারণে) অশেষ-জগতঃ বাসনাঃ (সমস্ত জগতের বাসনা) তত্র সংস্থিতাঃ (সেই মায়াতে সংস্থিত) ॥ ১৫২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** জাগ্রৎকালে দৃষ্ট জগৎ এবং স্বপ্নকালে অনুভূত জগৎ, সুষুপ্তিকালে সেই মায়ারূপ বীজে বৃক্ষের ন্যায় লীন হইয়া যায়। সেইহেতু সমস্ত জগতের সংস্কার সেই মায়াতে অবস্থিত ॥ ১৫২॥

**যা বুদ্ধিবাসনাস্তাসু চৈতন্যং প্রতিবিম্বতি ।**
**মেঘাকাশবদস্পষ্টচিদাভাসোঽনুমীয়তাম্ ॥ ১৫৩॥**

***অন্বয় ঃ*** যাঃ বুদ্ধি-বাসনাঃ (বুদ্ধির যেসকল সংস্কার [মায়াতে লীন থাকে]) তাসু (তাহাতে) চৈতন্যম্ প্রতিবিম্বতি (চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হন)। মেঘাকাশবৎ (মেঘাকাশের ন্যায়) অস্পষ্ট-চিদাভাসঃ (অস্পষ্ট সেই চিদাভাসকে) অনুমীয়তাম্ (অনুমানের দ্বারা জানিতে হইবে) ॥ ১৫৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বুদ্ধির যেসকল সংস্কার মায়াতে লীন থাকে তাহাতে চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হন। মেঘাকাশরূপ (জলে প্রতিবিম্বিত আকাশের ন্যায়) তাহা অস্পষ্ট; সেই চিদাভাসকে অনুমানদ্বারা জানিতে হইবে ॥ ১৫৩॥

**সাভাসমেব তদ্বীজং ধীরূপেণ প্ররোহতি ।**
**অতো বুদ্ধৌ চিদাভাসো বিস্পষ্টং প্রতিভাসতে ॥ ১৫৪॥**

**অন্বয় ঃ** সাভাসম্ এব (আভাস সহিতই) তৎ বীজম্ (সেই মায়ারূপ বা অজ্ঞানরূপ বীজ) ধী-রূপেণ (বুদ্ধির আকারে) প্ররোহতি (পরিণত হয়)। অতঃ (এইজন্য) বুদ্ধৌ (বুদ্ধিতে) চিদাভাসঃ (চিদাভাস) বিস্পষ্টম্ প্রতিভাসতে (স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়) ॥১৫৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** আভাস সহিত সেই মায়ারূপ বা অজ্ঞানরূপ বীজ পরে বুদ্ধিরূপে পরিণত হয়। এইজন্য বুদ্ধিতে চিদাভাস স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়॥১৫৪॥

**মায়াভাসেন জীবেশৌ করোতীতি শ্রুতৌ শ্রুতম্ ।**
**মেঘাকাশজলাকাশাবিব তৌ সুব্যবস্থিতৌ ॥১৫৫॥**

**অন্বয় ঃ** মায়া (মায়া বা মূলাপ্রকৃতি) আভাসেন (চৈতন্যপ্রতিবিম্ব যুক্ত হইয়া) জীব-ঈশৌ করোতি (জীব ও ঈশ্বর করেন), ইতি (এইরূপে) শ্রুতৌ শ্রুতম্ (শ্রুতিমুখে শুনা যায়)। মেঘাকাশ-জলাকাশৌ ইব (মেঘাকাশ ও জলাকাশের ন্যায়) তৌ (জীব ও ঈশ্বর) সুব্যবস্থিতৌ (পরস্পর ভিন্নরূপে অবস্থিত হয়) ॥১৫৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** মায়া বা মূলাপ্রকৃতি চৈতন্যপ্রতিবিম্বরূপ আভাসদ্বারা জীব ও ঈশ্বর করেন—এইরূপে শ্রুতিমুখে শুনা যায় (নৃঃ উঃ তাঃ উঃ ৯)। মেঘাকাশ ও জলাকাশের ন্যায় সেই জীব ও ঈশ্বর পরস্পর ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়॥১৫৫॥

**মেঘবৎ বর্ততে মায়া মেঘস্থিততুষারবৎ ।**
**ধীবাসনাশ্চিদাভাসস্তুষারস্থখবৎ স্থিতঃ ॥১৫৬॥**

**অন্বয় ঃ** মেঘবৎ (মেঘের ন্যায়) মায়া বর্ততে (মায়া চৈতন্যে বিদ্যমান [বলা হইয়াছে]), মেঘস্থিত-তুষারবৎ (মেঘস্থিত সূক্ষ্ম জলবিন্দুর ন্যায়) ধীবাসনাঃ (বুদ্ধিস্থ সংস্কারসমূহ), তুষারস্থ-'খ'বৎ (জলবিন্দুতে প্রতিবিম্বিত আকাশের ন্যায়) চিদাভাসঃ স্থিতঃ (চিদাভাস অবস্থিত) ॥১৫৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** দার্ষ্টান্তে মায়া হইতেছেন মেঘস্থানীয়; বুদ্ধিস্থ সংস্কারসমূহ মেঘস্থিত সূক্ষ্ম জলবিন্দুর ন্যায় এবং চিদাভাস হইতেছেন জলবিন্দুতে প্রতিবিম্বিত আকাশের ন্যায় ॥১৫৬॥

**মায়াধীনশ্চিদাভাসঃ শ্রুতৌ[১] মায়ী মহেশ্বরঃ ।**
**অন্তর্যামী চ সর্বজ্ঞো জগদ্যোনিঃ স এব হি ॥১৫৭॥**

**অন্বয় ঃ** মায়াধীনঃ (মায়ার অধীন) চিদাভাসঃ (চিদাভাস), মায়ী মহেশ্বরঃ

১ শ্রুতো ইতি পাঠান্তর

(মায়াধীশ মহেশ্বর) শ্রুতৌ (শ্রুতিতে [তাহা পাওয়া যায়])। অন্তর্যামী (অন্তর্যামী) সর্বজ্ঞঃ (সর্বজ্ঞ) চ জগৎ-যোনিঃ (এবং জগতের কারণ) সঃ এব হি (তিনিই) ॥১৫৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** চিদাভাস মায়ার অধীন। কিন্তু মায়ী (মায়ার অধীশ্বর) মহেশ্বর যিনি তিনিই অন্তর্যামী, সর্বজ্ঞ এবং জগতের কারণ—এই কথা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে (শ্বেঃ উঃ ৪/১০; বৃঃ উঃ ৩/৭/১, ২, ৩; মাণ্ডূক্য উঃ ৬; নৃঃ উঃ তাঃ উঃ ১; সর্ব উঃ ৩; রামপূর্ব তাঃ উঃ ২৬) ॥১৫৭॥

**সৌষুপ্তমানন্দময়ং প্রক্রম্যৈবং শ্রুতির্জগৌ ।**
**এষ সর্বেশ্বর ইতি সোঽয়ং বেদোক্ত ঈশ্বরঃ ॥১৫৮॥**

***অন্বয় ঃ*** সৌষুপ্তম্ আনন্দময়ম্ (সুষুপ্তিকালীন আনন্দময় কোশের) প্রক্রম্য (উপক্রম করিয়া) "এষঃ সর্বেশ্বরঃ" (ইনি ঈশ্বর) ইতি এবম্ (এইপ্রকার কথা) শ্রুতিঃ জগৌ (শ্রুতি বলিয়াছেন)। সঃ অয়ম্ (তিনি এই) বেদোক্তঃ ঈশ্বরঃ (বেদোক্ত ঈশ্বর)॥ ১৫৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সুষুপ্তিকালীন আনন্দময় কোশের বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রুতি বলিয়াছেন[১] এই আনন্দময় কোশ ঈশ্বর। অতএব আনন্দময় কোশ বেদোক্ত ঈশ্বর ॥১৫৮॥

**সর্বজ্ঞত্বাদিকে তস্য নৈব বিপ্রতিপদ্যতাম্ ।**
**শ্রৌতার্থস্যাবিতর্ক্যত্বান্মায়ায়াং সর্বসম্ভবাৎ ॥১৫৯॥**

***অন্বয় ঃ*** তস্য (সেই ঈশ্বরের) সর্বজ্ঞত্ব-আদিকে (সর্বজ্ঞতা ও সর্বেশ্বরতা লইয়া) ন এব বিপ্রতিপদ্যতাম্ (বিক্ষেপ বা বিবাদ করা উচিত নয়), শ্রৌত-অর্থস্য (শ্রুতিসিদ্ধ

১ মাণ্ডূক্য উপনিষদ ৫-৬, বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৪/৪/২২

মাণ্ডূক্য শ্রুতিবচনটি এইরূপ—"সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো হ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ।" আনন্দময় কোশের ঈশ্বরত্বে আপত্তি আছে। প্রতিবিম্বিত চৈতন্যকে ব্যষ্টিতে জীব এবং সমষ্টিতে ঈশ্বর বলে। একই জীবের অবস্থা ভেদে তিনটি স্বরূপ—জাগ্রদবস্থায় জীবকে বিশ্ব বলে, স্বপ্নাবস্থায় বলে তৈজস, সুষুপ্তি অবস্থায় বলে প্রাজ্ঞ। সেইরূপ তিন অবস্থায় এক ঈশ্বরের যথাক্রমে তিনটি নাম, যথা—বিরাট, হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বর। প্রাজ্ঞ এবং ঈশ্বর যথাক্রমে জীব ও ঈশ্বরের কারণ অবস্থা বলিয়া উভয়ের নিজ-নিজ অন্য দুইটি করিয়া স্বরূপ উহাদের মধ্যেই গৃহীত হয় এবং প্রাজ্ঞ ও ঈশ্বর নিজ-নিজ অন্য দুইটি স্বরূপের নিয়ন্তা। ঈশ্বর কারণস্বরূপের সমষ্টি বলিয়া সকল ব্যষ্টির কারণস্বরূপ প্রাজ্ঞ তাঁহার মধ্যেই ধরা হইয়া যায় ।

এস্থলে আনন্দময় কোশের ঈশ্বরতা প্রতিপাদন পঞ্চদশীকারের উদ্দেশ্য নহে। তিনি অল্পবুদ্ধি পুরুষদিগের জীবেশ্বরের অভেদ চিন্তনের নিমিত্ত আনন্দময়ে ঈশ্বরতার আরোপ করিয়াছেন। এই কল্পিত অভেদত্বের বা একত্বের মূল্য সামান্য হইলেও উদ্দিষ্ট প্রকৃত একত্ব লাভের মূল্য অপরিসীম।

অর্থের) অবিতর্ক্যত্বাৎ (তর্ক যেহেতু অকর্তব্য), মায়ায়াম্ (মায়াতে) সর্ব-সম্ভবাৎ (সকলই যেহেতু সম্ভব) ॥ ১৫৯ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এই ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা ও সর্বেশ্বরতা লইয়া বিবাদ করা উচিত নয়। কারণ শ্রুতিসিদ্ধ অর্থে বিতর্ক অকর্তব্য এবং মায়াতে সকলই সম্ভব ॥ ১৫৯ ॥

**অয়ং যৎ সৃজতে বিশ্বং তদন্যথয়িতুং পুমান্ ।**
**ন কোঽপি শক্তস্তেনায়ং সর্বেশ্বর ইতীরিতঃ[১] ॥ ১৬০ ॥**

***অন্বয় ঃ*** অয়ং (এই ঈশ্বর) যৎ বিশ্বম্ সৃজতে (যে বিশ্ব সৃজন করেন) তৎ (তাহা) অন্যথয়িতুম্ (অন্যথা করিতে) কঃ অপি পুমান্ (কেহই) ন শক্তঃ (সমর্থ নহে)। তেন (সেই কারণে) অয়ম্ (ইনি) সর্বেশ্বরঃ (সর্বেশ্বর) ইতি ঈরিতঃ (বলা হয়) ॥ ১৬০ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এই ঈশ্বর যে বিশ্ব সৃজন করেন, তাহা অন্যথা করিতে কেহই সমর্থ নহে। সেই কারণে তাঁহাকে 'সর্বেশ্বর' বলা হয় ॥ ১৬০ ॥

**অশেষপ্রাণিবুদ্ধীনাং বাসনাস্তত্র সংস্থিতাঃ ।**
**তাভিঃ ক্রোড়ীকৃতং সর্বং তেন সর্বজ্ঞ ঈরিতঃ ॥ ১৬১ ॥**

***অন্বয় ঃ*** [যেহেতু] অশেষ প্রাণি-বুদ্ধীনাম্ বাসনাঃ (সমস্ত প্রাণীব বুদ্ধির যে বাসনারূপ সংস্কারসকল) তত্র (সেই কারণভূত সুষুপ্তিকালীন অজ্ঞানে) সংস্থিতাঃ (অবস্থিত বা সঞ্চিত আছে), [এবং] তাভিঃ (সেইসকল বাসনাদ্বারা) সর্বম্ (সমস্ত জগৎ) ক্রোড়ীকৃতম্ (ব্যাপ্ত বা বিষয়ীকৃত হইয়াছে), তেন (সেই কারণে) [এই ঈশ্বর] সর্বজ্ঞঃ ঈরিতঃ (সর্বজ্ঞ নামে অভিহিত হন) ॥ ১৬১ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যেহেতু সমস্ত প্রাণীর বুদ্ধি-বাসনাসকল সেই সুষুপ্তি-কালীন অজ্ঞানে অবস্থিত এবং এই সকল বাসনাদ্বারা সমস্ত জগৎ বিষয়ীকৃত বা গোচরীভূত হয়, সেই কারণে এই অজ্ঞান উপাধিযুক্ত ঈশ্বরকে (বা অজ্ঞানকে বা আনন্দময়কে) সর্বজ্ঞ বলা হয় ॥ ১৬১ ॥

**বাসনানাং পরোক্ষত্বাৎ সর্বজ্ঞত্বং ন হীক্ষ্যতে ।**
**সর্ববুদ্ধিষু তদ্দৃষ্ট্বা বাসনাস্বনুমীয়তাম্ ॥ ১৬২ ॥**

***অন্বয় ঃ*** বাসনানাং পরোক্ষত্বাৎ (বুদ্ধিবাসনাসকল অপ্রত্যক্ষ বলিয়া) সর্বজ্ঞত্বম্ ([ঈশ্বরের] সর্বজ্ঞতা) ন হি ঈক্ষ্যতে (প্রত্যক্ষ অনুভূত হয় না)। সর্ব-বুদ্ধিষু (সর্ববুদ্ধিতে) তৎ দৃষ্ট্বা (সেই সর্বজ্ঞতার উপলব্ধি করিয়া) বাসনাসু (বাসনাসমূহে) অনুমীয়তাম্ ([সেই সর্বজ্ঞতার] অনুমান কর) ॥ ১৬২ ॥

১ ইতি শ্রুতঃ এই পাঠান্তব

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (যদি বল) বুদ্ধিবাসনাসকল অপ্রত্যক্ষ, সেইহেতু ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা অনুভূত হয় না। (অতএব কি প্রকারে সেই সর্বজ্ঞতার জ্ঞান হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—) সর্ববৌদ্ধপ্রত্যয়ে[১] সেই সর্বজ্ঞতার উপলব্ধি করিয়া বাসনাসমূহে সেই সর্বজ্ঞত্ব অনুমান কর ॥১৬২॥

**বিজ্ঞানময়মুখ্যেষু কোশেম্বন্যত্র চৈব হি।**
**অন্তস্তিষ্ঠন্ যময়তি তেনান্তর্যামিতাং ব্রজেৎ ॥১৬৩॥**

***অন্বয় ঃ*** বিজ্ঞানময়-মুখ্যেষু কোশেষু (মুখ্য বিজ্ঞানময়াদি চারিটি কোশের) চ (এবং) অন্যত্র এব (অন্যবস্তুসকলেরও) হি (যেহেতু) অন্তঃ তিষ্ঠন্ (অন্তরে থাকিয়া) যময়তি ([তাহাদের] নিয়ন্ত্রণ করেন), তেন (সেইহেতু) অন্তর্যামিতাম্ ব্রজেৎ (তাঁহার অন্তর্যামিতা উপপন্ন হয়) ॥১৬৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বিজ্ঞানময় যাহাদের মুখ্য এইরূপ চারিটি কোশের এবং (পৃথিবী প্রভৃতি) অন্যান্য বস্তুসকলেরও অন্তরে থাকিয়া তাহাদের নিয়মিত করেন বলিয়া তাঁহাকে অন্তর্যামী[২] বলা হয় ॥১৬৩॥

**বুদ্ধৌ তিষ্ঠন্নান্তরোঽস্যার্ধিয়ানীক্ষ্যশ্চ ধীবপুঃ।**
**ধিয়মন্তর্যময়তীত্যেবং বেদেন ঘোষিতম্ ॥১৬৪॥**

***অন্বয় ঃ*** বুদ্ধৌ তিষ্ঠন্ (যিনি বুদ্ধিতে অবস্থান করিয়া) অস্যাঃ আন্তরঃ (ইহার আন্তর) চ (এবং) ধিয়া অনীক্ষ্যঃ (বুদ্ধিদ্বারা দৃষ্ট হন না), ধীবপুঃ (বুদ্ধি যাঁহার শরীর), ধিয়ম্ (বুদ্ধিকে) অন্তঃ যময়তি (ভিতর হইতে প্রেরণ করেন) ইতি এবম্ (এই প্রকারে) বেদেন ঘোষিতম্ (বেদ ঘোষণা করিয়াছেন) ॥ ১৬৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** "যিনি বুদ্ধিতে অবস্থিত থাকিয়া এই বুদ্ধির আন্তর এবং বুদ্ধিদ্বারা দৃষ্ট হন না, বুদ্ধি যাঁহার শরীর এবং বুদ্ধিকে যিনি ভিতর হইতে প্রেরণ করেন"—এই প্রকারে বেদ ঘোষণা করিয়াছেন ॥১৬৪॥[৩]

**তন্তুঃ পটে স্থিতো যদ্বদুপাদানতয়া তথা।**
**সর্বোপাদানরূপত্বাৎ সর্বত্রায়মবস্থিতঃ ॥১৬৫॥**

***অন্বয় ঃ*** যৎবৎ (যেমন) তন্তুঃ (সূত্র) উপাদানতয়া (উপাদানরূপে) পটে

১ "প্রতিবোধবিদিতং মতম্"—কেন উঃ ২/৪

২ দ্রষ্টব্য—মাণ্ডুক্য উঃ ৫-৬, নৃঃ উঃ তাঃ উঃ ১, বৃহদারণ্যক উঃ ৩/৭/২২

৩ বৃঃ উঃ অন্তর্যামি-ব্রাহ্মণের ৩/৭/১৫ বাক্যটি এইরূপ—"যঃ সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্বেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ অন্তরো যং সর্বাণি ভূতানি ন বিদুর্যস্য সর্বাণি ভূতানি শরীরং যঃ সর্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃত ইত্যধিভূতম্ অথাধ্যাত্মম্।"

(বস্ত্রে) স্থিতঃ (অবস্থিত), তথা (তেমনই) অয়ম্ (ঈশ্বর) সর্ব-উপাদানরূপত্বাৎ (সর্ববস্তুর উপাদান কারণরূপে) সর্বত্র (সকল বস্তুতে [অবস্থিত]) ॥ ১৬৫ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সূত্র যেমন উপাদানরূপে বস্ত্রে অনুস্যূত, সেইরূপে ঈশ্বর সর্ববস্তুর উপাদান-কারণ বলিয়া সকল কার্য বস্তুতে অবস্থিত ॥ ১৬৫ ॥

**পটাদপ্যান্তরস্তন্তুস্তন্তোরপ্যংশুরান্তরঃ ।**
**আন্তরত্বস্য বিশ্রান্তির্যত্রাসাবনুমীয়তাম্ ॥ ১৬৬॥**

***অন্বয় ঃ*** পটাৎ অপি (বস্ত্রেরও) আন্তর তন্তুঃ (অভ্যন্তর হইতেছে সূত্র) তন্তোঃ অপি (তন্তুরও) আন্তরঃ অংশুঃ (অভ্যন্তরে অংশু অর্থাৎ আঁশ [বিদ্যমান])। আন্তরত্বস্য (সর্ব আন্তরত্বের) বিশ্রান্তিঃ যত্র (বিশ্রান্তি যাঁহাতে) অসৌ অনুমীয়তাম্ (তাঁহাকে অনুমান কর) ॥ ১৬৬ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বস্ত্রের অভ্যন্তরে সূত্র এবং সূত্রেরও অভ্যন্তরে অংশু বা আঁশ বিদ্যমান: এইরূপে যাঁহাতে সর্ব-আন্তরত্বের বিশ্রান্তি হয়, তাঁহাকে অনুমান কর ॥ ১৬৬ ॥

**দ্বিত্র্যান্তরত্বকক্ষাণাং দর্শনেঽপ্যয়মান্তরঃ ।**
**ন বীক্ষ্যতে ততো যুক্তিশ্রুতিভ্যামেব নির্ণয়ঃ ॥ ১৬৭॥**

***অন্বয় ঃ*** দ্বি-ত্রি-আন্তরত্ব-কক্ষাণাম্ (আন্তরতায় দুই তিন কক্ষা বা স্তর) দর্শনে অপি ( দেখা যাইলেও) অয়ম্ (ইহা যাহা) আন্তরঃ (সর্বান্তর) ন বীক্ষ্যতে (তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না)। ততঃ (সেইহেতু) যুক্তি-শ্রুতিভ্যাম্ এব (শ্রুতি ও যুক্তির দ্বারাই) নির্ণয়ঃ (তাহার নির্ণয় [সম্ভব]) ॥ ১৬৭ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** আন্তরতার দুই তিন স্তর দেখা যাইলেও এই যাহা সর্বান্তর তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। সেইহেতু শ্রুতি ও যুক্তিরূপ প্রমাণদ্বারাই তাহার নির্ণয় সম্ভব ॥ ১৬৭ ॥

**পটরূপেণ সংস্থানাৎ পটস্তন্তোর্বপুর্যথা ।**
**সর্বরূপেণ সংস্থানাৎ সর্বমস্য বপুস্তথা ॥ ১৬৮॥**

***অন্বয় ঃ*** পটরূপেণ (বস্ত্ররূপে) সংস্থানাৎ (অবস্থিত হয় বলিয়া) পটঃ (বস্ত্র) যথা (যেমন) তন্তোঃ বপু (তন্তুর শরীর [হয়]), তথা (সেইরূপে) সর্ব-রূপেণ সংস্থানাৎ (সর্বরূপে অবস্থিত হইলে) সর্বম্ (সমস্ত জগৎ) অস্য বপুঃ (ইঁহার শরীর) ॥ ১৬৮ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যেমন তন্তু বস্ত্ররূপে অবস্থিত হয় বলিয়া বস্ত্র তন্তুর শরীর হয়; সেইরূপ সর্বাত্মরূপে অবস্থিত বলিয়া সমস্ত জগৎ ঈশ্বরের শরীর ॥ ১৬৮ ॥

**তন্তোঃ সংকোচবিস্তারচলনাদৌ পটস্তথা ।**
**অবশ্যমেব ভবতি ন স্বাতন্ত্র্যং পটে মনাক্ ॥১৬৯॥**

**তথান্তর্যাম্যয়ং যত্র যয়া বাসনয়া যথা ।**
**বিক্রিয়েত[1] তথাবশ্যং ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥১৭০॥**

***অন্বয় ঃ*** [যেরূপ] তন্তোঃ (তন্তুর) সংকোচ-বিস্তার-চলনাদৌ (সংকোচ, বিস্তার ও চলনাদিতে) পটঃ (বস্ত্র) অবশ্যম্ এব (অবশ্যই) ভবতি (ঐরূপে বিকৃত হয়), পটে (বস্ত্রে) স্বাতন্ত্র্যম্ (স্বাতন্ত্র্য) মনাক্ ন (কিছুমাত্র নাই); তথা (সেইরূপে) অয়ম্ (এই) অন্তর্যামী (অন্তর্যামী) যত্র (যেস্থলে) যয়া বাসনয়া (যে বাসনাদ্বারা) যথা বিক্রিয়েত (যেভাবে বিক্রিয়াপ্রাপ্ত হন), [সংসারও] তথা (সেইরূপে) অবশ্যম্ (অবশ্য) ভবতি এব (বিক্রিয়াপ্রাপ্ত হয়ই), সংশয়ঃ ন (তাহাতে সংশয় নাই) ॥১৬৯ - ১৭০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যেরূপ তন্তুর সংকোচ, বিস্তার ও চলনাদিতে বস্ত্র অবশ্যই ঐরূপে বিকৃত হয়, তাহাতে বস্ত্রের কিছুমাত্র স্বাতন্ত্র্য নাই; সেইরূপে এই অন্তর্যামী যেস্থলে যে বাসনাদ্বারা যেভাবে বিক্রিয়াপ্রাপ্ত হন সংসারও অবশ্য সেইভাবে বিক্রিয়াপ্রাপ্ত হয়ই; ইহাতে সংশয় নাই ॥১৬৯ - ১৭০॥

**ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি ।**
**ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥১৭১॥[2]**

***অন্বয় ঃ*** অর্জুন (হে অর্জুন), ঈশ্বরঃ (ঈশ্বর) মায়য়া (মায়াদ্বারা) সর্বভূতানি (সকল জীবকে) যন্ত্রারূঢ়ানি (যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার ন্যায়) ভ্রাময়ন্ (চালিত করিয়া) সর্বভূতানাং (সর্বজীবের) হৃদ্দেশে (হৃদয়ে) তিষ্ঠতি (অবস্থান করেন) ॥১৭১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** হে অর্জুন, ঈশ্বর সর্বজীবের হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া সর্বভূতকে যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার ন্যায় মায়া দ্বারা চালিত করিতেছেন ॥১৭১॥

**সর্বভূতানি বিজ্ঞানময়াস্তে হৃদয়ে স্থিতাঃ।**
**তদুপাদানভূতেশস্তত্র বিক্রিয়তে খলু ॥১৭২॥**

***অন্বয় ঃ*** সর্বভূতানি (সমস্ত জীব) বিজ্ঞানময়াঃ (বিজ্ঞানময় কোশরূপ)। তে (তাহারা) হৃদয়ে স্থিতাঃ ([সকল জীবের] হৃদয়ে অবস্থিত)। তৎ-উপাদানভূত-ঈশঃ (সেই [বিজ্ঞানময়-কোশ-] সকলের উপাদান কারণ ঈশ্বর) তত্র (সেই হৃদয়ে) খলু বিক্রিয়তে (বিজ্ঞানময়ের বিকারে যেন বিকৃত হন) ॥১৭২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (পূর্বোক্ত শ্লোকে) সর্বভূত শব্দের অর্থ বিজ্ঞানময়

১ বিক্রিয়তে ইতি পাঠান্তর

২ গীতা ১৮/৬১ ।

কোশসকল। তাহারা সকল জীবের হৃদয়ে অবস্থিত। ঈশ্বর সেই বিজ্ঞানময় কোশসমূহের উপাদান কারণ; তিনি সেই হৃদয়ের বিজ্ঞানময়ের বিকারে বিকৃতের ন্যায় হন ॥১৭২॥

**দেহাদিপঞ্জরং যন্ত্রং তদারোহোঽভিমানিতা ।**
**বিহিতপ্রতিষিদ্ধেষু প্রবৃত্তির্ভ্রমণং ভবেৎ ॥১৭৩॥**

***অন্বয় ঃ*** দেহাদি-পঞ্জরম্ (দেহাদিরূপ যে পিঞ্জর তাহাকে) যন্ত্রম্ (যন্ত্র [বলা হইয়াছে]), অভিমানিতা (তাহাতে অভিমান করাকে) তৎ-আরোহঃ (তাহাতে আরোহণ), বিহিত-প্রতিষিদ্ধেষু (বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্মে) প্রবৃত্তিঃ (যে প্রবৃত্তি তাহা) ভ্রমণম্ ভবেৎ (ভ্রমণ বলে) ॥১৭৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** দেহাদিরূপ পিঞ্জরকে যন্ত্র বলে। তাহাতে অভিমানতা যন্ত্রে আরোহণ এবং বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্মে যে প্রবৃত্তি তাহাকে ভ্রমণ বলে ॥১৭৩॥

**বিজ্ঞানময়রূপেণ তৎপ্রবৃত্তিস্বরূপতঃ ।**
**স্বশক্ত্যেশো বিক্রিয়তে মায়য়া ভ্রামণং হি তৎ ॥১৭৪॥**

***অন্বয় ঃ*** বিজ্ঞানময়রূপেণ (বিজ্ঞানময়রূপে অর্থাৎ জীবরূপে) তৎ-প্রবৃত্তি-স্বরূপতঃ (সেই বিজ্ঞানময়ের প্রবৃত্তি অনুযায়ী) ঈশঃ (ঈশ্বর) স্বশক্ত্যা (নিজ মায়াশক্তির দ্বারা) বিক্রিয়তে (বিক্রিয়া প্রাপ্ত হন), তৎ হি (তাহাই ) মায়য়া ভ্রামণম্ (মায়ার দ্বারা ভ্রমণ করান) ॥১৭৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বিজ্ঞানময়রূপে এবং সেই বিজ্ঞানময়ের (পূর্বোক্ত ধর্মাধর্মে) প্রবৃত্তি অনুযায়ী, ঈশ্বর নিজ মায়া-শক্তির দ্বারা বিকারপ্রাপ্ত হন। তাহারই নাম মায়ার দ্বারা ভ্রমণ করান ॥১৭৪॥

**অন্তর্যময়তীত্যুক্ত্যায়মেবার্থঃ শ্রুতৌ শ্রুতঃ।**
**পৃথিব্যাদিষু সর্বত্র ন্যায়োঽয়ং যোজ্যতাং ধিয়া ॥১৭৫॥**

***অন্বয় ঃ*** অন্তঃ যময়তি (অন্তর্যামী, যিনি অন্তরে থাকিয়া প্রেরণা করেন) ইতি উক্ত্যা (এই উক্তিদ্বারা) অয়ম্ এব অর্থঃ (এই অর্থই অর্থাৎ ভ্রমণরূপ অর্থই) শ্রুতৌ শ্রুতঃ (শ্রুতি বচনে উক্ত হইয়াছে )। অয়ম্ ন্যায়ঃ (এই নীতি) পৃথিব্যাদিষু সর্বত্র (পৃথিবী প্রভৃতি সর্বত্র) ধিয়া যোজ্যতাম্ (বুদ্ধিদ্বারা যোজনা করিয়া লও) ॥১৭৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অন্তর্যময়তি (বৃঃ উঃ ৩/৭/১৫)—অন্তরে থাকিয়া প্রেরণা করেন—এই উক্তিদ্বারা উক্ত ভ্রমণরূপ অর্থই শ্রুতি বলিয়াছেন। (শুধুমাত্র অন্তরে নহে) পৃথিব্যাদি সকল পদার্থে (এই অন্তর্যামীর সত্তা) বুদ্ধিদ্বারা যোজনা করিয়া লও ॥১৭৫॥

**জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ**
**জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।**
**কেনাপি দেবেন হৃদি স্থিতেন**
**যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি ॥১৭৬॥**

***অন্বয়*** **:** ধর্মম্ জানামি চ (ধর্ম কি তাহা আমি জানি) [কিন্তু তাহাতে] প্রবৃত্তিঃ ন মে (আমার প্রবৃত্তি নাই), অধর্মম্ জানামি (অধর্ম কি তাহা আমি জানি), [কিন্তু তাহা হইতে] নিবৃত্তিঃ চ (নিবৃত্তিও) ন মে (আমার [নিজের বশে] নহে)। [অতএব] কেন অপি (কোনও) হৃদিস্থিতেন দেবেন (হৃদয়ে অবস্থিত অন্তর্যামী দেবতার দ্বারা) যথা (যেরূপে) নিযুক্তঃ অস্মি (আমি নিযুক্ত হই) তথা করোমি (সেরূপ করিয়া থাকি) ॥১৭৬॥

***বঙ্গানুবাদ*** **:** ধর্ম (শাস্ত্রবিহিত কর্মসমূহ) কি তা আমি জানি, কিন্তু তাহাতে আমার প্রবৃত্তি নাই; অধর্ম (শাস্ত্র-নিষিদ্ধ কর্মসকলও) আমি অবগত আছি, কিন্তু তাহা হইতে নিবৃত্তিও আমার বশে নাই[১]। অতএব, হৃদয়স্থ কোন অন্তর্যামী দেবতা আমাকে যেমন নিযুক্ত করেন, আমি সেরূপ আচরণ করিয়া থাকি ॥১৭৬॥

**নার্থঃ পুরুষকারেণেত্যেবং মা শঙ্ক্যতাং যতঃ ।**
**ঈশঃ পুরুষকারস্য রূপেণাপি বিবর্ততে ॥১৭৭॥**

***অন্বয়*** **:** পুরুষকারেণ (পুরুষকারে) অর্থঃ ন ([তাহা হইলে] কোন প্রয়োজন নাই) ইতি এবম্ (এইরূপ) মা শঙ্ক্যতাম্ (আশঙ্কা করার প্রয়োজন নাই) যতঃ (যেহেতু) ঈশঃ (ঈশ্বর) পুরুষকারস্য রূপেণ অপি (পুরুষকার রূপেও) বিবর্ততে (পরিণত হন) ॥১৭৭॥

***বঙ্গানুবাদ*** **:** তাহা হইলে পুরুষকারের (অর্থাৎ মানবীয় প্রযত্নের) কোন প্রয়োজন নাই—এইরূপ আশঙ্কা করিও না, কারণ ঈশ্বর পুরুষকার রূপেও পরিণত হন ॥১৭৭॥

**ঈদৃগ্বোধেনেশ্বরস্য প্রবৃত্তির্মৈব বার্য্যতাম্ ।**
**তথাপীশস্য বোধেন স্বাত্মাসঙ্গত্বধীজনিঃ ॥১৭৮॥**

***অন্বয়*** **:** ঈদৃক্-বোধেন ([ঈশ্বর পুরুষকাররূপে পরিণত হন—] এই বোধের ফলে) ঈশ্বরস্য (ঈশ্বরের) প্রবৃত্তিঃ (অন্তর্যামি-রূপে প্রেরণা) মা এব বার্য্যতাম্ (বাধিত

১ মহাভারতের অন্তর্গত পাণ্ডবগীতায় বা প্রপন্নগীতায় এই শ্লোকটি দুর্যোধন দ্বারা উচ্চারিত হইয়াছে। কেবল "ত্বয়া হৃষীকেশ" স্থলে "কেনাপি দেবেন" এইরূপ পাঠ ধরা হইয়াছে। তবে দুর্যোধনের উক্তির অর্থ একটু পৃথক—ধর্ম কি তাহা আমি জানি, কিন্তু তাহাতে আমার প্রবৃত্তি নাই; অধর্ম কি তাহাও জানি, কিন্তু তাহা হইতে বিরত হই না ।

নাই হউক); তথাপি (তবুও, পরন্তু) ঈশস্য বোধেন (ঈশ্বরকে উক্তপ্রকারে নিয়ামক বুঝিলে) স্বাত্মা-অসঙ্গত্ব-ধী-জনিঃ (নিজ আত্মা যে নির্লিপ্ত এইরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হইবে) ॥১৭৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** পুরুষ প্রযত্নও ঈশ্বরের রূপ—এই বোধের ফলে ঈশ্বরের প্রবৃত্তি বাধিত হয় না; পরন্তু ঈশ্বরকে উক্ত প্রকারে নিয়ামক বুঝিলে নিজ আত্মা যে অসঙ্গ বা নির্লিপ্ত, সেই জ্ঞান উৎপন্ন হইবে ॥১৭৮॥

**তাবতা মুক্তিরিত্যাহুঃ শ্রুতয়ঃ স্মৃতয়স্তথা ।**
**শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে ইত্যপীশ্বরভাষিতম্ ॥১৭৯॥**

**অন্বয় ঃ** তাবতা মুক্তিঃ (তাহার দ্বারা মুক্তি [হয়]) ইতি (ইহা) শ্রুতয়ঃ তথা স্মৃতয়ঃ আহুঃ (সকল শ্রুতি ও স্মৃতি বলিয়াছেন); শ্রুতি-স্মৃতী (শ্রুতি ও স্মৃতি দুইটি) মম এব (আমারই) আজ্ঞে (দুইটি আজ্ঞা) ইতি অপি (ইহাও) ঈশ্বর-ভাষিতম্ (ঈশ্বরদ্বারা উক্ত হইয়াছে) ॥১৭৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** 'তদ্দ্বারা মুক্তি হয়'—ইহা সকল শ্রুতি ও স্মৃতি বলিয়াছেন। আর স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়াছেনও—"শ্রুতি ও স্মৃতি আমারই দুইটি আজ্ঞা"[১] ॥১৭৯॥

**আজ্ঞায়া ভীতিহেতুত্বং ভীষাঽস্মাদিতি হি শ্রুতম্ ।**
**সর্বেশ্বরত্বমেতৎ স্যাদন্তর্যামিত্বতঃ পৃথক্ ॥১৮০॥**

**অন্বয় ঃ** আজ্ঞায়াঃ (ঈশ্বরের আজ্ঞা যে) ভীতি-হেতুত্বম্ (ভীতির কারণ তাহা) "ভীষা অস্মাৎ" (তাঁহার ভয়ে...) ইতি হি শ্রুতম্ (ইত্যাদি শ্রুতিবচনে শুনা যায়)। এতৎ (এই) সর্বেশ্বরত্বম্ (সর্বেশ্বরতা) অন্তর্যামিত্বতঃ (অন্তর্যামিতা হইতে) পৃথক্ স্যাৎ (পৃথক) ॥১৮০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ঈশ্বরের আজ্ঞা যে ভয়ের কারণ তাহা "তাঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, সূর্য উদিত হইতেছেন"[২] ইত্যাদি শ্রুতিবচনে শুনা যায়। এইহেতু অন্তর্যামিতা হইতে পৃথক সর্বেশ্বরত্বও তাঁহার আছে ॥১৮০॥

**এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসন ইতি শ্রুতিঃ ।**
**অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তায়ং জনানামিতি চ শ্রুতিঃ ॥১৮১॥**

**অন্বয় ঃ** এতস্য বা অক্ষরস্য (এই অক্ষরব্রহ্মের) প্রশাসনে (শাসনে) ইতি শ্রুতিঃ

১ বরাহপুরাণ
২ তৈঃ উঃ ২/৮/১, কঠ উঃ ২/৩/৩, নৃঃ পূঃ তাঃ উঃ ২/৪ ।

(এইরূপ শ্রুতি [রহিয়াছে]) চ (এবং) অন্তঃপ্রবিষ্টঃ (অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া) অয়ম্ (এই পরমাত্মা) জনানাম্ শাস্তা (জীবগণের শাসক বা নিয়ামক) ইতি শ্রুতিঃ (এইরূপ শ্রুতি রহিয়াছে) ॥১৮১॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* (ভিতরে ও বাহিরে ঈশ্বরের নিয়ামকত্বের প্রমাণস্বরূপ) শ্রুতিবচন উদ্ধৃত করিতেছেন—"(হে গার্গি) সূর্য ও চন্দ্র এই অক্ষর ব্রহ্মের প্রশাসনে নিয়মিত রহিয়াছে; (হে গার্গি) দ্যুলোক ও পৃথিবী এই অক্ষর ব্রহ্মের প্রশাসনে স্থির রহিয়াছে।" (বৃঃ উঃ ৩/৮/৯) এবং "এই পরমাত্মা জীবগণের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের শাসনকর্তা (হইয়া রহিয়াছেন)।" (তৈঃ আরণ্যক ৩/১১) ॥ ১৮১॥

**জগদ্যোনির্ভবেদেষ প্রভবাপ্যয়কৃত্ত্বতঃ ।**
**আবির্ভাবতিরোভাবাবুৎপত্তিপ্রলয়ৌ মতৌ ॥১৮২॥**

*অন্বয় ঃ* প্রভব-অপ্যয়-কৃত্ত্বতঃ (উৎপত্তি ও প্রলয় করেন বলিয়া) এষঃ (ঈশ্বর) জগৎ-যোনিঃ ভবেৎ (জগদ্‌যোনি শব্দে অভিহিত হন)। উৎপত্তি-প্রলয়ৌ (উৎপত্তি ও প্রলয় শব্দে) আবির্ভাব-তিরোভাবৌ মতৌ (আবির্ভাব ও তিরোভাব বুঝানো হইয়াছে) ॥১৮২॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* ঈশ্বর সর্বজগতের উৎপত্তি ও প্রলয় করেন বলিয়া তিনি জগদ্‌যোনি[1] শব্দে অভিহিত হন। উৎপত্তি ও প্রলয় শব্দে আবির্ভাব ও তিরোভাব বুঝিতে হইবে ॥১৮২॥

**আবির্ভাবয়তি স্বস্মিন্ বিলীনং সকলং জগৎ ।**
**প্রাণিকর্মবশাদেষ পটো যদ্বৎ প্রসারিতঃ ॥১৮৩॥**

*অন্বয় ঃ* প্রসারিতঃ পটঃ (প্রসারিত চিত্রপট) যৎবৎ (যেমন), এষঃ (ঈশ্বর), স্বস্মিন্ বিলীনম্ (আপনার শরীরে বিলীন) সকলম্ জগৎ (সমগ্র জগৎকে) প্রাণি কর্ম-বশাৎ (প্রাণিগণের কর্মের অনুসারে) আবির্ভাবয়তি (প্রকাশ করিয়া থাকেন) ॥১৮৩॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* চিত্রপট প্রসারিত করিলে যেমন (তন্মধ্যস্থ চিত্রিত মূর্তিসকল প্রকাশিত হয়, তেমনই) ঈশ্বর আপনাতে সংস্কাররূপে বিলীন সকল জগৎকে, প্রাণিগণের পূর্বকৃত কর্মানুযায়ী, প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥১৮৩॥

**পুনস্তিরোভাবয়তি স্বাত্মন্যেবাখিলং জগৎ ।**
**প্রাণিকর্মক্ষয়বশাৎ সঙ্কোচিতপটো যথা ॥১৮৪॥**

*অন্বয় ঃ* যথা (যেমন) সঙ্কোচিত-পটঃ (সঙ্কোচিত প[illegible]), (তেমনই) প্রাণি কর্ম-

১ মাণ্ডূক্য উপনিষদ্ ৬, নৃঃ পূঃ তাঃ উঃ ৪/১, নৃঃ উঃ তাঃ উঃ ১, শ্বেতাশ্বতর উ[illegible], ৫/১১।

ক্ষয়-বশাৎ (প্রাণি কর্মক্ষয়বশতঃ) পুনঃ (পুনরায়) স্বাত্মনি এব (আপনাতেই) অখিলম্ জগৎ (সমগ্র জগৎ) তিরোভাবয়তি (গুটাইয়া লন) ॥১৮৪॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* যেমন চিত্রপট সঙ্কোচিত হইলে উহাতে চিত্রিত মূর্তিসকল তিরোহিত হয়, তেমনই ঈশ্বর প্রাণিগণের কর্মক্ষয়বশতঃ সমস্ত জগৎ আপনাতেই গুটাইয়া লন ॥১৮৪॥

**রাত্রিঘস্রৌ সুপ্তিবোধাবুন্মীলননিমীলনে ।**
**তূষ্ণীম্ভাবমনোরাজ্যে ইব সৃষ্টিলয়াবিমৌ ॥১৮৫॥**

*অন্বয় ঃ* রাত্রি-ঘস্রৌ (রাত্রি ও দিন) সুপ্তি-বোধৌ (সুষুপ্তি ও জাগ্রৎ) উন্মীলন-নিমীলনে (চক্ষুর উন্মীলন ও নিমীলন) তূষ্ণীম্ভাব-মনোরাজ্যে (তূষ্ণীম্ভাব ও মনের মুখরতা) ইব (এই সকলের ন্যায়) ইমৌ (এই) সৃষ্টি-লয়ৌ (সৃষ্টি ও প্রলয়) ॥১৮৫॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* (জীবগণের যেমন) রাত্রি ও দিন, সুষুপ্তি ও জাগ্রৎ, চক্ষুর উন্মীলন ও নিমীলন, তূষ্ণীম্ভাব ও মনের মুখরতা, (ঈশ্বরের পক্ষে) জগতের এই সৃষ্টি ও প্রলয় বা আবির্ভাব ও তিরোভাব সেইরূপ ।। ১৮৫।।

**আবির্ভাবতিরোভাবশক্তিমত্ত্বেন হেতুনা ।**
**আরম্ভপরিণামাদিচোদ্যানাং নাত্র সম্ভবঃ ॥১৮৬॥**

*অন্বয় ঃ* আবির্ভাব-তিরোভাব-শক্তিমত্ত্বেন হেতুনা ([ঈশ্বরের] আবির্ভাব ও তিরোভাবের শক্তিযুক্ততাহেতু) অত্র (এই সিদ্ধান্তে) আরম্ভ-পরিণামাদি-চোদ্যানাম্ (আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ প্রভৃতি মতবাদের কল্পনার) সম্ভবঃ ন (সম্ভাবনা নাই) ॥১৮৬॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* ঈশ্বরের এই যে আবির্ভাব ও তিরোভাবের শক্তি (তাহাকে মায়া বলে; তিনি) এই মায়াসামর্থ্য যুক্ত বলিয়া আমাদের এই সিদ্ধান্তে আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ বা স্বভাববাদ প্রভৃতি মতবাদের[১] কল্পনার সম্ভাবনা নাই ॥১৮৬॥

১ ঈশ্বরকে জগতের উপাদান কারণ বলা হয়। এই বিষয়ে তিনটি মতবাদ প্রচলিত আছে—আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ এবং বিবর্তবাদ। আরম্ভবাদ নৈয়ায়িকদের মত। তাঁহারা বলেন—যখন উপাদান কারণ আপনার স্বরূপকে পরিত্যাগ না করিয়া উপাদান হইতে ভিন্ন কার্যের উৎপত্তি করে তখন সেই উৎপত্তিকে 'আরম্ভ' বলে। যেমন সূত্রের দ্বারা বস্ত্রের উৎপত্তি। সাংখ্যরা পরিণামবাদের প্রচারক। "উপাদানসমসত্তাকত্বে সতি অন্যথাভাবঃ পরিণামঃ"—যেস্থলে উপাদানের সহিত সমসত্তাবিশিষ্ট কার্যরূপ রূপান্তরের উৎপত্তি হয়, সেস্থলে এই রূপান্তরকে 'পরিণাম' বলে। যেমন দুগ্ধ হইতে দধির উৎপত্তি। ঈশ্বরের আরম্ভরূপ রূপান্তর সম্ভব হয়না; কারণ তিনি অদ্বিতীয়, অতএব তাঁহা হইতে ভিন্ন কোন সত্তা নাই। তিনি পরিণামরূপ রূপান্তরের বশবর্তী নহেন: কারণ যিনি চেতন ও নিরংশ তাঁহার পরিণাম প্রাপ্তি অসম্ভব। চৈতন্যের পরিণাম মানিলে চৈতন্যের বিনাশিত্ব আসিয়া পড়ে, চৈতন্য জড় হইয়া পড়েন। অতএব, বেদান্তী বলিতেছেন 'বিবর্তবাদ' নামক তৃতীয় পক্ষ আশ্রয় করিলে কোন দোষ থাকে না।

**অচেতনানাং হেতুঃ স্যাজ্জাড্যাংশেনেশ্বরস্তথা ।**
**চিদাভাসাংশতস্ত্বেষ জীবানাং কারণং ভবেৎ ॥১৮৭॥**

***অন্বয় ঃ*** জাড্য-অংশেন (জড়-অংশের [প্রাধান্যবশতঃ]) ঈশ্বরঃ (ঈশ্বর) অচেতনানাম্ (জড় সমূহের) হেতুঃ স্যাৎ (কারণ হন)। তথা (সেইরূপ) চিৎ-আভাস-অংশতঃ (চিদাভাসরূপ অংশের দ্বারা) এষঃ তু (এই ঈশ্বরই) জীবানাম্ (জীবদিগের) কারণম্ ভবেৎ (কারণ হন) ॥ ১৮৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** জড়রূপ উপাধি (মায়া) বশতঃ ঈশ্বর অচেতন সমূহের কারণ এবং চিদাভাসরূপ অংশের দ্বারা এই ঈশ্বরই জীব সমূহের কারণ হন ॥ ১৮৭॥

**তমঃপ্রধানঃ ক্ষেত্রাণাং চিৎপ্রধানশ্চিদাত্মনাম্ ।**
**পরঃ কারণতামেতি ভাবনাজ্ঞানকর্মভিঃ ॥১৮৮॥**

***অন্বয় ঃ*** পরঃ (পরমাত্মা) ভাবনা-জ্ঞান-কর্মভিঃ ([জীবের] সংস্কার, [দেবতা-ধ্যানাদিরূপ] জ্ঞান এবং [পুণ্যপাপরূপ] কর্মকে নিমিত্ত করিয়া) তমঃপ্রধানঃ (তমোগুণপ্রধানা [মায়াকে উপাধিরূপে গ্রহণ করিয়া]) ক্ষেত্রাণাম্ (শরীরাদির) কারণতাম্ এতি (কারণতা প্রাপ্ত হন); চিৎপ্রধানঃ (চৈতন্যপ্রধান হইয়া) চিদাত্মনাম্ (চিদাভাস-সমূহের), [কারণ হন] ॥ ১৮৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** পরমাত্মা জীবের সংস্কার, দেবতা-ধ্যানাদিরূপ জ্ঞান এবং পুণ্যপাপরূপ কর্মকে নিমিত্ত করিয়া, তমোগুণপ্রধানা মায়াকে উপাধিরূপে গ্রহণ করিয়া, শরীরাদির কারণ হন। আবার চৈতন্যপ্রধান হইয়া চিদাভাস সমূহের কারণ হন॥ ১৮৮॥ [১]

**ইতি বার্তিককারেণ জড়চেতনহেতুতা ।**
**পরমাত্মন এবোক্তা নেশ্বরস্যেতি চেচ্ছৃণু ॥১৮৯॥**

***অন্বয় ঃ*** ইতি (এইরূপ) বার্তিক-কারেণ (বার্তিককার সুরেশ্বরাচার্যের দ্বারা) জড়-চেতন-হেতুতা (জড়চেতনাত্মক জগতের কারণতা) পরমাত্মনঃ এব (পরমাত্মারই) উক্তা (উক্ত হইয়াছে) ঈশ্বরস্য ন (ঈশ্বরের নহে) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ শঙ্কা উঠাও), শৃণু ([তাহা হইলে] শ্রবণ কর) ॥ ১৮৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এই প্রকারে বার্তিককার সুরেশ্বরাচার্য পরমাত্মাকে

---

"বিবর্তোনাম উপাদানবিষমসত্তাককার্য্যাপত্তিঃ" (বেদান্ত পরিভাষা ১)—যেস্থলে উপাদান কারণ নিজের স্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়া বিষমসত্তাবিশিষ্ট কার্যরূপে রূপান্তরিত হয়, সেইস্থলে সেই রূপান্তরকে বিবর্ত বলে। যথা—রজ্জুতে সর্পের, শুক্তিতে রজতের উৎপত্তি। ইহা প্রকৃত রূপান্তর নহে ।

১ বৃহদারণ্যক বার্তিক ১ম অধ্যায়, ৪র্থ ব্রাহ্মণ ৩৪২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

জড়চেতনাত্মক জগতের কারণ বলিয়াছেন, ঈশ্বরকে নহে। হে বাদিন্, যদি এইরূপ শঙ্কা উঠাও, তবে শ্রবণ কর ॥১৮৯॥

**অন্যোন্যাধ্যাসমত্রাপি জীবকূটস্থয়োরিব ।**
**ঈশ্বরব্রহ্মণোঃ সিদ্ধং কৃত্বা ব্রূতে সুরেশ্বরঃ ॥১৯০॥**

***অন্বয় ঃ*** জীব-কূটস্থয়োঃ ইব (জীব ও তৎসম্বন্ধী ব্রহ্মের ন্যায়) অত্র অপি (এই 'তৎ'পদের অর্থ সম্বন্ধেও) ঈশ্বর-ব্রহ্মণোঃ (ঈশ্বর ও ব্রহ্মের) অন্যোন্যাধ্যাসম্ (পরস্পরের অধ্যাস) সিদ্ধম্ কৃত্বা (সিদ্ধ বলিয়া মানিয়া) সুরেশ্বরঃ (সুরেশ্বরাচার্য) ব্রূতে ([পরমাত্মাকে জগতের কারণ] বলিতেছেন) ॥১৯০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** জীব ও কূটস্থের ন্যায়, এই তৎ-পদের অর্থ সম্বন্ধে, ঈশ্বর ও ব্রহ্মের অন্যোন্যাধ্যাস [ব্রহ্মের সত্তা ঈশ্বরে এবং ঈশ্বরের হেতুতা ব্রহ্মে আরোপের নাম এস্থলে অন্যোন্যাধ্যাস।] সিদ্ধ বলিয়া মানিয়া সুরেশ্বরাচার্য পরমাত্মাকে জগতের কারণ বলিতেছেন ॥১৯০॥

**সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্ব্রহ্ম তস্মাৎ সমুত্থিতাঃ ।**
**খং বায়্বগ্নিজলোর্ব্যোষধ্যন্নদেহা ইতি শ্রুতিঃ ॥১৯১॥**

***অন্বয় ঃ*** সত্যম্-জ্ঞানম্-অনন্তম্ যৎ ব্রহ্ম (সত্য-জ্ঞান-অনন্তস্বরূপ যে ব্রহ্ম) তস্মাৎ (তাঁহা হইতে) খম্ (আকাশ) বায়ু-অগ্নি-জল-উর্বী-ওষধি-অন্ন-দেহাঃ (বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, ওষধি, অন্ন ও দেহসকল) সমুত্থিতাঃ (উৎপন্ন হইয়াছে) ইতি শ্রুতিঃ (এই অর্থের শ্রুতি-বচন রহিয়াছে) ॥১৯১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সত্য-জ্ঞান-অনন্তস্বরূপ যে ব্রহ্ম তাঁহা হইতে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, ওষধি, অন্ন ও দেহ উৎপন্ন হইয়াছে—এইরূপ শ্রুতিতে পাওয়া যায় (তৈঃ উঃ ব্রহ্মবল্লী ১, ২) ॥১৯১॥

**আপাতদৃষ্টিতস্তত্র ব্রহ্মণো ভাতি হেতুতা ।**
**হেতোশ্চ সত্যতা তস্মাদন্যোন্যাধ্যাস ইষ্যতে ॥১৯২॥**

***অন্বয় ঃ*** তত্র (পূর্ব শ্লোকোক্ত শ্রুতিবচনে) আপাত-দৃষ্টিতঃ (আপাত দৃষ্টিতে) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের) হেতুতা ভাতি (জগৎকারণতা প্রতীত হয়), চ (এবং) হেতোঃ (ঈশ্বরের) সত্যতা (সত্যতা [প্রতীত হয়])। তস্মাৎ (সেইহেতু) অন্যোন্য-অধ্যাসঃ (অন্যোন্যাধ্যাস) ইষ্যতে (ইষ্ট হয়—স্বীকার করিতে হয়) ॥১৯২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** পূর্ব শ্লোকোক্ত শ্রুতিবচনে, আপাতদৃষ্টিতে (নির্গুণ অহেতু) ব্রহ্মের জগৎকারণতা এবং (প্রকৃত হেতু যিনি সেই) ঈশ্বরের সত্যতা প্রতীত হয়। অতএব অন্যোন্যাধ্যাস স্বীকার করিতে হয় ॥১৯২॥

**অন্যোন্যাধ্যাসরূপোঽসাবন্নলিপ্তপটো যথা ।**
**ঘট্রিতেনৈকতামেতি তদ্বৎ ভ্রান্ত্যৈকতাং গতঃ ॥১৯৩॥**

**অন্বয় ঃ** যথা (যেমন) অন্নলিপ্ত-পটঃ ঘট্রিতেন (বস্ত্রখণ্ড অন্নমণ্ডলিপ্ত হইয়া ঘট্রিত হইলে), [শুদ্ধ বস্ত্রখণ্ডের সহিত] একতাম্ এতি ([ভ্রান্তিবশতঃ] একতা প্রাপ্ত হয়), তৎ-বৎ (সেইরূপ) অসৌ (এই) অন্যোন্য-অধ্যাস-রূপঃ ভ্রান্ত্যা (অন্যোন্য-অধ্যাসরূপ ভ্রান্তিবশতঃ), [ব্রহ্ম ও ঈশ্বর] একতাম্ গতঃ (একতা পাপ্ত হইয়াছেন) ॥১৯৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যেমন (চিত্রাঙ্কনের নিমিত্ত গৃহীত) শুদ্ধ বস্ত্রখণ্ড, অন্নমণ্ডলিপ্ত হইয়া ঘট্রিত হইলে ভ্রান্তিবশতঃ দুই রূপ একই মনে হয়; সেইরূপ উক্ত অন্যোন্যাধ্যাসরূপ ভ্রান্তিবশতঃ পরমাত্মা ও ঈশ্বর একতা প্রাপ্ত হন ॥১৯৩॥

**মেঘাকাশমহাকাশৌ বিবিচ্যেতে ন পামরৈঃ ।**
**তদ্বদ্‌ব্রহ্মেশয়োরৈক্যং পশ্যন্ত্যাপাতদর্শিনঃ ॥১৯৪॥**

**অন্বয় ঃ** পামরৈঃ (অল্পবুদ্ধি লোকের দ্বারা) মেঘাকাশ-মহাকাশৌ (মেঘাকাশ ও মহাকাশ) ন বিবিচ্যেতে (বিচারের দ্বারা পৃথককৃত হয় না), তৎ-বৎ (সেইরূপ) আপাত-দর্শিনঃ (আপাতদর্শী লোকে) ব্রহ্ম-ঈশয়োঃ (ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের) ঐক্যম্ পশ্যন্তি (ঐক্য দেখিয়া থাকে) ॥১৯৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অল্পবুদ্ধি লোকেরা যেমন, মহাকাশ ও মেঘাকাশের পার্থক্য বুঝিতে পারে না, সেইরূপ আপাতদর্শী লোকে ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের ঐক্য দেখিয়া থাকে, (ভেদ দেখিতে পায় না) ॥১৯৪॥

**উপক্রমাদিভির্লিঙ্গৈস্তাৎপর্যস্য বিচারণাৎ ।**
**অসঙ্গং ব্রহ্ম মায়াবী সৃজত্যেষ মহেশ্বরঃ ॥ ১৯৫॥**

**অন্বয় ঃ** উপক্রম-আদিভিঃ লিঙ্গৈঃ (উপক্রমাদি শ্রুতিষড়্‌লিঙ্গদ্বারা) তাৎপর্যস্য বিচারণাৎ (তাৎপর্যের বিচার করিলে) ব্রহ্ম অসঙ্গম্ ([পাওয়া যায়—] ব্রহ্ম অসঙ্গ); মায়াবী (মায়ী) এষঃ মহেশ্বরঃ (এই যে মহেশ্বর) সৃজতি (জগৎ সৃজন করেন)॥ ১৯৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** উপক্রমাদি শ্রুতিষড়্‌লিঙ্গের[১] বিচার করিলে পাওয়া যায় যে ব্রহ্ম অসঙ্গ; (আর) মায়াবী যে মহেশ্বর তিনি জগৎ সৃজন করেন ॥১৯৫॥

১ শ্রুতিষড়্‌লিঙ্গ—উপক্রম-উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্বতা, ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি। উদাহরণসহ ইহাদের তাৎপর্য যথাক্রমে—(১) ছান্দোগ্য উপনিষদের আরম্ভে ও সমাপ্তিতে একই ব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে। (২) উক্ত উপনিষদে 'তত্ত্বমসি' বাক্যটি নয় বার বলা হইয়াছে। (৩) ব্রহ্মের সম্বন্ধে একমাত্র শ্রুতিই প্রমাণ, আর কোন প্রমাণের দ্বারা তাহাকে জানা যায় না—এই অপূর্বতা। (৪) ব্রহ্মজ্ঞানের ফল হইতেছে শোক-মোহের আত্যন্তিক নিবৃত্তি। (৫) ব্রহ্মজ্ঞানের স্তুতি এবং অজ্ঞানের নিন্দা উপনিষদে স্পষ্ট রহিয়াছে। (৬) বর্ণিত অর্থের অনুকূলে যথেষ্ট যুক্তি ও যথাযথ উদাহবণ দেওয়া হইয়াছে।

**সত্যং জ্ঞানমনন্তং চেত্যুপক্রম্যোপসংহৃতম্ ।**
**যতো বাচো নিবর্তন্ত ইত্যসঙ্গত্বনির্ণয়ঃ ॥১৯৬॥**

***অন্বয় ঃ*** সত্যম্ (সত্য) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) অনন্তম্ (অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম) ইতি উপক্রম্য (এইভাবে উপক্রম করিয়া) চ (এবং) যতঃ বাচঃ নিবর্তন্তে (যে ব্রহ্ম হইতে বাক্যসকল ফিরিয়া আইসে), [এইরূপে] উপসংহৃতম্ (উপসংহার করা হইয়াছে) ইতি (এইভাবে) অসঙ্গত্ব-নির্ণয়ঃ [ভবতি] (অসঙ্গতার নির্ণয় হয়) ॥১৯৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** "ব্রহ্ম সত্য-জ্ঞান-অনন্তস্বরূপ"—(তৈঃ উঃ ব্রঃ বল্লী ১) এইভাবে আরম্ভ করিয়া "যে ব্রহ্ম হইতে বাক্যসকল ফিরিয়া আইসে" এইভাবে উপসংহার করা হইয়াছে। এইরূপে ব্রহ্মের অসঙ্গত্বের নির্ণয় হয় ॥১৯৬॥

**মায়ী সৃজতি বিশ্বং সন্নিরুদ্ধস্তত্র মায়য়া ।**
**অন্য ইত্যপরা ব্রূতে শ্রুতিস্তেনেশ্বরঃ সৃজেৎ ॥১৯৭॥**

***অন্বয় ঃ*** মায়ী (মায়াধীশ ঈশ্বর) বিশ্বম্ সৃজতি (বিশ্ব সৃজন করেন), তত্র (সেই সৃষ্টিতে) অন্যঃ (জীবগণ) মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ (মায়ার দ্বারা সম্যক্‌রূপে বদ্ধ) ইতি (এইরূপ কথা) অপরা শ্রুতিঃ ব্রূতে (অন্য শ্রুতি, শ্বেতাশ্বতর উঃ ৪/৯, বলিতেছেন), তেন (সেইহেতু) ঈশ্বরঃ সৃজেৎ (ঈশ্বর [জগৎ] সৃষ্টি করেন) ॥১৯৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** "মায়াধীশ ঈশ্বর বিশ্ব সৃজন করেন, সেই সৃষ্টিতে সমস্ত জীবগণ সম্যগ্‌রূপে মায়াদ্বারা বদ্ধ"—এইকথা অন্য এক শ্রুতিতে (শ্বেতাশ্বতর উঃ ৪/৯) বলা হইয়াছে। সেইহেতু ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেন ॥১৯৭॥

**আনন্দময় ঈশোঽয়ং বহু স্যামিত্যবৈক্ষত ।**
**হিরণ্যগর্ভরূপোঽভূৎ সুপ্তিঃ স্বপ্নো যথা ভবেৎ ॥১৯৮॥**

***অন্বয় ঃ*** অয়ম্ (এই) আনন্দময়ঃ (আনন্দময়) ঈশঃ (ঈশ্বর) বহু স্যাম্ (আমি বহু হইব) ইতি অবৈক্ষত (এইরূপে ঈক্ষণ বা আলোচনা করিলেন), [এইরূপে ঈক্ষণ করিয়া] হিরণ্যগর্ভরূপঃ (হিরণ্যগর্ভরূপ) অভূৎ (হইলেন)। যথা (যেমন) সুপ্তিঃ (সুষুপ্তি) স্বপ্নঃ ভবেৎ (স্বপ্নত্ব প্রাপ্ত হয়) ॥১৯৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এই আনন্দময় ঈশ্বর "আমি বহু হইব"—এইরূপ ঈক্ষণ বা আলোচনা করিলেন। ঈক্ষণ করিয়া তিনি হিরণ্যগর্ভরূপ হইলেন। যেমন সুষুপ্তি স্বপ্নরূপ ধারণ করে, সেইরূপ ॥১৯৮॥

**ক্রমেণ যুগপদ্বৈষা সৃষ্টির্জ্ঞেয়া যথাশ্রুতি ।**
**দ্বিবিধশ্রুতিসদ্ভাবাদ্দ্বিবিধস্বপ্নদর্শনাৎ ॥১৯৯॥**

**অন্বয় ঃ** এষা সৃষ্টিঃ (এই জগৎরচনা), দ্বিবিধ-শ্রুতি-সদ্ভাবাৎ (দুইপ্রকারে শ্রুতি পাওয়া যায় বলিয়া), ক্রমেণ (ক্রম অনুযায়ী হয়) যুগপৎ বা (অথবা এককালেই হয়)— যথা-শ্রুতি (শ্রুতি যেভাবে বুঝাইয়াছেন সেইভাবে) জ্ঞেয়া (বুঝিতে হইবে)। দ্বিবিধ-স্বপ্ন-দর্শনাৎ (কারণ উভয় প্রকারে স্বপ্ন দেখা যায়) ॥ ১৯৯ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এই জগৎরচনা ক্রম অনুযায়ী (অর্থাৎ ঈশ্বর হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু ইত্যাদিভাবে) অথবা যুগপৎ (অর্থাৎ এককালে)—উভয় ভাবেই হওয়া সম্ভব, কারণ উভয় প্রকারের জগৎ রচনার সমর্থনের শ্রুতিবচন[১] পাওয়া যায়। অতএব শ্রুতি যেমন বুঝাইয়াছেন সেইভাবে বুঝিতে হইবে। (দুই প্রকার সৃষ্টিবিষয়ে যুক্তি—) কেননা, স্বপ্নে স্বাপ্ন পদার্থের ক্রমিক ও যুগপৎ, দুই প্রকার উৎপত্তি দেখা যায় ॥ ১৯৯ ॥

**সূত্রাত্মা সূক্ষ্মদেহাখ্যঃ সর্বজীবঘনাত্মকঃ ।**
**সর্বাহংমানধারিত্বাৎ ক্রিয়াজ্ঞানাদিশক্তিমান্ ॥ ২০০ ॥**

**অন্বয় ঃ** সূত্রাত্মা ([সেই হিরণ্যগর্ভ জগৎপটে সূত্রের ন্যায় অনুস্যূত বলিয়া] সূত্রাত্মা), সূক্ষ্ম-দেহাখ্যঃ (সূক্ষ্মদেহ-নামাত্মক) সর্ব-অহম্-মান-ধারিত্বাৎ (সকল ব্যষ্টি লিঙ্গশরীরে "আমি এই" এইরূপ অভিমান করেন বলিয়া) সর্ব-জীব-ঘন-আত্মকঃ (সকল জীবের সমষ্টিস্বরূপ), (এবং) ক্রিয়াজ্ঞানাদি-শক্তিমান্ (ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি-সম্পন্ন) ॥ ২০০ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সেই হিরণ্যগর্ভ পটে সূত্রের ন্যায় জগতে অনুস্যূত বলিয়া সূত্রাত্মা নামে কথিত; তাঁহার অন্য নাম সূক্ষ্মদেহ; ব্যষ্টি লিঙ্গশরীর মাত্রে তাঁহার অহং-বুদ্ধি আছে বলিয়া (তিনি সূক্ষ্মশরীরোপাধিক) জীবসকলের সমষ্টি এবং তিনি ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়াশক্তিসম্পন্ন ॥ ২০০ ॥

**প্রত্যূষে বা প্রদোষে বা মগ্নো মন্দে তমস্যয়ম্ ।**
**লোকো ভাতি যথা তদ্বদস্পষ্টং জগদীক্ষ্যতে ॥ ২০১ ॥**

**অন্বয় ঃ** যথা বা (অথবা যেমন) প্রত্যূষে (উষাকালে) বা প্রদোষে (অথবা সায়ংকালে) অয়ম্ লোকঃ (এই জগৎ) মন্দে তমসি (মন্দ অন্ধকারে) মগ্নঃ ভাতি (মগ্ন হইয়া [অস্পষ্ট রূপে] প্রকাশ পায়), তৎ-বৎ (সেইভাবে) অস্পষ্টম্ (অস্পষ্টরূপে) জগৎ ঈক্ষ্যতে (জগৎ দৃষ্ট হয়) ॥ ২০১ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** উষাকালে অথবা সায়ংকালে যেমন জগৎ মন্দান্ধকারে মগ্ন

১ "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ..." তৈঃ উঃ ২/১/১, ২/৬/১
"ইদং সর্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ"—বৃঃ উঃ ১/২/৫

হইয়া অস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়, (হিরণ্যগর্ভাবস্থায়) সেইরূপে এই জগৎ অস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয় ॥২০১॥

**সর্বতো লাঞ্ছিতো মস্যা যথা স্যাদ্‌ঘট্টিতঃ পটঃ ।**
**সূক্ষ্মাকারৈস্তথেশস্য বপুঃ সর্বত্র লাঞ্ছিতম্‌ ॥২০২॥**

***অন্বয় ঃ*** যথা (যেমন) ঘট্টিতঃ পটঃ (মণ্ডলিপ্ত চিত্রপট) সর্বতঃ (যথাযথভাবে) মস্যা (কালিদ্বারা) লাঞ্ছিতঃ স্যাৎ (রঞ্জিত হয়) তথা (সেইরূপে) ঈশস্য বপুঃ (ঈশ্বরের শরীর) সূক্ষ্ম-আকারৈঃ (সূক্ষ্ম শরীরসকল দ্বারা) সর্বত্র লাঞ্ছিতম্‌ (সর্বত্র চিহ্নিত হয়)॥২০২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যেমন মণ্ডলিপ্ত চিত্রপট যথাযথভাবে মসীদ্বারা রঞ্জিত হয়, সেইরূপে ঈশ্বরের শরীর সূক্ষ্ম শরীরসমূহ দ্বারা সর্বাংশে লাঞ্ছিত বা চিহ্নিত হয়॥ ২০২॥

**শস্যং বা শাকজাতং বা সর্বতোঽঙ্কুরিতং যথা ।**
**কোমলং তদ্বদেবৈষ পেলবো জগদঙ্কুরঃ ॥২০৩॥**

***অন্বয় ঃ*** যথা (যেরূপ) শস্যম্‌ বা (শস্য) শাকজাতম্‌ বা (অথবা শাকসমূহ) সর্বতঃ (সর্বাংশে) কোমলম্‌ অঙ্কুরিতম্‌ (কোমল অব[illegible] অঙ্কুরিত হয়) তৎ-বৎ এব (ঠিক সেইরূপেই) এষঃ (এই হিরণ্যগর্ভ) পেলবঃ জগদ্‌-অঙ্কুরঃ (কোমল জগদঙ্কুর-স্বরূপ) ॥ ২০৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যেরূপ শস্য বা শাকাদি অঙ্কুরিত হইবার সময় সর্বাংশে কোমল হয়, সেইরূপই হিরণ্যগর্ভ এই জগতের কোমল অঙ্কুরস্বরূপ ॥ ২০৩॥

**আতপাভাতলোকো বা পটো বা বর্ণপূরিতঃ ।**
**শস্যং বা ফলিতং যদ্বৎ তথা স্পষ্টবপুর্বিরাট্‌ ॥২০৪॥**

***অন্বয় ঃ*** যৎ-বৎ বা (অথবা যেমন) আতপ-আভাত-লোকঃ (সূর্যালোক দ্বারা উদ্ভাসিত বিশ্ব) বা বর্ণপূরিতঃ পটঃ (অথবা বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত চিত্রপট) বা ফলিতম্‌ শস্যম্‌ (অথবা ফলিত শস্য) তথা (সেইরূপে) স্পষ্টবপুঃ বিরাট্‌ (স্পষ্টরূপে প্রকাশিত বিরাট [জগৎই]) ॥২০৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অথবা যেমন সূর্যালোকদ্বারা প্রকাশিত বিশ্ব, অথবা বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত চিত্রপট অথবা ফলবান (ধান্যাদি) শস্য (স্পষ্টরূপে স্থূল অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশিত হয়), সেইরূপ বিরাট অবস্থায় এই জগৎ স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয় ॥২০৪॥

**বিশ্বরূপাধ্যায় এষঃ উক্তঃ সূক্তেঽপি পৌরুষে ।**
**ধাত্রাদিস্তম্বপর্যন্তানেতস্যাবয়বান্ বিদুঃ ॥২০৫॥**

***অন্বয় ঃ*** বিশ্বরূপাধ্যায়ে (বিশ্বরূপ অধ্যায়ে) পৌরুষে সূক্তে অপি (পুরুষ সূক্তেও) এষঃ উক্তঃ (এই বিরাট পুরুষের কথা উক্ত হইয়াছে)। ধাত্রাদি-স্তম্বপর্যন্তান্ (ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণ পর্যন্ত) এতস্য (এই বিরাট পুরুষের) অবয়বান্ (অবয়ব সমূহ [বলিয়া]) বিদুঃ ([বেদবেত্তাগণ] জানেন) ॥২০৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** 'বিশ্বরূপ' অধ্যায়ে (যজুর্বেদ সংহিতা ২/৫, গীতা ১১) এবং পুরুষ-সূক্তে (তৈঃ শাখার ৩/১ এবং ঋগ্বেদ ১০/৯০) এই বিরাট্ পুরুষের কথা বর্ণিত হইয়াছে। বেদবেত্তাগণ ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণ পর্যন্ত এই জগৎকে বিরাট্ পুরুষের অবয়ব বলিয়া জানেন ॥২০৫॥

**ঈশসূত্রবিরাড্‌বেধোবিষ্ণুরুদ্রেন্দ্রবহ্নয়ঃ ।**
**বিঘ্নভৈরবমৈরালমারিকাযক্ষরাক্ষসাঃ ॥২০৬॥**

**বিপ্রক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রা গবাশ্বমৃগপক্ষিণঃ ।**
**অশ্বত্থবটচূতাদ্যা যবব্রীহিতৃণাদয়ঃ ॥২০৭॥**

**জলপাষাণমৃৎকাষ্ঠবাস্যা[1]কুদ্দালকাদয়ঃ ।**
**ঈশ্বরাঃ সর্ব এবৈতে পূজিতাঃ ফলদায়িনঃ ॥২০৮॥**

***অন্বয় ঃ*** ঈশ-সূত্র-বিরাট্-বেধঃ (ঈশ্বর, সূত্রাত্মা, বিরাট্, ব্রহ্মা) বিষ্ণু-রুদ্র-ইন্দ্র-বহ্নয়ঃ (বিষ্ণু, রুদ্র, ইন্দ্র, অগ্নি) বিঘ্ন-ভৈরব-মৈরাল-মারিকা-যক্ষ-রাক্ষসাঃ (গণেশ, ভৈরব, মৈরাল, মারিকাদেবী, যক্ষ ও রাক্ষস) বিপ্র-ক্ষত্রিয়-বিট্-শূদ্রাঃ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র) গো-অশ্ব-মৃগ-পক্ষিণঃ (গো, অশ্ব, মৃগ, পক্ষী) অশ্বত্থ-বট-চূতাদ্যাঃ (অশ্বত্থ, বট, আম্রাদি বৃক্ষ) যব-ব্রীহি-তৃণাদয়ঃ (যব, ধান্য, তৃণাদি) জল-পাষাণ-মৃৎ-কাষ্ঠ-বাস্যা-কুদ্দালক-আদয়ঃ (জল, পাষাণ, মৃৎ, কাষ্ঠ, বাস্যা [ছেনি = chisel], কুদ্দালক [কোদাল] প্রভৃতি) এতে সর্বে এব (ইহাদের সকলেই) ঈশ্বরাঃ (ঈশ্বর); পূজিতাঃ ([ইঁহারা] পূজিত হইলে) ফলদায়িনঃ [ভবন্তি] (ফলপ্রদায়ী হইয়া থাকেন) ॥২০৬-২০৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ঈশ্বর, সূত্রাত্মা, বিরাট, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ইন্দ্র, অগ্নি, গণেশ, ভৈরব, মৈরাল, মারিকাদেবী, যক্ষ, রাক্ষস এবং বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং গো, অশ্ব, মৃগ ও পক্ষী এবং অশ্বত্থ, বট, আম্র প্রভৃতি বৃক্ষ এবং যব, ধান্য, তৃণ প্রভৃতি; জল, পাষাণ, মৃৎ, কাষ্ঠ, বাস্যা, কুদ্দালক প্রভৃতি ইঁহাদের সকলই ঈশ্বর। ইঁহারা পূজিত হইলে ফলপ্রদান করিয়া থাকেন ॥২০৬-২০৮॥

১ 'বাস্র'—পাঠান্তর

**যথা যথোপাসতে তং ফলমীয়ুস্তথা তথা ।**
**ফলোৎকর্ষাপকর্ষৌ তু পূজ্যপূজানুসারতঃ ॥২০৯॥**

***অন্বয়ঃ*** [লোকে] তম্ (সেই ঈশ্বরকে) যথা যথা উপাসতে (যেমন-যেমনভাবে উপাসনা করে) তথা তথা (সেই-সেইভাবে) ফলম্ ঈয়ুঃ (ফল প্রাপ্ত হয়)। ফল-উৎকর্ষ-অপকর্ষৌ তু (ফলের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ কিন্তু) পূজ্য-পূজা-অনুসারতঃ [ভবতঃ] (পূজ্যের স্বরূপ এবং পূজার তারতম্য অনুযায়ী হইয়া থাকে) ॥২০৯॥

***বঙ্গানুবাদঃ*** লোকে যেমন-যেমনভাবে সেই ঈশ্বরের পূজা করে ঠিক তদনুরূপ ফলপ্রাপ্ত হয়। ফলের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ কিন্তু পূজ্যের স্বরূপ ও পূজার তারতম্যানুযায়ী[2] হইয়া থাকে ॥২০৯॥

**মুক্তিস্তু ব্রহ্মতত্ত্বস্য জ্ঞানাদেব ন চান্যথা ।**
**স্বপ্রবোধং বিনা নৈব স্বস্বপ্নো হীয়তে যথা ॥২১০॥**

***অন্বয়ঃ*** মুক্তিঃ তু (মুক্তি কিন্তু) ব্রহ্ম-তত্ত্বস্য (ব্রহ্মতত্ত্বের) জ্ঞানাৎ এব (জ্ঞান হইতেই) ন চ অন্যথা (অন্য কোন উপায়ে হয় না)। যথা (যেমন) স্ব-প্রবোধম্ বিনা (নিজের জাগরণ ব্যতিরেকে) স্ব-স্বপ্নঃ (নিজের স্বপ্ন) ন এব হীয়তে (নিবারিত হয় না) ॥২১০॥

***বঙ্গানুবাদঃ*** মুক্তিলাভ কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞান হইতেই সম্ভব হয়, অন্য কোন উপায়ে হয় না। যেমন নিজের জাগরণ বিনা নিজ স্বপ্নভঙ্গের বা স্বপ্ন নিবারণের আর কোন উপায় নাই ॥২১০॥

**অদ্বিতীয়ব্রহ্মতত্ত্বে স্বপ্নোঽয়মখিলং জগৎ ।**
**ঈশজীবাদিরূপেণ চেতনাচেতনাত্মকম্ ॥২১১॥**

***অন্বয়ঃ*** ঈশ-জীবাদি-রূপেণ (ঈশ্বর, জীবদেহ প্রভৃতিরূপে), [বর্তমান] চেতন-অচেতন-আত্মকম্ (চেতন ও জড়াত্মক), [যে] অখিলম্ জগৎ (সমগ্র জগৎ) [আছে], অয়ম্ (ইহা) অদ্বিতীয়-ব্রহ্মতত্ত্বে (অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বের তুলনায়) স্বপ্নঃ (স্বপ্নস্বরূপ) ॥২১১॥

***বঙ্গানুবাদঃ*** ঈশ্বর, জীবদেহ প্রভৃতিরূপে বর্তমান জড়-চেতনাত্মক যে সমগ্র জগৎ বিদ্যমান, তাহা অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বে মায়াকল্পিত স্বপ্নবৎ॥২১১॥

**আনন্দময়বিজ্ঞানময়াবীশ্বরজীবকৌ ।**
**মায়য়া কল্পিতাবেতৌ তাভ্যাং সর্বং প্রকল্পিতম্ ॥২১২॥**

১ 'মীশ'—পাঠান্তর

২ "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" ইত্যাদি গীতাবাক্য ৪/১১ স্মরণীয়

**অন্বয় ঃ** আনন্দময়-বিজ্ঞানময়ৌ ঈশ্বর-জীবকৌ (আনন্দময় ঈশ্বর ও বিজ্ঞানময় জীব) এতৌ (ইহারা দুইজন) মায়য়া কল্পিতৌ (মায়াদ্বারা কল্পিত) তাভ্যাম্ (তাঁহাদের উভয়ের দ্বারা) সর্বম্ প্রকল্পিতম্ (সমগ্র জগৎ কল্পিত হইয়াছে) ॥২১২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** আনন্দময় ঈশ্বর ও বিজ্ঞানময় জীব, উভয়ে মায়াদ্বারা কল্পিত এবং ইহাদের উভয়ের দ্বারা সমগ্র জগৎ কল্পিত হইয়াছে ॥২১২॥

**ঈক্ষণাদিপ্রবেশান্তা সৃষ্টিরীশেন কল্পিতা ।**
**জাগ্রদাদিবিমোক্ষান্তঃ সংসারো জীবকল্পিতঃ ॥২১৩॥**

**অন্বয় ঃ** ঈক্ষণ-আদি-প্রবেশান্তা (সৃষ্টিবিষয়ক আলোচনা বা চিন্তা হইতে আরম্ভ করিয়া সৃষ্টিতে অনুপ্রবেশ পর্যন্ত) সৃষ্টিঃ (সমস্ত সৃষ্টি) ঈশেন (ঈশ্বরের দ্বারা) কল্পিতা (কল্পিতা)। জাগ্রৎ-আদি-বিমোক্ষ-অন্তঃ (জাগ্রৎ হইতে মোক্ষ পর্যন্ত) সংসারঃ (সমুদয় সাংসারিক ব্যাপার) জীব-কল্পিতঃ (জীবদ্বারা কল্পিত [হইয়াছে]) ॥২১৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সৃষ্টিবিষয়ক আলোচনা বা সংকল্প হইতে আরম্ভ করিয়া সৃষ্টিতে অনুপ্রবেশ পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপার ঈশ্বরের দ্বারা কল্পিত এবং জাগ্রৎ হইতে মোক্ষপর্যন্ত সমস্ত ব্যাপার জীবদ্বারা কল্পিত হইয়াছে ॥২১৩॥[১]

**অদ্বিতীয়ং ব্রহ্মতত্ত্বমসঙ্গং তন্ন জানতে ।**
**জীবেশয়োর্মায়িকয়োর্বৃথৈব কলহং যযুঃ ॥২১৪॥**

**অন্বয় ঃ** (বাদিগণ), অদ্বিতীয়ম্ (অদ্বিতীয়) অসঙ্গম্ (অসঙ্গ) তৎ ব্রহ্মতত্ত্বম্ (সেই ব্রহ্মতত্ত্বকে) ন জানতে (জানে না)। মায়িকয়োঃ (মায়া কল্পিত) জীব-ঈশয়োঃ (জীব ও ঈশ্বর লইয়া) বৃথা এব (বৃথাই) কলহম্ যযুঃ (কলহ করিয়া থাকে) ॥২১৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অদ্বিতীয় অসঙ্গ ব্রহ্মের স্বরূপ জানে না বলিয়াই বাদিগণ মায়াকল্পিত জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ লইয়া বৃথাই কলহ করিয়া থাকে ॥২১৪॥

**জ্ঞাত্বা সদা তত্ত্বনিষ্ঠাননুমোদামহে বয়ম্ ।**
**অনুশোচাম এবান্যান্ন ভ্রান্তৈর্বিবদামহে ॥২১৫॥**

**অন্বয় ঃ** বয়ম্ (আমরা) তত্ত্বনিষ্ঠান্ জ্ঞাত্বা (তত্ত্বনিষ্ঠদিগকে জানিয়া), সদা অনুমোদামহে (সর্বদা [তাঁহাদের] অনুমোদন করিয়া থাকি)। অন্যান্ (অন্যদের প্রতি)

১ ৭/৪ এবং ৮/৬৯ শ্লোকরূপে পুনরুক্ত হইয়াছে

তুলনীয়—ঐতরেয় উঃ ১/১/১, ১/৩/১২, ৩/১৩; ছান্দোগ্য উঃ ৬/২/৩ ও ৬/৩/২;

কৈবল্যোপনিষৎ ১৪-১৬ এবং ২০

অনুশোচামঃ এব (অনুশোচনা বা সহানুভূতিই [করিয়া থাকি]), [এবং] ভ্রান্তৈঃ (ভ্রান্তদের সহিত) ন বিবদামহে (বিবাদ করি না)[১] ॥ ২১৫ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যাঁহারা আমাদিগের নিকট তত্ত্বনিষ্ঠ বলিয়া প্রতিভাত হন আমরা তাঁহাদের জানিয়া তাঁহাদিগের অনুমোদন করি, (যাঁহারা বিষয়ী পুরুষ সেই) অন্যদের প্রতি সহানুভূতি করিয়া থাকি; আর যাহারা ভ্রান্ত তাহাদের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হই না ॥ ২১৫ ॥

**তৃণার্চ্চকাদিযোগান্তা ঈশ্বরে[২] ভ্রান্তিমাশ্রিতাঃ ।**
**লোকায়তাদিসাংখ্যান্তা জীবে[২] বিভ্রান্তিমাশ্রিতাঃ ॥ ২১৬ ॥**

***অন্বয় ঃ*** তৃণ-অর্চ্চক-আদি-যোগ-অন্তাঃ (তৃণের উপাসকগণ [শাণ্ডিল্য-বিদ্যাদি] হইতে যোগাচার্যগণ পর্যন্ত সকলে) ঈশ্বরে (ঈশ্বর বিষয়ে) ভ্রান্তিম্ আশ্রিতাঃ (ভ্রমে পতিত হইয়াছেন); লোকায়তাদি-সাংখ্যান্তাঃ (লোকায়তিকগণ হইতে সাংখ্যবাদিগণ পর্যন্ত সকলে) জীবে (জীব বিষয়ে) বিভ্রান্তিম্ আশ্রিতাঃ (ভ্রমে পতিত হইয়াছেন) ॥ ২১৬ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** তৃণের উপাসকগণ (শাণ্ডিল্য-বিদ্যাদি) হইতে যোগাচার্য-গণ পর্যন্ত বাদিগণ ঈশ্বর বিষয়ে অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বরূপনির্ণয়ে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন এবং লোকায়তিকগণ হইতে সাংখ্যবাদিগণ পর্যন্ত বাদিগণ জীবের স্বরূপনির্ণয়-বিষয়ে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন ॥ ২১৬ ॥

**অদ্বিতীয়ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানন্তি যদা তদা ।**
**ভ্রান্তা এবাখিলাস্তেষাং ক্ব মুক্তিঃ ক্বেহ বা সুখম্ ॥ ২১৭ ॥**

***অন্বয় ঃ*** যদা (যখন), [তাহারা] অদ্বিতীয়ব্রহ্মতত্ত্বম্ ন জানন্তি (অদ্বিতীয়ব্রহ্মতত্ত্ব জানে না), তদা (তখন) অখিলাঃ (তাহারা সকলে) ভ্রান্তাঃ এব (ভ্রান্তই)। তেষাম্ (তাহাদের) ক্ব মুক্তিঃ (মুক্তি কোথায়)? ইহ বা (ইহলোকে বা) ক্ব সুখম্ (সুখ কোথায়)? ॥ ২১৭ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যখন তাহারা অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব জানে না, তখন তাহারা সকলে ভ্রান্তই। তাহাদের মুক্তি কোথায়? ইহলোকে বা তাহাদের সুখ কোথায় ? ॥ ২১৭ ॥

১ সংসারে চারিপ্রকার লোকের সহিত জ্ঞানীর ব্যবহার সম্বন্ধে ভগবান্ পতঞ্জলির উপদেশ স্মরণীয়—"মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্"—(১/৩৩)-সুখী প্রাণীর প্রতি মিত্রতা, দুঃখী প্রাণীর প্রতি করুণা, পুণ্যবৃত্তি প্রাণীতে হর্ষ এবং পাপেরত প্রাণিসমূহে উপেক্ষা ভাবনা করিবে। তাহা করিলে তাহাদের প্রতি ঈর্ষা, অপকারেচ্ছা, অসূয়া ও দ্বেষ প্রভৃতি চিত্তমলসমূহ বিনষ্ট হইয়া যায়।

২ ঈশ্বরভ্রান্তি, জীববিভ্রান্তি—এই পাঠান্তর

**উত্তমাধমভাবশ্চেত্তেষাং স্যাদস্তু তেন কিম্ ।**
**স্বপ্নস্থরাজ্যভিক্ষাভ্যাং ন বুদ্ধঃ স্পৃশ্যতে খলু ॥২১৮॥**

***অন্বয় ঃ*** তেষাম্ (সেই বাদিগণের) উত্তম-অধম-ভাবঃ (উত্তমাধমভাব) স্যাৎ চেৎ (যদি হয়) অস্তু (হউক), তেন কিম্ (তাহাতে কি আসিয়া গেল)? স্বপ্নস্থ-রাজ্য-ভিক্ষাভ্যাম্ (স্বপ্নদৃষ্ট রাজ্যলাভ বা ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা) বুদ্ধঃ খলু (জাগ্রত পুরুষ কখনও) ন স্পৃশ্যতে (লিপ্ত হন না) ॥২১৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সেই বাদিগণের উত্তম বা অধমভাব প্রাপ্তি যদি ঘটিয়া থাকে তো ঘটুক, তাহাতে কি আসিয়া যায়? যেমন স্বপ্নদৃষ্ট রাজ্যলাভ বা ভিক্ষাবৃত্তি স্বপ্নোত্থিত ব্যক্তিকে কখন স্পর্শ করে না ॥২১৮॥

**তস্মান্মুমুক্ষুভির্নৈব মতির্জীবেশবাদয়োঃ ।**
**কার্যা কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্বং বিচার্য্য বুধ্যতাঞ্চ তৎ ॥২১৯॥**

***অন্বয় ঃ*** তস্মাৎ (সেইহেতু) মুমুক্ষুভিঃ (মুমুক্ষু ব্যক্তিগণের দ্বারা) জীব-ঈশ-বাদয়োঃ (জীব ও ঈশ্বর বিষয়ক বিবাদে) মতিঃ (বুদ্ধি [নিয়োজিত করা]) ন কার্যা এব (উচিতই নয়)। কিন্তু (কিন্তু) ব্রহ্মতত্ত্বম্ (ব্রহ্মতত্ত্ব) বিচার্য্য (বিচার করিয়া) চ (এবং) তৎ বুধ্যতাম্ (তাহা জানা [একমাত্র] কর্তব্য) ॥২১৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সেইহেতু জীব ও ঈশ্বর বিষয়ক বিবাদে মুমুক্ষু ব্যক্তির বুদ্ধি নিয়োজিত করা কর্তব্য নহে। পরন্তু ব্রহ্মতত্ত্বই বিচার্য এবং তাহা জানা একমাত্র কর্তব্য হওয়া উচিত ॥২১৯॥

**পূর্বপক্ষতয়া তৌ চেত্তত্ত্বনিশ্চয়হেতুতাম্ ।**
**প্রাপ্নুতোঽস্তু নিমজ্জস্ব তয়োর্নৈতাবতাবশঃ ॥২২০॥**

***অন্বয় ঃ*** পূর্বপক্ষতয়া (পূর্বপক্ষ বলিয়া) তৌ (জীবেশ্বরের স্বরূপ বিষয়ক বাদের) তত্ত্বনিশ্চয়-হেতুতাম্ (তত্ত্বনিশ্চয়ের হেতুতা) প্রাপ্নুতঃ (হইতে পারে) চেৎ (যদি এইরূপ বল), অস্তু (আচ্ছা তাহা মানিলাম)। এতাবতা (জীবেশ্বরের স্বরূপ নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া) তয়োঃ (তাহাতে) অবশঃ (অবশ হইয়া) ন নিমজ্জস্ব (নিমগ্ন হইও না) ॥২২০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যদি বল, পূর্বপক্ষরূপে জীবেশ্বরের স্বরূপ নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহা থাকুক না; কিন্তু তাই বলিয়া তাহাতে বিবেকরহিত হইয়া নিমগ্ন হওয়া অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব-বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় ॥২২০॥

**অসঙ্গচিদ্বিভুর্জীবঃ সাংখ্যোক্তস্তাদৃগীশ্বরঃ ।**
**যোগোক্তস্তত্ত্বমোরর্থৌ শুদ্ধৌ তাবিতি চেচ্ছৃণু ॥২২১॥**

**অন্বয় ঃ** অসঙ্গচিৎ (অসঙ্গ চৈতন্যস্বরূপ) বিভুঃ (বিভু) জীবঃ (জীব) সাংখ্য-উক্তঃ (সাংখ্যশাস্ত্রে এইরূপ উক্ত [হইয়াছে])। তাদৃক্ (ঠিক সেইভাবে) ঈশ্বরঃ (ঈশ্বর সম্বন্ধে) যোগোক্তঃ (যোগশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে)। তৌ (এই জীব ও ঈশ্বর) শুদ্ধৌ (শুদ্ধস্বরূপে) তৎ-ত্বমোঃ ([যথাক্রমে] ত্বম্ ও তৎ পদার্থের) অর্থৌ (অর্থ [হইতে পারে]) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ আশঙ্কা কর), শৃণু ([তাহা হইলে] শ্রবণ কর) ॥২২১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সাংখ্যশাস্ত্রে জীব অসঙ্গ, বিভু, চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যোগশাস্ত্রে ঈশ্বর ঐরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। সেই জীব ও ঈশ্বর শুদ্ধস্বরূপে যথাক্রমে 'ত্বম্' ও 'তৎ' পদের অর্থ হইতে পারে—যদি এইরূপ আশঙ্কা কর, তবে শ্রবণ কর ॥২২১॥

**ন তত্ত্বমোরুভাবর্থাবস্মৎসিদ্ধান্ততাং গতৌ ।**
**অদ্বৈতবোধনায়ৈব সা কক্ষা কাচিদিষ্যতে ॥২২২॥**

**অন্বয় ঃ** তৎ-ত্বমোঃ (তৎ ও ত্বম্ পদের) উভৌ অর্থৌ (উক্ত দুই অর্থ) অস্মৎ-সিদ্ধান্ততাম্ (আমাদের সিদ্ধান্তের) ন গতৌ (অন্তর্গত নহে)। অদ্বৈত-বোধনায় এব (অদ্বৈততত্ত্ব বুঝাইবার জন্যই) সা (সেইরূপ) কাচিৎ কক্ষা (এক সোপান মাত্র) ইষ্যতে (স্বীকার করা হইয়া থাকে) ॥২২২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** 'তৎ'-পদের ও 'ত্বম্'-পদের (ঈশ্বর ও জীবের স্বরূপ-রূপ) উক্ত দুই অর্থ আমাদের (স্বীকৃত) সিদ্ধান্তের অন্তর্গত নহে। অদ্বৈত তত্ত্ব বুঝাইবার জন্যই (বেদান্তে) সেইরূপ কোন এক সোপান স্বীকার করা হইয়া থাকে ॥২২২॥

**অনাদিমায়য়া ভ্রান্তা জীবেশৌ সুবিলক্ষণৌ ।**
**মন্যন্তে তদ্ব্যুদাসায় কেবলং শোধনং তয়োঃ ॥২২৩॥**

**অন্বয় ঃ** অনাদি-মায়য়া ভ্রান্তাঃ (অনাদি মায়ার বশে ভ্রান্ত হইয়া লোকে) জীব-ঈশৌ (জীব ও ঈশ্বরকে) সুবিলক্ষণৌ (নিত্য বিভেদযুক্ত বলিয়া) মন্যন্তে (মনে করে)। কেবলম্ (কেবলমাত্র) তদ্ব্যুদাসায় (তাহার নিবৃত্তির জন্য) তয়োঃ (সেই 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদের) শোধনম্ (শোধন করা) [হইয়া থাকে] ॥২২৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অনাদি মায়ার বশে ভ্রান্ত হইয়া লোকে জীব ও ঈশ্বরকে নিত্যবিভেদযুক্ত বলিয়া মনে করিয়া থাকে। কেবলমাত্র সেই ভেদের নিরাকরণের উদ্দেশ্যে উক্ত পদদ্বয়ের শোধনের প্রয়োজন হয় ॥২২৩॥

**অত এবাত্র দৃষ্টান্তো যোগ্যঃ প্রাক্ সম্যগীরিতঃ ।**
**ঘটাকাশমহাকাশজলাকাশাভ্রখাত্মকঃ ॥২২৪॥**

**অন্বয় ঃ** অতঃ এব (এই হেতুই) অত্র (এই স্থলে) ঘটাকাশ-মহাকাশ-জলাকাশ-অভ্রখ-আত্মকঃ (ঘটাকাশ, মহাকাশ, জলাকাশ ও মেঘাকাশরূপ) যোগ্যঃ দৃষ্টান্তঃ (যোগ্য দৃষ্টান্ত) প্রাক্ (পূর্বে) সম্যক্ ঈরিতঃ (সম্যকভাবে বলা হইয়াছে) ॥ ২২৪ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এই কারণেই এইস্থলে পূর্বোক্ত (১৮শ শ্লোকোক্ত) ঘটাকাশ, মহাকাশ, জলাকাশ ও মেঘাকাশরূপ যোগ্য দৃষ্টান্ত সম্যকভাবে উক্ত হইয়াছে ॥ ২২৪ ॥

**জলাভ্রোপাধ্যধীনে তে জলাকাশাভ্রখে তয়োঃ ।**
**আধারৌ তু ঘটাকাশমহাকাশৌ সুনির্মলৌ ॥ ২২৫ ॥**

**অন্বয় ঃ** তে জলাকাশ-অভ্রখে (সেই জলাকাশ ও মেঘাকাশ) জল-অভ্র-উপাধি-অধীনে (জল ও মেঘরূপ উপাধির অধীন)। তু (কিন্তু) তয়োঃ (তদুভয়ের) আধারৌ (আধারস্বরূপ) ঘটাকাশ-মহাকাশৌ (ঘটাকাশ ও মহাকাশ) সুনির্মলৌ (সম্পূর্ণ নির্মল-আকাশমাত্ররূপ) ॥ ২২৫ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সেই জলাকাশ ও মহাকাশ, জল ও মেঘরূপ উপাধির অধীন। কিন্তু তদুভয়ের আধারস্বরূপ যে ঘটাকাশ ও মহাকাশ তাহারা সম্পূর্ণ নির্মল—আকাশমাত্ররূপ ॥ ২২৫ ॥

**এবমানন্দবিজ্ঞানময়ৌ মায়াধিয়োর্বশৌ ।**
**তদধিষ্ঠানকূটস্থব্রহ্মণী তু সুনির্মলে ॥ ২২৬ ॥**

**অন্বয় ঃ** এবম্ (এইরূপ) আনন্দ-বিজ্ঞানময়ৌ (আনন্দময় বা ঈশ্বর এবং বিজ্ঞানময় বা জীব) মায়া-ধিয়োঃ বশৌ (মায়া এবং বুদ্ধিরূপ উপাধির বশ বা অধীন)। তদ্-অধিষ্ঠান-কূটস্থব্রহ্মণী (তাহাদের অধিষ্ঠানরূপ কূটস্থচৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্য) তু (কিন্তু) সুনির্মলে (সদা নির্মল) ॥ ২২৬ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এইরূপে আনন্দময় বা ঈশ্বর এবং বিজ্ঞানময় বা জীব তাহাদের উপাধিরূপ মায়া ও বুদ্ধির অধীন। কিন্তু তদুভয়ের অধিষ্ঠানরূপ ব্রহ্মচৈতন্য ও কূটস্থচৈতন্য সদা নির্মল (এবং এক) ॥ ২২৬ ॥

**এতৎকক্ষোপযোগেন সাংখ্যযোগৌ মতৌ যদি ।**
**দেহোঽন্নময়কক্ষত্বাদাত্মত্বেনাভ্যুপেয়তাম্ ॥ ২২৭ ॥**

**অন্বয় ঃ** এতৎ-কক্ষ-উপযোগেন (এই পদার্থদ্বয়ের [শোধনের জন্য ধাপ বা] সোপানরূপে উপযোগী বলিয়া) যদি (যদি) সাংখ্য-যোগৌ মতৌ (সাংখ্য ও যোগের মত স্বীকার কর), [তাহা হইলে] অন্নময়-কক্ষত্বাৎ (অন্নময় কোশের [শোধনরূপ] সোপানের জন্য) দেহঃ (স্থূল দেহকে) আত্মত্বেন অভ্যুপেয়তাম্ (আত্মা বলিয়া স্বীকার কর) ॥ ২২৭ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এই পদার্থদ্বয়ের শোধনের জন্য সোপানরূপে উপযোগী বলিয়া যদি সাংখ্য ও যোগ মতদ্বয় স্বীকার কর, তাহা হইলে, অন্নময় কোশের শোধনরূপ সোপানের জন্য স্থূল দেহকে আত্মারূপে স্বীকার কর ॥২২৭॥

**আত্মভেদো জগৎসত্যমীশোঽন্য ইতি চেৎত্রয়ম্ ।**
**ত্যজ্যতে তৈস্তদা সাংখ্যযোগবেদান্তসম্মতিঃ ॥২২৮॥**

***অন্বয় ঃ*** আত্ম-ভেদঃ (আত্মার বা জীবের ভেদ বা বহুত্ব), জগৎ-সত্যম্ (জগতের সত্যত্ব), ঈশঃ অন্যঃ (ঈশ্বরের [জীব বা জগৎ হইতে] পৃথকত্ব) ইতি ত্রয়ম্ (এই তিনটি [সিদ্ধান্ত]) তৈঃ (তাহাদের দ্বারা) ত্যজ্যতে চেৎ (যদি পরিত্যক্ত হয়) তদা (তখন) সাংখ্য-যোগ-বেদান্ত-সম্মতিঃ [স্যাৎ] (সাংখ্য, যোগ ও বেদান্ত ঐকমত্য হইবে)॥২২৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** জীবের বহুত্ব, জগতের সত্যত্ব এবং ঈশ্বরের জীব ও জগৎ হইতে পৃথকত্ব—এই তিনটি সিদ্ধান্ত যদি তাহাদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়, তাহা হইলে সাংখ্য, যোগ ও বেদান্ত মতের অবিরোধ সিদ্ধ হইবে ॥২২৮॥

**জীবোঽসঙ্গত্বমাত্রেণ[১] কৃতার্থ ইতি চেত্তদা ।**
**স্রক্চন্দনাদিনিত্যত্বমাত্রেণাপি কৃতার্থতা ॥২২৯॥**

***অন্বয় ঃ*** জীবঃ-অসঙ্গত্ব-মাত্রেণ (জীব কেবলমাত্র অসঙ্গতা জ্ঞানদ্বারা) কৃতার্থঃ ইতি চেৎ (যদি কৃতার্থ হইয়া যায়), তদা (তাহা হইলে) স্রক্-চন্দন-আদি-নিত্যত্ব-মাত্রেণ অপি (মালা-চন্দন প্রভৃতির নিত্যতাজ্ঞান দ্বারাও) কৃতার্থতা [স্যাৎ] (কৃতার্থতা হউক) ॥২২৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (সাংখ্য মতে) জীব কেবলমাত্র নিজের অসঙ্গতার জ্ঞানদ্বারা যদি কৃতার্থ হইয়া যায়, তাহা হইলে মালা-চন্দন প্রভৃতির নিত্যতাজ্ঞান দ্বারাও জীবের কৃতার্থতা হউক ॥২২৯॥

**যথা স্রগাদিনিত্যত্বং দুঃসম্পাদ্যং তথাত্মনঃ ।**
**অসঙ্গত্বং ন সম্ভাব্যং জীবতোর্জগদীশয়োঃ ॥২৩০॥**

***অন্বয় ঃ*** যথা (যেমন) স্রগাদি-নিত্যত্বম্ (মাল্যাদির নিত্যতা বা অবিনশ্বরতা) দুঃসম্পাদ্যম্ (প্রতিপাদন করা সম্ভব নয়) তথা (সেইরূপ) আত্মনঃ (আত্মার) অসঙ্গত্বম্ (অসঙ্গতা) জগৎ-ঈশয়োঃ জীবতোঃ (জগৎ ও ঈশ্বর বিদ্যমান থাকিতে) ন সম্ভাব্যম্ (সম্ভব নয়) ॥২৩০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যেমন মাল্যাদির নিত্যতা বা অবিনশ্বরতা প্রতিপাদন করা

১ জীবাসঙ্গত্বমাত্রেণ—এই পাঠান্তর

সম্ভব নয়, সেইরূপ জগৎ ও ঈশ্বর (বিশেষ্য-বিশেষণরূপে) ভাসমান থাকিতে জীবের অসঙ্গতা জ্ঞান অসম্ভব ॥২৩০॥

**অবশ্যং প্রকৃতিঃ সঙ্গং পুরেবাপাদয়েত্তথা ।**
**নিযচ্ছত্যেতমীশোঽপি কোঽস্য মোক্ষস্তথা সতি ॥২৩১॥**

***অন্বয় ঃ*** প্রকৃতিঃ (প্রকৃতি) পুরা ইব (পূর্বের ন্যায়) অবশ্যম্ (অবশ্য) সঙ্গম্ আপাদয়েৎ ([জীবের] সঙ্গ উৎপাদন করিতে থাকিবে), তথা (সেইরূপ) এতম্ (জীবকে) ঈশঃ অপি (ঈশ্বরও) নিযচ্ছতি (নিয়ন্ত্রণ করিতে থাকিবেন)। তথা সতি (এইরূপ সঙ্গ ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে পড়িয়া) অস্য (জীবের) কঃ মোক্ষঃ (কি প্রকার মোক্ষ হইবে)? ॥২৩১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও ঈশ্বর উভয়ই যদি নিত্য হন, তাহা হইলে, অসঙ্গতার জ্ঞানোদয়ের পরেও) প্রকৃতি পূর্বের ন্যায়ই জীবের সঙ্গ উৎপাদন করিতে থাকিবে এবং ঈশ্বরও সেইরূপ তাহাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে থাকিবেন। আর এই সঙ্গ ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে পড়িয়া জীবের কি প্রকার মোক্ষ হইবে? ॥২৩১॥

**অবিবেককৃতঃ সঙ্গো নিয়মশ্চেতি চেত্তদা ।**
**বলাদাপতিতো মায়াবাদঃ সাংখ্যস্য দুর্মতেঃ ॥২৩২॥**

***অন্বয় ঃ*** সঙ্গঃ নিয়মঃ চ (সঙ্গ ও নিয়ন্ত্রণ) অবিবেককৃতঃ (অবিবেকের কার্য) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ শঙ্কা প্রকাশ কর) তদা (তাহা হইলে) দুর্মতেঃ (দুর্মতি) সাংখ্যস্য (সাংখ্যের [উপব]) বলাৎ (বলপূর্বক) মায়াবাদঃ (মায়াবাদ) আপতিতঃ (আসিয়া পড়িল) ॥২৩২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যদি বল সঙ্গ ও নিয়ন্ত্রণ উভয় অবিবেকজন্য[১], তাহা হইলে দুর্মতি বা অদূরদর্শী সাংখ্যের উপর বলপূর্বক বা অব্যর্থভাবে মায়াবাদ আসিয়া পড়িল ॥২৩২॥

**বন্ধমোক্ষব্যবস্থার্থমাত্মনানাত্বমিষ্যতাম্ ।**
**ইতি চেন্ন যতো মায়া ব্যবস্থাপয়িতুং ক্ষমা ॥২৩৩॥**

১ (ক) অবিবেক অর্থাৎ বিবেকের অভাব যদি বলা যায় তাহা হইলে অভাব বস্তু ভাবরূপ সঙ্গ ও প্রেরণা কার্যের উৎপাদক হইতে পারে না। আবার, (খ) যাহা বিবেক হইতে ভিন্ন তাহা অবিবেক—এই অর্থও হয় না। কারণ বিবেক হইতে ভিন্ন ঘটাদি বস্তু সঙ্গের হেতু হইতে দেখা যায় না। আর (গ) বিবেক বা জ্ঞান যাহার বিরোধী তাহা যদি অবিবেক হয়, তাহা হইলে অবিবেক ভাবরূপ অজ্ঞানস্বরূপ, ইহা সিদ্ধ হয়। ইহা তো মায়াবাদী বৈদান্তিকদের মতের অনুসরণ ॥

**অন্বয় ঃ** বন্ধ-মোক্ষ-ব্যবস্থার্থম্ (বন্ধন ও মুক্তির নিয়ম স্থাপনের জন্য) আত্ম-নানাত্বম্ (আত্মার ভেদত্ব) ইষ্যতাম্ (স্বীকার করা কর্তব্য) ইতি চেৎ (এইরূপ আপত্তি হইতে পারে কি)? ন (না), যতঃ (যেহেতু) মায়া (মায়া[ই]) ব্যবস্থাপয়িতুম্ ক্ষমা (বন্ধন ও মুক্তির ব্যবস্থা করিতে সমর্থা) ॥২৩৩॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* আচ্ছা, বন্ধন ও মুক্তির নিয়মস্থাপনের নিমিত্ত জীবের ভেদ স্বীকার করা কর্তব্য? না, (এইরূপ আপত্তি হইতে পারে না), কারণ মায়াই জীবের বন্ধন ও মুক্তির ব্যবস্থা করিতে সমর্থা ॥২৩৩॥

**দুর্ঘটং ঘটয়ামীতি বিরুদ্ধং কিন্ন পশ্যসি ?**
**বাস্তবৌ বন্ধমোক্ষৌ তু শ্রুতির্ন সহতেতরাম্ ॥২৩৪॥**

**অন্বয় ঃ** দুর্ঘটম্ ([যাহা] দুর্ঘট) ঘটয়ামি ([তাহাও] আমি ঘটাইয়া থাকি) ইতি (এইরূপ) বিরুদ্ধম্ (মায়ার বিরুদ্ধস্বভাব) কিম্ ন পশ্যসি (দেখিতে পাও না কি)? বাস্তবৌ বন্ধমোক্ষৌ (বাস্তব বন্ধ-মোক্ষ) তু (কিন্তু) শ্রুতিঃ (শ্রুতি) ন সহতেতরাম্ (সহ্য করেন না) ॥২৩৪॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* "যাহা দুর্ঘট তাহাও আমি ঘটাইয়া থাকি"—(আমার=) মায়ার এইরূপ বিরুদ্ধ স্বভাব তুমি কি দেখিতে পাও না? আর বন্ধ-মোক্ষের বাস্তবতা শ্রুতি সহ্য করেন না ॥২৩৪॥

**ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ ।**
**ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা ॥২৩৫॥**

**অন্বয় ঃ** ন নিরোধঃ (প্রলয় বা নাশ নাই) চ (এবং) ন উৎপত্তিঃ (উৎপত্তি বা জন্মও নাই), ন বদ্ধঃ (বদ্ধ জীব কেহ নাই), চ ন সাধকঃ (আর মোক্ষকামী সাধক কেহ নাই), ন মুমুক্ষুঃ (মোক্ষার্থী নাই), ন বৈ মুক্তঃ (বন্ধনবিমুক্তও কেহ নাই) ইতি এষা পরমার্থতা (ইহাই পারমার্থিক বা যথার্থ অবস্থা) ॥২৩৫॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* (শ্রুতি[১] বলিতেছেন, বাস্তবিক) প্রলয় বা নাশ বলিয়া কিছু নাই, উৎপত্তি বা জন্মও নাই, বদ্ধজীব কেহ নাই, (শ্রবণাদি-অনুষ্ঠাতা) সাধক কেহ নাই। মোক্ষার্থী কেহ নাই, বন্ধনবিমুক্তও কেহ নাই—ইহাই পারমার্থিক বা যথার্থ অবস্থা ॥২৩৫॥

**মায়াখ্যায়াঃ কামধেনোর্বৎসৌ জীবেশ্বরাবুভৌ ।**
**যথেচ্ছং পিবতাং দ্বৈতং তত্ত্বস্ত্বদ্বৈতমেব হি ॥২৩৬॥**

১ ব্রহ্মবিন্দু উপনিষদ্ ১০

***অন্বয় ঃ*** মায়াখ্যায়াঃ (মায়ানাম্নী) কামধেনোঃ (কামধেনুর) জীব-ঈশ্বরৌ উভৌ (জীব ও ঈশ্বর উভয়ে) বৎসৌ (বৎস), যথা-ইচ্ছম্ (যথা ইচ্ছা) দ্বৈতম্ পিবতাম্ (দ্বৈত-প্রপঞ্চরূপ দুগ্ধ পান করুক), তু (কিন্তু) তত্ত্বম্ (তত্ত্ব) অদ্বৈতম্ এব হি (অদ্বৈতই) ।।২৩৬।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** মায়ানাম্নী কামধেনুর দুইটি বৎস—জীব ও ঈশ্বর। তাহারা দ্বৈত-প্রপঞ্চরূপ দুগ্ধ যথেচ্ছ পান করিতে থাকুক কিন্তু একমাত্র অদ্বৈতই যথার্থ তত্ত্ব ।।২৩৬।।

**কূটস্থব্রহ্মণোর্ভেদো নামমাত্রাদৃতে ন হি ।**
**ঘটাকাশমহাকাশৌ বিযুজ্যেতে ন হি ক্বচিৎ ।।২৩৭।।**

***অন্বয় ঃ*** কূটস্থ-ব্রহ্মণোঃ (কূটস্থ ও ব্রহ্মের) ভেদঃ (ভেদ) নাম-মাত্রাৎ ঋতে (নামমাত্র ব্যতীত) ন হি (বাস্তবিক নহে)। (যেমন) ঘটাকাশ-মহাকাশৌ (ঘটাকাশ ও মহাকাশ) ক্বচিৎ হি (কোথাও) ন বিযুজ্যেতে (পরস্পর বিযুক্ত হইতে পারে না)।।২৩৭।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** [আর] কূটস্থ ও ব্রহ্মের যে ভেদ তাহা নামে মাত্র, স্বরূপত (তদুভয়ের কিছুমাত্র ভেদ) নাই। যেমন ঘটাকাশ ও মহাকাশ কোথাও পরস্পর বিযুক্ত হইতে পারে না ।।২৩৭।।

**যদদ্বৈতং শ্রুতং সৃষ্টেঃ প্রাক্তদেবাদ্য চোপরি।**
**মুক্তাবপি বৃথা মায়া ভ্রাময়ত্যখিলান্ জনান্ ।।২৩৮।।**

***অন্বয় ঃ*** যৎ অদ্বৈতম্ (যে অদ্বৈত) সৃষ্টেঃ প্রাক্ (সৃষ্টির পূর্বে [ছিল]) শ্রুতম্ ([যেরূপ] শ্রুতিমুখে শুনা যায়), তৎ এব (সেই অদ্বৈতই) অদ্য (সৃষ্টিকালে [বিদ্যমান]) চ উপরি (এবং প্রলয়কালে) মুক্তৌ অপি (মুক্তিতেও [তাহাই]) মায়া (মায়া) অখিলান্ জনান্ (সকল লোককে) বৃথা ভ্রাময়তি (বৃথা ঘুরাইতেছে) ।। ২৩৮ ।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** শ্রুতিমুখে (সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ—ছাঃ উঃ ৬/২/১) সৃষ্টির পূর্বে যে অদ্বৈতের বিদ্যমানতার কথা শুনা যায়, সেইরূপ অদ্বৈত সৃষ্টিকালেও বিদ্যমান এবং প্রলয়কালে (এবং) মুক্তিতেও তাহাই। (সুতরাং) মায়া সকল লোককে বৃথা ঘুরাইতেছে ।।২৩৮।।

**যে বদন্তীত্থমেতেঽপি ভ্রাম্যন্তে বিদ্যয়াত্র কিম্ ।**
**ন যথা পূর্বমেতেষামত্র ভ্রান্তেরদর্শনাৎ ।।২৩৯।।**

***অন্বয় ঃ*** যে (যাঁহারা) ইত্থম্ (এইরূপ) বদন্তি (বলেন) এতে অপি (ইঁহারাও) অত্র (এই সংসারে) ভ্রাম্যন্তে (লিপ্ত হন); বিদ্যয়া কিম্ ([তাহা হইলে] বিদ্যা লইয়া কি হইবে)? ন (না), পূর্বম্ যথা (পূর্বের ন্যায়) এতেষাম্ (এই জ্ঞানিগণের) অত্র ভ্রান্তেঃ (এখনও সেইরূপ ভ্রান্তির) অদর্শনাৎ (যেহেতু [পুনরাবৃত্তি] দেখা যায় না) ।।২৩৯।।

*বঙ্গানুবাদ ঃ* যে জ্ঞানীরা জগৎকে ঐরূপ বলেন, তাঁহারাও (দেখা যায়) এই সংসারপ্রপঞ্চে লিপ্ত হন; সুতরাং এইরূপ বিদ্যা লইয়া কি হইবে? (উত্তর) না, (এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না কারণ) জ্ঞানিগণের এই সংসারপ্রপঞ্চে পূর্বের ন্যায় ভ্রান্তি দেখা যায় না; (আর সেই অর্থে তাঁহারা সংসারে লিপ্ত নহেন) ॥২৩৯॥

**ঐহিকামুষ্মিকঃ সর্বঃ সংসারো বাস্তবস্ততঃ ।**
**ন ভাতি নাস্তি চাদ্বৈতমিত্যজ্ঞানিবিনিশ্চয়ঃ ॥২৪০॥**

***অন্বয় ঃ*** ঐহিক-আমুষ্মিকঃ (ঐহিক এবং পারলৌকিক) সর্বঃ সংসাবঃ ([সুখ-দুঃখময় সমস্ত] সংসার) বাস্তবঃ (বাস্তব বা নিত্য পদার্থ)। ততঃ (সুতরাং) অদ্বৈতম্ (অদ্বৈতজ্ঞান) ন ভাতি ([ তাহাদের নিকট ] প্রতিভাত হয় না), ন চ অস্তি (এবং [অদ্বৈত বলিতে কোন পদার্থ ] নাই) ইতি (ইহা) অজ্ঞানি-বিনিশ্চয়ঃ (অজ্ঞানিগণের দৃঢ় নিশ্চয়) ॥২৪০॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* অজ্ঞানিগণের দৃঢ় ধারণা এই যে, ঐহিক এবং পারলৌকিক সুখদুঃখময় সমস্ত সংসার নিত্য পদার্থ; সুতরাং অদ্বৈতজ্ঞান তাহাদের নিকট প্রতিভাত হয় না এবং (তাহাদের আরও ধারণা) অদ্বৈত বলিয়া কোন পদার্থ নাই ॥২৪০॥

**জ্ঞানিনাং বিপরীতোঽস্মান্নিশ্চয়ঃ সম্যগীক্ষ্যতে ।**
**স্বস্বনিশ্চয়তো বদ্ধো মুক্তোঽহং চেতি মন্যতে ॥২৪১॥**

***অন্বয় ঃ*** জ্ঞানিনাম্ নিশ্চযঃ (জ্ঞানিগণের ধাবণা) অস্মাৎ (ইহার) বিপরীতঃ (বিপরীত) সম্যক্ ঈক্ষ্যতে (ইহা স্পষ্ট দেখা যায়)। স্ব-স্ব-নিশ্চয়তঃ (নিজ-নিজ ধাবণানুসারে) অহম্ (আমি) বদ্ধঃ (বদ্ধ) চ মুক্তঃ (এবং আমি মুক্ত) ইতি (এইরূপ) মন্যতে (মনে করে) ॥২৪১॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* জ্ঞানিগণের ধারণা যে ইহার বিপরীত, তাহা সম্যকরূপে দেখা যায়। জ্ঞানী ও অজ্ঞানী আপন-আপন ধারণাবশতঃ 'আমি মুক্ত' এবং 'আমি বদ্ধ' এইরূপ মনে করে ॥২৪১॥

**নাদ্বৈতমপরোক্ষং চেন্ন চিদ্রূপেণ ভাসনাৎ ।**
**অশেষেণ ন ভাতঞ্চেদ্ দ্বৈতং কিং ভাসতেঽখিলম্ ॥২৪২॥**

***অন্বয় ঃ*** অদ্বৈতম্ (অদ্বৈতবস্তু) অপরোক্ষম্ ন (প্রত্যক্ষগোচর নয়) চেৎ (যদি এইরূপ আপত্তি কর), [তবে বলি] ন (না, এরূপ বলিতে পার না), চিদ্রূপেণ ভাসনাৎ (কারণ [অদ্বৈতবস্তু সর্বদা] চিৎ-রূপে ভাসমান)। অশেষেণ (সমগ্রভাবে) ন ভাতম্

(প্রকাশিত হয়না) চেৎ (যদি এইরূপ আপত্তি কর), [তবে জিজ্ঞাসা করি] দ্বৈতম্ ([জগদ্রূপ] দ্বৈতবস্তু) কিম্ (কি) অখিলম্ ভাসতে (সমগ্রভাবে প্রকাশিত হয়)? ২৪২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যদি এরূপ আপত্তি কর যে অদ্বৈতবস্তু প্রত্যক্ষগোচর হয় না, তবে বলি ঐরূপ আপত্তি করিতে পার না, কারণ অদ্বৈতবস্তু চৈতন্যরূপে সর্বদা ভাসমান। যদি বল—অদ্বৈতবস্তু সমগ্রভাবে প্রকাশিত হয় না, তবে জিজ্ঞাসা করি (তোমার জগদ্রূপ) দ্বৈতবস্তু কি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় ? ২৪২॥

**দিঙ্‌মাত্রেণ বিভানং তু দ্বয়োরপি সমং খলু ।**
**দ্বৈতসিদ্ধিবদদ্বৈতসিদ্ধিস্তে তাবতা ন কিম্ ॥২৪৩॥**

***অন্বয় ঃ*** দিক্-মাত্রেণ (একাংশদ্বারা) বিভানম্ (প্রকাশ) তু (কিন্তু) দ্বয়োঃ অপি (দ্বৈত এবং অদ্বৈত উভয়ের ক্ষেত্রেই) খলু সমম্ (তুল্য)। তাবতা (সেই যুক্তিতে) তে (তোমার) দ্বৈতসিদ্ধিবৎ (দ্বৈতসিদ্ধির ন্যায়) অদ্বৈতসিদ্ধিঃ (অদ্বৈতসিদ্ধি) কিম্ ন (কেন [হইবে] না) ॥ ২৪৩ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** একাংশের দ্বারা বা আংশিক প্রকাশ দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয়ের ক্ষেত্রেই সমান। (অতএব), ঐ যুক্তিতে তোমার দ্বৈত-নিশ্চয়ের ন্যায় অদ্বৈতের নিশ্চয় হইবে না কেন ? ২৪৩॥

**দ্বৈতেন হীনমদ্বৈতং দ্বৈতজ্ঞানে কথং ত্বিদম্ ।**
**চিদ্ভানং ত্ববিরোধ্যস্য দ্বৈতস্যাতোঽসমে উভে ॥২৪৪॥**

***অন্বয় ঃ*** অদ্বৈতম্ (অদ্বৈত) দ্বৈতেন হীনম্ (দ্বৈত রহিত), [তাহা হইলে] ইদম্ (এই [অদ্বৈতজ্ঞান]) দ্বৈতজ্ঞানে তু (দ্বৈতজ্ঞান থাকিতেও) কথম্ (কিপ্রকারে [সম্ভব])? চিদ্ভানম্ তু (অদ্বৈতের প্রতীতিও) অস্য দ্বৈতস্য অবিরোধী (এই দ্বৈতের বিরোধী নহে), অতঃ (অতএব) উভে অসমে (দুই আপত্তি এক নহে) ॥ ২৪৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (পূর্বপক্ষীর আপত্তি) —ভাল, অদ্বৈত তো দ্বৈত-রহিত; তাহা হইলে, দ্বৈতজ্ঞান থাকিতে অদ্বৈতজ্ঞান কি প্রকারে সম্ভব? আর, চৈতন্যের প্রকাশ এই দ্বৈতের বিরোধী নহে, অতএব, আপনার এবং আমার আপত্তি এক নহে[১] ॥ ২৪৪॥

১ দ্বৈতজ্ঞান থাকিতে যদি অদ্বৈতজ্ঞান সম্ভব না হয় তবে অদ্বৈতজ্ঞান হইলে দ্বৈতের অনুভব হইবে না। দ্বৈতবাদী এইভাবে নিজ তর্কেই পরাস্ত হইতে পারেন। তাই দ্বৈতবাদী বলিতেছেন, "আপনার আপত্তি আর আমার আপত্তি এক নয়। কারণ চৈতন্যের প্রকাশ দ্বৈতের বিরোধী নয় — ইহা আমাদিগের অভিজ্ঞতা"। —রামকৃষ্ণ স্বামী ।

**এবং তর্হি শৃণু দ্বৈতমসন্মায়ামময়ত্বতঃ ।**
**তেন বাস্তবমদ্বৈতং পরিশেষাদ্বিভাসতে ॥২৪৫॥**

***অন্বয়ঃ*** এবম্ (যদি এইরূপ বল) তর্হি (তাহা হইলে) শৃণু (শ্রবণ কর)[১]। দ্বৈতম্ (দ্বৈত) অসৎ (অসৎ) মায়াময়ত্বতঃ (যেহেতু তাহা মায়াময়)। তেন (সেই হেতু) পরিশেষাৎ (পরিশেষে) বাস্তবম্ (বাস্তব) অদ্বৈতম্ বিভাসতে (অদ্বৈত প্রকাশমান থাকে) ॥ ২৪৫ ॥

***বঙ্গানুবাদঃ*** (উত্তর) ঃ যদি এইরূপ বল, তাহা হইলে শ্রবণ কর ঃ দ্বৈত অসৎ, যেহেতু তাহা মায়াময়; সেইহেতু পরিশেষে বাস্তব অদ্বৈত স্পষ্ট প্রকাশমান থাকে ॥ ২৪৫ ॥

**অচিন্ত্যরচনারূপং মায়ৈব সকলং জগৎ ।**
**ইতি নিশ্চিত্য বস্তুত্বমদ্বৈতে পরিশিষ্যতাম্ ॥২৪৬॥**

***অন্বয়ঃ*** অচিন্ত্য-রচনা-রূপম্ (চিন্তা করিয়া পাওয়া যায় না এরূপ রচনা যাহার রূপ সেই) সকলম্ জগৎ (সমস্ত জগৎ) মায়া এব (মায়া বা মিথ্যাই) ইতি নিশ্চিত্য (এইরূপ অবধারণ করিয়া) অদ্বৈতে (অদ্বৈতে) বস্তুত্বম্ (বস্তুতা) পরিশিষ্যতাম্ (পরিশেষ করিতে হইবে) ॥ ২৪৬ ॥

***বঙ্গানুবাদঃ*** অচিন্ত্যরচনারূপ সমগ্র জগৎ মায়া বা মিথ্যাই—এইরূপ অবধারণ করিয়া (নিত্য বলিয়া) বস্তুত্ব অদ্বৈতে পরিশেষ করিতে হইবে ॥২৪৬॥

**পুনর্দ্বৈতস্য বস্তুত্বং ভাতি চেত্ত্বং তথা পুনঃ ।**
**পরিশীলয় কো বাত্র প্রয়াসস্তেন তে বদ ॥২৪৭॥**

***অন্বয়ঃ*** দ্বৈতস্য বস্তুত্বম্ (দ্বৈতের বাস্তবতা) পুনঃ ভাতি চেৎ (যদি পুনরায় প্রতিভাত হয়) ত্বম্ (তুমি) তথা (তবে) পুনঃ (পুনরায়) পরিশীলয় (বিচার কর)। তেন (সেইরূপ বিচারের দ্বারা) তে (তোমার) অত্র (ইহাতে) কঃ বা (কিই বা) প্রয়াসঃ (পরিশ্রম), বদ (বল) ॥ ২৪৭ ॥

***বঙ্গানুবাদঃ*** যদি দ্বৈত পুনরায় বস্তুরূপে প্রতিভাত হয়, তবে তুমি পুনরায়[২] সেইরূপে বিচার করিবে। সেইরূপে আবার বিচার করিলে তোমার কিই বা পরিশ্রম হইবে, বল ॥ ২৪৭ ॥

১ আরব্ধ তর্কের সমাধান করিয়া বলিতেছেন, যেহেতু প্রতীয়মান দ্বৈতের বাস্তবতা নাই, সেইহেতু সেই দ্বৈতের সহিত বাস্তব অদ্বৈতের কোন বিরোধ নাই ।

২ "আবৃত্তিঃ অসকৃৎ উপদেশাৎ"—ব্রহ্মসূত্র ৪/১/১। অর্থাৎ শ্রবণমননাদি অনুষ্ঠান একবার করিলে যদি আত্মদর্শন না হয়, তবে পুনঃ পুনঃ করিতে হইবে ।

**কিয়ন্তং কালমিতি চেৎ খেদোঽয়ং দ্বৈত ইষ্যতাম্ ।
অদ্বৈতে তু ন যুক্তোঽয়ং সর্বানর্থনিবারণাৎ ॥২৪৮॥**

***অন্বয় :*** কিয়ন্তম্ কালম্ (কতকাল ধরিয়া [এই বিচার চলিতে থাকিবে]) ইতি চেৎ (যদি এরূপ বল), [তবে বলি] অয়ম্ খেদঃ (এই খেদ) দ্বৈতে ইষ্যতাম্ (দ্বৈত বিষয়ে উঠানো যুক্তিযুক্ত), তু (কিন্তু) অদ্বৈতে (অদ্বৈত বিষয়ে) অয়ম্ (এই খেদ) ন যুক্তঃ (অযৌক্তিক) সর্ব-অনর্থ-নিবারণাৎ (যেহেতু [অদ্বৈত বিচারে] সর্বপ্রকার অনর্থের নিবৃত্তি হয়) ॥২৪৮॥

***বঙ্গানুবাদ :*** কতকাল ধরিয়া এইরূপ বিচার (অর্থাৎ প্রচেষ্টা) চলিতে থাকিবে? যদি এরূপ-আক্ষেপ কর, (তবে বলি) দ্বৈত বিষয়ে এই খেদ উঠানো যুক্তিযুক্ত কিন্তু অদ্বৈত বিষয়ে এই খেদ অযৌক্তিক। কারণ অদ্বৈত বিচারে সর্বপ্রকার অনর্থের নিবৃত্তি হয় ॥২৪৮॥

**ক্ষুৎপিপাসাদয়ো দৃষ্টা যথাপূর্বং ময়ীতি চেৎ ।
মচ্ছব্দবাচ্যেঽহংকারে দৃশ্যতাং নৈতি কো বদেৎ ॥২৪৯॥**

***অন্বয় :*** ক্ষুৎ-পিপাসাদয়ঃ (ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি) ময়ি (আমাতে) যথাপূর্বম্ (পূর্বের ন্যায়) দৃষ্টাঃ (দেখা যাইতেছে) ইতি চেৎ (যদি এই আশঙ্কা কর), [তবে বলি], মৎ-শব্দ-বাচ্যে ('আমাতে' বলিতে) অহঙ্কারে (যে অহঙ্কারকে বুঝায় তাহাতে) দৃশ্যতাম্ ([এই অনর্থ আছে] দেখা যায়)। ন ইতি (দেখা যায় না) কঃ বদেৎ (কে বলিতেছে)? ॥২৪৯॥

***বঙ্গানুবাদ :*** ক্ষুধা, তৃষ্ণাদি অনর্থসকল পূর্বের (অজ্ঞানাবস্থার) ন্যায় (জ্ঞানাবস্থায়ও) আমাতে দেখা যাইতেছে—যদি এইরূপ বল, তবে বলি—এই 'আমাতে' বলিতে অহংকারকে বুঝায়, অনর্থ তাহাতেই আছে দেখা যায়। কে বলে, দেখা যায় না? (সেই অনর্থ কিন্তু চৈতন্যস্বরূপ আত্মতত্ত্বে নাই, কারণ আত্মতত্ত্ব অসঙ্গ ও অবিষয়। —রামকৃষ্ণস্বামী) ॥২৪৯॥

**চিদ্রূপেঽপি প্রসজ্যেরংস্তাদাত্ম্যাধ্যাসতো যদি ।
মাধ্যাসং কুরু কিন্তু ত্বং বিবেকং কুরু সর্বদা ॥২৫০॥**

***অন্বয় :*** তাদাত্ম্য-অধ্যাসতঃ (অহংকারের সহিত চৈতন্যরূপ আত্মতত্ত্বের অধ্যাসবশতঃ) যদি (যদি) চিদ্রূপে অপি (চৈতন্যরূপ আত্মতত্ত্বেও), [ক্ষুৎপিপাসাদি অনর্থ] প্রসজ্যেরন্ (আসিয়া পড়ে) [তবে] ত্বম্ (তুমি) অধ্যাসম্ মা কুরু (এই অধ্যাসে জড়িত হইও না), কিন্তু (কিন্তু) সর্বদা (সর্বদা) বিবেকম্ কুরু (বিচার কর) ॥২৫০॥

***বঙ্গানুবাদ :*** যদি বল, অহঙ্কারের সহিত চৈতন্যরূপ আত্মতত্ত্বের তাদাত্ম্য-অধ্যাসবশতঃ (অগ্নি ও লৌহপিণ্ডের অধ্যাসের ন্যায়) চৈতন্যরূপ আত্মতত্ত্বেও

ক্ষুৎপিপাসাদি অনর্থসকল আসিয়া পড়ে। (উত্তর) তবে তুমি এই অধ্যাসে জড়িত হইও না, কিন্তু সর্বদা বিচার কর ॥২৫০॥

**ঝটিত্যধ্যাস আয়াতি দৃঢ়বাসনয়েতি চেৎ ।**
**আবর্ত্তয়েদ্বিবেকং চ দৃঢ়ং বাসয়িতুং সদা ॥২৫১॥**

***অন্বয় ঃ*** (তৎসত্ত্বেও) দৃঢ়বাসনয়া (অনাদি সংস্কারের দৃঢ়তাবশতঃ) অধ্যাসঃ (অধ্যাস) ঝটিতি (সহসা) আয়াতি (আসিয়া পড়ে) ইতি চেৎ (এইরূপ যদি হয়), (তখন) দৃঢ়ং বাসয়িতুম্ (বিবেকবাসনা দৃঢ় করিবার জন্য) বিবেকম্ (বিচার) সদা (সর্বদা) আবর্ত্তয়েৎ (আবৃত্তি করিবে) ॥২৫১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** তৎসত্ত্বেও অনাদি সংস্কারের দৃঢ়তাবশতঃ যদি সহসা অধ্যাস আসিয়া পড়ে, তখন বিবেকবাসনা দৃঢ় করিবার জন্য সর্বদা বিচারের আবৃত্তি করিতে থাকিবে ॥২৫১॥

**বিবেকে দ্বৈতমিথ্যাত্বং যুক্ত্যৈবেতি ন ভণ্যতাম্ ।**
**অচিন্ত্যরচনাত্বস্যানুভূতির্হি স্বসাক্ষিকী ॥২৫২॥**

***অন্বয় ঃ*** বিবেকে (বিচারে) দ্বৈত-মিথ্যাত্বম্ (দ্বৈতের মিথ্যাত্ব নিশ্চয়) যুক্ত্যা এব (কেবলমাত্র যুক্তিসিদ্ধ), [অনুভবসিদ্ধ নহে] ইতি ন ভণ্যতাম্ (এইরূপ বলিও না); হি (যেহেতু) অচিন্ত্য-রচনাত্বস্য ([দ্বৈতের] অচিন্ত্য-রচনারূপতার) অনুভূতিঃ (অনুভূতি) স্ব-সাক্ষিকী (অনুভব কর্তার নিজের সাক্ষ্যদ্বারা সিদ্ধ) ॥২৫২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বিচার প্রক্রিয়ায় দ্বৈতের মিথ্যাত্বনিশ্চয় কেবলমাত্র যুক্তিসিদ্ধ, অনুভব সিদ্ধ নয়, এ কথা বলিও না। কারণ দ্বৈতের অচিন্ত্য-রচনারূপতার যে অনুভূতি, তাহা নিজের অনুভব হইতে সিদ্ধ। (যেহেতু এই অনুভূতি আমাদের সকলেরই)[১] ॥২৫২॥

**চিদপ্যচিন্ত্যরচনা যদি তর্হ্যস্তু নো বয়ম্ ।**
**চিতিং সুচিন্ত্যরচনাং ব্রূমো নিত্যত্বকারণাৎ ॥২৫৩॥**

***অন্বয় ঃ*** চিৎ অপি (চৈতন্যও) অচিন্ত্যরচনা (অচিন্ত্যরচন) যদি (যদি), [এইরূপ বল], তর্হি অস্তু (তবে তাহাই হউক), বয়ম্ (আমরা) চিতিম্ (চৈতন্যকে)

১ মায়াকে ২৪৬ নং শ্লোকে অচিন্ত্যরচনা বলা হইয়াছে। অচিন্ত্য কথার অর্থ হইল যাহা যুক্তির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না। আর এই প্রকারের 'রচনা' মিথ্যা। এখানে বলা হইতেছে যে কূটস্থ আত্মা এই মিথ্যা রচনার সাক্ষী। সুতরাং সাক্ষীচৈতন্যস্বরূপ হইয়া আমরা তো বলিতে পারিনা যে এই দ্বৈতের মিথ্যাত্বনিশ্চয়ে আমাদের কোন অভিজ্ঞতা নাই ।

সুচিন্ত্যরচনাম্ (সুচিন্ত্যরচন বা উৎপত্তিযুক্ত) নো ব্রুমঃ (বলি না) নিত্যত্ব-কারণাৎ (কারণ চৈতন্য নিত্য অতএব উৎপত্তিবিহীন) ॥২৫৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (হে বাদিন্, যদি বল) চৈতন্যও অচিন্ত্যরচন, তবে বলি, তাহাই হউক। আমরা তো চৈতন্যকে সুচিন্ত্যরচন বলি না, কারণ চৈতন্য নিত্য (অতএব উৎপত্তিবিহীন)[১] ॥২৫৩॥

**প্রাগভাবো নানুভূতশ্চিতের্নিত্যা ততশ্চিতিঃ ।**
**দ্বৈতস্য প্রাগভাবস্তু চৈতন্যেনানুভূয়তে ॥২৫৪॥**

***অন্বয় ঃ*** চিতেঃ (চৈতন্যের) প্রাগভাবঃ (প্রাক্-অভাব) ন অনুভূতঃ (অনুভূত হয় না), ততঃ (সেইহেতু) চিতিঃ (চৈতন্য) নিত্যা (নিত্য); তু (কিন্তু) দ্বৈতস্য (দ্বৈতের) প্রাগভাবঃ (প্রাগভাব) চৈতন্যেন অনুভূয়তে (চৈতন্যের দ্বারা অনুভূত হয়) ॥২৫৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** চৈতন্যের প্রাগভাব অনুভবের বিষয় (কদাপি) হয় না, সেইহেতু চৈতন্য নিত্য[২]। কিন্তু দ্বৈতের প্রাগভাব চৈতন্য দ্বারা অনুভূত হয়। (অতএব দ্বৈত বা জড় পদার্থ অনিত্য) ॥২৫৪॥

**প্রাগভাবযুতং দ্বৈতং রচ্যতে হি ঘটাদিবৎ ।**
**তথাপি রচনাঽচিন্ত্যা মিথ্যা তেনেন্দ্রজালবৎ ॥২৫৫॥**

***অন্বয় ঃ*** প্রাগভাব-যুতম্ (প্রাগভাবযুক্ত) দ্বৈতম ([জগৎ-রূপ যে] দ্বৈত) ঘটাদিবৎ ([তাহা] ঘটাদির ন্যায়) রচ্যতে হি (রচিত হইয়া থাকে)। তথা অপি রচনা (আর সেই রচনাও) অচিন্ত্যা (অচিন্ত্য), তেন (সেইহেতু) ইন্দ্রজালবৎ (ইন্দ্রজালের ন্যায়) মিথ্যা (মিথ্যা) ॥২৫৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** প্রাগভাবযুক্ত বলিয়া জগদ্রূপ দ্বৈত ঘটাদির ন্যায় রচিত বা

---

১ বাদী বা পূর্বপক্ষ আবার বলিতেছেন যে এই অচিন্ত্যরচনারূপতা আত্মার বিষয়েও প্রযোজ্য হউক। তখন আত্মা মিথ্যা হইয়া পড়েন। উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, আত্মার অচিন্ত্যরচনারূপতা মানিয়া লইলেও আমরা তো আত্মাকে সুচিন্ত্যরচনা বলি না। কারণ আত্মা যেহেতু নিত্য, অতএব তাঁহার উৎপত্তির অভাব আছে এবং তাহা প্রাগভাব রহিত। চৈতন্য প্রাগভাব রহিত বলিয়া তাহা মিথ্যা নয়। সুতরাং অচিন্ত্যরচনারূপ মিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি চৈতন্যে ঘটিল না। সুচিন্ত্যরচনা (অর্থাৎ অনায়াসে চিন্তনীয় হইয়াছে রচনা বা উৎপত্তি যাহার) হইলে আত্মা মিথ্যা বা অনিত্য হইত।

২ চৈতন্যের প্রাগভাব নাই বলিয়া চৈতন্য নিত্য। অভিপ্রায় এই যে, যদি বলা যায় চৈতন্যের প্রাগভাব আছে, তাহা হইলে প্রশ্ন হইবে—এই প্রাগভাব ঐ চৈতন্যই অনুভব করে অথবা কোন জড় পদার্থ তাহার অনুভব-কর্তা ? যেহেতু অদ্বৈতবাদে দ্বিতীয় চৈতন্যের সম্ভাবনা নাই অতএব এক চৈতন্য নিজেরই প্রাগভাব অনুভব করিতে পারে না। আর জড় পদার্থ অনুভবকর্তা হইতে পারে না। অতএব চৈতন্য প্রাগভাবরহিত নিত্য। দ্রষ্টব্য নৃঃ উঃ তাঃ উঃ ২ ।

সৃষ্ট হইয়া থাকে; আর তাহার রচনাও অচিন্ত্য। সেইহেতু তাহা ইন্দ্রজালের ন্যায় মিথ্যা ॥২৫৫॥

**চিৎ প্রত্যক্ষা ততোঽন্যস্য মিথ্যাত্বং চানুভূয়তে।**
**নাদ্বৈতমপরোক্ষং চেত্যেতন্ন ব্যাহতং কথম্ ॥২৫৬॥**

***অন্বয়ঃ*** চিৎ (চৈতন্য) প্রত্যক্ষা (অপরোক্ষ); ততঃ (সেইহেতু) অন্যস্য (সেই চৈতন্য ভিন্ন যে দ্বৈত তাহার) মিথ্যাত্বম্ (মিথ্যাত্ব) অনুভূয়তে চ (অনুভবগোচর বলিয়াও [সিদ্ধ হয় ])। অদ্বৈতম্ চ অপরোক্ষম্ (তবে অদ্বৈত বস্তু অপরোক্ষ) ন (নহে) —ইতি এতৎ (এইরূপ উক্তি) কথম্ ন ব্যাহতম্ (কেন ব্যাহত হইবে না)? ২৫৬॥

***বঙ্গানুবাদঃ*** চৈতন্য অপরোক্ষ, আর সেই চৈতন্য ভিন্ন যে জড়াত্মক দ্বৈত তাহার মিথ্যাত্বও অনুভবগোচর বলিয়া সিদ্ধ হয়। সুতরাং অদ্বৈতবস্তু অনুভবগোচর নহে—তোমার এইরূপ উক্তি কেন ব্যাঘাতদোষযুক্ত হইবে না? ২৫৬॥

**ইত্থং জ্ঞাত্বাপ্যসন্তুষ্টাঃ কেচিৎ কুত ইতীর্য্যতাম্ ।**
**চার্বাকাদেঃ প্রবুদ্ধস্যাপ্যাত্মা দেহঃ কুতো বদ ॥২৫৭॥**

***অন্বয়ঃ*** (বাদী) ইত্থম্ জ্ঞাত্বা অপি (এই বেদান্ততত্ত্ব জানিয়াও) কেচিৎ (কেহ কেহ) অসন্তুষ্টাঃ কুতঃ (কেন অসন্তুষ্ট থাকিয়া যায়) ইতি ঈর্য্যতাম্ (ইহা বলুন)। (সিদ্ধান্তী) প্রবুদ্ধস্য (যুক্তিকুশলী) চার্বাকাদেঃ অপি (চার্বাকাদিদেরও) দেহঃ আত্মা (দেহ আত্মা—এই মত) কুতঃ বদ (কোথা হইতে হয় বল)? ॥২৫৭॥

***বঙ্গানুবাদঃ*** (বাদী) উক্তরূপ বেদান্ততত্ত্ব জানিয়াও অনেকে কেন অসন্তুষ্ট থাকিয়া যায়? (সিদ্ধান্তী ঃ আগে তুমি বল,) চার্বাকাদি যুক্তিনিপুণ হইয়াও দেহকে আত্মা বলে কেন? ২৫৭॥

**সম্যগ্‌বিচারো নাস্ত্যস্য ধীদোষাদিতি চেত্তথা।**
**অসন্তুষ্টাস্তু শাস্ত্রার্থং ন ত্বৈক্ষন্ত বিশেষতঃ ॥২৫৮॥**

***অন্বয়ঃ*** অস্য (চার্বাকাদির) ধীদোষাৎ (বুদ্ধিদোষবশতঃ) সম্যক্ বিচারঃ (সম্যক্‌বিচার) ন অস্তি (হয় না) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বল), অসন্তুষ্টাঃ তথা (সেইরূপে অসন্তুষ্ট থাকিয়া যায়) তু (কিন্তু), [বুদ্ধিদোষবশতঃ] বিশেষতঃ (বিশেষরূপে) শাস্ত্রার্থম্ (শাস্ত্রের অর্থ) ন তু ঐক্ষন্ত (জানেই না) ॥২৫৮॥

***বঙ্গানুবাদঃ*** এই চার্বাকাদির বুদ্ধিদোষবশতঃ সম্যক্ বিচার তাদের নাই—যদি (বাদী তুমি) এইরূপ বল, (তাহা হইলে, সিদ্ধান্তী বলিতেছেন) সেইরূপে

(বেদান্ত পড়িয়াও কেহ কেহ) অসন্তুষ্ট থাকিয়া যায়; (কারণ তাহারা) বুদ্ধিদোষবশতঃ বিশেষরূপে শাস্ত্রার্থ বুঝিতেই পারে না ॥২৫৮॥

**যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদিশ্রিতাঃ ।**
**ইতি শ্রৌতং ফলং দৃষ্টং নেতি চেদ্দৃষ্টমেব তৎ ॥২৫৯॥**

***অন্বয়ঃ*** অস্য (এই মুমুক্ষু পুরুষের) হৃদিশ্রিতাঃ যে (হৃদয়কে বা বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া থাকে যে) কামাঃ (কামনা সকল) [তাহারা] সর্বে (সমস্ত) যদা (যখন) প্রমুচ্যন্তে (বিদূরিত হইয়া যায়) ইতি ফলম্ (এইরূপে [যে তত্ত্বজ্ঞানের] ফলের কথা বলা হইয়াছে তাহা) শ্রৌতম্ (শ্রুতিমুখে শুনা যায় [মাত্র]) দৃষ্টম্ ন (দৃষ্ট নহে) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বল), [তবে বলি] তৎ (তাহা) দৃষ্টম্ এব (দৃষ্টই অর্থাৎ অনুভবসিদ্ধই)॥ ২৫৯॥

***বঙ্গানুবাদঃ*** এই মুমুক্ষু পুরুষের হৃদয় "অর্থাৎ বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া যে সমস্ত কাম বা কামনা থাকে, সেই সমুদয় কামনা যখন সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইয়া যায় (তখন মরণশীল পুরুষ অমর হইয়া যায় এবং দেহ থাকিতেই ব্রহ্মভাব আস্বাদন করিতে থাকে"। কঠ উঃ ২/৩/১৪)—এইরূপে তত্ত্বজ্ঞান-ফলের যে কথা বলা হইয়াছে তাহা শ্রুতিমুখে শুনা যায় (অর্থাৎ শব্দ জ্ঞান) মাত্র, দৃষ্ট নহে, যদি এইরূপ বল তাহা হইলে বলি, তাহা অনুভবসিদ্ধই॥ ২৫৯॥

**যদা সর্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়গ্রন্থয়স্ত্বিতি ।**
**কামা গ্রন্থিস্বরূপেণ ব্যাখ্যাতা বাক্যশেষতঃ ॥২৬০॥**

***অন্বয়ঃ*** যদা (যখন) সর্বে (সকল) হৃদয়গ্রন্থয়ঃ (হৃদয়গ্রন্থি) তু প্রভিদ্যন্তে (ভেদ বা বিনাশপ্রাপ্ত হয়) ইতি বাক্যশেষতঃ (পূর্বোক্ত শ্রুতিবচনের অঙ্গীভূত এই শ্রুতিবচন দ্বারা) কামাঃ (কামনা সকল) গ্রন্থিস্বরূপেণ (গ্রন্থিরূপে) ব্যাখ্যাতাঃ (ব্যাখ্যাত হইয়াছে) ॥ ২৬০॥

***বঙ্গানুবাদঃ*** "যখন হৃদয়গ্রন্থি সকল ভেদ বা বিনাশপ্রাপ্ত হয়"[১] পূর্বোক্ত শ্লোকের অঙ্গীভূত এই শ্রুতিবচনদ্বারা কামনাসকল গ্রন্থিরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ॥ ২৬০॥

**অহংকারচিদাত্মানাবেকীকৃত্যাবিবেকতঃ ।**
**ইদং মে স্যাদিদং মে স্যাদিতীচ্ছাঃ কামশব্দিতাঃ ॥২৬১॥**

***অন্বয়ঃ*** অহংকার-চিদাত্মানৌ (অহংকার ও চিদাত্মাকে) অবিবেকতঃ (অবিবেক-বশতঃ) একীকৃত্য (এক বলিয়া জানিয়া) মে ইদম্ স্যাৎ (আমার ইহা হউক), মে ইদম্ স্যাৎ (আমার উহা হউক) ইতি ইচ্ছাঃ (এইরূপ ইচ্ছা) কামশব্দিতাঃ (কাম শব্দের বাচ্যার্থ) ॥ ২৬১॥

---

১ কঠ উঃ ২/৩/১৫

*বঙ্গানুবাদ ঃ* অবিবেকবশতঃ অহংকার ও চিদাত্মার ঐক্য জ্ঞান হইলে, 'আমার ইহা হউক, আমার উহা হউক' এইরূপ যে ইচ্ছা, তাহা কাম শব্দের বাচ্যার্থ ॥২৬১॥

**অপ্রবেশ্য চিদাত্মানং পৃথক্ পশ্যন্নহংকৃতিম্ ।**
**ইচ্ছংস্তু কোটিবস্তূনি ন বাধো গ্রন্থিভেদতঃ ॥২৬২॥**

*অন্বয় ঃ* চিদাত্মানম্ (চিদাত্মাকে) অপ্রবেশ্য (অহংকারের সহিত এক না করিয়া), অহংকৃতিম্ (অহংকারকে) পৃথক্ পশ্যন্ (পৃথক জানিয়া) কোটি বস্তুনি ইচ্ছন্ তু (কোটি বস্তুর ইচ্ছা করিলেও) গ্রন্থিভেদতঃ (কামনাসকল বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া) বাধঃ ন [স্যাৎ] (জ্ঞানরূপ মোক্ষলাভের বাধা হয় না) ॥২৬২॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* চিদাত্মাকে অহংকারের অন্তর্ভুক্ত না করিয়া—অহংকারকে পৃথক্ জানিয়া, কোটি বস্তুর ইচ্ছা করিলেও কামনাসকল বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া, তাহা লাভের বাধা হয় না ॥২৬২॥

**গ্রন্থিভেদেঽপি সম্ভাব্যা ইচ্ছাঃ প্রারব্ধদোষতঃ ।**
**বুধ্বাপি পাপবাহুল্যাদসন্তোষো যথা তব ॥২৬৩॥**

*অন্বয় ঃ* গ্রন্থি-ভেদে অপি (গ্রন্থির ভেদ বা নাশ হইলেও) প্রারব্ধ-দোষতঃ (প্রারব্ধকর্মের দোষে) ইচ্ছাঃ সম্ভাব্যাঃ (ইচ্ছার উদয় হওয়া সম্ভব), যথা (যেমন) বুধ্বা অপি (অদ্বৈত তত্ত্বের বোধ হইলেও) পাপ-বাহুল্যাৎ (পাপের আধিক্যবশতঃ) তব অসন্তোষঃ (তোমার সন্তোষ হয় নাই) ॥২৬৩॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* যেমন অদ্বৈততত্ত্বের বোধ হইলেও প্রারব্ধরূপ পাপের বাহুল্যবশতঃ তোমার সন্তোষ জন্মে না, সেইরূপ গ্রন্থিভেদ হইলেও প্রারব্ধকর্মের দোষে কামাদির উদয় হওয়া সম্ভব ॥২৬৩॥

**অহঙ্কারগতেচ্ছাদ্যৈর্দেহব্যাধ্যাদিভিস্তথা ।**
**বৃক্ষাদিজন্মনাশৈর্বা চিদ্রূপাত্মনি কিং ভবেৎ ॥২৬৪॥**

*অন্বয় ঃ* দেহ-ব্যাধি-আদিভিঃ (দেহের ব্যাধি প্রভৃতির দ্বারা) বা (অথবা) বৃক্ষ-আদি-জন্ম-নাশৈঃ (বৃক্ষাদির জন্ম বা নাশের দ্বারা) তথা (সেইরূপ) অহঙ্কার-গত-ইচ্ছাদ্যৈঃ (অহঙ্কার প্রতিবিম্বিত ইচ্ছাদির দ্বারা) চিৎ-রূপ-আত্মনি (চিদ্রূপ আত্মার) কিম্ ভবেৎ (কি হইবে) ? ॥২৬৪॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* (যেমন) দেহের ব্যাধি প্রভৃতির দ্বারা অথবা বৃক্ষাদির জন্ম ও বিনাশের দ্বারা (সাক্ষিরূপ আত্মার বোধ হয় না), তেমনই অহঙ্কার-গত ইচ্ছাদির দ্বারা চিদ্রূপ আত্মার কি হইবে? (কিছুই হইবে না) ॥২৬৪॥

**গ্রন্থিভেদাৎ পুরাপ্যেবমিতি চেত্তন্ন বিস্মর ।**
**অয়মেব গ্রন্থিভেদস্তব তেন কৃতী ভবান্ ॥ ২৬৫॥**

***অন্বয় ঃ*** গ্রন্থি-ভেদাৎ পুরা অপি (গ্রন্থি ভেদের পূর্বেও) এবম্ (এইরূপ [আত্মার কামাদি দ্বারা লিপ্ততা থাকে না]) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বল), [তবে বলি]—তৎ ন বিস্মর (সেই জ্ঞানটিকে ভুলিও না); অয়ম্ এব (ইহাই) তব গ্রন্থিভেদঃ (তোমার গ্রন্থিভেদ বা অধ্যাসের অবসান বা জ্ঞানলাভ); তেন (তাহার দ্বারা) ভবান্ কৃতী (তুমি কৃতার্থ [হইবে]) ॥ ২৬৫ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** গ্রন্থিভেদের পূর্বেও তো আত্মার কামাদি হইতে নির্লিপ্ততা থাকে, এইরূপ প্রশ্ন করিলে, তাহার উত্তর বলিতেছেন—সেই জ্ঞানটিকে ভুলিও না, কারণ ইহাই তোমার গ্রন্থিভেদ; এই জ্ঞানের দ্বারা তুমি কৃতার্থ হইবে॥ ২৬৫ ॥

**নৈবং জানন্তি মূঢ়াশ্চেৎ সোঽয়ং গ্রন্থির্ন চাপরঃ ।**
**গ্রন্থিতদ্ভেদমাত্রেণ বৈষম্যং মূঢ়বুদ্ধয়োঃ ॥ ২৬৬॥**

***অন্বয় ঃ*** মূঢ়াঃ এবম্ (মূঢ় ব্যক্তিরা এইরূপ) ন জানন্তি (জানে না) [ইতি] চেৎ (যদি এইরূপ বল), [তবে বলি] সঃ অয়ম্ গ্রন্থিঃ (তাহা এই হৃদয়গ্রন্থি), চ (আর) অপরঃ ন (অন্য কিছু নহে)। গ্রন্থি-তৎ-ভেদ-মাত্রেণ (গ্রন্থি ও গ্রন্থিভেদ দ্বারাই) মূঢ়-বুদ্ধয়োঃ (যথাক্রমে অজ্ঞানী ও জ্ঞানীর) বৈষম্যম্ (প্রভেদ [জানা যায়]) ॥ ২৬৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যদি বল, মূঢ় ব্যক্তিরা তো এই জ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞ, তবে বলি, সেই অজ্ঞান এই হৃদয়গ্রন্থি, আর অন্য কিছু নহে। গ্রন্থি ও গ্রন্থিভেদ দ্বারাই যথাক্রমে অজ্ঞানী ও জ্ঞানীর প্রভেদ জানা যায় ॥ ২৬৬॥

**প্রবৃত্তৌ বা নিবৃত্তৌ বা দেহেন্দ্রিয়মনোধিয়াম্ ।**
**ন কিঞ্চিদপি বৈষম্যমস্ত্যজ্ঞানিবিবুদ্ধয়োঃ ॥ ২৬৭॥**

***অন্বয় ঃ*** দেহ-ইন্দ্রিয়-মনঃ-ধিয়াম্ (দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি—ইহাদের) প্রবৃত্তৌ বা নিবৃত্তৌ বা (প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি বিষয়ে) অজ্ঞানী-বিবুদ্ধয়োঃ (অজ্ঞানী ও জ্ঞানীর মধ্যে) কিঞ্চিৎ অপি (কিছুমাত্রও) বৈষম্যম্ (প্রভেদ) ন অস্তি (নাই) ॥ ২৬৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি—ইহাদের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিতে অজ্ঞানী ও জ্ঞানীর মধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই ॥ ২৬৭॥

**ব্রাত্যশ্রোত্রিয়য়োর্বেদপাঠাপাঠকৃতা ভিদা ।**
**নাহারাদাবস্তি ভেদঃ সোঽয়ং ন্যায়োঽত্র যোজ্যতাম্ ॥ ২৬৮॥**

***অন্বয় ঃ*** ব্রাত্য-শ্রোত্রিয়য়োঃ (ব্রাত্য অর্থাৎ যে ত্রৈবর্ণিকদের যজ্ঞোপবীত-সংস্কার হয় নাই এবং শ্রোত্রিয় অর্থাৎ কৃতসংস্কার, শাস্ত্রাধ্যায়ী, ষট্‌কর্মরত ব্রাহ্মণাদি—ইহাদের মধ্যে) বেদপাঠ-অপাঠকৃতা (বেদপাঠ ও তদভাব লইয়া) ভিদা (ভেদ); আহারাদৌ (আহারাদি লইয়া) ভেদঃ ন অস্তি (ভেদ নাই)। সঃ অয়ম্ ন্যায়ঃ (সেই এই যুক্তি) অত্র যোজ্যতাম্ (এস্থলে [জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর মধ্যে] লাগাইয়া লও) ॥ ২৬৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ব্রাত্য[১] ও শ্রোত্রিয়ের মধ্যে বেদপাঠ ও তদভাব লইয়া ভেদ, আহারাদি বিষয়ে কোন ভেদ নাই। সেই যুক্তি জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর মধ্যে (পার্থক্য নির্ধারণে) প্রয়োগ কর ॥২৬৮॥

**ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ।**
**উদাসীনবদাসীন ইতি গ্রন্থিভিদোচ্যতে ॥ ২৬৯॥**

***অন্বয় ঃ*** [জ্ঞানী] সম্প্রবৃত্তানি (আগত কার্যের প্রতি) ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ করেন না) নিবৃত্তানি (নিবৃত্ত কার্যের প্রতি [সুখস্মৃতিবশতঃ তাহা]) ন কাঙ্ক্ষতি (আকাঙ্ক্ষা করেন না), উদাসীনবৎ (উদাসীনের ন্যায়) আসীনঃ ([সাক্ষিরূপে] অবস্থান করেন) ইতি (ইহাকে) গ্রন্থিভিদা উচ্যতে (গ্রন্থিভেদ বলে) ॥ ২৬৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** জ্ঞানী উপস্থিত কার্যের প্রতি দ্বেষ করেন না অথবা নিবৃত্ত কার্যের সুখস্মৃতিবশতঃ তাহার আকাঙ্ক্ষা করেন না, (কিন্তু) উদাসীনের ন্যায় সাক্ষিরূপে অবস্থান করেন (গীতা ১৪/২২-২৩)—ইহাকে গ্রন্থিভেদ বলে ॥২৬৯ ॥

**ঔদাসীন্যং বিধেয়ং চেদ্বচ্ছব্দব্যর্থতা তদা ।**
**ন শক্তা অস্য দেহাদ্যা ইতি চেদ্রোগ এব সঃ ॥ ২৭০॥**

***অন্বয় ঃ*** ঔদাসীন্যম্ (ঔদাসীন্য) বিধেয়ম্ (বিধান করাই উদ্দেশ্য) চেৎ (যদি এই কথা বল), তদা (তাহা হইলে) বৎ-শব্দ-ব্যর্থতা (বৎ-শব্দের অর্থ নিষ্ফল হইয়া যায়)। অস্য (ইঁহার) দেহাদ্যাঃ (দেহাদি) শক্তাঃ ন (কর্ম করিতে সমর্থ নহে) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বল), (তবে বলি) সঃ রোগঃ এব (তাহা রোগই, [ঔদাসীন্য নহে]) ॥ ২৭০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (জ্ঞানিগণের সমস্ত কর্মে) ঔদাসীন্য বিধান করা এই গীতাবাক্যের উদ্দেশ্য, যদি এইরূপ বল, তবে বলি—তাহা হইলে উদাসীন বৎ—এই 'বৎ' শব্দ নিরর্থক হইয়া যায়। আবার যদি এইরূপ বল যে জ্ঞানীর দেহাদি, কর্ম করিতে সমর্থ নহে, (এইহেতু তাঁহার প্রবৃত্তি হয় না), তবে বলি—তাহা ঔদাসীন্য নহে, তাহাকে রোগই বলে ॥২৭০॥

১ 'ব্রাত্য'—মনুসংহিতা ২/৩৮,৩৯ দ্রষ্টব্য

**তত্ত্ববোধং ক্ষয়ং ব্যাধিং মন্যন্তে যে মহাধিয়ঃ ।**
**তেষাং প্রজ্ঞাতিবিশদা কিং তেষাং দুঃশকং বদ ॥২৭১॥**

***অন্বয় ঃ*** যে (যে) মহাধিয়ঃ (মহাপণ্ডিতগণ) তত্ত্ববোধম্ (তত্ত্বজ্ঞানকে) ক্ষয়ম্ ব্যাধিম্ (ক্ষয়রোগ) মন্যন্তে (মনে করে) তেষাম্ (তাহাদিগের) প্রজ্ঞা (বুদ্ধি) অতিবিশদা (অতিরিক্ত বিশাল)। তেষাম্ (তাহাদিগের) দুঃশকম্ (অসাধ্য) কিম্ (কিই বা আছে), বদ (বল)॥ ২৭১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যে মহাপণ্ডিতগণ তত্ত্বজ্ঞানকে ক্ষয়রোগ[১] মনে করে তাহাদিগের বুদ্ধি অতিরিক্ত বিশাল ! বল, তাহাদিগের অসাধ্য কিছু আছে? ॥২৭১ ॥

**ভরতাদেরপ্রবৃত্তিঃ পুরাণোক্তেতি চেত্তদা ।**
**জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রতিং বিন্দন্নিত্যশ্রৌষীর্ন কিং শ্রুতিম্ ॥২৭২॥**

***অন্বয় ঃ*** ভরতাদেঃ (জড়ভরতাদির) অপ্রবৃত্তিঃ (কর্মে ঔদাসীন্য) পুরাণোক্তা (পুরাণে বর্ণিত আছে) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বল), তদা (তাহা হইলে [জিজ্ঞাসা করি]) জক্ষন্ ( ভোজন করিতে করিতে) ক্রীড়ন্ (ক্রীড়া করিতে করিতে) রতিম্ বিন্দন্ (রতিলাভ করিতে করিতে)—ইতি (ইত্যাদি) শ্রুতিম্ (শ্রতিবচন) কিম্ ন অশ্রৌষীঃ (কি শুন নাই) ? ॥২৭২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যদি বল, জড়ভরতাদির কর্মে অপ্রবৃত্তির কথা তো পুরাণে বর্ণিত আছে? তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি—"ভোজন করিতে করিতে, ক্রীড়া করিতে করিতে, রতিলাভ করিতে করিতে"—ইত্যাদি শ্রুতিবচন (ছাঃ উঃ ৮/১২/৩) [যাহা জ্ঞানিদিগের প্রবৃত্তিবিষয়ে উক্ত হইয়াছে,] তুমি কি শুন নাই? ॥২৭২॥

**ন হ্যাহারাদি সন্ত্যজ্য ভরতাদ্যাঃ স্থিতাঃ ক্বচিৎ ।**
**কাষ্ঠপাষাণবৎ কিন্তু সঙ্গভীতা উদাসতে ॥ ২৭৩॥**

***অন্বয় ঃ*** ভরতাদ্যাঃ (ভরতাদি [কেহ]) আহারাদি সন্ত্যজ্য (আহারাদি পরিত্যাগ করিয়া) কাষ্ঠপাষাণবৎ (কাষ্ঠ বা পাষাণাদির ন্যায়) ক্বচিৎ (কখনও) ন হি স্থিতাঃ (অবস্থান করেন নাই), কিন্তু (কিন্তু) সঙ্গভীতাঃ (সঙ্গদোষ ভয়ে ভীত হইয়া) উদাসতে (উদাসীনের ন্যায় ব্যবহার করিতেন) ॥ ২৭৩॥

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (উদ্বোধন)—২য় খণ্ড ১০৯৬ পৃঃ "শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছিল, বেশি ঈশ্বরচিন্তা করলে বেহেড হয়ে যায়। ... বোধস্বরূপ, যাঁর বোধে জগৎ বোধ করছে, তাঁকে চিন্তা করে অবোধ।"
আরও দ্রষ্টব্য ঐ ১ম খণ্ড, ৭৬১পৃঃ

*বঙ্গানুবাদ ঃ* আর ভরতাদি[১] আহারাদি পরিত্যাগ করিয়া কখন কাষ্ঠ বা পাষাণের ন্যায় জড় হইয়া অবস্থান করেন নাই। কিন্তু সঙ্গদোষ-ভয়ে ভীত হইয়া উদাসীনের ন্যায় ব্যবহার করিতেন ॥২৭৩॥

**সঙ্গী হি বাধ্যতে লোকে নিঃসঙ্গঃ সুখমশ্নুতে ।**
**তেন সঙ্গঃ পরিত্যাজ্যঃ সর্বদা সুখমিচ্ছতা ॥২৭৪॥**

*অন্বয় ঃ* হি (যেহেতু) লোকে (এই সংসারে) সঙ্গী (পার্থিব বিষয়ে আসক্ত ব্যক্তি) বাধ্যতে (বাধাবিঘ্ন অর্থাৎ দুঃখপ্রাপ্ত হয়), নিঃসঙ্গঃ (নিঃসঙ্গ বা অনাসক্ত ব্যক্তি) সুখম্ অশ্নুতে (সুখলাভ করে) তেন (সেই কারণে) সুখম্ ইচ্ছতা (যিনি সর্বদা সুখ পাইতে চাহেন তাঁহার দ্বারা) সঙ্গঃ (সঙ্গ বা বিষয়াসক্তি) সর্বদা (সর্বদা) পরিত্যাজ্যঃ (পরিত্যাজ্য) ॥ ২৭৪॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* যেহেতু এই সংসারে বিষয়াসক্ত ব্যক্তি দুঃখপ্রাপ্ত হয়[২] এবং নিঃসঙ্গ বা অনাসক্ত ব্যক্তি সুখ লাভ করে, সেই কারণে সুখাভিলাষীর দ্বারা সর্বদা সংসর্গ পরিত্যাজ্য ॥২৭৪ ॥

**অজ্ঞাত্বা শাস্ত্রহৃদয়ং মূঢ়ো বক্ত্যন্যথান্যথা ।**
**মূর্খাণাং নির্ণয়স্ত্বাস্তামস্মৎ সিদ্ধান্ত উচ্যতে ॥২৭৫॥**

*অন্বয় ঃ* মূঢ়ঃ (মূঢ় ব্যক্তিগণ) শাস্ত্র-হৃদয়ম্ (শাস্ত্রের মর্মার্থ) অজ্ঞাত্বা (না জানিয়া), অন্যথা অন্যথা বক্তি (নানা কথা কহিয়া থাকে)। মূর্খাণাম্ (সেই মূর্খদিগের) নির্ণয়ঃ (মন্তব্য) তু আস্তাম্ (থাকুক), অস্মৎ-সিদ্ধান্তঃ উচ্যতে (আমাদের সিদ্ধান্ত বলা হইতেছে) ॥২৭৫॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* মূঢ় ব্যক্তিগণ শাস্ত্রের তাৎপর্য অবগত না হইয়া (অন্তরে আসক্তিশূন্য এবং বাহিরে ব্যবহারপরায়ণ জ্ঞানিগণের সম্বন্ধে) বিপরীত নানা কথা কহিয়া থাকে। মূর্খদিগের সেইসব মন্তব্য থাকুক, আমাদের সিদ্ধান্ত বলা হইতেছে ॥২৭৫॥

**বৈরাগ্যবোধোপরমাঃ সহায়াস্তে পরস্পরম্ ।**
**প্রায়েণ সহ বর্তন্তে বিযুজ্যন্তে ক্বচিৎ ক্বচিৎ ॥২৭৬॥**

*অন্বয় ঃ* বৈরাগ্য-বোধ-উপরমাঃ (বৈরাগ্য, জ্ঞান ও উপরতি) তে (এই তিনটি) পরস্পরম্ সহায়াঃ (পরস্পর পরস্পরের সহায়ক), প্রায়েণ (প্রায়) সহ বর্তন্তে (এই

১ ভাগবত - ৫/৯-১০

২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (উদ্বোধন) ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৬১

তিনটি একসঙ্গে থাকে), ক্বচিৎ ক্বচিৎ (কোথাও কোথাও) বিযুজ্যন্তে (বিযুক্তভাবে থাকে) ॥ ২৭৬॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* বৈরাগ্য, জ্ঞান ও উপরতি এই তিনটি পরস্পর পরস্পরের সহায়ক। প্রায়ই ইহারা একাধারে থাকে, আবার কোথাও কোথাও (অর্থাৎ কোন কোন সাধকে) ইহাদের বিযুক্তভাবেও দেখিতে পাওয়া যায় ॥২৭৬॥

**হেতুস্বরূপকার্যাণি ভিন্নান্যেষামসঙ্করঃ ।**
**যথাবদবগন্তব্যঃ শাস্ত্রার্থং প্রবিবিচ্যতা ॥ ২৭৭॥**

*অন্বয় ঃ* হেতু-স্বরূপ-কার্যাণি (ইহাদের কারণ, স্বরূপ ও কার্য) ভিন্নানি (ভিন্ন ভিন্ন)। শাস্ত্র-অর্থম্ প্রবিবিচ্যতা (যিনি শাস্ত্রার্থ জানিবার জন্য বিচার করিবেন তাঁহার দ্বারা) এষাম্ (এই বৈরাগ্যাদির) অসঙ্করঃ (ভেদ) যথাবৎ অবগন্তব্যঃ (যথাযথভাবে বুঝিয়া লইতে হইবে) ॥ ২৭৭॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* কারণ, স্বরূপ ও কার্যানুসারে ইহারা ভিন্ন। যিনি শাস্ত্রার্থ জানিবার জন্য বিচার করিবেন, তিনি এই বৈরাগ্যাদির ভেদ যথাযথভাবে বুঝিয়া লইবেন ॥ ২৭৭॥

**দোষদৃষ্টির্জিহাসা চ পুনর্ভোগেষ্বদীনতা ।**
**অসাধারণহেত্বাদ্যা বৈরাগ্যস্য ত্রয়োঽপ্যমী ॥ ২৭৮॥**

*অন্বয় ঃ* দোষদৃষ্টিঃ (বিষয়ে দোষদৃষ্টি) চ (এবং) জিহাসা (বিষয় পরিত্যাগের ইচ্ছা) ভোগেষু (ভোগ্যবিষয়) পুনঃ অদীনতা (পুনঃপ্রাপ্তি বিষয়ে ইচ্ছার অভাব) অমী ত্রয়ঃ অপি (এই তিনটিই) বৈরাগ্যস্য (বৈরাগ্যের) অসাধারণ-হেত্বাদ্যাঃ (বিশেষ হেতু প্রভৃতি) ॥ ২৭৮॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* বিষয়ে দোষদৃষ্টি[১], বিষয় পরিত্যাগের ইচ্ছা এবং ভোগ্য বিষয় পুনর্বার পাইবার ইচ্ছার অভাব—এই তিনটি যথাক্রমে বৈরাগ্যের[২] বিশেষ বা অসাধারণ হেতু, স্বরূপ ও ফল ॥ ২৭৮॥

---

১ "জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্"—গীতা ১৩/৮

২ বৈরাগ্য দুই প্রকারের—জিজ্ঞাসামুখ্য ও জিহাসামুখ্য। সর্বপ্রকার ভোগসুখ করতলগত থাকিলেও জ্ঞানলাভেচ্ছায় সে সকলে যে বৈরাগ্য হয়, তাহাকে জিজ্ঞাসামুখ্য বৈরাগ্য বলে। আর শারীরিক ও মানসিক ক্লেশাদিদ্বারা নিপীড়িত হইয়া মোক্ষের ইচ্ছা হইলে, তাহাকে জিহাসামুখ্য বৈরাগ্য বলে। পতঞ্জলিও বশীকার বা অপরা বৈরাগ্য এবং পরা বৈরাগ্যের কথা বলিয়াছেন (সমাধিপাদ ১৫, ১৬)। জীবন্মুক্তিবিবেকে (১/৬-৮) বৈরাগ্য তিনপ্রকার বলা হইয়াছে—মন্দ, তীব্র ও তীব্রতর । বৈরাগ্য সম্বন্ধে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (উদ্বোধন) দ্রষ্টব্য—পৃঃ ১৩১-৩, ১৮২, ২০৮ প্রভৃতি ।

**শ্রবণাদিত্রয়ং তদ্বৎ তত্ত্বমিথ্যাবিবেচনম্ ।**
**পুনর্গ্রন্থেরনুদয়ো বোধস্যৈতে ত্রয়ো মতাঃ ॥২৭৯॥**

***অন্বয় ঃ*** শ্রবণাদি-ত্রয়ম্ (শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন এই তিনটি), তদ্বৎ (সেইরূপ) তত্ত্ব-মিথ্যা-বিবেচনম্ (কূটস্থরূপ 'তত্ত্ব' এবং অহংকাররূপ মিথ্যার ভেদজ্ঞান), পুনঃ (পুনরায়) গ্রন্থেঃ (হৃদয়গ্রন্থিসকলের) অনুদয়ঃ (উদয় না হওয়া) বোধস্য (জ্ঞানের) এতে ত্রয়ঃ (এই তিনটি [—যথাক্রমে হেতু, স্বরূপ ও ফল]) মতাঃ (ইহা [তত্ত্বজ্ঞগণের] মত) ॥ ২৭৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (সেইরূপ), শ্রবণাদি তিনটি, তত্ত্ব ও মিথ্যার ভেদজ্ঞান এবং হৃদয়ে সন্দেহের পুনরায় অনুদয়—এই তিনটি যথাক্রমে জ্ঞানের হেতু, স্বরূপ এবং ফল; ইহাই তত্ত্বজ্ঞগণের মত ॥২৭৯॥

**যমাদির্ধীর্নিরোধশ্চ ব্যবহারস্য সংক্ষয়ঃ ।**
**স্যুর্হেত্বাদ্যা উপরতেরিত্যসঙ্কর ঈরিতঃ ॥২৮০॥**

***অন্বয় ঃ*** যমাদিঃ (যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সবিকল্প সমাধি—এই আটটি যোগাঙ্গ), ধীঃ নিরোধঃ (প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতিরূপ পঞ্চবৃত্তির নিরোধ) চ (এবং) ব্যবহারস্য (লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারের) সংক্ষয়ঃ (বিনাশ) উপরতেঃ (এই তিনটি উপরতির) হেত্বাদ্যাঃ স্যুঃ (হেতু, স্বরূপ ও ফল) ইতি (এইপ্রকারে) অসঙ্করঃ ( ভেদযুক্ত বলিয়া) ঈরিতঃ (কথিত হইল) ॥ ২৮০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যমাদি[১] অষ্ট যোগাঙ্গ, প্রমাণাদি পঞ্চবৃত্তির নিরোধ[২] এবং লৌকিক-বৈদিক ব্যবহারের বিনাশ—এই তিনটি যথাক্রমে উপরতির হেতু, স্বরূপ ও ফল। এইভাবে (একত্র বিদ্যমান) বৈরাগ্যাদির ভেদ কথিত হইল ॥২৮০॥

**তত্ত্ববোধঃ প্রধানং স্যাৎ সাক্ষান্মোক্ষপ্রদত্বতঃ ।**
**বোধোপকারিণাবেতৌ বৈরাগ্যোপরমাবুভৌ ॥ ২৮১॥**

***অন্বয় ঃ*** তত্ত্ববোধঃ (তত্ত্বজ্ঞান) প্রধানম্ স্যাৎ (প্রধান) সাক্ষাৎ-মোক্ষ-প্রদত্বতঃ (সাক্ষাৎ মোক্ষপ্রদ বলিয়া), বৈরাগ্য-উপরমৌ এতৌ উভৌ (বৈরাগ্য ও উপরতি এই দুইটি) বোধ-উপকারিণৌ (জ্ঞানের সহায়ক সাধন) ॥ ২৮১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বৈরাগ্য, জ্ঞান এবং উপরতি এই তিনটির মধ্যে তত্ত্বজ্ঞান

১ পাতঞ্জলদর্শন-সাধনপাদ ২৯, ৩০, ৩২, ৪৬, ৪৯, ৫০, ৫৪; বিভূতিপাদ—১, ২, ৩ ও ৯ সূত্র এবং সমাধিপাদ—১৭, ১৮ দ্রষ্টব্য ।

২ সমাধিপাদ—৬ সূত্র

সাক্ষাৎ মোক্ষপ্রদ বলিয়া প্রধান[১]। বৈরাগ্য ও উপরতি এই দুইটি জ্ঞানের সহায়ক সাধন ॥২৮১॥

**ত্রয়োঽপ্যত্যন্তপক্কাশ্চেন্মহতস্তপসঃ ফলম্ ।**
**দুরিতেন ক্বচিৎ কিঞ্চিৎ কদাচিৎ প্রতিবধ্যতে ॥২৮২॥**

***অন্বয় ঃ*** ত্রয়ঃ অপি (বৈরাগ্যাদির তিনটিই) অত্যন্ত-পক্কাঃ চেৎ (অত্যন্ত পরিপক্করূপে [কোন এক-ব্যক্তিতে ] যদি দেখা যায়), [তাহা হইলে তাহা] মহতঃ তপসঃ ফলম্ (মহা তপস্যার ফল [বলিয়া বুঝিতে হইবে])। দুরিতেন (পূর্বকৃত কোন পাপকর্মের নিমিত্ত) ক্বচিৎ (কোথাও কোথাও) কিঞ্চিৎ (কিছু পরিমাণে) কদাচিৎ (কোন কোন ব্যক্তিতে) প্রতিবধ্যতে (তিনটির কোনটি প্রতিবন্ধত্ব প্রাপ্ত হয়) ॥২৮২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বৈরাগ্যাদির তিনটিই অত্যন্ত পরিপক্করূপে কোন এক-ব্যক্তিতে যদি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহা মহাতপস্যার ফল বলিয়া বুঝিতে হইবে। পাপকর্মের ফলে কোথাও কোথাও, কোন কোন ব্যক্তিতে, কিছু পরিমাণে এই তিনটির কোনটি ন্যূনতা[১] প্রাপ্ত হয় ॥২৮২॥

**বৈরাগ্যোপরতী পূর্ণে বোধস্তু প্রতিবধ্যতে ।**
**যস্য তস্য ন মোক্ষোঽস্তি পুণ্যলোকস্তপোবলাৎ ॥২৮৩॥**

***অন্বয় ঃ*** যস্য (যাহার) বৈরাগ্য-উপরতী (বৈরাগ্য এবং উপরতি) পূর্ণে (পূর্ণমাত্রায় আছে), তু (কিন্তু) বোধঃ (তত্ত্বজ্ঞান) প্রতিবধ্যতে (নাই বা প্রতিবদ্ধ হইয়াছে) তস্য (তাহার) মোক্ষঃ ন অস্তি (মোক্ষ লাভ হয় না)। তপোবলাৎ (বৈরাগ্যাদি পুণ্যকর্মের বলে) পুণ্যলোকঃ ([স্বর্গাদি] পুণ্যলোক [প্রাপ্তি ঘটে]) ॥ ২৮৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যাহার বৈরাগ্য ও উপরতি পূর্ণমাত্রায় আছে কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের হ্রাস বা ন্যূনতা হয়, তাহার মোক্ষলাভ হয় না। (তবে) বৈরাগ্য ও উপরতিরূপ তপস্যার ফলে যে পুণ্যসঞ্চয় হয় তাহার বলে স্বর্গাদিরূপ পুণ্যলোকপ্রাপ্তি[২] ঘটে ॥২৮৩॥

**পূর্ণে বোধে তদন্যৌ দ্বৌ প্রতিবদ্ধৌ যদা তদা ।**
**মোক্ষো বিনিশ্চিতঃ কিন্তু দৃষ্টদুঃখং ন নশ্যতি ॥২৮৪॥**

***অন্বয় ঃ*** পূর্ণে বোধে (পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান হইলে) তৎ-অন্যৌ দ্বৌ (তাহা ব্যতীত বাকি দুইটি) যদা প্রতিবদ্ধৌ (যদি প্রতিবন্ধকপ্রাপ্ত হয়) তদা (তাহা হইলে) মোক্ষঃ বিনিশ্চিতঃ

১ শ্বেতাশ্বতর উঃ ৩/৮, ৬/১৫। মুণ্ডক উঃ ১/২/১২। বৃঃ উঃ ৪/৪/২৩ দ্রষ্টব্য

২ গীতা—৬/৪১

(মোক্ষ নিশ্চিত) কিন্তু (কিন্তু) দৃষ্ট-দুঃখম্ (দৃষ্ট দুঃখ অর্থাৎ ইহলোকের দুঃখকষ্ট) ন নশ্যতি (নষ্ট হয় না) ॥ ২৮৪ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যাঁহার বৈরাগ্য ও উপরতি—এই দুইটি প্রতিবন্ধকপ্রাপ্ত হইয়াছে কিন্তু যদি তাঁহার পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান হয়, তাহা হইলে তাঁহার মোক্ষ নিশ্চিত। কিন্তু বৈরাগ্য ও উপরতির অভাবহেতু ইহলৌকিক দুঃখকষ্টের[১] লাঘব হয় না ॥ ২৮৪ ॥

**ব্রহ্মলোকতৃণীকারো বৈরাগ্যস্যাবধির্মতঃ ।**
**দেহাত্মবৎ পরাত্মত্বদার্ঢ্যে বোধঃ সমাপ্যতে ॥ ২৮৫ ॥**

***অন্বয় ঃ*** ব্রহ্মলোক-তৃণীকারঃ (ব্রহ্মলোক পর্যন্ত যখন তৃণের ন্যায় তুচ্ছ বোধ হয়) বৈরাগ্যস্য ([তাহা] বৈরাগ্যের) অবধিঃ মতঃ (সীমা বুঝিতে হইবে)। দেহাত্মবৎ (দেহে আত্মবুদ্ধির ন্যায়) পরাত্মত্ব-দার্ঢ্যে (যখন পরমাত্মাতে আত্মবুদ্ধি দৃঢ় হইবে) [তখন] বোধঃ (তত্ত্বজ্ঞান) সমাপ্যতে (সীমালাভ করে) ॥ ২৮৫ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ব্রহ্মলোকও তৃণের ন্যায় তুচ্ছ বোধ হইলে, তাহা বৈরাগ্যের সীমা বুঝিতে হইবে এবং দেহে আত্মবুদ্ধির ন্যায় পরব্রহ্মে আত্মবুদ্ধি দৃঢ় হইলে, তাহা তত্ত্বজ্ঞানের সীমা বুঝিতে হইবে ॥ ২৮৫ ॥

**সুপ্তিবদ্বিস্মৃতিঃ সীমা ভবেদুপরমস্য হি ।**
**দিশানয়া বিনিশ্চেয়ং তারতম্যমবান্তরম্ ॥ ২৮৬ ॥**

***অন্বয় ঃ*** সুপ্তিবৎ (সুষুপ্তিতে যেমন [সকল বাহ্য ও স্বাপ্ন বিষয়ের সম্পূর্ণ বিস্মৃতি হয়] তেমনই) বিস্মৃতিঃ ([বাহ্যবিষয়ে সম্পূর্ণ] বিস্মৃতি [হইলে তাহা]) উপরমস্য (উপরতির) সীমা ভবেৎ হি (সীমা বুঝিতে হইবে)। অনয়া দিশা (এই প্রকার প্রণালীতে) অবান্তরম্ তারতম্যম্ (অবান্তর ভেদ) বিনিশ্চেয়ম্ (নিশ্চয় করিয়া লইবে) ॥ ২৮৬ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সুষুপ্তির ন্যায় জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালে বিষয়ভোগবিস্মৃতি জন্মিলে তাহা উপরতির সীমা বুঝিতে হইবে। এই প্রণালীতে ইহাদের অবান্তরভেদ (নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে) বুঝিয়া লইবে ॥ ২৮৬ ॥

**আরব্ধকর্মনানাত্বাদ্বুদ্ধানামন্যথান্যথা ।**
**বর্তনং তেন শাস্ত্রার্থে ভ্রমিতব্যং ন পণ্ডিতৈঃ ॥ ২৮৭ ॥**

***অন্বয় ঃ*** আরব্ধ-কর্ম-নানাত্বাৎ (প্রারব্ধ কর্মের ভিন্নতাহেতু) বুদ্ধানাম্

১ শুধুমাত্র পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান লইয়া জ্ঞানীর জীবন্মুক্তি সুখভোগ হয় না। দেহাবসানে দৃষ্ট দুঃখ কষ্টের নাশের সঙ্গে সঙ্গে বিদেহমুক্তি দ্বারা মোক্ষলাভ হয়।

(জ্ঞানিগণের) অন্যথা অন্যথা বর্তনম্ (ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন প্রকার [হইয়া থাকে])। তেন (সেই কারণে) পণ্ডিতৈঃ (বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের) শাস্ত্রার্থে ([জ্ঞানদ্বারাই মোক্ষলাভ হয়—এই] শাস্ত্রার্থে) ন ভ্রমিতব্যম্ (ভ্রম করা উচিত নহে) ॥ ২৮৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ভিন্ন ভিন্ন লোকের প্রারব্ধকর্ম ভিন্ন ভিন্ন হয় বলিয়া জ্ঞানিগণের ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। সেইহেতু সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণের 'জ্ঞানদ্বারাই মোক্ষ হয়'—এই শাস্ত্রার্থে ভ্রম করা উচিত নহে ॥ ২৮৭॥

**স্বস্বকর্মানুসারেণ বর্তন্তাং তে যথা তথা ।**
**অবিশিষ্টঃ সর্ববোধঃ সমা মুক্তিরিতি স্থিতিঃ ॥ ২৮৮॥**

***অন্বয় ঃ*** তে (জ্ঞানিগণ) স্ব-স্ব-কর্ম-অনুসারেণ (নিজ নিজ কর্মানুসারে) যথা তথা বর্তন্তাম্ (যে কোন প্রকারে ব্যবহার করিতে থাকুন না কেন) সর্ববোধঃ অবিশিষ্টঃ (তাঁহাদের সকলের জ্ঞান তুল্যরূপ) মুক্তিঃ সমা (এবং মুক্তি নির্বিশেষ অর্থাৎ তারতম্য হীন) ইতি স্থিতিঃ (ইহা সিদ্ধান্ত) ॥ ২৮৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** জ্ঞানিগণ নিজ নিজ কর্মানুসারে যে কোন প্রকারে ব্যবহার করুন না কেন, তাঁহাদের সকলের জ্ঞান তুল্যরূপ এবং মুক্তি নির্বিশেষ—ইহা সিদ্ধান্ত[১] ॥ ২৮৮॥

**জগচ্চিত্রংস্বচৈতন্যে পটে চিত্রমিবার্পিতম্ ।**
**মায়য়া তদুপেক্ষ্যৈব চৈতন্যং পরিশিষ্যতাম্ ॥ ২৮৯॥**

***অন্বয় ঃ*** জগৎ চিত্রম্ (এই যে জগৎরূপ চিত্র) পটে চিত্রম্ ইব (তাহা পটের উপর অঙ্কিত চিত্রের ন্যায়) স্বচৈতন্যে (স্বরূপভূত চৈতন্যোব উপর) মায়যা অর্পিতম্ (মায়াদ্বারা অধ্যারোপিত হইয়াছে)। তৎ-উপেক্ষ্য (সেই জগদ্রূপ চিত্রকে উপেক্ষা করিয়া) চৈতন্যম্ এব (চৈতন্যরূপেই) পরিশিষ্যতাম্ (তাহার পরিশেষ করা কর্তব্য) ॥ ২৮৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এই জগদ্রূপ চিত্র, পটে অঙ্কিত চিত্রের ন্যায়, মায়াদ্বারা স্বরূপভূত চৈতন্যের উপর অধ্যারোপিত হইয়াছে। সেই জগদ্রূপ চিত্রকে উপেক্ষা করিয়া—চৈতন্যরূপ আত্মাতেই তাহার পরিশেষ করা কর্তব্য ॥ ২৮৯॥

**চিত্রদীপমিমং নিত্যং যেঽনুসন্দধতে বুধাঃ ।**
**পশ্যন্তোঽপি জগচ্চিত্রং তে মুহ্যন্তি ন পূর্ববৎ ॥ ২৯০॥**

১ "কৃষ্ণো ভোগী শুকস্ত্যাগী নৃপৌ জনকরাঘবৌ। বশিষ্ঠঃ কর্মকর্তা চ সর্বে তে জ্ঞানিনঃ সমাঃ॥"—প্রাচীন শ্লোক। অর্থাৎ কৃষ্ণ ভোগী, শুক অনুপণীত পরিব্রাজক, জনক 'বিদেহ' মিথিলাধিপতি, রাম রাবণবিজয়ী অযোধ্যাপতি এবং বশিষ্ঠ বৈদিক কর্মদক্ষ রঘুকুলপুরোহিত হইলেও ইঁহাদের আত্মজ্ঞানের পার্থক্য নাই।

**অন্বয় :** যে বুধাঃ (যে বুদ্ধিমান্ মুমুক্ষুগণ) ইমম্ চিত্রদীপম্ (এই চিত্রদীপ [প্রকরণের]) নিত্যম্ অনুসন্দধতে ([গূঢ়ার্থ নির্ধারণের জন্য] নিত্য অনুসন্ধান করিতে থাকেন) তে (তাঁহারা) জগচ্চিত্রম্ (জগদ্রূপ চিত্র) পশ্যন্তঃ অপি (দেখিতে থাকিলেও) পূর্ববৎ (পূর্বের ন্যায়) ন মুহ্যন্তি (মোহগ্রস্ত হন না) ॥ ২৯০॥

***বঙ্গানুবাদ* :** যে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মুমুক্ষুগণ এই চিত্রদীপ প্রকরণের গূঢ়ার্থ নির্ধারণের জন্য নিত্য ইহার আলোচনা করিতে থাকেন, তাঁহারা জগদ্রূপ চিত্র দেখিতে থাকিলেও (ইহার অসারতা জানিয়াছেন বলিয়া) পূর্বের ন্যায় মোহগ্রস্ত হন না ॥ ২৯০॥

**॥ ইতি চিত্রদীপ-প্রকরণম্ সমাপ্তম্ ॥**

॥ চিত্রদীপ-প্রকরণ সমাপ্ত হইল ॥

# পঞ্চদশী

## সপ্তম অধ্যায়

### ॥ তৃপ্তিদীপ-প্রকরণ ॥

**আত্মানঞ্চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পূরুষঃ ।
কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসংজ্বরেৎ ॥১॥**

***অন্বয় ঃ*** পূরুষঃ (জীব) আত্মানম্ (নিজেকে) "অয়ম্ অস্মি" (আমি হইতেছি [সেই পরমাত্মস্বরূপ]) ইতি বিজানীয়াৎ চেৎ (যদি এইরূপ বুঝিতে পারে), (তাহা হইলে) কিম্ ইচ্ছন্ (কিসের ইচ্ছায়), কস্য কামায় ([অথবা] কাহার কামনায়) শরীরম্ অনুসংজ্বরেৎ (শরীরের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখাদির অনুভব করিবে) ? ॥১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** জীব যদি বুঝিতে পারে যে "আমি সেই পরমাত্মস্বরূপ" তাহা হইলে কিসের ইচ্ছায় বা কাহার কামনায় সে শরীরের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ অনুভব করিবে ? ॥১॥ (বৃঃ উঃ ৪/৪/১২)

***তাৎপর্য ঃ*** এক্ষণে তৃপ্তিদীপ প্রকরণ আরম্ভ হইতেছে। পরমতৃপ্তি, যাহার পরে আর প্রাপ্তব্য কিছুই থাকে না সেই অবস্থার বর্ণনা হইতেছে এই প্রকরণের উদ্দেশ্য। জীবের সকল দুঃখকষ্টের কারণ দুইটি—(ক) জীব তাহার প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ; (খ) জীবের শরীরের সহিত একাত্মতা অনুভব। এই দুইটি কারণের অভাব হইলে কামনা ও দুঃখাদির নিবৃত্তি হয়।

**অস্যাঃ শ্রুতেরভিপ্রায়ঃ সম্যগত্র বিচার্যতে ।
জীবন্মুক্তস্য যা তৃপ্তিঃ সা তেন বিশদায়তে ॥২॥**

***অন্বয় ঃ*** অস্যাঃ শ্রুতেঃ (এই শ্রুতির) অভিপ্রায়ঃ (অভিপ্রায়) অত্র (এই প্রকরণে) সম্যক্ বিচার্যতে (সম্যগ্‌রূপে বিচার করা হইতেছে)। তেন (সেই বিচারদ্বারা) জীবন্মুক্তস্য (জীবন্মুক্তের) যা তৃপ্তিঃ (যে আনন্দলাভ) সা (তাহা) বিশদায়তে (স্পষ্টরূপে বুঝানো হইতেছে) ॥২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** উক্ত শ্রুতির অভিপ্রায় এই প্রকরণে সম্যগরূপে বিচার করা হইতেছে। সেই বিচারদ্বারা জীবন্মুক্তের যে (শ্রুতিসিদ্ধ নিরতিশয়) তৃপ্তি (উৎপন্ন হয়) তাহা স্পষ্টরূপে বুঝানো হইতেছে ॥২॥

**মায়াভাসেন জীবেশৌ করোতীতি শ্রুতত্বতঃ ।**
**কল্পিতাবেব জীবেশৌ তাভ্যাং সর্বং প্রকল্পিতম্ ॥৩॥**

***অন্বয় ঃ*** মায়া-আভাসেন (মায়া চৈতন্যপ্রতিবিম্বদ্বারা) জীব-ঈশৌ (জীব ও ঈশ্বর) করোতি (করেন) ইতি শ্রুতত্বতঃ (এই শ্রুতি অনুযায়ী) জীব-ঈশৌ (জীব ও ঈশ্বর) কল্পিতৌ এব (কল্পিতই), তাভ্যাম্ (তাঁহাদের উভয়ের দ্বারা) সর্বম্ (সমগ্র জগৎ) প্রকল্পিতম্ (কল্পিত হইয়াছে) ॥৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** 'মায়া চৈতন্যপ্রতিবিম্বদ্বারা জীব ও ঈশ্বর সৃজন করেন'—এই শ্রুতি অনুযায়ী (নৃঃ উঃ তাঃ উঃ ৯) জীব ও ঈশ্বর কল্পিতই। তাঁহাদের উভয়ের দ্বারা সমগ্র জগৎ কল্পিত হইয়াছে ॥৩॥

***তাৎপর্য ঃ*** প্রথম শ্লোকোক্ত বৃহদারণ্যক শ্রুতিস্থ 'পুরুষ' শব্দের অর্থ বলিবার জন্য উপোদ্‌ঘাতরূপে বা প্রস্তাবনারূপে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছেন। জগদুপাদান-রূপা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি সত্ত্বগুণের শুদ্ধি ও অশুদ্ধিবশতঃ দুই প্রকারে বিভক্ত হইয়া মায়া ও অবিদ্যা আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই মায়া ও অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মচৈতন্যই যথাক্রমে সমষ্টিরূপে ঈশ্বর ও ব্যষ্টিরূপে জীব সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। (বর্তমান গ্রন্থের প্রথমাধ্যায়ের ১৫ হইতে ১৭ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য।)

**ঈক্ষণাদিপ্রবেশান্তা সৃষ্টিরীশেন কল্পিতা ।**
**জাগ্রদাদিবিমোক্ষান্তঃ সংসারো জীবকল্পিতঃ ॥৪॥**

***অন্বয় ঃ*** ঈক্ষণ-আদি-প্রবেশ-অন্তা (আলোচনা বা সংকল্প হইতে আরম্ভ করিয়া প্রবেশ পর্যন্ত) সৃষ্টিঃ (যে সৃষ্টি তাহা) ঈশেন কল্পিতা (ঈশ্বরের দ্বারা কল্পিত)। জাগ্রৎ-আদি-বিমোক্ষ-অন্তঃ (জাগ্রৎ হইতে আরম্ভ করিয়া মোক্ষ পর্যন্ত) সংসারঃ (যে সংসার তাহা) জীবকল্পিতঃ (জীবদ্বারা কল্পিত) ॥৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সৃষ্টি বিষয়ক আলোচনা বা সংকল্প হইতে আরম্ভ করিয়া সৃষ্টিতে অনুপ্রবেশ পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপার ঈশ্বরের দ্বারা কল্পিত এবং জাগ্রৎ হইতে মোক্ষ পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপার জীবদ্বারা কল্পিত ॥৪॥ (ষষ্ঠ অধ্যায়ে ২১৩ শ্লোকরূপে পূর্বে উক্ত হইয়াছে।)

**ভ্রমাধিষ্ঠানভূতাত্মা কূটস্থাঽসঙ্গচিদ্বপুঃ ।**
**অন্যোন্যাধ্যাসতোঽসঙ্গধীস্থজীবোঽত্র পুরুষঃ ॥৫॥**

***অন্বয় ঃ*** কূটস্থ-অসঙ্গ-চিৎ-বপুঃ (অবিকারী, অসঙ্গ, শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ), ভ্রম-অধিষ্ঠানভূত-আত্মা (অধ্যাসের অধিষ্ঠানরূপে বিদ্যমান পরমাত্মা), [স্বরূপতঃ অসঙ্গ থাকিয়া] অন্যোন্য-অধ্যাসতঃ (পরস্পরের উপর পরস্পরের স্বরূপ ও ধর্মের অধ্যাসের

দ্বারা) অসঙ্গ-ধীস্থ-জীবঃ ([আপনার সহিত] পারমার্থিকসম্বন্ধশূন্য বুদ্ধিতে অবস্থিত হইয়া জীব [হন]), অত্র (এই শ্রুতিবচনে) পুরুষঃ ([তিনিই] পুরুষ) ॥৫॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* (যিনি অর্থাৎ যে ব্রহ্ম) অবিকারী, অসঙ্গ, শুদ্ধ চৈতন্য-স্বরূপ, অধ্যাসের অধিষ্ঠানরূপে বিদ্যমান পরমাত্মা, (স্বরূপতঃ অসঙ্গ থকিয়া) পরস্পর পরস্পরের স্বরূপ ও ধর্মের অধ্যাসের দ্বারা আপনার সহিত পারমার্থিকসম্বন্ধশূন্য বুদ্ধিতে অবস্থিত হইয়া জীব হন, তিনিই এই শ্রুতিবচনে 'পুরুষ'[১] শব্দে উক্ত হইয়াছেন ॥৫॥

**সাধিষ্ঠানো বিমোক্ষাদৌ জীবোঽধিক্রিয়তে ন তু ।**
**কেবলো নিরধিষ্ঠানবিভ্রান্তেঃ ক্বাপ্যসিদ্ধিতঃ ॥৬॥**

*অন্বয় ঃ* সাধিষ্ঠানঃ জীবঃ (অধিষ্ঠান চৈতন্যসহিত জীব) বিমোক্ষাদৌ (বন্ধমোক্ষের সাধনের অনুষ্ঠানে) অধিক্রিয়তে (অধিকারী হইতে পারে) ন তু কেবলঃ (কেবল চিদাভাসরূপ জীব পারে না)। ক্ব অপি (কোথাও) নিরধিষ্ঠান-বিভ্রান্তেঃ (অধিষ্ঠানশূন্য ভ্রম) অসিদ্ধিতঃ (যেহেতু দেখা যায় না) ॥৬॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* অধিষ্ঠান-চৈতন্যসহিত জীব বন্ধমোক্ষের সাধনের অধিকারী হইতে পারে। কেবল চিদাভাসরূপ জীব সেই সাধনের অধিকারী হইতে পারে না। কারণ নিরধিষ্ঠান ভ্রম কোথাও দেখা যায় না ॥৬॥

**অধিষ্ঠানাংশসংযুক্তং ভ্রমাংশমবলম্বতে ।**
**যদা তদাহং সংসারীত্যেবং জীবোঽভিমন্যতে ॥৭॥**

*অন্বয় ঃ* যদা (যখন) জীবঃ (জীব) অধিষ্ঠান-অংশ-সংযুক্তম্ (অধিষ্ঠানের অংশযুক্ত অর্থাৎ কূটস্থের সহিত) ভ্রমাংশম্ (ভ্রমের অংশরূপ [চিদাভাসযুক্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম দুই] শরীরকে) অবলম্বতে (অবলম্বন করে), তদা (তখন) 'অহম্ সংসারী' ('আমি সংসারী') ইতি এবম্ (এই প্রকার) অভিমন্যতে (অভিমান করে) ॥৭॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* জীব যখন অধিষ্ঠানাংশরূপ কূটস্থ-সহিত, ভ্রমাংশরূপ চিদাভাসযুক্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম দুই শরীরকে আশ্রয় করে, তখন সে 'আমি সংসারী' এইরূপ অভিমান করে ॥৭॥

১ "পুরুষঃ"—'স বা অয়ং পুরুষঃ সর্বাসু পূর্ষু পুরিশয়ঃ'—বৃঃ উঃ ২/৫/১৮

**ব্রহ্ম, জীব বা ঈশ্বররূপে পরিণত হন না। জীব ও ঈশ্বর ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব মাত্র। ব্রহ্ম ও বুদ্ধির অন্যোন্যাধ্যাস পারমার্থিক নহে। ইহা মিথ্যাই। আর এই মিথ্যা অধ্যাসের ফলে বুদ্ধিতে অসঙ্গ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব হয় বলিয়া ব্রহ্মকে 'ধীস্থ' বলা হইয়াছে।**

**ভ্রমাংশস্য তিরস্কারাদধিষ্ঠানপ্রধানতা ।**
**যদা তদা চিদাত্মাহমসঙ্গোঽস্মীতি বুধ্যতে ॥৮॥**

***অন্বয় :*** যদা (যখন) ভ্রম-অংশস্য (ভ্রমাংশের বা চিদাভাসযুক্ত শরীরের) তিরস্কারাৎ (পরিত্যাগ হইতে) অধিষ্ঠান-প্রধানতা (অধিষ্ঠানের প্রধানতা [হয়]), তদা (তখন) অহম্ (আমি) চিদাত্মা (চৈতন্যস্বরূপ) অসঙ্গঃ অস্মি (অসঙ্গ) ইতি (এইরূপ) বুধ্যতে (অনুভব করে) ॥৮॥

***বঙ্গানুবাদ :*** আর যখন ভ্রমাংশকে পরিত্যাগ করিয়া কূটস্থরূপ অধিষ্ঠানের প্রধানতা হয়, তখন 'আমি অসঙ্গ চৈতন্যস্বরূপ' এইরূপ অনুভব করে ॥৮॥

**নাসঙ্গেঽহংকৃতির্যুক্তা কথমস্মীতি চেচ্ছৃণু ।**
**একো মুখ্যো দ্বাবমুখ্যাবিত্যর্থস্ত্রিবিধোঽহমঃ ॥৯॥**

***অন্বয় :*** অসঙ্গে (অসঙ্গ চৈতন্যে) অহংকৃতিঃ (অহংকার) ন যুক্তা (সম্ভব নয়); কথম্ (কি প্রকারে) অস্মি (আমি অসঙ্গ) [এই প্রকার অনুভব সম্ভব হয়?] ইতি চেৎ (যদি এইরূপ শঙ্কা হয়); [তাহা হইলে] শৃণু (শ্রবণ কর)—একঃ মুখ্যঃ (একটি মুখ্য), দ্বৌ অমুখ্যৌ (দুইটি গৌণ)—ইতি (এইরূপ) অহমঃ (অহম্ শব্দের) ত্রিবিধঃ অর্থঃ (তিন প্রকার অর্থ [হয়]) ॥৯॥

***বঙ্গানুবাদ :*** (যদি এইরূপ আশঙ্কা কর যে) অসঙ্গ চৈতন্যে অহংকার সম্ভব নয়; তাহা হইলে কি প্রকারে জীবের 'আমি অসঙ্গ' এইরূপ অনুভব সম্ভব? তদুত্তরে শ্রবণ কর, 'অহম্' শব্দের তিনটি অর্থ—একটি মুখ্য, দুইটি গৌণ ॥৯॥

**অন্যোন্যাধ্যাসরূপেণ কূটস্থাভাসয়োর্বপুঃ ।**
**একীভূয় ভবেন্মুখ্যস্তত্র মূঢ়ৈঃ প্রযুজ্যতে ॥১০॥**

***অন্বয় :*** কূটস্থ-আভাসয়োঃ (কূটস্থ চৈতন্য ও চিদাভাসের) বপুঃ (স্বরূপ) অন্যোন্য-অধ্যাসরূপেণ (পরস্পরাধ্যাসবশতঃ) একীভূয় (এক হইয়া) মুখ্যঃ ভবেৎ ([অহম্ শব্দের] মুখ্যার্থ হয়)। তত্র (সেই অর্থে) মূঢ়ৈঃ প্রযুজ্যতে (মূঢ় ব্যক্তিদের দ্বারা ['অহম্' শব্দের] প্রয়োগ হইয়া থাকে) ॥১০॥

***বঙ্গানুবাদ :*** পরস্পরাধ্যাস দ্বারা কূটস্থ চৈতন্য ও চিদাভাস—এতদুভয়ের স্বরূপের যে একীভাব তাহা 'অহম্' শব্দের মুখ্যার্থ। কারণ মোহগ্রস্ত ব্যক্তিদের দ্বারা এই অর্থেই 'অহম্' শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে ॥১০॥

**পৃথগাভাসকূটস্থাবমুখ্যৌ তত্র তত্ত্ববিৎ ।**
**পর্যায়েণ প্রযুংক্তেঽহংশব্দং লোকে চ বৈদিকে ॥১১॥**

**অন্বয় ঃ** পৃথক্ আভাস-কূটস্থৌ (পৃথক চিদাভাস ও কূটস্থ চৈতন্য) অমুখ্যৌ ([অহম্ শব্দের] গৌণ অর্থ)। তত্ত্ববিৎ (তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি) তত্র (সেই উভয় অর্থে) অহম্ শব্দম্ (অহম্ শব্দকে) লোকে বৈদিকে চ (লৌকিক ও বৈদিক অর্থে) পর্যায়েণ (পর্যায়ক্রমে) প্রযুংক্তে (প্রয়োগ করিয়া থাকেন) ॥ ১১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** পৃথক্ভাবে চিদাভাস ও কূটস্থ চৈতন্য উভয়ই 'অহম্' শব্দের গৌণ অর্থ। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা 'অহম্' শব্দকে সেই উভয় অর্থে, পর্যায়ক্রমে লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারে প্রয়োগ করিয়া থাকেন॥ ১১ ॥

**লৌকিকব্যবহারেঽহং গচ্ছামীত্যাদিকে বুধঃ ।**
**বিবিচ্যৈব চিদাভাসং কূটস্থাত্তং বিবক্ষতি ॥ ১২॥**

**অন্বয় ঃ** বুধঃ (জ্ঞানী) 'অহম্ গচ্ছামি' (আমি যাইতেছি) ইত্যাদিকে লৌকিক-ব্যবহারে (ইত্যাদি লৌকিক ব্যবহারে) কূটস্থাৎ (কূটস্থ চৈতন্য হইতে) চিদাভাসম্ (চিদাভাসকে) বিবিচ্য (পৃথক করিয়া) তম্ এব (সেই চিদাভাসকেই), [আমি বা অহম্ শব্দদ্বারা] বিবক্ষতি (বুঝাইতে ইচ্ছা করেন) ॥ ১২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** 'আমি যাইতেছি' ইত্যাদিরূপ লৌকিক ব্যবহারে তত্ত্ববিৎ কূটস্থ হইতে আভাসকে পৃথক করিয়া, তাহাকেই 'অহম্' বা 'আমি' শব্দদ্বারা বলিতে ইচ্ছা করেন ॥ ১২॥

**অসঙ্গোঽহং চিদাত্মাহমিতি শাস্ত্রীয়দৃষ্টিতঃ ।**
**অহংশব্দং প্রযুংক্তেঽয়ং কূটস্থে কেবলে বুধঃ ॥ ১৩॥**

**অন্বয় ঃ** অয়ম্ বুধঃ ([আর] এই জ্ঞানী) শাস্ত্রীয়-দৃষ্টিতঃ (শাস্ত্রীয় দৃষ্টির প্রয়োগে) কেবলে কূটস্থে (কেবল কূটস্থ অর্থে) অহম্ অসঙ্গঃ (আমি অসঙ্গ), অহম্ চিদাত্মা (আমি চিদাত্মা) ইতি (এইরূপে) অহম্ শব্দম্ প্রযুংক্তে (অহম্ শব্দকে প্রয়োগ করিয়া থাকেন) ॥ ১৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** আর এই জ্ঞানী শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে কেবল কূটস্থ অর্থে "আমি অসঙ্গ", "আমি চিদাত্মা" এইরূপ ব্যবহারে 'অহম্' বা 'আমি' শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকেন ॥১৩॥

**জ্ঞানিতাজ্ঞানিতে ত্বাত্মাভাসস্যৈব ন চাত্মনঃ ।**
**তথা চ কথমাভাসঃ কূটস্থোঽস্মীতি বুধ্যতাম্ ॥ ১৪॥**

**অন্বয় ঃ** তু (কিন্তু) জ্ঞানিতা-অজ্ঞানিতে (জ্ঞানিত্ব আব অজ্ঞানিত্ব) আত্মাভাসস্য এব (আভাস চৈতন্যেরই [ধর্ম]), ন চ আত্মনঃ (আত্মার বা কূটস্থের নহে)। তথা চ

(তাহা হইলে) আভাসঃ (আভাস চৈতন্য) কূটস্থঃ অস্মি (আমি কূটস্থ) ইতি (এইরূপ) কথম্ (কি প্রকারে) বুধ্যতাম্ (বুঝিতে পারে) ? ॥ ১৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (শঙ্কা) জ্ঞানিত্ব-অজ্ঞানিত্ব তো আভাস চৈতন্যেরই ধর্ম, তাহা কূটস্থের ধর্ম নহে। তাহা হইলে আভাস চৈতন্য 'আমি কূটস্থ' ইহা কি প্রকারে জানিতে পারে ? ॥ ১৪ ॥

***তাৎপর্য ঃ*** চিদাভাস যেহেতু কূটস্থ হইতে ভিন্ন এবং কল্পিত, অতএব চিদাভাসের 'আমি কূটস্থ' এইরূপ জ্ঞান ভ্রান্তিজন্য—সুতরাং এইরূপ জ্ঞান সম্ভব নহে। ইহাই পূর্বপক্ষীর আশঙ্কা।

**নায়ং দোষশ্চিদাভাসঃ কূটস্থৈকস্বভাববান্ ।**
**আভাসত্বস্য মিথ্যাত্বাৎ কূটস্থত্বাবশেষণাৎ ॥ ১৫॥**

***অন্বয় ঃ*** (উত্তর) অয়ম্ দোষঃ ন (না, ইহাতে দোষের কিছু নাই)। চিদাভাসঃ (চিদাভাস) কূটস্থ-এক-স্বভাববান্ (কূটস্থের সহিত এক স্বভাববিশিষ্ট)। আভাসত্বস্য (চিদাভাসের আভাসরূপতার) মিথ্যাত্বাৎ (মিথ্যাত্বহেতু) কূটস্থত্ব-অবশেষণাৎ (যেহেতু কূটস্থে তাহার পরিণতি বা পর্যবসান) ॥ ১৫ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (উত্তর) না, ইহাতে দোষের কিছু নাই, কারণ চিদাভাস কূটস্থের সহিত অভিন্ন স্বভাববিশিষ্ট (আর কূটস্থ হইতে চিদাভাসের ভেদ অবাস্তব বলিয়া অসিদ্ধ)। কারণ চিদাভাসের আভাসরূপতা মিথ্যা বলিয়া কূটস্থে তাহার পরিণতি বা পর্যবসান হয় ॥ ১৫ ॥

**কূটস্থোঽস্মীতি বোধোঽপি মিথ্যা চেন্নেতি কো বদেৎ ।**
**ন হি সত্যতয়াভীষ্টং রজ্জুসর্পবিসর্পণম্ ॥ ১৬॥**

***অন্বয় ঃ*** 'কূটস্থঃ অস্মি' (আমি কূটস্থ) ইতি বোধঃ অপি (এই বোধও) মিথ্যা (মিথ্যা) চেৎ (যদি এইরূপ বল)। [তবে বলি]—ন ইতি ('না'—এই কথা) কঃ বদেৎ (কে বলে)? হি (কারণ) রজ্জু-সর্প-বিসর্পণম্ (রজ্জুতে ভ্রমবশতঃ দৃষ্ট সর্পের গমনাগমন) সত্যতয়া (সত্য বলিয়া) ন অভীষ্টম্ (কাহারও অভিমত নহে) ॥ ১৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যদি বল—'আমি কূটস্থ' এই বোধ তো মিথ্যা, তবে বলি—তাহা কে অস্বীকার করিতেছে? কারণ রজ্জুতে ভ্রমবশতঃ দৃষ্ট সর্পের গমনাগমন (প্রতীত হইলেও তাহা) সত্য বলিয়া কাহারও অভিমত নহে ॥ ১৬॥

**তাদৃশেনাপি বোধেন সংসারো হি নিবর্ত্ততে ।**
**যক্ষানুরূপো হি বলিরিত্যাহুর্লৌকিকা জনাঃ ॥ ১৭॥**

**অন্বয় ঃ** তাদৃশেন বোধেন অপি (এই প্রকার মিথ্যাজ্ঞানদ্বারাও) সংসারঃ (সংসারের) নিবর্ত্ততে হি (নিবৃত্তি হয়ই)। হি (যেমন) যক্ষ-অনুরূপঃ বলিঃ (যেমন দেবতা তেমন পূজার নৈবেদ্য) ইতি (এই প্রকার) লৌকিকাঃ জনাঃ আহুঃ (লোকে প্রচলিত প্রবাদ আছে) ॥ ১৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এই প্রকার মিথ্যাজ্ঞান দ্বারাও সংসার-নিবৃত্তি হয়, (কারণ সংসারও মিথ্যা)। যেমন লোকে প্রবাদ আছে 'যেমন দেবতা তাহার নৈবেদ্যও তেমনি'[১] ॥ ১৭॥

**তস্মাদাভাসপুরুষঃ সকূটস্থো বিবিচ্য তম্ ।**
**কূটস্থোঽস্মীতি বিজ্ঞাতুমর্হতীত্যভ্যধাচ্ছ্রুতিঃ ॥ ১৮॥**

**অন্বয় ঃ** তস্মাৎ (সেইহেতু) আভাস-পুরুষঃ (পুরুষ শব্দবাচ্য চিদাভাস) স-কূটস্থঃ (তাহা সকূটস্থ অর্থাৎ কূটস্থসহিত); তম্ বিবিচ্য (তাহাকে বিশ্লেষণ করিয়া) কূটস্থঃ অস্মি (আমি হইতেছি কূটস্থ) ইতি (এই প্রকার) বিজ্ঞাতুম্ অর্হতি (জানিতে পারে) ইতি (এই অর্থে) শ্রুতিঃ (শ্রুতি) অভ্যধাৎ ('অস্মি' এই শব্দ বলিয়াছেন)॥ ১৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সেইহেতু কূটস্থে স্থিত এবং পুরুষ বলিয়া জ্ঞাত চিদাভাস, আভাস হইতে কূটস্থকে পৃথক করিয়া 'আমি হইতেছি কূটস্থ'—এইরূপ জানিতে পারে। এই অর্থে শ্রুতি[২] 'অস্মি' শব্দ বলিয়াছেন ॥ ১৮॥

**অসন্দিগ্ধাবিপর্যস্তবোধো দেহাত্মনীক্ষ্যতে ।**
**তদ্বদত্রেতি নির্ণেতুময়মিত্যভিধীয়তে ॥ ১৯॥**

**অন্বয় ঃ** দেহ-আত্মনি (দেহরূপ আত্মায়) অসন্দিগ্ধ-অবিপর্যস্ত-বোধঃ (সংশয় ও বিপর্যয়রহিত জ্ঞান) ঈক্ষ্যতে (দৃষ্ট হয়)। অত্র (এই কূটস্থ আত্মায়) তদ্বৎ ([ঠিক] সেই প্রকার) ইতি নির্ণেতুম্ (ইহা নির্ণয় করিবার জন্য) [ শ্রুতি ] অয়ম্ ('এই') ইতি অভিধীয়তে (এইরূপ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন) ॥ ১৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (যেমন, নিজের সম্বন্ধে বলিতে গেলে জ্ঞানহীন লোকের) দেহরূপ আত্মায় 'আমি দেহ'—এইরূপ সংশয়বিপর্যয়রহিত জ্ঞান দৃষ্ট হয়, সেইরূপ এই কূটস্থ আত্মায় এই প্রকার (জ্ঞান সম্পাদন করা কর্তব্য—) এই অর্থ নির্ণয় করিবার জন্য শ্রুতি 'অয়ম্' এই শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন ॥ ১৯॥

---

১ লোকে প্রচলিত প্রবাদটি এইরূপ "যাদৃশো যক্ষস্তাদৃশো বলিঃ"। তুলনীয়—ব্রহ্মসূত্র ৪/১/১৬

২ তুলনীয়—বৃঃ উঃ ৪/৪/১২

**দেহাত্মজ্ঞানবজ্‌জ্ঞানং দেহাত্মজ্ঞানবাধকম্‌ ।**
**আত্মন্যেব ভবেদ্যস্য স নেচ্ছন্নপি মুচ্যতে ॥২০॥**

**অন্বয় ঃ** দেহ-আত্ম-জ্ঞানবৎ ([জ্ঞানহীন ব্যক্তির] দেহে আমি-বুদ্ধির ন্যায়) যস্য (যাঁহার) আত্মনি এব (কূটস্থেও বা ব্রহ্মে) দেহ-আত্ম-জ্ঞান-বাধকম্‌ জ্ঞানম্‌ (দেহাত্মজ্ঞানের বাধক ['আমি দেহ নই'—এইরূপ] জ্ঞান) ভবেৎ (হয়), স (সেই বিবেকী) ন ইচ্ছন্‌ অপি (ইচ্ছা না করিলেও) মুচ্যতে (মুক্ত হইয়া যান) ॥২০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যে বিবেকীর, জ্ঞানহীন ব্যক্তির দেহে আমি-বুদ্ধির ন্যায়, আত্মাতে বা ব্রহ্মে দেহাত্মজ্ঞানের বাধক 'আমি দেহ নই' এইরূপ (অবাধিত) জ্ঞান হয়, তিনি ইচ্ছা না করিলেও মুক্ত হইয়া যান ॥২০॥ [১]

**অয়মিত্যপরোক্ষত্বমুচ্যতে চেত্তদুচ্যতাম্‌ ।**
**স্বয়ংপ্রকাশচৈতন্যমপরোক্ষং সদা যতঃ ॥২১॥**

**অন্বয় ঃ** 'অয়ম্‌' ইতি ('অয়ম্‌' এই পদদ্বারা) অপরোক্ষত্বম্‌ ([আত্মার] অপরোক্ষত্ব) উচ্যতে চেৎ (বুঝানো হইয়াছে, যদি এইরূপ বল), তৎ উচ্যতাম্‌ (তাহা বলিতে পার) যতঃ (যেহেতু) স্বয়ংপ্রকাশ-চৈতন্যম্‌ (স্বয়ংপ্রকাশ চৈতন্য) সদা অপরোক্ষম্‌ (সর্বদা অপরোক্ষ) ॥২১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যদি বল 'অয়ম্‌' এই পদদ্বারা (প্রত্যক্ষ বস্তু বুঝায় অতএব এখানেও) আত্মার অপরোক্ষত্ব বুঝানো হইয়াছে। (তবে বলি) তাহা বলিতে পার—যেহেতু স্বয়ংপ্রকাশ চৈতন্য সর্বদা অপরোক্ষ ॥২১॥

**পরোক্ষমপরোক্ষং চ জ্ঞানমজ্ঞানমিত্যদঃ ।**
**নিত্যাপরোক্ষরূপেঽপি দ্বয়ং স্যাদ্দশমে যথা ॥২২॥**

**অন্বয় ঃ** পরোক্ষম্‌ (পরোক্ষত্ব) অপরোক্ষম্‌ (অপরোক্ষত্ব) চ (এবং) জ্ঞানম্‌ অজ্ঞানম্‌ (জ্ঞান ও অজ্ঞান) ইতি অদঃ দ্বয়ম্‌ (এইরূপ দুইটি যুগল) যথা দশমে (যেমন দশম পুরুষে [সম্ভব হয়]), [তথা (সেইরূপ)] নিত্য-অপরোক্ষ-রূপে অপি স্যাৎ (নিত্য অপরোক্ষ কূটস্থ চৈতন্য সম্বন্ধেও হইতে পারে) ॥২২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** পরোক্ষত্ব ও অপরোক্ষত্ব, এবং জ্ঞান ও অজ্ঞান এইরূপ দুইটি যুগল যেমন দশম পুরুষে [২] সম্ভব হয়, তেমনি নিত্য অপরোক্ষ কূটস্থ চৈতন্য সম্বন্ধেও তাহা সম্ভব ॥২২॥

---

১ উপদেশ-সাহস্রী ৪/৫

২ বৈদিক আখ্যায়িকাটি এই প্রকার। দশজন ব্রাহ্মণ সায়ংকালে এক নদী সন্তরণ করিয়া পারে গিয়াছে। তথায় তাহারা গণনা করিয়া দেখিল যে তাহাদের মধ্যে নয় জন পরপারে পৌঁছাইতে

**নবসংখ্যাহৃতজ্ঞানো দশমো বিভ্রমাত্তদা ।**
**ন বেত্তি দশমোঽস্মীতি বীক্ষ্যমাণোঽপি তান্নব ॥২৩॥**

***অন্বয় ঃ*** নব-সংখ্যা-হৃত-জ্ঞানঃ (নয় সংখ্যাদ্বারা লুপ্ত হইয়াছে বিবেকবুদ্ধি যাহার) দশমঃ (সেই দশম পুরুষ বা গণনাকর্তা) তদা (সেইকালে ও সেই অবস্থায়) তান্ নব (সেই নয় জনকে) বীক্ষ্যমাণঃ অপি (দেখিতে থাকিলেও) বিভ্রমাৎ (ভ্রমবশতঃ) দশমঃ অস্মি (আমি দশম ব্যক্তি) ইতি (ইহা) ন বেত্তি (বুঝিতে পারে না) ॥২৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** নয় সংখ্যাদ্বারা হতবুদ্ধি হইয়া সেই দশম পুরুষ বা গণনাকর্তা, নয় জনকে সম্মুখে দেখিতে থাকিলেও, ভ্রমবশতঃ "আমি সেই দশম পুরুষ" ইহা বুঝিতে পারে না ॥২৩॥

**ন ভাতি নাস্তি দশম ইতি স্বং দশমং তদা ।**
**মত্বা বক্তি তদজ্ঞানকৃতমাবরণং বিদুঃ ॥২৪॥**

***অন্বয় ঃ*** তদা (তখন) স্বম্ (নিজে) দশমম্ [সন্তম্] (দশম হইয়া বিদ্যমান থাকিলেও) দশমঃ ন অস্তি (দশম ব্যক্তি নাই) ন ভাতি (তাহাকে দেখিতেছি না) ইতি মত্বা (এইরূপ মনে করিয়া) বক্তি ([ঐ প্রকার] বলিয়া থাকে)। তৎ (তাহাকে) অজ্ঞানকৃতম্ (অজ্ঞানকৃত) আবরণম্ (আবরণ বলিয়া), [পণ্ডিতগণ] বিদুঃ (জানেন)॥ ২৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সেই অবস্থায় নিজে দশম ব্যক্তিরূপে বিদ্যমান থাকিলেও "দশম পুরুষকে দেখিতেছি না, দশম পুরুষ নাই" মনে করিয়া ঐরূপ বলিয়া থাকে। পণ্ডিতগণ তাহাকে অজ্ঞানকৃত আবরণ বলিয়া জানেন ॥২৪॥

**নদ্যাং মমার দশম ইতি শোচন্ প্ররোদিতি ।**
**অজ্ঞানকৃতবিক্ষেপং রোদনাদিং বিদুর্বুধাঃ ॥২৫॥**

***অন্বয় ঃ*** নদ্যাম্ (নদীতে) দশমঃ (দশম ব্যক্তি) মমার (ডুবিয়া মরিয়াছে) ইতি শোচন্ (ইহা ভাবিয়া) প্ররোদিতি (রোদন করিয়া থাকে)। বুধাঃ (জ্ঞানীব্যক্তিগণ) রোদনাদিম্ (এই ক্রন্দনাদিকে) অজ্ঞানকৃতবিক্ষেপম্ (অজ্ঞানকৃত বিক্ষেপ [বলিয়া]) বিদুঃ (বুঝেন) ॥২৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** 'দশম ব্যক্তি নদীতে ডুবিয়া মরিয়াছে' ভাবিয়া তাহারা রোদন করিতে থাকে। পণ্ডিতগণ এই ক্রন্দনাদিকে অজ্ঞানকৃত বিক্ষেপ বলিয়া বুঝেন ॥২৫॥

পারিয়াছে। প্রত্যেকে নিজেকে ছাড়িয়া গণনা করিয়াছিল। একজন পথিক তাহাদের সংখ্যা গণনা করিবার সময় গণনারত ব্যক্তির ভুল দেখাইয়া দিয়া বলিয়াছিল 'দশমস্ত্বমসি'—তুমিই হইলে দশম ব্যক্তি ।

**ন মৃতো দশমোঽস্তীতি শ্রুত্বাপ্তবচনং তদা ।**
**পরোক্ষত্বেন দশমং বেত্তি স্বর্গাদিলোকবৎ ॥২৬॥**

***অন্বয় ঃ*** দশমঃ (দশম ব্যক্তি) ন মৃতঃ (মরে নাই) অস্তি (সে বিদ্যমান) ইতি (এই প্রকার) আপ্তবচনম্ (যোগ্য পুরুষের কথা) শ্রুত্বা (শুনিয়া) তদা (তখন) পরোক্ষত্বেন (পরোক্ষজ্ঞানদ্বারা) স্বর্গাদিলোকবৎ (স্বর্গাদি লোকের ন্যায়) দশমম্ বেত্তি (দশম পুরুষকে জানে) ॥২৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** কোন আপ্ত পুরুষের বা যথার্থ বক্তার নিকট ''দশম ব্যক্তি মরে নাই, জীবিত আছে''—এইরূপ বাক্য শুনিয়া তাহারা, স্বর্গাদি লোকের জ্ঞানের ন্যায়, পরোক্ষ জ্ঞানদ্বারা দশম পুরুষকে জানে ॥২৬॥

**ত্বমেব দশমোঽসীতি গণয়িত্বা প্রদর্শিতঃ ।**
**অপরোক্ষতয়া জ্ঞাত্বা হৃষ্যত্যেব ন রোদিতি ॥২৭॥**

***অন্বয় ঃ*** গণয়িত্বা (গণনা করিয়া) ত্বম্ এব (তুমিই) দশমঃ অসি (দশম ব্যক্তি হইতেছ) ইতি প্রদর্শিতঃ (এই প্রকারে দেখাইয়া দিলে) অপরোক্ষতয়া (অপরোক্ষভাবে বা প্রত্যক্ষভাবে) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) হৃষ্যতি এব (আনন্দিতই হয়), ন রোদিতি (ক্রন্দন করে না) ॥২৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** গণনা করিয়া 'তুমিই হইলে সেই দশম ব্যক্তি'—এই প্রকারে দেখাইয়া দিলে, সে দশম পুরুষকে অপরোক্ষভাবে জানিয়া হর্ষপ্রাপ্তই হয়, ক্রন্দন করে না ॥২৭॥

**অজ্ঞানাবৃতিবিক্ষেপদ্বিবিধজ্ঞানতৃপ্তয়ঃ[১] ।**
**শোকাপগম ইত্যেতে যোজনীয়াশ্চিদাত্মনি ॥২৮॥**

***অন্বয় ঃ*** অজ্ঞান-আবৃতি-বিক্ষেপ-দ্বিবিধজ্ঞান-তৃপ্তয়ঃ (অজ্ঞান, আবরণ, বিক্ষেপ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ এই দ্বিবিধজ্ঞান, তৃপ্তি [ও]) শোকাপগমঃ (শোক নিবৃত্তি) ইতি এতে (এই [সাত] অবস্থা) চিদাত্মনি (চিদাত্মায়) যোজনীয়াঃ (যোজনা করা উচিত)॥২৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অজ্ঞান, আবরণ, বিক্ষেপ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ এই দ্বিবিধ জ্ঞান, তৃপ্তি ও শোকনিবৃত্তি—এই সাত অবস্থা (দশম পুরুষের ন্যায় দার্ষ্টান্তরূপ) চিদাত্মায়ও যোজনা করা উচিত ॥২৮॥

**সংসারাসক্তচিত্তঃ সংশ্চিদাভাসঃ কদাচন ।**
**স্বয়ংপ্রকাশকূটস্থং স্বতত্ত্বং নৈব বেত্ত্যয়ম্ ॥২৯॥**

***অন্বয় ঃ*** অয়ম্ চিদাভাসঃ (এই চিদাভাস) সংসার-আসক্ত-চিত্তঃ সন্ (সংসারে

[১] 'হৃষ্টয়ঃ,'—ইতি পাঠান্তর

আসক্তচিত্ত হইয়া) কদাচন (কখনও) স্বতত্ত্বম্ (নিজের স্বরূপ) স্বয়ংপ্রকাশ-কূটস্থম্ (স্বয়ংপ্রকাশ কূটস্থকে) ন এব বেত্তি (জানিতেই পারে না) ॥২৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এই চিদাভাস বা জীব সংসারে আসক্তচিত্ত হইয়া কখনও নিজের স্বরূপ স্বয়ংপ্রকাশ কূটস্থকে জানিতেই পারে না ॥২৯॥

**ন ভাতি নাস্তি কূটস্থ ইতি বক্তি প্রসঙ্গতঃ ।**
**কর্তা ভোক্তাহমস্মীতি বিক্ষেপং প্রতিপদ্যতে ॥৩০॥**

***অন্বয় ঃ*** প্রসঙ্গতঃ (কূটস্থ সম্বন্ধে প্রসঙ্গ উঠিলে) কূটস্থঃ (কূটস্থ) ন অস্তি (নাই), ন ভাতি (কূটস্থ প্রতীত হয় না) ইতি বক্তি (এইরূপ বলিয়া থাকে)। অহম্ কর্তা (আমি কর্তা) ভোক্তা অস্মি (ভোক্তা হইতেছি আমি) ইতি বিক্ষেপং (এই প্রকার বিক্ষেপ) প্রতিপদ্যতে (প্রাপ্ত হয়) ॥৩০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** আর কূটস্থ প্রসঙ্গে "কূটস্থ নাই, তাহা প্রতীত হয় না" এইরূপ বলিয়া থাকে এবং "আমি হইতেছি কর্তা ও ভোক্তা" এই প্রকার বিক্ষেপ প্রাপ্ত হয় ॥৩০ ॥

**অস্তি কূটস্থ ইত্যাদৌ পরোক্ষং বেত্তি বার্তয়া ।**
**পশ্চাৎ কূটস্থ এবাস্মীত্যেবং বেত্তি বিচারতঃ ॥৩১॥**

***অন্বয় ঃ*** আদৌ (প্রথমে) বার্তয়া (আপ্তবাক্যদ্বারা বা ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্‌গুরু দ্বারা) কূটস্থঃ অস্তি (কূটস্থ আছে) ইতি (এইভাবে) পরোক্ষম্ বেত্তি (পরোক্ষভাবে জানিতে পারে); পশ্চাৎ (তাহার পরে) বিচারতঃ (বিচারের ফলে) কূটস্থঃ এব অস্মি (আমিই কূটস্থ) ইতি এবম্ (এই প্রকার) বেত্তি (অপরোক্ষভাবে অনুভব করে) ॥৩১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** প্রথমে ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্‌গুরুর নিকট শুনিয়া 'কূটস্থ আছে' এইরূপ পরোক্ষভাবে জানিতে পারে। পরে বিচারের ফলে 'আমিই কূটস্থ' এই প্রকার অপরোক্ষভাবে জানিতে পারে বা প্রত্যক্ষানুভূতি হয় ॥৩১॥

**কর্তা ভোক্তেত্যেবমাদি শোকজাতং প্রমুঞ্চতি ।**
**কৃতং কৃত্যং প্রাপণীয়ং প্রাপ্তমিত্যেব তুষ্যতি ॥৩২॥**

***অন্বয় ঃ*** কর্তা ভোক্তা (আমি কর্তা আমি ভোক্তা) ইতি এবম্ আদি (ইত্যাদি) শোকজাতম্ (শোকসমূহ অর্থাৎ দুঃখের কারণসমূহ) প্রমুঞ্চতি (পরিত্যাগ করে), কৃত্যম্ (কর্তব্যসকল) কৃতম্ (সম্পাদন করা হইয়াছে) প্রাপণীয়ম্ (প্রাপ্তব্য সবকিছু) প্রাপ্তম্ (পাওয়া হইয়াছে) ইতি (এইভাবে) তুষ্যতি এব (সন্তোষ লাভই করিয়া থাকে) ॥৩২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** তৎপরে 'আমি কর্তা' 'আমি ভোক্তা' ইত্যাদিরূপ দুঃখসমূহ

পরিত্যাগ করে এবং কর্তব্য-সকল করিয়াছি, প্রাপ্তব্য সব কিছুই পাওয়া হইয়াছে—এইভাবে সন্তোষলাভই করিয়া থাকে ॥৩২॥

**অজ্ঞানমাবৃতিস্তদ্বদ্বিক্ষেপশ্চ পরোক্ষধীঃ ।**
**অপরোক্ষমতিঃ শোকমোক্ষস্তৃপ্তির্নিরঙ্কুশা ॥৩৩॥**

**অন্বয় ঃ** অজ্ঞানম্-আবৃতিঃ-তদ্বৎ-বিক্ষেপশ্চ (অজ্ঞান, আবরণ ও সেইরূপ বিক্ষেপ) পরোক্ষধীঃ (পরোক্ষজ্ঞান) অপরোক্ষমতিঃ (অপরোক্ষজ্ঞান) শোকমোক্ষঃ (শোকমুক্তি) নিরঙ্কুশা তৃপ্তি (নিরঙ্কুশ বা অবাধ তৃপ্তি) ॥৩৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অজ্ঞান, আবরণ, বিক্ষেপ, পরোক্ষজ্ঞান, অপরোক্ষজ্ঞান, শোকনিবৃত্তি ও অবাধতৃপ্তি (এই সাত অবস্থা) ॥৩৩॥

**সপ্তাবস্থা ইমাঃ সন্তি চিদাভাসস্য তাস্বিমৌ ।**
**বন্ধমোক্ষৌ স্থিতৌ তত্র তিস্রো বন্ধকৃতঃ স্মৃতাঃ ॥৩৪॥**

**অন্বয় ঃ** ইমাঃ সপ্ত-অবস্থাঃ (এই সাতটি অবস্থা) চিদাভাসস্য সন্তি (চিদাভাসের হয়)। তাসু (এই সপ্তাবস্থাতে) ইমৌ বন্ধমোক্ষৌ (এই বন্ধ ও মোক্ষ দুইটি) স্থিতৌ (অবস্থিত)। তত্র (তাহাতে) তিস্রঃ (তিনটি অবস্থা) বন্ধকৃতঃ স্মৃতাঃ (বন্ধনের কারণ বলিয়া বিদিত) ॥৩৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এই সাতটি অবস্থা চিদাভাসের। বন্ধ ও মোক্ষ—দুইটি এই সাত অবস্থাতে স্থিত। এই সাত অবস্থার মধ্যে (অজ্ঞান, আবরণ ও বিক্ষেপ এই) তিনটি অবস্থা বন্ধনের কারণ বলিয়া বিদিত ॥৩৪॥

**ন জানামীত্যুদাসীনব্যবহারস্য কারণম্ ।**
**বিচারপ্রাগভাবেন যুক্তমজ্ঞানমীরিতম্ ॥৩৫॥**

**অন্বয় ঃ** বিচার-প্রাক্-অভাবেন যুক্তম্ ([আত্মতত্ত্বের] বিচার উদয় হইবার পূর্ববর্তী অবস্থা) উদাসীন-ব্যবহারস্য কারণম্ (তত্ত্বজ্ঞান বা আত্মা সম্বন্ধে উদাসীনতার কারণ) ন জানামি (আমি জানি না) ইতি (এইরূপ), [যাহা অনুভূত হয়, তাহা] অজ্ঞানম্ ঈরিতম্ (অজ্ঞান সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়) ॥৩৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** তত্ত্ব বিচারের পূর্ব অবস্থাতে, আত্মা সম্বন্ধে 'আমি জানি না' এইপ্রকার উদাসীন ব্যবহারের যে কারণ, তাহা অজ্ঞান ॥৩৫॥

**অমার্গেণ বিচার্যাথ নাস্তি নো ভাতি চেত্যসৌ ।**
**বিপরীতব্যবহৃতিরাবৃতেঃ কার্যমিষ্যতে ॥৩৬॥**

**অন্বয় ঃ** অমার্গেণ (অশাস্ত্রীয় প্রণালীতে অথবা কেবলমাত্র তর্ক দ্বারা)

বিচার্য (বিচার করিয়া) অথ (তাহার পর) অসৌ (এই কূটস্থ) ন অস্তি (নাই) চ (এবং) নো ভাতি (প্রকাশ হন না) ইতি (এইপ্রকার) বিপরীত-ব্যবহৃতিঃ (বিপরীত ব্যবহার) আবৃতেঃ (আবরণের) কার্যম্ (কার্য বলিয়া) ইষ্যতে (উক্ত হয়) ॥৩৬॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* অশাস্ত্রীয় প্রণালীতে বা কেবলমাত্র তর্ক সহায়ে বিচার করিয়া পরে 'কূটস্থ নাই, তাঁহার প্রকাশ হয় না' এইরূপ যে বিপরীত ব্যবহার তাহা আবরণের কার্য বলিয়া উক্ত হয় ॥৩৬॥

**দেহদ্বয়চিদাভাসরূপো বিক্ষেপ ঈরিতঃ ।**
**কর্তৃত্বাদ্যখিলঃ শোকঃ সংসারাখ্যোঽস্য বন্ধকঃ ॥৩৭॥**

*অন্বয় ঃ* দেহদ্বয়-চিদাভাসরূপঃ (দেহদ্বয়যুক্ত চিদাভাস) বিক্ষেপঃ ঈরিতঃ (বিক্ষেপ বলিয়া কথিত হয়)। বন্ধকঃ (বন্ধনের কারণ) সংসারাখ্যঃ (সংসার নামে খ্যাত)। কর্তৃত্বাদি (কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি) অখিলঃ শোকঃ (সকল শোক) অস্য (এই চিদাভাসের) ॥৩৭॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* দেহদ্বয়—স্থূলদেহ ও সূক্ষ্মদেহ—সহিত চিদাভাসকে বিক্ষেপ বলে। বন্ধনের কারণের নাম সংসার। কর্তৃত্বাদি সকল শোক উক্ত চিদাভাসের (কার্য) ॥৩৭॥

**অজ্ঞানমাবৃতিশ্চৈতে বিক্ষেপাৎ প্রাক্ প্রসিধ্যতঃ ।**
**যদ্যপ্যথাপ্যবস্থে তে বিক্ষেপস্যৈব নাত্মনঃ ॥৩৮॥**

*অন্বয় ঃ* যদ্যপি (যদিও) অজ্ঞানম্ চ আবৃতিঃ (অজ্ঞান ও আবরণ) এতে (এই দুইটি) বিক্ষেপাৎ প্রাক্ (বিক্ষেপের পূর্বে) প্রসিধ্যতঃ (বিদ্যমান)। অথ অপি (তবুও) তে অবস্থে (ঐ দুই অবস্থা) বিক্ষেপস্য এব (বিক্ষেপরূপ চিদাভাসেরই), ন আত্মনঃ (আত্মার নহে) ॥৩৮॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* যদিও অজ্ঞান ও আবরণ এই দুইটি বিক্ষেপের পূর্বে বিদ্যমান। তথাপি এই দুই অবস্থা বিক্ষেপরূপ চিদাভাসেরই, তাহারা আত্মার অবস্থা নহে ॥৩৮॥

**বিক্ষেপোৎপত্তিতঃ পূর্বমপি বিক্ষেপসংস্কৃতিঃ ।**
**অস্ত্যেব তদবস্থাত্বমবিরুদ্ধং ততস্তয়োঃ ॥৩৯॥**

*অন্বয় ঃ* বিক্ষেপ-উৎপত্তিতঃ (বিক্ষেপের উৎপত্তির) পূর্বম্ অপি (পূর্ব হইতেই) বিক্ষেপসংস্কৃতিঃ [অস্তি] (বিক্ষেপের সংস্কার আছে)। ততঃ (সেই কারণে) তয়োঃ (সেই অজ্ঞান ও আবরণের) তৎ অবস্থাত্বম্ (চিদাভাসের অবস্থাত্ব) অবিরুদ্ধম্ অস্তি এব (অবিরুদ্ধই হয়) ॥৩৯॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* বিক্ষেপের উৎপত্তির পূর্ব হইতেই বিক্ষেপের সংস্কার আছে। সেই কারণে সেই অজ্ঞান ও আবরণকে চিদাভাসের অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করা অবিরুদ্ধই ॥ ৩৯ ॥

**ব্রহ্মণ্যারোপিতত্বেন ব্রহ্মাবস্থে ইমে ইতি ।**
**ন শঙ্কনীয়ং সর্বাসাং ব্রহ্মণ্যেবাধিরোপণাৎ ॥ ৪০॥**

**অন্বয় ঃ** ব্রহ্মণি (ব্রহ্মে) আরোপিতত্বেন (আরোপিত বলিয়া) ইমে (এই দুইটি) ব্রহ্ম-অবস্থে (ব্রহ্মের অবস্থা) ইতি (এইরূপ) শঙ্কনীয়ম্ ন (আশঙ্কা করা উচিত নয়)। সর্বাসাম্ (সকল সাত অবস্থার) ব্রহ্মণি এব (ব্রহ্মেতেই) অধিরোপণাৎ (আরোপণ হয় বলিয়া) ॥ ৪০ ॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* ব্রহ্মে আরোপিত বলিয়া এই দুই অবস্থা ব্রহ্মের— এইরূপ আশঙ্কা করা উচিত নহে; কারণ সকল (সাতটি) অবস্থা ব্রহ্মেই আরোপিত ।। ৪০ ।।

**সংসার্যহং বিবুদ্ধোঽহং নিঃশোকস্তুষ্ট ইত্যপি ।**
**জীবগা উত্তরাবস্থা ভান্তি ন ব্রহ্মগা যদি ॥ ৪১ ॥**

**অন্বয় ঃ** যদি (যদি [এইরূপ বল]) অহম্ সংসারী (আমি সংসারী) অহম্ বিবুদ্ধঃ (আমি জ্ঞানী), নিঃশোকঃ (আমি শোকরহিত) তুষ্টঃ (আমি পরিতৃপ্ত) ইতি অপি (এই সকলও) উত্তর-অবস্থাঃ (বিক্ষেপের পররর্তী অবস্থা) জীবগাঃ ভান্তি (জীবের দেখা যায়) ন ব্রহ্মগাঃ (ব্রহ্মের নহে) ॥ ৪১ ॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* যদি বল, [সকল অবস্থারই ব্রহ্মে আরোপ তুল্যরূপ হইলেও] বিক্ষেপের পরবর্তী অবস্থাগুলি, যথা—আমি সংসারী, আমি জ্ঞানী, আমি শোকরহিত, আমি পরিতৃপ্ত—এইসব জীবে আশ্রিত, ব্রহ্মে নহে ॥ ৪১ ॥

**তর্হ্যজ্ঞোঽহং ব্রহ্মসত্ত্বভানে মদ্দৃষ্টিতো ন হি ।**
**ইতি পূর্বে অবস্থে চ ভাসেতে জীবগে খলু ॥ ৪২ ॥**

**অন্বয় ঃ** তর্হি (তাহা হইলে) অহম্ অজ্ঞঃ (আমি অজ্ঞানী), ব্রহ্ম-সত্ত্ব-ভানে (ব্রহ্মের সত্তা ও প্রকাশ) মৎ-দৃষ্টিতঃ ন হি (আমার অনুভবগম্য নহে), ইতি (এইরূপে) পূর্বে অবস্থে চ (পূর্ববর্তী অজ্ঞান ও আবরণ নামক অবস্থা দুইটি) খলু (যেহেতু) জীবগে ভাসেতে (জীবের আশ্রিত বলিয়া অনুভূত হয়), [অতএব, এই দুইটিও জীবের অবস্থা] ॥ ৪২ ॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* তাহা হইলে, 'আমি অজ্ঞানী', 'ব্রহ্মের সত্তা ও প্রকাশ আমার অনুভবে আসে না'—এইরূপ পূর্ববর্তী অজ্ঞান ও আবরণ নামক অবস্থা

দুইটি জীবের আশ্রিতরূপে অনুভূত হয় বলিয়া, এই দুইটিও জীবের অবস্থা ॥ ৪২॥

**অজ্ঞানস্যাশ্রয়ো ব্রহ্মেত্যধিষ্ঠানতয়া জগুঃ ।**
**জীবাবস্থাত্বমজ্ঞানাভিমানিত্বাদবাদিষম্ ॥ ৪৩॥**

***অন্বয় ঃ*** অধিষ্ঠানতয়া (অধিষ্ঠান বলিয়া) অজ্ঞানস্য (অজ্ঞানের) আশ্রয়ঃ (আশ্রয়) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) ইতি জগুঃ (এইভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে)। অজ্ঞান-অভিমানিত্বাৎ (অজ্ঞানের অভিমান হয় বলিয়া) জীব-অবস্থাত্বম্ (জীবের অবস্থারূপে, অজ্ঞানকে) অবাদিষম্ (বলিয়াছি) ॥ ৪৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (আচার্যগণ) কেবলমাত্র অধিষ্ঠানরূপে ব্রহ্মকে অজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আর জীবের অজ্ঞানের অভিমান হয় বলিয়া অজ্ঞানকে আমরা জীবের অবস্থা বলিয়াছি ॥ ৪৩॥

***তাৎপর্য ঃ*** এ যাবৎ অজ্ঞান, আবরণ ও বিক্ষেপকে জীবের অবস্থা বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠিবে যে বিক্ষেপের অর্থাৎ জীব সৃষ্টির পূর্বে তাহার (জীবের) আবার 'অবস্থা' হয় কোথা হইতে? অবিদ্যমান বস্তুর তো অবস্থা কল্পনা সম্ভব নয়? গ্রন্থকার ইহার উত্তরে বলিয়াছেন যে জীবরূপে আবির্ভাবের পূর্বে উহার সংস্কার বিদ্যমান ছিল, এই দুইটি অবস্থা সেই সংস্কারের অথবা সূক্ষ্মজীবের।

আবার বেদান্তমতে অজ্ঞানের দুইটি শক্তি বা অবস্থা—আবরণ ও বিক্ষেপ। কিন্তু গ্রন্থকার এখানে অজ্ঞানকেও একটি অবস্থা বলিয়াছেন ।

ইহার সমাধান এইরূপ ঃ বেদান্ত দর্শন ইহা স্বীকার করে যে, প্রবাহাকারে সৃষ্টি অনন্ত। অতএব সেই হিসাবে জীবও নিত্য। এখন আমরা এই সৃষ্ট জীবের মোক্ষ লইয়াই বিচার করিতেছি। জীব মনোবৈজ্ঞানিক উপায়ে, মোক্ষের জন্য, তাহার অতীত ও ভবিষ্যৎ অবস্থার বিচার করিতে গিয়া যদি তাহার পূর্ণ জীবরূপে উৎপত্তির পূর্বের দুই অবস্থা পিছাইয়া যাইয়া বিচার করে, তো তাহাতে আপত্তির কিছু থাকিতে পারে না ।

**জ্ঞানদ্বয়েন নষ্টেঽস্মিন্নজ্ঞানে তৎকৃতাবৃতিঃ ।**
**ন ভাতি নাস্তি চেত্যেষা দ্বিবিধাপি বিনশ্যতি ॥ ৪৪॥**

***অন্বয় ঃ*** জ্ঞানদ্বয়েন (পরোক্ষ ও অপরোক্ষ—জ্ঞানদ্বয়দ্বারা) অস্মিন্ অজ্ঞানে নষ্টে (এই অজ্ঞান নষ্ট হইলে) তৎকৃতা (তাহার কার্য) ন ভাতি (প্রকাশ পাইতেছে না) চ (এবং) ন অস্তি (নাই) ইতি এষা দ্বিবিধা (এই দুই প্রকার) আবৃতিঃ অপি (আবরণও) বিনশ্যতি (বিনাশপ্রাপ্ত হয়) ॥ ৪৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** পরোক্ষ ও অপরোক্ষ এই দুই প্রকার জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞান দূর হইলে, অজ্ঞানকৃত 'নাই' এবং 'প্রকাশ পাইতেছে না' এই দুই প্রকার আবরণও বিনাশপ্রাপ্ত হয় ॥ ৪৪॥

**পরোক্ষজ্ঞানতো নশ্যেদসত্ত্বাবৃতিহেতুতা ।**
**অপরোক্ষজ্ঞাননাশ্যা হ্যভানাবৃতিহেতুতা ॥৪৫॥**

***অন্বয় ঃ*** পরোক্ষ-জ্ঞানতঃ (পরোক্ষ জ্ঞানদ্বারা) অসত্ত্ব-আবৃতি-হেতুতা (অসত্তা অর্থাৎ অনস্তিত্বরূপ স্বরূপ আবরণের হেতুতা) নশ্যেৎ (বিনষ্ট হয়)। অপরোক্ষ-জ্ঞান-নাশ্যা হি (আর অপরোক্ষ জ্ঞানদ্বারা যাহা বিনষ্ট হয়, তাহা) অভান-আবৃতি-হেতুতা (অপ্রকাশরূপ আবরণের হেতুতা বা কারণতা) ॥৪৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** পরোক্ষ জ্ঞানদ্বারা ('কূটস্থ আছে' এই জ্ঞানদ্বারা) অজ্ঞানের অসত্তা অর্থাৎ অনস্তিত্বরূপ ('নাই'—এইরূপ) স্বরূপাবরণের কারণতা বিনষ্ট হয়। আর অপরোক্ষ জ্ঞানদ্বারা ('অর্থাৎ আমি কূটস্থ' এই জ্ঞান দ্বারা) অপ্রকাশরূপ ('প্রকাশ পাইতেছে না'—এইরূপ) কারণতা বিনষ্ট হয় ॥৪৫॥

**অভানাবরণে নষ্টে জীবত্বারোপসংক্ষয়াৎ ।**
**কর্তৃত্বাদ্যখিলঃ শোকঃ সংসারাখ্যো নিবর্ততে ॥৪৬॥**

***অন্বয় ঃ*** অভান-আবরণে নষ্টে (অপ্রকাশরূপ আবরণ বিনষ্ট হইলে), জীবত্ব-আরোপ-সংক্ষয়াৎ (জীবত্বের আরোপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় বলিয়া), কর্তৃত্বাদি-অখিলঃ (কর্তৃত্বাদি সকল) সংসারাখ্যঃ (সংসার নামধেয়) শোকঃ (শোক) নিবর্ততে (নিবৃত্ত হয়) ॥৪৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অপ্রকাশরূপ আবরণ বিনষ্ট হইলে জীবত্বের আরোপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তাহার ফলে কর্তৃত্বাদি মূলক সংসার নামক সকল শোক নিবৃত্ত হয় ॥৪৬॥

**নিবৃত্তে সর্বসংসারে নিত্যমুক্তত্বভাসনাৎ ।**
**নিরঙ্কুশা ভবেত্তৃপ্তিঃ পুনঃ শোকাসমুদ্ভবাৎ ॥৪৭॥**

***অন্বয় ঃ*** সর্ব-সংসারে নিবৃত্তে (সকল প্রকার সংসার নিবৃত্ত হইলে) নিত্য-মুক্তত্ব-ভাসনাৎ (নিত্যমুক্ত-স্বরূপতার প্রকাশ হয় বলিয়া), পুনঃ (পুনরায়) শোক-অসমুদ্ভবাৎ (শোকের উৎপত্তি হয় না বলিয়া) নিরঙ্কুশা তৃপ্তিঃ ভবেৎ (অব্যাহত তৃপ্তি অনুভূত হয়) ॥৪৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সর্বপ্রকার সংসারের নিবৃত্তি হইলে নিত্যমুক্ত-স্বরূপতার প্রকাশ হয় বলিয়া পুনরায় শোকের উৎপত্তি হয় না। তাহার ফলে (শোকের পুনরুৎপত্তি আশঙ্কা না থাকায়) নিরঙ্কুশ অর্থাৎ অবাধ তৃপ্তি অনুভূত হইতে থাকে ॥৪৭॥

**অপরোক্ষজ্ঞানশোকনিবৃত্ত্যাখ্যে উভে ইমে ।**
**অবস্থে জীবগে ব্রূত আত্মানং চেদিতি শ্রুতিঃ ॥ ৪৮॥**

**অন্বয় ঃ** 'আত্মানম্ চেৎ' ইতি ([বর্তমান অধ্যায়ের]'আত্মানম্ চেৎ' ইত্যাদিরূপ) শ্রুতিঃ (শ্রুতি বচনটি) অপরোক্ষজ্ঞান-শোকনিবৃত্তি-আখ্যে (অপরোক্ষজ্ঞান ও শোকনিবৃত্তি নামক) উভে ইমে অবস্থে (এই দুই অবস্থা) জীবগে (জীবের আশ্রিত) ব্রূত (বলিতেছেন) ॥ ৪৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বর্তমান অধ্যায়ের 'আত্মানম্ চেৎ' ইত্যাদি প্রথম শ্রুতি বচনটি, অপরোক্ষজ্ঞান এবং সংসাররূপ শোকনিবৃত্তি—এই দুই অবস্থা জীবের আশ্রিত, ইহা বলিতেছেন ॥ ৪৮॥

**অয়মিত্যপরোক্ষত্বমুক্তং তদ্‌দ্বিবিধং ভবেৎ ।**
**বিষয়স্বপ্রকাশত্বাদ্ধিয়াপ্যেবং তদীক্ষণাৎ ॥ ৪৯॥**

**অন্বয় ঃ** 'অয়ম্' ইতি ('অয়ম্' এই পদ [দ্বারা]) অপরোক্ষত্বম্ (আত্মার অপরোক্ষতা) উক্তম্ (বলা হইয়াছে)। তৎ (তাহা) দ্বিবিধম্ ভবেৎ (দুই প্রকারের হয়)—বিষয়স্বপ্রকাশত্বাৎ (বিষয়রূপ আত্মার স্বয়ংপ্রকাশতা আছে বলিয়া, [তাহা এক প্রকারের অপরোক্ষতা]), [আবার] ধিয়া অপি (বুদ্ধিদ্বারাও) এবম্ (এই প্রকারে স্বয়ংপ্রকাশরূপে) তদীক্ষণাৎ (সেই আত্মরূপ বিষয়ের উপলব্ধি হয় বলিয়া, [তাহা দ্বিতীয় প্রকারের অপরোক্ষতা]) ॥ ৪৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** 'অয়ম্' এই পদদ্বারা আত্মার যে অপরোক্ষতার কথা বলা হইয়াছে তাহা দুই প্রকারের ঃ বিষয়রূপ আত্মার স্বয়ংপ্রকাশতা আছে, তাই তাহা প্রথম প্রকারের অপরোক্ষতা, আবার বুদ্ধিদ্বারাও স্বয়ংপ্রকাশরূপে সেই আত্মরূপ বিষয়ের উপলব্ধি হয় বলিয়া, তাহা দ্বিতীয় প্রকারের অপরোক্ষতা ॥ ৪৯॥

**পরোক্ষজ্ঞানকালেঽপি বিষয়স্বপ্রকাশতা ।**
**সমা ব্রহ্ম স্বপ্রকাশমস্তীত্যেবং বিবোধনাৎ ॥ ৫০॥**

**অন্বয় ঃ** পরোক্ষ-জ্ঞান-কালে-অপি (পরোক্ষজ্ঞানকালেও) বিষয়স্বপ্রকাশতা সমা (বিষয়ের স্বপ্রকাশতারূপ অপরোক্ষতা এক থাকে)। ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) স্বপ্রকাশম্ অস্তি (স্বপ্রকাশ আছেন) ইতি এবম্ (এই প্রকার) বিবোধনাৎ (শাব্দজ্ঞান হয় বলিয়া) ॥ ৫০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** পরোক্ষজ্ঞানকালেও আত্মরূপ বিষয়ের স্বপ্রকাশতারূপ অপরোক্ষতা বিদ্যমান থাকে। কারণ 'ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ আছেন' এইপ্রকার শাব্দজ্ঞান (শাস্ত্রলব্ধ জ্ঞান, বুদ্ধিতে ধারণা) হয় ॥ ৫০॥

**অহং ব্রহ্মেত্যনুল্লিখ্য ব্রহ্মাস্তীত্যেবমুল্লিখেৎ ।**
**পরোক্ষজ্ঞানমেতন্ন ভ্রান্তং বাধানিরূপণাৎ ॥ ৫১ ॥**

***অন্বয় ঃ*** 'অহং ব্রহ্ম' (আমি ব্রহ্ম) ইতি অনুল্লিখ্য (ইহার উল্লেখ না করিয়া) ব্রহ্ম অস্তি (ব্রহ্ম আছেন) ইতি এবম্ উল্লিখেৎ (যদি কেবলমাত্র ইহার জ্ঞান হয়), [তাহা হইলে তাহা] পরোক্ষজ্ঞানম্ (পরোক্ষজ্ঞান)। এতৎ (ইহা) ভ্রান্তম্ ন (ভ্রান্ত নয়), বাধ-অনিরূপণাৎ (কারণ ইহার কোন বাধক নিরূপণ করা যায় না) ॥ ৫১ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** 'আমি ব্রহ্মস্বরূপ' এইরূপ জ্ঞান না হইয়া যদি কেবল মাত্র 'ব্রহ্ম আছে' এইরূপ জ্ঞান হয়, তবে তাহা পরোক্ষজ্ঞান। এই পরোক্ষজ্ঞান ভ্রান্ত নহে, কারণ ইহার কোন বাধক[১] নিরূপণ করা যায় না ॥ ৫১ ॥

**ব্রহ্ম নাস্তীতি মানং চেৎ স্যাদ্বাধ্যেত তদা ধ্রুবম্ ।**
**ন চৈবং প্রবলং মানং পশ্যামোঽতো ন বাধ্যতে ॥ ৫২ ॥**

***অন্বয় ঃ*** 'ব্রহ্ম ন অস্তি' (ব্রহ্ম নাই) ইতি মানম্ চেৎ স্যাৎ (যদি এইরূপ প্রমাণ থাকিত) তদা (তাহা হইলে) বাধ্যেত ([এই পরোক্ষজ্ঞান বাধিত] হইত)। এবম্ চ (এই প্রকারের) প্রবলম্ মানম্ (প্রবল প্রমাণ) ধ্রুবম্ (বস্তুতঃ) ন পশ্যামঃ (আমরা দেখিতে পাই না), অতঃ (অতএব) ন বাধ্যতে (পরোক্ষজ্ঞান বাধিত হয় না বা ভ্রান্ত নহে) ॥ ৫২ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যদি এইরূপ প্রমাণ থাকিত যে 'ব্রহ্ম নাই' তাহা হইলে এই পরোক্ষজ্ঞান বাধিত হইত। এই প্রকারের প্রবল প্রমাণ বস্তুতঃ আমরা দেখিতে পাই না, অতএব পরোক্ষজ্ঞান বাধিত হয় না বা তাহা ভ্রান্ত নহে ॥ ৫২ ॥

**ব্যক্ত্যনুল্লেখমাত্রেণ ভ্রমত্বে স্বর্গধীরপি ।**
**ভ্রান্তিঃ স্যাদ্ব্যক্ত্যনুল্লেখাৎ সামান্যোল্লেখদর্শনাৎ ॥ ৫৩ ॥**

***অন্বয় ঃ*** ব্যক্তি-অনুল্লেখ-মাত্রেণ (কেবলমাত্র ব্যক্তিকে বিষয় করিতে না পারিলে) ভ্রমত্বে (যদি পরোক্ষজ্ঞান ভ্রমরূপ হয়), [তাহা হইলে] ব্যক্তি-অনুল্লেখাৎ (নির্দিষ্টরূপে গ্রহণ করিতে না পারায়) সামান্য-উল্লেখ-দর্শনাৎ (সামান্য আকারে গ্রহণ করা হয় বলিয়া) স্বর্গধীঃ অপি (স্বর্গের জ্ঞানও) ভ্রান্তিঃ স্যাৎ (ভ্রান্তিরূপ হইবে) ॥ ৫৩ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** কেবলমাত্র ব্যক্তিকে বিষয় করিতে [অর্থাৎ 'আমি হইতেছি ব্রহ্ম' এইরূপ নির্দিষ্টরূপে গ্রহণ করিতে] না পারিলে যদি পরোক্ষজ্ঞান ভ্রান্তিরূপ

১ এস্থলে সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় এই যে যদি পূর্বপক্ষী বাধযোগ্য জ্ঞানকে ভ্রমরূপ বলিয়া স্বীকার করে তবে 'ব্রহ্ম আছে' এইরূপ পরোক্ষজ্ঞানের বাধ তো হয় না। অতএব তাহা ভ্রান্তিরূপ কি করিয়া বলা যায় ?

হয়, তাহা হইলে [‘ইহাই স্বর্গ’ এইরূপ নির্দিষ্টরূপে গ্রহণ করিতে না পারিয়া] সামান্য আকারে (‘স্বর্গ আছে’ এইভাবে) গ্রহণ করা হয় বলিয়া স্বর্গের জ্ঞানও ভ্রান্তিরূপ হইবে ॥৫৩॥

**অপরোক্ষত্বযোগ্যস্য ন পরোক্ষমতির্ভ্রমঃ ।**
**পরোক্ষমিত্যনুল্লেখাদর্থাৎ পারোক্ষ্যসম্ভবাৎ ॥৫৪॥**

***অন্বয় ঃ*** অপরোক্ষত্ব-যোগ্যস্য (যে বস্তু অপরোক্ষরূপে গৃহীত হইবার যোগ্য তাহার) পরোক্ষমতিঃ (পরোক্ষজ্ঞান) ভ্রমঃ ন (ভ্রান্ত হইতে পারে না)। পরোক্ষম্ ইতি (পরোক্ষই এইভাবে) অনুল্লেখাৎ (নিশ্চয় করিয়া বলা হয় না বলিয়া), অর্থাৎ (অর্থাৎ) পারোক্ষ্য-সম্ভবাৎ (তাহার পরোক্ষত্ব যেহেতু সম্ভব হয়) ॥৫৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যে বস্তু অপরোক্ষরূপে গৃহীত হইবার যোগ্য তাহার পরোক্ষজ্ঞান ভ্রান্তি হইতে পারে না, যেহেতু উক্ত পরোক্ষজ্ঞানের দ্বারা বস্তুকে ‘পরোক্ষই’[১] এইরূপ নিশ্চিত করিযা বলা হয় না। অর্থাৎ তাহার পরোক্ষত্ব সম্ভব ॥৫৪॥

**অংশাগৃহীতের্ভ্রান্তিশ্চেদ্ ঘটজ্ঞানং ভ্রমো ভবেৎ ।**
**নিরংশস্যাপি সাংশত্বং ব্যাবর্ত্যাংশবিভেদতঃ ॥৫৫॥**

***অন্বয় ঃ*** অংশ-অগৃহীতেঃ (প্রত্যক্ সাক্ষিরূপ অংশের গ্রহণ হইল না বলিয়া) ভ্রান্তিঃ চেৎ (যদি পরোক্ষজ্ঞান ভ্রান্তি বলিয়া বল), [তাহা হইলে] ঘটজ্ঞানম্ ভ্রমঃ ভবেৎ (ঘটের জ্ঞানও ভ্রমরূপ হইয়া পড়ে)। ব্যাবর্ত্য-অংশ-বিভেদতঃ (নিষেধযোগ্য অংশের ভেদবশতঃ) নিরংশস্য অপি (নিরংশ ব্রহ্মেরও) সাংশত্বম্ (সাংশতা [ঘটিবে]) ॥৫৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** প্রত্যক্-সাক্ষিরূপ অংশের গ্রহণ হইল না বলিয়া যদি পরোক্ষজ্ঞানকে ভ্রান্তিরূপ বল, তাহা হইলে, ঘটের জ্ঞানও ভ্রমরূপ হইয়া পড়ে। আর নিষেধযোগ্য অংশের (অজ্ঞানাংশের) ভেদবশতঃ (এবং সেই ভেদের ব্রহ্মের উপর অধ্যাসবশতঃ) নিরংশ ব্রহ্মেরও সাংশতা ঘটিবে ॥৫৫॥

**অসত্ত্বাংশো নিবর্তেত পরোক্ষজ্ঞানতস্তথা ।**
**অভানাংশনিবৃত্তিঃ স্যাদপরোক্ষধিয়া কৃতা ॥৫৬॥**

***অন্বয় ঃ*** পরোক্ষজ্ঞানতঃ (পরোক্ষজ্ঞানদ্বারা) অসত্ত্বাংশঃ (অনস্তিত্বসম্পাদক অজ্ঞানাংশ) নিবর্তেত (নিবৃত্ত হয়)। তথা (সেই প্রকার) অপরোক্ষধিয়া (অপরোক্ষ

---

১ ‘ব্রহ্ম আছে’ এই বাক্যে বাস্তবিকপক্ষে পরোক্ষ বা অপরোক্ষ, কোন জ্ঞানই নির্দিষ্ট করিয়া বুঝায় না। তথাপি যেহেতু ইহার দ্বারা ‘‘আমি ব্রহ্মস্বরূপ’ এইরূপ জ্ঞান বুঝাইতেছে না, তাই ইহাকে পরোক্ষজ্ঞান বলা হইয়াছে।

জ্ঞানদ্বারা) অভান-অংশ-নিবৃত্তিঃ (অপ্রতীতি-সম্পাদক অজ্ঞানাংশের নিবৃত্তি) কৃতা স্যাৎ (সম্পাদন হয়) ॥ ৫৬॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* পরোক্ষজ্ঞানদ্বারা অনস্তিত্ব-সম্পাদক অজ্ঞানাংশের নিবৃত্তি হয়। সেই প্রকার অপরোক্ষজ্ঞানদ্বারা অপ্রতীতি-সম্পাদক অজ্ঞানাংশের নিবৃত্তি সম্পাদন হয় ॥ ৫৬॥

**দশমোঽস্তীত্যবিভ্রান্তং পরোক্ষজ্ঞানমীক্ষ্যতে ।**
**ব্রহ্মাস্তীত্যপি তদ্বৎ স্যাদজ্ঞানাবরণং সমম্ ॥ ৫৭॥**

*অন্বয় ঃ* দশমঃ অস্তি (দশম ব্যক্তি আছে) ইতি পরোক্ষজ্ঞানম্ (এইরূপ যে পরোক্ষজ্ঞান) অবিভ্রান্তম্ (অবিভ্রান্ত বলিয়া) ঈক্ষ্যতে (দৃষ্ট হয়)। তৎ-বৎ (সেইরূপ) ব্রহ্ম অস্তি (ব্রহ্ম আছেন) ইতি অপি (এই পরোক্ষজ্ঞানও)। অজ্ঞান-আবরণম্ (অজ্ঞানের আবরণ) সমম্ স্যাৎ ([উভয় ক্ষেত্রেই] সমান) ॥ ৫৭॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* (পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তে) 'দশম ব্যক্তি আছে' এইরূপ যে পরোক্ষজ্ঞান তাহা অভ্রান্ত বলিয়া দেখা যায়। সেইরূপ 'ব্রহ্ম আছেন' এই পরোক্ষজ্ঞানও অভ্রান্ত। অজ্ঞানের আবরণ উভয়ত্রই সমান ॥ ৫৭॥

**আত্মা ব্রহ্মেতি বাক্যার্থে নিঃশেষেণ বিচারিতে ।**
**ব্যক্তিরুল্লিখ্যতে যদ্বদ্দশমস্ত্বমসীত্যতঃ ॥ ৫৮॥**

*অন্বয় ঃ* আত্মা ব্রহ্ম (আত্মা হইতেছেন ব্রহ্ম) ইতি বাক্যার্থে (এই বাক্যার্থ) নিঃশেষেণ (সম্পূর্ণরূপে) বিচারিতে (বিচারিত হইলে) ব্যক্তিঃ (ব্যক্তি অর্থাৎ 'আমি ব্রহ্ম'—এইরূপ অপরোক্ষজ্ঞান) উল্লিখ্যতে (অবগত হওয়া যায়)। যৎ-বৎ (যেরূপে) 'দশমঃ ত্বম্ অসি' (তুমি হইতেছ দশম ব্যক্তি) ইতি অতঃ (এইরূপ পরোক্ষজ্ঞান হইতে [দশম ব্যক্তি আপনাতে দশমত্বের অপরোক্ষজ্ঞান লাভ করে, সেইরূপ]) ॥ ৫৮॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* 'তুমি হইতেছ দশম ব্যক্তি'—এই পরোক্ষজ্ঞান হইতে দশম ব্যক্তি যেরূপ আপনাতে দশমত্বের অপরোক্ষজ্ঞান লাভ করে, সেইরূপ 'আত্মা হইতেছেন ব্রহ্ম' এই বাক্যার্থের বিশেষরূপে বিচার করিলে, 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ অপরোক্ষ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৫৮॥

**দশমঃ ক ইতি প্রশ্নে ত্বমেবেতি নিরাকৃতে ।**
**গণয়িত্বা স্বেন সহ স্বমেব দশমং স্মরেৎ ॥ ৫৯॥**

*অন্বয় ঃ* দশমঃ (দশম ব্যক্তিটি) কঃ (কে) ইতি প্রশ্নে (এইরূপ প্রশ্ন করিলে), ত্বম্ এব (তুমিই) ইতি নিরাকৃতে (এইভাবে উত্তর দিলে), স্বেন সহ (নিজের সহিত)

গণয়িত্বা (অন্যদের গণনা করিয়া) স্বম্ এব (আপনাকেই) দশমম্ স্মরেৎ (দশম বলিয়া স্মরণ করিতে পারে) ॥৫৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** 'দশম ব্যক্তিটি কে?' এইরূপ প্রশ্নের 'তুমিই সেই দশম ব্যক্তি' এইভাবে উত্তর দিলে, তখন আপনাকে ধরিয়া গণনা করিলে, আপনাকেই দশম বলিয়া স্মরণ করিতে পারে ॥৫৯॥

**দশমোঽস্মীতি বাক্যোত্থা ন ধীরস্য বিহন্যতে ।**
**আদিমধ্যাবসানেষু ন নবত্বস্য সংশয়ঃ ॥৬০॥**

***অন্বয় ঃ*** "দশমঃ অস্মি" (আমি দশম) ইতি বাক্যোত্থা (এই সিদ্ধান্তবাক্য হইতে উৎপন্ন) অস্য ধীঃ (এই গণনাকারী দশম ব্যক্তির বুদ্ধি) ন বিহন্যতে (বিনষ্ট হয় না)। আদি-মধ্য-অবসানেষু (আদিতে, মধ্যে অথবা অন্তে) [রাখিয়া গণনা করিলে কখনই] নবত্বস্য (নিজেকে নয়জনের একজন বলিয়া) সংশয়ঃ ন (সংশয় হয় না)॥ ৬০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** "আমি দশম" এই সিদ্ধান্তবাক্য হইতে উৎপন্ন এই (গণনাকারী দশম) ব্যক্তির বুদ্ধি কখন বিনষ্ট হয় না। তাহাকে এখন নয় জনের আদিতে, মধ্যে অথবা অন্তে রাখিয়া গণনা করিতে বলিলে, তাহার নিজেকে নয় জনের একজন বলিয়া (অথবা সে দশম ব্যক্তি কিনা এই) সংশয় হয় না ॥৬০॥

**সদেবেত্যাদিবাক্যেন ব্রহ্মসত্ত্বং পরোক্ষতঃ ।**
**গৃহীত্বা তত্ত্বমস্যাদিবাক্যাদ্ব্যক্তিং সমুল্লিখেৎ ॥৬১॥**

***অন্বয় ঃ*** 'সৎ এব' (সৎই [ছিল]) ইত্যাদি-বাক্যেন (ইত্যাদি বাক্যদ্বারা) পরোক্ষতঃ (পরোক্ষভাবে) ব্রহ্ম-সত্ত্বম্ (ব্রহ্মের অস্তিত্ব [সম্বন্ধে]) গৃহীত্বা (ধারণা করিয়া), তত্ত্বমসি-আদি-বাক্যাৎ (তত্ত্বমসি প্রভৃতি বাক্যদ্বারা) ব্যক্তিম্ (ব্রহ্মের) সমুল্লিখেৎ (অপরোক্ষতা সাধন করিতে হয়) ॥৬১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** 'সদেব সোম্য ইদম্ অগ্রে আসীৎ' (ছাঃ উঃ ৬/২/১) 'হে সৌম্য, অগ্রে ইহা সৎই ছিল'—ইত্যাদি বাক্যদ্বারা ব্রহ্মের অস্তিত্ব পরোক্ষভাবে জানিয়া, 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বাক্যদ্বারা ব্যক্তির বা ব্রহ্মের অপরোক্ষতা সাধন করিতে হয় (অর্থাৎ অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপ আত্মাকে 'আমি ব্রহ্ম'রূপে সাক্ষাৎ করিতে হয়) ॥৬১॥

**আদিমধ্যাবসানেষু স্বস্য ব্রহ্মত্বধীরিয়ম্ ।**
**নৈব ব্যভিচরেত্তস্মাদাপরোক্ষ্যং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥৬২॥**

***অন্বয় ঃ*** ইয়ম্ (এই) স্বস্য (আপনার) ব্রহ্মত্ব-ধীঃ (ব্রহ্মস্বরূপতার জ্ঞান) আদি-

মধ্য-অবসানেষু (আদিতে, মধ্যে ও অন্তে) ন এব ব্যভিচরেৎ (বিপরীত হইয়া যায় না)। তস্মাৎ (সেইহেতু) আপরোক্ষ্যম্ (এই জ্ঞানের অপরোক্ষত্ব) প্রতিষ্ঠিতম্ (সুস্থিত)॥ ৬২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** আপনার ব্রহ্মস্বরূপতার জ্ঞান আদিতে, মধ্যে ও অন্তে বিপরীত হইয়া যায় না। সেইহেতু এই জ্ঞানের অপরোক্ষতা সিদ্ধ হইল ॥৬২॥

**জন্মাদিকারণত্বাখ্য[১]লক্ষণেন ভৃগুঃ পুরা ।**
**পারোক্ষ্যেণ গৃহীত্বাথ বিচারাদ্ব্যক্তিমৈক্ষত ॥৬৩॥**

***অন্বয় ঃ*** ভৃগুঃ (বরুণ নামক ঋষির পুত্র ভৃগু) পুরা (পুরাকালে) জন্ম-আদি-কারণত্ব-আখ্য-লক্ষণেন (জন্মাদির কারণরূপে ব্রহ্ম, এই লক্ষণদ্বারা) পারোক্ষ্যেণ (পরোক্ষভাবে) গৃহীত্বা (ব্রহ্মকে জানিয়া) অথ (অনন্তর) বিচারাৎ (বিচারদ্বারা) ব্যক্তিম্ (প্রত্যগাত্মরূপ ব্রহ্মকে) ঐক্ষত (উপলব্ধি করিয়াছিলেন) ॥ ৬৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** প্রাচীনকালে, ভৃগু নামক ঋষি ব্রহ্মের জন্মাদির কারণরূপ লক্ষণের দ্বারা পরোক্ষভাবে ব্রহ্মকে জানিয়া পরে বিচারদ্বারা প্রত্যগাত্মরূপে ব্রহ্মকে অপরোক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন ॥৬৩॥ [২]

**যদ্যপি ত্বমসীত্যত্র বাক্যং নোচে ভৃগোঃ পিতা ।**
**তথাপ্যন্নং প্রাণমিতি বিচার্যস্থলমুক্তবান্ ॥৬৪॥**

***অন্বয় ঃ*** যদ্যপি (যদিও) অত্র (এই প্রকরণে) ভৃগোঃ পিতা (ভৃগুর পিতা) 'ত্বম্ অসি' (তুমি সেই ব্রহ্ম) ইতি বাক্যম্ (এইরূপ বাক্য) ন উচে (উচ্চারণ করেন নাই), তথাপি (তবুও) অন্নম্ প্রাণম্ ইতি (অন্নময় কোশ, প্রাণময় কোশ ইত্যাদি) বিচার্যস্থলম্ (বিচার্য বিষয়ে কথা) উক্তবান্ (বলিয়াছেন) ॥ ৬৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যদিও এই প্রকরণে ভৃগুর পিতা 'তুমি সেই ব্রহ্ম' এইরূপ কোন উপদেশবাক্য উচ্চারণ করেন নাই, তবুও অন্নময় কোশ, প্রাণময় কোশ প্রভৃতি (আত্মসাক্ষাৎকারের হেতুরূপ) বিচার্য স্থলের কথা বলিয়াছেন ॥৬৪॥

**অন্নপ্রাণাদিকোশেষু সুবিচার্য পুনঃ পুনঃ ।**
**আনন্দব্যক্তিমীক্ষিত্বা ব্রহ্মলক্ষ্মাপ্যযূযুজৎ ॥৬৫॥**

***অন্বয় ঃ*** অন্ন-প্রাণাদি-কোশেষু (অন্নময়, প্রাণময় প্রভৃতি পঞ্চকোশের) পুনঃ পুনঃ (বারবার) সুবিচার্য (বিচার করিয়া) আনন্দ-ব্যক্তিম্ (আনন্দরূপ আত্মাকে) ঈক্ষিত্বা (উপলব্ধি করিয়া) ব্রহ্মলক্ষ্ম অপি (ব্রহ্মের লক্ষণও) অযূযুজৎ (যোজনা করিয়াছিলেন) ॥৬৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অন্নময়, প্রাণময় প্রভৃতি কোশের অনিত্যতা পুনঃ পুনঃ বিচার

১ করণত্বাখ্যপরোক্ষেণ—ইতি পাঠান্তর ২ দ্রষ্টব্য—তৈঃ উঃ ৩/১/১

করিয়া আনন্দরূপ আত্মাকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং (সেই প্রত্যগাত্মাতে বক্ষ্যমাণ) ব্রহ্মলক্ষণেরও প্রয়োগ (করিয়া উপলব্ধি) করিয়াছিলেন ॥৬৫॥[১]

**সত্যং জ্ঞানমনন্তং চেত্যেবং ব্রহ্মস্বলক্ষণম্ ।**
**উক্ত্বা গুহাহিতত্বেন কোশেষ্বেতৎ প্রদর্শিতম্ ॥৬৬॥**

***অন্বয় ঃ*** সত্যম্ জ্ঞানম্-অনন্তম্ চ (সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ), (ব্রহ্ম) ইতি এবম্ (এই প্রকারে) ব্রহ্ম-স্বলক্ষণম্ উক্ত্বা (ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণের উল্লেখ করিয়া) কোশেষু (পঞ্চ কোশমধ্যে) গুহাহিতত্বেন (বুদ্ধিরূপ গুহায় অবস্থিতরূপে) এতৎ (ব্রহ্মের এই অন্তরাত্মরূপতা) প্রদর্শিতম্ (প্রদর্শন করিয়াছেন) ॥৬৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** 'সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম'—এই প্রকারে ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণের উল্লেখ করিয়া শ্রুতি, পঞ্চকোশ মধ্যে বুদ্ধিরূপ গুহায় অবস্থিতরূপে ব্রহ্মের এই প্রত্যগাত্মরূপতা দেখাইয়াছেন ॥৬৬॥[২]

**পারোক্ষ্যেণ বিবুধ্যেন্দ্রো য আত্মেত্যাদিলক্ষণাৎ ।**
**অপরোক্ষীকর্তুমিচ্ছংশ্চতুর্বারং গুরুং যযৌ ॥৬৭॥**

***অন্বয় ঃ*** ইন্দ্রঃ (ইন্দ্র) 'যঃ আত্মা' (যে আত্মা [স্বরূপতঃ নিষ্পাপ]) ইত্যাদি-লক্ষণাৎ (এই প্রকার লক্ষণ শুনিয়া) পারোক্ষ্যেণ (পরোক্ষভাবে) বিবুধ্য ([ব্রহ্মভাব] অবগত হইয়া) অপরোক্ষী-কর্তুম্ ইচ্ছন্ ([সেই ব্রহ্মকে]অপরোক্ষ করিবার ইচ্ছায়) চতুর্বারম্ (চারি বার) গুরুম্ যযৌ (গুরুর নিকট গিয়াছিলেন) ॥৬৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** 'যঃ আত্মা অপহতপাপ্মা' (ছাঃ উঃ ৮/৭/১) ইত্যাদি লক্ষণ শুনিয়া ইন্দ্র পরোক্ষভাবে ব্রহ্মকে জানিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি অপরোক্ষ-ভাবে ব্রহ্মকে জানিবার জন্য চারি বার (ছাঃ উঃ ৮/৭/২) গুরুর নিকট গিয়াছিলেন ॥৬৭॥

**আত্মা বা ইদমিত্যাদৌ পরোক্ষং ব্রহ্ম লক্ষিতম্ ।**
**অধ্যারোপাপবাদাভ্যাং প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম দর্শিতম্ ॥৬৮॥**

***অন্বয় ঃ*** আত্মা বৈ ইদম্ ([সৃষ্টির পূর্বে জগৎ] একমাত্র এই আত্মা [ছিল])

১ দ্রষ্টব্য—তৈঃ উঃ ৩/৬/১

২ তৈঃ উঃ ২/১/১, ২/১/৫। দুই প্রকার লক্ষণ দ্বারা বস্তুকে চিনিতে পারা যায়; যথা, স্বরূপলক্ষণ ও তটস্থলক্ষণ। স্বরূপলক্ষণ অপরিবর্তনশীল—যথা, সাদা রঙের উত্তরদ্বার-বিশিষ্টতা রামের বাটীর লক্ষণ। আর তটস্থলক্ষণ পরিবর্তনশীল—যথা, কাক বসিয়া আছে যে বাটীর উপর তাহা রামের বাটী। ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণও সেইরূপ সত্য-জ্ঞান-অনন্তরূপতা, আর তটস্থলক্ষণ হইতেছে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারণতা।

ইত্যাদৌ (ইত্যাদি উপনিষদ্-বাক্যে) পরোক্ষম্ (পরোক্ষভাবে) ব্রহ্ম লক্ষিতম্ (ব্রহ্ম লক্ষিত হইয়াছেন)। [পরে] অধ্যারোপ-অপবাদাভ্যাম্ (অধ্যারোপ ও অপবাদের দ্বারা) প্রজ্ঞানম্ (প্রত্যগাত্মাকে) ব্রহ্ম দর্শিতম্ (ব্রহ্মরূপে প্রদর্শন করা হইয়াছে) ॥৬৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** 'আত্মা বৈ ইদম্...' ইত্যাদি শ্রুতিতে (ঐঃ উঃ ১/১/১) পরোক্ষভাবে ব্রহ্ম লক্ষিত হইয়াছেন। পরে অধ্যারোপ ও অপবাদের[১] দ্বারা প্রত্যগাত্মাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে ॥৬৮॥

**অবান্তরেণ বাক্যেন পরোক্ষা ব্রহ্মধীর্ভবেৎ ।**
**সর্বত্রৈব মহাবাক্যবিচারাদপরোক্ষধীঃ ॥৬৯॥**

***অন্বয় ঃ*** সর্বত্র এব (অপর সকল শ্রুতিতেও) অবান্তরেণ বাক্যেন (অবান্তর বাক্যদ্বারা) পরোক্ষা (পরোক্ষ) ব্রহ্মধীঃ (ব্রহ্মজ্ঞান) ভবেৎ (হয়)। মহাবাক্য-বিচারাৎ ([আর] মহাবাক্যের বিচার হইতে) অপরোক্ষধীঃ (অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান [হয়]) ॥৬৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অপর সকল শ্রুতিতেও অবান্তর বাক্যদ্বারা (অর্থাৎ অন্তঃপাতী বা প্রধানের অঙ্গভূত বাক্যদ্বারা) পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান হয়, আর মহাবাক্যের বিচারদ্বারা অপরোক্ষজ্ঞান হয়—(ইহা বলা হইয়াছে) ॥৬৯॥

**ব্রহ্মাপারোক্ষ্যসিদ্ধ্যর্থং মহাবাক্যমিতীরিতম্ ।**
**বাক্যবৃত্তাবতো ব্রহ্মাপারোক্ষ্যে বিমতির্ন হি ॥৭০॥**

***অন্বয় ঃ*** বাক্যবৃত্তৌ (বাক্যবৃত্তি নামক গ্রন্থে) ব্রহ্ম-অপারোক্ষ্যসিদ্ধ্যর্থম্ (ব্রহ্মের অপরোক্ষতা সিদ্ধির জন্য) মহাবাক্যম্ (মহাবাক্য) ইতি ঈরিতম্ (এইরূপ কথিত হইয়াছে)। অতঃ (অতএব) ব্রহ্ম-অপারোক্ষ্যে ([মহাবাক্যসমূহের] ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞানোৎপত্তি বিষয়ে) বিমতিঃ (বিবাদ) ন হি (নাই) ॥৭০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** আচার্য শংকরকৃত 'বাক্যবৃত্তি'[২] নামক গ্রন্থে ব্রহ্মের অপরোক্ষতা সিদ্ধির জন্য মহাবাক্য—এইরূপ উক্ত হইয়াছে। অতএব মহাবাক্য বিচার যে অপরোক্ষজ্ঞানের উৎপাদক, তাহাতে বিবাদ বা সন্দেহ নাই ॥৭০॥

**আলম্বনতয়া ভাতি যোঽস্মৎপ্রত্যয়শব্দয়োঃ ।**
**অন্তঃকরণসম্ভিন্নবোধঃ স ত্বম্পদাভিধঃ ॥৭১॥**

***অন্বয় ঃ*** যঃ (যে) অন্তঃকরণ-সম্ভিন্ন-বোধঃ (অন্তঃকরণরূপ উপাধিবিশিষ্ট চৈতন্য) অস্মৎ-প্রত্যয়-শব্দয়োঃ ('আমি' এই প্রত্যয় বা জ্ঞান এবং 'আমি' এই শব্দ—

১ অধ্যারোপ—যে বস্তু যাহা নয়, তাহা বলিয়া প্রতীত হওয়া। অপবাদ—প্রতীত মিথ্যারূপের অভাবনিশ্চয়।

২ বাক্যবৃত্তি ৩৭-৫৩

এই দুইটির) আলম্বনতয়া (আশ্রয়রূপে) ভাতি (প্রতীত হন) সঃ (সেই [অন্তঃকরণবিশিষ্ট চেতনরূপ জীব]) ত্বম্-পদ-অভিধঃ ('ত্বম্' পদের বাচ্য) ॥ ৭১ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অন্তঃকরণরূপ উপাধি দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে চৈতন্য অথবা চেতনরূপ জীব, 'আমি' এই প্রত্যয় ও 'আমি' এই শব্দ—এই উভয়ের আশ্রয়-রূপে প্রতীত হন, তিনি ('তৎ ত্বম্ অসি' বাক্যস্থ) 'ত্বম্' পদের বাচ্য॥৭১॥[1]

**মায়োপাধির্জগদ্যোনিঃ সর্বজ্ঞত্বাদিলক্ষণঃ ।**
**পারোক্ষ্যশবলঃ সত্যাদ্যাত্মকস্তৎপদাভিধঃ ॥৭২॥**

***অন্বয় ঃ*** মায়োপাধিঃ (মায়োপাধিক) জগৎ-যোনিঃ (জগৎকারণ) সর্বজ্ঞত্ব-আদি-লক্ষণঃ (সর্বজ্ঞত্বাদিলক্ষণ) পারোক্ষ্য-শবলঃ (পরোক্ষত্বধর্মবিশিষ্ট) সত্যাদি-আত্মকঃ (সত্য-জ্ঞান-অনন্তস্বরূপ), [ব্রহ্ম] তৎপদাভিধঃ ('তৎ' পদের বাচ্য) ॥ ৭২ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** মায়োপাধিক, জগৎকারণ, সর্বজ্ঞত্বাদিলক্ষণ, পরোক্ষত্ব-ধর্মবিশিষ্ট, সত্যজ্ঞানানন্তস্বরূপ ব্রহ্ম 'তৎ' পদের বাচ্য ॥৭২॥

**প্রত্যক্‌পরোক্ষতৈকস্য সদ্বিতীয়ত্বপূর্ণতা ।**
**বিরুদ্ধ্যেতে যতস্তস্মাল্লক্ষণা সম্প্রবর্ততে ॥৭৩॥**

***অন্বয় ঃ*** যতঃ (যেহেতু) একস্য (একই বস্তুর), (একইকালে) প্রত্যক্-পরোক্ষতা (আন্তর বা অপরোক্ষ এবং পরোক্ষ হওয়া) সদ্বিতীয়ত্ব-পূর্ণতা (সদ্বিতীয়তা বা পরিচ্ছিন্নতা এবং পূর্ণতা) বিরুদ্ধ্যেতে (বিরুদ্ধ হয়), তস্মাৎ (সেইহেতু) লক্ষণা (লক্ষণা) সম্প্রবর্ততে (প্রবর্তিত হয়) ॥ ৭৩ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যেহেতু একই বস্তুর একইকালে প্রত্যক্ এবং পরোক্ষ হওয়া অথবা সদ্বিতীয় এবং পূর্ণ হওয়া বিরুদ্ধ হয়, সেই হেতু (লক্ষণাদ্বারা তাহা বুঝিতে হইবে বলিয়া) লক্ষণা প্রয়োগ করা হয় ॥৭৩॥

**তত্ত্বমস্যাদিবাক্যেষু লক্ষণা ভাগলক্ষণা ।**
**সোঽয়মিত্যাদিবাক্যস্থপদয়োরিব নাপরা ॥৭৪॥**

***অন্বয় ঃ*** তত্ত্বমস্যাদি-বাক্যেষু (তৎ-ত্বম্-অসি-—প্রভৃতি বাক্যে) লক্ষণা (যে লক্ষণার দ্বারা অর্থ বুঝা হইয়া থাকে তাহা) ভাগ-লক্ষণা (ভাগলক্ষণা)। সঃ অয়ম্ (সেই এই) ইত্যাদি বাক্যস্থ-পদয়োঃ ইব (ইত্যাদি বাক্যস্থ পদদ্বয়ের বিরুদ্ধাংশ পরিত্যাগের দ্বারা অর্থাৎ ভাগলক্ষণার দ্বারা যেরূপে অর্থ করা হয়, সেইরূপ) অপরা ন (অন্য লক্ষণা, যথা—জহৎ-লক্ষণা, অজহৎ-লক্ষণা,) নহে ॥ ৭৪ ॥

---

১ শ্লোক সংখ্যা ৭১ হইতে ৭৮ বাক্যবৃত্তির উদ্ধৃতি (বাঃ বৃত্তি ৪৪-৪৬, ৪৮ এবং ৩৮-৪১)

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** 'তত্ত্বমসি' (তুমি সেই) ইত্যাদি বাক্যে যে লক্ষণাদ্বারা অর্থ বুঝা হইয়া থাকে, তাহা ভাগলক্ষণা। 'সঃ অয়ম্' (সে এই) এইরূপ বাক্যগুলিতে 'সঃ' ও 'অয়ম্' এই দুই পদের ভাগলক্ষণাদ্বারা যেরূপে অর্থ করা হয়, সেইরূপ। (কারণ) জহৎ-লক্ষণা বা অজহৎ-লক্ষণা এস্থলে খাটে না॥ ৭৪ ॥

**সংসর্গো বা বিশিষ্টো বা বাক্যার্থো নাত্র সম্মতঃ ।**
**অখণ্ডৈকরসত্বেন বাক্যার্থো বিদুষাং মতঃ ॥ ৭৫ ॥**

***অন্বয় ঃ*** অত্র (এই মহাবাক্য সকল বিষয়ে) সংসর্গঃ বা বিশিষ্টঃ বা (সংসর্গ অথবা বিশিষ্টরূপ) বাক্যার্থঃ (বাক্যার্থ) সম্মতঃ ন (যুক্তিযুক্ত নয়)। অখণ্ডৈকরসত্বেন (অখণ্ডৈকরস রূপে যে একতা তাহা) বাক্যার্থঃ (মহাবাক্য সকলের অর্থ) বিদুষাম্ মতঃ ([ইহা] বিদ্বজ্জনের সিদ্ধান্ত) ॥ ৭৫ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এই সকল মহাবাক্য বিষয়ে 'সংসর্গ'রূপ[১] বা 'বিশিষ্ট' রূপ অর্থ অনুসারে বাক্যার্থ করা যুক্তিযুক্ত নয়। অখণ্ডৈকরস রূপে বাক্যার্থ করিলে যে একতা বুঝায়, তাহা পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত ॥ ৭৫ ॥

**প্রত্যগ্‌বোধো য আভাতি সোঽদ্বয়ানন্দলক্ষণঃ ।**
**অদ্বয়ানন্দরূপশ্চ প্রত্যগ্‌বোধৈকলক্ষণঃ ॥ ৭৬ ॥**

***অন্বয় ঃ*** যঃ (যে) প্রত্যক্-বোধঃ (সর্বজীবের অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য) আভাতি (প্রতীত হয়) সঃ (তাহা) অদ্বয়ানন্দ-লক্ষণঃ (অদ্বয় আনন্দস্বরূপ)। অদ্বয়ানন্দরূপঃ চ (অদ্বয়ানন্দস্বরূপটি আবার) প্রত্যক্‌বোধ-এক-লক্ষণঃ (জীবের আন্তর চিদেক-রসস্বরূপ) ॥ ৭৬ ॥

১ গরুটিকে আন (গাম্ আনয়) ইত্যাদি বাক্যে 'গরুটিকে' এবং 'আন' এই দুইটি পদের অর্থের সহিত যে সংসর্গ বা সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা এই বাক্যটির অর্থ, অথবা সম্বন্ধ সহিত সেই পদার্থই বাক্যার্থ। আবার 'নীল মহাসুগন্ধি কমল' এই বাক্যে গুণবাচক বিশেষণ শব্দ 'নীল' ও 'মহাসুগন্ধি' এবং 'কমল'-শব্দ পদ্মরূপ দ্রব্যের বাচক। অতএব, বাক্যার্থ হইল "নীলরংবিশিষ্ট মহাসুগন্ধি কমল"। কিন্তু মহাবাক্যের অর্থ পূর্বোক্ত সংসর্গ বা বিশিষ্টরূপে করিলে অনেক দোষ আসিয়া পড়ে। যথা—যদি বলা হয় 'ত্বম্ পদের অর্থের সহিত সম্বন্ধযুক্ত তৎ পদার্থ' অথবা 'তৎ পদের অর্থের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ত্বম্ পদার্থ' তাহা হইলে পরমাত্মার অসঙ্গতার ব্যাঘাত ঘটে (অসঙ্গোঽয়ম্ পুরুষঃ-বৃঃ উঃ ৪/৩/১৫)। আবার যদি বলা হয় 'ত্বম্ পদার্থ বিশিষ্ট তৎ পদার্থ' অথবা 'তৎ পদার্থ বিশিষ্ট ত্বম্ পদার্থ' তাহা হইলে একই বস্তুর সর্বজ্ঞত্বাদি-অল্পজ্ঞত্বাদি বিশিষ্টতা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিরোধী হয়।

এই কারণে পণ্ডিতগণ সংসর্গ বা বিশিষ্ট এই দুইরূপ বাক্যার্থের দ্বারা মহাবাক্যের অর্থ নির্ণয় না করিয়া লক্ষণাদ্বারা তাহা করিয়া থাকেন।

আর 'অখণ্ডৈকরসতা' বলিতে 'আমি হইতেছি ব্রহ্ম' 'ব্রহ্ম হইতেছেন আমি' এইরূপ ব্যতিহার ক্রমে যাহা বুঝা যায়, তাহাই ।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যে সর্বান্তর চৈতন্য প্রতীত হয়, তাহা অদ্বয়ানন্দস্বরূপ পরমাত্মা। আবার যাহাই অদ্বয়ানন্দস্বরূপ পরমাত্মা তাহা সর্বজীবের আন্তর চিদেক-রসস্বরূপ আত্মা ॥৭৬॥

**ইত্থমন্যোন্যতাদাত্ম্যপ্রতিপত্তির্যদা ভবেৎ ।**
**অব্রহ্মত্বং ত্বমর্থস্য ব্যাবর্তেত তদৈব হি ॥৭৭॥**

**অন্বয় ঃ** ইত্থম্ (এই প্রকারে) অন্যোন্য-তাদাত্ম্য-প্রতিপত্তিঃ (জীবাত্মা ও পরমাত্মার পরস্পর অভেদের নিশ্চয়তা) যদা ভবেৎ (যখন হইবে), তদা এব (তখনই) ত্বম্-অর্থস্য ('ত্বম' পদের অর্থের) অব্রহ্মত্বম্ (অব্রহ্মতা) ব্যাবর্তেত হি (নিশ্চয় নিবৃত্ত হইবে) ॥৭৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যখন এইরূপে জীবাত্মা ও পরমাত্মার পরস্পর একাত্মতার নিশ্চয় হইবে, তখনই 'ত্বম্' পদের অর্থ যে জীবাত্মা তাঁহার অব্রহ্মত্ব (অর্থাৎ প্রত্যগাত্মা যে ব্রহ্মের সহিত এক নয় এই ধারণা) নিবৃত্ত হইবে ॥৭৭॥

**তদর্থস্য চ পারোক্ষ্যং যদ্যেবং কিং ততঃ শৃণু ।**
**পূর্ণানন্দৈকরূপেণ প্রত্যগ্‌বোধোঽবতিষ্ঠতে ॥৭৮॥**

**অন্বয় ঃ** চ (এবং) তৎ-অর্থস্য (তৎ-পদের অর্থের) পারোক্ষ্যম্ (পরোক্ষতা), [নিবৃত্ত হইবে]। যদি এবম্ (যদি এইরূপ হয়), ততঃ (তাহাতে) কিম্ (কি হইল)? শৃণু (শ্রবণ কর), পূর্ণানন্দ-এক-রূপেণ (কেবল মাত্র পূর্ণানন্দস্বরূপে) প্রত্যক্‌বোধঃ (প্রত্যগাত্মা) অবতিষ্ঠতে (অবস্থিত থাকিবেন) ॥৭৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এবং তৎ-পদের অর্থের পরোক্ষতা নিবৃত্ত হইবে। (বাদী জিজ্ঞাসা করিতেছেন—) যদি এইরূপ হয়, তাহাতে কি হইল? (উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন--) তবে শ্রবণ কর—প্রত্যগাত্মা কেবল পূর্ণানন্দস্বরূপে অবস্থিত থাকিবেন ॥৭৮॥

**এবং সতি মহাবাক্যাৎ পরোক্ষজ্ঞানমীর্যতে ।**
**যৈস্তেষাং শাস্ত্রসিদ্ধান্তবিজ্ঞানং শোভতেতরাম্ ॥৭৯॥**

**অন্বয় ঃ** এবম্ সতি (এইরূপ যদি সিদ্ধান্ত হয়), [তাহা হইলেও] যৈঃ (যাহাদের দ্বারা) মহাবাক্যাৎ (মহাবাক্য হইতে) পরোক্ষজ্ঞানম্ (পরোক্ষজ্ঞান), [হয় বলিয়া] ঈর্যতে (উক্ত হয়) তেষাম্ (তাহাদের) শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত-বিজ্ঞানম্ (শাস্ত্রসিদ্ধান্ত-জ্ঞান) শোভতেতরাম্ (অতিশয় উজ্জ্বল —) [এইরূপ বলিতে হয়] ॥৭৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এইরূপ সিদ্ধান্ত হইলেও, যাহারা বলে মহাবাক্য হইতে

পরোক্ষজ্ঞান হয়, তাহাদের শাস্ত্রসিদ্ধান্তজ্ঞান অতিশয় উজ্জ্বল, বলিতে হইবে।॥৭৯॥

**আস্তাং শাস্ত্রস্য সিদ্ধান্তো যুক্ত্যা বাক্যাৎ পরোক্ষধীঃ ।**
**স্বর্গাদিবাক্যবন্নৈবং দশমে ব্যভিচারতঃ ॥৮০॥**

***অন্বয়*ঃ** শাস্ত্রস্য (শাস্ত্রের) সিদ্ধান্তঃ (সিদ্ধান্ত) আস্তাম্ (থাকুক), যুক্ত্যা (যুক্তিদ্বারা) স্বর্গ-আদি-বাক্যবৎ (স্বর্গাদি প্রতিপাদক বাক্যের দ্বারা যেমন পরোক্ষজ্ঞান হয়, সেইরূপ) বাক্যাৎ (বাক্য হইতে) পরোক্ষধীঃ (পরোক্ষজ্ঞান [হইয়া থাকে])। ন (না তাহা হইতে পারে না), [কারণ] দশমে (দশম পুরুষ বিষয়ে) এবম্ (তোমার এই যুক্তির) ব্যভিচারতঃ (ব্যতিক্রম হয়) ॥৮০॥

***বঙ্গানুবাদ*ঃ** শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত থাকুক; স্বর্গাদি প্রতিপাদক বাক্য হইতে যেমন পরোক্ষ জ্ঞান হয়, শাস্ত্রবাক্য হইতে সেইরূপ পরোক্ষ জ্ঞান হইয়া থাকে, ইহা যুক্তিসিদ্ধ। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—না, তাহা হইতে পারে না, কারণ দশম পুরুষ বিষয়ে তোমার এই যুক্তির ব্যতিক্রম হয় (অর্থাৎ 'দশমঃ ত্বম্ অসি'—বাক্যদ্বারা তৎক্ষণাৎই অপরোক্ষ জ্ঞান হয়) ॥৮০॥

**স্বতোঽপরোক্ষজীবস্য ব্রহ্মত্বমভিবাঞ্ছতঃ ।**
**নশ্যেৎ সিদ্ধাপরোক্ষত্বমিতি যুক্তির্মহত্যহো ॥৮১॥**

***অন্বয়*ঃ** ব্রহ্মত্বম্-অভিবাঞ্ছতঃ (ব্রহ্মত্ব লাভের অভিলাষী) স্বতঃ (স্বভাবতঃ) অপরোক্ষ-জীবস্য (অপরোক্ষ জীবের) সিদ্ধ-অপরোক্ষত্বম্ (স্বাভাবিক অপরোক্ষতা) নশ্যেৎ (নষ্ট হইয়া যাইবে) ইতিঃ যুক্তিঃ ([তোমার] এই যুক্তি) মহতী (মহান্) অহো (ইহা আশ্চর্যজনক) ॥৮১॥

***বঙ্গানুবাদ*ঃ** ব্রহ্মত্বলাভের অভিলাষী, স্বভাবতঃ অপরোক্ষ জীবের স্বতঃসিদ্ধ অপরোক্ষত্ব তো নষ্ট হইয়া যাইবে—তোমার এই মহান্ যুক্তি আশ্চর্যজনক বটে ॥৮১॥

**বৃদ্ধিমিষ্টবতো মূলমপি নষ্টমিতীদৃশম্[১] ।**
**লৌকিকং বচনং সার্থং সম্পন্নং ত্বৎপ্রসাদতঃ ॥৮২॥**

***অন্বয়*ঃ** বৃদ্ধিম্ (মূলধনের বৃদ্ধি) ইষ্টবতঃ (আকাঙ্ক্ষী মনুষ্যের) মূলম্ অপি (মূলধনই) নষ্টম্ (হারাইল) ইতি ঈদৃশম্ (এইপ্রকার) লৌকিকম্ বচনম্ (লৌকিক প্রবাদ) ত্বৎ-প্রসাদতঃ (তোমার প্রসাদে) সার্থম্ সম্পন্নম্ (সার্থকতা লাভ করিল) ॥৮২॥

***বঙ্গানুবাদ*ঃ** মূলধনের বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষায় (ব্যবসায় করিয়া) মূলধনও

১ ঈরিতম্ ইতি পাঠান্তর

হারাইল—এই প্রকারের প্রসিদ্ধ লৌকিক বচন তোমার কৃপায় সার্থকতা লাভ করিল ॥৮২॥

**অন্তঃকরণসম্ভিন্নবোধো জীবোঽপরোক্ষতাম্ ।**
**অর্হত্যুপাধিসদ্ভাবান্ন তু ব্রহ্মানুপাধিতঃ ॥৮৩॥**

***অন্বয় ঃ*** অন্তঃকরণ-সম্ভিন্ন-বোধঃ (অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট চৈতন্য) জীবঃ (জীব) উপাধি-সদ্ভাবাৎ (উপাধিযুক্ততা হেতু) অপরোক্ষতাম্ অর্হতি (অপরোক্ষের যোগ্য হইতে পারে), ব্রহ্ম তু (ব্রহ্ম কিন্তু) অনুপাধিতঃ (নিরুপাধিক বলিয়া) ন (অপরোক্ষ হইতে পারেন না)॥৮৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অন্তঃকরণ-উপহিত চৈতন্যরূপ জীব উপাধির বিদ্যমানতাহেতু অপরোক্ষের যোগ্য হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্ম নিরুপাধিক, তাই ব্রহ্ম অপরোক্ষ হইতে পারেন না ॥৮৩॥

**নৈবং ব্রহ্মত্ববোধস্য সোপাধিবিষয়ত্বতঃ ।**
**যাবদ্বিদেহকৈবল্যমুপাধেরনিবারণাৎ ॥৮৪॥**

***অন্বয় ঃ*** এবম্ ন (এইরূপ আশঙ্কা সত্য নয়), ব্রহ্মত্ববোধস্য (জীবের ব্রহ্মরূপতার যে বোধ হয়, তাহার) সোপাধিবিষয়ত্বতঃ (সোপাধিক-বস্তুবিষয়তা [হয়] বলিয়া), (আর) যাবৎ বিদেহ-কৈবল্যম্ (বিদেহ কৈবল্য পর্যন্ত) উপাধেঃ (উপাধির) অনিবারণাৎ (নিবৃত্তি হয় না বলিয়া) ॥৮৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এইরূপ আশঙ্কা সত্য নহে, কেননা জীবের ব্রহ্মরূপতার যে বোধ হয়, তাহা সোপাধিক বস্তুবিষয়ক (সেই কারণে ব্রহ্মের নিরুপাধিকতা অসিদ্ধ)। আর বিদেহ-কৈবল্য না হওয়া পর্যন্ত উপাধিসকলের নিবৃত্তি অসম্ভব॥৮৪॥

**অন্তঃকরণসাহিত্যরাহিত্যাভ্যাং বিশিষ্যতে ।**
**উপাধির্জীবভাবস্য ব্রহ্মতায়াশ্চ নান্যথা ॥৮৫॥**

***অন্বয় ঃ*** জীব-ভাবস্য (জীবভাবের) চ ব্রহ্মতায়াঃ (ও ব্রহ্মভাবের) উপাধিঃ (উপাধি) অন্তঃকরণ-সাহিত্য-রাহিত্যাভ্যাম্ (যথাক্রমে অন্তঃকরণসাহিত্য ও অন্তঃকরণ-রাহিত্য—এই দুই উপাধির দ্বারা) বিশিষ্যতে (পরস্পর হইতে ভিন্ন হয়), অন্যথা ন (অন্য কোন প্রকারে নয়) ॥৮৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** জীব ও ব্রহ্মের ভেদ[১] কেবলমাত্র উপাধিতে—জীবভাবের

১ অজ্ঞানরূপ মাধ্যম যতদিন থাকিবে এই ভেদও ততদিন থাকে। যেমন, প্রতিবিম্ব ততদিন থাকে যতদিন প্রতিফলনের মাধ্যম থাকে ।

উপাধি অন্তঃকরণসাহিত্য আর ব্রহ্মভাবের উপাধি অন্তঃকরণরাহিত্য। অন্য কোন প্রকারে ভেদ নাই ॥৮৫॥

**যথা বিধিরুপাধিঃ স্যাৎ প্রতিষেধস্তথা ন কিম্ ।**
**সুবর্ণলোহভেদেন শৃঙ্খলাত্বং ন ভিদ্যতে ॥৮৬॥**

**অন্বয় ঃ** বিধিঃ (অন্তঃকরণের বিদ্যমানতা) যথা (যেমন) উপাধিঃ স্যাৎ (উপাধি অথবা ভেদের কারণ হইতে পারে), তথা (সেইরূপে) প্রতিষেধঃ (সেই অন্তঃকরণের অবিদ্যমানতা) কিম্ ন (কেন [উপাধি হইবে] না)? সুবর্ণ-লোহ-ভেদেন (সুবর্ণ ও লৌহভেদে) শৃঙ্খলাত্বম্ (বন্ধকত্ব) ভিদ্যতে ন (কম বেশি হয় না) ॥৮৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অন্তঃকরণের বিদ্যমানতা যেমন উপাধি হইতে পারে, সেইরূপ উহার প্রতিষেধও উপাধি হইবে না কেন? যথা—শৃঙ্খল সুবর্ণের হউক অথবা লৌহের হউক—ইহাদের বন্ধন ক্ষমতা ভিন্ন নহে[১] ॥৮৬॥

**অতদ্ব্যাবৃত্তিরূপেণ সাক্ষাদ্বিধিমুখেন চ ।**
**বেদান্তানাং প্রবৃত্তিঃ স্যাদ্দ্বিধেত্যাচার্যভাষিতম্ ॥৮৭॥**

**অন্বয় ঃ** অতৎ-ব্যাবৃত্তি-রূপেণ (অতৎ অর্থাৎ যাহা 'তৎ' নয়, তাহার নিষেধের দ্বারা) চ (এবং) সাক্ষাৎ বিধিমুখেন (সাক্ষাৎ বিধিমুখে) দ্বিধা (এই উভয় প্রকারে) বেদান্তানাম্ (বেদান্তসকলের) প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ ([ব্রহ্ম প্রতিপাদনে] প্রবৃত্তি হয়)। ইতি (এইরূপ) আচার্য-ভাষিতম্ (আচার্যগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে) ॥৮৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অনাত্মরূপ জগৎ প্রপঞ্চের নিষেধের দ্বারা এবং সাক্ষাৎ বিধিমুখে অর্থাৎ প্রতিপাদ্যবস্তুর সাক্ষাৎ বিধান—এই উভয়[২] প্রকারে উপনিষদ্-সকল ব্রহ্ম প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন—ইহা আচার্যগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে॥ ৮৭ ॥

**অহমর্থপরিত্যাগাদহং ব্রহ্মেতি ধীঃ কুতঃ ।**
**নৈবমংশস্য হি ত্যাগো ভাগলক্ষণয়োদিতঃ ॥৮৮॥**

**অন্বয় ঃ** অহম্-অর্থ-পরিত্যাগাৎ ('আমি' এই শব্দের [সম্পূর্ণ] অর্থের পরিত্যাগ হইলে) 'অহম্ ব্রহ্ম' (আমি ব্রহ্ম) ইতি (এই প্রকার) ধীঃ (জ্ঞান) কুতঃ (কিপ্রকারে [সম্ভব])? ন এবম্ (না, এইপ্রকার আশঙ্কা হইতে পারে না), হি (যেহেতু) ভাগলক্ষণয়া (ভাগত্যাগলক্ষণার দ্বারা) অংশস্য (জড়াংশের [মাত্র]) ত্যাগঃ উদিত (ত্যাগের কথা বলা হইয়াছে) ॥৮৮॥

---

১ অর্থ হইতেছে—জীবে অন্তঃকরণের উপস্থিতি যেমন জীব ও ব্রহ্মের ভেদের কারণ, সেইরূপে ব্রহ্মে উহার অনুপস্থিতিও জীব-ব্রহ্মের ভেদের কারণ হইবে—ইহাতে অযৌক্তিক কিছু নাই।

২ নেতি-নেতি এবং ইতি-ইতি—এই দুই প্রকারে

*বঙ্গানুবাদ ঃ* (শঙ্কা)ঃ (অহম্ ব্রহ্ম অস্মি—এই বাক্যে) ভাগত্যাগ লক্ষণাতে 'অহম্' শব্দের সম্পূর্ণ অর্থের পরিত্যাগ হইয়া গেলে[১] 'আমি ব্রহ্ম' এই প্রকারের জ্ঞান কি করিয়া সম্ভব হয়? (উত্তর) না, এইরূপ আশঙ্কা করিতে পার না। কারণ ভাগত্যাগ লক্ষণার দ্বারা (অহম্-শব্দার্থের) জড়াংশেরই ত্যাগের কথা বলা হইয়াছে ॥৮৮॥

**অন্তঃকরণসন্ত্যাগাদবশিষ্টে চিদাত্মনি ।**
**অহং ব্রহ্মেতি বাক্যেন ব্রহ্মত্বং সাক্ষিণীক্ষ্যতে ॥৮৯॥**

**অন্বয় ঃ** অন্তঃকরণ-সন্ত্যাগাৎ (অন্তঃকরণ ভাগ ত্যাগ করিয়া) অবশিষ্টে চিদাত্মনি সাক্ষিণি (অবশিষ্ট চিদাত্মারূপ সাক্ষীতে) অহম্ ব্রহ্ম (আমি ব্রহ্ম) ইতি বাক্যেন (এইরূপ বাক্যের দ্বারা) ব্রহ্মত্বম্ (ব্রহ্মত্ব) ঈক্ষ্যতে (উপলব্ধি করা যায়) ॥৮৯॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* ('অহম্' শব্দের বাচ্যার্থ হইতেছে—অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট-চৈতন্য। তাহা হইতে জড়াংশরূপ) অন্তঃকরণ উপাধির পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট চিদাত্মারূপ সাক্ষীতে 'আমি ব্রহ্ম' এই বাক্য প্রয়োগ দ্বারা ব্রহ্মত্ব উপলব্ধি করা যায় ॥৮৯॥

**স্বপ্রকাশোঽপি সাক্ষ্যেব ধীবৃত্ত্যা ব্যাপ্যতেঽন্যবৎ ।**
**ফলব্যাপ্যত্বমেবাস্য শাস্ত্রকৃদ্ভির্নিবারিতম্ ॥৯০॥**

**অন্বয় ঃ** সাক্ষী (সাক্ষী) স্বপ্রকাশঃ অপি (স্বপ্রকাশ হইলেও) অন্যবৎ (অন্যান্য ঘটাদি বিষয়ের ন্যায়) ধী-বৃত্ত্যা এব (বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারাই) ব্যাপ্যতে (ব্যাপ্য হন)। অস্য (ইঁহার) ফলব্যাপ্যত্বম্ এব (ফলব্যাপ্যতাই) শাস্ত্রকৃদ্ভিঃ (শাস্ত্রকারগণ কর্তৃক) নিবারিতম্ (নিবারিত হইয়াছে) ॥৯০॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* সাক্ষী স্বপ্রকাশ হইলেও অন্যান্য ঘটাদি বস্তুর ন্যায় বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারাই ব্যাপ্য হন। ইঁহার ফলব্যাপ্যতাই অর্থাৎ পৃথকভাবে চিদাভাসের বিষয় হওয়াই, শাস্ত্রকারগণ কর্তৃক নিষিদ্ধ বা নিবারিত হইয়াছে (কারণ চিদাভাস সাক্ষীরই প্রকাশ) ॥৯০॥

**বুদ্ধিতৎস্থচিদাভাসৌ দ্বাবপি ব্যাপ্নুতো ঘটম্ ।**
**তত্রাজ্ঞানং ধিয়া নশ্যেদাভাসেন ঘটঃ স্ফুরেৎ ॥৯১॥**

**অন্বয় ঃ** বুদ্ধি-তৎস্থ-চিদাভাসৌ (বুদ্ধি ও বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত চিদাভাস) দ্বৌ

১ নেতি-নেতি বিচারের দ্বারা জগৎপ্রপঞ্চের পরিত্যাগ হইয়া গেলে (উহার বাচক 'অহম্' শব্দের পরিত্যাগ হইলে) কূটস্থেরও ত্যাগ হইয়া যাইবে—এই আশঙ্কা ।

অপি (এই দুইটিই) ঘটম্ ব্যাপ্নুতঃ (ঘটকে বিষয় করে)। তত্র (তাহাদের মধ্যে) ধিয়া (বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা) অজ্ঞানম্ নশ্যেৎ (অজ্ঞানের নাশ হয়), আভাসেন (আর চিদাভাস দ্বারা) ঘটঃ (ঘট) স্ফুরেৎ (প্রকাশিত হয়) ॥৯১॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* বুদ্ধি ও বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত চিদাভাস—এই দুইটিই ঘটাদিকে ব্যাপ্ত করিতে প্রয়োজন হয়। তাহাদের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা অজ্ঞানের নাশ হয়, আর চিদাভাসদ্বারা ঘট প্রকাশিত হয় ॥৯১॥

**ব্রহ্মণ্যজ্ঞাননাশায় বৃত্তিব্যাপ্তিরপেক্ষিতা ।**
**স্বয়ংস্ফুরণরূপত্বান্নাভাস উপযুজ্যতে ॥৯২॥**

*অন্বয় ঃ* ব্রহ্মণি (ব্রহ্মবিষয়ক) অজ্ঞান-নাশায় (অজ্ঞান নাশের জন্য) বৃত্তি-ব্যাপ্তিঃ (বুদ্ধিবৃত্তির বিষয়তা) অপেক্ষিতা (অপেক্ষিত), স্বয়ং-স্ফুরণ-রূপত্বাৎ (ব্রহ্ম নিজে প্রকাশস্বরূপ বলিয়া) আভাসঃ (আভাস) ন উপযুজ্যতে (উপযোগী হয় না) ॥৯২॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* ব্রহ্মবিষয়ক (অর্থাৎ ব্রহ্ম ও প্রত্যগাত্মার ঐক্যের আবরক) অজ্ঞান নাশের জন্য বুদ্ধিবৃত্তির বিষয়তার অপেক্ষা আছে (মহাবাক্যোৎপন্ন 'আমি ব্রহ্ম' এই প্রকার বুদ্ধিবৃত্তির বিষয়তার অপেক্ষা আছে)। আর ব্রহ্ম স্বয়ংপ্রকাশ বলিয়া তাহার প্রকাশের জন্য চিদাভাসের প্রয়োজন হয় না ॥৯২॥

**চক্ষুর্দীপাবপেক্ষ্যেতে ঘটাদের্দর্শনে যথা ।**
**ন দীপদর্শনে কিন্তু চক্ষুরেকমপেক্ষ্যতে ॥৯৩॥**

*অন্বয় ঃ* যথা (যেমন) ঘটাদেঃ দর্শনে (ঘটাদির দর্শনে) চক্ষুঃ-দীপৌ (চক্ষু ও দীপ) অপেক্ষ্যেতে (অপেক্ষিত হয়), দীপদর্শনে ন (দীপদর্শন বিষয়ে সেরূপ নহে); কিন্তু (কিন্তু) একম্ চক্ষুঃ (একমাত্র চক্ষু) অপেক্ষ্যতে (অপেক্ষিত হয়) ॥৯৩॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* যেমন ঘটাদি দর্শন করিতে চক্ষু ও দীপ (আলোক) উভয়ের প্রয়োজন হয়, দীপ (প্রকাশ) দর্শন করিতে সেরূপ নহে। দীপদর্শন করিতে কেবলমাত্র চক্ষুর প্রয়োজন হয় ॥৯৩॥

**স্থিতোঽপ্যসৌ চিদাভাসো ব্রহ্মণ্যেকীভবেৎ পরম্ ।**
**ন তু ব্রহ্মণ্যতিশয়ং ফলং কুর্যাদ্ঘটাদিবৎ ॥৯৪॥**

*অন্বয় ঃ* অসৌ (সেই) চিদাভাসঃ (চিদাভাস) স্থিতঃ অপি (অবস্থিত থাকিলেও) ব্রহ্মণি (ব্রহ্মেতে) একীভবেৎ (এক হইয়া যায়)। পরম্ তু (কিন্তু) ব্রহ্মণি (ব্রহ্মে) ঘটাদিবৎ (ঘটাদি প্রকাশের ন্যায়) অতিশয়ম্ ফলম্ (অতিশয়রূপ ফল) ন কুর্যাৎ (উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না) ॥৯৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বুদ্ধিবৃত্তির (বা ব্রহ্মাকারা বৃত্তির) কার্যকালে সেই চিদাভাসের উপস্থিতি অপরিহার্য হইলেও (জ্ঞানলাভ কালে) তাহা ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায়। ঘটাদির প্রকাশের ন্যায় চিদাভাস ব্রহ্মে কিন্তু সেরূপ কোন অতিশয় ফল উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না (কারণ চিদাভাস তখন ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া যায়) ॥৯৪॥

**অপ্রমেয়মনাদিং চেত্যত্র শ্রুত্যেদমীরিতম্ ।**
**মনসৈবেদমাপ্তব্যমিতি ধীব্যাপ্যতা শ্রুতা ॥৯৫॥**

***অন্বয় ঃ*** অপ্রমেয়ম্ ([বিষয়াকার সাভাসবৃত্তিরূপ] প্রমাজ্ঞানের অবিষয়) চ অনাদিম্ (এবং উৎপত্তিরহিত) ইতি অত্র (এইরূপে এইস্থলে) শ্রুত্যা (শ্রুতিদ্বারা) ইদম্ (এই [ফলব্যাপ্যতার নিষেধ]) ঈরিতম্ (কথিত হইয়াছে)। মনসা এব (মনের দ্বারাই) ইদম্ আপ্তব্যম্ (এই ব্রহ্মৈকত্ব অবগত হইতে হইবে) ইতি (এই শ্রুতিতে) ধী-ব্যাপ্যতা (ব্রহ্মের বুদ্ধিবৃত্তিব্যাপ্যতা) শ্রুতা (শুনা যায়) ॥৯৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ব্রহ্মের যে ফলব্যাপ্যতার নিষেধ ব্রহ্ম-(বা অমৃত-) বিন্দু উপনিষদের 'অপ্রমেয়মনাদিঞ্চ' ইত্যাদি নবম মন্ত্রে কথিত হইয়াছে। আর ব্রহ্মের বৃত্তিব্যাপ্যতার কথা কঠোপনিষদের 'মনসৈবেদমাপ্তব্যম্' ইত্যাদি মন্ত্রে (৪/১১) শুনা যায় (আরও দ্রষ্টব্য মুণ্ডক উঃ ৩/১/৭-৯, বৃঃ উঃ ৪/৪/৯) ॥৯৫॥

**আত্মানঞ্চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি বাক্যতঃ ।**
**ব্রহ্মাত্মব্যক্তিমুল্লিখ্য যো বোধঃ সোঽভিধীয়তে ॥৯৬॥**

***অন্বয় ঃ*** ব্রহ্ম-আত্ম-ব্যক্তিম্ (ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন প্রত্যগাত্মার স্বরূপকে) উল্লিখ্য (বিষয় করিয়া) যঃ বোধঃ (যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়) সঃ (তাহা) অয়ম্ অস্মি (আমি হইতেছি) ইতি (এইরূপে) আত্মানম্ (পরমাত্মাকে) বিজানীয়াৎ চেৎ (যদি জানে)—বাক্যতঃ (এই শ্রুতিবাক্যদ্বারা) অভিধীয়তে (বলা হইয়াছে) ॥৯৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন প্রত্যগাত্মার স্বরূপকে বিষয় করিয়া যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা—"যদি পরমাত্মাকে 'আমি' বলিয়া জানে"—এই অর্থে "আত্মানঞ্চেৎ" ইত্যাদি (বর্তমান অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকরূপে উক্ত) শ্রুতি দ্বারা উক্ত হইয়াছে ॥৯৬॥

**অস্তু বোধোঽপরোক্ষোঽত্র মহাবাক্যাত্তথাপ্যসৌ ।**
**ন দৃঢ়ঃ শ্রবণাদীনামাচার্যৈঃ পুনরীরণাৎ ॥৯৭॥**

***অন্বয় ঃ*** অত্র (এই ব্রহ্মাত্ম বিষয়ে) মহাবাক্যাৎ (মহাবাক্য হইতে) অপরোক্ষঃ বোধঃ (অপরোক্ষ জ্ঞান) অস্তু (হউক), তথাপি (তবুও) অসৌ ন দৃঢ়ঃ (সেই জ্ঞান দৃঢ়

[হয়] না), আচার্যৈঃ (একথা শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য কর্তৃক) পুনঃ (পুনরায়) শ্রবণাদীনাম্ ঈরণাৎ (শ্রবণাদির অনুষ্ঠানের নির্দেশ হইতে), [বুঝা যায়] ॥ ৯৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যদিও এই ব্রহ্মাত্মবিষয়ে মহাবাক্য হইতে অপরোক্ষ জ্ঞান হয়, তবুও সেই জ্ঞান দৃঢ় নহে। কারণ ভগবান শঙ্করাচার্য সেই মহা-বাক্যার্থ জ্ঞানের উৎপত্তির পরে তাহার দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানের কথা বলিয়াছেন ॥৯৭॥

**অহং ব্রহ্মেতি বাক্যার্থবোধো যাবদ্দৃঢ়ীভবেৎ ।**
**শমাদিসহিতস্তাবদভ্যসেচ্ছ্রবণাদিকম্ ॥ ৯৮॥**

***অন্বয় ঃ*** অহং ব্রহ্ম (আমি ব্রহ্ম) ইতি বাক্যার্থবোধঃ (এইরূপ মহাবাক্যের অর্থ জ্ঞান) যাবৎ দৃঢ়ীভবেৎ (যতদিন না দৃঢ় হয়) তাবৎ (ততদিন) শমাদিসহিতঃ (শমদমাদি সাধনসম্পন্ন হইয়া) শ্রবণাদিকম্ (শ্রবণাদির) অভ্যসেৎ (অভ্যাস করিতে থাকিবে)॥ ৯৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপ মহাবাক্যার্থের জ্ঞান যতদিন না দৃঢ় হইতেছে ততদিন শমদমাদি সাধনসম্পন্ন হইয়া মুমুক্ষু শ্রবণ-মননাদির অভ্যাস করিতে থাকিবে ॥ ৯৮॥ [১]

**বাঢ়ং সন্তি হ্যদার্ঢ্যস্য হেতবঃ শ্রুত্যনেকতা ।**
**অসম্ভাব্যত্বমর্থস্য বিপরীতা চ ভাবনা ॥ ৯৯॥**

***অন্বয় ঃ*** হি (যেহেতু) শ্রুতি-অনেকতা (শ্রুতি অনেক প্রকাবের), অর্থস্য (শ্রুতির অর্থ বিষয়ে) অসম্ভাব্যত্বম্ (অসম্ভাব্যতা বা সংশয়) চ (এবং) বিপরীতা ভাবনা ([কর্তৃত্বাদি অভিমানরূপ সম্পূর্ণ] বিপরীত ভাবনা), [এই তিন প্রকারে] অদার্ঢ্যস্য (অদৃঢ়তার) হেতবঃ (হেতু) বাঢ়ম্ সন্তি (সর্বথা বিদ্যমান) ॥ ৯৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (মহাবাক্য-প্রমাণ-জনিত জ্ঞানের) অদৃঢ়তার তিনটি কারণ বিদ্যমান—(১) শ্রুতি নানা প্রকারের, (২) শ্রুত্যর্থের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ এবং (৩) কর্তৃত্বাদি অভিমানরূপ বিপরীত ভাবনা ॥৯৯॥

**শাখাভেদাৎ কামভেদাচ্ছ্রুতং কর্মান্যথান্যথা ।**
**এবমত্রাপি মা শঙ্কীত্যতঃ শ্রবণমাচরেৎ ॥১০০॥**

***অন্বয় ঃ*** শাখা-ভেদাৎ (বেদের শাখা ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া) কাম ভেদাৎ (লোকের কামনা ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া) অন্যথা অন্যথা (বিভিন্ন প্রকারের) কর্ম শ্রুতম্ (কর্ম শ্রুতিকর্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছে)। এবম্ (এই যুক্তিতে) অত্র অপি (উপনিষৎ প্রতিপাদ্য বস্তু বিষয়েও) মা

১ বাক্যবৃত্তি ৪৯ দ্রষ্টব্য। তুলনীয়—ব্রহ্মসূত্র ৪/১/২, বৃঃ উঃ ২/৪/৫, ৪/৫/৬।

আশঙ্কি ([তোমার] আশঙ্কা করা উচিত নয়) ইতি (ইতি-শব্দ বাক্য শেষ অর্থে ব্যবহৃত)। অতঃ (অতএব) শ্রবণম্ আচরেৎ (পুনঃ পুনঃ শ্রবণের অভ্যাস করিবে) ॥১০০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বেদের শাখা[1] বিভিন্ন এবং মানুষের কামনা ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া, শ্রুতিকর্তৃক বিভিন্ন প্রকারের কর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এস্থলে (উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য বস্তুবিষয়ে) এরূপ আশঙ্কা করা উচিত নহে। এইহেতু পুনঃ পুনঃ শ্রবণের অভ্যাস করিবে ॥১০০॥

**বেদান্তানামশেষাণামাদিমধ্যাবসানতঃ ।**
**ব্রহ্মাত্মন্যেব তাৎপর্যমিতি ধীঃ শ্রবণং ভবেৎ ॥১০১॥**

***অন্বয় ঃ*** অশেষাণাম্ বেদান্তানাম্ (সকল বেদান্তের) আদি-মধ্য-অবসানতঃ (আদি, মধ্য এবং অন্ত—সর্বত্র) ব্রহ্ম-আত্মনি এব তাৎপর্যম্ (প্রত্যগাত্মার ব্রহ্মত্বই তাৎপর্য) ইতি ধীঃ (এইরূপ বোধ বা নিশ্চয়করণ) শ্রবণম্ ভবেৎ ('শ্রবণ' বলিয়া অভিহিত হয়) ॥১০১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সকল বেদান্তের আদি-মধ্য-অন্ত—সর্বত্র প্রত্যগাত্মার ব্রহ্মত্বই তাৎপর্য—এইরূপ বোধ বা নিশ্চয়করণই 'শ্রবণ' শব্দের অর্থ॥১০১॥

**সমন্বয়াধ্যায় এতৎ সূক্তং ধীস্বাস্থ্যকারিভিঃ ।**
**তর্কৈঃ সম্ভাবনার্থস্য দ্বিতীয়াধ্যায় ঈরিতা ॥১০২॥**

***অন্বয় ঃ*** এতৎ (এই শ্রবণ) সমন্বয়াধ্যায়ে (সমন্বয় নামক বেদান্তসূত্রের অধ্যায়ে), [ভগবান ব্যাস ও ভগবান শঙ্করাচার্য কর্তৃক] সূক্তম্ (সম্যক্ প্রকারে উক্ত হইয়াছে)। ধী-স্বাস্থ্যকারিভিঃ (বুদ্ধির পুষ্টিসাধক) তর্কৈঃ (তর্ক দ্বারা) অর্থস্য সম্ভাবনা (ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বরূপ অর্থের মনন) দ্বিতীয়াধ্যায়ে (দ্বিতীয় অধ্যায়ে) ঈরিতা (উক্ত হইয়াছে)॥১০২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এই শ্রবণ বেদান্তসূত্রের 'সমন্বয়' নামক প্রথমাধ্যায়ে ভগবান ব্যাস ও ভগবান শঙ্করাচার্য কর্তৃক সম্যকপ্রকারে উক্ত হইয়াছে। বুদ্ধি-পুষ্টিবর্ধক তর্কের দ্বারা ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বরূপ অর্থের সম্ভাবনার মনন উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয়াধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে ॥১০২॥

**বহুজন্মদৃঢ়াভ্যাসাদ্দেহাদিস্বাত্মধীঃ ক্ষণাৎ ।**
**পুনঃ পুনরুদেত্যেবং জগৎসত্যত্বধীরপি ॥১০৩॥**

***অন্বয় ঃ*** বহুজন্ম-দৃঢ়-অভ্যাসাৎ (বহুজন্মের দৃঢ় অভ্যাসবশতঃ) ক্ষণাৎ (ক্ষণকাল

১ মুক্তিকোপনিষদে (১১-১৪) বলা হইয়াছে যে বেদের মোট ১১৮০ টি শাখা। তাহাদের মধ্যে ৮৪০ খানি কর্মকাণ্ডের, ২৩২ খানি উপাসনা কাণ্ডের এবং ১০৮ টি জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত।

মধ্যে) পুনঃ পুনঃ (বার বার) দেহাদিষু (দেহাদিতে) আত্মধীঃ (আত্মবুদ্ধি) উদেতি (উদিত হয়)। এবম্ (এইরূপে) জগৎ-সত্যত্বধীঃ অপি (জগতের সত্যতা বুদ্ধিও [উদিত হয়]) ॥১০৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** জন্ম জন্মান্তরের প্রগাঢ় অভ্যাসবশতঃ ক্ষণকালমধ্যে বার বার দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি এবং জগতের সত্যতাবুদ্ধিও উদিত হয় ॥১০৩॥

**বিপরীতা ভাবনেয়মৈকাগ্র্যাৎ সা নিবর্ততে ।**
**তত্ত্বোপদেশাৎ প্রাগেব ভবত্যেতদুপাসনাৎ ॥১০৪॥**

***অন্বয় ঃ*** ইয়ম্ (ইহা) বিপরীতা ভাবনা (বিপরীত ভাবনা)। সা (তাহা) ঐকাগ্র্যাৎ (একাগ্রতা [রূপ নিদিধ্যাসন] দ্বারা) নিবর্ততে (নিবারিত হয়)। এতৎ (এই একাগ্রতা) তত্ত্ব-উপদেশাৎ প্রাক্ এব (তত্ত্বোপদেশের পূর্বেই) উপাসনাৎ ভবতি ([সগুণব্রহ্মের] উপাসনা-দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়) ॥১০৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ইহাকে বিপরীত ভাবনা বলে। একাগ্রতারূপ নিদিধ্যাসন (বা ধ্যানের) দ্বারা ইহাকে নিবারিত করা যায়। তত্ত্বোপদেশের পূর্বেই সগুণ ব্রহ্মের উপাসনাদ্বারা এই একাগ্রতা লাভ করা যায় ॥১০৪॥

**উপাস্তয়োঽত এবাত্র ব্রহ্মশাস্ত্রেঽপি চিন্তিতাঃ ।**
**প্রাগনভ্যাসিনঃ পশ্চাদ্ ব্রহ্মাভ্যাসেন তদ্ভবেৎ ॥১০৫॥**

***অন্বয় ঃ*** অতঃ এব (অতএব) অত্র ব্রহ্মশাস্ত্রে অপি (এই ব্রহ্মশাস্ত্রে অর্থাৎ অসংখ্য বেদান্ত গ্রন্থেও) উপাস্তয়ঃ (উপাসনা বহুপ্রকারের) চিন্তিতাঃ (বিচার করা হইয়াছে)। প্রাক্ (পূর্বে) অনভ্যাসিনঃ (যাঁহারা উপাসনার দ্বারা একাগ্রতার অভ্যাস করেন নাই, তাঁহাদের) ব্রহ্মাভ্যাসেন পশ্চাৎ (উপদেশের পরে ব্রহ্মাভ্যাসের দ্বারা) তৎ ভবেৎ (সেই একাগ্রতা জন্মিবে) ॥১০৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অতএব অনেক বেদান্ত গ্রন্থে বহুপ্রকারের উপাসনার বিচার করা হইয়াছে। পূর্বে যাঁহারা উপাসনার দ্বারা একাগ্রতার অভ্যাস করেন নাই, তাঁহাদের উপদেশের পরবর্তী ব্রহ্মাভ্যাসের দ্বারা সেই একাগ্রতা জন্মিবে ॥১০৫॥

**তচ্চিন্তনং তৎকথনমন্যোন্যং তৎপ্রবোধনম্ ।**
**এতদেকপরত্বং চ ব্রহ্মাভ্যাসং বিদুর্বুধাঃ ॥১০৬॥**

***অন্বয় ঃ*** তচ্চিন্তনম্ (সেই ব্রহ্মের চিন্তা করা) তৎ-কথনম্ (সেই তত্ত্ব লইয়া কথোপকথন করা) অন্যোন্যম্ তৎপ্রবোধনম্ (পরস্পরকে সেই তত্ত্ব বুঝানো) এতৎ-এক-পরত্বম্ চ (এবং সেই ব্রহ্মবিষয়ে একমুখী নিষ্ঠা) বুধাঃ (পণ্ডিতগণ) ব্রহ্মাভ্যাসম্ বিদুঃ (ব্রহ্মাভ্যাস বলিয়া জানেন) ॥১০৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সেই ব্রহ্ম বিষয়ে চিন্তা করা, সেই তত্ত্ব লইয়া আলোচনা করা, পরস্পরকে সেই তত্ত্ব বুঝানো এবং সেই ব্রহ্মের বিষয়ে একমুখী নিষ্ঠা— এই সবকে পণ্ডিতগণ ব্রহ্মাভ্যাস বলিয়াছেন। (বশিষ্ঠ রামায়ণ, উৎপত্তি প্রকরণ ২২/২৪) ॥ ১০৬॥

**তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত ব্রাহ্মণঃ ।**
**নানুধ্যায়াদ্বহূঞ্ছব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ ॥ ১০৭॥**

***অন্বয় ঃ*** ধীরঃ ব্রাহ্মণঃ (ধীর ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষ) তম্ এব (সেই আত্মাকেই) বিজ্ঞায় (বিশেষরূপে অবগত হইয়া) প্রজ্ঞাম্ কুর্বীত (প্রজ্ঞালাভ করিবেন)। বহূন্ শব্দান্ (অনাত্মবিষয়ক বহু শব্দের) ন অনুধ্যায়াৎ (চিন্তা করিবেন না), হি (যেহেতু) তৎ (তাহা) বাচঃ (বাগিন্দ্রিয়ের) বিগ্লাপনম্ (গ্লানি বা অবসাদকর) ॥ ১০৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ধীর ও ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষ সেই আত্মাকেই নিঃসংশয়রূপে অবগত হইয়া প্রজ্ঞালাভ করিবেন অর্থাৎ অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিবেন। বহুশব্দের চিন্তা করিবেন না, কারণ তাহাতে বাগিন্দ্রিয়ের অবসাদ জন্মিয়া থাকে। (বৃঃ উঃ ৪/৪/২১) ॥ ১০৭॥

**অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে ।**
**তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ ১০৮॥**

***অন্বয় ঃ*** অনন্যাঃ (অভিন্ন থাকিয়া) মাং (আমাকে) চিন্তয়ন্তঃ (চিন্তা করিতে করিতে) যে জনাঃ (যে সকল ব্যক্তি) পরি-উপাসতে (ধ্যান করেন), তেষাং (সেই) নিত্য-অভিযুক্তানাম্ (সতত যোগযুক্ত ব্যক্তিগণের) যোগ-ক্ষেমম্ (অপ্রাপ্ত-প্রাপ্তি ও প্রাপ্তের পরিপালন) অহম্ বহামি (আমি বহন করিয়া থাকি) ॥ ১০৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** আমাতে একাত্ম থাকিয়া, সর্বদা আমার চিন্তা করিতে করিতে, যে সকল ব্যক্তি আমার ধ্যান করিতে থাকে, সেই সতত যোগযুক্ত নিষ্কাম ব্যক্তিগণের অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি ও প্রাপ্তের পরিপালন আমি করিয়া থাকি । (গীতা ৯/২২) ॥ ১০৮॥

**ইতি শ্রুতিস্মৃতী নিত্যমাত্মন্যেকাগ্রতাং ধিয়ঃ ।**
**বিধত্তো বিপরীতায়া ভাবনায়াঃ ক্ষয়ায় হি ॥ ১০৯॥**

***অন্বয় ঃ*** ইতি (এইরূপের) শ্রুতি-স্মৃতী (শ্রুতিবচন ও স্মৃতিবচন) বিপরীতায়াঃ ভাবনায়াঃ (বিপরীত ভাবনা সকলের) ক্ষয়ায় হি (নিবৃত্তির জন্যই) আত্মনি নিত্যম্ (আত্মাতে সর্বদা) ধিয়ঃ (বুদ্ধির) একাগ্রতাম্ (একাগ্রতার) বিধত্তঃ (বিধান করিতেছেন) ॥ ১০৯॥

*বঙ্গানুবাদ* ঃ এইরূপ শ্রুতিবচন ও স্মৃতিবচন বিপরীত-ভাবনার নিবৃত্তির জন্যই আত্মাতে সর্বদা বুদ্ধির একাগ্রতার বিধান করিতেছেন ॥ ১০৯ ॥

**যদ্যথা বর্ততে তস্য তত্ত্বং হিত্বান্যথাত্বধীঃ ।**
**বিপরীতা ভাবনা স্যাৎ পিত্রাদাবরিধীর্যথা ॥ ১১০॥**

*অন্বয়* ঃ যৎ (যে বস্তু) যথা বর্ততে (যেরূপে থাকে), তস্য (তাহার) তত্ত্বম্ হিত্বা (সেই স্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া) অন্যথাত্ব-ধীঃ (অন্য প্রকারে বুঝার নাম) বিপরীতা ভাবনা স্যাৎ (বিপরীত ভাবনা), যথা (যেমন) পিত্রাদৌ (পিতা প্রভৃতি হিতকারী ব্যক্তিগণে) অরি-ধীঃ (শত্রু বুদ্ধি) ॥ ১১০ ॥

*বঙ্গানুবাদ* ঃ যে বস্তুর যাহা স্বরূপ, তাহার সেই স্বরূপ ছাড়িয়া তাহাকে অন্য প্রকারে বুঝার নাম বিপরীত ভাবনা; যেমন পিতা প্রভৃতি হিতকারী ব্যক্তিতে শত্রুবুদ্ধি ॥ ১১০ ॥

**আত্মা দেহাদিভিন্নোঽয়ং মিথ্যা চেদং জগত্তয়োঃ ।**
**দেহাদ্যাত্মত্বসত্যত্বধীর্বিপর্যয়ভাবনা ॥ ১১১ ॥**

*অন্বয়* ঃ অয়ম্ আত্মা (এই আত্মা) দেহাদি-ভিন্নঃ (দেহাদি হইতে পৃথক), চ (এবং) ইদম্ জগৎ (এই জগৎ) মিথ্যা (মিথ্যা), তয়োঃ (তাহাদের দুইটিতে) দেহাদি-আত্মত্ব-সত্যত্ব-ধীঃ (দেহাদিতে আত্মত্ব এবং জগতে সত্যত্ব-বুদ্ধির নাম) বিপর্যয়-ভাবনা (বিপরীত ভাবনা) ॥ ১১১ ॥

*বঙ্গানুবাদ* ঃ এই আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন এবং এই জগৎ মিথ্যা। কিন্তু ইহাদের দুইটিতে বিপরীত অর্থাৎ দেহাদিতে আত্মতা ও জগতে সত্যতা, বুদ্ধির নাম বিপরীত ভাবনা ॥ ১১১ ॥

**তত্ত্বভাবনয়া নশ্যেৎ সাতো দেহাতিরিক্ততাম্ ।**
**আত্মনো ভাবয়েত্তদ্বন্মিথ্যাত্বং জগতোঽনিশম্ ॥ ১১২ ॥**

*অন্বয়* ঃ সা (সেই বিপরীত ভাবনা) তত্ত্ব-ভাবনয়া (তত্ত্বের ভাবনাদ্বারা) নশ্যেৎ (বিনষ্ট হয়)। অতঃ (অতএব), [মুমুক্ষু] আত্মনঃ (আত্মার) দেহ-অতিরিক্ততাম্ (দেহ হইতে ভিন্নতার) তৎ-বৎ (সেইরূপে) জগতঃ (জগতের) মিথ্যাত্বম্ (মিথ্যাত্বের) অনিশম্ (নিরন্তর) ভাবয়েৎ (ভাবনা করিবেন) ॥ ১১২ ॥

*বঙ্গানুবাদ* ঃ সেই বিপরীত ভাবনা প্রকৃত তত্ত্বের ভাবনাদ্বারা বিনষ্ট হয়। অতএব মুমুক্ষু আত্মাকে দেহ হইতে ভিন্ন এবং সেইরূপে জগৎ মিথ্যা বলিয়া নিরন্তর ভাবনা করিবেন ॥ ১১২ ॥

**কিং মন্ত্রজপবন্মূর্তিধ্যানবদ্বাত্মভেদধীঃ[1] ।**
**জগন্মিথ্যাত্বধীশ্চাত্র ব্যাবর্ত্ত্যা[2] স্যাদুতান্যথা ॥১১৩॥**

***অন্বয় ঃ*** অত্র (এস্থলে) আত্ম-ভেদ-ধীঃ (আত্মার দেহাদি হইতে ভিন্নতারূপ বুদ্ধি) চ জগৎ-মিথ্যাত্ব-ধীঃ (এবং জগতে মিথ্যাত্ববুদ্ধি) মন্ত্র-জপবৎ (মন্ত্রজপের ন্যায়) কিংবা (অথবা) মূর্তিধ্যানবৎ (দেবতাদিধ্যানের ন্যায়), [নিয়মপূর্বক অনুষ্ঠেয়] উত (অথবা) অন্যথা ব্যাবর্ত্ত্যা (নিয়ম বিনা) স্যাৎ (পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠেয়) ? ॥ ১১৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এস্থলে আত্মা যে দেহাদি হইতে ভিন্ন সেই বুদ্ধি এবং জগতের মিথ্যাত্ববুদ্ধি কি মন্ত্রজপের ন্যায় বা দেবতাধ্যানাদির ন্যায় নিয়মপূর্বক অনুষ্ঠেয় অথবা অন্যভাবে অর্থাৎ নিয়মানুসরণ বিনা পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠেয় ? ॥১১৩॥

**অন্যথেতি বিজানীহি দৃষ্টার্থত্বেন ভুক্তিবৎ ।**
**বুভুক্ষুর্জপবদ্ভুংক্তে ন কশ্চিন্নিয়তঃ ক্বচিৎ ॥১১৪॥**

***অন্বয় ঃ*** অন্যথা ([তত্ত্বভাবনা] অন্যপ্রকারে [অর্থাৎ নিয়মানুসরণ না করিয়াও করিতে পারা যায়]) ইতি বিজানীহি (ইহা জানিবে), দৃষ্ট-অর্থত্বেন ভুক্তিবৎ (ভোজনের ন্যায় ইহার প্রত্যক্ষফল দৃষ্ট হয় বলিয়া)। কশ্চিৎ (কোন) বুভুক্ষুঃ (ক্ষুধাতুর ব্যক্তি) ক্বচিৎ (কখনও) জপবৎ (মন্ত্রজপের ন্যায়) নিয়তঃ (নিয়মপূর্বক) ন ভুংক্তে (ভোজন করে না) ॥ ১১৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** তত্ত্বভাবনা অন্যপ্রকারে অর্থাৎ নিয়মানুসরণ না করিয়াও করিতে পারা যায়, কারণ ভোজন কালে গ্রাসে গ্রাসে ক্ষুন্নিবৃত্তির ন্যায় ইহার ফল প্রত্যক্ষ করা যায়। কোন ক্ষুধাতুর ব্যক্তি কখনও মন্ত্রজপের ন্যায় নিয়ম করিয়া ভোজন করে না ॥ ১১৪॥

**অশ্নাতি বা ন বাশ্নাতি ভুংক্তে বা স্বেচ্ছয়ান্যথা ।**
**যেন কেন প্রকারেণ ক্ষুধামপনিনীষতি ॥ ১১৫॥**

***অন্বয় ঃ*** [ক্ষুধিত ব্যক্তি] অশ্নাতি বা (হয়ত ভোজন করে) ন বা অশ্নাতি (হয়ত ভোজন না করিয়া [কোন কর্মে ব্যাপৃত থাকিয়া ক্ষুধার যাতনা ভুলিয়া] থাকে), বা অন্যথা (অথবা অন্য প্রকারে) স্বেচ্ছয়া ভুংক্তে (আপনার ইচ্ছানুসারে ভোজন করে), যেন কেন প্রকারেণ (যে কোন প্রকারে) ক্ষুধাম্ অপনিনীষতি (ক্ষুধা নিবৃত্তির ইচ্ছা করে) ॥ ১১৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ক্ষুধিত ব্যক্তি হয় ভোজন করে, নয়ত ভোজন না করিয়া থাকে অথবা অন্য কোন প্রকারে আপনার ইচ্ছানুসারে ভোজন করে—এইভাবে যে কোন প্রকারে সে ক্ষুন্নিবৃত্তির ইচ্ছা করে ॥ ১১৫॥

---

১ 'ত্মা' ২ 'হ্যাবর্ত্ত্যা' —ইতি পাঠান্তর

**নিয়মেন জপং কুর্যাদকৃতৌ প্রত্যবায়তঃ ।**
**অন্যথাকরণেঽনর্থঃ স্বরবর্ণবিপর্যয়াৎ ॥১১৬॥**

**অন্বয় ঃ** নিয়মেন (নিয়মপূর্বক) জপম্ কুর্যাৎ (জপ করা উচিত) অকৃতৌ (তাহা না করিলে) প্রত্যবায়তঃ (প্রত্যবায় অথবা পাপবিশেষ উৎপন্ন হয় বলিয়া)। অন্যথা-করণে (অন্য প্রকারে করিলে) স্বর-বর্ণ-বিপর্যয়াৎ (স্বর ও বর্ণের বিপর্যয়হেতু) অনর্থঃ (অনর্থ [হয়]) ॥১১৬॥

***বঙ্গানুবাদ*** **ঃ** নিয়মপূর্বক জপ করা উচিৎ, কারণ তাহা না করিলে প্রত্যবায় উৎপন্ন হয়। (আর) জপ অন্য প্রকারে করিলে স্বর ও বর্ণের বিপর্যয় হেতু অনর্থ হয় ॥১১৬॥[১]

**ক্ষুধেব দৃষ্টবাধাকৃদ্বিপরীতা চ ভাবনা।**
**জেয়া কেনাপ্যুপায়েন নাস্ত্যত্রানুষ্ঠিতেঃ ক্রমঃ ॥১১৭॥**

**অন্বয় ঃ** ক্ষুধা ইব (ক্ষুধার ন্যায়) বিপরীতা ভাবনা চ (বিপরীত ভাবনাও) দৃষ্ট-বাধাকৃৎ (প্রত্যক্ষ দুঃখদায়ক), কেন অপি (যে কোন) উপায়েন (উপায়ে) জেয়া ([তাহাকে] জয় করা যাইতে পারে)। অত্র অনুষ্ঠিতেঃ (ইহাকে জয় করিতে যে সকল অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় তাহাদের) ক্রমঃ (কোন ক্রম বা নিয়ম) ন অস্তি (নাই)॥১১৭॥

***বঙ্গানুবাদ*** **ঃ** ক্ষুধার ন্যায় প্রত্যক্ষ দুঃখদায়ক বিপরীত ভাবনাকেও যে-কোন উপায়ে জয় করা যায়। এই বিপরীত ভাবনাকে জয় করিতে যে-সকল অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় তাহাদের কোন ক্রম বা নিয়ম নাই ॥১১৭॥

**উপায়ঃ পূর্বমেবোক্তস্তচ্চিন্তাকথনাদিকঃ ।**
**এতদেকপরত্বেঽপি নির্বন্ধো ধ্যানবন্ন হি ॥১১৮॥**

**অন্বয় ঃ** তৎ-চিন্তা-কথন-আদিকঃ (ব্রহ্মের চিন্তন ও তদ্বিষয়ক আলোচনাদিরূপ) উপায়ঃ (উপায়) পূর্বম্ এব (পূর্বেই) উক্তঃ (বলা হইয়াছে)। এতৎ-এক-পরত্বে অপি (এই ব্রহ্মে একনিষ্ঠতা বিষয়েও) ধ্যানবৎ (দেবতাধ্যানের ন্যায়) নির্বন্ধঃ ন হি (বিধিনিষেধ নাই) ॥১১৮॥

***বঙ্গানুবাদ*** **ঃ** ব্রহ্মের চিন্তন ও তদ্বিষয়ক আলোচনা প্রভৃতিরূপ (বিপরীত ভাবনা নিবর্তক) উপায় পূর্বেই (১০৬ নং শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে। এই ব্রহ্মে একনিষ্ঠতা বিষয়েও ইষ্টমূর্ত্যাদি ধ্যানের ন্যায় কোন বিধি-নিয়ম নাই॥১১৮॥

---

১ মন্ত্রজপ সম্বন্ধে তখনই বিপদের সম্ভাবনা আছে যখন তাহা কোন স্বার্থোদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য করা হইয়া থাকে। তুলনীয়—"যদি ওই মাটির প্রতিমাপূজা করাতে কিছু ভুল হয়ে থাকে, তিনি কি জানেন না তাঁকেই ডাকা হচ্ছে?" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম খণ্ড (উদ্বোধন), পৃঃ ১৯ ।

**মূর্তিপ্রত্যয়সান্তত্যমন্যানন্তরিতং ধিয়ঃ ।**
**ধ্যানং তত্রাতিনির্বন্ধো মনসশ্চঞ্চলাত্মনঃ ॥ ১১৯॥**

***অন্বয়* ঃ** ধিয়ঃ (বুদ্ধির) মূর্তি-প্রত্যয়-সান্তত্যম্ (দেবতাদির মূর্তিবিষয়ক বৃত্তির নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবাহ) অন্য-অনন্তরিতম্ (যাহা বিজাতীয় বৃত্তির দ্বারা ব্যাহত হয় না, তাহাকে) ধ্যানম্ (ধ্যান), [বলে]। তত্র (সেই ধ্যানে) চঞ্চল-আত্মনঃ মনসঃ (চঞ্চলস্বভাব মনের) অতি-নির্বন্ধঃ (একান্ত নিরোধ) [কর্তব্য] ॥ ১১৯॥

***বঙ্গানুবাদ* ঃ** বুদ্ধির মূর্তিবিষয়ক বৃত্তির নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ, যদি বিজাতীয় বৃত্তিদ্বারা ব্যাহত না হয়, তাহা হইলে তাহাকে ধ্যান বলে। সেই ধ্যানে চঞ্চল স্বভাব মনের একান্ত নিরোধ কর্তব্য ॥ ১১৯॥

**চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্ ।**
**তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥ ১২০॥**

***অন্বয়* ঃ** কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ), হি (যেহেতু) মনঃ (মন) চঞ্চলম্ (চঞ্চল), প্রমাথি (শরীর ও ইন্দ্রিয়ের বিবশতার হেতু) বলবৎ (বলবান), দৃঢ়ম্ (দুর্ভেদ্য) অহম্ (আমি) তস্য নিগ্রহম্ (তাহার নিরোধ) বায়োঃ ইব (বায়ুনিরোধের ন্যায়) সুদুষ্করম্ মন্যে (সুকঠিন মনে করি) ॥ ১২০॥

***বঙ্গানুবাদ* ঃ** হে কৃষ্ণ, মন অতি চঞ্চল, প্রবল ও শরীর-ইন্দ্রিয়ের বিবশতার হেতু। ইহাকে বিষয়-বাসনা হইতে নিবৃত্ত করা অতিশয় কঠিন। সেইহেতু, ইহার নিরোধ বায়ুনিরোধের ন্যায় দুঃসাধ্য মনে করি (গীতা ৬/৩৪)॥১২০॥

**অপ্যব্ধিপানান্মহতঃ সুমেরূন্মূলনাদপি ।**
**অপি বহ্ন্যশনাৎ সাধো বিষমশ্চিত্তনিগ্রহঃ ॥ ১২১॥**

***অন্বয়* ঃ** সাধো (হে সাধো), অব্ধি-পানাৎ অপি (মহাসাগর পানাপেক্ষাও) মহতঃ সুমেরু-উন্মূলনাৎ অপি (মহৎ সুমেরু পর্বত উৎপাটনাপেক্ষাও) বহ্নি-অশনাৎ অপি (বহ্নিভক্ষণ অপেক্ষাও) চিত্ত-নিগ্রহঃ (চিত্তের নিগ্রহ) বিষমঃ (অধিকতর দুঃসাধ্য)॥ ১২১॥

***বঙ্গানুবাদ* ঃ** হে সাধো, (মহামুনি অগস্ত্যের) সমুদ্র পানাপেক্ষা, (বিধাতা ব্রহ্মার) মহান সুমেরুপর্বত উৎপাটনাপেক্ষা এবং (ভগবান কৃষ্ণের) বহ্নি ভক্ষণ অপেক্ষাও চিত্তের নিগ্রহ অধিকতর দুঃসাধ্য। (যোগবাশিষ্ঠ)॥ ১২১॥

**কথনাদৌ ন নির্বন্ধঃ শৃঙ্খলাবদ্ধদেহবৎ ।**
**কিন্ত্বনন্তেতিহাসাদ্যৈর্বিনোদো নাট্যবদ্ধিয়ঃ ॥ ১২২॥**

***অন্বয়* ঃ** কথন-আদৌ (ব্রহ্মবিষয়ক কথোপকথনাদিতে) শৃঙ্খল-আবদ্ধ-দেহবৎ

(শৃঙ্খলাবদ্ধ দেহের ন্যায়) নির্বন্ধঃ ন (নিরোধের অভ্যাসের প্রয়োজন নাই) কিন্তু (কিন্তু) অনন্ত-ইতিহাস-আদ্যৈঃ (অসংখ্য ইতিহাস ও লৌকিক কথা প্রভৃতির দ্বারা) ধিয়ঃ (বুদ্ধির) বিনোদঃ (বিনোদন [হয়]) নাট্যবৎ (যেমন অভিনয়াদির দ্বারা চিত্তবিনোদন হয়) ॥ ১২২॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* ব্রহ্মবিষয়ক আলোচনা, ব্রহ্মচিন্তন প্রভৃতিতে শৃঙ্খলাবদ্ধ দেহের ন্যায় নিরোধ অভ্যাসের প্রয়োজন নাই। কিন্তু যেমন অভিনয়াদির দ্বারা চিত্তবিনোদন হয়, সেইরূপ (পূর্ব পূর্ব মহাপুরুষদিগের) অসংখ্য ইতিহাস, লৌকিক কথা, (অনুকূল যুক্তি) প্রভৃতির দ্বারা বুদ্ধির বিনোদন হয় ॥ ১২২॥

**চিদেবাত্মা জগন্মিথ্যেত্যত্র পর্যবসানতঃ ।**
**নিদিধ্যাসনবিক্ষেপো নেতিহাসাদিভির্ভবেৎ ॥ ১২৩॥**

*অন্বয় ঃ* আত্মা (আত্মা) চিৎ এব (চৈতন্যরূপই) জগৎ মিথ্যা ([আর] জগৎ মিথ্যা) ইতি অত্র (এইরূপ তত্ত্বে) পর্যবসানতঃ ([ইতিহাসাদির] তাৎপর্য বলিয়া) ইতিহাসাদিভিঃ (ইতিহাসাদির [শ্রবণের] দ্বারা) নিদিধ্যাসন-বিক্ষেপঃ (নিদিধ্যাসনের বিক্ষেপ) ন ভবেৎ (হয় না) ॥ ১২৩॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* আত্মা চৈতন্যরূপই (দেহাদিরূপ নহেন), আর জগৎ মিথ্যা—এই অর্থে ইতিহাসাদির পর্যবসান বলিয়া ইতিহাসাদির শ্রবণের দ্বারা নিদিধ্যাসনের বিক্ষেপ বা বিঘ্ন হয় না ॥ ১২৩॥

**কৃষিবাণিজ্যসেবাদৌ কাব্যতর্কাদিকেষু চ ।**
**বিক্ষিপ্যতে প্রবৃত্ত্যা ধীস্তৈস্তত্ত্বস্মৃত্যসম্ভবাৎ ॥ ১২৪॥**

*অন্বয় ঃ* কৃষি-বাণিজ্য-সেবা-আদৌ (কৃষি, বাণিজ্য, সেবা প্রভৃতিতে) চ (এবং) কাব্য-তর্ক-আদিকেষু (কাব্য, ন্যায় প্রভৃতিতে) প্রবৃত্ত্যা (প্রবৃত্তির দ্বারা) ধীঃ বিক্ষিপ্যতে (বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত হয়), তৈঃ (সেই কৃষি প্রভৃতি কার্যের দ্বারা) তত্ত্ব-স্মৃতি-অসম্ভবাৎ (তত্ত্বের স্মরণ সম্ভব হয় না বলিয়া) ॥ ১২৪॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* কৃষি, বাণিজ্য, সেবা প্রভৃতিতে এবং কাব্য, ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্রে প্রবৃত্তি হইলে বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত হয়, কারণ—সেই কৃষি প্রভৃতি কার্যে (লিপ্ত বুদ্ধির দ্বারা) তত্ত্বের স্মরণ সম্ভব নয় ॥ ১২৪॥

**অনুসন্দধতৈবাত্র ভোজনাদৌ প্রবর্তিতুম্ ।**
**শক্যতেঽত্যন্তবিক্ষেপাভাবাদাশু পুনঃ স্মৃতেঃ ॥ ১২৫॥**

*অন্বয় ঃ* অনুসন্দধতা এব (তত্ত্বানুসন্ধানকারী পুরুষের দ্বারা) অত্র ভোজনাদৌ (এই ভোজনাদি কর্মে) প্রবর্তিতুম্ (প্রবৃত্ত হইবার ন্যায় কর্ম) শক্যতে (সম্ভব হয়)। অত্যন্ত-বিক্ষেপ-

অভাবাৎ (এইসকল কর্মে বিক্ষেপের আধিক্য নাই বলিয়া) পুনঃ (ভোজনাদি সমাপনান্তে) আশু (অবিলম্বে) স্মৃতেঃ (স্মৃতি যেহেতু জাগিয়া উঠে)॥১২৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** তত্ত্বানুসন্ধানকারী পুরুষ এই ভোজনাদি কর্মে প্রবৃত্ত হইতে সক্ষম। কারণ ভোজনাদি কর্মে বিক্ষেপের আধিক্য নাই বলিয়া ভোজনাদি সমাপনান্তে অবিলম্বে তত্ত্বের স্মৃতি জাগিয়া উঠে ॥১২৫॥

**তত্ত্ববিস্মৃতিমাত্রান্নানর্থঃ কিন্তু বিপর্যয়াৎ ।**
**বিপর্যেতুং ন কালোঽস্তি ঝটিতি স্মরতঃ ক্বচিৎ ॥১২৬॥**

***অন্বয় ঃ*** অনর্থঃ (অনর্থ) তত্ত্ব-বিস্মৃতি-মাত্রাৎ ন (কেবলমাত্র তত্ত্বের বিস্মৃতি হইতে হয় না) কিন্তু (কিন্তু) বিপর্যয়াৎ (বিপরীত জ্ঞান হইতে [হয়])। ঝটিতি (তৎক্ষণাৎ) স্মরতঃ (স্মরণ হয় বলিয়া) বিপর্যেতুম্ (বিপর্যয় ঘটিবার) ক্বচিৎ (কোন) কালঃ (অবসর = সুযোগ) ন অস্তি (নাই) ॥১২৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** কেবলমাত্র তত্ত্বের বিস্মৃতি হইতে অনর্থ হয় না, কিন্তু অনর্থ হয় বিপরীত জ্ঞান হইতে। (বিস্মৃতির অব্যবহিত) পরেই আবার স্মরণ হয় বলিয়া বিপর্যয় ঘটিবার কোন অবসর থাকে না ॥১২৬॥

**তত্ত্বস্মৃতেরবসরো নাস্ত্যন্যাভ্যাসশালিনঃ ।**
**প্রত্যুতাভ্যাসঘাতিত্বাদ্ বলাৎ তত্ত্বমুপেক্ষ্যতে ॥১২৭॥**

***অন্বয় ঃ*** অন্য-অভ্যাস-শালিনঃ (ন্যায়াদি শাস্ত্রের অভ্যাসে রত ব্যক্তিগণের) তত্ত্ব-স্মৃতেঃ (তত্ত্বস্মরণের) অবসরঃ (অবসর) ন অস্তি (নাই)। প্রত্যুত (প্রত্যুত) অভ্যাস-ঘাতিত্বাৎ ([তত্ত্বের স্মরণ কাব্যাদি] অভ্যাসের বিরোধী বলিয়া) তত্ত্বম্ (সেই তত্ত্ব) বলাৎ (বলপূর্বক) উপেক্ষ্যতে (উপেক্ষিত হয়) ॥ ১২৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ন্যায়াদি ('অনাত্ম) শাস্ত্রের অভ্যাসে রত ব্যক্তিগণের তত্ত্বস্মরণের অবসর নাই। বিপরীত পক্ষে তত্ত্বের স্মরণ কাব্যতর্কাদি অভ্যাসের বাধক বলিয়া সেই অভ্যাসে তত্ত্বের বলপূর্বক উপেক্ষা ঘটে॥১২৭॥

**তমেবৈকং বিজানীথ হ্যন্যা বাচো বিমুঞ্চথ ।**
**ইতি শ্রুতং তথান্যত্র বাচো বিগ্লাপনং ত্বিতি ॥১২৮॥**

***অন্বয় ঃ*** তম্ এব একম্ (সেই একমাত্র পরমাত্মাকেই) বিজানীথ (জান), হি (এবং) অন্যাঃ বাচঃ (অন্য বিষয়ক বচনসকল) বিমুঞ্চথ (পরিত্যাগ কর) ইতি শ্রুতম্ (এই প্রকার শ্রুতি [হইতে জানা যায়])। তথা তু (সেইরূপই) অন্যত্র (অন্য শ্রুতিতে [আছে]): বাচঃ (বাগিন্দ্রিয়ের) বিগ্লাপনম্ (গ্লানিকর বা অবসাদকর) ইতি (প্রভৃতি)॥১২৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এই বিষয়ে মুণ্ডক শ্রুতি বলিতেছেন—"সেই একমাত্র পরমাত্মাকেই জান, অন্যবিষয়ক বচনসকল পরিত্যাগ কর" (২/২/৫)। সেইরূপই অন্য শ্রুতিতে (বৃঃ উঃ ৪/৪/২১) আছে—"(বহুতর শব্দের চিন্তা করিবে না, কারণ) তাহাতে বাগিন্দ্রিয়ের গ্লানি বা অবসাদ জন্মিয়া থাকে" ॥১২৮॥

**আহারাদি ত্যজন্নৈব জীবেচ্ছাস্ত্রান্তরং ত্যজন্ ।**
**কিং ন জীবসি যেনৈবং করোষ্যত্র দুরাগ্রহম্ ॥১২৯॥**

***অন্বয় ঃ*** আহারাদি ত্যজন্ (আহারাদি পরিত্যাগ করিয়া) ন এব জীবেৎ (বাঁচিতে পারিবে না)। শাস্ত্রান্তরম্ (তত্ত্বজ্ঞান বিরোধী শাস্ত্রসমূহ) ত্যজন্ (পরিত্যাগ করিয়া) কিম্ ন জীবসি (তুমি কি বাঁচিয়া থাক না), যেন (যে কারণে) অত্র (এই ন্যায়াদি শাস্ত্রাধ্যয়নে) এবম্ দুরাগ্রহম্ (এই প্রকার আগ্রহাতিশয্য) করোষি (করিতেছ) ? ১২৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** আহারাদি ত্যাগ করিয়া জীব বাঁচিতে পারে না। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান বিরোধী শাস্ত্রসমূহ পরিত্যাগ করিয়া তুমি কি বাঁচিতে পার না—যে কারণে তুমি এই ন্যায়াদি শাস্ত্রাধ্যয়নে এই প্রকার বৃথা আগ্রহ প্রকাশ করিতেছ ? ১২৯॥

**জনকাদেঃ কথং রাজ্যমিতি চেদ্দৃঢ়বোধতঃ ।**
**তথা তবাপি চেত্তর্কং পঠ যদ্বা কৃষিং কুরু ॥১৩০॥**

***অন্বয় ঃ*** জনক-আদেঃ (জনক প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞানীদের) কথম্ (কি প্রকারে) রাজ্যম্ (রাজ্যপালন [সম্ভব হইয়াছিল])? ইতি চেৎ (যদি এইরূপ প্রশ্ন কর)। [তাহার উত্তরে বলিতেছেন], দৃঢ়-বোধতঃ (বোধের বা জ্ঞানের দৃঢ়তা হেতু [তাঁহারা ঐরূপ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন])। তব অপি (তোমারও যদি) তথা চেৎ (সেই প্রকার [জ্ঞানের দৃঢ়তা জন্মিয়া] থাকে ), [তাহা হইলে] তর্কম্ পঠ (ন্যায়াদিরূপ শাস্ত্রাধ্যয়ন কর) যৎ-বা (অথবা) কৃষিম্ কুরু (কৃষিকার্য কর), [তাহাতে হানি নাই] ॥১৩০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যদি এইরূপ আশঙ্কা প্রকাশ কর—তাহা হইলে, জনকাদি তত্ত্বজ্ঞানী কি প্রকারে রাজ্যপালন করিয়াছিলেন? তদুত্তরে বলি—তত্ত্বজ্ঞানের দৃঢ়তাহেতু তাঁহারা এইরূপ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তোমারও যদি সেই প্রকার তত্ত্বজ্ঞানের দৃঢ়তা জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে তুমিও ন্যায়াদিরূপ শাস্ত্রাধ্যয়ন কর অথবা কৃষিকার্য কর তাহাতে হানি নাই ॥১৩০॥

**মিথ্যাত্ববাসনাদার্ঢ্যে প্রারব্ধক্ষয়কাঙ্ক্ষয়া।**
**অক্লিশ্যন্তঃ প্রবর্তন্তে স্বস্বকর্মানুসারতঃ ॥১৩১॥**

***অন্বয় ঃ*** মিথ্যাত্ব-বাসনা-দার্ঢ্যে (সংসারের মিথ্যাত্ব-সংস্কার দৃঢ় হইলে) প্রারব্ধ-

ক্ষয়-কাঙ্ক্ষয়া (প্রারব্ধকর্ম ক্ষয়ের আকাঙ্ক্ষায়) অক্লিশ্যন্তঃ (ক্লেশ অনুভব না করিয়া) স্ব-স্ব-কর্ম-অনুসারতঃ (নিজ নিজ প্রারব্ধ-অনুসারী কর্মে) প্রবর্তন্তে (প্রবৃত্ত হন) ॥ ১৩১ ॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* সংসারের মিথ্যাত্ব-জ্ঞানজন্য সংস্কার দৃঢ় হইলেও, তত্ত্বজ্ঞানিগণ প্রারব্ধকর্ম ক্ষয়ের আকাঙ্ক্ষায় ক্লেশ অনুভব না করিয়া নিজ নিজ প্রারব্ধ অনুযায়ী কর্মে প্রবৃত্ত হন ॥ ১৩১ ॥

**অতিপ্রসঙ্গো মা শঙ্ক্যঃ স্বকর্মবশবর্তিনাম্ ।**
**অস্তু বা কো[১]ঽত্র শক্যেত কর্ম বারয়িতুং বদ ॥ ১৩২ ॥**

**অন্বয় ঃ** স্ব-কর্ম-বশবর্তিনাম্ (স্ব স্ব প্রারব্ধ কর্মের বশবর্তী জ্ঞানিগণের) অতিপ্রসঙ্গঃ (মর্যাদার উল্লঙ্ঘন বা অনাচার) মা শঙ্ক্যঃ (আশঙ্কা কবিও না), বা (অথবা) অস্তু (অনাচার হয় হউক) কঃ (কে) অত্র (এই সংসারে) কর্ম (প্রারব্ধ কর্মকে) বারয়িতুম্ (বাধা দিতে) শক্যেত (সমর্থ হইবে), বদ (বল) ॥ ১৩২ ॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* স্ব-স্ব প্রারব্ধ কর্মের বশবর্তী জ্ঞানিগণের অনাচারে প্রবৃত্তি হইবে, এই আশঙ্কা করিও না। অথবা অনাচার হয় হউক। এই সংসারে কে প্রারব্ধ কর্মকে বাধা দিতে সক্ষম হইবে, বল ॥ ১৩২ ॥

**জ্ঞানিনোঽজ্ঞানিনশ্চাত্র সমেঽপ্যারব্ধকর্মণি ।**
**ন ক্লেশো জ্ঞানিনো ধৈর্যান্মূঢ়ঃ ক্লিশ্যত্যধৈর্যতঃ ॥ ১৩৩ ॥**

**অন্বয় ঃ** জ্ঞানিনঃ (জ্ঞানিগণ) চ (এবং) অজ্ঞানিনঃ (অজ্ঞানিগণ) অত্র আরব্ধ-কর্মণি (এই প্রারব্ধ কর্মের ফলভোগ বিষয়ে) সমে (সমান), অপি (তথাপি) জ্ঞানিনঃ (জ্ঞানিগণের) ধৈর্যাৎ (ধৈর্যবশতঃ) ক্লেশঃ ন (ক্লেশ অনুভব নাই), মূঢ়ঃ (মূর্খগণ) অধৈর্যতঃ (অধৈর্যতা হেতু) ক্লিশ্যতি (ক্লেশ ভোগ করে) ॥ ১৩৩ ॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ*— যদিও প্রারব্ধ কর্মের ভোগ জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়ের ক্ষেত্রে সমান, তথাপি ধৈর্য আছে বলিয়া জ্ঞানী উহাতে ক্লেশ অনুভব করেন না; কিন্তু মূর্খগণ অধৈর্যহেতু ক্লেশ ভোগ করিতে থাকে। (ইহা উভয়ের মধ্যে পার্থক্য) ॥ ১৩৩ ॥

**মার্গে গন্ত্রোর্দ্বয়োঃ শ্রান্তৌ সমায়ামপ্যদূরতাম্ ।**
**জানন্ ধৈর্যাদ্দ্রুতং গচ্ছেদন্যস্তিষ্ঠতি দীনধীঃ ॥ ১৩৪ ॥**

**অন্বয় ঃ** মার্গে (পথে) গন্ত্রোঃ দ্বয়োঃ (যাত্রী দুই জন পথিকের) শ্রান্তৌ (পথশ্রম অথবা ক্লান্তি) সমায়াম্ অপি (সমান হইলেও) অদূরতাম্ জানন্ (যে পথিকটি

১ 'কেন'—এই পাঠান্তর

গন্তব্যস্থান অদূরবর্তী বলিয়া জানে সে) ধৈর্যাৎ (ধৈর্যবলে) দ্রুতম্ গচ্ছেৎ (দ্রুত চলিতে থাকে) অন্যঃ দীন-ধীঃ (অন্য অজ্ঞ পথিকটি) তিষ্ঠতি ([পথে হতাশ হইয়া] বসিয়া থাকে) ॥ ১৩৪ ॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* একই পথের যাত্রী দুই জন পথিকের পথশ্রম তুল্যরূপ হইলেও যে পথিকটি গন্তব্যস্থল অদূরবর্তী জানে সে ধৈর্যসহকারে দ্রুত চলিতে থাকে, আর অন্য যে পথিকটি তাহা জানে না সে হতাশ হইয়া পথেই বসিয়া থাকে ॥ ১৩৪ ॥

**সাক্ষাৎকৃতাত্মধীঃ সম্যগবিপর্যয়বাধিতঃ ।**
**কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসঞ্জ্বরেৎ ॥ ১৩৫ ॥**

*অন্বয় ঃ* সম্যক্ সাক্ষাৎ-কৃত-আত্মধীঃ (সম্যক্ প্রকারে আত্মসাক্ষাৎকারসম্পন্ন বুদ্ধিযুক্ত পুরুষ) অবিপর্যয়-বাধিতঃ (বিপরীত জ্ঞানদ্বারা অবাধিত-দৃষ্টি হইবার ফলে) কিম্ ইচ্ছন্ (কিসের ইচ্ছায়) কস্য কামায় (কোন্ ভোক্তার ভোগের নিমিত্ত) শরীরম্ অনু-সঞ্জ্বরেৎ (শরীরের বশবর্তী হইয়া দুঃখভোগ করিতে থাকিবেন) ॥ ১৩৫ ॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* সম্যগ্‌রূপে আত্মসাক্ষাৎকারী বুদ্ধিযুক্ত পুরুষ বিপরীত জ্ঞানদ্বারা অবাধিত দৃষ্টি-সম্পন্ন। অতএব কিসের ইচ্ছায় এবং কাহার ভোগের নিমিত্ত শরীরের বশবর্তী হইয়া তিনি দুঃখভোগ করিতে থাকিবেন? ১৩৫ ॥

**জগন্মিথ্যাত্বধীভাবাদাক্ষিপ্তৌ কাম্যকামুকৌ ।**
**তয়োরভাবে সন্তাপঃ শাম্যেন্নিঃস্নেহদীপবৎ ॥ ১৩৬ ॥**

*অন্বয় ঃ* জগৎ-মিথ্যাত্ব-ধী-ভাবাৎ (জগতের মিথ্যাত্বের নিশ্চয়বুদ্ধি হইবার ফলে) কাম্য-কামুকৌ (কামনার বিষয় এবং কামনার কর্তা উভয়ই) আক্ষিপ্তৌ (নিরাকৃত হইয়া যায়)। তয়োঃ অভাবে (তদুভয়ের অভাব হইলে) নিঃস্নেহ-দীপবৎ (তৈলহীন প্রদীপের ন্যায়) সন্তাপঃ (সন্তাপ অথবা দুঃখকষ্ট) শাম্যেৎ (শান্ত হইয়া যায়) ॥ ১৩৬ ॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* জগতের মিথ্যাত্বের নিশ্চয়বুদ্ধি হইয়াছে বলিয়া কামনার বিষয় ও কামনার কর্তা উভয়ই নিরাকৃত হইয়া গেল। তদুভয়ের অভাবে তৈলহীন দীপের ন্যায় সন্তাপ শান্ত হইয়া যায় ॥ ১৩৬ ॥

**গন্ধর্বপত্তনে কিঞ্চিন্নৈন্দ্রজালিকনির্মিতে ।**
**জানন্ কাময়তে কিন্তু জিহাসতি হসন্নিদম্ ॥ ১৩৭ ॥**

*অন্বয় ঃ* ঐন্দ্রজালিক-নির্মিতে (ঐন্দ্রজালিক দ্বারা রচিত) গন্ধর্বপত্তনে (গন্ধর্ব নগরীতে) কিঞ্চিৎ জানন্ (কয়েকটি [বস্তুর স্বরূপ] জানিয়া) ন কাময়তে (দর্শক [আর

কোন বস্তুর] কামনা করে না)। কিন্তু (বরং) ইদম্ (এই [মিথ্যা বস্তু সকলকে]) হসন্ (পরিহাস পূর্বক বা উপেক্ষাপূর্বক)) জিহাসতি (পরিত্যাগের ইচ্ছা করে) ॥ ১৩৭॥

**বঙ্গানুবাদ ঃ** ঐন্দ্রজালিক দ্বারা নির্মিত গন্ধর্ব নগরের কয়েকটি বস্তুর স্বরূপ জানিলে দর্শক আর ঐসব বস্তুর কামনা করে না। বরং উপেক্ষাপূর্বক এই মিথ্যা বস্তুসকলকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে ॥ ১৩৭ ॥

**আপাতরমণীয়েষু ভোগেষ্বেবং বিচারবান্ ।**
**নানুরজ্যতি কিন্ত্বেতান্ দোষদৃষ্ট্যা জিহাসতি ॥ ১৩৮॥**

**অন্বয় ঃ** এবম্ (এইরূপে) বিচারবান্ (বিচারবান ব্যক্তি) আপাতরমণীয়েষু ভোগেষু (আপাতরমণীয় ভোগ্যবস্তুসকলে) ন অনুরজ্যতি (অনুরক্ত হন না)। কিন্তু (বরং) এতান্ (এই সব ভোগ্যবস্তুকে) দোষদৃষ্ট্যা ([পরিণামে] দোষ দর্শন করিয়া) জিহাসতি (ত্যাগের ইচ্ছা করেন) ॥ ১৩৮॥

**বঙ্গানুবাদ ঃ** এইরূপে বিচারবান ব্যক্তি আপাতমধুর ভোগ্য বস্তুতে অনুরক্ত বা আসক্ত হন না। বরং এই ভোগ্যবস্তুসমূহের পরিণামে দোষ দর্শন করিয়া এইসব ত্যাগের ইচ্ছা করেন ॥ ১৩৮॥

**অর্থানামর্জনে ক্লেশস্তথৈব পরিপালনে[১] ।**
**নাশে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং ধিগর্থান্ ক্লেশকারিণঃ ॥ ১৩৯॥**

**অন্বয় ঃ** অর্থানাম্ (অর্থের অর্থাৎ ধনসম্পদ ও ধনসাধ্য বিষয়ের) অর্জনে (অর্জনে বা উপার্জনে) ক্লেশঃ (ক্লেশ), তথা এব (সেইরূপই [ক্লেশ বা উদ্বেগ]) পরিপালনে ([অর্থের] রক্ষণে), নাশে দুঃখম্ ([অর্থের] নাশে সন্তাপ) ব্যয়ে দুঃখম্ (ব্যয়ে কষ্ট)। (অতএব) ক্লেশকারিণঃ (এইপ্রকার ক্লেশদায়ক) অর্থান্ (অর্থকে) ধিক্ (ধিক্) ॥ ১৩৯॥

**বঙ্গানুবাদ ঃ** অর্থের উপার্জনে ক্লেশ, রক্ষণে উদ্বেগ, নাশে সন্তাপ বা বিলাপ এবং ব্যয়ে কষ্ট। অতএব, এই প্রকার ক্লেশদায়ক অর্থকে ধিক্ ॥ ১৩৯॥

**মাংসপাঞ্চালিকায়াস্তু যন্ত্রলোলেঽঙ্গপঞ্জরে ।**
**স্নায়্বস্থিগ্রন্থিশালিন্যাঃ স্ত্রিয়াঃ কিমিব শোভনম্ ॥ ১৪০॥**

**অন্বয় ঃ** তু (আর) স্নায়ু-অস্থি-গ্রন্থি-শালিন্যাঃ (স্নায়ু, অস্থি, গ্রন্থিবিশিষ্ট) মাংস-পাঞ্চালিকায়াঃ (মাংসপুত্তলিকারূপ) স্ত্রিয়াঃ (নারীর) যন্ত্র-লোলে অঙ্গপঞ্জরে (যন্ত্রের ন্যায় চঞ্চল অঙ্গপঞ্জরে) কিম্ শোভনম্ ইব (শোভন বলিতে কিই বা আছে) ? ॥ ১৪০॥

**বঙ্গানুবাদ ঃ** আর স্নায়ু-অস্থি-গ্রন্থিবিশিষ্ট মাংসপিণ্ডের পুত্তলিকারূপ

১ 'পরিবক্ষণে'—এই পাঠান্তর

২ তুলনীয়—শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১১/২৩/১৭

নারীর, যন্ত্রের ন্যায় চঞ্চলস্বভাব অঙ্গপঞ্জরে শোভন বলিতে কিই বা আছে? (বশিষ্ঠরামায়ণ, বৈরাগ্যপ্রকরণ ২১/১)॥১৪০॥[১]

**এবমাদিষু শাস্ত্রেষু দোষাঃ সম্যক্ প্রপঞ্চিতাঃ ।**
**বিমৃশন্ননিশন্তানি কথং দুঃখেষু মজ্জতি ॥১৪১॥**

***অন্বয় ঃ*** এবম্ আদিষু শাস্ত্রেষু (এই প্রকার শাস্ত্রসমূহে) দোষাঃ (বিষয়ের দোষ) সম্যক্ প্রপঞ্চিতাঃ (সম্যক্ প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে)। তানি (সেই সকল দোষকে) অনিশম্ বিমৃশন্ (সর্বদা বিচার করিতে থাকিলে) কথম্ (কি প্রকারে) দুঃখেষু (দুঃখে) মজ্জতি (নিমগ্ন হয়)?॥ ১৪১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এই প্রকার শাস্ত্রসমূহে বিষয়ের দোষ সম্যগ্‌রূপে বর্ণিত হইয়াছে। সেই সকল দোষকে সর্বদা বিচার করিলে লোকে কি প্রকারে দুঃখে নিমগ্ন হয়? ॥১৪১॥

**ক্ষুধয়া পীড্যমানোঽপি ন বিষং হ্যত্তুমিচ্ছতি ।**
**মিষ্টান্নধ্বস্ততৃড় জানন্নামূঢ়স্তজ্জিঘৎসতি ॥১৪২॥**

***অন্বয় ঃ*** ক্ষুধয়া (ক্ষুধার দ্বারা) পীড্যমানঃ অপি (পীড়িত হইলেও [লোকে]) বিষম্ (বিষ) অত্তুম্ (পান করিতে) ন হি ইচ্ছতি (ইচ্ছা করে না)। অমূঢ়ঃ (বিচারশীল) মিষ্টান্ন-ধ্বস্ত-তৃট্ (মিষ্টান্ন ভক্ষণেব দ্বাবা ভোজনের আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত বা নিবৃত্ত হইয়াছে যাহার, এইরূপ ব্যক্তি) জানন্ ([ইহা বিষ, এই প্রকার] জানিয়া) তৎ ন জিঘৎসতি (তাহা খাইতে ইচ্ছা করেন না) ॥ ১৪২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ক্ষুধায় পীড়িত হইলেও যখন লোকে বিষ পান করিতে ইচ্ছা করে না তখন কোন বিবেকী ব্যক্তি মিষ্টান্ন ভক্ষণদ্বারা ভোজনাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত করিয়া, জানিয়া শুনিয়া বিষ পান করিতে ইচ্ছা করেন না ॥১৪২॥

**প্রারব্ধকর্মপ্রাবল্যাদ্ভোগেম্বিচ্ছা ভবেদ্যদি ।**
**ক্লিশ্যন্নেব তদাপ্যেষ ভুংক্তে বিষ্টিগৃহীতবৎ ॥১৪৩॥**

***অন্বয় ঃ*** যদি (যদি) প্রারব্ধ-কর্ম-প্রাবল্যাৎ (প্রবল প্রারব্ধ কর্মের বশবর্তী হইয়া),

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে কামিনী ও কাঞ্চনে অর্থাৎ কাম ও অর্থে আসক্তি ত্যাগের উপদেশ বার-বার দেখিতে পাওয়া যায়। মোহজনক বিষয়সমূহের মধ্যে কামিনী-কাঞ্চনই প্রধান। উপরোক্ত পরপর দুইটি শ্লোকে যথাক্রমে কাঞ্চন ও কামিনীর অসারতা দেখানো হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার পঞ্চদশী গ্রন্থে ১৪০ নং শ্লোকের টীকায় সমার্থক একটি প্রাচীন বচনের উল্লেখ করিয়াছেন ঃ "বেধা দ্বেধা ভ্রমং চক্রে কান্তাসু কনকেষু চ"—সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা মানুষের অজ্ঞানকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া কামিনীতে এবং কাঞ্চনে স্থাপন করিলেন ॥

[জ্ঞানীর] ভোগেষু ইচ্ছা ভবেৎ (ভোগেচ্ছা হয়), তদা অপি (তখনও) এষঃ (এই জ্ঞানী) বিষ্টি-গৃহীতবৎ (রাজপুরুষে ধরা বেগারের ন্যায়) ক্লিশ্যন্ এব (অনিচ্ছাপূর্বক ক্লেশ সহ্য করিয়াই) ভুংক্তে (ভোগ করিয়া থাকেন) ॥ ১৪৩ ॥

***বঙ্গানুবাদ*** **ঃ** যদি প্রারব্ধ কর্মের প্রাবল্যবশে জ্ঞানীর ভোগেচ্ছা হয়, তবে সেই ভোগকালেও এই জ্ঞানী, রাজপুরুষে ধরা বেগারের ন্যায়, অনিচ্ছাপূর্বক ক্লেশ সহ্য করিয়াই ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ১৪৩ ॥

**ভুঞ্জানা বা অপি[১] বুধাঃ শ্রদ্ধাবন্তঃ কুটুম্বিনঃ ।**
**নাদ্যাপি কর্ম নশ্ছিন্নমিতি ক্লিশ্যন্তি সন্ততম্ ॥ ১৪৪ ॥**

***অন্বয়*** **ঃ** শ্রদ্ধাবন্তঃ (ব্রহ্মবিচারে শ্রদ্ধাবান) কুটুম্বিনঃ (কুটুম্বযুক্ত অর্থাৎ গৃহস্থ) বুধাঃ (জ্ঞানিগণ) ভুঞ্জানঃ বৈ অপি (প্রারব্ধকর্মের ফলভোগ করিতে করিতেই), অদ্য অপি (আজিও) নঃ (আমাদের) কর্ম (কর্ম) ন ছিন্নম্ (অবসান হইল না) ইতি (এইরূপ) সন্ততম্ (সদা) ক্লিশ্যন্তি (ক্লেশ অনুভব করিতে থাকেন) ॥ ১৪৪ ॥

***বঙ্গানুবাদ*** **ঃ** ব্রহ্মবিচারে শ্রদ্ধাবান জ্ঞানী গৃহস্থগণ প্রারব্ধকর্মের ফলভোগ করিতে করিতেই "আজিও আমার কর্মের অবসান হইল না" এইরূপে সদা (সন্তপ্তভাবে) ক্লেশানুভব করিতে থাকেন ॥ ১৪৪ ॥

**নায়ং ক্লেশোঽত্র সংসারতাপঃ কিন্তু বিরক্ততা ।**
**ভ্রান্তিজ্ঞাননিদানো হি তাপঃ সাংসারিকঃ স্মৃতঃ ॥ ১৪৫ ॥**

***অন্বয়*** **ঃ** অয়ম্ (এই) ক্লেশঃ (জ্ঞানিগণের যে ক্লেশ) সংসারতাপঃ ন (তাহা সংসারতাপ নয়), কিন্তু (বরং) অত্র (সংসার বিষয়ে) বিরক্ততা (বিরক্তি), হি (যেহেতু) সাংসারিক তাপঃ (সাংসারিক তাপ) ভ্রান্তি-জ্ঞান-নিদানঃ স্মৃতঃ (ভ্রান্তিজ্ঞান হইতে জাত হয়, ইহা [পূর্বাচার্যগণের নিকট] শ্রুত) ॥ ১৪৫ ॥

***বঙ্গানুবাদ*** **ঃ** পূর্বোক্ত অনুতাপরূপ এই যে ক্লেশ, ইহা সংসারতাপ নহে, বরং ইহা সংসারবিষয়ে বিরক্ততা; কারণ সাংসারিক তাপ ভ্রান্তিজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়, ইহা পূর্বাচার্যগণের নিকট হইতে শ্রুত ॥ ১৪৫ ॥

***তাৎপর্য*** **ঃ** যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহাদের ভ্রান্তিজ্ঞান বিদূরিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহাদের আর সংসারতাপ নাই। সংসারে ভোগ্যের ন্যূনতা ঘটায় তাঁহাদের খেদ হয় না—ইহা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। এখানে জগৎ মিথ্যা জানিয়া, তাহা ত্যাগের যে সদিচ্ছা, তাহার উপরই জোর দেওয়া উদ্দেশ্য। সাংসারিক তাপ সুতরাং মুখ্য নহে ।

১ ভুঞ্জানাস্তানপি ইতি পাঠান্তরঃ

**বিবেকেন পরিক্লিশ্যন্নল্পভোগেন তৃপ্যতি ।**
**অন্যথানন্তভোগেঽপি নৈব তৃপ্যতি কর্হিচিৎ ॥১৪৬॥**

**অন্বয় ঃ** বিবেকেন (বিচারের দ্বারা) পরিক্লিশ্যন্ (ক্লেশপূর্বক ভোগ করিতে করিতে) অল্পভোগেন (স্বল্প ভোগ হইয়া গেলে) তৃপ্যতি (সন্তুষ্ট হন)। অন্যথা (তাহা না হইলে) অনন্ত-ভোগে অপি (অনন্ত ভোগ প্রাপ্তিতেও) কর্হিচিৎ (কখনও) ন এব তৃপ্যতি (তৃপ্ত হয় না) ॥১৪৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বিবেকী ব্যক্তি ভোগ করিবার সময় বিচার করেন বলিয়া ভোগেতে ক্লেশ অনুভব করেন এবং সেইহেতু তিনি অল্প ভোগেতে সন্তুষ্ট হইয়া যান। কিন্তু যে ব্যক্তির বিচার নাই সে অনন্ত ভোগ পাইয়াও কখন তৃপ্ত হয় না॥১৪৬॥

**ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি ।**
**হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে ॥১৪৭॥[১]**

**অন্বয় ঃ** কামঃ (ভোগেচ্ছা) কামানাম্ (ভোগ্য বিষয়সমূহের) উপভোগেন (উপভোগের দ্বারা) জাতু (কখন) ন শাম্যতি (নিবৃত্ত হয় না)। হবিষা (ঘৃতাহুতির দ্বারা) কৃষ্ণবর্ত্মা ইব (অগ্নির বৃদ্ধির ন্যায়) ভূয়ঃ এব (আরও অধিক) অভিবর্ধতে (বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়) ॥১৪৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** কাম্যবস্তুর উপভোগের দ্বারা ভোগেচ্ছা কখন পূর্ণ হয় না বা নিবৃত্ত হয় না। ঘৃতাহুতির দ্বারা অগ্নির বৃদ্ধির ন্যায় ভোগেচ্ছার বৃদ্ধিলাভই হইয়া থাকে ॥১৪৭॥

**পরিজ্ঞায়োপভুক্তো হি ভোগো ভবতি তুষ্টয়ে ।**
**বিজ্ঞায় সেবিতশ্চৌরো মৈত্রীমেতি ন চোরতাম্ ॥১৪৮॥**

**অন্বয় ঃ** পরিজ্ঞায় (পরিণাম জানিয়া) উপভুক্তঃ ভোগঃ (যে ভোগ্যবিষয় উপভোগ করা হয় তাহা) তুষ্টয়ে হি ভবতি (সন্তুষ্টিরই কারণ হয়)। চৌরঃ বিজ্ঞায় (চোর বলিয়া জানিয়া) সেবিতঃ (কোন ব্যক্তির সাহায্য করিলে) মৈত্রীম্ এতি (তাহার মৈত্রী লাভ হয়) ন চোরতাম্ (সে চৌর্য-ব্যবহার করে না) ॥১৪৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ভোগ্যবস্তুর পরিণাম (এবং তাহা উপার্জনের ক্লেশ) জানিয়া ভোগ করিলে স্বল্পেতেই তুষ্টি হয়। যেমন চোর বলিয়া জানিয়া কোন ব্যক্তিকে সাহায্য করিলে তাহার মৈত্রী লাভ হয়, সে সাহায্যকারীর প্রতি চৌর্য-ব্যবহার করে না ॥১৪৮॥

---

১ মনুসংহিতা ২/৯৪। বহুবছর (সহস্রবছর) ভোগের অভিজ্ঞতালব্ধ যযাতি রাজা এই উক্তি করিয়াছিলেন। গল্পটি বিষ্ণুপুরাণের অন্তর্গত ॥

**মনসো নিগৃহীতস্য লীলাভোগোঽল্পকোঽপি যঃ ।**
**তমেবালব্ধবিস্তারং ক্লিষ্টত্বাদ্বহু মন্যতে ॥ ১৪৯॥**

***অন্বয় ঃ*** নিগৃহীতস্য মনসঃ (যোগাভ্যাসদ্বারা নিগৃহীত মনের) অল্পকঃ অপি (স্বল্পতরও) যঃ লীলাভোগঃ (ভোগের যে লীলার আস্বাদন হয়), ক্লিষ্টত্বাৎ (তাহা ক্লেশদায়ক বলিয়া) অলব্ধ-বিস্তারম্ (পরিমিত) তম্ এব (তাহাকেই) (জ্ঞানী পুরুষ) বহু মন্যতে (অনেক মনে করেন) ॥ ১৪৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যোগাভ্যাসদ্বারা নিগৃহীত মনের স্বল্পতরও যে ভোগের লীলাস্বাদন হয়, ক্লেশদায়ক বলিয়া পরিমিত সেই ভোগকে জ্ঞানিপুরুষ বহু বলিয়া মনে করেন ॥ ১৪৯॥

***দ্রষ্টব্য ঃ*** পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্বং বিবেকিনঃ ॥ পাতঞ্জল সূত্র ২/১৫। —এই সূত্রের "যোগমণিপ্রভা" টীকায় টীকাকার বলিয়াছেন—ভোগ শেষ হইয়া গেলেও তাহার সংস্কার থাকিয়া যায়। কঠিনচিত্তকর্মীকে এই ভোগ-সংস্কার বিচলিত করিতে পারে না। কিন্তু বিচারশীল যোগীর মন অক্ষিগোলকের ন্যায় অত্যন্ত সংবেদনশীল বলিয়া তাহার চিত্তকে এই ভোগসংস্কার বিচলিত করিয়া থাকে ॥

**বদ্ধমুক্তো মহীপালো গ্রামমাত্রেণ তুষ্যতি ।**
**পরৈর্ন[১] বদ্ধো নাক্রান্তো ন রাষ্ট্রং বহু মন্যতে ॥ ১৫০॥**

***অন্বয় ঃ*** বদ্ধ-মুক্তঃ মহীপালঃ (শত্রুকর্তৃক বন্দী হইবার পর বন্দিদশা হইতে মুক্ত কোন রাজা) গ্রাম মাত্রেণ (একখানি গ্রাম পাইলেই) তুষ্যতি (সন্তুষ্ট হন)। পরৈঃ (শত্রুকর্তৃক) ন বদ্ধঃ ন আক্রান্তঃ (যতদিন বন্দী বা আক্রান্ত না হইয়াছিলেন) রাষ্ট্রম্ (নিজ বিশাল রাজ্যকে [ও]) ন বহুঃ মন্যতে (যথেষ্ট বলিয়া মনে করেন নাই) ॥ ১৫০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** শত্রুকর্তৃক বন্দী হইয়া সেই বন্দিদশা হইতে মুক্ত কোন রাজা একখানি মাত্র গ্রাম পাইলেই সন্তুষ্ট হন। কিন্তু শত্রুকর্তৃক যতদিন বন্দী বা আক্রান্ত না হইয়াছিলেন ততদিন নিজের বিশাল রাজ্যকেও যথেষ্ট বলিয়া মনে করেন নাই ॥ ১৫০॥

**বিবেকে জাগ্রতি সতি দোষদর্শনলক্ষণে ।**
**কথমারব্ধকর্মাপি ভোগেচ্ছাং জনয়িষ্যতি ॥ ১৫১॥**

***অন্বয় ঃ*** দোষ-দর্শন-লক্ষণে (দোষদর্শনস্বভাব) বিবেকে (বিবেক) জাগ্রতি সতি (জাগ্রত থাকিতে) আরব্ধ-কর্ম অপি (প্রারব্ধকর্মও) কথম্ (কি প্রকারে) ভোগেচ্ছাম্ (ভোগেচ্ছা) জনয়িষ্যতি (উৎপাদন করিবে)? ॥ ১৫১॥

---

১ পরৈরবদ্ধো ইতি পাঠান্তর

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (শঙ্কা[১] ঃ বিষয়ে দোষদর্শনস্বভাব বিবেক জাগ্রত থাকিতে প্রারব্ধকর্ম কি প্রকারে ভোগেচ্ছা[১] উৎপাদন করিবে? ॥ ১৫১ ॥

**নৈষ দোষো যতোঽনেকবিধং প্রারব্ধমীক্ষ্যতে ।**
**ইচ্ছাঽনিচ্ছা পরেচ্ছা চ প্রারব্ধং ত্রিবিধং স্মৃতম্ ॥ ১৫২॥**

***অন্বয় ঃ*** এষঃ (ইহা) দোষঃ ন (দোষের নহে) যতঃ (কেননা) প্রারব্ধম্ (প্রারব্ধকর্ম) অনেকবিধম্ (অনেক প্রকারের) ঈক্ষ্যতে (দেখা যায়)—ইচ্ছা (ইচ্ছা) অনিচ্ছা (অনিচ্ছা) চ (এবং) পরেচ্ছা (পরেচ্ছা), [ভেদে] প্রারব্ধম্ (প্রারব্ধ) ত্রিবিধম্ (তিন প্রকারের) স্মৃতম্ (জানা যায়) ॥ ১৫২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ইহাতে দোষ নাই। কেননা প্রারব্ধকর্ম অনেক প্রকারের দেখা যায়। ইচ্ছা, অনিচ্ছা ও পরেচ্ছাভেদে প্রারব্ধ তিন প্রকার ॥ ১৫২ ॥

**অপথ্যসেবিনশ্চোরা রাজদাররতা অপি ।**
**জানন্ত ইব[২] স্বানর্থমিচ্ছন্ত্যারব্ধকর্মতঃ ॥ ১৫৩॥**

***অন্বয় ঃ*** অপথ্য-সেবিনঃ (অপথ্যসেবী [রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণ]), চোরাঃ (চোরগণ), রাজ-দার-রতাঃ অপি (রাজদারায় গমনকারিগণও) স্ব-অনর্থম্ (আপনার অনর্থ) জানন্তঃ ইব (জানিয়াও) আরব্ধ-কর্মতঃ (প্রারব্ধকর্মবশতঃ) ইচ্ছন্তি ([ঐসব করিতে] ইচ্ছা করে) ॥ ১৫৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অপথ্যসেবী রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণ, চোরগণ, রাজদারায় আসক্ত ব্যক্তিগণও, পরিণামে আপনার অনর্থ জানিয়াও প্রারব্ধবশে ঐসকল (কুকর্ম) করিতে ইচ্ছা করে ॥ ১৫৩॥

**ন চাত্রৈতদ্বারয়িতুমীশ্বরেণাপি শক্যতে ।**
**যত ঈশ্বর এবাহ গীতায়ামর্জুনং প্রতি ॥ ১৫৪॥**

***অন্বয় ঃ*** অত্র (ইহলোকে) এতৎ (এই ইচ্ছাজনক প্রারব্ধ) ঈশ্বরেণ অপি (ঈশ্বরের দ্বারাও) বারয়িতুম্ (নিবারিত হওয়া) ন চ শক্যতে (সম্ভব নয়)। যতঃ (কারণ) ঈশ্বরঃ এব (ঈশ্বর স্বয়ং) গীতায়াম্ (গীতায়) অর্জুনম্ প্রতি (অর্জুনকে) আহ (বলিয়াছেন)— ॥ ১৫৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ইহলোকে এই কুপথ্যাদি সেবনের ইচ্ছারূপ যে প্রারব্ধ তাহা স্বয়ং ঈশ্বরও নিবারণ করিতে সমর্থ নহেন। কারণ স্বয়ং ঈশ্বর (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) গীতায় অর্জুনকে বলিয়াছেন—॥ ১৫৪॥

---

১ পূর্বে ১৪৩ সংখ্যক শ্লোকে উক্ত

২ এব ইতি পাঠান্তর

**সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি ।**
**প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥১৫৫॥**

***অন্বয় ঃ*** জ্ঞানবান্ অপি (তত্ত্বজ্ঞানীও) স্বস্যাঃ (স্বীয়) প্রকৃতেঃ (প্রকৃতির সংস্কারের) সদৃশম্ (অনুরূপ) চেষ্টতে (কার্য করেন)। ভূতানি (প্রাণিগণ) প্রকৃতিম্ (প্রকৃতিকে) যান্তি (অনুগমন করে), নিগ্রহঃ (শাসন, নিরোধ) কিম্ করিষ্যতি (কি করিবে)?॥১৫৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** তত্ত্বজ্ঞানীও নিজ সংস্কারের[১] অনুরূপ কার্য করেন। প্রাণিগণ স্ব-স্ব প্রকৃতির অনুগমন করে। সুতরাং (আমার বা অন্যের) নিষেধে কি ফল হইবে? ॥১৫৫॥

**অবশ্যম্ভাবিভাবানাং প্রতীকারো ভবেদ্যদি ।**
**তদা দুঃখৈর্ন লিপ্যেরন্ নল-রাম-যুধিষ্ঠিরাঃ ॥১৫৬॥**

***অন্বয় ঃ*** অবশ্যম্ভাবি-ভাবানাম্ (অবশ্যম্ভাবী প্রারব্ধ কর্মফলের) প্রতীকারঃ (প্রতীকার) যদি ভবেৎ (যদি থাকিত), তদা (তাহা হইলে) নল-রাম-যুধিষ্ঠিরাঃ (নল রাজা, রাম ও যুধিষ্ঠিরের ন্যায় [সুবুদ্ধিমান ব্যক্তিগণও]) দুঃখৈঃ ([জানিয়া শুনিয়া] দুঃখের দ্বারা) ন লিপ্যেরন্ (লিপ্ত হইতেন না) ॥১৫৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অবশ্যম্ভাবী প্রারব্ধফলের যদি প্রতীকার সম্ভব হইত, তাহা হইলে সত্যযুগে নল রাজা, ত্রেতায় রাম এবং দ্বাপরে যুধিষ্ঠির জানিয়া শুনিয়া দুঃখে (অর্থাৎ স্বর্ণমৃগ সন্ধানে এবং দ্যূতক্রীড়ায়) প্রবৃত্ত হইতেন না॥১৫৬॥

**ন চেশ্বরত্বমীশস্য হীয়তে তাবতা যতঃ ।**
**অবশ্যম্ভাবিতাপ্যেষামীশ্বরেণৈব নির্মিতা ॥১৫৭॥**

***অন্বয় ঃ*** তাবতা (তদ্দ্বারা) ঈশস্য (ঈশ্বরের) ঈশ্বরত্বম্ (ঈশ্বরত্বের) ন চ হীয়তে (হানি হয় না), যতঃ (কারণ) এষাম্ (এই প্রারব্ধফলের) অবশ্যম্ভাবিতা অপি (অবশ্যম্ভাবিতাও) ঈশ্বরেণ এব (ঈশ্বরের দ্বারাই) নির্মিতা (বিহিত হইয়াছে) ॥১৫৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** তদ্দ্বারা কিন্তু ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বের হানি হয় না; কারণ এই প্রারব্ধফলের অবশ্যম্ভাবিতার বিধানও তিনিই করিয়াছেন ॥১৫৭॥

**প্রশ্নোত্তরাভ্যামেবৈতদ্গম্যতেঽর্জুনকৃষ্ণয়োঃ ।**
**অনিচ্ছা পূর্বকঞ্চাস্তি প্রারব্ধমিতি তচ্ছৃণু ॥১৫৮॥**

***অন্বয় ঃ*** অনিচ্ছা-পূর্বকম্ (অনিচ্ছাপূর্বক) চ প্রারব্ধম্ (প্রারব্ধকর্মও) অস্তি

১ ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য বলেন, "প্রকৃতির্নাম পূর্বকৃতধর্মাধর্মাদিসংস্কারো বর্তমানজন্মাদৌ অভিব্যক্তঃ সা প্রকৃতিঃ।" আরও দ্রষ্টব্য—গীতা ১৮/৫৯-৬১ ।

(আছে) ইতি এতৎ (ইহা) অর্জুন-কৃষ্ণয়োঃ (অর্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণের) প্রশ্নোত্তরাভ্যাম্ এব (প্রশ্নোত্তর হইতেই) গম্যতে (জানা যায়)। তৎ (তাহা) শৃণু (শ্রবণ কর) ॥ ১৫৮॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* অনিচ্ছাপূর্বক প্রারব্ধও যে আছে, ইহা অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্নোত্তর হইতেও জানা যায়। তাহা শ্রবণ কর— ॥ ১৫৮॥

**অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ ।**
**অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ ১৫৯॥**

*অন্বয় ঃ* বার্ষ্ণেয় (হে কৃষ্ণ), অথ (তবে) কেন (কাহার দ্বারা) প্রযুক্তঃ (পরিচালিত হইয়া) অয়ং পূরুষঃ (এই মানব) অনিচ্ছন্ অপি (অনিচ্ছা করিয়াও) বলাৎ (বলপূর্বক) নিয়োজিতঃ ইব (যেন নিযুক্ত হইয়া) পাপং (পাপ) চরতি (আচরণ করে)? ॥ ১৫৯॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* হে কৃষ্ণ, তবে কাহার দ্বারা পরিচালিত হইয়া, এই মানব অনিচ্ছা সত্ত্বেও, যেন বলপূর্বক নিয়োজিত হইয়া, পাপাচরণ করে? (গীতা ৩/৩৬)॥ ১৫৯॥

**কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ ।**
**মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥ ১৬০॥**

*অন্বয় ঃ* (শ্রীভগবান্ বলিতেছেন)—রজোগুণ-সমুদ্ভবঃ (রজোগুণ হইতে জাত) মহাশনঃ (অতৃপ্ত) মহাপাপ্মা (মহাপাপস্বরূপ) এষঃ (ইহা) কামঃ (কাম), এষঃ ক্রোধঃ (ইহা ক্রোধ)। ইহ (এই সংসারে) এনম্ (ইহাকে) বৈরিণম্ বিদ্ধি (শত্রু বলিয়া জানিবে) ॥ ১৬০॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* শ্রীভগবান্ বলিলেন—ইহা রজোগুণজাত, অতৃপ্ত ও মহাপাপস্বরূপ কাম এবং ইহা ক্রোধ[১]। সংসারে ইহাকে মহাশত্রু বলিয়া জানিবে (গীতা ৩/৩৭)॥ ১৬০॥

**স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্মণা ।**
**কর্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥ ১৬১॥**

*অন্বয় ঃ* কৌন্তেয় (হে অর্জুন), মোহাৎ (মোহবশতঃ) যৎ (যাহা) কর্তুং (করিতে) ন ইচ্ছসি (ইচ্ছা করিতেছ না), স্বভাবজেন (স্বভাবজাত) স্বেন (স্বীয়, ক্ষত্রিয় জনোচিত) কর্মণা (কর্মদ্বারা) নিবদ্ধঃ (আবদ্ধ হইয়া) অবশঃ (অনিচ্ছাসত্ত্বেও) তৎ অপি (তাহাও) করিষ্যসি (করিবে) ॥ ১৬১॥

১ দ্রষ্টব্য গীতা ২/৬২, ৩/৩৪

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** হে অর্জুন, মোহবশতঃ যাহা (স্বজনবধরূপ কর্ম) করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, স্বভাবজাত ক্ষত্রিয়োচিত কর্মদ্বারা আবদ্ধ হইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাই করিবে (গীতা-১৮/৬০)॥ ১৬১ ॥

***বিবৃতি ঃ*** "অনুভূতিপ্রকাশ"-গ্রন্থে বিদ্যারণ্যমুনি জ্ঞানীর প্রারব্ধকর্মকে বেগ ভেদে চারিপ্রকার বলিয়াছেন—"...তীব্রমন্দৌ মধ্যসুপ্তৌ চেতি তস্য বিধা মতা।"—তীব্র, মধ্য, মন্দ ও সুপ্ত ।

**নানিচ্ছন্তো ন চেচ্ছন্তঃ পরদাক্ষিণ্যসংযুতাঃ ।**
**সুখদুঃখে ভজন্ত্যেতৎ পরেচ্ছাপূর্বকর্ম হি ॥ ১৬২॥**

***অন্বয় ঃ*** (যখন) অনিচ্ছন্তঃ ন (অনিচ্ছা করিয়া নয়), চ (অথবা) ইচ্ছন্তঃ ন (ইচ্ছা করিয়া নয়), পর-দাক্ষিণ্য-সংযুতাঃ (পরের প্রীতির বা সন্তুষ্টির জন্য কর্ম [করিয়া]) সুখদুঃখে (সুখ ও দুঃখ) ভজন্তি (লাভ করে) এতৎ (ইহা) পরেচ্ছা-পূর্ব-কর্ম হি (পরেচ্ছাজনিত প্রারব্ধ কর্ম বলিয়া জ্ঞাত) ॥ ১৬২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যখন মানব ইচ্ছা করিয়া নয়, অনিচ্ছা করিয়া নয়, কিন্তু পরের প্রীতির বা সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কর্ম করে এবং তাহার ফলস্বরূপ সুখ ও দুঃখ ভোগ করিতে থাকে, তখন ইহাকে পরেচ্ছাজনিত প্রারব্ধ কর্ম বলে ॥ ১৬২ ॥

**কথং তর্হি কিমিচ্ছন্নিত্যেবমিচ্ছা নিষিধ্যতে ।**
**নেচ্ছানিষেধঃ কিন্ত্বিচ্ছাবাধো ভর্জিতবীজবৎ ॥ ১৬৩॥**

***অন্বয় ঃ*** তর্হি (তাহা হইলে) "কিম্ ইচ্ছন্" (কোন্ ভোগের ইচ্ছা করিয়া) ইতি (ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা) কথম্ (কেন) এবম্ (এইরূপ) ইচ্ছা নিষিধ্যতে (ইচ্ছার নিষেধ করা হইয়াছে)? (উত্তর) ইচ্ছা-নিষেধঃ ন (ইচ্ছার সম্পূর্ণ নিষেধ [করা হয়] নাই), কিন্তু (কিন্তু) ইচ্ছা-বাধঃ (ইচ্ছার বাধ [বলা হইয়াছে])। ভর্জিত-বীজবৎ (ভাজিয়া ফেলিলে বীজ হইতে যেমন আর অঙ্কুর হয় না, তেমনই ইচ্ছার আকার থাকে কিন্তু তাহার সুখ-দুঃখ উৎপাদন করিবার ক্ষমতা থাকে না) ॥ ১৬৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (যদি তত্ত্বজ্ঞানীরও ইচ্ছা হয়, মানা যায়) তাহা হইলে "কোন্ ভোগের ইচ্ছা করিয়া" ইত্যাদি শ্রুতিবচন দ্বারা জ্ঞানীর ইচ্ছার নিষেধ কেন করা হইয়াছে? (উত্তর) তত্ত্বজ্ঞানীর ইচ্ছার সম্পূর্ণ নিষেধ করা হয় নাই, কিন্তু ইচ্ছার বাধের উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ যেমন ভর্জিত বীজ ॥ ১৬৩॥

**ভর্জিতানি তু বীজানি সন্ত্যকার্যকরাণি চ ।**
**বিদ্বদিচ্ছা তথেষ্টব্যাসত্ত্ববোধান্ন কার্যকৃৎ ॥ ১৬৪॥**

***অন্বয় ঃ*** ভর্জিতানি তু বীজানি (যেমন কোন বীজ [অগ্নিদ্বারা] ভাজিয়া ফেলিলে)

অকার্যকরাণি (অঙ্কুরোদ্গমে অক্ষম) চ সন্তি (হইয়া যায়) তথা (তেমনি) বিদ্বৎ-ইচ্ছা (তত্ত্বজ্ঞানীর ইচ্ছা) ইষ্টব্য-অসত্ত্ব-বোধাৎ (ইষ্ট-বিষয়ের মিথ্যাত্ব জ্ঞানদ্বারা [বাধিত হইবার ফলে]) কার্যকৃৎ ন ([ব্যসনাদিরূপ] কার্য উৎপাদন করিতে পারে না) ।। ১৬৪ ।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যেমন কোন বীজ ভর্জিত হইলে অঙ্কুরোদ্গমে অক্ষম হইয়া যায়, তেমনি তত্ত্বজ্ঞানীর ইচ্ছাও ইচ্ছার বিষয়রূপ পদার্থের মিথ্যাত্ব জ্ঞানদ্বারা বাধিত হওয়ায় ব্যসনাদিরূপ কার্য উৎপাদন করিতে পারে না ।।১৬৪ ।।

**দগ্ধবীজমরোহেঽপি ভক্ষণায়োপযুজ্যতে ।**
**বিদ্বদিচ্ছাপ্যল্পভোগং কুর্যান্ন ব্যসনং বহু ।। ১৬৫।।**

***অন্বয় ঃ*** দগ্ধ-বীজম্ (দগ্ধ বীজ) অরোহে অপি (অঙ্কুরোদ্গমের অযোগ্য হইলেও) ভক্ষণায় উপযুজ্যতে (ভক্ষণের উপযোগী হয়), বিদ্বৎ-ইচ্ছা অপি (জ্ঞানীর ইচ্ছাও) অল্প-ভোগম্ কুর্যাৎ (অল্পভোগের উৎপাদন করিয়া থাকে মাত্র); বহু (অনেক) ব্যসনম্ ন (ব্যসনের [উৎপাদন করে] না) ।। ১৬৫ ।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** দগ্ধবীজ অঙ্কুরোদ্গমের অযোগ্য হইলেও ভক্ষণের উপযোগী হয়; সেইরূপ জ্ঞানীর ইচ্ছাও অল্প ভোগের উৎপাদন করিয়া থাকে মাত্র; অনেক ব্যসনের উৎপাদন করে না ।। ১৬৫ ।।

**ভোগেন চরিতার্থত্বাৎ প্রারব্ধং কর্ম হীয়তে।**
**ভোক্তব্যসত্যতাভ্রান্ত্যা ব্যসনং তত্র জায়তে ।। ১৬৬।।**

***অন্বয় ঃ*** প্রারব্ধম্ কর্ম (প্রারব্ধ কর্ম) ভোগেন (ভোগের দ্বারা) চরিতার্থত্বাৎ (সমাপ্ত হয় বলিয়া) হীয়তে ([ইহার প্রভাব] ক্ষয় হইয়া যায়)। ভোক্তব্য-সত্যতা-ভ্রান্ত্যা (ভোগ্য বিষয়সমূহে সত্যতা বুদ্ধিরূপ ভ্রান্তিবশতঃ) তত্র (সেই বিষয়ে) ব্যসনম্ জায়তে (ব্যসন উৎপন্ন হয়) ।। ১৬৬ ।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (জ্ঞানীর) প্রারব্ধ কর্ম ভোগের দ্বারা চরিতার্থ হয় বলিয়া ইহার প্রভাব ক্ষয় হইয়া যায়; আর (অজ্ঞানীর) ভোগ্যবিষয়ে সত্যতাবুদ্ধিরূপ ভ্রান্তিবশতঃ সেই বিষয়ে ব্যসন[1] উৎপন্ন হয় ।। ১৬৬ ।।

**মা বিনশ্যত্বয়ং ভোগো বর্ধতামুত্তরোত্তরম্ ।**
**মা বিঘ্নাঃ প্রতিবধ্নন্তু ধন্যোঽস্ম্যস্মাদিতি ভ্রমঃ ।। ১৬৭ ।।**

***অন্বয় ঃ*** অয়ম্ ভোগঃ (এই ভোগ) মা বিনশ্যতু (নষ্ট না হউক), উত্তর-উত্তরম্

১ ব্যসন—"ব্যসনম্ বিপদি ভ্রংশে দোষে কামজ-কোপজে" (অমরকোষ)। বিপদ—আসক্তির বিষয় বা সুখনিদান বস্তুর বিয়োগের সম্ভাবনাজনিত দুঃখকে বিপদ বলে। ভ্রংশ—বিনাশ বা পতন। কামজদোষ—মৃগয়া, দিবানিদ্রা, দ্যূতক্রীড়া, পরনিন্দা, পরদারাসক্তি ইত্যাদি। কোপজদোষ—দুষ্টকর্ম, বিনাবিচারে পরপীড়ন, দ্বেষ, কাপট্য প্রভৃতি।

(উত্তরোত্তর) বর্ধতাম্ (বাড়িয়া চলুক) বিঘ্নাঃ (বিঘ্নসকল) মা প্রতিবধ্নন্তু (এই ভোগের প্রতিবন্ধক না ঘটাইতে পারুক), অস্মাৎ (এই ভোগ হইতে) ধন্যঃ অস্মি (আমি ধন্য) ইতি (এইরূপ) ভ্রমঃ (ভ্রম) ॥ ১৬৭ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** আমার এই ভোগ শেষ না হউক, ইহা যেন উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলে, বিঘ্নসকল ইহার প্রতিবন্ধ না করুক—তাহা হইলে আমি ধন্য হইব; ইহাকে ভ্রম বলে ॥ ১৬৭ ॥

**যদভাবি ন তদ্ভাবি ভাবি চেন্ন তদন্যথা ।**
**ইতি চিন্তাবিষঘ্নোঽয়ং বোধো ভ্রমনিবর্তকঃ ॥ ১৬৮ ॥**

***অন্বয় ঃ*** যৎ (যাহা) অভাবি (হইবার নহে) তৎ (তাহা) ভাবি ন (হইবার নহে), ভাবি চেৎ (যাহা হইবার) তৎ অন্যথা ন (তাহার অন্যথা হইবে না); ইতি (এইরূপ) চিন্তাবিষঘ্নঃ (চিন্তাবিষ নাশক) অয়ম্ (এই) বোধঃ (জ্ঞান) ভ্রমনিবর্তকঃ (ভ্রমের নিবারক) ॥ ১৬৮ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (প্রারব্ধফল) যাহা হইবার নহে তাহা কখনও হইবে না, যাহা হইবার তাহার কখনও অন্যথা হইবে না—এইপ্রকার যে চিন্তাবিষ নাশক জ্ঞান, তাহা ভ্রম নিবারক ॥ ১৬৮ ॥

**সমেঽপি ভোগে ব্যসনং ভ্রান্তো গচ্ছেন্ন বুদ্ধবান্ ।**
**অশক্যার্থস্য সঙ্কল্পাদ্ ভ্রান্তস্য ব্যসনং বহু ॥ ১৬৯ ॥**

***অন্বয় ঃ*** ভোগে ([জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর প্রারব্ধফল] ভোগ) সমে অপি (সমান হইলেও) ভ্রান্তঃ (অজ্ঞানী ভ্রান্ত বলিয়া) ব্যসনম্ গচ্ছেৎ (ব্যসন-প্রাপ্ত হয়), বুদ্ধবান্ ন (তত্ত্বজ্ঞানী ব্যসনপ্রাপ্ত হন না)। অশক্য-অর্থস্য (মিথ্যা বা অসম্ভব পদার্থের) সঙ্কল্পাৎ (ইচ্ছা করিয়া) ভ্রান্তস্য (ভ্রান্তব্যক্তির বা অজ্ঞানীর) বহু ব্যসনম্ (অনেক প্রকার দুঃখভোগ [হয়]) ॥ ১৬৯ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** প্রারব্ধফল ভোগ জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়ের ক্ষেত্রে সমান হইলেও অজ্ঞানী ভ্রান্ত বলিয়া ব্যসনপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু জ্ঞানী ব্যসনপ্রাপ্ত হন না। অসম্ভব পদার্থের ইচ্ছা করিয়া অজ্ঞানীর অনেকপ্রকার দুঃখভোগ হয় ॥ ১৬৯ ॥

**মায়াময়ত্বং ভোগস্য বুধ্বাস্থামুপসংহরন্।**
**ভুঞ্জানোঽপি ন সঙ্কল্পং কুরুতে ব্যসনং কুতঃ ॥ ১৭০ ॥**

***অন্বয় ঃ*** ভোগস্য (ভোগের) মায়াময়ত্বং (মায়াময়তা, মিথ্যাত্ব) বুধ্বা (জানিয়া), (জ্ঞানী তাহাতে) আস্থাম্ (আস্থার, অনুরাগের) উপসংহরন্ (উপসংহার করিয়া, অন্ত করিয়া) ভুঞ্জানঃ অপি (ভোগ করিতে থাকিলেও) সঙ্কল্পম্ (সঙ্কল্প বা ইচ্ছা) ন কুরুতে (করেন না)। [তাহা হইলে তাঁহার] ব্যসনম্ কুতঃ (ব্যসন বা দুঃখভোগ কি করিয়া [হইবে])? ॥ ১৭০ ॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* ভোগের মিথ্যাত্ব বুঝিয়া জ্ঞানী তাহাতে অনুরাগের অন্ত করিয়া ভোগ করিতে থাকিলেও তাহাতে কোন ফলের কামনা করেন না। তাহা হইলে তাঁহার দুঃখভোগ কি করিয়া হইবে?॥ ১৭০॥

**স্বপ্নেন্দ্রজালসদৃশমচিন্ত্যরচনাত্মকম্ ।**
**দৃষ্টনষ্টং জগৎ পশ্যন্ কথং তত্রানুরজ্যতি ॥১৭১॥**

*অন্বয় ঃ* স্বপ্ন-ইন্দ্রজাল-সদৃশম্ (স্বপ্ন বা ইন্দ্রজালের ন্যায়) অচিন্ত্য-রচনাত্মকম্ (অনির্বচনীয়স্বরূপ) দৃষ্ট-নষ্টম্ (দেখিতে দেখিতেই বিনষ্ট) জগৎ ([এইরূপ] জগৎ) পশ্যন্ (দেখিয়া) তত্র (তাহাতে) কথম্ (কিপ্রকারে) অনুরজ্যতি (আসক্ত হইবেন)? ॥ ১৭১ ॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* স্বপ্ন ও ইন্দ্রজালের ন্যায় অনির্বচনীয় স্বরূপ এবং দেখিতে দেখিতেই বিনষ্ট হয়—এইরূপ জগৎকে জানিবার পর জ্ঞানী তাহাতে কি প্রকারে আসক্ত হইবেন?॥ ১৭১ ॥

**স্বস্বপ্নমাপরোক্ষ্যেণ দৃষ্ট্বা পশ্যন্ স্বজাগরম্ ।**
**চিন্তয়েদপ্রমত্তঃ সন্নুভাবনুদিনং মুহুঃ ॥১৭২॥**

*অন্বয় ঃ* স্ব-স্বপ্নম্ (নিজ স্বপ্নকে) আপরোক্ষ্যেণ (প্রত্যক্ষভাবে) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) স্ব-জাগরম্ (নিজ জাগরণকে) পশ্যন্ (অনুভব করিয়া) অ-প্রমত্তঃ সন্ (প্রমাদ রহিত হইয়া) উভৌ (নিজ স্বপ্ন ও জাগরণকে) অনুদিনম্ (প্রতিদিন) মুহুঃ (বার বার) চিন্তয়েৎ (চিন্তা করিবে) ॥ ১৭২॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* নিজ স্বপ্নকে প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়া এবং নিজ জাগরণকে অনুভব করিয়া, অপ্রমত্ত হইয়া, উভয়ের (স্বপ্ন ও জাগরণের) তুল্যতা বিষয়ে প্রতিদিন বার বার চিন্তা করিবে বা বিচার করিবে। (ইহা ভোগে আসক্তি রহিত হইবার উপায়) ॥ ১৭২॥

**চিরং তয়োঃ সর্বসাম্যমনুসন্ধায় জাগরে।**
**সত্যত্ববুদ্ধিং সন্ত্যজ্য নানুরজ্যতি পূর্ববৎ ॥১৭৩॥**

*অন্বয় ঃ* তয়োঃ (স্বপ্নাবস্থার ও জাগ্রদবস্থার) সর্ব-সাম্যম্ (সর্বপ্রকারে সমতা, [প্রতীতিকালেই ভোগের হেতু কিন্তু পরিণামে রসশূন্যতা ও বিনাশিতা ইত্যাদির তুল্যতা]) চিরম্ (বহুকাল ধরিয়া) অনুসন্ধায় (অনুসন্ধান করিবার পর) জাগরে (জাগ্রৎ অবস্থায়) সত্যত্ব-বুদ্ধিম্ (সত্যতা বুদ্ধি) সন্ত্যজ্য (পরিত্যাগ করিয়া) পূর্ববৎ (পূর্বের ন্যায়) ন অনুরজ্যতি (অনুরক্ত হন না) ॥ ১৭৩॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* বহুকাল ধরিয়া অনুসন্ধানের পর, স্বপ্নাবস্থার ও জাগ্রদবস্থার সর্ব

প্রকারে সমতা অনুভব করিয়া, জ্ঞানী জাগ্রদবস্থায়ও সত্যতা বুদ্ধি পরিত্যাগ করেন এবং পূর্বের ন্যায় আর জাগ্রৎ-অবস্থায় প্রতীত ভোগে অনুরক্ত[1] হন না ॥১৭৩॥

**ইন্দ্রজালমিদং দ্বৈতমচিন্ত্যরচনাত্বতঃ ।**
**ইত্যবিস্মরতো হানিঃ কা বা প্রারব্ধভোগতঃ ॥১৭৪॥**

**অন্বয় ঃ** ইদম্ (এই) দ্বৈতম্ (দ্বৈত, জগৎ প্রপঞ্চ) অচিন্ত্য-রচনাত্বতঃ (অনির্বচনীয়স্বরূপ বলিয়া) ইন্দ্রজালম্ (ইহা ইন্দ্রজালের ন্যায়) ইতি (ইহা) অবিস্মরতঃ (না ভুলিয়া), [জ্ঞানী] প্রারব্ধ-ভোগতঃ (প্রারব্ধ ভোগ করিতে থাকিলে) কা বা হানিঃ (তাহার কি হানি হইবে)? ॥১৭৪॥

***বঙ্গানুবাদ*** **ঃ** এই জগৎপ্রপঞ্চ অনির্বচনীয়স্বরূপ বলিয়া ইহা ইন্দ্রজালসদৃশ। এই তত্ত্ব বিস্মৃত না হইয়া জ্ঞানী প্রারব্ধ ভোগ করিতে থাকিলে, তাহার মিথ্যাত্বানুসন্ধানের দ্বারা ভোগের কি হানি হইবে? ॥১৭৪॥

**নির্বন্ধস্তত্ত্ববিদ্যায়াঃ ইন্দ্রজালত্বসংস্মৃতৌ ।**
**প্রারব্ধস্যাগ্রহো ভোগে জীবস্য সুখদুঃখয়োঃ ॥১৭৫॥**

**অন্বয় ঃ** ইন্দ্র-জালত্ব-সংস্মৃতৌ (জগতের ইন্দ্রজালরূপতা স্মৃতিতে সমারূঢ় করাইতে) তত্ত্ব-বিদ্যায়াঃ (তত্ত্ববিদ্যার) নির্বন্ধঃ (আগ্রহ) জীবস্য (জীবের) সুখ-দুঃখয়োঃ (সুখদুঃখের) ভোগে (ভোগে) প্রারব্ধস্য (প্রারব্ধের) আগ্রহঃ (আগ্রহ) ॥১৭৫॥

***বঙ্গানুবাদ*** **ঃ** জগতের ইন্দ্রজালরূপতাকে স্মৃতিতে সমারূঢ় করাইতে তত্ত্ববিদ্যার আগ্রহ (প্রারব্ধ ফলের ভোগ নিবারণ করাতে নহে)। আর প্রারব্ধের আগ্রহ জীবকে সুখ-দুঃখের ভোগ করাইতে (ভোগের সত্যতা নিবারণ করাতে নহে) ॥১৭৫॥

**বিদ্যারব্ধে বিরুদ্ধ্যেতে ন ভিন্নবিষয়ত্বতঃ ।**
**জানদ্ভিরপ্যৈন্দ্রজালবিনোদো দৃশ্যতে খলু ॥১৭৬॥**

**অন্বয় ঃ** বিদ্যা-আরব্ধে (বিদ্যা বা মিথ্যাত্বজ্ঞান ও প্রারব্ধ) ন বিরুদ্ধ্যেতে (পরস্পর বিরোধী নয়), ভিন্ন-বিষয়ত্বতঃ (যেহেতু তাহাদের বিষয় ভিন্ন)। জানদ্ভিঃ অপি (যাঁহারা ইন্দ্রজালকে মিথ্যা বলিয়া জানেন তাঁহাদের দ্বারাও) ইন্দ্রজাল-বিনোদঃ (ইন্দ্রজাল-রচিত বিষয় দর্শন করিয়া আনন্দ প্রকাশ) খলু দৃশ্যতে (দেখা যায়) ॥১৭৬॥

***বঙ্গানুবাদ*** **ঃ** মিথ্যাত্বজ্ঞান ও প্রারব্ধ পরস্পর বিরোধী নহে, যেহেতু

১ তুলনীয় — উপদেশ-সাহস্রী ১৭/৬১, গীতা ১৮/১৭

তাহাদের বিষয় পরস্পর ভিন্ন। এইরূপ তো দেখিতে পাওয়া যায় যে যাঁহারা ইন্দ্রজালকে মিথ্যা বলিয়া জানেন তাঁহারাও ইন্দ্রজালরচিত দৃশ্যাদি দেখিয়া আমোদ অনুভব করেন ॥১৭৬॥

জগৎসত্যত্বমাপাদ্য প্রারব্ধং ভোজয়েদ্যদি ।
তদা বিরোধি বিদ্যায়া ভোগমাত্রান্ন সত্যতা ॥১৭৭॥

**অন্বয় :** প্রারব্ধম্ (প্রারব্ধ কর্ম) জগৎ-সত্যত্বম্ (জগতে সত্যতা বোধ) আপাদ্য (জন্মাইয়া) যদি (যদি) ভোজয়েৎ (ভোগ সম্পাদন করাইত) তদা (তাহা হইলে) বিদ্যায়াঃ (বিদ্যার) বিরোধি (বিরোধী) [স্যাৎ (হইত)]। ভোগমাত্রাৎ (কেবলমাত্র ভোগ প্রদানের দ্বারা) সত্যতা ন (ভোগের বিষয় সত্য হইয়া যায় না) ॥১৭৭॥

***বঙ্গানুবাদ :*** প্রারব্ধকর্ম মিথ্যারূপ জগতে যদি সত্যতাবোধ জন্মাইয়া ভোগ সম্পাদন করাইত তাহা হইলে তাহা তত্ত্বজ্ঞানের বিরোধী হইত। কেবলমাত্র ভোগ প্রদানের দ্বারা ভোগ্যবিষয়ের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয় না ॥১৭৭॥

অন্যূনো জায়তে ভোগঃ কল্পিতৈঃ স্বপ্নবস্তুভিঃ ।
জাগ্রদ্বস্তুভিরপ্যেবমসত্যৈর্ভোগ ইষ্যতাম্ [১] ॥১৭৮॥

**অন্বয় :** কল্পিতৈঃ (কল্পনাপ্রসূত) স্বপ্নবস্তুভিঃ (স্বপ্নদৃশ্য বস্তুসমূহ দ্বারা) অন্যূনঃ (সম্পূর্ণ) ভোগঃ (ভোগ) জায়তে (সম্পাদিত হয়), এবম্ (এইরূপে) অসত্যৈঃ (অসত্য) জাগ্রদ্বস্তুভিঃ অপি (জাগ্রদবস্থায় কল্পিত বস্তুদ্বারাও) ভোগঃ (ভোগ [সম্পাদিত হয়]) ইষ্যতাম্ (এই সিদ্ধান্ত করা উচিৎ) ॥১৭৮॥

***বঙ্গানুবাদ :*** স্বপ্নদৃষ্ট কল্পিত বস্তুদ্বারা যেমন স্বপ্নে সম্পূর্ণরূপে ভোগ সম্পাদিত হয়, সেইরূপ জাগ্রৎ অবস্থায় কল্পিত অসত্য বস্তু দ্বারাও ভোগ সম্পাদিত হয়—এইরূপ সিদ্ধান্ত করা উচিৎ ॥১৭৮॥

যদি বিদ্যাপহ্নুবীত জগৎ প্রারব্ধঘাতিনী ।
তদা স্যান্ন তু মায়াত্ববোধেন তদপহ্নবঃ ॥১৭৯॥

**অন্বয় :** বিদ্যা (তত্ত্বজ্ঞান) যদি (যদি) জগৎ অপহ্নুবীত (জগতের বিলুপ্তি ঘটাইতে পারিত) তদা (তাহা হইলে) প্রারব্ধঘাতিনী স্যাৎ ([তাহা] প্রারব্ধের বিনাশক বা বিরোধী হইত)। মায়াত্ব-বোধেন ([ভোগ্য বস্তুর] মায়াত্ব বোধের দ্বারা) তু (কিন্তু) তদ-অপহ্নবঃ ন (তাহার বিলোপ সাধন হইয়া যায় না) ॥১৭৯॥

১ বস্তুভবত্যেবম্ ইতি পাঠান্তর

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** তত্ত্বজ্ঞান যদি জগতের বিলুপ্তি ঘটাইতে পারিত তাহা হইলে তাহা প্রারব্ধের বিনাশক বা বিরোধী হইত। তত্ত্বজ্ঞান ভোগ্য বস্তুর মাত্র মায়াত্বের বোধ জন্মাইয়া দেয়, তাহার দ্বারা কিন্তু ভোগ্য বস্তুর বিলোপ বা বিনাশ হইয়া যায় না ॥১৭৯॥

**অনপহ্নুত্য লোকাস্তদিন্দ্রজালমিদং ত্বিতি ।**
**জানন্ত্যেবানপহ্নুত্য ভোগং মায়াত্বধীস্তথা ॥ ১৮০॥**

***অন্বয় ঃ*** লোকাঃ (লোকে) তৎ (সেই [ইন্দ্রজালের স্বরূপের]) অনপহ্নুত্য (বিলোপ বা বিনাশ না ঘটাইয়া) ইদম্ (ইহা) তু (কিন্তু) ইন্দ্রজালম্ (ইন্দ্রজাল) ইতি (এই প্রকার) জানন্তি এব (জানিতেও পারে)। তথা (সেইরূপ) ভোগম্ (জাগতিক ভোগসমূহের) অনপহ্নুত্য (বিনাশ না ঘটাইয়া) মায়াত্ব-ধীঃ ([তাহাদের] মিথ্যাত্বজ্ঞান [সম্ভব])॥ ১৮০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সেই ইন্দ্রজালের স্বরূপের (প্রত্যক্ষ অস্তিত্বের) বিনাশ না ঘটাইয়া লোকে যেরূপ "ইহা ইন্দ্রজাল" এই প্রকার বুঝিতে পারে (অর্থাৎ ইন্দ্রজাল নির্মিত বস্তু প্রত্যক্ষ দেখিয়াও তাহা যে মিথ্যা, ভেল্কি তাহা বুঝিতে পারে), সেইরূপ জাগতিক ভোগ্য বস্তুসমূহের বিনাশ না ঘটাইয়া তাহাতে মিথ্যাত্বজ্ঞান সম্ভব হয় ॥১৮০॥

**যত্র ত্বস্য জগৎ স্বাত্মা পশ্যেৎ কস্তত্র কেন কম্ ।**
**কিং জিঘ্রেৎ কিং বদেদ্বেতি শ্রুতৌ তু বহু ঘোষিতম্ ॥১৮১॥**

***অন্বয় ঃ*** যত্র (যে অবস্থায়) তু (কিন্তু, আর) জগৎ (সমগ্র সৃষ্টি) অস্য (এই জ্ঞানীর) স্বাত্মা (নিজ আত্মা [ হইয়া যায় ] ), তত্র (সেই অবস্থায়) কঃ (কে), কেন (কাহার দ্বারা), কম্ (কাহাকে) পশ্যেৎ (দেখিবে), কিম্ (কি) জিঘ্রেৎ (আঘ্রাণ করিবে), কিম্ বা (কিই বা) বদেৎ (বলিবে)—ইতি (এই কথা) শ্রুতৌ তু (শ্রুতিতে) বহু-ঘোষিতম্ (বহুবার ঘোষিত হইয়াছে) ॥১৮১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** আর যে অবস্থায় সমস্ত জগৎ এই জ্ঞানীর স্বাত্মা হইয়া যায়, সেই অবস্থায় কে, কি দিয়া, কাহাকে দেখিবে? কাহার দ্বারা কিসের আঘ্রাণ লইবে? আর কাহাকে কিই বা বলিবে?—এইকথা শ্রুতিতে বহুবার ঘোষিত হইয়াছে ॥১৮১॥[1]

১ দ্রষ্টব্য—বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ২/৪/১৪, ঈশ উঃ ৭, ছাঃ উঃ ৭/২৪/১। জ্ঞান হইলে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা—এই ত্রিপুটির লয় হইয়া যায়।

**তেন দ্বৈতমপহ্নুত্য বিদ্যোদেতি ন চান্যথা ।**
**তথা চ বিদুষো ভোগঃ কথং স্যাদিতি চেচ্ছৃণু ॥১৮২॥**

**অন্বয় ঃ** তেন (সেইহেতু) দ্বৈতম্ অপহ্নুত্য (দ্বৈতের বিলোপ সাধন করিয়া) বিদ্যা উদেতি (বিদ্যার উদয় হয়), চ (আর) অন্যথা ন (অন্য কোন উপায়ে তাহা হয় না)। তথা চ (তাহা হইলে) বিদুষঃ (বিদ্বানের, জ্ঞানীর) ভোগঃ (বিষয় ভোগ) কথম্ স্যাৎ (কি প্রকারে সম্ভব হয়)? ইতি চেৎ (এইরূপ যদি আশঙ্কা কর), শৃণু (তবে শ্রবণ কর) ॥১৮২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সেইহেতু[১] দ্বৈতের বিলোপসাধন করিয়াই বিদ্যার[২] উদয় হয়, আর অন্য কোন উপায়ে তাহা সম্ভব নয়। তাহা হইলে, বিদ্বানের বিষয়ভোগ কিপ্রকারে সম্ভব হয়? যদি এই প্রশ্ন কর, তবে শ্রবণ কর ॥১৮২॥

**সুষুপ্তিবিষয়া মুক্তিবিষয়া বা শ্রুতিস্ত্বিতি ।**
**উক্তং স্বাপ্যয়সম্পত্ত্যোরিতি সূত্রে হ্যতিস্ফুটম্ ॥১৮৩॥**

**অন্বয় ঃ** শ্রুতিঃ তু (এই যে বহু শ্রুতির কথা বলা হইল, সেই শ্রুতিসকল) সুষুপ্তি-বিষয়া (সুষুপ্তিবিষয়ক) বা মুক্তিবিষয়া (অথবা মুক্তি বিষয়ক) ইতি (তাহা) "স্বাপ্যয়-সম্পত্ত্যোঃ" (সুষুপ্তি কিংবা সম্পত্তি—ইহাদের একটির সম্বন্ধে...)—ইতি (ইত্যাদি মর্মে) সূত্রে (ব্রহ্মসূত্রে ৪/৪/১৬) অতি-স্ফুটম্ হি (সুস্পষ্ট করিয়াই) উক্তম্ (বলা হইয়াছে) ॥১৮৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এই যে (১৮১ শ্লোকে) বহুশ্রুতির কথা বলা হইয়াছে সেই শ্রুতিসমূহ 'সুষুপ্তিবিষয়ক কিংবা মুক্তিবিষয়ক'[৩] ইহা "স্বাপ্যয়-সম্পত্ত্যোঃ"—এই ব্রহ্মসূত্রে (৪/৪/১৬) সুস্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে ॥১৮৩॥[৪]

**অন্যথা যাজ্ঞবল্ক্যাদেরাচার্যত্বং ন সম্ভবেৎ ।**
**দ্বৈতদৃষ্টাববিদ্বত্তা দ্বৈতাদৃষ্টৌ ন বাগ্বদেৎ ॥১৮৪॥**

**অন্বয় ঃ** অন্যথা (যদি তাহা অস্বীকার কর তবে) যাজ্ঞবল্ক্য-আদেঃ (যাজ্ঞবল্ক্যাদির) আচার্যত্বম্ (আচার্যত্ব, শিক্ষকতা) ন সম্ভবেৎ (সম্ভব হয় না), দ্বৈত-দৃষ্টৌ (দ্বৈতদৃষ্টি থাকিলে) অবিদ্বত্তা (বিদ্বত্তা সম্ভব হয় না), [আবার] দ্বৈত-অদৃষ্টৌ (দ্বৈতদৃষ্টি না থাকিলে) বাক্ ন বদেৎ (বাক্য প্রয়োগ করিয়া শিক্ষাদান সম্ভব নয়) ॥১৮৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যদি, তাহা অস্বীকার কর, তাহা হইলে যাজ্ঞবল্ক্যাদির

---

১ যে কারণে শ্রুতি জ্ঞানাবস্থায় সর্বদ্বৈতের নাশ বলিয়াছেন

২ জগন্মিথ্যাত্বজ্ঞানরূপ বিদ্যার

৩ উভয় বিষয়েই শ্রুতি প্রমাণ রহিয়াছে

৪ তুলনীয় — বৃঃ উঃ ৪/৪/৬, ৪/৫/১৩-১৫, ছাঃ উঃ—৬/৮/১

আচার্যত্ব সম্ভব হইত না—কারণ, দ্বৈতদৃষ্টি থাকিলে তাঁহারা জ্ঞানহীন ইহা সিদ্ধ হয়, আর দ্বৈতদৃষ্টি না থাকিলে বাক্যপ্রয়োগ [1] সম্ভব হয় না ॥১৮৪॥

**নির্বিকল্পসমাধৌ তু দ্বৈতাদর্শনহেতুতঃ ।**
**সৈবাপরোক্ষবিদ্যেতি চেৎসুষুপ্তিস্তথা ন কিম্ ॥১৮৫॥**

***অন্বয় ঃ*** তু (কারণ) নির্বিকল্পসমাধৌ (নির্বিকল্প সমাধিতে) দ্বৈত-অদর্শন-হেতুতঃ (দ্বৈতের প্রতীতি নাই বলিয়া) সা এব (তাহাই) অপরোক্ষ-বিদ্যা (অপরোক্ষ-জ্ঞান) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বল), তথা ([তাহা হইলে] সেইরূপ) সুষুপ্তিঃ (সুষুপ্তি) কিম্ ন (কেন [অপরোক্ষবিদ্যা] নয়) ? ॥১৮৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (শঙ্কা—যাজ্ঞবল্ক্যাদির আচার্যাবস্থার জ্ঞান অপরোক্ষ জ্ঞান নহে,) কারণ নির্বিকল্প সমাধিতে দ্বৈতের অপ্রতীতিবশতঃ তাহাই অপরোক্ষবিদ্যা যদি এইরূপ বল, তাহা হইলে (উত্তর ঃ) সুষুপ্তিও [2] অপরোক্ষ জ্ঞান হইবে না কেন? ॥১৮৫॥

**আত্মতত্ত্বং ন জানাতি সুপ্তৌ যদি তদা ত্বয়া ।**
**আত্মধীরেব বিদ্যেতি বাচ্যং ন দ্বৈতবিস্মৃতিঃ ॥১৮৬॥**

***অন্বয় ঃ*** যদি (যদি বল) সুপ্তৌ (সুষুপ্তিতে) আত্ম-তত্ত্বম্ (আত্ম তত্ত্বকে) ন জানাতি (জানে না), তদা (তাহা হইলে) আত্মধীঃ এব (আত্মতত্ত্বজ্ঞানই) বিদ্যা (অপরোক্ষজ্ঞান), দ্বৈত-বিস্মৃতিঃ ন (দ্বৈতবিস্মৃতি নয়) ইতি (এই প্রকার) ত্বয়া বাচ্যম্ (তোমার বলা উচিৎ) ॥১৮৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যদি বল—না, সুষুপ্তিতে আত্মতত্ত্বজ্ঞান থাকে না (তাই তাহাকে অপরোক্ষজ্ঞান বলা যায় না)। তাহা হইলে তোমার বলা উচিৎ "আত্মজ্ঞানই অপরোক্ষজ্ঞান, দ্বৈতবিস্মৃতি অপরোক্ষজ্ঞান নহে" ॥১৮৬॥

**উভয়ং মিলিতং বিদ্যা যদি তর্হি ঘটাদয়ঃ ।**
**অর্ধবিদ্যাভাজিনঃ স্যুঃ সকলদ্বৈতবিস্মৃতেঃ ॥১৮৭॥**

***অন্বয় ঃ*** যদি (যদি) উভয়ম্ (অদ্বৈতজ্ঞান ও দ্বৈতের বিস্মৃতিকে) মিলিতম্ (মিলিতভাবে) বিদ্যা [স্যাৎ] (বিদ্যা বলিয়া বল), তর্হি (তাহা হইলে) ঘট-আদয়ঃ (ঘটাদি [অচেতন পদার্থসকল]) অর্ধ-বিদ্যা-ভাজিনঃ স্যুঃ (অর্ধজ্ঞানের অধিকারী হউক) সকল-দ্বৈত-বিস্মৃতেঃ (তাহারা সকল দ্বৈতজ্ঞান বিস্মৃত বলিয়া) ॥১৮৭॥

১ তাঁহাদের বাগিন্দ্রিয় শিষ্যের উদ্দেশ্যে উপদেশ দানে প্রবৃত্ত হইবে না—এই অভিপ্রায়

২ কারণ সুষুপ্তিও তো দ্বৈতপ্রতীতির অভাবরূপ

*বঙ্গানুবাদ ঃ* (শঙ্কা) যদি অদ্বৈততত্ত্বের জ্ঞান ও দ্বৈতের বিস্মৃতি উভয়কে একত্রে বিদ্যা বল (উত্তর) তবে ঘটাদি জড় পদার্থের কোনও দ্বৈতজ্ঞান নাই বলিয়া তাহারা অর্ধ-তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হউক ॥১৮৭॥

**মশকধ্বনিমুখ্যানাং বিক্ষেপাণাং বহুত্বতঃ ।**
**তব বিদ্যা তথা ন স্যাদ্ ঘটাদীনাং যথা দৃঢ়া ॥১৮৮॥**

*অন্বয় ঃ* [তাহা হইলে], ঘটাদীনাম্ বিদ্যা (ঘটাদির বিদ্যা) যথা দৃঢ়া (যেমন দৃঢ়), মশক-ধ্বনি-মুখ্যানাম্ (মশকধ্বনি প্রভৃতি) বিক্ষেপাণাং (বিক্ষেপসমূহের) বহুত্বতঃ (অনেকত্ববশতঃ) তথা (সেইপ্রকার) তব (তোমার) ন স্যাৎ (বিদ্যা দৃঢ় হইবে না)॥১৮৮॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* তাহা হইলে ঘটাদির অপরোক্ষাত্মবিদ্যা যেমন দৃঢ় হয়, তোমার (দ্বৈতমিথ্যাত্বনিশ্চয়) সেরূপ দৃঢ় হইবে না—কারণ তোমার সমাধি অভ্যাসকালে মশকধ্বনি প্রভৃতি বহু বিক্ষেপের সম্ভাবনা আছে, (ঘটাদির সে সম্ভাবনা নাই) ॥১৮৮॥

**আত্মধীরেব বিদ্যেতি যদি তর্হি সুখী ভব ।**
**দুষ্টচিত্তং নিরুন্ধ্যাচ্চেন্নিরুন্ধি ত্বং যথাসুখম্ ॥১৮৯॥**

*অন্বয় ঃ* আত্মধীঃ এব (আত্মজ্ঞানই) বিদ্যা (বিদ্যা) ইতি (এইরূপ) যদি (যদি [তুমি বল]) তর্হি (তাহা হইলে) সুখী ভব (তুমি সুখী হইবে)। দুষ্ট-চিত্তম্ (দুষ্টচিত্তকে) নিরুন্ধ্যাৎ (নিরোধ করা উচিৎ) চেৎ (যদি [তোমার এই অভিমত হয়]), [তাহা হইলে] ত্বম্ (তুমি) যথাসুখম্ (যথাসুখে) নিরুন্ধি (চিত্তনিরোধ কর) ॥১৮৯॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* আর যদি বল "আত্মজ্ঞানই বিদ্যা (দ্বৈতবিস্মৃতি বিদ্যা নহে)" তাহা হইলে তুমি সুখী হও। (কারণ তুমি আমার সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে)। আবার যদি তুমি বল "দুষ্টচিত্তকে নিরোধ করা উচিৎ" তবে বলি 'তুমি যথাসুখে চিত্তনিরোধ কর' (তাহা আমাদেরও ইষ্ট) ॥১৮৯॥

**তদিষ্টমেষ্টব্যমায়াময়ত্বস্য সমীক্ষণাৎ ।**
**ইচ্ছন্নপ্যজ্ঞবন্নেচ্ছেৎ কিমিচ্ছন্নিতি হি শ্রুতম্ ॥১৯০॥**

*অন্বয় ঃ* তৎ (তাহা) ইষ্টম্ ([আমাদেরও] ইষ্ট), এষ্টব্য-মায়াময়ত্বস্য (ইচ্ছাযোগ্য ভোগ্যজাতের মায়াময়তার) সমীক্ষণাৎ (সম্পূর্ণ উপলব্ধি হইয়া যায় বলিয়া)। ইচ্ছন্ অপি (ইচ্ছা করিলেও), (জ্ঞানীব্যক্তি) অজ্ঞবৎ (অজ্ঞানীর ন্যায়) ন ইচ্ছেৎ হি (ইচ্ছা করেন না)—[অতএব] কিম্ ইচ্ছন্ (কিসের ইচ্ছায়) ইতি (ইত্যাদি) শ্রুতম্ (শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে) ॥১৯০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** তাহা আমাদেরও ইষ্ট। কারণ (চিত্তনিরোধের দ্বারা) ইচ্ছাযোগ্য ভোগ্যজাতের মায়াময়তার সম্পূর্ণ ধারণা হইয়া যায়। জ্ঞানী ইচ্ছা করিলেও অজ্ঞানীর ন্যায় ইচ্ছা করেন না বলিয়া "কিমিচ্ছন্" ইত্যাদি বাক্য শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে ॥১৯০॥

**রাগো লিঙ্গমবোধস্য সন্তু রাগাদয়ো বুধে ।**
**ইতি শাস্ত্রদ্বয়ং সার্থমেবং সত্যবিরোধতঃ ॥১৯১॥**

***অন্বয় ঃ*** রাগঃ (বিষয়ে দৃঢ় আসক্তি) অবোধস্য (অজ্ঞানীর) লিঙ্গম্ (চিহ্ন); বুধে (জ্ঞানীতে) রাগাদয়ঃ (রাগদ্বেষাদি) সন্তু (থাকুক, ক্ষতি নাই)—ইতি এবম্ (এইপ্রকার) সতি (অর্থ হইলে) শাস্ত্রদ্বয়ম্ (উদ্ধৃত শাস্ত্রবচন দুইটি) অবিরোধতঃ (পরস্পর অবিরুদ্ধ হইয়া) সার্থম্ (সার্থক হয়) ॥১৯১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এইরূপ বুঝিলে, "বিষয়ে দৃঢ় আসক্তি অজ্ঞানীর চিহ্ন" (সুরেশ্বরাচার্যকৃত "নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিঃ"—৪/৬৭) এবং "জ্ঞানীর রাগদ্বেষাদি থাকুক, ক্ষতি নাই" (সুরেশ্বরাচার্যকৃত বৃহদারণ্যকবার্তিক, ১/৪/১৫-৩৯)—এই শাস্ত্রবচন দুইটি পরস্পর অবিরুদ্ধ হইয়া সার্থক হয় ॥১৯১॥[১]

**জগন্মিথ্যাত্ববৎ স্বাত্মাসঙ্গত্বস্য সমীক্ষণাৎ ।**
**কস্য কামায়েতি বচো ভোক্তৃভাববিবক্ষয়া ॥১৯২॥**

***অন্বয় ঃ*** জগৎ-মিথ্যাত্ববৎ (জগতের মিথ্যাত্বদর্শনের দ্বারা যেমন ভোগ্যবিষয়ের অভাব বুঝাইয়া 'কিমিচ্ছন্' শব্দের তাৎপর্য করিয়াছেন, সেই প্রকার) স্ব-আত্মা-অসঙ্গত্বস্য (আত্মার অসঙ্গতার) সমীক্ষণাৎ (দর্শন হইতে) ভোক্তৃ-অভাব-বিবক্ষয়া (ভোক্তার অভাব বলিবার অভিপ্রায়ে) কস্য কামায় (কাহার ভোগের নিমিত্ত) ইতি বচঃ (এই প্রকার বাক্য [উক্ত হইয়াছে] )॥১৯২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** জ্ঞানীর জগন্মিথ্যাত্ব অনুভবের ন্যায় আত্মার অসঙ্গতা দেখা যায় বলিয়া, বাস্তব ভোক্তার অভাব বলিবার অভিপ্রায়ে "কস্য কামায়" এই বাক্য উক্ত হইয়াছে ॥১৯২॥

**পতিজায়াদিকং সর্বং তত্তদ্ভোগায় নেচ্ছতি ।**
**কিন্ত্বাত্মভোগার্থমিতি শ্রুতাবুদ্ঘোষিতং বহু ॥১৯৩॥**

***অন্বয় ঃ*** পতি-জায়া-আদিকম্ (পতি, জায়া প্রভৃতিকে) সর্বম্ (কোন লোক) তৎ-তৎ-ভোগায় (সেই পতির বা সেই জায়ার ভোগের নিমিত্ত) ন ইচ্ছতি (পাইবার

১ শ্রীরামকৃষ্ণ কাঁচা আমি-পাকা আমি, সোনার তলোয়ার প্রভৃতির উদাহরণ দিয়াছেন ।

আকাঙ্ক্ষা করে না); কিন্তু (কিন্তু) আত্মভোগার্থম্ (নিজের ভোগের জন্য) ইতি (এই প্রকার) শ্রুতৌ (শ্রুতিতে) বহু উদ্ঘোষিতম্ (অনেকস্থলেই ঘোষিত হইয়াছে) ॥ ১৯৩॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* পতি বা জায়া প্রভৃতিকে কেহ সেই পতিরই বা সেই জায়ারই ভোগের নিমিত্ত পাইবার আশা করে না, পরন্তু নিজের ভোগের নিমিত্ত (তাহাদের পাইবার আকাঙ্ক্ষা করে) এই কথা শ্রুতিতে অনেক স্থলে ঘোষিত হইয়াছে) ॥ ১৯৩॥[১]

**কিং কূটস্থশ্চিদাভাসোঽথবা কিং বোভয়াত্মকঃ ।**
**ভোক্তা তত্র ন কূটস্থোঽসঙ্গত্বাদ্ভোক্তৃতাং ব্রজেৎ ॥ ১৯৪॥**

*অন্বয় ঃ* কিম্ কূটস্থঃ (কূটস্থ কি) ভোক্তা (ভোক্তা)? অথবা (অথবা) চিদাভাসঃ (চিদাভাস), [ভোক্তা] ? কিম্ বা (অথবা) উভয়াত্মকঃ (ইহাদের উভয়ের ভোক্তৃতা)? তত্র (সেই ক্ষেত্রে), কূটস্থঃ (কূটস্থ) অসঙ্গত্বাৎ (অসঙ্গ বলিয়া তাঁহার) ভোক্তৃতাম্ (ভোক্তৃত্ব) ন ব্রজেৎ (সম্ভব নয়) ॥ ১৯৪॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* ভোক্তা কে—কূটস্থ? অথবা আভাসচৈতন্য? না উভয়ে মিলিয়া? তন্মধ্যে (প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে) কূটস্থ ভোক্তা নন, কারণ তিনি অসঙ্গ ॥ ১৯৪॥

**সুখদুঃখাভিমানাখ্যো বিকারো ভোগ উচ্যতে ।**
**কূটস্থশ্চ বিকারী চেত্যেতন্ন ব্যাহতং কথম্ ॥ ১৯৫॥**

*অন্বয় ঃ* সুখ-দুঃখ-অভিমান-আখ্যঃ (সুখ-দুঃখের অভিমানরূপ) বিকারঃ (বিকার) ভোগঃ (ভোগ বলিয়া) উচ্যতে (উক্ত হয়)। কূটস্থঃ চ ([একই ব্যক্তি] কূটস্থও) বিকারী চ (আবার বিকারীও [বটেন]) ইতি এতৎ (ইহা) কথম্ (কেন) ন ব্যাহতম্ (ব্যাঘাতযুক্ত হইবে না)?॥ ১৯৫॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* সুখদুঃখের অভিমানরূপ বিকারকে ভোগ বলে। সুতরাং 'যিনি কূটস্থ তিনিই বিকারী'—এইরূপ মত ব্যাঘাতদোষযুক্ত হইবে না কেন?॥ ১৯৫॥

**বিকারিবুদ্ধ্যধীনত্বাদাভাসো বিকৃতাবপি ।**
**নিরধিষ্ঠানবিভ্রান্তিঃ কেবলা ন হি তিষ্ঠতি ॥ ১৯৬॥**

*অন্বয় ঃ* আভাসঃ (চিদাভাস) বিকারি-বুদ্ধি-অধীনত্বাৎ (বিকারিবুদ্ধির অধীন বলিয়া) বিকৃতৌ অপি (তাহার বিকার হইলেও) নিরধিষ্ঠান-বিভ্রান্তিঃ (অধিষ্ঠানশূন্য ভ্রম)

১ দ্রষ্টব্য—বৃঃ উঃ ২/৪/৫, ৪/৫/৬

কেবলা (নিঃসঙ্গরূপে একা) ন তিষ্ঠতি হি (যেহেতু থাকিতে পারে না), [সেইহেতু, চিদাভাসও ভোক্তা নহে]॥ ১৯৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বিকারি বুদ্ধির অধীন বলিয়া চিদাভাসের বিকার হইলেও অধিষ্ঠানশূন্য ভ্রম একাকী থাকিতে পারা অসম্ভব বলিয়া চিদাভাসও ভোক্তা নহে ॥ ১৯৬॥

**উভয়াত্মক এবাতো লোকে ভোক্তা নিগদ্যতে ।**
**তাদৃগাত্মানমারভ্য কূটস্থঃ শেষিতঃ শ্রুতৌ ॥ ১৯৭॥**

***অন্বয় ঃ*** অতঃ (অতএব) লোকে (সংসারে) ভোক্তা (ভোক্তা) উভয়-আত্মকঃ এব (উভয়াত্মকই) ইতি (এইপ্রকার) নিগদ্যতে (বলা হইয়া থাকে)। তাদৃক্ আত্মানম্ (উক্তপ্রকার আত্মাকে) আরভ্য (আরম্ভ করিয়া) শ্রুতৌ (শ্রুতিতে) কূটস্থঃ (কূটস্থ আত্মা) শেষিতঃ (শেষরূপে বলা হইয়াছে) ॥ ১৯৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অতএব, সংসারে (কূটস্থ ও চিদাভাস) উভয়কেই মিলিতভাবে ভোক্তা বলা হয়। উক্তপ্রকার (উভয়াত্মক ভোক্তা হিসাবে) উভয় আত্মার কথা আরম্ভ করিয়া শ্রুতি শেষ সিদ্ধান্তরূপে অর্থাৎ অনাত্মবস্তুর নিষেধের অবধিরূপে কূটস্থ আত্মাকে গ্রহণ করিয়াছেন ॥ ১৯৭॥

**আত্মা কতম ইত্যুক্তে যাজ্ঞবল্ক্যো বিবোধয়ন্ ।**
**বিজ্ঞানময়মারভ্যাসঙ্গং তং পর্যশেষয়ৎ ॥ ১৯৮॥**

***অন্বয় ঃ*** কতমঃ আত্মা (কোন্ বস্তুটি আত্মা) ইতি উক্তে (এই প্রকারে জিজ্ঞাপিত হইয়া) যাজ্ঞবল্ক্যঃ (যাজ্ঞবল্ক্য) তম্ (সেই জনককে) বিবোধয়ন্ (বুঝাইবার জন্য) বিজ্ঞানময়ম্ (বিজ্ঞানময়) আরভ্য (এইরূপে আরম্ভ করিয়া) অসঙ্গম্ (অসঙ্গ চৈতন্যে) পর্যশেষয়ৎ (পর্যবসান করিয়াছিলেন) ॥ ১৯৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** "কোন্ বস্তুটি আত্মা" এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে যাজ্ঞবল্ক্য[১], রাজা জনককে বিষেশরূপে বুঝাইবার জন্য, বিজ্ঞানময় হইতে আরম্ভ করিয়া অসঙ্গচৈতন্যে তাহার পর্যবসান করিয়াছিলেন ॥ ১৯৮॥

**কোঽয়মাত্মেত্যেবমাদৌ সর্বত্রাত্মবিচারতঃ ।**
**উভয়াত্মকমারভ্য কূটস্থঃ শেষ্যতে শ্রুতৌ ॥ ১৯৯॥**

***অন্বয় ঃ*** কঃ (কে) অয়ম্ আত্মা (এই আত্মা) ইতি এবম্ আদৌ (এই প্রকার বাক্যদ্বারা) সর্বত্র শ্রুতৌ (সর্বত্র শ্রুতিতে) আত্মবিচারতঃ (আত্মবিচার করিতে গিয়া)

---

১ বৃঃ উঃ ৪/১/৪

উভয়াত্মকম্ আরভ্য (উভয়রূপ আত্মার কথা শুরু করিয়া) কূটস্থঃ (আত্মা কূটস্থ বলিয়া) শেষ্যতে (শেষ করা হইয়াছে) ॥ ১৯৯ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** "এই আত্মা কিরূপ" এইরূপে বহু প্রশ্নদ্বারা আত্মবিচার করিতে গিয়া, শ্রুতিতে সর্বত্র, প্রথমে উভয়রূপ আত্মার কথা দিয়া আরম্ভ করিয়া 'আত্মা কূটস্থ' বলিয়া শেষ করা হইয়াছে ॥ ১৯৯ ॥[১]

**কূটস্থসত্যতাং স্বস্মিন্নধ্যস্যাত্মাবিবেকতঃ ।**
**তাত্ত্বিকীং ভোক্তৃতাং মত্বা ন কদাচিজ্জিহাসতি ॥ ২০০ ॥**

***অন্বয় ঃ*** আত্মা (জীবাত্মা, চিদাভাস) অবিবেকতঃ (অবিবেকবশতঃ) কূটস্থ-সত্যতাম্ (কূটস্থের সত্যতার) স্বস্মিন্ (আপনাতে) অধ্যস্য (আরোপ করিয়া) ভোক্তৃতাম্ (ভোক্তৃত্বকে) তাত্ত্বিকীম্ (সত্য) মত্বা (মনে করিয়া) কদাচিৎ (কখনও) ন জিহাসতি ([ভোগ্যসকল] ত্যাগের ইচ্ছা করে না) ॥ ২০০ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (লোকপ্রসিদ্ধ ভোক্তা) জীবাত্মা অবিবেকবশতঃ আপনাতে কূটস্থের সত্যতার আরোপ করিয়া নিজের ভোক্তৃত্বকে বাস্তব বলিয়া মানিয়া কখনও এই ভোগসমূহ ত্যাগের ইচ্ছা করে না ॥ ২০০ ॥

**ভোক্তা স্বস্যৈব ভোগায় পতিজায়াদিমিচ্ছতি ।**
**এষ লৌকিকবৃত্তান্তঃ শ্রুত্যা সম্যগনূদিতঃ ॥ ২০১ ॥**

***অন্বয় ঃ*** ভোক্তা (ভোগকারী) স্বস্য এব (নিজেরই) ভোগায় (ভোগের নিমিত্ত) পতি-জায়াদিম্ (পতি, জায়া প্রভৃতিকে) ইচ্ছতি (পাইবার ইচ্ছা করে)। এষঃ (এই) লৌকিক-বৃত্তান্তঃ (লৌকিক দৃষ্টান্ত, অনুভব) শ্রুত্যা (শ্রুতি-কর্তৃক) সম্যক্ (সম্যগ্রূপে) অনূদিতঃ (সমর্থিত হইয়াছে) ॥ ২০১ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** 'ভোক্তা আপনারই ভোগের নিমিত্ত পতিজায়াদিকে পাইবার ইচ্ছা করে।' এই লৌকিক অনুভব শ্রুতি[২] কর্তৃক সম্যগ্রূপে সমর্থিত হইয়াছে) ॥ ২০১ ॥

**ভোগ্যানাং ভোক্তৃশেষত্বান্মা ভোগ্যেষ্বনুরজ্যতাম্ ।**
**ভোক্তর্যেব প্রধানেঽতোঽনুরাগং[৩] তং বিধিৎসতি ॥ ২০২ ॥**

***অন্বয় ঃ*** ভোগ্যানাম্ (ভোগ্যবস্তুসমূহের) ভোক্তৃ-শেষত্বাৎ (ভোক্তার ভোগে পরিসমাপ্তি, সার্থকতা বলিয়া), ভোগ্যেষু (ভোগ্যবস্তুতে) মা অনুরজ্যতাম্ (আসক্ত

১ দ্রষ্টব্য—ঐঃ উঃ ৩/১/১
২ "...আত্মনঃ তু কামায়..." বৃঃ উঃ—১/৪/৮, ২/৪/৫
৩ অনুরাগে ইতি পাঠান্তর

হইও না), প্রধানে (প্রধান, মুখ্য) ভোক্তরি এব (ভোক্তাতেই, আত্মাতেই), [অনুরাগ কর]। অতঃ (সেই কারণে) অনুরাগম্ ([নিজ আত্মাতেই] অনুরাগ করিবার জন্য), [শ্রুতি] তম্ (ভোক্তাকে) বিধিৎসতি (বিধান করিবার ইচ্ছা করিতেছেন) ॥ ২০২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ভোক্তার ভোগেই ভোগ্য বস্তুসমূহের পরিসমাপ্তি বলিয়া ভোগ্য বস্তুতে অনুরাগ করা উচিত নয়; মুখ্য যে ভোক্তা তাহাতেই অনুরাগ করা উচিত। সেই কারণে শ্রুতি ভোক্তার নিজ আত্মাতে অনুরাগের বিধান করিবার ইচ্ছা করিতেছেন ॥২০২॥

**যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী ।**
**ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপ সর্পতু ॥২০৩॥**

***অন্বয় ঃ*** অবিবেকানাম্ (অবিবেকিদিগের) বিষয়েষু (বিষয়ে) অনপায়িনী (অফুরন্ত) যা প্রীতিঃ (যে অনুরাগ), [হে] মাপ (লক্ষ্মীপতি, ['মা'-র অর্থাৎ লক্ষ্মীর]), সা (সেই অনুরাগ) ত্বাম্ (তোমার) অনুস্মরতঃ (অনুস্মরণে), [নিয়োজিত যে আমি সেই] মে হৃদয়াৎ (আমার হৃদয় হইতে) সর্পতু (বিদূরিত হউক) ॥ ২০৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অবিবেকিদিগের ভোগ্যবিষয়ে যে অশেষ অনুরাগ হয়, হে লক্ষ্মীপতি, সেই দৃঢ় অনুরাগ তোমার স্মরণে নিয়োজিত আমার হৃদয় হইতে বিদূরিত হউক (বিষ্ণুপুরাণ ১/২০/১৯)॥ ২০৩॥

**ইতি ন্যায়েন সর্বস্মাদ্ভোগ্যজাতাদ্বিরক্তধীঃ ।**
**উপসংহৃত্য তাং প্রীতিং ভোক্তর্যেব বুভুৎসতে ॥২০৪॥**

***অন্বয় ঃ*** ইতি (উক্ত) ন্যায়েন (নীতির, নির্দেশের অনুসরণে) সর্বস্মাৎ (সকল) ভোগ্য-জাতাৎ (ভোগ্য বস্তুতে) বিরক্ত-ধীঃ (বৈরাগ্যবুদ্ধিযুক্ত সাধক) তাম্ প্রীতিম্ (সেই ভোগ্য বিষয়ে প্রীতিকে) ভোক্তরি এব (ভোক্তাতেই) উপসংহৃত্য (নিয়োজিত করিয়া) বুভুৎসতে (আত্মাকে জানিবার ইচ্ছা করেন) ॥ ২০৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** উক্ত নির্দেশের অনুসরণ করিয়া, সকলপ্রকার ভোগ্যবস্তুতে বৈরাগ্যবুদ্ধিযুক্ত সাধক, সেই ভোগ্যবিষয়ের উপর তাঁহার যে প্রীতি তাহাকে ভোক্তাতেই নিয়োজিত করিয়া, আত্মাকে জানিবার ইচ্ছা করেন ॥ ২০৪॥[১]

**স্রক্‌চন্দনবধূবস্ত্রসুবর্ণাদিষু পামরঃ ।**
**অপ্রমত্তো যথা তদ্বন্ন প্রমাদ্যতি ভোক্তরি ॥ ২০৫॥**

***অন্বয় ঃ*** পামরঃ (পৃথক্ জন, ভোগোন্মত্ত ব্যক্তি) স্রক্-চন্দন-বধূ-বস্ত্র-সুবর্ণাদিষু

১ শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার এক পার্ষদকে বলিয়াছিলেন—"(কাম) যাবে কেন রে, মোড় ফিরিয়ে দে না।"

(মাল্য, চন্দন, বধূ, বস্ত্র ও সুবর্ণাদি ভোগ্যবিষয়ে) যথা (যেমন) অপ্রমত্তঃ (প্রমাদরহিত, নিবিষ্টমন থাকে) তৎ-বৎ (সেইপ্রকারে), [মুমুক্ষু] ভোক্তরি (ভোক্তার স্বরূপে) ন প্রমাদ্যতি (প্রমাদ করেন না, নিবিষ্ট-মন থাকেন) ॥ ২০৫ ॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* ভোগোন্মত্ত ব্যক্তি যেমন মাল্য, চন্দন, বধূ, বস্ত্র ও সুবর্ণাদিতে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ মুমুক্ষুও ভোক্তার স্বরূপে প্রমাদ করেন না, (নিবিষ্টচিত্ত থাকেন) ॥ ২০৫ ॥

**কাব্যনাটকতর্কাদিমভ্যস্যতি নিরন্তরম্ ।**
**বিজিগীষুর্যথা তদ্বন্মুমুক্ষুঃ স্বং বিচারয়েৎ ॥ ২০৬ ॥**

*অন্বয় ঃ* যথা (যেমন) বিজিগীষুঃ (জয়লাভেচ্ছু [কোন পণ্ডিত]) নিরন্তরম্ (সর্বদা) কাব্য-নাটক-তর্কাদিম্ (কাব্য, নাটক ও ন্যায়াদি শাস্ত্রসকল) অভ্যস্যতি (অভ্যাস করেন), তৎ-বৎ (সেইরূপ) মুমুক্ষুঃ (মুক্তিলাভেচ্ছু সাধক) স্বম্ (আত্মস্বরূপের) বিচারয়েৎ (বিচার করিবেন) ॥ ২০৬ ॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* (বিচারের দ্বারা অন্য পণ্ডিতদের পরাজিত করিয়া) জয়লাভ করিতে ইচ্ছুক কোন পণ্ডিত যেমন কাব্য, নাটক ও ন্যায়াদি শাস্ত্রের সর্বদা অভ্যাস করে, সেইরূপ মুক্তিলাভেচ্ছু সাধক সর্বদা আত্মস্বরূপের বিচার করিবেন ॥ ২০৬ ॥[১]

**জপযাগোপাসনাদি কুরুতে শ্রদ্ধয়া যথা ।**
**স্বর্গাদিবাঞ্ছয়া তদ্বচ্ছ্রদ্দধ্যাৎ স্বে মুমুক্ষয়া ॥ ২০৭ ॥**

*অন্বয় ঃ* যথা (যেমন) স্বর্গ-আদি-বাঞ্ছয়া (স্বর্গাদির বাঞ্ছা করিয়া) [লোকে] জপ-যাগ-উপাসনাদি (জপ, যাগ ও উপাসনাদি) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধাপূর্বক) কুরুতে (অনুষ্ঠান করিয়া থাকে) তৎ-বৎ (সেইরূপ) মুমুক্ষয়া (মোক্ষলাভের ইচ্ছা করিয়া) স্বে (আপন) (আত্মাতে) শ্রদ্দধ্যাৎ (বিশ্বাস করিবেন) ॥ ২০৭ ॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* স্বর্গাদির বাঞ্ছা করিয়া লোকে যেমন জপ, যাগ, উপাসনাদির শ্রদ্ধাপূর্বক অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, সেইরূপ সাধকও মোক্ষ-লাভের ইচ্ছা করিয়া আত্মস্বরূপে বিশ্বাস বা আস্তিক্যবুদ্ধি করিবেন ॥ ২০৭ ॥

**চিত্তৈকাগ্র্যং যথা যোগী মহায়াসেন সাধয়েৎ ।**
**অণিমাদিপ্রেপ্সয়ৈবং বিবিচ্যাৎ স্বং মুমুক্ষয়া ॥ ২০৮ ॥**

*অন্বয় ঃ* যোগী (যোগী) অণিমা-আদি-প্রেপ্সয়া (অণিমাদি সিদ্ধি লাভের

১ শ্রীরামকৃষ্ণ—"পরকে মারতে হলে ঢাল-তলোয়ার লাগে। কিন্তু নিজেকে মারতে একটা নরুণ হলেই হয়।"

অভিলাষ করিয়া) মহায়াসেন (বিপুল আয়াসে) চিত্ত-একাগ্র্যম্ (চিত্তের একাগ্রতা) যথা সাধয়েৎ (যেমন সম্পাদন করেন), এবম্ (এইরূপ) মুমুক্ষয়া (মোক্ষলাভের ইচ্ছায়) স্বম্ (আত্মস্বরূপের) বিবিচ্যাৎ (বিচার করিবেন) ॥২০৮॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* যেমন যোগী অণিমাদি ঐশ্বর্যলাভেচ্ছায় বিপুল প্রযত্নে চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন করেন, সেইরূপ সাধক মোক্ষলাভের ইচ্ছায় আত্মস্বরূপের বিচার করিবেন ॥২০৮॥

**কৌশলানি বিবর্ধন্তে তেষামভ্যাসপাটবাৎ ।**
**যথা তদ্বদ্বিবেকোঽস্যাপ্যভ্যাসাদ্বিশদায়তে ॥২০৯॥**

*অন্বয় ঃ* যথা (যেমন) তেষাম্ (তাহাদিগের অর্থাৎ বিজিগীষু শাস্ত্রাভ্যাসীর, সকাম আনুষ্ঠানিকের এবং বিভূতিকামী যোগীর) অভ্যাসপাটবাৎ (অভ্যাসপটুতা হইতে) কৌশলানি (বিবিধ কৌশল) বিবর্ধন্তে (বৃদ্ধি পায়), তৎ-বৎ (সেইরূপে) অস্য অপি (এই মুমুক্ষুরও) অভ্যাসাৎ (অভ্যাসের বলে) বিবেকঃ (বিবেক) বিশদায়তে (স্পষ্টতর হইতে থাকে) ॥২০৯॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* যেমন নিজ নিজ বিষয়ে অভ্যাসের পারদর্শিতার দ্বারা বিজিগীষু শাস্ত্রাভ্যাসীর, সকাম ক্রিয়ানুষ্ঠাতার এবং বিভূতিকামী যোগীর (নতুন কৌশল আবিষ্কারের ফলে) কৌশল বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ মুমুক্ষুরও আত্মবিষয়ে বিচারাভ্যাসের ফলে দেহাদি হইতে আত্মার পার্থক্য স্পষ্টতর হইতে থাকে ॥২০৯॥

**বিবিঞ্চতা ভোক্তৃতত্ত্বং জাগ্রদাদিষ্বসঙ্গতা ।**
**অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং সাক্ষিণ্যধ্যবসীয়তে ॥২১০॥**

*অন্বয় ঃ* অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাম্ (অন্বয় ও ব্যতিরেকরূপ যুক্তিদ্বারা) ভোক্তৃ-তত্ত্বম্ (ভোক্তার প্রকৃত স্বরূপকে) বিবিঞ্চতা (ভোগ্য-পদার্থ হইতে বিবিক্তরূপে অবগত হন যে সাধক, তাঁহার দ্বারা) জাগ্রদাদিষু (জাগ্রদাদিতে) সাক্ষিণি (সাক্ষিরূপ কূটস্থে) অসঙ্গতা (অসঙ্গতা, নির্লিপ্ততা) অধ্যবসীয়তে (নিশ্চয় হইয়া থাকে) ॥২১০॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* অন্বয় ও ব্যতিরেক যুক্তিদ্বারা ভোক্তা-আত্মার পারমার্থিক স্বরূপের বিচারে প্রবৃত্ত সাধক জাগ্রদাদির সাক্ষিস্বরূপ কূটস্থের অসঙ্গতা নিশ্চয় করিয়া থাকেন ॥২১০॥

**যত্র যদ্দৃশ্যতে দ্রষ্ট্রা জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু ।**
**তত্রৈব তন্নৈতরত্রেত্যনুভূতির্হি সম্মতা ॥২১১॥**

*অন্বয় ঃ* জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিষু (জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিকালীন অনুভবে) যত্র (যে

অবস্থায়) যৎ (যে দৃশ্যের অনুভব) দ্রষ্ট্রা (দ্রষ্টার দ্বারা) দৃশ্যতে (অনুভূত হয়), তৎ (তাহা) তত্র এব (সেই অবস্থাতেই [সীমিত]) ইতরত্র ন (অন্য অবস্থায় থাকে না) ইতি অনুভূতিঃ (এই প্রকার অনুভব) সম্মতা হি (সর্বজনস্বীকৃত) ॥ ২১১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার যে কোন অবস্থায় যে দৃশ্যের অনুভব হয়, তাহা সেই অবস্থাতেই সীমিত, অন্য অবস্থায় থাকে না (অর্থাৎ জাগ্রতের অনুভব স্বপ্নে ও সুষুপ্তিতে থাকে না)—এই প্রকার অনুভব সর্বজনস্বীকৃত ॥২১১॥

***তাৎপর্য ঃ*** অন্বয় শব্দের অর্থ সহাবস্থান। অর্থাৎ একটি থাকিলে আর একটি থাকা। যেমন ধূম্র থাকিলে অগ্নি আছে। ব্যতিরেক অর্থাৎ একটি না থাকিলে আর একটি না থাকা। যেমন অগ্নি নাই, ধূম্রও নাই। (দ্রষ্টব্য পাদটীকা ১৫ পৃঃ) আত্মা সর্বাবস্থায় বিদ্যমান। কিন্তু অবস্থাত্রয়ের একটি থাকিলে অন্য দুইটি থাকে না। অতএব ইহারা আত্মার সহিত সহাবস্থান করে না।

**স যৎ তত্রেক্ষতে কিঞ্চিত্তেনানন্বাগতো ভবেৎ ।**
**দৃষ্ট্বৈব পুণ্যং পাপং চেত্যেবং শ্রুতিষু ডিণ্ডিমঃ ॥২১২॥**

***অন্বয় ঃ*** সঃ (দ্রষ্টা) তত্র (জাগ্রদাদির কোন অবস্থায়) যৎ কিঞ্চিৎ (যাহা কিছু) ঈক্ষতে (দর্শন করে) তেন অনন্বাগতঃ ভবেৎ (তাহা না লইয়া অন্য অবস্থায় ফিরিয়া আসে) পুণ্যম্ চ পাপম্ চ (পুণ্য ও পাপ) দৃষ্ট্বা এব (দেখিয়াও)—ইতি এবম্ (এই প্রকার) শ্রুতিষু (শ্রুতিতে) ডিণ্ডিমঃ (ঘোষিত হইয়াছে) ॥ ২১২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** দ্রষ্টা জাগ্রদাদির কোন অবস্থায় যাহা কিছু দর্শন করে, (সেই অবস্থায় অনুভূত) পুণ্যের ফল সুখ এবং পাপের ফল দুঃখ—তাহার কোনটা না লইয়া অবস্থান্তরে গমন করে। ইহা শ্রুতি[১] কর্তৃক বিঘোষিত হইয়াছে॥২১২॥

**জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাদিপ্রপঞ্চং যৎ প্রকাশতে ।**
**তদ্‌ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা সর্ববন্ধৈঃ প্রমুচ্যতে ॥২১৩॥**

***অন্বয় ঃ*** যৎ (যে ব্রহ্ম) জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি-আদি-প্রপঞ্চং (জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি প্রভৃতি প্রপঞ্চকে) প্রকাশতে (প্রকাশয়তি=প্রকাশ করেন). অহম্ (আমি) তৎ ব্রহ্ম (সেই ব্রহ্ম) ইতি জ্ঞাত্বা (এই প্রকার জানিয়া) সর্ববন্ধৈঃ (সকল বন্ধন হইতে) প্রমুচ্যতে (মুক্ত হন)।—(কৈবল্যোপনিষৎ-১৭)॥ ২১৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যে ব্রহ্ম জাগ্রদাদি প্রপঞ্চকে প্রকাশিত করেন, সেই ব্রহ্ম আমি—এইরূপ জানিয়া মুমুক্ষু সকল প্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত হন ॥২১৩॥

১ বৃহদারণ্যক উঃ, ৪/৩/১৫-১৭ দ্রষ্টব্য

**এক এবাত্মা মন্তব্যো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু ।**
**স্থানত্রয়ব্যতীতস্য[১] পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥২১৪॥**

***অন্বয় ঃ*** জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিষু (জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে) আত্মা একঃ এব (আত্মা একই) মন্তব্যঃ (মানিতে হইবে)। স্থান-ত্রয়-ব্যতীতস্য (এই অবস্থাত্রয় হইতে বিবিক্ত আত্মার) পুনঃ জন্ম (পুনর্জন্ম) ন বিদ্যতে (আর হয় না) ॥২১৪ ॥ (ব্রহ্মবিন্দু উপঃ, ১১)

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** জাগ্রদাদি তিন অবস্থায় আত্মা এক মানিতে হইবে। এই অবস্থাত্রয় হইতে বিবিক্ত আত্মার পুনর্জন্ম হয় না ॥২১৪॥

**ত্রিষু ধামসু যদ্ভোগ্যং ভোক্তা ভোগশ্চ যদ্ভবেৎ ।**
**তেভ্যো বিলক্ষণঃ সাক্ষী চিন্মাত্রোঽহং সদাশিবঃ ॥ ২১৫॥**

***অন্বয় ঃ*** ত্রিষু ধামসু (জাগ্রদাদি তিন অবস্থাতে) যৎ ভোগ্যম্ (যাহা ভোগ্য), যৎ ভোক্তা (যে ভোক্তা), ভোগঃ চ ভবেৎ (আর যে ভোগ) তেভ্যঃ (তাহাদের সকলের হইতে) বিলক্ষণঃ (পৃথক) [যে] চিন্মাত্রঃ সাক্ষী সদাশিবঃ (চিন্মাত্র সাক্ষী সদাশিব), [তিনিই] অহম্ (আমি) ॥ ২১৫॥ —( কৈবল্যোপনিষৎ-২১ )

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** জাগ্রদাদি তিন অবস্থাতে যাহা ভোগ্য বিষয়, যে ভোক্তা এবং যে ভোগ—তাহা হইতে পৃথক যে চিন্মাত্র সাক্ষী সদাশিব, তিনিই আমি ॥ ২১৫ ॥

**এবং বিবেচিতে তত্ত্বে বিজ্ঞানময়শব্দিতঃ ।**
**চিদাভাসো বিকারী যো ভোক্তৃত্বং তস্য শিষ্যতে ॥২১৬॥**

***অন্বয় ঃ*** তত্ত্বে (আত্মা) এবম্ বিবেচিতে (এইভাবে বিচারের দ্বারা ভোক্তা নয় বলিয়া পৃথককৃত হইলে), বিজ্ঞানময়শব্দিতঃ (বিজ্ঞানময় শব্দবাচ্য) বিকারী (বিকারী) যঃ চিদাভাসঃ (যে চিদাভাসরূপ জীব) তস্য (তাহার) ভোক্তৃত্বম্ (ভোক্তৃত্ব) শিষ্যতে (প্রতিপন্ন হয়) ॥২১৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এইপ্রকার বিচারের দ্বারা আত্মা ভোক্তা নন বলিয়া পৃথক্‌কৃত হইলে, বিজ্ঞানময়শব্দবাচ্য বিকারী চিদাভাসরূপ যে জীব তাহার ভোক্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় ॥২১৬॥

**মায়িকোঽয়ং চিদাভাসঃ শ্রুতেরনুভবাদপি ।**
**ইন্দ্রজালং জগৎ প্রোক্তং তদন্তঃপাত্যয়ং যতঃ ॥২১৭॥**

***অন্বয় ঃ*** অয়ম্ চিদাভাসঃ (এই চিদাভাস) মায়িকঃ (মিথ্যারূপ), শ্রুতেঃ অনুভবাৎ অপি (ইহা শ্রুতিপ্রমাণ এবং অনুভবপ্রমাণ সিদ্ধ)। যতঃ (কারণ) জগৎ (যে

১ স্থানত্রয়াদ্যতীতস্য—ইতি পাঠান্তর

জগৎকে) ইন্দ্রজালম্ প্রোক্তম্ (ইন্দ্রজালস্বরূপ বলা হইয়াছে) অয়ম্ (এই চিদাভাস বা জীব) তদন্তঃপাতী (তাহার অন্তর্গত) ।। ২১৭।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** শ্রুতিপ্রমাণ এবং অনুভবপ্রমাণ অনুসারে এই চিদাভাস বা জীব মায়াধীন অর্থাৎ মিথ্যা। কারণ যে জগৎকে ইন্দ্রজালস্বরূপ বলা হইয়াছে, এই চিদাভাস তাহার অন্তর্গত ।। ২১৭।।

***তাৎপর্য ঃ*** চিদাভাসকে ভোক্তা বলিয়া মানিলে—'কস্য কামায়' অর্থাৎ কোন ভোক্তার ভোগের জন্য—এই শ্রুতিবচন ব্যাঘাতপ্রাপ্ত হয়। কারণ ১৯২ সংখ্যক শ্লোকে "ভোক্তার অভাব" বুঝাইবার জন্য "কস্য কামায়" এই বাক্যের অবতারণা করা হইয়াছে বলিয়া অর্থ করা হইয়াছে। এই ব্যাঘাতের নিবৃত্তি করিতেছেন এই বলিয়া যে ভোক্তার অভাব পারমার্থিক। (নৃঃ উঃ তাঃ উঃ, ৯; শ্বেঃ উঃ, ৪/৯-১০; কৈঃ উঃ, ১/১২-১৪)।।

**বিলয়োঽপ্যস্য[1] সুপ্ত্যাদৌ[2] সাক্ষিণা হ্যনুভূয়তে।**
**এতাদৃশং স্বস্বভাবং বিবিনক্তি পুনঃ পুনঃ ।। ২১৮।।**

***অন্বয় ঃ*** হি (যেহেতু) অস্য (এই চিদাভাসের) বিলয়ঃ (বিনাশ) সুপ্তি-আদৌ অপি (সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থাতেও) সাক্ষিণা (সাক্ষিকর্তৃক) অনুভূয়তে (অনুভূত হয়), (অতএব ইহা মিথ্যা)। স্ব-স্বভাবম্ (নিজের স্বরূপকে) [চিদাভাসরূপ জীব] এতাদৃশম্ (এই প্রকার) পুনঃ পুনঃ (বার-বার) বিবিনক্তি (কূটস্থ হইতে বিচার করিয়া পৃথক করে) ।। ২১৮।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যেহেতু এই চিদাভাসের বিনাশ সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থাতেও সাক্ষিকর্তৃক অনুভূত হয়, [অতএব ইহা মিথ্যা]। চিদাভাসরূপ জীব নিজের স্বরূপকে এই প্রকার বার বার বিচারের দ্বারা (কূটস্থ হইতে) পৃথক করে।। ২১৮।।[3]

**বিবিচ্য নাশং নিশ্চিত্য পুনর্ভোগং ন বাঞ্ছতি ।**
**মুমূর্ষুঃ শায়িতো ভূমৌ বিবাহং কোঽভিবাঞ্ছতি ।। ২১৯।।**

***অন্বয় ঃ*** বিবিচ্য (বিচার করিয়া) নাশম্ (আপনার বিনাশ) নিশ্চিত্য (নিশ্চয় করিলে) পুনঃ (আবার) ভোগম্ (ভোগ্য বিষয়) ন বাঞ্ছতি (ইচ্ছা করে না)। কঃ (কোন্) মুমূর্ষুঃ (আসন্নমরণ ব্যক্তি) ভূমৌ শায়িতঃ (ভূমিতে শায়িত অবস্থায়) বিবাহম্ (বিবাহের) অভিবাঞ্ছতি (ইচ্ছা করিয়া থাকে)?।। ২১৯।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (চিদাভাসরূপ জীব) বিচারের দ্বারা আপনার বিনাশ নিশ্চয়

১ বিলয়োঽস্য ইতি পাঠান্তর ২ সুষুপ্ত্যাদৌ ইতি পাঠান্তর

৩ দ্রষ্টব্য ঃ বৃঃ উঃ ৪/৩/২৩; কঠ উঃ ২/২/৪,৮

করিলে আবার বিষয় ভোগের ইচ্ছা করে না। আসন্নমরণ ভূতলশায়ী কোন্ ব্যক্তি বিবাহের বাসনা করে? [কেহই করে না] ॥২১৯॥

**জিহ্রেতি ব্যবহর্তুঞ্চ ভোক্তাঽহমিতি পূর্ববৎ ।**
**ছিন্ননাস ইব হ্রীতঃ ক্লিশ্যন্নারব্ধমশ্নুতে ॥২২০॥**

***অন্বয় ঃ*** চ (আর) পূর্ববৎ (পূর্বের ন্যায়) অহম্ ভোক্তা (আমি ভোক্তা) ইতি ব্যবহর্তুম্ (এইরূপ ব্যবহার করিতে) জিহ্রেতি (লজ্জা বোধ করেন)। ছিন্ননাসঃ ইব (ছিন্ননাসিক ব্যক্তির ন্যায়) হ্রীতঃ (লজ্জিত হইয়া) ক্লিশ্যন্ (ক্লেশ ভোগ করিতে করিতে) আরব্ধম্ (প্রারব্ধ) অশ্নুতে (ভোগ করেন) ॥২২০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** আর, (চিদাভাসের মায়িকত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানবান জীব) পূর্বের ন্যায় 'আমি ভোক্তা' এইরূপ ব্যবহার করিতে লজ্জা বোধ করেন। ছিন্ননাসিক ব্যক্তির ন্যায় লজ্জিত হইয়া তিনি প্রারব্ধক্লেশ ভোগ করিতে থাকেন ॥২২০॥

**যদা স্বস্যাপি ভোক্তৃত্বং মন্তুং জিহ্রেত্যয়ং তদা ।**
**সাক্ষিণ্যারোপয়েদেতদিতি কৈব কথা বৃথা ॥২২১॥**

***অন্বয় ঃ*** যদা (যখন) অয়ম্ (এই চিদাভাসরূপ জীব) স্বস্য অপি (আপনারও) ভোক্তৃত্বম্ মন্তুম্ (ভোক্তৃত্ব মানিতে) জিহ্রেতি (লজ্জাবোধ করেন), তদা (তখন) এতৎ (এই ভোক্তৃত্ব) সাক্ষিণি (সাক্ষি চৈতন্যে) আরোপয়েৎ (আরোপ করিবে) ইতি বৃথা কথা (এই অর্থশূন্য কথা) কা এব (কি প্রকার) ?॥২২১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যখন এই চিদাভাসরূপ জীব আপনারও ভোক্তৃত্ব মানিতে লজ্জা বোধ করেন, তখন 'সাক্ষি চৈতন্যে এই ভোক্তৃত্ব আরোপ করিবে'—এইরূপ নিরর্থক কথা কি প্রকারে সম্ভব হয় ?॥২২১॥

**ইত্যভিপ্রেত্য ভোক্তারমাক্ষিপত্যবিশঙ্কয়া ।**
**কস্য কামায়েতি ততঃ শরীরানুজ্বরো ন হি ॥২২২॥**

***অন্বয় ঃ*** কস্য কামায় ইতি (কাহার ভোগের জন্য—এই অর্থের শ্রুতিবচন) ইতি অভিপ্রেত্য (এই অভিপ্রায়ে) অবিশঙ্কয়া (নিঃশঙ্কভাবে) ভোক্তারম্ (ভোক্তাকে) আক্ষিপতি (নিষেধ করেন)। ততঃ (সেই কারণে) শরীর-অনু-জ্বরঃ নহি (শরীরের অনুগত হইয়া সন্তাপভোগ সম্ভব নয়) ॥২২২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (অতএব) 'কাহার ভোগের জন্য'—এই অর্থের শ্রুতি বচন, এই অভিপ্রায়ে নিঃশঙ্কভাবে ভোক্তার নিরাকরণ বা নিষেধ করিয়াছেন। (আর), সেই কারণে শরীরকে লইয়া[১] সন্তাপ ভোগ হয় না ॥২২২॥

রীরে আত্মভাবপূর্বক

**স্থূলং সূক্ষ্মং কারণঞ্চ শরীরং ত্রিবিধং স্মৃতম্ ।**
**অবশ্যং ত্রিবিধোঽস্ত্যেব তত্রতত্রোচিতো জ্বরঃ ॥২২৩॥**

***অন্বয় ঃ*** স্থূলম্ সূক্ষ্মম্ কারণম্ চ (স্থূল, সূক্ষ্ম, ও কারণ) ত্রিবিধম্ (এই তিন প্রকার) শরীরম্ (শরীর) স্মৃতম্ (স্বীকার করা হয়)। তত্র (সেই সেই শরীরে) তত্র উচিতঃ (সেই সেই শরীরোচিত) ত্রিবিধঃ (তিন প্রকার) জ্বরঃ (সন্তাপ) অবশ্যম্ অস্তি এব (অবশ্য আছেই, সন্দেহ নাই) ॥২২৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** শরীর তিন প্রকার বলিয়া স্বীকৃত—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। সেই সেই শরীরে তাহাদের অনুরূপ সন্তাপও ত্রিবিধ আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই ॥২২৩॥

**বাতপিত্তশ্লেষ্মজন্যব্যাধয়ঃ কোটিশস্তনৌ ।**
**দুর্গন্ধিত্ব-কুরূপত্বদাহভঙ্গাদয়স্তথা ॥২২৪॥**

***অন্বয় ঃ*** তনৌ (স্থূল শরীরে) কোটিশঃ (কোটি কোটি) বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মজন্য-ব্যাধয়ঃ (বাত, পিত্ত ও কফজনিত ব্যাধি [হইয়া থাকে]); তথা (সেইরূপ) দুর্গন্ধিত্ব-কুরূপত্ব-দাহ-ভঙ্গাদয়ঃ (দুর্গন্ধিত্ব, কুরূপত্ব, দাহ, ভঙ্গ প্রভৃতিরূপ [জ্বরও হইয়া থাকে]) ॥২২৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** স্থূল শরীরে বায়ু-পিত্ত-কফজনিত কোটি-কোটি ব্যাধি হইয়া থাকে। সেইরূপ দুর্গন্ধিত্ব, কুরূপত্ব, প্রদাহ, ভঙ্গাদিরূপ জ্বরও স্থূল শরীরে আছে ॥২২৪॥

**কামক্রোধাদয়ঃ শান্তিদান্ত্যাদ্যাঃ লিঙ্গদেহগাঃ ।**
**জ্বরা দ্বয়েঽপি বাধন্তে প্রাপ্ত্যাপ্রাপ্ত্যা নরং ক্রমাৎ॥২২৫॥**

***অন্বয় ঃ*** কাম-ক্রোধাদয়ঃ (কাম-ক্রোধাদি) শান্তি-দান্ত্যাদ্যাঃ (শম, দম প্রভৃতি), (জ্বর) লিঙ্গ-দেহগাঃ (সূক্ষ্মশরীরের)। দ্বয়ে অপি জ্বরাঃ (এই দুই প্রকার জ্বরই) ক্রমাৎ (যথাক্রমে) প্রাপ্ত্যা (প্রাপ্তিদ্বারা) অপ্রাপ্ত্যা (ও অপ্রাপ্তিদ্বারা) নরম্ বাধন্তে (মানুষের দুঃখদায়ক হয়) ॥২২৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** কাম, ক্রোধ প্রভৃতি এবং শম, দম প্রভৃতিরূপ জ্বর সূক্ষ্মশরীরের অন্তর্গত। এই দুই প্রকার জ্বরই যথাক্রমে প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তিদ্বারা জীবকে দুঃখ দেয় ॥২২৫॥

***তাৎপর্য ঃ*** কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য—এই ছয়টি রিপু। শান্তি অর্থাৎ মনের শান্তি; দান্তি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংযম। অথবা শান্তি-দান্তির অর্থ ছয়টি সাত্ত্বিকগুণ, যথা—শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা। কামুক ব্যক্তি কাম্য

বিষয়ের প্রাপ্তিতে ও ভোগে পুলক অনুভব করে; কিন্তু সাধক তাহাতে দুঃখ অনুভব করে এই ভাবিয়া যে উহাদের উপর তাহার নিয়ন্ত্রণ আসিল না। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন যে গুণাতীত জ্ঞানী গুণের কার্যের দ্বারা বিচলিত হন না। —(গীতা ১৪/২২)

**স্বং পরং চ ন বেত্ত্যাত্মা বিনষ্ট ইব কারণে।**
**আগামিদুঃখবীজং চেত্যেতদিন্দ্রেণ দর্শিতম্ ॥২২৬॥**

***অন্বয় ঃ*** কারণে (কারণ শরীরে) বিনষ্টঃ ইব (যেন বিনাশপ্রাপ্ত) আত্মা (সুষুপ্তিস্থ আত্মা) স্বম্ পরম্ চ (আপনাকে অথবা পরকে) ন বেত্তি (জানিতে পারে না) চ (এবং) আগামি-দুঃখবীজম্ (আগামীদুঃখের বীজরূপ যে সংস্কার) ইতি এতৎ (এই অনুভব) ইন্দ্রেণ (ইন্দ্র কর্তৃক) দর্শিতম্ ([গুরু প্রজাপতির নিকট] নিবেদিত হইয়াছিল) ॥২২৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** কারণশরীরে বিনষ্টবৎ সুষুপ্তিস্থ আত্মা আপনাকে অথবা পরকে জানিতে পারে না (এই যে অজ্ঞানের অনুভব) এবং আগামী দুঃখের বীজরূপ (পরজন্ম নিয়ন্ত্রক যে) সংস্কার (এই সকল কারণ শরীরের জ্বর)— এই অনুভব ইন্দ্র (গুরু প্রজাপতিকে) নিবেদন করিয়াছিলেন (ছাঃ উঃ ৮/১১/১) ॥২২৬॥

**এতে জ্বরাঃ শরীরেষু ত্রিষু স্বাভাবিকা মতাঃ।**
**বিয়োগে তু জ্বরৈস্তানি শরীরাণ্যেব নাসতে ॥২২৭॥**

***অন্বয় ঃ*** ত্রিষু শরীরেষু ([উক্ত] তিন শরীরে) এতে জ্বরাঃ (এই তিন সন্তাপ) স্বাভাবিকাঃ (স্বাভাবিক [বলিযা]) মতাঃ ([পণ্ডিতগণ] মানিয়া থাকেন)। জ্বরৈঃ বিয়োগে তু (তাই সেই সকল জ্বরের বিয়োগ ঘটিলে) তানি শরীরাণি (সেই তিন শরীর) ন আসতে এব (থাকেই না) ॥২২৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** উক্ত তিন শরীরে এই তিন প্রকার জ্বর (সহজাত বলিয়া) স্বাভাবিক—ইহা পণ্ডিতগণ মানিয়া থাকেন। তাই সেই সকল জ্বরের বিয়োগ বা নাশ ঘটিলে সেই তিন শরীর আর থাকে না ॥২২৭॥

**তন্তোর্বিযুজ্যেত পটো বালেভ্যঃ কম্বলো যথা।**
**মৃদো ঘটস্তথা দেহো জ্বরেভ্যোঽপীতি দৃশ্যতাম্॥২২৮॥**

***অন্বয় ঃ*** যথা (যেমন) তন্তোঃ (তন্তু হইতে) বিযুজ্যেৎ (বিযুক্ত হইলে) পটঃ ন (বস্ত্র হয় না); বালেভ্যঃ (লোম হইতে [বিযুক্ত হইলে]) কম্বলঃ (কম্বল), [থাকে না]; মৃদঃ (মৃত্তিকা হইতে বিযুক্ত হইলে) ঘটঃ (ঘট [হয় না]) তথা (সেই প্রকার) জ্বরেভ্যঃ (জ্বর সকল হইতে [বিযুক্ত হইলে]) দেহঃ [ন] (দেহ হয় না) ইতি (ইহা) দৃশ্যতাম্ (বুঝিয়া লইতে হইবে) ॥২২৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যেমন তন্তু হইতে বিযুক্ত হইলে বস্ত্র হয় না; লোম হইতে বিযুক্ত হইলে কম্বল হয় না; মৃত্তিকা হইতে বিযুক্ত হইলে ঘট হয় না—সেইরূপ জ্বর সকল হইতে বিযুক্ত হইলে দেহ বা শরীরত্রয় থাকে না, ইহা বুঝিয়া লইতে হইবে॥ ২২৮॥

**চিদাভাসে স্বতঃ কোঽপি জ্বরো নাস্তি যতশ্চিতঃ ।**
**প্রকাশৈকস্বভাবত্বমেব দৃষ্টং ন চেতরৎ ॥২২৯॥**

***অন্বয় ঃ*** চিদাভাসে (চিদাভাসরূপ জীবে) স্বতঃ (স্বভাবতঃ) কঃ অপি (কোন) জ্বরঃ ন অস্তি (জ্বর নাই)। যতঃ (কারণ) চিতঃ (চৈতন্যের) প্রকাশ-এক-স্বভাবত্বম্ এব (একমাত্র প্রকাশ স্বভাবতাই) দৃষ্টম্ (দেখা যায়), ইতরৎ চ ন (অন্য কোন স্বভাব দেখা যায় না) ॥২২৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (সুতরাং) চিদাভাসরূপ জীবে স্বভাবতঃ কোন জ্বর নাই। কারণ চৈতন্যের (যাহার প্রতিবিম্বরূপ চিদাভাসও তাহার স্বভাববিশিষ্ট হয়) একমাত্র প্রকাশস্বভাবতা ভিন্ন অন্য কোন স্বভাব দেখা যায় না॥ ২২৯॥

***তাৎপর্য ঃ*** অর্থ এই যে—আকাশপ্রতিবিম্বিত তপ্ততৈলের তাপের সহিত আকাশ প্রতিবিম্বের যখন সম্বন্ধ নাই, তখন আকাশের সহিতও তাপের কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। অতএব জ্বরাভাবযুক্ত চিদাভাসের বিম্বরূপ কূটস্থেও জ্বর নাই ।

**চিদাভাসেঽপ্যসম্ভাব্যা জ্বরাঃ সাক্ষিণি কা কথা ।**
**এবমপ্যেকতাং মেনে চিদাভাসো হ্যবিদ্যয়া ॥২৩০॥**

***অন্বয় ঃ*** চিদাভাসে অপি (চিদাভাসেও), [যখন] জ্বরাঃ (জ্বর) অসম্ভাব্যাঃ (সম্ভব নয়), [তখন] সাক্ষিণি কা কথা (সাক্ষী কূটস্থ চৈতন্যে জ্বরের কথাই উঠে না)। এবম্ অপি (এই প্রকার কূটস্থে ও চিদাভাসে জ্বরাভাব সিদ্ধ হইলেও) চিদাভাসঃ হি (চিদাভাসই) অবিদ্যয়া (অবিদ্যাবশতঃ) একতাম্ মেনে (শরীরত্রয়ের সহিত একতার ভ্রান্তি মানে), (বলিয়া জ্বর অনুভব করে) ॥২৩০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যখন চিদাভাসেও জ্বর সম্ভব নয় তখন সাক্ষিস্বরূপ কূটস্থ চৈতন্যে জ্বরের কথাই উঠিতে পারে না। এইপ্রকারে জ্বরাভাব সিদ্ধ হইলেও ("আমি কেন জ্বর অনুভব করি?"—এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন) চিদাভাস ভ্রান্তিবশতঃ শরীরত্রয়ের সহিত একত্ব অনুভব করে (বলিয়া জ্বর অনুভব করে)॥২৩০॥

**সাক্ষিসত্যত্বমধ্যস্য স্বেনোপেতে বপুস্ত্রয়ে ।**
**তৎসর্বং বাস্তবং স্বস্য স্বরূপমিতি মন্যতে ॥২৩১॥**

**অন্বয় :** স্বেন উপেতে (আপনার সহিত এইভাবে যুক্ত) বপুঃ-ত্রয়ে (তিন শরীরে) সাক্ষিসত্যত্বম্ অধ্যস্য (সাক্ষিগত সত্যতার আরোপ করিয়া) তৎ-সর্বম্ (সেই তিন শরীরকে) স্বস্য (আপনার) বাস্তবম্ স্বরূপম্ (বাস্তব স্বরূপ) ইতি মন্যতে (বলিয়া মনে করে) ॥২৩১॥

***বঙ্গানুবাদ :*** (চিদাভাস) আপনার সহিত উক্তপ্রকারে যুক্ত তিন শরীরে সাক্ষিগত সত্যতার আরোপ করিয়া সেই তিন শরীরকে আপনার বাস্তবরূপ বলিয়া মনে করে ॥২৩১॥

**এতস্মিন ভ্রান্তিকালেঽয়ং শরীরেষু জ্বরৎস্বথ ।**
**স্বয়মেব জ্বরামীতি মন্যতে হি কুটুম্বিবৎ ॥২৩২॥**

**অন্বয় :** অয়ম্ (এই চিদাভাস) এতস্মিন্ ভ্রান্তিকালে (এইপ্রকার ভ্রান্তিকালে) শরীরেষু জ্বরৎসু (শরীরত্রয় জ্বর ভোগ করিতে থাকিলে) অথ (শরীরের ক্লেশ নিজের উপর আরোপ করিয়া) স্বয়মেব জ্বরামি (আমিই জ্বর অনুভব করিতেছি) ইতি মন্যতে হি (এইরূপ মনে করে), কুটুম্বিবৎ (কুটুম্বের দুঃখে বিবশ ব্যক্তির ন্যায়) ॥২৩২॥

***বঙ্গানুবাদ :*** এই চিদাভাস এইপ্রকার ভ্রান্তিকালে, শরীরত্রয় জ্বরভোগ করিতে থাকিলে—শরীরগত জ্বর আপনার উপর আরোপ করিয়া "আমিই জ্বরভোগ করিতেছি" এইরূপ মনে করে—যেমন গৃহস্থ শোকসন্তপ্ত পরিবারের সহিত (ভ্রান্ত-একাত্মতাবশতঃ) দুঃখভোগ করিয়া থাকে ॥২৩২॥

**পুত্রদারেষু তপ্যৎসু তপামীতি বৃথা যথা ।**
**মন্যতে পুরুষস্তদ্বদাভাসোঽপ্যভিমন্যতে ॥২৩৩॥**

**অন্বয় :** যথা (যেমন) পুত্র-দারেষু তপ্যৎসু (পুত্র-দারাদি কুটুম্বগণ জ্বরযুক্ত হইলে) 'তপামি' (আমি ক্লেশপ্রাপ্ত হইতেছি) ইতি বৃথা মন্যতে (এইরূপ বৃথা মনে করে), তদ্বৎ (সেইরূপ) আভাসঃ অপি (চিদাভাসও) অভিমন্যতে ([আপনাকে জ্বরগ্রস্ত] মনে করে) ॥২৩৩॥

***বঙ্গানুবাদ :*** যেমন কুটুম্বযুক্ত লোকে, পুত্রদারাদি কুটুম্বগণ শোকক্লেশগ্রস্ত হইলে 'আমি ক্লেশপ্রাপ্ত হইলাম' এইরূপ বৃথা মনে করে, সেইরূপ চিদাভাসও আপনাকে জ্বরগ্রস্ত মনে করে ॥২৩৩॥[১]

১ দ্রষ্টব্য—ব্রহ্মসূত্র 'অধ্যাসভাস্য'—শংকরাচার্য

**বিবিচ্য ভ্রান্তিমুজ্ঝিত্বা স্বমপ্যগণয়ন্ সদা ।**
**চিন্তয়ন্ সাক্ষিণং কস্মাচ্ছরীরমনুসঞ্জ্বরেৎ ॥২৩৪॥**

***অন্বয় ঃ*** বিবিচ্য (বিচারের দ্বারা) ভ্রান্তিম্ উজ্ঝিত্বা (ভ্রান্তি পরিত্যাগ করিয়া) স্বয়ম্ অপি অগণয়ন্ (আপনাকেও না গণিয়া) সাক্ষিণম্ (সাক্ষিরূপ কূটস্থকে) সদা চিন্তয়ন্ (সর্বদা চিন্তা করিয়া) কস্মাৎ (কি প্রকারে) শরীরম্ (শরীরের) অনু-সঞ্জ্বরেৎ (অনুবর্তী হইয়া জ্বরভোগ করিবেন) ?॥২৩৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বিচারের দ্বারা (আপনার আভাসরূপতা, শরীরত্রয় এবং কূটস্থকে পৃথক বলিয়া জানিয়া) ভ্রান্তি পরিত্যাগকরতঃ আপনাকেও (বাস্তব বলিয়া) না গণিয়া, সদা সাক্ষীর চিন্তা করিতে থাকিলে, জীব শরীরের অনুবর্তী হইয়া কেন জ্বরপ্রাপ্ত হইবেন ?॥২৩৪॥

**অযথাবস্তুসর্পাদিজ্ঞানং হেতুঃ পলায়নে ।**
**রজ্জুজ্ঞানেঽহিধীধ্বস্তৌ কৃতমপ্যনুশোচতি ॥২৩৫॥**

***অন্বয় ঃ*** অযথা-বস্তু-সর্পাদি-জ্ঞানম্ (রজ্জু প্রভৃতিতে ভ্রমবশতঃ অবস্তু সর্পাদির জ্ঞান হইলে) পলায়নে হেতুঃ (তাহা পলায়নের কারণ হয়), রজ্জুজ্ঞানে (রজ্জু প্রভৃতির স্বরূপ জ্ঞান হইয়া) অহিধী-ধ্বস্তৌ (সর্পভ্রান্তি বিনষ্ট হইলে) কৃতম্ অপি (পূর্বকৃত পলায়নের জন্যও) অনুশোচতি (অনুশোচনা করে, লজ্জিত হয়) ॥২৩৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (যেমন), রজ্জ্বাদিতে ভ্রমবশতঃ অবস্তু সর্পাদির জ্ঞান হইলে তাহা লোকের পলায়নের কারণ হয়, আবার রজ্জ্বাদির স্বরূপজ্ঞানের দ্বারা সর্পভ্রান্তি বিনষ্ট হইলে, পূর্বকৃত পলায়নের জন্য সে লজ্জিত হয় (সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান হইলে অজ্ঞানকালে অনুভূত জ্বরাদির জন্য অনুশোচনা হয়) ॥২৩৫॥

**মিথ্যাভিযোগদোষস্য প্রায়শ্চিত্তত্বসিদ্ধয়ে ।**
**ক্ষমাপয়ন্নিবাত্মানং সাক্ষিণং শরণং গতঃ ॥২৩৬॥**

***অন্বয় ঃ*** মিথ্যা-অভিযোগ-দোষস্য (মিথ্যা অপবাদদোষের) প্রায়শ্চিত্তত্ব-সিদ্ধয়ে (প্রায়শ্চিত্ত সম্পাদনের জন্য) আত্মানম্ (আপনাকে) ক্ষমাপয়ন্ ইব (ক্ষমা করাইবার ন্যায়), [চিদাভাস] সাক্ষিণম্ [আত্মানম্] (সাক্ষীর বা সাক্ষিস্বরূপ আত্মার) শরণম্ গতঃ (শরণাগত হয়) ॥২৩৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যেমন লোকে ভুল করিয়া কাহাকেও মিথ্যা অপবাদ দিলে সেই দোষস্খালনার্থে আপনাকে ক্ষমা করাইবার জন্য (অর্থাৎ ক্ষমা প্রার্থনার জন্য) অপবাদাহত ব্যক্তির শরণাগত হয়, সেইরূপ (চিদাভাসরূপ জীব, কূটস্থে

মিথ্যা কর্তৃত্বাদি আরোপরূপ অপরাধের প্রায়শ্চিত্তের জন্য) কূটস্থের অথবা সাক্ষিচৈতন্যরূপ আত্মার শরণাপন্ন হয় ॥২৩৬॥

**আবৃত্তপাপনুত্ত্যর্থং স্নানাদ্যাবর্ত্ততে যথা ।**
**আবর্ত্তয়ন্নিব ধ্যানং সদা সাক্ষিপরায়ণঃ ॥২৩৭॥**

**অন্বয় ঃ** যথা (যেমন) আবৃত্ত-পাপনুত্ত্যর্থম্ (পুনঃ-পুনঃ-কৃত পাপের নিবারণার্থ) (লোকে) স্নানাদি-আবর্ত্ততে (স্নানাদিরূপ প্রায়শ্চিত্তের পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করে), [সেইরূপ চিদাভাসও] ধ্যানম্ আবর্ত্তয়ন্ ইব (বার বার ধ্যানানুষ্ঠানকারীর ন্যায়) সদা (সর্বদা) সাক্ষিপরায়ণঃ (সাক্ষিপরায়ণ), [হন] ॥২৩৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যেমন পুনঃ পুনঃ কৃত পাপের নিবারণার্থ লোকে স্নানাদিরূপ প্রায়শ্চিত্তের পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করে, সেইরূপ চিদাভাসও ধ্যানাভ্যাসীর ন্যায় সর্বদা সাক্ষীর শরণাপন্ন থাকেন ॥২৩৭॥

**উপস্থকুষ্ঠিনী বেশ্যা বিলাসেষু বিলজ্জতে ।**
**জানতোঽগ্রে তথাভাসঃ স্বপ্রখ্যাতৌ বিলজ্জতে ॥২৩৮॥**

**অন্বয় ঃ** উপস্থ-কুষ্ঠিনী বেশ্যা (উপস্থে কুষ্ঠরোগাক্রান্তা বেশ্যা) স্বপ্রখ্যাতৌ (আপনার রূপের প্রশংসা শুনিয়া) জানতঃ অগ্রে (তাহার দুরবস্থাসম্বন্ধে অবহিত পুরুষের সম্মুখে) বিলাসেষু (বিলাস করিতে) বিলজ্জতে (বিশেষরূপে লজ্জা পায়)। তথা (সেইরূপে) আভাসঃ (চিদাভাস), [নিজরূপের মিথ্যাত্ব জানেন বলিয়া, চিদাভাস-মিথ্যাত্বজ্ঞ পুরুষের মুখে নিজের প্রশংসা শুনিয়া] বিলজ্জতে (বিশেষরূপে লজ্জিত হয়) ॥২৩৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** উপস্থে কুষ্ঠরোগাক্রান্তা বেশ্যা যেমন আপন রূপের প্রশংসা শুনিয়া, তাহার দুরবস্থা সম্বন্ধে অবহিত পুরুষের সম্মুখে, আত্মতুষ্টি প্রকাশে বিশেষ লজ্জিত হয়, সেইরূপ চিদাভাসরূপ জীব (যখন নিজরূপের মিথ্যাত্ব জানিতে পারেন, তখন চিদাভাসের মিথ্যাত্বজ্ঞ পুরুষের মুখে আপনার কর্তৃত্বাদির প্রশংসা শুনিয়া আত্মতৃপ্তি অনুভব করিতে) বিশেষরূপে লজ্জিত হন ॥২৩৮॥

**গৃহীতো ব্রাহ্মণো ম্লেচ্ছৈঃ প্রায়শ্চিত্তং চরন্ পুনঃ ।**
**ম্লেচ্ছৈঃ সঙ্কীর্যতে নৈব তথাভাসঃ শরীরকৈঃ ॥২৩৯॥**

**অন্বয় ঃ** [যেমন] ম্লেচ্ছৈঃ (ম্লেচ্ছগণ কর্তৃক) গৃহীতঃ ব্রাহ্মণঃ (বন্দী হইবার পর মুক্ত হইলে কোন ব্রাহ্মণ) প্রায়শ্চিত্তম্ চরন্ (প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিয়া) পুনঃ (পুনরায়) ম্লেচ্ছৈঃ (ম্লেচ্ছগণের সহিত) ন এব সঙ্কীর্যতে (সংসর্গ করিতে প্রবৃত্ত হয় না), তথা (সেইরূপ) আভাসঃ (চিদাভাস) শরীরকৈঃ (শরীরত্রয়ের সহিত) [আবার আত্মাধ্যাস করিয়া] ন সঙ্কীর্যতে (সংকীর্ণতা প্রাপ্ত হন না) ॥২৩৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যেমন ম্লেচ্ছগণকর্তৃক বন্দী হইবার পর মুক্ত হইলে কোন ব্রাহ্মণ প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান করিয়া, ম্লেচ্ছগণের সহিত আবার মিলনের চেষ্টা দ্বারা অশুচিতা ইচ্ছা করেন না, সেইরূপ চিদাভাসও শরীরত্রয়ের সহিত আবার আত্মাধ্যাস করিয়া সংকীর্ণতা প্রাপ্ত হন না ॥২৩৯॥

**যৌবরাজ্যে স্থিতো রাজপুত্রঃ সাম্রাজ্যবাঞ্ছয়া ।**
**রাজানুকারী ভবতি তথা সাক্ষ্যনুকার্যয়ম্ ॥২৪০॥**

***অন্বয় ঃ*** যৌবরাজ্যে স্থিতঃ (যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত) রাজপুত্রঃ (রাজপুত্র) সাম্রাজ্য-বাঞ্ছয়া (পিতৃরাজ্য লাভের আশায়) রাজানুকারী ভবতি (পিতার অনুসরণ করে)। তথা (সেইরূপ) অয়ম্ (এই চিদাভাস), [ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির আশায়] সাক্ষ্যনুকারী (কূটস্থের অনুসরণকারী [হয়]) ॥২৪০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত রাজপুত্র সাম্রাজ্যলাভের ইচ্ছায় যেমন রাজার অনুসরণ করে, সেইরূপ চিদাভাসও ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির আশায় কূটস্থের অনুসরণকারী হয় ॥২৪০॥

**যো ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবত্যেব ইতি শ্রুতিম্ ।**
**শ্রুত্বা তদেকচিত্তঃ সন্ ব্রহ্ম বেত্তি ন চেতরৎ ॥২৪১॥**

***অন্বয় ঃ*** যঃ (যিনি) ব্রহ্ম বেদ (ব্রহ্মকে সাক্ষাৎকার করেন) ব্রহ্ম এব (ব্রহ্মই) ভবতি এব (হইয়া যানই, তাহাতে সন্দেহ নাই) ইতি শ্রুতিম্ শ্রুত্বা (এইপ্রকারের শ্রুতিবচন শুনিয়া) তৎ-এক-চিত্তঃ সন্ (সেই ব্রহ্মবিষয়ে একচিত্ত হইয়া) ব্রহ্ম বেত্তি (ব্রহ্মকে অবগত হন) ইতরৎ চ ন (অন্য কিছুকে নহে) ॥২৪১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** "যিনি ব্রহ্মকে সাক্ষাৎকার করেন তিনি নিশ্চয় ব্রহ্মই হইয়া যান"—এই শ্রুতিবচন (মুঃ উঃ ৩/২/৯) শুনিয়া, সেই ব্রহ্মবিষয়ে একাগ্রচিত্ত হইয়া, ব্রহ্মকে অবগত হন, অন্য কিছুকে নহে ॥২৪১॥

**দেবত্বকামা হ্যগ্ন্যাদৌ প্রবিশন্তি যথা তথা ।**
**সাক্ষিত্বেনাবশেষায় স্ববিনাশং স বাঞ্ছতি ॥২৪২॥**

***অন্বয় ঃ*** যথা (যেমন) দেবত্বকামাঃ হি (দেবত্বকামী লোকেই) অগ্নি-আদৌ (অগ্নি প্রভৃতিতে) প্রবিশন্তি (প্রবেশ করে), তথা (সেইরূপ) সাক্ষিত্বেন (সাক্ষিস্বরূপে) অবশেষায় (অবস্থিতির জন্য) সঃ (সেই চিদাভাস) স্ববিনাশম্ (আপনার পৃথক অস্তিত্বলোপের) বাঞ্ছতি (ইচ্ছা করেন) ॥২৪২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যেমন লোকে দেবত্বকামনা করিয়া অগ্নি প্রভৃতিতে প্রবেশ

করে, সেইরূপ সাক্ষিস্বরূপে অবস্থানের ইচ্ছায় চিদাভাস আপনার ব্যষ্টিসত্তা লোপের[১] ইচ্ছা করেন ॥২৪২॥

**যাবৎ স্বদেহদাহং স নরত্বং নৈব মুঞ্চতি ।**
**যাবদারব্ধদেহং স্যান্নাভাসত্ববিমোচনম্ ॥২৪৩॥**

**অন্বয় ঃ** যাবৎ (যতক্ষণ পর্যন্ত না) স্বদেহ-দাহম্ (অগ্নিপ্রবিষ্ট পুরুষের দেহ সম্পূর্ণরূপ দগ্ধ [হইয়া যায়]) সঃ নরত্বম্ (সেই পুরুষ আপনার মনুষ্যভাব) ন মুঞ্চতি (পরিত্যাগ করে না), যাবৎ (সেইরূপ যতদিন পর্যন্ত) আরব্ধদেহম্ স্যাৎ (প্রারব্ধফলরূপ দেহ বিদ্যমান) আভাসত্ববিমোচনম্ ন (চিদাভাসরূপতার নিবৃত্তি নাই) ॥২৪৩॥

***বঙ্গানুবাদ*** ঃ যে পর্যন্ত না অগ্নিপ্রবিষ্ট পুরুষের দেহ সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হইয়া যায় সে পর্যন্ত সে মনুষ্যভাব পরিত্যাগ করে না। সেইরূপ যতদিন পর্যন্ত প্রারব্ধফলরূপ দেহ বিদ্যমান ততদিন পর্যন্ত চিদাভাসরূপতার নিবৃত্তি নাই ॥২৪৩॥

**রজ্জুজ্ঞানেঽপি কম্পাদিঃ শনৈরেবোপশাম্যতি ।**
**পুনর্মন্দান্ধকারে সা রজ্জুঃ ক্ষিপ্তোরগী ভবেৎ ॥২৪৪॥**

**অন্বয় ঃ** রজ্জুজ্ঞানে অপি (রজ্জুর জ্ঞান হইবার পরও) কম্পাদিঃ ([সর্পভয়-জনিত] কম্পাদি) শনৈঃ এব (অল্পে অল্পে-ই) উপশাম্যতি (উপশমিত হয়, নিবৃত্ত হয়), পুনঃ (আবাব) মন্দ-অন্ধকারে (স্বল্প অন্ধকারে) ক্ষিপ্তা সা বজ্জুঃ (নিক্ষিপ্ত হইলে সেই বজ্জু) উবগী ভবেৎ (ভুজগী হইয়া দাঁড়ায়) ॥২৪৪॥

***বঙ্গানুবাদ*** ঃ (রজ্জুসর্পভ্রমে) যেমন রজ্জুর জ্ঞান হইবার পরও সর্পভয়জনিত হৃৎকম্পাদি অল্পে অল্পেই নিবৃত্ত হয় এবং সেই রজ্জু আবার মন্দান্ধকারে নিক্ষিপ্ত হইলে ভুজগী হইয়া দাঁড়ায়—॥২৪৪॥

**এবমারব্ধভোগোঽপি শনৈঃ শাম্যতি নো হঠাৎ ।**
**ভোগকালে কদাচিত্তু মর্ত্যোঽহমিতি ভাসতে ॥২৪৫॥**

**অন্বয় ঃ** এবম্ (এইরূপ) আরব্ধ-ভোগঃ অপি (প্রারব্ধভোগও) শনৈঃ (অল্পে অল্পে) শাম্যতি (প্রশমিত হয়), হঠাৎ নো (হঠাৎ নিবৃত্ত হয় না)। ভোগকালে ([পুনর্বার] ভোগকালে) কদাচিৎ তু (কখন কখন) অহম্ মর্ত্যঃ (আমি মনুষ্য) ইতি ভাসতে (এইরূপ প্রতীতি হয়) ॥২৪৫॥

***বঙ্গানুবাদ*** ঃ এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানের পর প্রারব্ধভোগও অল্পে অল্পে প্রশমিত

---

১ জীবের স্ববিনাশ চেষ্টার সার্থকতা কোথায়? না, ইহা বিনাশ নহে, পরন্তু অসীম ব্রহ্মসত্তায় এক হইয়া যাওয়া! ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। তুলনীয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—
(উদ্বোধন কার্যালয়—৫৪৮ পৃ.) ঃ ... অমৃতের সাগর ...ডুব দিলে ...মানুষ অমব হয়।

হয়, হঠাৎ নিবৃত্ত হয় না। পুনর্বার ভোগকালে কখন কখন "আমি মরণশীল মনুষ্য" এইরূপ প্রতীতি হয় ॥২৪৫॥

নৈতাবতাপরাধেন তত্ত্বজ্ঞানং বিনশ্যতি ।
জীবন্মুক্তিব্রতং নেদং কিন্তু বস্তুস্থিতিঃ খলু ॥ ২৪৬॥

***অন্বয় ঃ*** এতাবতা (এতটুকু) অপরাধেন (অপরাধে) তত্ত্বজ্ঞানম্ (তত্ত্বজ্ঞান) ন বিনশ্যতি (বিনষ্ট হয় না)। ইদম্ (এই তত্ত্বজ্ঞান) জীবন্মুক্তি-ব্রতম্ ন (জীবন্মুক্তির ব্রত নহে), কিন্তু (কিন্তু) বস্তুস্থিতিঃ খলু (আত্মার স্ব-স্বরূপে স্থিতিমাত্র) ॥২৪৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এইটুকু অপরাধে তত্ত্বজ্ঞান বিনষ্ট হয় না। কারণ ইহা (মৌনব্রতাদির ন্যায়) জীবন্মুক্তির ব্রত নহে (যে একটু ব্যতিক্রম হইলেই ব্রতভঙ্গ হইবে)। কিন্তু ইহা আত্মার স্ব-স্বরূপে স্থিতিমাত্র[১] ॥ ২৪৬॥

***তাৎপর্য ঃ*** জীবন্মুক্তি বিষয়ে অনেক আপত্তি শুনা যায়। মুণ্ডকশ্রুতি অনুসারে (ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি...২/২/৮) জ্ঞানোদয়ে সকল কর্মের নাশ হইয়া যায়। সকল কর্ম অর্থে যদি সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ কর্মের সহিত প্রারব্ধকর্মও বুঝি তাহা হইলে জ্ঞানের সঙ্গে -সঙ্গে শরীরের নাশ হইবে। সুতরাং জীবন্মুক্তি নিরর্থক হইয়া যায়। আর ব্রহ্মজ্ঞান বলিবার লোক থাকিবে না, যাহাকে 'আচার্যাভাব' বলা হইয়াছে। আসলে জ্ঞানলাভের পর জ্ঞানীর শরীর মৃতই, কারণ তাহাতে কর্তৃত্ববুদ্ধি চলিয়া যায়। জ্ঞানীর শরীর তখন যন্ত্রস্বরূপ হইয়া যায় এবং শরীরের ক্লেশে জ্ঞানীর কোন বিকার হয় না। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ (৪/৪/৭) জ্ঞানীর শরীরকে সাপের খোলসের সহিত তুলনা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া এই অধ্যায়ের প্রথমে উদ্ধৃত (বৃঃ উঃ ৪/৪/১২) শ্লোকটিতে তাহা এইভাবে বলা হইয়াছে—"আত্মানঞ্চেদ্বিজানীয়াৎ...। কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসংজ্বরেৎ॥"

ছান্দোগ্য উপনিষদের ৬/১৪/২ -এর ভাষ্যে আচার্য শংকর তীরের দৃষ্টান্ত দিয়া কর্মের তুলনা করিয়াছেন। প্রারব্ধকর্ম জ্যা-নির্মুক্ত তীরের ন্যায়। গতিক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত, এমন কি লক্ষ্য অতিক্রম করিয়া গিয়াও, সে তীর চলিতে থাকে। তাহা ফিরাইবার উপায় নাই। জ্যা-সংযোজিত তীর বা বাণ ক্রিয়মাণ কর্মের তুলনাস্থল এবং তূণীরে রক্ষিত তীর সঞ্চিত কর্মের তুলনাস্থল। এই দুই কর্মের ক্ষয় জ্ঞানোদয়ের সহিতই স্বাভাবিকভাবে হইয়া যায়।

অদ্বৈত বেদান্তের অনন্যতা এই যে মোক্ষকে এখানে মরণোত্তর ব্যাপার বলা হয় নাই। এই জীবনেই সাধক বন্ধনমুক্তি আস্বাদন করিতে পারে। কারণের কার্যোৎপাদনের ইহা শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। চারিটি মহাবাক্যে, অনেক উপনিষদে (কঠ উঃ ২/৩, ৬/৪; কেন উঃ ২/৫; ছান্দোগ্য উঃ ৬/১৪/২, ৬/৮/৭; বৃহদারণ্যক উঃ ৪/৪/৬-৮, ১/৪/১০; মাণ্ডুক্য উঃ ২) এবং গীতায় (৫/১৯, ২৩, ২৬) এই জীবন্মুক্তির সমর্থন আছে ।

শাস্ত্র বিদেহমুক্তির কথাও বলেন। বিদেহমুক্তি অর্থাৎ মৃত্যুর পরে প্রারব্ধ হইতেও মুক্তি। কিন্তু মোক্ষ শুধুমাত্র মরণোপরান্ত হয়, ইহা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। জ্ঞান আলোকের ন্যায়।

---

১ *'স্থিতি'* অর্থে অচ্যুতরায় 'ব্যবস্থা' বুঝিয়াছেন এবং রামকৃষ্ণ কৃত টীকায় স্থিতির অর্থ 'স্বভাব'।

জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই অজ্ঞানান্ধকার দূর হইয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে দিয়াশলাই এর কাঠি জ্বালিলে অন্ধকার সঙ্গে সঙ্গে দূর হইয়া যায়— একটু একটু করিয়া যায় না। সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে-সঙ্গে ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্ম হইয়া যান এবং তাহা এই জীবনে সম্ভব—এই শাস্ত্রবাক্য যুক্তি ও অনুভূতিদ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

বিদ্যারণ্য মুনি বিরচিত "জীবন্মুক্তিবিবেক" নামক অন্য গ্রন্থে ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে। বিশেষ করিয়া প্রথম প্রকরণের ৩ হইতে ৫ সংখ্যক গদ্যাংশে জীবন্মুক্তির সবিশদ মনোজ্ঞ আলোচনা করা হইয়াছে। "অথ কেয়ং জীবন্মুক্তিঃ...প্রমাণানাতি স্থিতম্। ইতি জীবন্মুক্তি প্রমাণানি ।। ৫।।"—দ্রষ্টব্য ।

**দশমোঽপি শিরস্তাড়ং রুদন্ বুদ্ধ্বা ন রোদিতি ।**
**শিরোব্রণস্তু মাসেন শনৈঃ শাম্যতি নো তদা ।।২৪৭।।**

***অন্বয় ঃ*** দশমঃ অপি (দশম পুরুষও) শিরস্তাড়ম্ (শিরে করাঘাত করিয়া) রুদন্ (রোদন করিতে করিতে) বুদ্ধ্বা (নিজেকে দশম পুরুষ বলিয়া জানিয়া) ন রোদিতি (বিলাপ করে না)। তু (কিন্তু) শিরোব্রণঃ (শিরে করাঘাতজনিত ক্ষত) শনৈঃ (ধীরে ধীরে) মাসেন (একমাসে) শাম্যতি (প্রশমিত হয়), তদা নো (তখনই শান্ত হয় না)।। ২৪৭।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (পূর্বোক্ত ৩৩ সং শ্লোকোক্ত দশমপুরুষের দৃষ্টান্তে) দশম পুরুষও শিরে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে করিতে আপনাকে দশম পুরুষ বলিয়া জানিয়া রোদন হইতে নিবৃত্ত হয়। কিন্তু শিরে করাঘাতজনিত ব্যথা ধীরে ধীরে এক মাসে উপশমিত হয়, তখনই ক্ষত সারিয়া যায় না ।।২৪৭।।

**দশমামৃতিলাভেন জাতো হর্ষো ব্রণব্যথাম্ ।**
**তিরোধত্তে মুক্তিলাভস্তথা প্রারব্ধদুঃখিতাম্ ।।২৪৮।।**

***অন্বয় ঃ*** দশম-অমৃতি-লাভেন (দশম পুরুষ মরে নাই—এই জ্ঞান লাভে) জাতঃ হর্ষঃ (উৎপন্ন আনন্দ) ব্রণব্যথাম্ তিরোধত্তে (ব্রণব্যথাকে ঢাকিয়া ফেলে) তথা (সেইরূপ) মুক্তিলাভঃ (জীবন্মুক্তি) প্রারব্ধ-দুঃখিতাম্ (প্রারব্ধ-জনিত দুঃখকে), [ঢাকিয়া ফেলে] ।।২৪৮।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** 'দশম পুরুষ মরে নাই'—এই জ্ঞানলাভে যে আনন্দ উৎপন্ন হয় তাহার দ্বারা শিরঃক্ষতজনিত ব্যথা ঢাকিয়া যায়। সেইরূপ জীবন্মুক্তি লাভ প্রারব্ধজনিত দুঃখকে ঢাকিয়া ফেলে ।।২৪৮।।

**ব্রতাভাবাদ্যদাধ্যাসস্তদা ভূয়ো বিবিচ্যতাম্ ।**
**রসসেবী দিনে ভুংক্তে ভূয়ো ভূয়ো যথা তথা ।।২৪৯।।**

***অন্বয় ঃ*** ব্রত-অভাবাৎ (যেহেতু জীবন্মুক্তি কোন ব্রত নয় [এবং ক্ষণেক

ব্যতিক্রমে কোন হানি হয় না] সুতরাং) যদা (যখন) অধ্যাসঃ ([‘আমি মনুষ্য’-রূপ] অধ্যাস [উপস্থিত হইবে] ) তদা (তখন) ভূয়ঃ (আবার) বিবিচ্যতাম্ (বিচারে প্রবৃত্ত হইবে)। যথা (যেমন) রসসেবী (পারদ-ঘটিত ঔষধসেবী) দিনে (এক দিনে) ভূয়ঃ ভূয়ঃ (পুনঃ পুনঃ) ভুংক্তে (ভোজন করে) তথা (সেই প্রকার) ॥২৪৯॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* জীবন্মুক্তি যেহেতু কোন ব্রত নয় এবং ক্ষণেক ব্যতিক্রমে তাহার কোন হানি হয় না, সুতরাং যখন ‘আমি মনুষ্য’-রূপ অধ্যাস উপস্থিত হইবে, তখন আবার বিচারে প্রবৃত্ত হইবে।[১] যেমন পারদ ঘটিত ঔষধসেবী (ঔষধ প্রভাবে) এক দিনে বার বার ভোজন করে, সেইরূপ॥২৪৯॥

**শময়ত্যৌষধেনায়ং দশমঃ স্বং ব্রণং যথা ।**
**ভোগেন শময়িত্বৈতৎ প্রারব্ধং মুচ্যতে তথা ॥২৫০॥**

*অন্বয় ঃ* যথা (যেমন) অয়ম্ দশমঃ (এই দশমব্যক্তি) ঔষধেন (ঔষধ সেবনের দ্বারা) স্বম্ ব্রণম্ (আপনার শিরঃক্ষত) শময়তি (নিবারণ করে), তথা (সেইরূপ) ভোগেন (ভোগদ্বারা) এতৎ প্রারব্ধম্ (এই প্রারব্ধকে) শময়িত্বা (প্রশমিত করিয়া) মুচ্যতে ([জ্ঞানী দেহবন্ধন হইতে] মুক্ত হন) ॥২৫০ ॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* এই দশম ব্যক্তি যেমন ঔষধ সেবনের দ্বারা আপনার শিরঃক্ষতের আরোগ্য সম্পাদন করে, সেইরূপ ভোগের দ্বারা এই প্রারব্ধের অবসান ঘটাইয়া জ্ঞানী দেহ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যান ॥২৫০॥

**কিমিচ্ছন্নিতি বাক্যোক্তঃ শোকমোক্ষ উদীরিতঃ ।**
**আভাসস্য হ্যবস্থৈষা ষষ্ঠী তৃপ্তিস্তু সপ্তমী ॥২৫১॥**

*অন্বয় ঃ* কিম্ ইচ্ছন্ (কিসের ইচ্ছায়) ইতি বাক্যোক্তঃ (ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে উক্ত) শোক-মোক্ষঃ (শোক হইতে মুক্তির কথা) উদীরিতঃ (বলা হইয়াছে)। এষা (ইহা) আভাসস্য (চিদাভাসের) ষষ্ঠী অবস্থা (ষষ্ঠ অবস্থা)। তু (আর) সপ্তমী (সপ্তম অবস্থা) তৃপ্তিঃ হি (তৃপ্তিই) ॥২৫১॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* ‘কিসের ইচ্ছায়’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে শোক হইতে মুক্তির কথা বলা হইয়াছে। ইহা চিদাভাসের ষষ্ঠ অবস্থা। (এক্ষণে চিদাভাসের) সপ্তম অবস্থা তৃপ্তির কথা (বলা হইতেছে) ॥২৫১॥

*তাৎপর্য ঃ* ১২৬ হইতে ২৫১ সংখ্যক শ্লোকে জ্ঞানলাভের দ্বারা চিদাভাসের ক্লেশনাশের কথা বলা হইয়াছে। ২৯ হইতে ৩২ সংখ্যক চারিটি শ্লোকে চিদাভাসের যে

১ অধ্যাসের আবর্তন জীবন্মুক্তির আনন্দের পথে বাধার মতো, কিন্তু ইহাদ্বারা আত্মজ্ঞানের কোন হানি হয় না। (দ্রষ্টব্য ৭/৩৯)

অবস্থার কথা বলা হইয়াছে, ৩৩ সংখ্যক শ্লোকে সেই সাত অবস্থার নাম করা হইয়াছে—যথা, অজ্ঞান, আবরণ, বিক্ষেপ, পরোক্ষজ্ঞান, অপরোক্ষজ্ঞান, শোকাপগম এবং অবাধ তৃপ্তি। এক্ষণে সেই সপ্তম অবস্থা 'তৃপ্তি'র আলোচনা ২৫২ হইতে ২৯৮ সংখ্যক শ্লোকে বলা হইতেছে ।

**সাঙ্কুশা বিষয়ৈস্তৃপ্তিরিয়ং তৃপ্তির্নিরঙ্কুশা ।**
**কৃতং কৃত্যং প্রাপণীয়ং প্রাপ্তমিত্যেব তৃপ্যতি ॥২৫২॥**

***অন্বয় ঃ*** বিষয়ৈঃ তৃপ্তিঃ (বিষয়ভোগজনিত তৃপ্তি) সাঙ্কুশা ([বিষয়ান্তর-কামনাদ্বারা ব্যাহত হয়, তাই তাহা] সাঙ্কুশা); (কিন্তু) ইয়ম্ তৃপ্তিঃ ([সপ্তম অবস্থারূপ] এই তৃপ্তি) নিরঙ্কুশা ([কামনান্তর দ্বারা বাধিত নয়, তাই] নিরঙ্কুশা)। কৃত্যম্ কৃতম্ (যাহা করণীয় ছিল, তাহা করা হইয়াছে), প্রাপণীয়ম্ প্রাপ্তম্ (যাহা লাভ করিবার ছিল, তাহার প্রাপ্তি হইয়াছে) ইতি এব (এইভাবেই) তৃপ্যতি (তৃপ্তিলাভ করে) ॥২৫২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বিষয়ভোগলব্ধ তৃপ্তি সাঙ্কুশা—কারণ তাহা বিষয়ান্তর-কামনাদ্বারা ব্যাহত হয়; কিন্তু সপ্তম অবস্থারূপ এই তৃপ্তি নিরঙ্কুশা—কারণ কামনান্তর দ্বারা তাহা বাধিত নয়। যাহা করণীয় ছিল, তাহা করা হইয়াছে, যাহা প্রাপ্তব্য ছিল তাহা পাওয়া হইয়াছে—এই (চরমপ্রাপ্তি) হেতু জ্ঞানী তৃপ্তিলাভ করে ॥২৫২॥

**ঐহিকামুষ্মিকব্রাতসিদ্ধ্যৈ মুক্তেশ্চ সিদ্ধয়ে ।**
**বহুকৃত্যং পুরাস্যাভূৎ তৎসর্বমধুনা কৃতম্ ॥২৫৩॥**

***অন্বয় ঃ*** অস্য (এই জ্ঞানীর) পুরা (পূর্ব অজ্ঞানাবস্থায়) ঐহিক-আমুষ্মিক-ব্রাতসিদ্ধ্যৈ (ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ভোগসমূহ প্রাপ্তির জন্য), চ (এবং) মুক্তেঃ (মুক্তির) সিদ্ধয়ে (সিদ্ধির জন্য) বহু-কৃত্যম্ (অনেক কর্তব্য) অভূৎ (ছিল)। তৎ-সর্বম্ (সেইসব) অধুনা (এখন জ্ঞানোদয়ে) কৃতম্ (সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে) ॥২৫৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অজ্ঞানাবস্থায় এই জ্ঞানীর ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ভোগসিদ্ধির জন্য এবং মুক্তির সিদ্ধির জন্য অনেক কর্তব্য ছিল। এখন জ্ঞানোদয়ে সে সবই যেন সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে। (কারণ ব্রহ্মজ্ঞানরূপ চরম-প্রাপ্তিহেতু সাধ্যবস্তুর অভাবে তাহার কর্তব্য আর কিছু অবশিষ্ট নাই) ॥২৫৩॥

**২৫৩ হইতে ২৭০ পর্যন্ত শ্লোকগুলি চতুর্দশাধ্যায়ে (৪০-৫৭) পুনরুদ্ধৃত হইয়াছে**

**তদেতৎকৃতকৃত্যত্বং প্রতিযোগিপুরঃসরম্ ।**
**অনুসন্দধদেবায়মেবং তৃপ্যতি নিত্যশঃ ॥২৫৪॥**

***অন্বয় ঃ*** অয়ম্ (এই জ্ঞানী) তৎ (পূর্বোল্লিখিত সেই) এতৎ (এই, এখন যাহার

বর্ণনা আরব্ধ হইতেছে) কৃত-কৃত্যত্বম্ (কৃতকৃত্যতা) প্রতিযোগি-পুরঃসরম্ অনুসন্দধৎ এব (অকৃত-কৃত্যতাবস্থার বা কর্তব্য-নিপীড়িতাবস্থার সহিত তুলনা করিয়াই) নিত্যশঃ (সর্বদা) এবম্ (এই প্রকার [নিরবচ্ছিন্ন] ) তৃপ্যতি (তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন) ॥ ২৫৪ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এই জ্ঞানী সেই এই বক্ষ্যমাণ কৃতকৃত্যতা প্রতিযোগীর সহিত তুলনা করিয়া সর্বদা এইপ্রকার নিরবচ্ছিন্ন তৃপ্তির অনুভব করিয়া থাকেন ॥২৫৪ ॥

**দুঃখিনোঽজ্ঞাঃ সংসরন্তু কামং পুত্রাদ্যপেক্ষয়া ।**
**পরমানন্দপূর্ণোঽহং সংসরামি কিমিচ্ছয়া ॥ ২৫৫ ॥**

***অন্বয় ঃ*** অজ্ঞাঃ (জ্ঞানহীন) দুঃখিনঃ (দুঃখিগণ) পুত্রাদি-অপেক্ষয়া (পুত্রাদি লাভেচ্ছায়) কামম্ (যথেষ্ট) সংসরন্তু (সংসারগতি প্রাপ্ত হউক)। অহম্ (আমি) পরমানন্দপূর্ণঃ (পরমানন্দপূর্ণ [হইয়াছি] ), কিম্ ইচ্ছয়া (কিসের ইচ্ছায়, কামনায়) সংসরামি (লোকব্যবহারে প্রবৃত্ত হইব)? ॥ ২৫৫ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** জ্ঞানহীন সুতরাং দুঃখিগণ পুত্রাদি-লাভেচ্ছায় যথেষ্ট কামজ সংসারগতি প্রাপ্ত হউক। আমি পরমানন্দপূর্ণ হইয়াছি; আমি কিসের ইচ্ছায় লোকব্যবহারে প্রবৃত্ত হইব? ২৫৫ ॥

**অনুতিষ্ঠন্তু কর্মাণি পরলোকযিযাসবঃ ।**
**সর্বলোকাত্মকঃ কস্মাদনুতিষ্ঠামি কিং কথম্ ॥ ২৫৬ ॥**

***অন্বয় ঃ*** পরলোক-যিযাসবঃ (পরলোকে যাইতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ) কর্মাণি অনুতিষ্ঠন্তু (কর্মানুষ্ঠান করুক)। [আমি] সর্ব-লোক-আত্মকঃ (সর্বলোকস্বরূপ) কস্মাৎ (কি হেতু), কিম্ (কোন্ কর্ম), কথম্ (কি প্রকারে) অনুতিষ্ঠামি (অনুষ্ঠান করিব) ? ২৫৬ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যাহারা পরলোকে যাইতে ইচ্ছুক তাহারা কর্মানুষ্ঠান করুক। সর্বলোকস্বরূপ আমি কি হেতু, কোন্ কর্ম, কি প্রকারে অনুষ্ঠান করিব? ॥ ২৫৬ ॥

**ব্যাচক্ষতাং তে শাস্ত্রাণি বেদানধ্যাপয়ন্তু বা ।**
**যেঽত্রাধিকারিণো মে তু নাধিকারোঽক্রিয়ত্বতঃ ॥ ২৫৭ ॥**

***অন্বয় ঃ*** যে (যাঁহারা) অত্র ([আচার্য হইয়া] এই [পরার্থসাধনে] ) অধিকারীণঃ (অধিকারী) তে (তাঁহারা) শাস্ত্রাণি ব্যাচক্ষতাম্ (শাস্ত্রাদির ব্যাখ্যা করুন), বা (অথবা) বেদান্ অধ্যাপয়ন্তু (বেদাদির অধ্যাপনা করুন)। তু (কিন্তু) অক্রিয়ত্বতঃ (অক্রিয় বলিয়া) মে (আমার) অধিকারঃ ন ( [সেই] অধিকার নাই ) ॥ ২৫৭ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যাঁহারা আচার্য হইয়া পরোপকার সাধনে অধিকারী (শংকরাচার্যাদির ন্যায়) তাঁহারা শাস্ত্রাদির ব্যাখ্যা করুন অথবা বেদাদির অধ্যাপনা করুন, কিন্তু আমি অক্রিয় বলিয়া আমার সেই অধিকার নাই ॥ ২৫৭ ॥

***তাৎপর্য ঃ*** জ্ঞানী কোন নিয়মের বাধ্য নন। শুভকর্মের ফলরূপ পুণ্যেও তাঁহার প্রয়োজন নাই। পরোপকারের কি কথা, কোন কর্মেই তাঁহার প্রবৃত্তি হইবার নহে।

**নিদ্রাভিক্ষে স্নানশৌচে নেচ্ছামি ন করোমি চ ।**
**দ্রষ্টারশ্চেৎ কল্পয়ন্তি কিং মে স্যাদন্যকল্পনাৎ[১] ।।২৫৮।।**

***অন্বয় ঃ*** নিদ্রা-ভিক্ষে (নিদ্রা-ভিক্ষা) স্নান-শৌচে (স্নান-শৌচে) ন ইচ্ছামি (আমার আকাঙ্ক্ষা নাই), চ (এবং) ন করোমি ([এই ক্রিয়াসকল] আমি করিও না)। দ্রষ্টারঃ (যাহারা দ্রষ্টা তাঁহারা ) কল্পয়ন্তি চেৎ (যদি [এইসব আমাতে] কল্পনা করিয়া থাকে), অন্য-কল্পনাৎ (অন্যের কল্পনায়) মে (আমার) কিম্ স্যাৎ (কি আসিয়া যায়)॥ ২৫৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** নিদ্রা, উদরপূরণের নিমিত্ত ভিক্ষা, স্নান, শৌচ—এই সকল ক্রিয়া আমার বাঞ্ছিত নয় এবং আমি এইসকল ক্রিয়া-সম্পাদন করিও না। যদি কেহ এই সকল দেখিয়া আমাতে ক্রিয়ার কল্পনা করিয়া থাকে, তবে অন্যের সেই কল্পনায় আমার কি আসিয়া যায় ?।। ২৫৮ ।।

**গুঞ্জাপুঞ্জাদি দহ্যেত নান্যারোপিতবহ্নিনা ।**
**নান্যারোপিতসংসারধর্মানেবমহং ভজে ।। ২৫৯ ।।**

***অন্বয় ঃ*** গুঞ্জা-পুঞ্জাদি (কুঁচাদিফলের রাশি) অন্য-আরোপিত-বহ্নিনা (লোকে তাহাতে আগুন লাগিয়াছে ভাবিলে সেই আরোপিত অগ্নিদ্বারা) ন দহ্যেত (দগ্ধ হয় না)। এবম্ (এইরূপ) অহম্ (আমি, জ্ঞানী ব্যক্তি) অন্য-আরোপিত-সংসার-ধর্মান্ ন ভজে (অন্যের দ্বারা আমাতে আরোপিত সংসারধর্মের ভাগী হই না) ।। ২৫৯ ।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** কুঁচাদিফলের রাশি বা পুঞ্জ যেমন, লোকে তাহাতে আগুন লাগিয়াছে ভাবিলে সেই আরোপিত অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হয় না, সেইরূপ আমিও অন্যের দ্বারা আরোপিত সংসারধর্মের ভাগী হই না অর্থাৎ আমি তাহার ফলে সংসারী হইয়া যাই না ।। ২৫৯ ।।

**শৃণ্বন্ত্বজ্ঞাততত্ত্বাস্তে জানন্ কস্মাচ্ছৃণোম্যহম্ ।**
**মন্যন্তাং সংশয়াপন্নাঃ ন মন্যেঽহমসংশয়ঃ ।। ২৬০ ।।**

***অন্বয় ঃ*** [যে-যাহারা] অজ্ঞাত-তত্ত্বাঃ (তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে নাই) তে (তাহারা) শৃণ্বন্তু ([বেদান্তাদির ] শ্রবণ করুক), অহম্ (আমি) জানন্ (তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া) কস্মাৎ (কি হেতু) শৃণোমি (শাস্ত্রশ্রবণ করিব)? সংশয়াপন্নাঃ (যাহারা সংশয়গ্রস্ত তাহারা) মন্যন্তাম্ (মনন করুক), অহম্ (আমি) অসংশয়ঃ (সংশয়মুক্ত) ন মন্যে (মনন করি না) ।। ২৬০ ।।

১ 'অন্যকল্পনা' ইতি পাঠান্তর

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যাহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে নাই তাহারা বেদান্তাদি শ্রবণ করুক, আমি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার পর কি হেতু শাস্ত্রাদির শ্রবণ করিব? যাহারা সংশয়াপন্ন তাহারা মনন করুক, আমি সংশয়মুক্ত বলিয়া মনন করি না ।।২৬০।।

**বিপর্যস্তো নিদিধ্যাসেৎ কিং ধ্যানমবিপর্যয়াৎ[১] ।**
**দেহাত্মত্ববিপর্যাসং ন কদাচিদ্‌ভজাম্যহম্ ।।২৬১।।**

***অন্বয় ঃ*** বিপর্যস্তঃ (যে ব্যক্তি বিপরীত-ভাবনাগ্রস্ত সে) নিদিধ্যাসেৎ (নিদিধ্যাসন করুক), অহম্ (আমি) দেহাত্মত্ববিপর্যাসম্ (দেহাত্মবুদ্ধিরূপ বিপরীত ভাবনা) কদাচিৎ (কখনই) ন ভজামি (করি না), অবিপর্যয়াৎ (আমি যেহেতু বিপরীত ভাবনা করি না) ধ্যানম্ কিম্ ( [ সেইহেতু ] কেন ধ্যান করিব)? ।।২৬১।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বিপরীতভাবনাগ্রস্ত ব্যক্তি নিদিধ্যাসন করুক। আমি দেহাত্মবুদ্ধিরূপ বিপরীত ভাবনা কখনই করি না। আর আমি যেহেতু বিপরীত ভাবনা করিনা, সেইহেতু আমার ধ্যানে কি প্রয়োজন? ।। ২৬১ ।।

**অহং মনুষ্য ইত্যাদি ব্যবহারো বিনাপ্যমুম্ ।**
**বিপর্যাসং চিরাভ্যস্তবাসনাতোঽবকল্প্যতে ।। ২৬২ ।।**

***অন্বয় ঃ*** অহম্ মনুষ্যঃ (আমি মনুষ্য) ইত্যাদি ব্যবহারঃ (ইত্যাদিরূপ ব্যবহার) অমুম্ (উক্ত) বিপর্যাসম্ বিনা অপি (বিপরীত ভাবনা ছাড়াও) চির-অভ্যস্ত-বাসনাতঃ (অনাদিকালের অভ্যাসজনিত বাসনাবশতঃ) অবকল্প্যতে ([আমাতে] কল্পিত হয়)।। ২৬২ ।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** আমি মনুষ্য ইত্যাদিরূপ ব্যবহার, উক্ত বিপরীত ভাবনা ব্যতীতও, অনাদিকালের অভ্যাসজনিত সংস্কারবশতঃ[২] আমাতে কল্পিত হয়।। ২৬২ ।।

**প্রারব্ধকর্মণি ক্ষীণে ব্যবহারো নিবর্ততে ।**
**কর্মাক্ষয়ে ত্বসৌ নৈব শাম্যেদ্ধ্যানসহস্রতঃ ।। ২৬৩।।**

***অন্বয় ঃ*** প্রারব্ধ-কর্মণি ক্ষীণে (প্রারব্ধকর্মের সমাপ্তি হইলে) ব্যবহারঃ (ব্যবহার) নিবর্ততে (নিবৃত্ত হইয়া যায়)। তু (আর) কর্ম-অক্ষয়ে (কর্মক্ষয় না হইলে) অসৌ (তাহা, ব্যবহার) ধ্যান-সহস্রতঃ (সহস্র-সহস্র ধ্যান দ্বারা) ন এব শাম্যেৎ (নিবারিত হয় না) ।।২৬৩।।

১ 'বিপর্যয়ে' ইতি পাঠান্তর

২ কুম্ভকার চক্র ঘুরানো ছাড়িয়া দিলেও কিছুক্ষণ চক্র যেমন আপন গতিতে চলিতে থাকে, সেইরূপ জ্ঞানীর শরীর ও ব্যবহার জ্ঞানের পরও কিছুকাল চলিতে থাকে ।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** প্রারব্ধকর্মের ক্ষয় হইলে, ব্যবহারের নিবৃত্তি হয়। আর কর্মক্ষয় না হইলে সহস্র সহস্র ধ্যানদ্বারাও ব্যবহার নিবারিত হয় না ॥২৬৩॥

**বিরলত্বং ব্যবহৃতেরিষ্টং চেদ্ধ্যানমস্তু তে ।**
**অবাধিকাং ব্যবহৃতিং পশ্যন্ ধ্যায়াম্যহং কুতঃ ॥২৬৪॥**

**অন্বয় ঃ** ব্যবহৃতেঃ (ব্যবহারের) বিরলত্বম্ (হ্রাস, ন্যূনতা) ইষ্টম্ চেৎ (যদি [তোমার] কাম্য হয়), [তাহা হইলে] তে (তোমার) ধ্যানম্ (ধ্যানাভ্যাস) অস্তু ([চলিতে] থাকুক)। অহম্ (আমি) ব্যবহৃতিম্ (ব্যবহারকে) অবাধিকাম্ (তত্ত্বজ্ঞানের হানিকর নয়) পশ্যন্ (বুঝিয়া) কুতঃ (কেন) ধ্যায়ামি (ধ্যান করিব)? ॥২৬৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (প্রারব্ধনিমিত্তক) ব্যবহারের হ্রাস যদি তোমার কাম্য হয় তো তুমি ধ্যানাভ্যাস করিতে থাক, (ক্ষতি নাই)। কিন্তু আমি ব্যবহারকে তত্ত্বজ্ঞানের হানিকর নয় বুঝিয়া কেন (তাহার হ্রাসের জন্য) ধ্যান করিব ? ॥২৬৪॥[১]

**বিক্ষেপো নাস্তি যস্মান্মে ন সমাধিস্ততো মম ।**
**বিক্ষেপো বা সমাধির্বা মনসঃ স্যাদ্বিকারিণঃ ॥ ২৬৫॥**

**অন্বয় ঃ** যস্মাৎ (যেহেতু) মে (আমার) বিক্ষেপঃ (বিক্ষেপ) ন অস্তি (নাই), ততঃ (সেই হেতু) মম (আমার) সমাধিঃ ন (সমাধিরও প্রয়োজন নাই); বিক্ষেপঃ বা (বিক্ষেপ বল) সমাধিঃ বা (অথবা সমাধি বল), [সবই] বিকারিণঃ মনসঃ স্যাৎ (বিকারশীল মনের [ধর্ম]) ॥২৬৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যেহেতু আমার বিক্ষেপ নাই, সেইহেতু আমার সমাধিরও প্রয়োজন নাই। (আর,) বিক্ষেপ বল বা সমাধি বল---সবই বিকারশীল মনের অবস্থা মাত্র ॥ ২৬৫ ॥

**নিত্যানুভবরূপস্য কো মে বানুভবঃ পৃথক্ ।**
**কৃতং কৃত্যং প্রাপণীয়ং প্রাপ্তমিত্যেব নিশ্চয়ঃ ॥২৬৬॥**

**অন্বয় ঃ** নিত্য-অনুভবরূপস্য মে (নিত্য অনুভবস্বরূপ আমার) কঃ বা (কিই বা) পৃথক্ অনুভবঃ ([সমাধিফলরূপ সম্পাদনীয়] পৃথক অনুভবের প্রয়োজন)? কৃত্যম্ কৃতম্ (যাহা করণীয় ছিল তাহা করিয়াছি) প্রাপণীয়ম্ প্রাপ্তম্ (যাহা প্রাপ্তব্য ছিল তাহা পাইয়াছি) ইতি এব নিশ্চয়ঃ (ইহাই আমার দৃঢ় নিশ্চয়) ॥ ২৬৬ ॥

---

১ ব্যবহার, জ্ঞানীকে, তাহার জ্ঞানকে বা তাহার মোক্ষকে কোন প্রকারেই বাধিত করে না---ইহাই অভিপ্রায়।

*বঙ্গানুবাদ ঃ* আমি নিত্য অনুভবস্বরূপ। আমার সমাধিফলরূপ সম্পাদনীয় অনুভবের কিই বা প্রয়োজন? আমার যাহা করণীয় ছিল, তাহা করিয়াছি;[1] যাহা প্রাপ্তব্য ছিল, তাহা পাইয়াছি—ইহাই আমার অবিচল নিশ্চয় ॥২৬৬॥

**ব্যবহারো লৌকিকো বা শাস্ত্রীয়ো বান্যথাপি বা ।**
**মমাকর্তুরলেপস্য যথারব্ধং প্রবর্ততাম্ ॥২৬৭॥**

*অন্বয় ঃ* ব্যবহারঃ (ব্যবহার) লৌকিকঃ বা (লৌকিক) শাস্ত্রীয়ঃ বা (অথবা শাস্ত্রীয়) অন্যথা অপি বা (অথবা অন্য যে কোন প্রকারই হউক), অকর্তুঃ (অকর্তা) অলেপস্য (নির্লিপ্ত) মম (আমার) যথা-আরব্ধম্ (প্রারব্ধ অনুসারে) প্রবর্ততাম্ (চলিতে থাকুক) ॥২৬৭॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* অকর্তা এবং নির্লিপ্ত আমার ব্যবহার প্রারব্ধবশে লৌকিক নিয়মের অথবা শাস্ত্রীয় নির্দেশের অনুযায়ী হউক বা তাহার বিপরীতই হউক—(তাহাতে ক্ষতি নাই) ॥২৬৭॥

**অথবা কৃতকৃত্যোঽপি লোকানুগ্রহকাম্যয়া।**
**শাস্ত্রীয়েণৈব মার্গেণ বর্তেঽহং কা মম ক্ষতিঃ ॥২৬৮॥**

*অন্বয় ঃ* অথবা (অথবা) অহম্ (আমি) কৃতকৃত্যঃ অপি (কৃতকৃত্য হইলেও) লোক-অনুগ্রহ-কাম্যয়া (জনসমাজের প্রতি অনুগ্রহ করিবার ইচ্ছায়) শাস্ত্রীয়েণ মার্গেণ এব (শাস্ত্রীয় নির্দেশ অনুসরণ করিয়াই [যদি] ) বর্তে (ব্যবহার করি) মম (আমার) কা ক্ষতিঃ (কি ক্ষতি হইবে) ?॥২৬৮॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* অথবা আমি কৃতকৃত্য হইলেও লোকানুগ্রহ-চিকীর্ষায় যদি শাস্ত্রীয় মার্গের অনুসরণেই ব্যবহার করি, তাহাতে আমার কি ক্ষতি ?॥২৬৮॥[2]

**দেবার্চনস্নানশৌচভিক্ষাদৌ বর্ততাং বপুঃ ।**
**তারং জপতু বাক্ তদ্বৎ পঠত্বাম্নায়মস্তকম্ ॥২৬৯॥**

১ দ্রষ্টব্য বোধসার—"জ্ঞানিগজগর্জনম্-৩৫"। শ্লোকটি এইরূপ—"শুদ্ধে বোধে স্ফুরতি পরিতঃ ক্ষালিতা বাসনাঙ্কাঃ। ক্ষীণং পুণ্যং বিরতিরুদিতাঃ কর্মপাশাঃ বিশীর্ণাঃ ॥ ভগ্নো ভেদঃ সুখমধিগতং কল্পনা দূরমুক্তা। দৃষ্টে তত্ত্বে করবদরবন্নাস্তি কর্তব্যশেষঃ ॥৩৫॥ অর্থাৎ শুদ্ধ বোধস্বরূপ আত্মার সর্বত্র স্ফুরণ হইতেছে; বাসনার চিহ্নসকল (আমার চিত্ত হইতে) বিধৌত হইয়াছে; চিত্ত নষ্ট হইয়াছে, সকল বিষয়ে বৈরাগ্য উৎপন্ন হইয়াছে কর্মপাশসমূহ ছিন্ন হইয়াছে; সকল ভেদের নিরসন হইয়াছে; ব্রহ্মানন্দ লাভ হইয়াছে; অধ্যারোপকে দূরে ফেলিয়া আসিয়াছি; করতলগত বদরীফলের ন্যায় তত্ত্বের দর্শন হইতেছে বলিয়া আমার আর কোন কর্তব্য অবশিষ্ট নাই।। --(বোধসারঃ জ্ঞানিগজগর্জন ৩৫)।

২ দ্রষ্টব্য—বোধসার "চর্য্যাচতুষ্টয়ী"

**বিষ্ণুং ধ্যায়তু ধীর্যদ্বা ব্রহ্মানন্দে বিলীয়তাম্ ।**
**সাক্ষ্যহং কিঞ্চিদপ্যত্র ন কুর্বে নাপি কারয়ে ॥২৭০॥**

***অন্বয় ঃ*** বপুঃ ([আমার] শরীর) দেব-অর্চন-স্নান-শৌচ-ভিক্ষাদৌ (দেবার্চনা, স্নান, শৌচ এবং ভিক্ষাদিতে) বর্ততাম্ (প্রবৃত্ত হউক), বাক্ (বাগিন্দ্রিয়) তারম্ (প্রণব মন্ত্র) জপতু (জপুক) তৎ-বৎ (সেইরূপ) আম্নায়-মস্তকম্ (শ্রুতিশিরঃ, বেদান্তশাস্ত্র) পঠতু (পাঠ করুক), ধীঃ (বুদ্ধি) বিষ্ণুম্ (বিষ্ণুকে) ধ্যায়তু (ধ্যান করুক) যৎ-বা (অথবা) ব্রহ্মানন্দে (ব্রহ্মানন্দে) বিলীয়তাম্ (বিলীন হউক)—সাক্ষী অহম্ (সাক্ষী আমি) অত্র (এসবে) কিঞ্চিৎ অপি (কিছুই) ন কুর্বে (করি না), ন অপি কারয়ে (করাইও না)॥২৬৯—২৭০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** আমার শরীর দেবার্চনা, স্নান, শৌচ বা ভিক্ষাদিতে প্রবৃত্ত হউক, বাগিন্দ্রিয় প্রণবমন্ত্র জপ করুক বা বেদান্তপাঠে রত হউক, বুদ্ধি বিষ্ণুর ধ্যান করুক বা ব্রহ্মানন্দে বিলীন হউক—আমি যেহেতু সাক্ষিস্বরূপ, অতএব এসবের আমি কিছুই করিনা, বা করাইও না ॥২৬৯—২৭০॥

**এবঞ্চ কলহঃ কুত্র সম্ভবেৎ কর্মিণো[১] মম।**
**বিভিন্নবিষয়ত্বেন পূর্বাপরসমুদ্রবৎ ॥২৭১॥**

***অন্বয় ঃ*** এবম্ (এইরূপ) পূর্ব-অপর-সমুদ্রবৎ (পূর্ব সমুদ্র ও পশ্চিম সমুদ্রের ন্যায়) বিভিন্ন-বিষয়ত্বেন (ভিন্নবিষয় সম্বন্ধীয় বলিয়া) মম (আমার) চ (এবং) কর্মিণঃ (কর্মনিষ্ঠের [ মধ্যে ]) কলহঃ (বিবাদ) কুত্র সম্ভবেৎ (কি প্রকারে সম্ভব হয়)? ২৭১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এইরূপে পূর্ব সমুদ্র ও পশ্চিম সমুদ্রের ন্যায় ভিন্ন বিষয়ে নিবিষ্ট চিত্ত বলিয়া (জ্ঞানী) আমার এবং কর্মনিষ্ঠের মধ্যে বিবাদ কিপ্রকারে সম্ভব[২] হয় ? ২৭১॥

**বপুর্বাগ্ধীষু নির্বন্ধঃ কর্মিণো ন তু সাক্ষিণি ।**
**জ্ঞানিনঃ সাক্ষ্যলেপত্বে নির্বন্ধো নেতরত্র হি ॥২৭২॥**

***অন্বয় ঃ*** কর্মিণঃ (কর্মীর) বপুঃ-বাক্-ধীষু (শরীর, বাক্ ও বুদ্ধিতে) নির্বন্ধঃ (উৎসাহ ও রুচি); সাক্ষিণি (সাক্ষি-বিষয়ে) তু (কিন্তু) ন (অভিরুচি নাই)। জ্ঞানিনঃ (জ্ঞানীর) সাক্ষী-অলেপত্বে নির্বন্ধঃ (সাক্ষীর নির্লিপ্ততা বিষয়ে আগ্রহ ও গুরুত্বারোপ), ইতরত্র হি ন (আর কোন বিষয়েই নয়) ॥২৭২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** কর্মীর শরীর, বাক্ ও বুদ্ধিতে আগ্রহ ও সত্যত্বারোপ, কিন্তু

---

১ কর্মিণা ইতি পাঠান্তর

২ বিবাদ সম্ভব হইত, যদি পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্র পরস্পর সংলগ্ন হইত। কারণ তখন তাহাদের সীমা লইয়া বিবাদের সম্ভাবনা থাকিত ।

সাক্ষিবিষয়ে তাহা নাই[১]। আর জ্ঞানীর, সাক্ষীর নির্লিপ্ততা বিষয়ে আগ্রহ ও সত্যত্ববুদ্ধি, অন্য কোন বিষয়ে নহে ॥২৭২॥

**এবং চান্যোন্যবৃত্তান্তানভিজ্ঞৌ বধিরাবিব ।**
**বিবদেতাং বুদ্ধিমন্তো হসন্ত্যেব বিলোক্য তৌ ॥২৭৩॥**

**অন্বয় ঃ** এবম্ চ (আর এই প্রকারে) অন্যোন্য-বৃত্তান্ত-অনভিজ্ঞৌ (পরস্পরের বৃত্তান্ত অর্থাৎ ভিন্নবিষয়কতা না বুঝিয়া) বধিরৌ ইব (দুই বধিরের ন্যায়) বিবদেতাম্ (বিবাদ করিতে থাকুক)। তৌ বিলোক্য (তাহাদের দেখিয়া) বুদ্ধিমন্তঃ (বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ) হসন্তি এব (হাসিয়াই থাকেন) ॥২৭৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** আর এইপ্রকার পরস্পরের বৃত্তান্ত অর্থাৎ ভিন্নবিষয়কতা না বুঝিয়া, (বহির্মুখ কর্মী ও বহির্মুখ উত্তরমীমাংসকগণ,) দুই বধিরের ন্যায় বিবাদ করিতে থাকুক। তাহাদিগকে দেখিয়া "(কৃতকৃত্য) বুদ্ধিমান" (গীতা - ১৫/২০) ব্যক্তিগণ কেবল হাসিয়াই থাকেন ॥২৭৩॥

**যং কর্মী ন বিজানাতি সাক্ষিণং তস্য তত্ত্ববিৎ ।**
**ব্রহ্মত্বং বুধ্যতাং তত্র কর্মিণঃ কিং বিহীয়তে ॥২৭৪॥**

**অন্বয় ঃ** যম্ সাক্ষিণং (যে সাক্ষীকে) কর্মী (কর্মকাণ্ডী) ন বিজানাতি (জানে না), তস্য (তাহার, সেই সাক্ষীর) ব্রহ্মত্বম্ (ব্রহ্মস্বরূপতা) তত্ত্ববিৎ (জ্ঞানী) বুধ্যতাম্ (বুঝুন), তত্র (তাহাতে) কর্মিণঃ (কর্মীর) কিম্ বিহীয়তে (ক্ষতি কি হয়)? ॥২৭৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যে সাক্ষীকে কর্মী জানে না সেই সাক্ষিচৈতন্যকে জ্ঞানী যদি ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া বুঝেন, তাহাতে কর্মীর ক্ষতি কি? (তাহাতে কর্মীর কর্মানুষ্ঠানে কোন বাধা নাই) ॥২৭৪॥

**দেহবাগ্বুদ্ধয়স্ত্যক্তা জ্ঞানিনানৃতবুদ্ধিতঃ ।**
**কর্মী প্রবর্তয়ত্বাভির্জ্ঞানিনো হীয়তেঽত্র কিম্ ॥২৭৫॥**

**অন্বয় ঃ** জ্ঞানিনা (জ্ঞানীদ্বারা) অনৃত-বুদ্ধিতঃ (মিথ্যা-বুদ্ধিবশতঃ) দেহ-বাক্-বুদ্ধয়ঃ (দেহ, বাক ও বুদ্ধি) ত্যক্তাঃ (পরিত্যক্ত হইয়াছে)। কর্মী (কর্মী) আভিঃ (এই সকলের দ্বারা) প্রবর্তয়তু ([যদি জীবকে কর্মে] প্রবৃত্ত করে করুক); অত্র (তাহাতে) জ্ঞানিনঃ (জ্ঞানীর) কিম্ হীয়তে (ক্ষতি কি)? ॥২৭৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** জ্ঞানী দেহ, বাক ও বুদ্ধিকে মিথ্যা বলিয়া পরিত্যাগ

---

১ কারণ তাহাদের মতে শরীর গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু তাহা জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম সাধনের উপযোগী; বাক্ বেদ পাঠের উপযোগী এবং বুদ্ধি দেবতা ধ্যানে সমর্থ ॥

করিয়াছে। কর্মী এই দেহাদি দ্বারা যদি জীবকে কর্মে প্রবৃত্ত করে, তাহাতে জ্ঞানীর কি ক্ষতি হয়? ॥২৭৫॥[১]

**প্রবৃত্তির্নোপযুক্তা চেন্নিবৃত্তিঃ ক্বোপযুজ্যতে ।**
**বোধহেতুর্নিবৃত্তিশ্চেদ্বুভুৎসায়াং তথেতরা ॥ ২৭৬ ॥**

***অন্বয়ঃ*** চেৎ (যদি বল) প্রবৃত্তিঃ (প্রবৃত্তি) ন উপযুক্তা (জ্ঞানীর উপযোগী নহে), [তাহার উত্তরে বলি] নিবৃত্তিঃ (নিবৃত্তিরই) ক্ব উপযুজ্যতে (প্রয়োজন কি)? চেৎ (আবার যদি বল) নিবৃত্তিঃ (নিবৃত্তি) বোধহেতুঃ (জ্ঞানীর জ্ঞানের হেতু), [তবে বলি] বুভুৎসায়াম্ (স্বরূপ জিজ্ঞাসায়) ইতরা (প্রবৃত্তি) তথা (সেইরূপ, হেতু) ॥ ২৭৬॥

***বঙ্গানুবাদঃ*** (বাদীর আপত্তি) প্রবৃত্তিতে (কর্মানুষ্ঠানে) জ্ঞানীর প্রয়োজন নাই, (তাই জ্ঞানী তাহা স্বীকার করেন না)। (সিদ্ধান্তীর প্রতিবাদ) নিবৃত্তিতেই বা জ্ঞানীর কি প্রয়োজন? (বাদী) নিবৃত্তি জ্ঞানলাভের হেতু বা সহায়ক। (সিদ্ধান্তী) প্রবৃত্তিও স্বরূপজিজ্ঞাসার হেতু বা সহায়ক ॥২৭৬॥

***তাৎপর্যঃ*** শুভকর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি এবং বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়। তাহার ফলে সাধক তত্ত্বজিজ্ঞাসার অধিকারী হন।

কর্ম-সমুচ্চিত জ্ঞানের কথা অনেক শ্রুতি ও স্মৃতি গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে। আচার্য শংকর তাঁহার অনেক ভাষ্যে এই সমুচ্চয়বাদের খণ্ডন করিয়াছেন।

তাঁহার মতে সমুচ্চয় দুই প্রকারের—১) যুগপৎ সমুচ্চয় এবং ২) ক্রম সমুচ্চয়। যুগপৎ সমুচ্চয়ের অর্থ হইল—জ্ঞান ও কর্ম উভয়ে মোক্ষের সাধন—অতএব এককালেই উভয়ের অনুষ্ঠান কর্তব্য। আর ক্রমসমুচ্চয়ের অর্থ হইল—একই অধিকারী কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া পরে সর্বকর্মসন্ন্যাসপূর্বক শ্রবণাদির অনুষ্ঠান করিবে। আচার্য শংকর যুগপৎ সমুচ্চয়ের খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে কর্ম জ্ঞানের সাধন এবং জ্ঞানই মোক্ষের সাক্ষাৎ সাধন। কিন্তু প্রশ্ন থাকিয়া যায়—কর্ম জ্ঞানের সাধন কিরূপে—সাক্ষাৎভাবে, না জিজ্ঞাসাদ্বারা? ভাষ্যকার এ বিষয়ে বিস্তার করেন নাই। কিন্তু 'ভামতী'কার বাচস্পতি মিশ্র মনে করেন কর্ম জিজ্ঞাসার সাধন এবং জিজ্ঞাসার সাধন বলিয়া জ্ঞানের সাধন—অর্থাৎ কর্ম, জ্ঞানের সাক্ষাৎ সাধন নহে। আচার্য ভাষ্যকারের একটি ব্যাখ্যা এই প্রকার মতের উৎস—৩/৪/৩৩ ব্রঃ সূত্রের ব্যাখ্যায় আচার্য শংকর লিখিয়াছেন—কর্ম জিজ্ঞাসার সাধন। আবার 'বিবরণ'কার ভামতীর ব্যাখ্যা মানেন না। তাঁহার মতে কর্ম জ্ঞানের সাক্ষাৎ সাধন। আর বৈরাগ্যের সহিত তীব্র জিজ্ঞাসা যতদিন না উৎপন্ন হয় ততদিন কর্ম করা কর্তব্য, তাহার পরে কর্মসন্ন্যাস। কোন কোন আচার্যের মতে আশ্রমোচিত কর্ম বিদ্যার উপযোগী (বৃঃ উঃ ৪/৪/২২—আচার্য কর্তৃক উদ্ধৃত, ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ৩/৪/৩৩), বর্ণমাত্রের ধর্মসমূহ নহে। 'কল্পতরু'—রচয়িতার মতে নিত্যকর্ম নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া তাহা তত্ত্ববিদ্যার উপযোগী, কিন্তু কাম্যকর্ম সেরূপ

**ফলিতার্থ** ঃ— অতএব, উভয়ের কলহ পরিহসনীয়

নহে। 'সংক্ষেপ-শারীরক'-রচয়িতা সর্বজ্ঞাত্ম মুনি কাম্য ও নিত্য সকল শুভকর্মকে তত্ত্ববিদ্যার উপযোগী (বৃঃ উঃ ৪/৪/২২) বলিয়াছেন ।

মোট কথা সকল আচার্যেরই মত এই যে যতদিন না তীব্র জিজ্ঞাসার উদয় হয় ততদিন সকল শুভকর্ম কর্তব্য, তাহার পরে নহে ॥

**বুদ্ধশ্চেন্ন বুভুৎসেত নাপ্যসৌ বুধ্যতে পুনঃ ।**
**অবাধাদনুবর্তেত বোধো ন ত্বন্যসাধনাৎ ॥ ২৭৭॥**

***অন্বয় ঃ*** চেৎ (যদি বল) বুদ্ধঃ (জ্ঞানী ব্যক্তি) ন বুভুৎসেত ([আর] জানিবার ইচ্ছা করেন না)। (উত্তর) অসৌ (ঐ জ্ঞানী) পুনঃ অপি (আবার) ন বুধ্যতে (জ্ঞানলাভ করেন না)। বোধঃ ([বেদবাক্যরূপ প্রমাণ জন্য] জ্ঞান) অবাধাৎ ([প্রবলতর প্রমাণরূপ] বাধকাভাবে) অনুবর্তেত (চলিতে থাকে)। অন্য-সাধনাৎ তু ন (তাহার নিবৃত্তি-সাধনার প্রয়োজন নাই ) ॥ ২৭৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যদি বল, জ্ঞানী-ব্যক্তির আর জ্ঞানের জিজ্ঞাসা নাই (অতএব তাঁহার প্রবৃত্তির প্রয়োজন নাই)। তাহার উত্তরে বলি, ঐ জ্ঞানীর আবার জ্ঞানলাভ করিতে হয় না (অতএব তাঁহার নিবৃত্তিরও প্রয়োজন নাই)। আর বেদবাক্যরূপ প্রমাণজন্য জ্ঞান অবাধে চলিতে থাকে; অতএব সেই জ্ঞানের অবাধতার জন্য অন্য সাধনার (নিবৃত্তি-সাধনার) প্রয়োজন নাই ॥২৭৭॥

**নাবিদ্যা নাপি তৎকার্যং বোধং বাধিতুমর্হতি ।**
**পুরৈব তত্ত্ববোধেন বাধিতে তে উভে যতঃ ॥২৭৮॥**

***অন্বয় ঃ*** ন অবিদ্যা (না অবিদ্যা) ন তৎকার্যম্ অপি (না তাহার কার্যরূপ কর্তৃত্বাদি অহংকারও) বোধম্ (বোধকে, জ্ঞানকে) বাধিতুম্ (বাধিত করিতে) অর্হতি (সমর্থ হয়)। যতঃ (কারণ) তে উভে (অবিদ্যা ও তৎকার্য—দুইটি) পুরা এব (পূর্বেই) তত্ত্ববোধেন (তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা) বাধিতে (বাধিত হইয়া গিয়াছে) ॥ ২৭৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অবিদ্যা এবং তাহার কার্য কর্তৃত্বাদি অহংকারও জ্ঞানের বাধক হইতে পারে না। কারণ তাহারা উভয়ে পূর্বেই তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা বাধিত হইয়া গিয়াছে ॥২৭৮॥

**বাধিতং দৃশ্যতামক্ষৈস্তেন বাধো ন দৃশ্যতে ।**
**জীবন্নাখুর্ন মার্জারং হন্তি হন্যাৎ কথং মৃতঃ ॥২৭৯॥**

***অন্বয় ঃ*** বাধিতম্ ([জ্ঞানদ্বারা] বাধিত [অবিদ্যাকার্য]) অক্ষৈঃ (ইন্দ্রিয়দ্বারা) দৃশ্যতাম্ (প্রতীত হউক), তেন (তাহার দ্বারা) বাধঃ (জ্ঞানের বাধা [হয়]) ন দৃশ্যতে ([এরূপ] দেখা যায় না)। জীবন্ আখুঃ (জীবিত থাকিতে মূষিক) মার্জারম্ (বিড়ালকে) ন হন্তি (মারিতে পারে না), মৃতঃ (মৃত মূষিক) কথম্ (কিপ্রকারে) হন্যাৎ (মারিবে)? ২৭৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** জ্ঞানদ্বারা বাধিত হইবার পরও যদি অবিদ্যা- কার্য ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রতীত হয় তবু তাহাতে জ্ঞানের বাধা হয় বলিয়া দেখা যায় না। যেমন, জীবিত মূষিক বিড়ালকে মারিতে পারে না তো মৃত মূষিক কি প্রকারে মারিবে?॥২৭৯॥

**অপি পাশুপতাস্ত্রেণ বিদ্ধশ্চেন্ন মমার যঃ ।**
**নিষ্ফলেষুবিতুন্নাঙ্গো নঙ্ক্ষ্যতীত্যত্র কা প্রমা ॥২৮০॥**

***অন্বয় ঃ*** যঃ (যে ব্যক্তি) পাশুপত-অস্ত্রেণ (পাশুপত অস্ত্রের দ্বারা) বিদ্ধঃ অপি (বিদ্ধ হইয়াও) ন চেৎ মমার (যদি না মরিল) নিঃ-ফল-ইষু-বিতুন্ন-অঙ্গঃ (ফলকহীন বাণ দ্বারা আহতদেহ হইয়া) নঙ্ক্ষ্যতি (নাশ পাইবে) ইতি অত্র (এই বিষয়ে) কা প্রমা (প্রমাণ কি)?॥২৮০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যে ব্যক্তি পাশুপত অস্ত্রের [মতন অমোঘ অস্ত্র] দ্বারা বিদ্ধ হইয়াও মরিল না, সে ফলকহীন বাণ দ্বারা আহতদেহ হইয়া মরিবে—এই বিষয়ে প্রমাণ কি ?॥২৮০॥

**আদাববিদ্যয়া চিত্রৈঃ স্বকার্যৈর্জৃম্ভমানয়া ।**
**যুধ্বা বোধোঽজয়ৎ সোঽদ্য সুদৃঢ়ো বাধ্যতাং কথম্ ॥২৮১॥**

***অন্বয় ঃ*** আদৌ (বিদ্যাভ্যাসকালে), [যে অবিদ্যা] চিত্রৈঃ স্বকার্যৈঃ (আপনার বিচিত্র কার্যদ্বারা) জৃম্ভমানয়া (বর্ধিতশক্তি হইয়াছিল যে, সেই) অবিদ্যয়া (অবিদ্যার সহিত) যুধ্বা (যুদ্ধ করিয়া) বোধঃ (জ্ঞান) অজয়ৎ (জয়লাভ করিয়াছিল); সঃ (সেই জ্ঞান) অদ্য (আজ, অবিদ্যানিবৃত্তির পর) সুদৃঢ়ঃ (অভ্যাসদ্বারা সুদৃঢ় [হইয়া]) কথম্ (কি প্রকারে) বাধ্যতাম্ (বাধিত হইবে) ?॥২৮১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** প্রথমে (বিদ্যাভ্যাসকালে) যে অবিদ্যা আপনার বিচিত্র কার্যদ্বারা বর্ধিতশক্তি হইয়াছিল, তাহার সহিত যুদ্ধে জ্ঞান জয়লাভ করিয়াছিল। আজ অজ্ঞান নিবৃত্তির পর, অভ্যাসদ্বারা সুদৃঢ় হইয়াছে যে জ্ঞান তাহা কি প্রকারে (সেই অবিদ্যাকার্যের আরোপ দ্বারা) বাধিত হইবে ? ॥২৮১॥

**তিষ্ঠন্ত্বজ্ঞানতৎকার্যশবা বোধেন মারিতাঃ ।**
**ন ভীতির্বোধসম্রাজঃ কীর্তিঃ প্রত্যুত তস্য তৈঃ ॥২৮২॥**

***অন্বয় ঃ*** বোধেন (তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা) মারিতাঃ (নিহত) অজ্ঞান-তৎকার্য-শবাঃ (অজ্ঞান ও তাহার কার্যের মৃতদেহ সকল) তিষ্ঠন্তু (পড়িয়া থাকুক), তৈঃ (তাহাদের দ্বারা) বোধ-সম্রাজঃ (জ্ঞানসম্রাটের) ভীতিঃ ন (ভয়ের কিছু নাই), প্রত্যুত (বরঞ্চ) তস্য (তাঁহার) কীর্তিঃ (কীর্তি [প্রমাণিত হয়]) ॥২৮২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা নিহত অজ্ঞান ও তাহার কার্যের মৃতদেহ-সকল পড়িয়া থাকুক, তাহাতে জ্ঞানরূপ সম্রাটের ভয়ের কিছু নাই, বরং ইহাদ্বারা তাঁহার যশ হয় ।।২৮২।।

**য এবমতিশূরেণ বোধেন ন বিযুজ্যতে ।**
**প্রবৃত্ত্যা বা নিবৃত্ত্যা বা দেহাদিগতয়াস্য কিম্ ।।২৮৩।।**

***অন্বয় ঃ*** যঃ (যে ব্যক্তি) এবম্ (এইরূপ) অতিশূরেণ (প্রবল পরাক্রান্ত) বোধেন (ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞান হইতে) ন বিযুজ্যতে (বিযুক্ত হন না), অস্য (তাঁহার) দেহাদি-গতয়া (দেহাদিগত) প্রবৃত্ত্যা বা (প্রবৃত্তিদ্বারা) নিবৃত্ত্যা বা (বা নিবৃত্তিদ্বারা) কিম্ (কি আসে যায়)? ।।২৮৩।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যে ব্যক্তি এইরূপ প্রবল-পরাক্রান্ত ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞান হইতে বিযুক্ত হন না, তাঁহার দেহাদিগত প্রবৃত্তিতে বা নিবৃত্তিতে কি আসে যায়? ।। ২৮৩ ।।

**প্রবৃত্তাবাগ্রহো ন্যায্যো বোধহীনস্য সর্বথা ।**
**স্বর্গায় বাপবর্গায় যতিতব্যং যতো নৃভিঃ ।।২৮৪।।**

***অন্বয় ঃ*** বোধ-হীনস্য (অজ্ঞানীর) প্রবৃত্তৌ (প্রবৃত্তিতে) সর্বথা (সর্বপ্রকার) আগ্রহঃ (আগ্রহ করা) ন্যায্যঃ (উচিত), যতঃ (কারণ) নৃভিঃ (সকল মনুষ্যের) স্বর্গায় বা অপবর্গায় (স্বর্গের কামনায় অথবা মোক্ষের কামনায়) যতিতব্যং (যত্নশীল হওয়া কর্তব্য) ।। ২৮৪ ।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অজ্ঞানীর (যজ্ঞাদিরূপ বা শ্রবণাদিরূপ) প্রবৃত্তিতে বা অনুষ্ঠানে সর্বপ্রকারে আগ্রহ করা উচিত। কারণ স্বর্গের অথবা মোক্ষের[১] কামনায় সকল মনুষ্যের যত্নশীল হওয়া কর্তব্য ।।২৮৪ ।।

**বিদ্বাংশ্চেত্তাদৃশাং মধ্যে তিষ্ঠেত্তদনুরোধতঃ ।**
**কায়েন মনসা বাচা করোত্যেবাখিলাঃ ক্রিয়াঃ ।।২৮৫।।**

***অন্বয় ঃ*** বিদ্বান্ (জ্ঞানী) তাদৃশাম্ মধ্যে (সেইরূপ অজ্ঞানিগণের মধ্যে) চেৎ (যদি) তিষ্ঠেৎ (অবস্থান করেন), [তবে] তদনুরোধতঃ (তদনুরোধে) কায়েন মনসা বাচা (কায়মনোবাক্যে) অখিলাঃ ক্রিয়াঃ (সকল কর্ম) করোতি এব (করেনই) ।। ২৮৫ ।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** জ্ঞানী যদি সেইরূপ অজ্ঞানিগণের মধ্যে থাকেন তাহা হইলে, পরিস্থিতিবশতঃ[২] কায়মনোবাক্যে (অনাসক্ত হইয়া) সকল কর্ম করেনই (তাহাতে ক্ষতি নাই) ।।২৮৫ ।।

১ মহাভারতের উদ্যোগ পর্বে বিদুরের উপদেশ দ্রষ্টব্য—৩৫/৬৭-৬৮
২ দ্রষ্টব্য গীতা ৩/২৫-২৬

**এষ মধ্যে বুভুৎসূনাং যদা তিষ্ঠেত্তদা পুনঃ ।**
**বোধায়ৈষাং ক্রিয়াঃ সর্বা দূষয়ংস্ত্যজতু স্বয়ম্ ॥২৮৬॥**

***অন্বয় ঃ*** এষঃ (এই জ্ঞানী) পুনঃ (আবার) বুভুৎসূনাম্ মধ্যে (তত্ত্বজিজ্ঞাসুদিগের মধ্যে) যদা তিষ্ঠেৎ (যখন অবস্থান করেন), তদা (তখন) এষাম্ বোধায় (ইহাদের জ্ঞানোৎপাদনের উদ্দেশ্যে) সর্বাঃ ক্রিয়াঃ (সকল কর্মের) দূষয়ন্ (দোষ দেখাইয়া) স্বয়ম্ (নিজে) ত্যজতু (ত্যাগ করিবেন) ॥২৮৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** আবার এই জ্ঞানী যখন তত্ত্বজিজ্ঞাসুদিগের মধ্যে অবস্থান করেন, তখন সকলকর্মের দোষ দেখাইয়া[১] নিজে তাহার ত্যাগ করিবেন ॥২৮৬॥

**অবিদ্বদনুসারেণ বৃত্তির্বুদ্ধস্য যুজ্যতে ।**
**স্তনন্ধয়ানুসারেণ বর্ততে তৎপিতা যতঃ ॥২৮৭॥**

***অন্বয় ঃ*** অবিদ্বৎ-অনুসারেণ (অজ্ঞানিগণের অনুসরণ করিয়া) বুদ্ধস্য (জ্ঞানীর) বৃত্তিঃ (ব্যবহার) যুজ্যতে (যুক্তিযুক্ত হয়)। যতঃ (যেহেতু) স্তনন্ধয়-অনুসারেণ (স্তন্যপায়ী শিশুর ইচ্ছানুসারে) তৎপিতা (তাহার পিতা) বর্ততে (ব্যবহার করিয়া থাকেন) ॥২৮৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অজ্ঞানিগণের অনুসরণে জ্ঞানীর যে ব্যবহার তাহা যুক্তিযুক্ত। যেহেতু স্তন্যপায়ী অবোধ শিশুর ইচ্ছানুসারে (বায়না অনুযায়ী) তাহার পিতা[২] ব্যবহার করিয়া থাকেন ॥২৮৭॥

**অধিক্ষিপ্তস্তাড়িতো বা বালেন স্বপিতা তদা ।**
**ন ক্লিশ্নাতি ন কুপ্যেত[৩] বালং প্রত্যুত লালয়েৎ ॥২৮৮॥**

***অন্বয় ঃ*** বালেন (বালকের দ্বারা) স্বপিতা (তাহার নিজপিতা) অধিক্ষিপ্তঃ (নিক্ষিপ্ত কর্দমাদি বা মলমূত্রাদি দ্বারা ক্লিন্ন হইলে) বা তাড়িতঃ (অথবা প্রহৃত হইলে) তদা (তখন) ন ক্লিশ্নাতি (ক্লেশ বোধ করেন না) ন কুপ্যেত (কুপিতও হন না) প্রত্যুত (বরং) [ক্রীড়নকাদি দ্বারা] বালম্ (শিশুকে) লালয়েৎ (পালন করেন) ॥২৮৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** পিতা যেমন শিশুপুত্রকর্তৃক নিক্ষিপ্ত কর্দম-মলমূত্রাদিদ্বারা ক্লিন্ন বা প্রহৃত হইলে ক্লেশ বোধ করেন না বা কুপিত হন না, বরং ক্রীড়নকাদিদ্বারা শিশুকে পালন করেন, সেইরূপ— ॥২৮৮॥

১ কৈঃ উঃ ৪২, মঃ নাঃ উঃ ১০/৫, গীতা—১৮/৬৬

২ কৈঃ উঃ ২.২, কৌঃ ব্রাঃ উঃ ১/৪। স্তনন্ধয়ঃ—স্তনং ধয়তি। স্তন + ধে ধাতু + খশ্, মুম্ চ—স্তন্যপায়ী শিশু ।

৩ কুপ্যেচ্চ—এই পাঠান্তর ।

**নিন্দিতঃ স্তূয়মানো বা বিদ্বানজ্ঞৈর্ন নিন্দতি ।**
**ন স্তৌতি কিন্তু তেষাং স্যাদ্যথা বোধস্তথাচরেৎ ।।২৮৯।।**

***অন্বয় ঃ*** বিদ্বান্ (জ্ঞানী) অজ্ঞৈঃ (অজ্ঞানী দ্বারা) নিন্দিতঃ (নিন্দিত হইলে) বা (অথবা) স্তূয়মানঃ (স্তুত হইলে) ন নিন্দতি (অজ্ঞজনের নিন্দা করেন না) ন স্তৌতি (স্তুতি করেন না) কিন্তু (কিন্তু) তেষাম্ (তাহাদিগের) যথা (যাহাতে) বোধঃ স্যাৎ (জ্ঞানোদয় হয়) তথা আচরেৎ (সেইরূপ আচরণ করেন) ।। ২৮৯।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** জ্ঞানী যদি অজ্ঞানী দ্বারা নিন্দিত বা স্তুত হন, তাহাতে তিনি অজ্ঞানীর নিন্দা বা স্তুতি কিছু করেন না। কিন্তু যাহাতে তাহাদের জ্ঞানোদয় হয়, তিনি সেইরূপ আচরণ করেন ।।২৮৯।।

**যেনায়ং নটনেনাত্র বুধ্যতে কার্যমেব তৎ ।**
**অজ্ঞপ্রবোধান্নৈবান্যৎ কার্যমস্ত্যত্র তদ্বিদঃ ।। ২৯০।।**

***অন্বয় ঃ*** অত্র (এই সংসারে) অয়ম্ (এই অজ্ঞজন) যেন (যে প্রকার) নটনেন (অভিনয় দ্বারা, আচরণ দ্বারা) বুধ্যতে (জ্ঞানলাভ করিতে পারে) তৎ এব (তত্ত্বজ্ঞের সেইরূপ আচরণ) কার্যম্ (কর্তব্য); তৎ-বিদঃ (জ্ঞানীর) অত্র (এই লোকে) অজ্ঞ-প্রবোধাৎ অন্যৎ (অজ্ঞানীকে বুঝানো ভিন্ন অন্য কোন) কার্যম্ (কার্য) ন অস্তি এব (নাই-ই) ।। ২৯০।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এই সংসারে জ্ঞানীর যে-প্রকার আচরণ দ্বারা অজ্ঞজন জ্ঞানলাভ করিতে পারে, তত্ত্বজ্ঞের সেইপ্রকার আচরণ কর্তব্য। অজ্ঞানীর বোধ উৎপাদন করা ভিন্ন জ্ঞানীর ইহলোকে অন্য কোন কাজই নাই ।।২৯০।।

**কৃতকৃত্যতয়া তৃপ্তঃ প্রাপ্তপ্রাপ্যতয়া পুনঃ ।**
**তৃপ্যন্নেবং স্বমনসা মন্যতেঽসৌ নিরন্তরম্ ।।২৯১।।**

***অন্বয় ঃ*** অসৌ (তিনি, তত্ত্বজ্ঞানী) কৃত-কৃত্যতয়া (কর্তব্যসমূহ সম্পাদিত হইবার ফলে) তৃপ্তঃ (তৃপ্ত হন) পুনঃ (এবং) প্রাপ্ত-প্রাপ্যতয়া (প্রাপ্তসমূহ লাভ করিবার ফলে) তৃপ্যন্ (তৃপ্ত হইয়া) নিরন্তরম্ (নিরন্তর) এবম্ (এইপ্রকার) স্বমনসা মন্যতে (মনে মনে চিন্তা করেন) ।।২৯১।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সেই তত্ত্বজ্ঞানী কৃতকৃত্য হইয়া এবং প্রাপ্তব্যসমূহ প্রাপ্ত হইয়া, আনন্দে, নিরন্তর এই প্রকার মনে মনে চিন্তা করেন— ।।২৯১।।[১]

---

১ ২৯১ হইতে ২৯৭ সংখ্যক শ্লোকসমূহ চতুর্দশ অধ্যায়ে পুনরুদ্ধৃত হইয়াছে (৫৮-৬৪)। বসুমতী সংস্করণের চতুর্দশ অধ্যায় ৪০ শ্লোকেই শেষ হইয়াছে ।।

**ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং নিত্যং স্বাত্মানমঞ্জসা বেদ্মি ।**
**ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং ব্রহ্মানন্দো বিভাতি মে স্পষ্টম্ ॥২৯২॥**

***অন্বয় ঃ*** নিত্যম্ (অনবরত) স্বাত্মানম্ (নিজ আত্মাকে), [আমি] অঞ্জসা (যথার্থ, অপরোক্ষভাবে) বেদ্মি (সাক্ষাৎকার করিতেছি), [সেইহেতু] অহম্ ধন্যঃ, অহম্ ধন্যঃ (আমি ধন্য, আমি ধন্য)। ব্রহ্মানন্দঃ (ব্রহ্মানন্দ) মে (আমার নিকট) স্পষ্টম্ বিভাতি (সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছে) [সুতরাং] অহম্ ধন্যঃ, অহম্ ধন্যঃ (আমি ধন্য, আমি ধন্য) ॥২৯২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** আমি নিরন্তর অপরোক্ষভাবে আত্মার সাক্ষাৎকার করিতেছি—অতএব আমি ধন্য, আমি ধন্য। ব্রহ্মানন্দ আমার নিকট সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছে—আমি ধন্য, আমি ধন্য ॥২৯২॥

**ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং দুঃখং সাংসারিকং ন বীক্ষেঽদ্য ।**
**ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং স্বস্যাজ্ঞানং পলায়িতং ক্বাপি ॥২৯৩॥**

***অন্বয় ঃ*** অহম্ ধন্যঃ, অহম্ ধন্যঃ (আমি ধন্য, আমি ধন্য), [কারণ] সাংসারিকম্ দুঃখম্ (সাংসারিক দুঃখ) অদ্য (আজ আর) ন বীক্ষে (দেখিতেছি না)। ধন্যঃ অহম্, ধন্যঃ অহম্ (আমি ধন্য, আমি ধন্য) [কারণ] স্বস্য অজ্ঞানম্ (আমার অজ্ঞান) ক্ব অপি (কোথায়) পলায়িতম্ (পলাইয়াছে) ॥২৯৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** আমি ধন্য, আমি ধন্য —কারণ সাংসারিক দুঃখ এখন আর দেখিতেছি না। ধন্য আমি, ধন্য—কারণ আমার অজ্ঞান কোথায় পলাইয়াছে॥ ২৯৩॥

**ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং কর্তব্যং মে ন বিদ্যতে কিঞ্চিৎ ।**
**ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং প্রাপ্তব্যং সর্বমদ্য সম্পন্নম্ ॥২৯৪॥**

***অন্বয় ঃ*** অহম্ ধন্যঃ, অহম্ ধন্যঃ (আমি ধন্য, আমি ধন্য) [কারণ] মে কর্তব্যম্ (আমার করণীয়) কিঞ্চিৎ (কিছুমাত্র) ন বিদ্যতে (অবশিষ্ট নাই)। অহম্ ধন্যঃ, অহম্ ধন্যঃ (আমি ধন্য, আমি ধন্য) [কারণ] প্রাপ্তব্যম্ সর্বম্ (সকল প্রাপ্তব্য) অদ্য সম্পন্নম্ (আজ পাওয়া হইয়াছে ) ॥২৯৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** আমি ধন্য, আমি ধন্য, কারণ আমার কর্তব্যের আর কিছুই নাই। ধন্য আমি ধন্য, কারণ প্রাপ্তব্য সকল পাইয়াছি ॥২৯৪॥

**ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং তৃপ্তের্মে কোপমা ভবেল্লোকে ।**
**ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং ধন্যো ধন্যঃ পুনঃ পুনর্ধন্যঃ ॥২৯৫॥**

***অন্বয় ঃ*** অহম্ ধন্যঃ, অহম্ ধন্যঃ (আমি ধন্য, আমি ধন্য), মে তৃপ্তেঃ (আমার

এই তৃপ্তির) লোকে (এই সংসারে) কা উপমা (কি উপমা) ভবেৎ (আছে)? অহম্ ধন্যঃ, অহম্ ধন্যঃ (আমি ধন্য, আমি ধন্য) ধন্যঃ ধন্যঃ পুনঃ পুনঃ ধন্যঃ (ধন্য ধন্য পুনঃ পুনঃ ধন্য) ॥ ২৯৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ধন্য আমি ধন্য, আমার নিরতিশয়া তৃপ্তির কোন্ উপমা এই সংসারে পাওয়া যায়? (অর্থাৎ ইহার কোন উপমা নাই)। আমি ধন্য, আমি ধন্য, ধন্য ধন্য, পুনঃ পুনঃ ধন্য ॥ ২৯৫॥

***তাৎপর্য ঃ*** নিরতিশয় তৃপ্তির আর কোন সাংসারিক উপমা হইতে পারে না। এই তৃপ্তি যথার্থ, সম্পূর্ণ, অসীম এবং চূড়ান্ত। এই সর্বশ্রেষ্ঠ তৃপ্তিলাভে তত্ত্বজ্ঞানীর যে আনন্দ তাহা এই শ্লোকে শব্দের পুনরুক্তিতে পরিস্ফুট। ভগবান বুদ্ধ সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে বোধি লাভের পর তিনি সাত দিন অবিশ্রাম বোধিবৃক্ষ প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন। (আরও তুলনীয় তৈঃ উঃ ৩/১০/৫-৬ )

**অহো পুণ্যমহো পুণ্যং ফলিতং ফলিতং দৃঢ়ম্ ।**
**অস্য পুণ্যস্য সম্পত্তেরহো বয়মহো বয়ম্ ॥ ২৯৬॥**

***অন্বয় ঃ*** অহো পুণ্যম্ অহো পুণ্যম্ (অহো আমার কী পুণ্য, কী পুণ্য) দৃঢ়ম্ ফলিতম্ ফলিতম্ (কী অক্ষয় ফললাভ না ইহা করিয়াছে)। অস্য পুণ্যস্য (এই পুণ্যের) সম্পত্তেঃ (সম্পাদনহেতু) অহো বয়ম্ (আমরা কী বিস্ময়কর)। বয়ম অহো (আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ) ॥ ২৯৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অহো, আমার কী পুণ্য! অহো, আমার কী পুণ্য! কী অক্ষয় ফললাভ না ইহা করিয়াছে। এই পুণ্যের সম্পাদনহেতু আমরা কী বিস্ময়কর! আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ ॥ ২৯৬॥

**অহো শাস্ত্রমহো শাস্ত্রমহো গুরুরহো গুরুঃ ।**
**অহো জ্ঞানমহো জ্ঞানমহো সুখমহো সুখম্ ॥ ২৯৭॥**

***অন্বয় ঃ*** অহো শাস্ত্রম্ (অহো কী অমোঘ শাস্ত্র)। অহো শাস্ত্রম্ (অহো কী অপ্রাপ্ত শাস্ত্র)। অহো গুরুঃ (আহা কী মহান্ শাস্ত্রোপদেষ্টা আচার্য)! অহো গুরুঃ (অহো কী ক্রান্তদর্শী আচার্য)! অহো জ্ঞানম্ (অহো সকল সাধনের ফলস্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান কী বিস্ময়কর! অহো জ্ঞানম্ (অহো কী বিস্ময়কর এই জ্ঞান)। অহো সুখম্ (আহা কী সুখ)। অহো সুখম্ (আহা কী নিরতিশয় এই তৃপ্তি) ॥ ২৯৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** আহা কী অমোঘ শাস্ত্র! কী অভ্রান্ত শাস্ত্র! আহা কী মহান্ শাস্ত্রোপদেষ্টা আচার্য*! কী ক্রান্তদর্শী আচার্য! আহা সকল সাধনের ফলস্বরূপ

* "আশ্চর্যবক্তা, কুশলোঽস্যলব্ধা...."—কঃ উঃ ২/৭

তত্ত্বজ্ঞান কী বিস্ময়কর! আহা কী বিস্ময়কর এই জ্ঞান! আহা কী সুখ! আহা কী নিরতিশয় এই তৃপ্তি! ॥২৯৭॥

**তৃপ্তিদীপমিমং নিত্যং যেঽনুসন্দধতে বুধাঃ ।**
**ব্রহ্মানন্দে নিমজ্জন্তস্তে তৃপ্যন্তি নিরন্তরম্ ॥২৯৮॥**

**অন্বয় ঃ** যে বুধাঃ (যে বিজ্ঞব্যক্তিগণ) ইমম্ তৃপ্তিদীপম্ (এই তৃপ্তিদীপ নামক প্রকরণ) নিত্যম্ অনুসন্দধতে (নিত্য পর্যালোচনা করেন) তে (তাঁহারা) ব্রহ্মানন্দে নিমজ্জন্তঃ (ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হইয়া) নিরন্তরম্ (অনবরত) তৃপ্যন্তি (তৃপ্তিলাভ করিতে থাকেন) ॥২৯৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যে বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই তৃপ্তিদীপ নামক প্রকরণ নিত্য পর্যালোচনা করেন, তাঁহারা ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হইয়া অনবরত তৃপ্তি লাভ করিতে থাকেন ॥২৯৮॥

**॥ ইতি তৃপ্তিদীপ-প্রকরণম্ সমাপ্তম্ ॥**

॥ তৃপ্তিদীপ-প্রকরণ সমাপ্ত হইল ॥

# পঞ্চদশী

## অষ্টম অধ্যায়

### ।। কূটস্থদীপ-প্রকরণ ।।

**খাদিত্যদীপিতে কুড্যে দর্পণাদিত্যদীপ্তিবৎ ।**
**কূটস্থভাসিতো দেহো ধীস্থজীবেন ভাস্যতে ।। ১ ।।**

***অন্বয় ঃ*** খ-আদিত্য-দীপিতে (আকাশস্থিত-সূর্যদ্বারা আলোকিত) কুড্যে (দেওয়ালে) দর্পণ-আদিত্য-দীপ্তিবৎ (দর্পণে প্রতিফলিত সূর্যের আলোক পতনের ন্যায়) কূটস্থ-ভাসিতঃ দেহঃ (কূটস্থদ্বারা প্রকাশিত দেহ) ধীস্থ-জীবেন (বুদ্ধিতে প্রতিফলিত চৈতন্যদ্বারা) ভাস্যতে (প্রকাশিত হয়) ।। ১ ।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** আকাশস্থিত সূর্যের আলোকদ্বারা সাধারণভাবে আলোকিত দেওয়ালে দর্পণপ্রতিফলিত সূর্যরশ্মি আবার পড়িলে ঐ দেওয়াল যেমন বিশেষরূপে আলোকিত হয়, সেইরূপ কূটস্থদ্বারা প্রকাশিত দেহ বুদ্ধিস্থ জীবচৈতন্যদ্বারা অধিকতর প্রকাশিত হয় ।। ১ ।।

*বিবৃতি ঃ* আরব্ধ অধ্যায়ে কূটস্থ চৈতন্যের কথা বলা হইতেছে। কূটস্থ প্রত্যগাত্মস্বরূপ এবং ইনি বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য অর্থাৎ চিদাভাস হইতে ভিন্ন ইহা বলা হইবে। —(উপদেশসাহস্রী ১৫-৩৩ দ্রষ্টব্য)

**অনেকদর্পণাদিত্যদীপ্তীনাং বহুসন্ধিষু ।**
**ইতরা ব্যজ্যতে তাসামভাবেঽপি প্রকাশতে ।। ২ ।।**

***অন্বয় ঃ*** অনেক-দর্পণ-আদিত্য-দীপ্তীনাম্ ([সূর্যালোকদ্বারা সাধারণভাবে প্রকাশিত গৃহপ্রাচীরে] অনেক দর্পণ-প্রতিফলিত সূর্যরশ্মি পড়িলে, তাহাদের) বহু-সন্ধিষু (অনেক সংযোগস্থলে যে অবকাশ থাকে, তাহাতে) ইতরা ব্যজ্যতে (আকাশস্থ সূর্যের আলোকমাত্র দেখা যায়)। তাসাম্ অভাবে অপি (দর্পণপ্রতিফলিত সূর্যকিরণের অভাবেও), [সেই দেওয়াল আকাশস্থ সূর্যালোকদ্বারা] প্রকাশতে (আলোকিত থাকে) ।। ২ ।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (আকাশস্থ সূর্যের আলোকদ্বারা সাধারণভাবে আলোকিত দেওয়ালে) অনেক দর্পণদ্বারা প্রতিফলিত সূর্যালোক পড়িলে, ঐসব প্রতিফলনের সন্ধিস্থলে যে অবকাশ (বা ফাঁক) থাকে, তাহা আকাশস্থ সূর্যের আলোকদ্বারা

প্রকাশিত থাকে। (অধিক কি) দর্পণপ্রতিফলিত আলোকের অভাবেও আকাশস্থ সূর্যের আলোকের দ্বারা দেওয়াল সাধারণভাবে প্রকাশিত থাকে ॥২॥

*তাৎপর্য ঃ* শরীর দুই আলোকদ্বারা উদ্ভাসিত হয় ।

**চিদাভাসবিশিষ্টানাং তথানেকধিয়ামসৌ ।**
**সন্ধিং ধিয়ামভাবঞ্চ ভাসয়ন্ প্রবিবিচ্যতাম্ ॥৩॥**

*অন্বয় ঃ* তথা (সেইরূপ) চিদাভাস-বিশিষ্টানাম্ (চিদাভাসবিশিষ্ট, চৈতন্য-প্রতিবিম্বযুক্ত) অনেক-ধিয়াম্ (অনেক বুদ্ধিবৃত্তির) সন্ধিম্ (সংযোগস্থলরূপ অন্তরালকে) চ (এবং) ধিয়াম্ অভাবম্ (বুদ্ধিবৃত্তিসমূহের অভাবকে) ভাসয়ন্ (প্রকাশিত করিয়া) অসৌ (ঐ [কূটস্থ]) [রহিয়াছেন; তাহাকে] প্রবিবিচ্যতাম্ ([চিদাভাসযুক্ত বুদ্ধিবৃত্তি হইতে] পৃথক করিয়া লও) ॥ ৩॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* সেইরূপ, চিদাভাসবিশিষ্ট অনেক বুদ্ধিবৃত্তির অন্তরালকে[১] এবং বুদ্ধিবৃত্তিসমূহের অভাবকে প্রকাশিত করিয়া যে কূটস্থ বিদ্যমান, তাঁহাকে চিদাভাসবিশিষ্ট বুদ্ধিবৃত্তি হইতে পৃথক করিয়া চিনিয়া লও ॥ ৩ ॥

**ঘটৈকাকারধীস্থা চিদ্ঘটমেবাবভাসয়েৎ ।**
**ঘটস্য জ্ঞাততা ব্রহ্মচৈতন্যেনাবভাসতে ॥৪॥**

*অন্বয় ঃ* ঘট-একাকার-ধী-স্থা চিৎ (ঘটের সহিত একাকারে আকারিত বুদ্ধিতে অবস্থিত আভাসচৈতন্য) ঘটম্ এব (ঘটকেই) অবভাসয়েৎ (প্রকাশ করে)। ঘটস্য জ্ঞাততা (ঘটের জ্ঞাততা তর্থাৎ "ঘট জানা গিয়াছে"—এইপ্রকার জ্ঞানের-বিষয়তা) ব্রহ্ম-চৈতন্যেন (ব্রহ্মচৈতন্যদ্বারা) অবভাসতে (প্রকাশিত হয়, ঘটিয়া থাকে) ॥ ৪ ॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* ঘটাকারকারিত বুদ্ধিতে অবস্থিত আভাসচৈতন্য ঘটকেই প্রকাশ করে। (আর) ঘটের জ্ঞাততা ব্রহ্মচৈতন্য দ্বারা প্রকাশিত হয় অর্থাৎ ব্রহ্মচৈতন্য অবভাসকরূপে আছেন বলিয়া ঘটের জ্ঞাততা-কে জানা যায় ॥ ৪ ॥[২]

১ অবকাশ দুই প্রকার— (১) একপ্রকার বৃত্তি বিনষ্ট হইয়া অন্য প্রকার বৃত্তি উৎপন্ন হইবার মধ্যেকার অবকাশ, এবং (২) জাগ্রদাদি অবস্থার একটির অন্তে এবং অবশিষ্ট দুই অবস্থার আদিতে যে অবকাশ অনুভূত হয়, তাহা ।

২ এখানে দুই প্রকার জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে ঃ (১) ঘটের জ্ঞান; (২) ঘটের যে জ্ঞান হইতেছে, তাহার জ্ঞান। প্রথম জ্ঞানটিতে আমার ঘটবিষয়ক অজ্ঞান দূর হয়। ইহা বুদ্ধিবৃত্তির কাজ। বুদ্ধিবৃত্তি ঘটের আকারে আকারিত হইয়া যায় বলিয়া ঘট প্রকাশিত বা জ্ঞাত হয়। আবার বৃত্তি যেহেতু অস্থায়ী অতএব তাহাতে যে ঘটজ্ঞান হয় তাহাও অস্থায়ী হইবে। সুতরাং এই ঘটজ্ঞানের প্রকাশক বা জ্ঞাতারূপে অপরিবর্তনশীল যে সত্তার প্রয়োজন, তিনি কূটস্থ। অর্থাৎ আমার এইরূপজ্ঞান যে 'আমি ঘটকে জানি'। ইহাতে জ্ঞাতা বিষয়ক অনবস্থা দোষের নিরাকরণ হয় ।

**অজ্ঞাতত্বেন জ্ঞাতোঽয়ং ঘটো বুদ্ধ্যুদয়াৎ পুরা ।**
**ব্রহ্মণৈবোপরিষ্ঠাত্তু জ্ঞাতত্বেনেত্যসৌ ভিদা ॥৫॥**

***অন্বয় ঃ*** বুদ্ধি-উদয়াৎ পুরা (বুদ্ধিবৃত্তির কার্যের পূর্বে) অয়ম্ ঘটঃ (এই ঘট) ব্রহ্মণা এব (ব্রহ্মচৈতন্যের দ্বারাই) অজ্ঞাতত্বেন (অজ্ঞাতরূপে) জ্ঞাতঃ (প্রকাশিত ছিল)। তু (কিন্তু) উপরিষ্ঠাৎ ([বুদ্ধিবৃত্তির কার্যের] পরে) জ্ঞাতত্বেন ([বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা] জ্ঞাতরূপে) [প্রকাশিত হইল]। ইতি অসৌ ভিদা (ইহাই ভেদ) ॥৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বুদ্ধির উদয়ের পূর্বে এই ঘট (বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা) অজ্ঞাতরূপে (অপ্রকাশিতরূপে কিন্তু) ব্রহ্মদ্বারাই প্রকাশিত ছিল। পরন্তু বুদ্ধিবৃত্তির কার্যের পরে বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারাই জ্ঞাতরূপে প্রকাশিত হইল। ইহা একমাত্র ভেদ। (অর্থাৎ ঘট ব্রহ্মচৈতন্যদ্বারা প্রকাশিত থাকিলেও বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োজনীয়তা এইখানে আছে) ॥৫॥[1]

**চিদাভাসান্তধীবৃত্তির্জ্ঞানং লোহান্তকুন্তবৎ ।**
**জাড্যমজ্ঞানমেতাভ্যাং ব্যাপ্তঃ কুম্ভো দ্বিধোচ্যতে ॥৬॥**

***অন্বয় ঃ*** লোহ-অন্ত-কুন্তবৎ (যেমন কুন্তের অর্থাৎ শূলের অন্ত অর্থাৎ অগ্রভাগ লৌহদ্বারা যুক্ত হইয়া তীক্ষ্ণধার যুক্ত হয় সেইরূপ) চিৎ-আভাস-অন্ত-ধী-বৃত্তিঃ (চিদাভাসযুক্ত বুদ্ধিবৃত্তি) জ্ঞানম্ (জ্ঞান); [আর যাহা] জাড্যম্ (জড়, প্রকাশরহিত, তাহা) অজ্ঞানম্ (অজ্ঞান)। এতাভ্যাম্ (এই উভয়দ্বারা) ব্যাপ্তঃ (ব্যাপ্ত) কুম্ভঃ (ঘট) দ্বিধা উচ্যতে (দুই প্রকারে—জ্ঞাত ও অজ্ঞাত—কথিত হয়) ॥৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অগ্রভাগ লৌহদ্বারা যুক্ত তীক্ষ্ণধার বর্শা বা শূলের ন্যায় চিদাভাসযুক্ত বুদ্ধিবৃত্তি জ্ঞান; আর যাহা জড়[2] বা প্রকাশরহিত তাহা অজ্ঞান। এতদুভয় দ্বারা ব্যাপ্ত ঘট জ্ঞাত ও অজ্ঞাত—এই দুইপ্রকারে কথিত হয় ॥৬॥

---

১ অভিপ্রায় এই যে—স্বপ্রকাশব্রহ্মের বিদ্যমানতায় "আমি জানি যে আমি ঘটকে জানি না," এবং "আমি জানি যে আমি ঘটকে জানি"—এই প্রকারের বাক্য সম্ভব হয়। উপরোক্ত প্রথম বাক্যের "যে...জানি না" এই অংশ এবং দ্বিতীয় বাক্যের "যে...জানি" এই অংশ যথাক্রমে বৃত্তির অভাব ও উপস্থিতির বা সদ্ভাবের উপর নির্ভর করে।

২ বাহ্য ও আন্তর সকল বস্তু বা বিষয় স্বভাবতঃই জড়, কারণ তাহাদের অস্তিত্ব সত্ত্বেও কিছু একটা আবরণের ফলে তাহারা প্রকাশরহিত। এই আবরণ অনাদি, কিন্তু অনন্ত নহে। অজ্ঞান ও এই আবরণ সমার্থক। জ্ঞানের দ্বারা আবরণ বিনষ্ট হইলে বস্তু জ্ঞাত হইয়া যায়। চিদাভাসবিশিষ্ট বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা এই আবরণ ভেদ ঘটিয়া থাকে। (দ্রষ্টব্য—তৃপ্তিদীপপ্রকরণ—৭/৯)

বেদান্তমতে অজ্ঞান ভাবস্বভাব নয়, অভাবস্বভাবও নয়—ইহা ভাবরূপ (ভাবস্য রূপম্ ইব রূপম্ যস্য সঃ)। অজ্ঞান যদি সদ্বস্তু হয়, তাহা হইলে "নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ..." ইত্যাদি গীতোক্ত (২/১৬) ভগবদ্বাক্য নিরর্থক হইয়া যায়। অতএব, অজ্ঞান "সদসদ্ভ্যাম্ অনির্বচনীয়ম্"—সৎ নয়, অসৎ নয়, সদসৎও নয়—অনির্বচনীয়স্বরূপ।

**অজ্ঞাতো ব্রহ্মণা ভাস্যো জ্ঞাতঃ কুম্ভস্তথা ন কিম্ ।**
**জ্ঞাতত্বজননেনৈব চিদাভাসপরিক্ষয়ঃ ॥৭॥**

*অন্বয়ঃ* অজ্ঞাতঃ (অজ্ঞাত ঘট) ব্রহ্মণা (ব্রহ্মদ্বারা) ভাস্যঃ (অবভাসিত হইবার যোগ্য)। জ্ঞাতঃ কুম্ভঃ (জ্ঞাত ঘটও) তথা কিম্ ন (সেইরূপ হইবে না কেন)? [যেহেতু] জ্ঞাতত্বজননে এব (জ্ঞাততা উৎপাদন করিয়াই) চিদাভাস-পরিক্ষয়ঃ (চিদাভাসের লয় অর্থাৎ চরিতার্থতা হয়) ॥৭॥

*বঙ্গানুবাদঃ* অজ্ঞাত ঘট ব্রহ্মদ্বারা অবভাসিত হইবার যোগ্য। জ্ঞাত ঘটও সেইরূপ হইবে না কেন? যেহেতু জ্ঞাততা উৎপাদন করিয়াই চিদাভাসের লয় বা চরিতার্থতা হয় (অতএব জ্ঞাত ঘটও ব্রহ্মদ্বারা অবভাসিত হয়) ॥৭॥[১]

**আভাসহীনয়া বুদ্ধ্যা জ্ঞাতত্বং নৈব জন্যতে ।**
**তাদৃগ্বুদ্ধের্বিশেষঃ কো মৃদাদেঃ স্যাদ্বিকারিণঃ ॥৮॥**

*অন্বয়ঃ* আভাস-হীনযা বুদ্ধ্যা (চিদাভাসবিযুক্ত বুদ্ধিদ্বারা) জ্ঞাতত্বম্ (জ্ঞাততা) ন এব জন্যতে (কখনই উৎপাদিত হয় না)। তাদৃক্-বুদ্ধেঃ (চিদাভাসরহিত বুদ্ধির) বিকারিণঃ মৃদাদেঃ (বিকারী, পরিণামী মৃত্তিকাদি জড় পদার্থসমূহ হইতে) কঃ বিশেষঃ (কি পার্থক্য, প্রভেদ) স্যাৎ (আছে) ?॥৮॥

*বঙ্গানুবাদঃ* চিদাভাসবিযুক্ত বুদ্ধিদ্বারা জ্ঞাততা কখনই উৎপাদিত হয় না। কারণ মৃত্তিকাদি পরিণামী জড় পদার্থ হইতে এই বুদ্ধির কি প্রভেদ আছে? (অর্থাৎ কোন প্রভেদ নাই, এই অভিপ্রায়) ॥৮॥[২]

**জ্ঞাত ইত্যুচ্যতে কুম্ভো মৃদা লিপ্তো ন কুত্রচিৎ ।**
**ধীমাত্রব্যাপ্তকুম্ভস্য জ্ঞাতত্বং নেষ্যতে তথা ॥৯॥**

*অন্বয়ঃ* কুত্রচিৎ (কোথাও) মৃদা লিপ্তঃ [আলিপ্তঃ = পাঠান্তর] (মৃত্তিকাদ্বারা লিপ্ত) কুম্ভঃ (ঘট) জ্ঞাতঃ ইতি (জ্ঞাত বলিয়া) ন উচ্যতে (কথিত হয় না), তথা (সেইরূপ) ধীমাত্র-ব্যাপ্ত-কুম্ভস্য (কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা পরিব্যাপ্ত ঘটের) জ্ঞাতত্বম্ (জ্ঞাততা) ন ইষ্যতে (স্বীকৃত হয় না) ॥৯॥

*বঙ্গানুবাদঃ* মৃত্তিকা দ্বারা লিপ্ত হইলেও ঘট যেমন কোথাও জ্ঞাত বলিয়া

---

১ "আমি জানি যে কোন ঘট যে আছে তাহা আমি জানি না" এই বাক্যে ঘটবিষয়ক অজ্ঞান বা ঘটের অজ্ঞাততা 'আমি জানি' অর্থাৎ ব্রহ্মদ্বারা অবভাসিত। সেইরূপ "আমি জানি যে ঘট আছে"—বাক্যে ঘটের জ্ঞাততাও 'আমি জানি' অর্থাৎ ব্রহ্মদ্বারা অবভাসিত। (দ্রষ্টব্য তৃপ্তিদীপ ৭/৯, মানসোল্লাস ৩/৬)

২ তুলনীয় মানসোল্লাস—১/২২-২৩

উক্ত হয় না, সেইরূপ কেবল জড় বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা পরিব্যাপ্ত ঘট কোথাও জ্ঞাত বলিয়া স্বীকৃত হয় না ॥৯॥

**জ্ঞাতত্বং নাম কুম্ভে তচ্চিদাভাসফলোদয়ঃ ।**
**ন ফলং ব্রহ্মচৈতন্যং মানাৎ প্রাগপি সত্ত্বতঃ ॥১০॥**

***অন্বয় ঃ*** তৎ (সেইহেতু) কুম্ভে (ঘটে) চিদাভাস-ফলোদয়ঃ (চিদাভাসরূপ ফলের উদয়), [ঘটের] জ্ঞাতত্বম্ নাম (জ্ঞাততা বলিয়া উক্ত হয়)। ব্রহ্মচৈতন্যম্ (ব্রহ্মচৈতন্য) ফলম্ ন (ফল নহে), মানাৎ অপি প্রাক্ (প্রমাণ প্রয়োগের পূর্বেও) সত্ত্বতঃ (ব্রহ্ম বিদ্যমান বলিয়া) ॥১০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সেইহেতু, ঘটবিষয়ে চিদাভাসরূপ ফলের উদয়ের নাম ঘটের জ্ঞাততা। (আর) ব্রহ্মচৈতন্য (সর্বদা বিদ্যমান, সুতরাং) প্রমাণ প্রয়োগের পূর্বেও বিদ্যমান বলিয়া ফল হইতে পারে না। (অতএব প্রমাণ প্রয়োগের ফলে উৎপন্নরূপে চিদাভাসরূপ ফলের কল্পনা করিতে হয়) ॥১০॥

***বিবৃতি ঃ*** দ্রষ্টব্য ৮/৩ ও ৫। প্রশ্ন হইতে পারে ব্রহ্মচৈতন্যরূপ ফল যেকালে রহিয়াছে, সেকালে চিদাভাসরূপ ফলের আবার কি প্রয়োজন? উত্তরে বলিতেছেন যে ব্রহ্মচৈতন্য সাধারণভাবে সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান সুতরাং তাহা ফল হইতে পারে না। কিন্তু চিদাভাস বিশেষজ্ঞানের মাধ্যম। অতএব তাহার আগম যুক্তিযুক্ত ।

এইস্থলে অবচ্ছেদবাদীর মত যে "ব্রহ্মচৈতন্য ফল" (দ্রষ্টব্য সিদ্ধান্তবিন্দু—১৩৩ হইতে ১৩৭ কণ্ডিকা) তাহা খণ্ডিত হইয়াছে। আভাসবাদী বিদ্যারণ্যস্বামীর মত হইল—আভাসচৈতন্যই ফল; ব্রহ্মচৈতন্য ফল নহে ।

**পরাগর্থপ্রমেয়েষু যা ফলত্বেন সম্মতা ।**
**সম্বিৎ সৈবেহ মেয়োঽর্থো বেদান্তোক্তিপ্রমাণতঃ ॥১১॥**

***অন্বয় ঃ*** পরাক্-অর্থ-প্রমেয়েষু (বাহ্যঘটাদি পদার্থ প্রমাণের বিষয় হইলে) যা সম্বিৎ (যে চিদাভাস) ফলত্বেন (ফল বলিয়া) সম্মতা (স্বীকৃত হয়), সা এব (তাহাই) ইহ (এই বেদান্তশাস্ত্রে) বেদান্তোক্তি-প্রমাণতঃ (বেদান্তবাক্যরূপ প্রমাণানুসারে) মেয়ঃ অর্থঃ (প্রমেয়, জ্ঞাতব্য পদার্থ) ॥ ১১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বাহ্য ঘটাদি পদার্থ প্রমাণের বিষয় হইলে প্রমাণের ফল বলিয়া স্বীকৃত যে সম্বিৎ অর্থাৎ চিদাভাস তাহাই প্রমেয় বা জ্ঞাতব্যবস্তু—ইহা এই বেদান্তশাস্ত্রোক্ত বেদান্তবাক্যরূপ প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয় ॥ ১১॥

**ইতি বার্তিককারেণ চিৎসাদৃশ্যং বিবক্ষিতম্ ।**
**ব্রহ্মচিৎফলয়োর্ভেদঃ সহস্র্যাং বিশ্রুতো যতঃ ॥ ১২॥**

***অন্বয় ঃ*** ইতি (এইভাবে [পূর্বশ্লোকে]) বার্তিককারেণ (বার্তিককার সুরেশ্বরাচার্য-

দ্বারা), ['সম্বিৎ' অর্থে] চিৎ-সাদৃশ্যম্ (চৈতন্য-সদৃশ-চৈতন্য, চিদাভাস) বিবক্ষিতম্ (লক্ষিত হইয়াছে)। যতঃ (যেহেতু) ব্রহ্ম-চিৎফলয়োঃ (ব্রহ্ম ও ফলচৈতন্যের) ভেদঃ (ভেদ) সহস্র্যাম্ (উপদেশসাহস্রী গ্রন্থে) [আচার্য শংকরকর্তৃক] বিশ্রুতঃ (বিশেষরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে) ॥ ১২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এইভাবে বার্তিককার সুরেশ্বরাচার্য পূর্বোক্ত শ্লোকে 'সম্বিৎ' অর্থে 'চৈতন্য-সদৃশ-চৈতন্য' বা চিদাভাস বুঝাইতে চাহিয়াছেন। কারণ সুরেশ্বরের আচার্য শংকরাচার্য কর্তৃক উপদেশসাহস্রী গ্রন্থে ব্রহ্ম ও ফলচৈতন্যের ভেদ, বিশেষরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥ ১২॥ —(উপদেশসাহস্রী ১৪/৭-৮)

***বিবৃতি ঃ*** আভাসবাদী বিদ্যারণ্য স্বামীর মতে 'সম্বিৎ'-এর অর্থ চিদাভাস; ব্রহ্মচৈতন্য নহে। কারণ জ্ঞাত ঘট ও অজ্ঞাত ঘটের মধ্যে পার্থক্য অনেক। ঘটের জ্ঞাততা সম্ভব হয় চিদাভাসরূপ ফলচৈতন্যেরই আবির্ভাবে—যদিও ব্রহ্মচৈতন্য জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সর্বাবস্থায়, সর্বদা, সর্বত্র অপরিবর্তনশীল ।

**আভাস উদিতস্তস্মাজ্জ্ঞাতত্বং জনয়েদ্ঘটে ।**
**তৎ পুনর্ব্রহ্মণা ভাস্যমজ্ঞাতত্ববদেব হি ॥ ১৩॥**

***অন্বয় ঃ*** তস্মাৎ (সেইহেতু) ঘটে উদিতঃ আভাসঃ (ঘটে উৎপন্ন চিদাভাস) জ্ঞাতত্বম্ (জ্ঞাততা) জনয়েৎ (উৎপাদন করে)। তৎ (সেই জ্ঞাততা) পুনঃ (আবার) অজ্ঞাতত্ববৎ (অজ্ঞাততার ন্যায়) ব্রহ্মণা এব (ব্রহ্মদ্বারাই) ভাস্যম্ হি (প্রকাশ্য হয়, ইহা প্রসিদ্ধ) ॥ ১৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সেইহেতু ঘটে উদিত চিদাভাস জ্ঞাততা উৎপাদন করে। সেই জ্ঞাততা আবার, (ঠিক) অজ্ঞাততার ন্যায়, ব্রহ্মদ্বারাই প্রকাশিত হয়—ইহা প্রসিদ্ধ ॥ ১৩॥

**ধীবৃত্ত্যাভাসকুম্ভানাং সমূহো ভাস্যতে চিদা ।**
**কুম্ভমাত্রফলত্বাৎ স এক আভাসতঃ স্ফুরেৎ ॥ ১৪॥**

***অন্বয় ঃ*** ধীবৃত্তি-আভাস-কুম্ভানাম্ (বুদ্ধিবৃত্তি, চিদাভাস ও ঘট—ইহাদের) সমূহঃ (সব) চিদা (চৈতন্যদ্বারা) ভাস্যতে (প্রকাশিত হয়)। কুম্ভমাত্রফলত্বাৎ (কেবল ঘটে অবস্থিত ফলরূপ বলিয়া) আভাসতঃ (চিদাভাস দ্বারা) সঃ একঃ (সেই এক ঘট) স্ফুরেৎ (প্রকাশিত হয়) ॥ ১৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বুদ্ধিবৃত্তি, চিদাভাস ও ঘট—এই তিনটির সমষ্টি ব্রহ্মচৈতন্যদ্বারা প্রকাশিত হয়। আর চিদাভাস কেবল ঘটে অবস্থিত ফলরূপ বলিয়া চিদাভাস দ্বারা এক ঘটই প্রকাশিত হয় ॥ ১৪॥

*বিবৃতি ঃ* চিদাভাসকে ফলচৈতন্য বলা হয়, কারণ তাহা কেবল ঘট প্রকাশরূপ বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্ট। ব্রহ্মচৈতন্য চিরন্তন। কোন বিশেষ কার্যের একটি বিশেষ কারণ থাকে। অজ্ঞাত ঘট দেশতঃ ও কালতঃ জ্ঞাত হওয়া-রূপ বিশেষ কার্যের বিশেষ কারণ হইতেছে ফলচৈতন্য, চিদাভাস ।

**চৈতন্যং দ্বিগুণং কুম্ভে জ্ঞাতত্বেন স্ফুরত্যতঃ ।**
**অন্যেঽনুব্যবসায়াখ্যমাহুরেতদ্যথোদিতম্ ॥১৫॥**

*অন্বয় ঃ* অতঃ (অতএব) কুম্ভে (ঘটে) জ্ঞাতত্বেন (জ্ঞাতত্বরূপে) দ্বিগুণম্ চৈতন্যম্ (দুই প্রকার চৈতন্য—ব্রহ্মচৈতন্য ও চিদাভাস) স্ফুরতি (প্রকাশ পায়)। যথা-উদিতম্ এতৎ (ঘটের জ্ঞাততার প্রকাশক বলিয়া এই ব্রহ্মচৈতন্যকে) অন্যে (নৈয়ায়িকগণ) অনুব্যবসায়াখ্যম্ আহুঃ (ঘটের জ্ঞাততার জ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞানের জ্ঞান বলিয়া আখ্যা দিয়া থাকে) ॥১৫॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* অতএব, ঘটে জ্ঞাতত্বরূপে দুই প্রকার চৈতন্য (ব্রহ্মচৈতন্য ও আভাস চৈতন্য) প্রকাশ পায়। (অর্থাৎ, ঘটের জ্ঞানের জন্য দ্বিগুণ চৈতন্যের প্রয়োজন হয়।) ঘটের জ্ঞাততার প্রকাশক বলিয়া এই ব্রহ্মচৈতন্যকে নৈয়ায়িকগণ অনুব্যবসায় অর্থাৎ 'জ্ঞানের জ্ঞান' আখ্যা দিয়া থাকেন ॥১৫॥

*তাৎপর্য ঃ* ঘটের জ্ঞাততার প্রকাশক ব্রহ্মচৈতন্যকে "ন্যায়সিদ্ধান্ত মঞ্জরীপ্রকাশে" 'অনুব্যবসায়'—"ব্যবসায়গোচরম্ প্রত্যক্ষম্" অর্থাৎ 'এই ঘট' এইরূপ ঘটজ্ঞানের পর 'আমি ঘট জানিতেছি' এইরূপ মানসজ্ঞান বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বেদান্তী এই 'জ্ঞানের জ্ঞানকে' মানস ব্যাপার বলিয়া মানেন না। কারণ তাহা হইলে—জ্ঞানের জ্ঞান, তাহার জ্ঞান, তাহার জ্ঞান...এইরূপ—অনবস্থা দোষ হয়। সুতরাং এই যে জ্ঞানের জ্ঞান—তিনি ব্রহ্মচৈতন্যই, যাঁহার প্রমাণের জন্য অন্য চৈতন্যের অপেক্ষা নাই; কারণ তিনি অব্যয় চিরন্তন ও অদ্বিতীয়।

**ঘটোঽয়মিত্যসাবুক্তিরাভাসস্য প্রসাদতঃ ।**
**বিজ্ঞাতো ঘট ইত্যুক্তির্ব্রহ্মানুগ্রহতো ভবেৎ ॥১৬॥**

*অন্বয় ঃ* অয়ম্ ঘটঃ (ইহা ঘট, এই ঘট) ইতি অসৌ উক্তিঃ (এই প্রকার উক্তি) আভাসস্য (চিদাভাসের) প্রসাদতঃ (প্রসাদে [সম্ভব হয়])। বিজ্ঞাতঃ ঘটঃ (ঘটকে জানা গিয়াছে) ইতি উক্তিঃ (এই প্রকার যে জ্ঞান, তাহা) ব্রহ্ম-অনুগ্রহতঃ ভবেৎ (ব্রহ্মের অনুগ্রহের ফলে সম্ভব হয়) ॥১৬॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* 'এই ঘট'—এইরূপ যে বিষয়-জ্ঞান তাহা চিদাভাসের আবির্ভাবের ফলে সম্ভব হয়। আর, 'ঘটকে জানা গিয়াছে'—এইরূপ যে জ্ঞান তাহা ব্রহ্মের প্রকাশের ফলে সম্ভব হয় ॥১৬॥

*তাৎপর্য ঃ* অর্থাৎ বিষয়ের জ্ঞান চিদাভাস এবং বিষয়জ্ঞানের জ্ঞান ব্রহ্মচৈতন্য।

**আভাসব্রহ্মণী দেহাদ্বহির্যদ্বদ্বিবেচিতে ।**
**তদ্বদাভাসকূটস্থৌ বিবিচ্যেতাং বপুষ্যপি ॥১৭॥**

***অন্বয় ঃ*** দেহাৎ বহিঃ (দেহের বাহিরে) আভাস-ব্রহ্মণী (চিদাভাস ও ব্রহ্মের [ভেদ]) যৎ-বৎ (যে প্রকারে) বিবেচিতে (নিরূপিত হইল), তৎ-বৎ (সেইরূপে) বপুষি অপি (দেহের ভিতরেও) আভাস-কূটস্থৌ (চিদাভাস ও কূটস্থের) বিবিচ্যেতাম্ (ভেদ নিরূপণ করা আবশ্যক) ॥১৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (পূর্বোক্ত ১ হইতে ১৬ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত) দেহের বাহিরে চিদাভাস ও কূটস্থের যেরূপ ভেদ নিরূপিত হইয়াছে, সেইরূপে দেহের ভিতরেও আভাস ও কূটস্থের ভেদ নিরূপণ করা আবশ্যক ॥১৭॥

**অহংবৃত্তৌ চিদাভাসঃ কামক্রোধাদিকেষু চ ।**
**সংব্যাপ্য বর্ততে তপ্তে লোহে বহ্নির্যথা তথা ॥১৮॥**

***অন্বয় ঃ*** যথা (যেমন) তপ্তে লোহে (তপ্ত লৌহখণ্ডে) বহ্নিঃ (অগ্নি) সংব্যাপ্য (সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া) বর্ততে (অবস্থান করে) তথা (সেইরূপ) অহং-বৃত্তৌ ('আমি'-রূপ বৃত্তিতে) কাম-ক্রোধাদিকেষু চ (এবং কামক্রোধাদিরূপ বৃত্তি সকলে) চিদাভাসঃ (চিদাভাস [সম্যগ্‌রূপে ব্যাপ্ত থাকে]) ॥১৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যেমন তপ্ত লৌহখণ্ডে অগ্নি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করে, সেইরূপ 'আমি'-রূপ বৃত্তিতে এবং কামক্রোধাদিরূপ বৃত্তিসকলে চিদাভাস সম্যগ্‌রূপে পরিব্যাপ্ত থাকে ॥১৮॥

**স্বমাত্রং ভাসয়েৎ তপ্তং লোহং নান্যৎ কদাচন ।**
**এবমাভাসসহিতা বৃত্তয়ঃ স্ব-স্বভাসিকাঃ ॥১৯॥**

***অন্বয় ঃ*** তপ্তম্ লোহম্ (লোহিততপ্ত লৌহখণ্ড) স্বমাত্রম্ (আপনাকেই) ভাসয়েৎ (প্রকাশিত করে), অন্যৎ (অন্য কাহাকেও) কদাচন ন (কখন প্রকাশিত করে না)। এবম্ (এইরূপ) আভাস সহিতাঃ বৃত্তয়ঃ (চিদাভাসসহিত 'অহম্' প্রভৃতি বৃত্তিসকল) স্ব-স্ব-ভাসিকাঃ [ভবন্তি] (আপনার আপনার প্রকাশক হয়) [অন্য বিষয়ের প্রকাশক হয় না] ॥১৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সেই লোহিত-তপ্ত লৌহখণ্ড যেমন কেবল আপনাকে প্রকাশিত করে, অন্য বস্তুকে কখন প্রকাশিত করে না, তেমনি চিদাভাসযুক্ত[১] 'আমি'-রূপ বৃত্তি বা অন্যবৃত্তিসকল আপনার আপনার প্রকাশক হয়, অন্য বিষয়ের প্রকাশক হয় না ॥১৯॥

---

১ বৃত্তি চিদাভাস যুক্ত না হইলে তাহাদের বৃত্তিরূপে প্রকাশ সম্ভব নয়—দ্রষ্টব্য 'মানসোল্লাস' ৪/২।

**ক্রমাদ্বিচ্ছিদ্য বিচ্ছিদ্য জায়ন্তে বৃত্তয়োঽখিলাঃ ।**
**সর্বা অপি বিলীয়ন্তে সুপ্তিমূর্চ্ছাসমাধিষু ॥ ২০॥**

***অন্বয় ঃ*** অখিলাঃ বৃত্তয়ঃ (সকল বৃত্তি) ক্রমাৎ (একটির পর আর একটি, এই ক্রমে) বিচ্ছিদ্য বিচ্ছিদ্য (একটির সহিত আর একটির বিচ্ছেদ বা অবকাশ রাখিয়া) জায়ন্তে (উৎপন্ন হয়)। সুপ্তি-মূর্চ্ছা-সমাধিষু (সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা এবং সমাধিতে) সর্বাঃ অপি (সকল বৃত্তিই) বিলীয়ন্তে (লয়প্রাপ্ত হয়) ॥ ২০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** একটির পর আর একটি—এই ক্রমে এবং একটির সহিত অন্যটির অবকাশ রাখিয়া বৃত্তিসকল উৎপন্ন হয়। সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা এবং সমাধিকালে কিন্তু সকল বৃত্তি লয়প্রাপ্ত হয় ॥ ২০॥

**সন্ধয়োঽখিলবৃত্তীনামভাবাশ্চাবভাসিতাঃ ।**
**নির্বিকারেণ যেনাসৌ কূটস্থ ইতি চোচ্যতে[১] ॥ ২১॥**

***অন্বয় ঃ*** অখিল-বৃত্তীনাম্ (বৃত্তিসকলের) সন্ধয়ঃ (সন্ধিসকল) চ (এবং) অভাবাঃ (অভাব) যেন নির্বিকারেণ (যে নির্বিকার চৈতন্য দ্বারা) অবভাসিতাঃ (প্রকাশিত, অনুভূত [হয়]) অসৌ চ (সেই চৈতন্যই) কূটস্থঃ ইতি উচ্যতে (কূটস্থ বলিয়া উক্ত হয়) ॥ ২১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বৃত্তিসকলের সন্ধিসমূহ[২] এবং বৃত্তিসকলের অভাব যে নির্বিকার চৈতন্যদ্বারা প্রকাশিত হয়, তাহাকেই কূটস্থ[৩] বলে ॥ ২১॥

**ঘটে দ্বিগুণচৈতন্যং যথা বাহ্যে তথান্তরে ।**
**বৃত্তিষ্বপি ততস্তত্র বৈশদ্যং সন্ধিতোঽধিকম্ ॥ ২২॥**

***অন্বয় ঃ*** যথা (যেমন) বাহ্যে ঘটে (বাহ্য ঘটে) দ্বিগুণ-চৈতন্যম্ (চৈতন্য দ্বিগুণ) তথা (তেমনি) অন্তরে (আন্তর) বৃত্তিষু অপি (বৃত্তিসমূহেও) [চৈতন্য দ্বিগুণ]। ততঃ (সেই হেতু) সন্ধিতঃ (সন্ধিসকল অপেক্ষা) তত্র (সেই বৃত্তিসমূহে) বৈশদ্যম্ (প্রকাশের বিশদতা) অধিকম্ [দৃশ্যতে] (অধিক দেখা যায়) ॥ ২২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বাহ্য ঘটের ন্যায় আন্তর বৃত্তিসমূহেও চৈতন্য দ্বিগুণ। সেই হেতু, সন্ধি অপেক্ষা বৃত্তিতে প্রকাশের স্পষ্টতা অধিক দেখা যায়॥ ২২॥

**জ্ঞাততাজ্ঞাততে ন স্তো ঘটবদ্বৃত্তিষু ক্বচিৎ ।**
**স্বস্য স্বেনাগ্রহীতত্বাত্তাভিশ্চাজ্ঞাননাশনাৎ ॥ ২৩॥**

***অন্বয় ঃ*** ঘটবৎ ([বাহ্য] ঘটের ন্যায়) বৃত্তিষু (বৃত্তিতে) ক্বচিৎ (কখন) জ্ঞাততা-

১ 'গীয়তে'—এই পাঠান্তর

২ দ্রষ্টব্য—শ্লোক ৩

৩ কূটস্থ—কূট অর্থাৎ কামারের নাঈ। তাহার ন্যায় নির্বিকারভাবে স্থিত বলিয়া কূটস্থ।

অজ্ঞাততে (জ্ঞাততা ও অজ্ঞাততা) ন স্তঃ (নাই)। স্বস্য (আপনার) স্বেন (আপনার দ্বারা) অগৃহীতত্বাৎ (গ্রহণ সম্ভব নয় বলিয়া) চ (এবং) তাভিঃ (বৃত্তিসকলদ্বারা) অজ্ঞাননাশনাৎ (অজ্ঞান নাশ হইয়া যায় বলিয়া) ॥২৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বাহ্য ঘটাদির ন্যায় বৃত্তিবিষয়ে জ্ঞাততা-অজ্ঞাততা সম্ভব নহে। কারণ (ঘটাদির তুলনায় বৃত্তিসমূহ স্বপ্রকাশ বলিয়া) আপনার দ্বারা আপনার গ্রহণ বা জ্ঞাততা সম্ভব নয় এবং বৃত্তিদ্বারা ঘটাদি-বিষয়গত অজ্ঞান নাশ হইয়া যায় বলিয়া, তাহার অজ্ঞাততাও সম্ভব নহে ॥২৩॥

***তাৎপর্য ঃ*** বৃত্তি এক প্রকার (বিশিষ্ট-) জ্ঞানরূপ, অতএব তাহার আবার জ্ঞাততা কি? আবার বৃত্তি উৎপন্ন হইবামাত্র বিষয়কারী অজ্ঞান নিবৃত্ত হয় বলিয়া তাহার অজ্ঞান দ্বারা ব্যাপ্তি সম্ভব নয়।

**দ্বিগুণীকৃতচৈতন্যে জন্মনাশানুভূতিতঃ ।**
**অকূটস্থং তদন্যত্তু কূটস্থমবিকারতঃ ॥২৪॥**

***অন্বয় ঃ*** দ্বিগুণীকৃত-চৈতন্যে (দ্বিগুণীকৃতচৈতন্যে অর্থাৎ চিদাভাসে) জন্মনাশ-অনুভূতিতঃ (জন্ম ও নাশের অনুভব হয় বলিয়া) তৎ (তাহা) অকূটস্থম্ (বিকারী)। অন্যৎ (অন্য চৈতন্যটি) তু (কিন্তু) অবিকারতঃ (অবিকারী বলিয়া) কূটস্থম্ (কূটস্থ)॥২৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** দ্বিগুণীকৃত চৈতন্যে অর্থাৎ চিদাভাসে জন্ম ও নাশের অনুভব হয় বলিয়া তাহা বিকারী[১]। (অতএব তাহা কূটস্থ নয়।) আর অন্য চৈতন্যটি অবিকারী বলিয়া কূটস্থ ॥২৪॥

**অন্তঃকরণতদ্বৃত্তিসাক্ষীত্যাদাবনেকধা ।**
**কূটস্থ এব সর্বত্র পূর্বাচার্যৈর্বিনিশ্চিতঃ ॥২৫॥**

***অন্বয় ঃ*** পূর্বাচার্যৈঃ (পূর্ব-আচার্যদ্বারা, আচার্য শংকরদ্বারা) অন্তঃকরণ-তদ্বৃত্তিসাক্ষী (অন্তঃকরণ এবং তাহার বৃত্তিসমূহের সাক্ষী) ইত্যাদৌ (ইত্যাদি বাক্যে) অনেকধা (অনেক প্রকারে) সর্বত্র (অনেক স্থলে) কূটস্থঃ এব (কূটস্থই) বিনিশ্চিতঃ (নির্ণীত হইয়াছেন)॥২৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** পূজ্যপাদ পূর্বাচার্য (ভগবান শংকরাচার্য) দ্বারা 'অন্তঃকরণ এবং তাহার বৃত্তিসমূহের সাক্ষী'[২] ইত্যাদি বাক্যে অনেক প্রকারে অনেকস্থলে ('বাক্যবৃত্তি', 'উপদেশসাহস্রী' প্রভৃতি গ্রন্থে) কূটস্থই নির্ণীত হইয়াছেন ॥২৫॥

---

১ "নর্ত্তে চেদ্বিক্রিয়াং দুঃখী সাক্ষিতা কা বিকারিণঃ"—(নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিঃ ২/৭৭)। বিকার বিনা দুঃখানুভব হয় না। যাহা বিকারী তাহার সাক্ষিতা অসম্ভব। আত্মা সর্ববুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষী; অতএব আত্মা পরিণামরহিত, অবিকারী।

২ বাক্যবৃত্তি—১১

**আত্মাভাসাশ্রয়াশ্চৈবং মুখাভাসাশ্রয়া যথা ।**
**গম্যন্তে শাস্ত্রযুক্তিভ্যামিত্যাভাসশ্চ বর্ণিতঃ ॥২৬॥**

**অন্বয় ঃ** যথা (যেমন) মুখ-আভাস-আশ্রয়াঃ (মুখ, মুখের প্রতিবিম্ব এবং তাহার আশ্রয় দর্পণাদি), [পৃথগ্‌রূপে প্রত্যক্ষ-প্রমাণদ্বারা জ্ঞাত হয়, সেইরূপ] আত্মা-আভাস-আশ্রয়াঃ (কূটস্থ, চিদাভাস এবং চিদাভাসের আশ্রয় অন্তঃকরণ) চ (ও) শাস্ত্র-যুক্তিভ্যাম্ (শাস্ত্র-প্রমাণ ও যুক্তিদ্বারা) এবম্ (এইরূপে) গম্যন্তে (অবগম্যন্তে অর্থাৎ অবগত হওয়া যায়) ইতি (এইরূপে) আভাসঃ চ (চিদাভাসও) বর্ণিতঃ (বর্ণিত [হইয়াছে]) ॥২৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যেমন বিম্বরূপ মুখ, মুখের প্রতিবিম্ব এবং প্রতিবিম্বাশ্রয় দর্পণাদি তিনটি পৃথগ্‌রূপে প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা জ্ঞাত হয়, সেইরূপ কূটস্থ[১], চিদাভাস[২] এবং চিদাভাসাশ্রয়-অন্তঃকরণও শাস্ত্র-প্রমাণ এবং যুক্তিদ্বারা অবগত হওয়া যায়; এইভাবে চিদাভাসও বর্ণিত হইয়াছে ॥২৬॥

**বুদ্ধ্যবচ্ছিন্নকূটস্থো লোকান্তরগমাগমৌ ।**
**কর্তুং শক্তো ঘটাকাশ ইবাভাসেন কিং বদ ॥২৭॥**

**অন্বয় ঃ** বুদ্ধি অবচ্ছিন্ন-কূটস্থঃ (বুদ্ধিদ্বারা সীমিত বা ভেদপ্রাপ্ত কূটস্থ) ঘটাকাশঃ ইব (ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশের ন্যায়) লোকান্তর-গমাগমৌ কর্তুম্ (লোকান্তরে গমন ও তথা হইতে আগমন করিতে) শক্তঃ (সমর্থ)। আভাসেন কিম্ (তাহা হইলে, চিদাভাসের কি প্রয়োজন)? বদ (বল) ॥২৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (অবচ্ছেদবাদীর প্রশ্ন) বুদ্ধিদ্বারা অবচ্ছিন্ন কূটস্থ ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশের ন্যায় (অর্থাৎ ঘটকে স্থানান্তরে লইয়া গেলে তাহাতে অবচ্ছিন্ন আকাশও যেমন তাহার সহিত স্থানান্তরে গমন করে সেইরূপ) লোকান্তরে গমনাগমন করিতে সমর্থ[৩]। তাহা হইলে, চিদাভাসের কি প্রয়োজন বল? ২৭॥

**শৃণ্বসঙ্গঃ পরিচ্ছেদমাত্রাজ্জীবো ভবেন্ন হি ।**
**অন্যথা ঘটকুড্যাদ্যৈরবচ্ছিন্নস্য জীবতা ॥২৮॥**

**অন্বয় ঃ** শৃণু (হে অবচ্ছেদবাদিন্, শ্রবণ কর)। হি (যেহেতু) অসঙ্গঃ (অসঙ্গ কূটস্থ) পরিচ্ছেদমাত্রাৎ (পরিচ্ছেদমাত্রেই) জীবঃ ন ভবেৎ (জীব হইয়া যায় না), অন্যথা

---

১ কূটস্থ প্রতিপাদক শ্রুতি —"সর্বস্মাৎ অন্যো.. বুদ্ধেঃ সাক্ষী প্রাণস্য সাক্ষী" —নৃঃ উঃ তাঃ উঃ ২

২ চিদাভাস প্রতিপাদক এবং কূটস্থ হইতে চিদাভাসের ভেদ প্রতিপাদক শ্রুতি—"রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব...। ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" বৃঃ উঃ ২/৫/১৯। "অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ"—শ্বেতাশ্বতর উঃ ৪/৭। "একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা"--কঠ উঃ ২/২/১২ ।

এতদ্ভিন্ন "উপদেশসাহস্রী" (১৮/৪৩ ও ১০৯) গ্রন্থে আচার্য শংকরও ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন ।

৩ দ্রষ্টব্য—কঠ উঃ ২/২/৯-১০

(যদি তাহা হইত, তাহা হইলে) ঘট-কুড্য-আদ্যৈঃ (ঘট, দেওয়াল প্রভৃতি দ্বারা) অবচ্ছিন্নস্য (অবচ্ছিন্ন কূটস্থের) জীবতা [স্যাৎ] (জীবতা হইতে পারে)॥ ২৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** হে অবচ্ছেদবাদিন্, তবে শ্রবণ কর ঃ যেহেতু অসঙ্গ কূটস্থ পরিচ্ছেদমাত্রেই জীব হইয়া যায় না—কারণ তাহা হইলে, ঘট, দেওয়াল প্রভৃতি দ্বারা অবচ্ছিন্ন কূটস্থেরও জীবতা মানিতে হইবে—(অতএব, চিদাভাসের প্রয়োজন আছে) ॥ ২৮॥

**ন কুড্যসদৃশী বুদ্ধিঃ স্বচ্ছত্বাদিতি চেত্তথা ।**
**অস্তু নাম পরিচ্ছেদে কিংস্বাচ্ছ্যেন ভবেত্তব ॥২৯॥**

***অন্বয় ঃ*** বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) কুড্য সদৃশী ন (দেওয়ালের মতন নহে) স্বচ্ছত্বাৎ (কারণ, তাহা স্বচ্ছ) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ আপত্তি কর), তথা অস্তু (তাহাই হউক) নাম (বুদ্ধির স্বচ্ছতা স্বীকার করিলাম) স্বাচ্ছ্যেন ([পরিচ্ছেদকরূপ বুদ্ধির] স্বচ্ছতায়) তব পরিচ্ছেদে (তোমার পরিচ্ছেদ বিষয়ে) কিম্ ভবেৎ (কি [লাভ] হয়)?॥ ২৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** 'বুদ্ধি স্বচ্ছ, তাই তাহা দেওয়ালের মতন নহে'—যদি এই আপত্তি কর; তবে তাহাই হউক, বুদ্ধির স্বচ্ছতা মানিলাম। কিন্তু পরিচ্ছেদকের স্বচ্ছতায় তোমার কি আসে যায়? (কারণ তোমার আগ্রহ পরিচ্ছেদ বিষয়ে, পরিচ্ছেদক বিষয়ে নয়) ॥ ২৯॥

**প্রস্থেন দারুজন্যেন কাংস্যজন্যেন বা ন হি ।**
**বিক্রেতুস্তণ্ডুলাদীনাং পরিমাণং বিশিষ্যতে ॥৩০॥**

***অন্বয় ঃ*** হি (কারণ) দারুজন্যেন (কাষ্ঠনির্মিত) বা কাংস্যজন্যেন (অথবা কাংস্যনির্মিত) প্রস্থেন (পরিমাপক পাত্রদ্বারা) বিক্রেতুঃ (বিক্রেতার) তণ্ডুলাদীনাম্ (তণ্ডুলাদির) পরিমাণম্ (পরিমাণ) ন বিশিষ্যতে (তারতম্যযুক্ত হয় না) ॥ ৩০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** কারণ পরিমাপক পাত্র—সের বা কুনিকা ইত্যাদি—কাষ্ঠনির্মিত হউক বা কাংস্যনির্মিত হউক তদ্দ্বারা বিক্রেতার পরিমাপযোগ্য তণ্ডুলাদি দ্রব্যের পরিমাণের তারতম্য হয় না ॥৩০॥

**পরিমাণাবিশেষেঽপি প্রতিবিম্বো বিশিষ্যতে ।**
**কাংস্যে যদি তদা বুদ্ধাবপ্যাভাসো ভবেদ্বলাৎ ॥ ৩১॥**

***অন্বয় ঃ*** যদি (যদি [এরূপ বল যে]) কাংস্যে (কাংস্য [নির্মিত] পাত্রে) পরিমাণাবিশেষে অপি (পরিমাণের তারতম্য না হইলেও) প্রতিবিম্বঃ ([ঔজ্জ্বল্যের আধিক্যবশতঃ] প্রতিবিম্ব) বিশিষ্যতে (অধিক হয়)। তদা ([তাহার উত্তরে বলি] তবে)

বুদ্ধৌ অপি (বুদ্ধিতেও) বলাৎ (অনিবার্যভাবে) আভাসঃ ভবেৎ (আভাসের স্বীকৃতি হইয়া যায়) ॥৩১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যদি এইরূপ বল যে—কাংস্যনির্মিত পাত্রে পরিমাণের তারতম্য না হইলেও, প্রতিবিম্বের আধিক্য আছে (কারণ কাংস্যপাত্র অধিক উজ্জ্বল।)—তদুত্তরে বলি, তবে বুদ্ধিতেও অনিবার্যভাবে তোমাকর্তৃক আভাসচৈতন্যরূপ প্রতিবিম্বের অঙ্গীকার হইয়া যায় ॥৩১॥

**ঈষদ্ভাসনমাভাসঃ প্রতিবিম্বস্তথাবিধঃ ।**
**বিম্বলক্ষণহীনঃ সন্বিম্ববদ্ভাসতে স হি ॥৩২॥**

***অন্বয় ঃ*** ঈষৎ-ভাসনম্ (কিঞ্চিৎ প্রকাশ) আভাসঃ (আভাস-শব্দের অর্থ), প্রতিবিম্বঃ (প্রতিবিম্ব-[শব্দের]) তথাবিধঃ (সেইরূপ অর্থ)। হি (যেহেতু) সঃ (প্রতিবিম্ব) বিম্বলক্ষণহীনঃ সন্ (বিম্বলক্ষণশূন্য হইলে) বিম্ববৎ (বিম্বের ন্যায়) ভাসতে (প্রকাশিত হয়) ॥৩২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (আর 'আভাস' ও 'প্রতিবিম্ব' শব্দদ্বয়ের অর্থের কোন পার্থক্য নাই, উহারা এক, কারণ) আভাস-শব্দের অর্থ কিঞ্চিৎ প্রকাশ, প্রতিবিম্ব-শব্দের অর্থও তাহাই; যেহেতু প্রতিবিম্ব বিম্বলক্ষণশূন্য হইয়াও বিম্বের ন্যায় প্রকাশিত হয়। (অর্থাৎ যেহেতু তাহা বিম্বাভাস) ॥৩২॥

***বিবৃতি*** ঃ পঞ্চদশী-প্রতিপাদিত আভাসবাদে এবং বিবরণ-প্রতিপাদিত প্রতিবিম্ববাদে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। 'বিবরণ' নামক গ্রন্থে যে বিম্ব-প্রতিবিম্ববাদ প্রতিপাদন করা হইয়াছে তাহাব তাৎপর্য সংক্ষেপে এইরূপ ঃ একই অজ্ঞান, জীব ও ঈশ্বর—উভয়েরই উপাধি। এই উপাধি আপন স্বভাব প্রতিবিম্বে অর্পণ করিতে পারে, কিন্তু বিম্বে পারে না। জীব প্রতিবিম্ব, ঈশ্বর বিম্ব; তিনি জীবের ন্যায় অল্পজ্ঞ নহেন। উদাহরণ—দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব পড়িল। দর্পণের বর্ণ আকৃতি প্রভৃতিরূপ স্বভাব অনুযায়ী প্রতিবিম্বের স্বভাব হয়। কিন্তু তাহাতে গ্রীবার উপর অবস্থিত মুখের কোন বিকার হয় না। জীবে অল্পজ্ঞত্বাদিরূপ অজ্ঞানকৃত দোষগুলি দেখা যায়; বিম্বরূপ ঈশ্বরে নহে। এইজন্য ঈশ্বর সর্বজ্ঞ। কিন্তু সর্বজ্ঞত্বাদি গুণগুলি ঈশ্বরে আরোপিতমাত্র। কারণ—ঈশ্বর শুদ্ধব্রহ্মস্বরূপ, তাঁহাতে গুণের অবকাশ নাই। জীবের অল্পজ্ঞত্বাদি ধর্মের অপেক্ষায় শুদ্ধব্রহ্মে ঈশ্বরত্বাদির আরোপ করা হয়। পারমার্থিক সত্য হইল এই যে, জীব ও ঈশ্বর উভয়েই শুদ্ধব্রহ্ম; অতএব তদুভয়ের কোন ধর্মই সম্ভব নয়।

আভাসবাদে ও প্রতিবিম্ববাদে প্রভেদ এই যে—আভাসবাদে আভাস মিথ্যা, ছায়ার ন্যায় বলিয়া। কিন্তু প্রতিবিম্ব মিথ্যা নহে। ছায়াতে বিম্বের মুখ ও পৃষ্ঠ যেদিকে থাকে প্রতিবিম্বের মুখ ও পৃষ্ঠ সেদিকেই হয়। কিন্তু দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের মুখ ও পৃষ্ঠ বিম্বের বিপরীত দিকে থাকে। সেইহেতু প্রতিবিম্ব ছায়ার ন্যায় মিথ্যা নহে। তাহা সত্য। বিষয়টি এইরূপ প্রক্রিয়াবিশিষ্ট ঃ অন্তঃকরণবৃত্তি নেত্রদ্বারে বহির্গত হইয়া দর্পণকে

বিষয় করে। কিন্তু দর্পণের স্বভাব অনুযায়ী তাহা প্রতিক্ষিপ্ত হইয়া গ্রীবার উপরে অবস্থিত বিম্বরূপ মুখে ফিরিয়া আসে। সুতরাং অলাতচক্রের ন্যায় গ্রীবার উপরে স্থিত মুখকে দর্পণে প্রতিবিম্বিত বলিয়া ভ্রম হয়। বস্তুতঃ মুখ গ্রীবার উপরেই অবস্থিত, দর্পণে নহে। দর্পণরূপ উপাধির সম্বন্ধবশতঃ গ্রীবাস্থিত মুখই বিম্ব ও প্রতিবিম্ব বলিয়া প্রকাশিত হয়। মুখের এই দুই ধর্ম অনির্বচনীয়।

**সসঙ্গত্ববিকারাভ্যাং বিম্বলক্ষণহীনতা ।**
**স্ফূর্তিরূপত্বমেতস্য বিম্ববদ্ভাসনং বিদুঃ ॥৩৩॥**

***অন্বয় ঃ*** এতস্য (এই চিদাভাসের) সসঙ্গত্ব-বিকারাভ্যাম্ (সসঙ্গত্ব এবং বিকারিত্ব আছে বলিয়া) বিম্ব-লক্ষণ-হীনতা (বিম্বের লক্ষণ ইহাতে নাই)। স্ফূর্তিরূপত্বম্ (প্রকাশরূপতা) বিম্ববৎ [ অব- ] ভাসনম্ (বিম্বের ন্যায় প্রকাশমান), বিদুঃ ([ পণ্ডিতগণ] এই মত পোষণ করেন) ॥৩৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এই চিদাভাস সসঙ্গ এবং বিকারী বলিয়া বিম্বের লক্ষণ ইহাতে নাই। কিন্তু ইহার প্রকাশরূপতা বিম্বের ন্যায় প্রতীয়মান হয় (বলিয়া ইহাকে চিদাভাস বলে।) —পণ্ডিতগণ এই মত পোষণ করেন ॥৩৩॥

**ন হি ধীভাবভাবিত্বাদাভাসোঽস্তি ধিয়ঃ পৃথক্ ।**
**যথা মৃদল্পমেবোক্তং ধীরপ্যেবং স্বদেহতঃ ॥৩৪॥**

***অন্বয় ঃ*** যথা মৃৎ[১] (যেমন মৃত্তিকা [ হইতে উৎপন্ন ঘট মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন হয় না] তেমনি) ধী-ভাব-ভাবিত্বাৎ (বুদ্ধির অস্তিত্বে অস্তিত্ব লাভ করে বলিয়া) আভাসঃ (চিদাভাস) ধিয়ঃ (বুদ্ধি হইতে) পৃথক্ (পৃথক, ভিন্ন) ন হি অস্তি (হয়ই না); [যদি এইরূপ বল; তর্হি = তাহা হইলে বলি] অল্পম্ এব (অতি অল্পই) উক্তম্ (তোমাকর্তৃক বলা হইল)। এবম্ (এইরূপ [ যুক্তিবলে ]) ধীঃ অপি (বুদ্ধিও) স্বদেহতঃ (নিজ দেহ হইতে [পৃথক নয়] ) ॥৩৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (বাদী) যেমন মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন ঘট মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন হয় না, সেইরূপ বুদ্ধির অস্তিত্বে অস্তিত্বলাভ করে বলিয়া চিদাভাস বুদ্ধি হইতে পৃথক হয়ই না। (সিদ্ধান্তী) তুমি তো তোমার যুক্তির অতি অল্পই বলিলে। কেননা, তোমার এই যুক্তিবলে বুদ্ধিও স্বদেহ হইতে পৃথক নয়, (তাহা সিদ্ধ হইয়া যায়) ॥৩৪॥

**দেহে মৃতেঽপি বুদ্ধিশ্চেচ্ছাস্ত্রাদস্তি তথা সতি ।**
**বুদ্ধেরন্যশ্চিদাভাসঃ প্রবেশশ্রুতিষু শ্রুতঃ ॥৩৫॥**

***অন্বয় ঃ*** দেহে মৃতে অপি (শরীর বিনষ্ট হইলেও) বুদ্ধিঃ অস্তি (বুদ্ধি থাকিয়া যায়), শাস্ত্রাৎ

১ পাঠান্তর 'ইতি চেৎ'

([ইহা] শাস্ত্র প্রমাণ হইতে জানা যায়), (ইতি) চেৎ (যদি এইরূপ বল), তথা সতি (সেরূপ বলিলে) বুদ্ধেঃ অন্যঃ (বুদ্ধি হইতে ভিন্ন) চিদাভাসঃ (চিদাভাসের কথা) প্রবেশ-শ্রুতিষু (আত্মার দেহপ্রবেশ-প্রতিপাদক শ্রুতিবচন হইতে) শ্রুতঃ (শুনিতে পাওয়া যায়)॥৩৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যদি তুমি (বাদী) বল যে শরীর বিনষ্ট হইলেও বুদ্ধি থাকিয়া যায় এইরূপ শাস্ত্র-প্রমাণ[১] আছে; তাহা হইলে বুদ্ধি হইতে ভিন্ন চিদাভাসের অস্তিত্বের কথাও আত্মার দেহপ্রবেশ-প্রতিপাদক শ্রুতিবচনে[২] পাওয়া যায়॥৩৫॥

**ধীযুক্তস্য প্রবেশশ্চেন্নৈতরেয়ে ধিয়ঃ পৃথক্।**
**আত্মা প্রবেশং সঙ্কল্প্য প্রবিষ্ট ইতি গীয়তে ॥৩৬॥**

***অন্বয় ঃ*** চেৎ (যদি বল), [উক্ত প্রবেশ-শ্রুতিতে] ধী-যুক্তস্য (বুদ্ধিযুক্ত আভাস চৈতন্যের) প্রবেশঃ (প্রবেশ [বলা হইয়াছে]); [তবে বলি] ন (না, ঐরূপ বলা হয় নাই) ঐতরেয়ে (ঐতরেয় উপনিষদে) ধিয়ঃ পৃথক্ (বুদ্ধি হইতে পৃথক) আত্মা (আত্মা) প্রবেশম্ সঙ্কল্প্য (প্রবেশের সঙ্কল্প করিয়া) প্রবিষ্টঃ (প্রবেশ করিলেন) ইতি গীয়তে (এইরূপ কথিত হইয়াছে)॥৩৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যদি বল, উক্ত প্রবেশ শ্রুতিতে ধীযুক্ত আভাস চৈতন্যের প্রবেশ (সম্ভবতঃ) বলা হইয়াছে। তবে বলি, না, ঐতরেয়োপনিষদে বুদ্ধি হইতে ভিন্ন আত্মা দেহে প্রবেশের সঙ্কল্প করিয়া প্রবিষ্ট হইলেন, এইরূপ গীত হইয়াছে॥ ৩৬॥

**কথং ন্বিদং সাক্ষদেহং মদৃতে স্যাদিতীরণাৎ।**
**বিদার্য মূর্ধসীমানং প্রবিষ্টঃ সংসরত্যয়ম্ ॥৩৭॥**

***অন্বয় ঃ*** অয়ম্ (এই পরমাত্মা) স-অক্ষ-দেহম্ ইদম্ (ইন্দ্রিয়সহ দেহ এবং তাহাদের সহিত বিদ্যমান জড়সমূহ অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদিসঙ্ঘাতরূপ কার্য) মৎ ঋতে (আমাকে ছাড়িয়া) কথম্ নু স্যাৎ (কি করিয়া বাঁচিয়া থাকিবে)?—ইতি ঈরণাৎ (এই প্রকার চিন্তা করিয়া) মূর্ধ-সীমানম্ বিদার্য (মস্তকের সীমা অর্থাৎ মধ্যস্থল বিদারণ করিয়া) প্রবিষ্টঃ (প্রবিষ্ট হইয়া) সংসরতি (জাগ্রদাদি অবস্থার অধীন হইলেন)॥৩৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** দেহেন্দ্রিয়াদিসঙ্ঘাতরূপ মৎ-সৃষ্ট কার্য আমাকে ছাড়িয়া কি করিয়া সজীব থাকিবে?[৩]—এইরূপ চিন্তা করিয়া এই পরমাত্মা মস্তকের সীমা[৪]

১ বৃহদারণ্যক উঃ ৪/৪/২ ২ ঐতরেয় উঃ ১/৩/১২ এবং তৈত্তিরীয় উঃ ২/৬

৩ "স ঈক্ষত কথম্ নু ইদম্ মৎ ঋতে স্যাৎ ইতি... স এতম্ এব সীমানম্ বিদার্য এতয়া দ্বারা প্রাপদ্যত"—ঐতরেয় উঃ ১/৩/১১—১২।

৪ মূৰ্দ্ধসীমানম্—"কেশবিভাগাবসানম্"—স্ত্রীলোকদিগের কেশবিভাগের রেখারূপ যে সীমন্ত তাহার সমাপ্তিস্থলে অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রে।

বিদারণ করিয়া, দেহ-প্রবেশকরতঃ জাগ্রদাদি অবস্থা অনুভব করিতেছেন ॥৩৭॥

**কথং প্রবিষ্টোঽসঙ্গশ্চেৎসৃষ্টির্বাস্য কথং বদ ।**
**মায়িকত্বং তয়োস্তুল্যং বিনাশশ্চ সমস্তয়োঃ ॥৩৮॥**

***অন্বয় ঃ*** অসঙ্গঃ (অসঙ্গ আত্মা) কথম্ (কি প্রকারে) প্রবিষ্টঃ (শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন)?— চেৎ (যদি এইরূপ প্রশ্ন কর)। [তাহার উত্তর ঃ] অস্য (এই অসঙ্গের) সৃষ্টিঃ বা (সৃষ্টিই বা) কথম্ বদ (কি প্রকারে বল)? তয়োঃ (প্রবেশকর্তা ও সৃষ্টিকর্তা— উভয়ের) মায়িকত্বম্ তুল্যম্ (মায়িকত্ব তুল্যরূপ অর্থাৎ সৃষ্টি এবং প্রবেশ—দুই কার্য মায়ার দ্বারা সম্ভব হয়) [এইরূপ যদি যুক্তি দাও, তদুত্তরে বলি—] তয়োঃ (তদুভয়ের) বিনাশঃ চ (বিনাশ বা নিবৃত্তিও) সমঃ (তুল্যরূপ) ॥৩৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যদি বল, অসঙ্গ পরমাত্মার শরীরপ্রবেশ কি প্রকারে সম্ভব হয়? (উত্তর) এই অসঙ্গের দ্বারা সৃষ্টিই বা কি প্রকারে সম্ভব? (প্রতিবাদ) সৃষ্টি ও দেহপ্রবেশ—দুইটি, মায়ার কার্য। অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা ও প্রবেশকর্তা তুল্যরূপে মায়িক। (উত্তর) তদুভয়ের নিবৃত্তিও সমান অর্থাৎ মায়ার নিবৃত্তিতে তদুভয়েরও নিবৃত্তি ॥৩৮॥

**সমুত্থায়ৈষ ভূতেভ্যস্তান্যেবানুবিনশ্যতি ।**
**বিস্পষ্টমিতি মৈত্রেয়্যৈ যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ হি ॥৩৯॥**

***অন্বয় ঃ*** এষঃ (এই আত্মা) ভূতেভ্যঃ (দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ পঞ্চভূতের কার্য হইতে) সমুত্থায় (উত্থিত হইয়া অর্থাৎ জীবভাব লাভ করিয়া) তানি এব অনুবিনশ্যতি (তাহাদের সঙ্গে সঙ্গেই বিনাশপ্রাপ্ত হন) ইতি (ইহা) যাজ্ঞবল্ক্যঃ (যাজ্ঞবল্ক্য মুনি) মৈত্রেয়্যৈ (পত্নী মৈত্রেয়ীকে) বিস্পষ্টম্ হি উবাচ (সুস্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন) ॥৩৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এই আত্মা দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ পঞ্চভূতকার্য হইতে উত্থিত হইয়া অর্থাৎ জীবত্বপ্রাপ্ত হইয়া দেহেন্দ্রিয়াদির বিনাশের সঙ্গে-সঙ্গেই বিনাশপ্রাপ্ত হন—এই প্রকারে যাজ্ঞবল্ক্য মুনি পত্নী মৈত্রেয়ীকে[১] সুস্পষ্টভাবেই উপদেশ করিয়াছিলেন ॥৩৯॥

**অবিনাশ্যয়মাত্মেতি কূটস্থঃ প্রবিবেচিতঃ ।**
**মাত্রা[২]সংসর্গ ইত্যেবমসঙ্গত্বস্য কীর্তনাৎ ॥৪০॥**

***অন্বয় ঃ*** অয়ম্ আত্মা (এই আত্মা) অবিনাশী (অবিনাশী) ইতি (এই বলিয়া)

১ বৃঃ উঃ ৪/৫/১৩। এইভাবে দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ উপাধিযুক্ত আত্মার অর্থাৎ জীবের বিনাশিত্ব বলিয়াছেন।

২ মাত্রা = যাহা 'মিত' অর্থাৎ প্রমাজ্ঞানের বিষয়ীকৃত হয়—যথা দেহেন্দ্রিয়াদি

কূটস্থঃ (কূটস্থ) প্রবিবেচিতঃ ([সোপাধিক চিদাভাসরূপ হইতে] পৃথককৃত হইয়াছেন)। মাত্রা-অসংসর্গঃ (ইন্দ্রিয়াদির সহিত ইহার সম্পর্করাহিত্য) ইতি এবম্ (এই প্রকারে) অসঙ্গত্বস্য (কূটস্থের অসঙ্গতার) কীর্তনাৎ (গুণকীর্তনের দ্বারা), [তাহার অবিনাশিত্ব দেখাইয়াছেন]॥ ৪০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** "এই আত্মা অবিনাশী"[১] এই বলিয়া শ্রুতি সোপাধিক চিদাভাস রূপ হইতে কূটস্থের বিবেচন করিয়াছেন। "ইন্দ্রিয়াদির সহিত সম্পর্কশূন্য"[২]—এই উক্তিদ্বারা কূটস্থের অসঙ্গতার গুণকীর্তনের মাধ্যমে তাহার অবিনাশিত্ব দেখাইয়াছেন ॥৪০॥

**জীবাপেতং বাব কিল শরীরং ম্রিয়তে ন সঃ ।**
**ইত্যত্র ন বিমোক্ষোঽর্থঃ কিন্তু লোকান্তরে গতিঃ ॥৪১॥**

***অন্বয় ঃ*** জীব-অপেতম্ (জীব-পরিত্যক্ত) বাব (নিশ্চিত) কিল শরীরম্ (শরীরই) ম্রিয়তে (মরে), সঃ ন (সেই জীব মরে না) ইতি অত্র (এই শ্রুতিবচনে) বিমোক্ষঃ (জীব মোক্ষপ্রাপ্ত হয়) অর্থঃ ন ([এই] অর্থ [উক্ত হয়] নাই), কিন্তু (কিন্তু) লোকান্তরে গতিঃ (লোকান্তর গমনরূপ অর্থ [কথিত হইয়াছে] ) ॥৪১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** "জীবপরিত্যক্ত এই শরীরই মরে, জীব মরে না"[৩] —এই শ্রুতিবচনে জীবের মোক্ষরূপ অর্থ নয়, কিন্তু লোকান্তর গমনরূপ অর্থ কথিত হইয়াছে[৪] ॥৪১ ॥

**নাহং ব্রহ্মেতি বুধ্যেত স বিনাশীতি চেন্ন তৎ ।**
**সামানাধিকরণ্যস্য বাধায়ামপি সম্ভবাৎ ॥৪২॥**

***অন্বয় ঃ*** বিনাশী সঃ ([জীব যদি] বিনাশী [হয়, তবে] সে ) অহম্ ব্রহ্ম (আমি ব্রহ্ম) ইতি ন বুধ্যেত (এইরূপ জ্ঞান লাভ করিতে পারে না) ইতি চেৎ (যদি এই আপত্তি কর), তৎ ন ([তবে বলি] এই আশঙ্কা হইতে পারে না), বাধায়াম্ অপি ([অর্থের ভিন্নতারূপ] বাধা সত্ত্বেও) সামানাধিকরণ্যস্য (সমান অধিকবণ অর্থাৎ অর্থরূপ আশ্রয়ের বলে), [একই বস্তুর বোধকতা] সম্ভবাৎ (সম্ভব হয় বলিয়া) ॥৪২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (আপত্তি) জীব যদি বিনাশী হয়, তবে তাহার "আমি

১-২ বৃঃ উঃ ৪/৫/১৪, ৪/৩/১৫, ৪/৪/২২ এবং মাধ্যন্দিনশাখীয় বৃহদারণ্যক উঃ ৭/৩/১৫— "অবিনাশী বৈ অরে অয়ম্ আত্মা ... মাত্রাসংসর্গঃ তু অস্য ভবতি।"

৩ ছাঃ উঃ ৬/১১/৩

৪ শরীর মরে, কিন্তু সোপাধিক জীব লোকান্তর গমন করে। ইহার দ্বারা জীবের সোপাধিকরূপেরও অবিনাশিত্ব বুঝায় না। কারণ উপাধির আত্যন্তিক নাশ হইয়া, জন্মমরণাদি চক্রের অবসান হইলে, মোক্ষলাভ হয়।

হইতেছি ব্রহ্ম"—এইরূপ জ্ঞান সম্ভব নয়;[১] (উত্তর) না, এইরূপ আশঙ্কা করিতে পার না। কারণ অর্থের ভিন্নতারূপ বাধা সত্ত্বেও সামানাধিকরণ্যের[২] বলে—অর্থাৎ তদুভয়ের একই অর্থরূপ আশ্রয়ের বলে, তদুভয়ের একত্বজ্ঞান সম্ভব হয়। (যেমন—'ঐ বৃক্ষকাণ্ডটি মানুষ'—এইরূপ ভ্রমস্থলে, 'বৃক্ষকাণ্ড' ও 'মানুষ' দুইটি ভিন্ন শব্দ হইলেও; বৃক্ষকাণ্ডত্বের ভ্রম কাটিয়া গেলে মনুষ্যত্বের জ্ঞান হয়।) ॥ ৪২॥

**যোঽয়ং স্থাণুঃ পুমানেষ পুংধিয়া স্থাণুধীরিব ।**
**ব্রহ্মাস্মীতি ধিয়াপ্যেষা[৩] হ্যহং বুদ্ধির্নিবর্ততে ॥ ৪৩॥**

***অন্বয় ঃ*** যঃ অয়ম্ স্থাণুঃ (এই যে স্থাণু) এষঃ পুমান্ (ইহা পুরুষ), [এইস্থলে] পুংধিয়া (পুরুষ বুদ্ধিদ্বারা) স্থাণুধীঃ ইব (স্থাণুবুদ্ধির [নিরাকরণের] ন্যায়) ব্রহ্ম অস্মি (আমি ব্রহ্ম) ইতি ধিয়া অপি (এইরূপ বুদ্ধিদ্বারাও) এষা অহং বুদ্ধিঃ ('আমি কর্তা'রূপ অহং বুদ্ধি) নিবর্ততে হি (নিশ্চয় নিবারিত হয়) ॥ ৪৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** "এই যে স্থাণু (বলিয়া প্রতীত হইতেছিল) ইহা পুরুষ"—এই উদাহরণ স্থলে পুরুষ-বুদ্ধি দ্বারা স্থাণু-বুদ্ধির নিরাকরণের ন্যায় "আমি ব্রহ্ম" এই বুদ্ধি দ্বারাও 'আমি কর্তা'-রূপ অহং-বুদ্ধি নিবারিতই হয় ॥ ৪৩॥[৪]

**নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধাবপ্যেবমাচার্যৈঃ স্পষ্টমীরিতম্ ।**
**সামানাধিকরণ্যস্য বাধার্থত্বমতোঽস্তু তৎ ॥ ৪৪॥**

***অন্বয় ঃ*** এবম্ (এই প্রকারে) আচার্যৈঃ (আচার্য সুরেশ্বর কর্তৃক) নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধৌ

---

১ বিনাশী জীবের পক্ষে আপনাকে অবিনাশীস্বরূপ বলিয়া জানা সম্ভব নয়—ইহাই অভিপ্রায়।

২ যখন দুইটি বিশেষ্য শব্দ একই বিভক্তি যুক্ত হয় এবং একই বস্তুর বোধক হয়, তখন তাহাদের সামানাধিকরণ্যযুক্ত বলা হয়। অধিকরণ অর্থাৎ আশ্রয়। দুইটি অপর্যায়ভুক্ত অর্থ বা (synonymous নহে এইরূপ) শব্দের পরস্পরের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহার নাম সামানাধিকরণ্য। এই সম্বন্ধ দুই প্রকারের—মুখ্যসামানাধিকরণ্য ও বাধসামানাধিকরণ্য। যখন দুইটি শব্দ একই বস্তুর নির্দেশক হয়, তখন তাহাদের সম্বন্ধকে মুখ্যসামানাধিকরণ্য বলে। যেমন ঘটাকাশ ও মহাকাশ। ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশ ও মহাকাশ এক। সেইরূপ কূটস্থ ও ব্রহ্ম।

আবার যদি দুইটি বিশেষ্য শব্দ এমন হয় যে তাহাদের মধ্যে একতাসম্বন্ধ উদ্দিষ্ট হইলেও দুইটি শব্দ কোনভাবেই এক বলা যায় না। যেমন—"এই স্থাণুটি পুরুষ"—এইস্থলে 'স্থাণু' (গাছের গুঁড়ি) ও 'পুরুষ' শব্দ দুইটির বিভক্তি এক এবং ইহাদের সম্বন্ধ একত্ব। কিন্তু স্থাণু ও পুরুষ কোনমতে এক হইতে পারে না, উভয়ের মধ্যে কোন মিল নাই। এস্থলে এতদুভয়ের ঐক্যবোধক বাক্যে একের (যথা স্থাণুর) বাধদ্বারা অভেদজ্ঞান সম্ভব হয়। অর্থাৎ বাক্যটির অর্থ এইরূপ হইবে—"যাহা স্থাণু বলিয়া প্রতীত হইতেছিল তাহা আসলে পুরুষ"। এইরূপ একত্ব সম্বন্ধকে বাধসামানাধিকরণ্য বলে।

৩ 'ধিয়াশেষা'—এই পাঠান্তর

৪ দ্রষ্টব্য—নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিঃ ২/২৯

অপি (নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি নামক গ্রন্থেও) সামানাধিকরণ্যস্য (সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধের) বাধ-অর্থত্বম্ (বাধার্থতা) স্পষ্টম্ ঈরিতম্ (স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে)। অতঃ (অতএব) তৎ অস্তু (['অহম্ ব্রহ্মাস্মি' এই বাক্যের] এইভাবে অর্থ হউক) ॥৪৪॥

*বঙ্গানুবাদ* ঃ এইপ্রকারে আচার্য সুরেশ্বর নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি গ্রন্থেও সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধের বাধ-অর্থতা স্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন। অতএব, 'অহম্ ব্রহ্মাস্মি' এই মহাবাক্যের অর্থ বাধসামানাধিকরণ্য সম্বন্ধ অনুযায়ী হউক॥৪৪॥

**সর্বং ব্রহ্মেতি জগতা সামানাধিকরণ্যবৎ ।**
**অহং ব্রহ্মেতি জীবেন সামানাধিকৃতির্ভবেৎ ॥৪৫॥**

*অন্বয়* ঃ 'সর্বম্ ব্রহ্ম' (এই সমগ্র জগৎ ব্রহ্ম) ইতি (এই শ্রুতিতে) জগতা (জগতের সহিত), [ব্রহ্মের] সামানাধিকরণ্যবৎ (সামানাধিকরণ্যের ন্যায়) 'অহম্ ব্রহ্ম' (আমি ব্রহ্ম) ইতি (এই শ্রুতিতে) জীবেন (জীবের সহিত), [ব্রহ্মের] সামানাধিকৃতিঃ (সামানাধিকরণ্য) ভবেৎ (হইবে) ॥৪৫॥

*বঙ্গানুবাদ* ঃ "এইসমস্ত জগৎ ব্রহ্ম"—এই শ্রুতিবাক্যে (ছাঃ উঃ ৩/১৪/১, মাঃ উঃ ২) জগতের সহিত ব্রহ্মের বাধসামানাধিকরণ্যের ন্যায় "আমি ব্রহ্ম"—এই শ্রুতিবাক্যে (বৃঃ উঃ ১/৪/১০) জীবের সহিত ব্রহ্মের বাধসামানাধিকরণ্য হইবে॥৪৫॥

**সামানাধিকরণ্যস্য বাধার্থত্বং নিরাকৃতম্ ।**
**প্রযত্নতো বিবরণে কূটস্থত্ববিবক্ষয়া ॥৪৬॥**

*অন্বয়* ঃ বিবরণে (বিবরণ-নামক গ্রন্থে) কূটস্থত্ব-বিবক্ষয়া ([অহং-শব্দে] কূটস্থতা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে) সামানাধিকরণ্যস্য (সামানাধিকরণ্যের) বাধার্থত্বম্ (বাধ-অর্থত্বের) প্রযত্নতঃ (যত্নপূর্বক) নিরাকৃতম্ (খণ্ডন করা হইয়াছে) ॥৪৬॥

*বঙ্গানুবাদ* ঃ 'বিবরণ'-নামক গ্রন্থে[১] 'অহং ব্রহ্মাস্মি'-মহাবাক্যান্তর্গত 'অহং' শব্দে কূটস্থতা[২] বুঝাইবার উদ্দেশ্যে সামানাধিকরণ্যের (দুইটি অর্থের

---

১ "শ্রীমৎ স্বামী প্রকাশাত্মযতি 'অনন্যানুভবের' শিষ্য। ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্যের পদ্মপাদ-কৃত 'বেদান্তডিণ্ডিম'-টীকার যে অংশ 'পঞ্চপাদিকা' নামে খ্যাত, তাহার উপর ইনি 'পঞ্চপাদিকা বিবরণ' নামে এক টীকা রচনা করেন, (সম্ভবতঃ নবমশতাব্দীতে)। তাহাই এই শ্লোকে 'বিবরণ' নামে কথিত হইয়াছে।"—শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়, মগনীরাম মঠ ।

২ 'বিবরণ'-কারের মতে 'অহং ব্রহ্মাস্মি'-মহাবাক্যে যে একত্ব-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহা চিদাভাস ও ব্রহ্মের মধ্যে নয়, কিন্তু কূটস্থ ও ব্রহ্মের মধ্যে। তিনি অহং-অর্থে কূটস্থ বুঝাইয়াছেন। অতএব, সামানাধিকরণ্যটি মুখ্যসামানাধিকরণ্য; বাধসামানাধিকরণ্য নহে ।

মধ্যে, অর্থাৎ 'মুখ্য' ও 'বাধ' অর্থের মধ্যে) বাধ-অর্থত্ব যত্নপূর্বক খণ্ডন করা হইয়াছে ॥ ৪৬॥

**শোধিতস্ত্বং পদার্থো যঃ কূটস্থো ব্রহ্মরূপতাম্ ।**
**তস্য বক্তুং বিবরণে তথোক্তমিতরত্র চ ॥ ৪৭॥**

***অন্বয় ঃ*** শোধিতঃ ত্বম্-পদ-অর্থঃ (ত্বম্-পদের শোধিত অর্থ) যঃ কূটস্থঃ (যে কূটস্থ) তস্য (তাহার) ব্রহ্মরূপতাম্ বক্তুম্ (ব্রহ্মস্বরূপতার কথা বলিবার অভিপ্রায়ে) বিবরণে (বিবরণ গ্রন্থে) ইতরত্র চ (অন্যান্য গ্রন্থেও) তথা উক্তম্ (বাধসামানাধিকরণ্যের খণ্ডনের কথা বলা হইয়াছে) ॥ ৪৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ত্বম্-পদের শোধিত অর্থ (লক্ষ্যার্থ) যে কূটস্থ তাহার ব্রহ্মস্বরূপের সহিত অভেদত্বের কথা বলিবার অভিপ্রায়ে বিবরণ-গ্রন্থে এবং অন্যান্য গ্রন্থে বাধসামানাধিকরণ্যের নিষেধ করা হইয়াছে ॥ ৪৭॥

**দেহেন্দ্রিয়াদিযুক্তস্য জীবাভাসভ্রমস্য যা ।**
**অধিষ্ঠানচিতিঃ সৈষা কূটস্থাত্র বিবক্ষিতা ॥ ৪৮॥**

***অন্বয় ঃ*** দেহেন্দ্রিয়াদি-যুক্তস্য (দেহেন্দ্রিয়াদিযুক্ত) জীব-আভাস-ভ্রমস্য (চিদাভাসরূপ জীবভ্রমের) যা (যাহা) অধিষ্ঠান-চিতিঃ (অধিষ্ঠান চৈতন্য) সা এষা (তাহাই) অত্র (বেদান্তশাস্ত্রে) কূটস্থা বিবক্ষিতা ('কূটস্থ' শব্দে বলিবার ইচ্ছা করা হইয়াছে) ॥ ৪৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** দেহেন্দ্রিয়াদিযুক্ত চিদাভাসরূপ জীবভ্রমের অধিষ্ঠান যে চৈতন্য তাহাই বেদান্তশাস্ত্রে 'কূটস্থ'-শব্দে উল্লিখিত হইয়াছে ॥ ৪৮॥

**জগদ্ভ্রমস্য সর্বস্য যদধিষ্ঠানমীরিতম্ ।**
**ত্রয্যন্তেষু তদত্র স্যাদ্‌ব্রহ্মশব্দবিবক্ষিতম্ ॥ ৪৯॥**

***অন্বয় ঃ*** সর্বস্য জগদ্ভ্রমস্য (সকল জগদ্‌ভ্রমের) অধিষ্ঠানম্ যৎ (অধিষ্ঠান যে চৈতন্য) ত্রয়ী-অন্তেষু, (ঋক্, সাম, যজুঃ—এই তিন বেদের অন্তে অর্থাৎ উপনিষৎসমূহে) ঈরিতম্ (বর্ণিত হইয়াছে), তৎ (তাহা) অত্র (এইস্থলে,—"অহং ব্রহ্মাস্মি" মহাবাক্যে) ব্রহ্মশব্দ-বিবক্ষিতম্ স্যাৎ (ব্রহ্মশব্দের দ্বারা বিবক্ষিত হইয়াছে) ॥ ৪৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সকল জগদ্‌ভ্রমের অধিষ্ঠানরূপ যে চৈতন্য উপনিষৎসমূহে নিরূপিত হইয়াছে, তাহা এইস্থলে 'ব্রহ্ম' শব্দের দ্বারা উক্ত হইয়াছে ॥ ৪৯॥

**এতস্মিন্নেব চৈতন্যে জগদারোপ্যতে যদা ।**
**তদা তদেকদেশস্য জীবাভাসস্য কা কথা ॥ ৫০॥**

***অন্বয় ঃ*** এতস্মিন্ এব চৈতন্যে (এই চৈতন্যেই) যদা (যখন) জগৎ আরোপ্যতে

(সমস্ত জগৎ আরোপিত), তদা (তখন) তৎ-এক-দেশস্য (তাহার একাংশরূপ) জীবাভাসস্য (চিদাভাসের) কা কথা (কি কথা)?॥৫০॥

***বঙ্গানুবাদ*** **ঃ** এই অধিষ্ঠান চৈতন্যে যখন সম্পূর্ণ জগৎ আরোপিত তখন সেই জগতের একাংশরূপ[১] চিদাভাসের আর কি কথা?॥৫০॥

**জগত্তদেকদেশাখ্যসমারোপ্যস্য ভেদতঃ ।**
**তত্ত্বংপদার্থৌ ভিন্নৌ স্তো বস্তুতস্ত্বেকতা চিতেঃ ॥৫১॥**

***অন্বয়*** **ঃ** জগৎ-তৎ-এক-দেশাখ্য-সমারোপ্যস্য (জগৎ এবং সেই জগতের একদেশ অর্থাৎ একাংশরূপ চিদাভাস অর্থাৎ জীব—এই দুই আরোপিত উপাধির) ভেদতঃ (ভেদবশতঃ) তৎ-ত্বম্ পদার্থৌ ভিন্নৌ স্তঃ (তৎ এবং ত্বম্ পদের অর্থও ভিন্ন ভিন্ন হয়)। বস্তুতঃ তু (কিন্তু পারমার্থিকভাবে) চিতেঃ একতা ([এতদুভয় শব্দের লক্ষ্যার্থরূপ] চৈতন্যের [ভেদ নাই] একত্ব [আছে]) ॥৫১॥

***বঙ্গানুবাদ*** **ঃ** জগৎ এবং সেই জগতের একাংশরূপ জীব—এই দুই আরোপিত উপাধির ভেদবশতঃ 'তৎ' এবং 'ত্বম্'[২] পদ দুইটির অর্থও ভিন্ন ভিন্ন হয়। কিন্তু বস্তুতঃ (এই দুই শব্দের লক্ষ্যার্থ) চৈতন্যের কোন ভেদ নাই, একত্ব আছে ॥৫১॥

**কর্তৃত্বাদীন্বুদ্ধিধর্মান্ স্ফূর্ত্যাখ্যাং চাত্মরূপতাম্ ।**
**দধদ্বিভাতি পুরত আভাসোঽতো ভ্রমো ভবেৎ ॥৫২॥**

***অন্বয়*** **ঃ** বুদ্ধি-ধর্মান্ কর্তৃত্বাদীন্ (কর্তৃত্বাদিরূপ বুদ্ধিধর্ম) চ (এবং) স্ফূর্ত্যাখ্যাম্ (প্রকাশ নামক) আত্মরূপতাম্ (আত্মরূপতা) দধৎ (ধারণ করিয়া) [চিদাভাস] পুরতঃ বিভাতি (সম্মুখে অর্থাৎ স্পষ্টই প্রতিভাত হইতেছে)। অতঃ (এইহেতু) আভাসঃ (আভাস) ভ্রমঃ ভবেৎ (ভ্রমরূপ হয়) ॥৫২॥

***বঙ্গানুবাদ*** **ঃ** কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদিরূপ বুদ্ধিধর্ম এবং প্রকাশ নামক আত্মরূপতা ধারণ করিয়া[৩] চিদাভাস স্পষ্ট প্রতিভাত হইতেছে। এইহেতু আভাস ভ্রমরূপ ॥৫২॥

---

১ 'জীব, জগতের একাংশ' বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ ঃ "অনেন জীবেন (আত্মনা) অনুপ্রবিশ্য"—ছাঃ উঃ ৬/৩/২-৩

২ জগৎরূপ আরোপিত উপাধির অধিষ্ঠান 'তৎ' এবং জীবরূপ আরোপিত উপাধির অধিষ্ঠান 'ত্বম্'—ইহা বুঝানো হইয়াছে।

৩ "...সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য... লোকব্যবহারঃ"—ব্রঃ সূঃ, অধ্যাসভাষ্যে আচার্য শংকর

**কা বুদ্ধিঃ কোঽয়মাভাসঃ কো বাত্মাত্র জগৎ কথম্ ।**
**ইত্যনির্ণয়তো মোহঃ সোঽয়ং সংসার ইষ্যতে ॥৫৩॥**

***অন্বয় ঃ*** বুদ্ধিঃ কা (বুদ্ধি কি বস্তু)? অয়ম্ আভাসঃ (এই চিদাভাস) কঃ (কি)? আত্মা বা কঃ (আত্মাই বা কি)? জগৎ (জগৎ) অত্র (এই আত্মাতে) কথম্ (কি প্রকারে আসিল)? ইতি (এই প্রকার প্রশ্নের) অনির্ণয়তঃ (সমাধান না হইবার ফলে) মোহঃ (মোহ [উৎপন্ন হইয়াছে])। সঃ (সেই) অয়ম্ (এই মোহকে) সংসারঃ ইষ্যতে (সংসার বলা হইয়া থাকে) ॥৫৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বুদ্ধির স্বরূপ কি ? এই চিদাভাসটি কি? আত্মাই বা কি? এই আত্মাতে জগৎ কি প্রকারে আসিল? এই সকল প্রশ্নের সমাধান না হইবার ফলে মোহ উৎপন্ন হইয়াছে। সেই এই মোহকে সংসার বলা হইয়া থাকে ॥৫৩॥

**বুদ্ধ্যাদীনাং স্বরূপং যো বিবিনক্তি স তত্ত্ববিৎ ।**
**স এব মুক্ত ইত্যেবং বেদান্তেষু বিনিশ্চয়ঃ ॥৫৪॥**

***অন্বয় ঃ*** বুদ্ধি-আদীনাম্ স্বরূপম্ (বুদ্ধি প্রভৃতির স্বরূপ) যঃ (যিনি) বিবিনক্তি (বিশ্লেষণ করিয়া অবগত হইয়াছেন) সঃ (তিনি) তত্ত্ববিৎ (তত্ত্বজ্ঞানী), সঃ এব মুক্তঃ (তিনিই মুক্ত) ইতি এবম্ (এই প্রকার সিদ্ধান্ত) বেদান্তেষু বিনিশ্চয়ঃ (বেদান্তশাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে) ॥৫৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যিনি বিশ্লেষণপূর্বক বুদ্ধি প্রভৃতির স্বরূপ অবগত হইয়াছেন তিনি তত্ত্ববিৎ, তিনিই মুক্ত—এই প্রকার সিদ্ধান্ত বেদান্তশাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে॥ ৫৪॥

**এবং চ সতি বন্ধঃ স্যাৎ কস্যেত্যাদিকুতর্কজাঃ ।**
**বিড়ম্বনা দৃঢ় খণ্ড্যাঃ খণ্ডনোক্তিপ্রকারতঃ ॥৫৫॥**

***অন্বয়ঃ*** এবম্ চ সতি (যদি এইরূপই হইল) (তাহা হইলে) কস্য (কাহার) বন্ধঃ স্যাৎ (বন্ধন হইবে)? ইত্যাদি (ইত্যাদি) কুতর্কজাঃ বিড়ম্বনাঃ (কুতর্কজাত বিড়ম্বনা বা পরিহাস) খণ্ডনোক্তিপ্রকারতঃ (শ্রীহর্ষাচার্য প্রণীত 'খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য' গ্রন্থে বর্ণিত প্রকারে) দৃঢ়ম্ খণ্ড্যাঃ (দৃঢ়ভাবে খণ্ডনীয়)॥ ৫৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যদি এইরূপই হইল, (অর্থাৎ বন্ধন ও বন্ধনমুক্তি বা মোক্ষ অবিবেকবশতঃই হয়, ইহা মানিয়া লইলে, অদ্বৈতবাদে) কাহার বন্ধ হইবে? (আর কাহারই বা মুক্তি হইবে?) ইত্যাদি কুতর্কজাত পরিহাস, 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য' গ্রন্থোক্তপ্রকার যুক্তি দ্বারা বিশেষভাবে খণ্ডনীয় ॥৫৫॥

***তাৎপর্য ঃ*** ব্রহ্মই যদি একমাত্র বস্তু হয়, তবে বন্ধন কাহার? মুক্তিই বা কাহার

হইবে? কাহার তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা মোক্ষসাধনজন্য শাস্ত্রারম্ভ?—এই প্রকার নৈয়ায়িকদিগের কুতর্কমূলক পরিহাসের উত্তরে বেদান্তী বলিবেন—তুমি এই প্রশ্ন, উত্তর জানিয়া করিতেছ? অথবা না জানিয়া? যদি বল "না জানিয়া", তবে তো তুমি তোমার অজ্ঞান স্বীকার করিলে, অর্থাৎ তুমি বদ্ধ। আর যদি বল—"জানিয়া", তবে তোমার প্রশ্ন যথার্থ নহে। আবার যদি বল, "না, আমি উত্তর জানি, কিন্তু তুমি কি উত্তর দিবে, তাহা জানি না, তাই প্রশ্ন করিতেছি।" তাহা হইলে, ইহাও তোমার অজ্ঞান, সুতরাং তুমি বদ্ধ ।

**বৃত্তেঃ সাক্ষিতয়া বৃত্তিপ্রাগভাবস্য চ স্থিতঃ ।**
**বুভুৎসায়াং তথাজ্ঞোঽস্মীত্যাভাসাজ্ঞানবস্তুনঃ ॥৫৬॥**

***অন্বয় ঃ*** বৃত্তেঃ (কামাদি বৃত্তির), বৃত্তি-প্রাক্-অভাবস্য (বৃত্তি উৎপত্তির পূর্বে বৃত্তির যে অভাব, তাহার) চ (এবং) বুভুৎসায়াম্ [প্রাক্] (স্বরূপ বিষয়ে জিজ্ঞাসা উৎপন্ন হইবার পূর্বে) তথা (সেইরূপ) অজ্ঞঃ অস্মি (আমি অজ্ঞ) ইতি (এইরূপ) আভাস-অজ্ঞান-বস্তুনঃ (অনুভূত অজ্ঞানরূপ বস্তুর) সাক্ষিতয়া (সাক্ষিরূপে) স্থিতঃ ([কল্যাণময় শিবই] অবস্থিত বা বিদ্যমান) ॥৫৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** কামাদি বৃত্তির (বুদ্ধিবৃত্তির); বৃত্তির প্রাগভাবের;[১] এবং স্বরূপ বিষয়ে জিজ্ঞাসা উৎপন্ন হইবার পূর্বে, "আমি অজ্ঞ" এইরূপে যে অজ্ঞান অনুভূত হয়, তাহাদের সাক্ষিরূপে—(কল্যাণময় শিবই) বিদ্যমান॥ ৫৬॥ —(শিবপুরাণ হইতে উদ্ধৃত)

**অসত্যালম্বনত্বেন সত্যঃ সর্বজড়স্য তু ।**
**সাধকত্বেন চিদ্রূপঃ সদাপ্রেমাস্পদত্বতঃ ॥৫৭॥**

**আনন্দরূপঃ সর্বার্থসাধকত্বেন হেতুনা ।**
**সর্বসম্বন্ধবত্ত্বেন সম্পূর্ণঃ শিবসংজ্ঞিতঃ ॥৫৮॥**

***অন্বয় ঃ*** অসত্য-আলম্বনত্বেন (অসত্য জগতের অধিষ্ঠানরূপে) সত্যঃ (সত্য), সর্ব-জড়স্য তু (আর সকল জড়পদার্থের) সাধকত্বেন (অবভাসক বলিয়া) চিদ্রূপঃ (চৈতন্যস্বরূপ), সদা-প্রেম-আস্পদত্বতঃ (সর্বদা প্রীতির আস্পদ বলিয়া) আনন্দরূপঃ (আনন্দস্বরূপ), সর্ব-অর্থ-সাধকত্বেন হেতুনা (সকল বিষয়ের অবভাসক হইবার ফলে) সর্ব-সম্বন্ধবত্ত্বেন (সকল জগতের আধাররূপে সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া) শিব-সংজ্ঞিতঃ (এই 'শিব' নামধারী তত্ত্ব) সম্পূর্ণঃ (সম্পূর্ণ অর্থাৎ সর্বত্র ব্যাপ্ত) ॥৫৭-৫৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এই 'শিব' নামক তত্ত্ব—মিথ্যা জগতের অধিষ্ঠান বলিয়া সত্য; সকল জড় পদার্থের অবভাসক বলিয়া চৈতন্যস্বরূপ; সর্বদা প্রীতির

১ প্রাগভাব অর্থে বৃত্তি-উপাদানরূপ অন্তঃকরণই বুঝিতে হইবে ।

আস্পদ বা পাত্র বলিয়া আনন্দস্বরূপ; সকল বিষয়ের অবভাসকরূপে সকল জগতের আধারহেতু জগতের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট[১], সুতরাং সম্পূর্ণ অর্থাৎ সর্বত্র ব্যাপ্ত ॥৫৭-৫৮॥

**ইতি শৈবপুরাণেষু কূটস্থঃ প্রবিবেচিতঃ ।**
**জীবেশত্বাদিরহিতঃ কেবলঃ স্বপ্রভঃ শিবঃ ।। ৫৯।।**

***অন্বয় ঃ*** ইতি (এইভাবে) শৈব-পুরাণেষু (শিব-প্রাধান্য প্রতিপাদক পুরাণসমূহে) জীব-ঈশত্বাদি-রহিতঃ (জীবত্ব বা ঈশ্বরত্ব প্রভৃতি ভাবরহিত) কেবলঃ (অদ্বৈত) স্বপ্রভঃ (স্বয়ংপ্রকাশ) শিবঃ কূটস্থঃ (শিবরূপ কূটস্থ) প্রবিবেচিতঃ (বিচারিত হইয়াছেন) ॥৫৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এইভাবে শৈবপুরাণসমূহে জীবেশ্বর ভাবাদিরহিত অদ্বিতীয় স্বয়ংপ্রকাশ কল্যাণরূপ কূটস্থ বিচারিত হইয়াছেন ॥৫৯॥

**মায়াভাসেন জীবেশৌ করোতীতি শ্রুতত্বতঃ ।**
**মায়িকাবেব জীবেশৌ স্বচ্ছৌ তৌ কাচকুম্ভবৎ ॥৬০॥**

***অন্বয় ঃ*** মায়া আভাসেন (মায়া আভাসদ্বারা) জীব-ঈশৌ করোতি (জীব ও ঈশ্বর সৃষ্টি করেন) ইতি শ্রুতত্বতঃ (ইহা শুনা যায় বলিয়া) জীব-ঈশৌ (জীব ও ঈশ্বর) মায়িকৌ এব (কল্পিতই)। তৌ (তদুভয়) কাচ-কুম্ভবৎ স্বচ্ছৌ (কাচনির্মিত কুম্ভের ন্যায় স্বচ্ছ) ॥৬০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** "মায়া আভাসদ্বারা জীব ও ঈশ্বর সৃষ্টি করেন"—ইহা (নৃঃ উঃ তাঃ উঃ ৯-ম কণ্ডিকায়) শুনা যায় বলিয়া, জীব ও ঈশ্বর মায়িকই। তদুভয় কাচ নির্মিত কুম্ভের ন্যায় স্বচ্ছ ॥৬০॥

***বিবৃতি ঃ*** এই মায়ারূপ উপাদান হইতে সৃষ্ট জীবোপাধি, ঈশ্বরোপাধি বা অন্যান্য জাগতিক পদার্থ পরস্পর কি করিয়া পৃথক হইতে পারে? তাহার উত্তর এই ঃ একই মৃত্তিকারূপ উপাদান হইতে নির্মিত হইলেও মৃৎকুম্ভ অস্বচ্ছ, কাচকুম্ভ স্বচ্ছ হয়।

১ জড়জগতের সহিত নির্গুণ চৈতন্যের সম্বন্ধ আধ্যাসিক বা কল্পিত। (১) ইহা সংযোগ সম্বন্ধ হইতে পারে না; কারণ সংযোগ দুই দ্রব্যের মধ্যে হয়। গুণের আশ্রয়কে দ্রব্য বলে। চৈতন্য তো নির্গুণ। (২) সমবায় সম্বন্ধ হইতে পারে না। কারণ সমবায় গুণ-গুণী, জাতি-ব্যক্তির মধ্যে হয়। যদি বলি সূত্র ও বস্ত্রের ন্যায়, চৈতন্য ও জড়ের মধ্যে যে কার্যকারণভাবসম্বন্ধ তাহাই সমবায়। তাহার উত্তর হইল—না, সূত্র ও বস্ত্রের মধ্যে অবয়ব-অবয়বিভাবের কারণতাহেতু তাহা সম্ভব নয়। কার্য-কারণভাব মাকু ও বস্ত্রের মধ্যে দেখা যায়—তাহাদের সমবায় হয় না। (৩) তাদাত্ম্য সম্বন্ধও হয় না। কারণ পরস্পর বিলক্ষণ বস্তুর মধ্যে তাদাত্ম্য সম্বন্ধ হইতে পারে না। (৪) বিষয়বিষয়িভাব সম্বন্ধও হইতে পারে না। কারণ বিষয়বিষয়িভাবসম্বন্ধ অবয়ব-অবয়বীর তাদাত্ম্যাদিরূপ মূলসম্বন্ধপূর্বকই হইয়া থাকে। আর সেই সকল মূলসম্বন্ধ যে অসম্ভব তাহা বলা হইয়াছে।

অতএব চৈতন্য ও জড়-জগতের সম্বন্ধ কল্পিতই।

(আপত্তি) ঃ বিশেষ বিশেষ মৃত্তিকা পরস্পর ভিন্ন বলিয়া ঘট ও কাচকুম্ভের ভেদ সম্ভব। কিন্তু মায়া একই বলিয়া জীবেশ্বর ও জগতের বিলক্ষণতা অসম্ভব। (উত্তর)ঃ প্রথমে বলিয়া লই যে জীবের উপাধি মলিন সত্ত্বপ্রধানা অবিদ্যা, আর ঈশ্বরের উপাধি বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধানা মায়া, অতএব উভয়ের স্বচ্ছতার ভিন্নতা আছে। আবার জীবেশ্বর, জগৎ হইতে বিলক্ষণ; যেমন—

**অন্নজন্যং মনো দেহাৎ স্বচ্ছং যদ্বত্তথৈব তৌ ।**
**মায়িকাবপি সর্বস্মাদন্যস্মাৎ স্বচ্ছতাং গতৌ ॥ ৬১ ॥**

***অন্বয় ঃ*** অন্নজন্যম্ (অন্ন হইতে উৎপন্ন) মনঃ (মন) যৎ-বৎ (যেমন) দেহাৎ (অন্নজন্য দেহ হইতে) স্বচ্ছম্ (স্বচ্ছতর) তথা এব (সেইরূপই) তৌ মায়িকৌ অপি (দুই মায়িক, জীবেশ্বরও) অন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ (অন্য সকল জাগতিক পদার্থ অপেক্ষা) স্বচ্ছতাম্ গতৌ (অধিকতর স্বচ্ছতা প্রাপ্ত) ॥ ৬১ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অন্নোৎপন্ন মন যেমন অন্নোৎপন্ন দেহ অপেক্ষা স্বচ্ছতর, সেইরূপই জীবেশ্বরও অন্যসকল জাগতিক পদার্থ অপেক্ষা অধিকতর স্বচ্ছতা প্রাপ্ত ॥ ৬১ ॥

**চিদ্রূপত্বং চ সম্ভাব্যং চিত্ত্বেনৈব প্রকাশনাৎ ।**
**সর্বকল্পনশক্তায়া মায়ায়া দুষ্করং ন হি ॥ ৬২ ॥**

***অন্বয় ঃ*** চিত্ত্বেন এব (চৈতন্যের ন্যায়ই) প্রকাশনাৎ (প্রকাশন ক্রিয়া করে বলিয়া) চিৎ-রূপত্বম্ চ (জীবেশ্বরের চৈতন্যরূপতাও) সম্ভাব্যম্ (সম্ভব)। সর্বকল্পন-শক্তায়াঃ (সকল রচনা-সামর্থ্যশালিনী) মায়ায়াঃ (মায়ার পক্ষে), [ইহা] দুষ্করম্ ন হি (কিছুমাত্র দুষ্কর নহে) ॥ ৬২ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** চৈতন্যেরই ন্যায় প্রকাশন (ক্রিয়া) করে বলিয়া জীব ও ঈশ্বরের চৈতন্যরূপতাও সম্ভব অর্থাৎ তাহাদিগকে চেতন বলিয়া জানা সম্ভব। সর্বরচনাসামর্থ্যশালিনী মায়ার পক্ষে ইহা কিছুমাত্র দুষ্কর নহে ॥ ৬২ ॥

***বিবৃতি ঃ*** জীবেশ্বরের উপাধির স্বচ্ছতা মানিয়া লইলেও তদুভয়ের চেতনতা কি করিয়া সম্ভব হয়? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—ইহা অঘটনঘটনপটিয়সী মায়ার ক্ষমতার মধ্যেই। মায়ার মাধ্যমে জীবেশ্বর চৈতন্যস্বরূপের প্রকাশ প্রাপ্ত হয়।

**অস্মন্নিদ্রাপি জীবেশৌ চেতনৌ স্বপ্নগৌ সৃজেৎ ।**
**মহামায়া সৃজত্যেতাবিত্যাশ্চর্যং কিমত্র তে ॥ ৬৩ ॥**

***অন্বয় ঃ*** অস্মৎ-নিদ্রা অপি (আমাদের নিদ্রাও) স্বপ্নগৌ চেতনৌ জীবেশৌ (স্বপ্নে চেতন জীব ও ঈশ্বর) সৃজেৎ (সৃজন করিতে পারে)। মহামায়া (মহামায়া) এতৌ সৃজতি

(এতদুভয়কে সৃষ্টি করেন) ইতি অত্র (এই বিষয়ে) তে (তোমার কাছে) কিম্ আশ্চর্যম্ (এ আর কি আশ্চর্য )? ॥৬৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** আমাদেরও (আমরা মায়িক জীব হওয়া সত্ত্বেও) নিদ্রা যদি স্বপ্নে চেতন জীব ও চেতন ঈশ্বর সৃষ্টি করিতে পারে; তবে মহামায়া[১] জীবেশ্বর সৃষ্টি করেন, তাহাতে তোমার কি আর আশ্চর্য থাকিতে পারে ?॥ ৬৩॥

**সর্বজ্ঞত্বাদিকং চেশে কল্পয়িত্বা প্রদর্শয়েৎ ।**
**ধর্মিণং কল্পয়েদ্যাস্যাঃ কো ভারো ধর্মকল্পনে ॥ ৬৪॥**

***অন্বয় ঃ*** ঈশে চ (ঈশ্বরেও) [যে] সর্বজ্ঞত্বাদিকম্ (সর্বজ্ঞত্বাদি গুণরাশি বা ধর্মসকল) কল্পয়িত্বা (কল্পনা করিয়া) প্রদর্শয়েৎ (দেখাইবেন), [তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই]। যা (যে মহামায়া) ধর্মিণম্ কল্পয়েৎ (ধর্মের আধারস্বরূপ ধর্মীকে রচনা করিতে পারেন) অস্যাঃ (ইহার) ধর্ম-কল্পনে (ধর্মের কল্পনায় বা সৃষ্টিতে) কঃ ভারঃ (পরিশ্রম কি) ?॥৬৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এই মহামায়া, ঈশ্বরেও যে সর্বজ্ঞত্বাদি ধর্মসকল কল্পনা করিয়া দেখাইবেন, তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। যিনি ঈশ্বররূপ ধর্মীকে রচনা করিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে ধর্মের সৃষ্টিতে আর পরিশ্রম কি?॥ ৬৪॥

**কূটস্থেঽপ্যতিশঙ্কা স্যাদিতি চেন্মাঽতিশঙ্ক্যতাম্ ।**
**কূটস্থমায়িকত্বে তু প্রমাণং ন হি বিদ্যতে ॥৬৫॥**

***অন্বয় ঃ*** কূটস্থে অপি (কূটস্থ বিষয়েও) অতিশঙ্কা স্যাৎ (মায়িকতার অযথা আশঙ্কা হউক) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বল); [তাহার উত্তরে বলি], কূটস্থ-মায়িকত্বে তু (কূটস্থের মায়িকতা বিষয়ে কিন্তু) প্রমাণম্ (প্রমাণ) ন হি বিদ্যতে (নাই); মা অতিশঙ্ক্যতাম্ ([অতএব,] অনুচিত আশঙ্কা করিও না) ॥ ৬৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যদি বল, "কূটস্থ বিষয়েও মায়িকতার অতিশঙ্কা হউক"।— তাহার উত্তরে বলি, কূটস্থের মায়িকতা বিষয়ে যেহেতু কোন প্রমাণ নাই, অতএব, অযথা বা অনুচিত আশঙ্কা করা উচিত নহে ॥৬৫॥

**বস্তুত্বং ঘোষয়ন্ত্যস্য বেদান্তাঃ সকলা অপি ।**
**সপত্নরূপং বস্ত্বন্যন্ন সহন্তেঽত্র কিঞ্চন ॥ ৬৬॥**

***অন্বয় ঃ*** সকলাঃ অপি বেদান্তাঃ (সকল উপনিষদ্‌রূপ শ্রুতিই) অস্য (এই কূটস্থের) বস্তুত্বম্ ঘোষয়ন্তি (পারমার্থিকতা ঘোষণা করিতেছেন)। অত্র (এই বিষয়ে,

১ মহামায়া অর্থাৎ মূলাপ্রকৃতি। মায়া ও অবিদ্যা এই মহামাযার দুই প্রকাশ। ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

কূটস্থের পারমার্থিকতা বিষয়ে) সপত্ন-রূপং (বিরোধী) অন্যৎ কিঞ্চন বস্তু (অন্য কোন বস্তু) ন সহন্তে (সহ্য করেন না) ॥৬৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সকল উপনিষদ্‌রূপ বেদান্তশাস্ত্রই কূটস্থের এই পারমার্থিকতা ঘোষণা করিতেছেন। কূটস্থের এই পারমার্থিকতা বিষয়ে শ্রুতি অন্য কোন বিরোধীরূপ বস্তু স্বীকার করেন না ॥৬৬॥

**শ্রুত্যর্থং বিশদীকুর্মো ন তর্কাদ্বচ্মি কিঞ্চন ।**
**তেন তার্কিকশঙ্কানামত্র কোঽবসরো বদ ॥৬৭॥**

***অন্বয় ঃ*** শ্রুত্যর্থম্ (শ্রুতির অর্থ) বিশদীকুর্মঃ (স্পষ্ট করিতে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি), তর্কাৎ (যুক্তিদ্বারা) কিঞ্চন ন বচ্মি (কোন কথা বলিতেছি না)। তেন (সেই কারণে) তার্কিক-শঙ্কানাম্ (তার্কিকদিগের শঙ্কার) অত্র (এইস্থলে) কঃ অবসরঃ বদ (আশ্রয় কোথায় বল)?॥৬৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (কূটস্থ ও জীবেশ্বরের বাস্তবতা ও অবাস্তবতা বিষয়ে শুধুমাত্র শ্রুতিবচনের পাঠ কেন? তর্কের দ্বারা কিছু সিদ্ধ করিতেছেন না কেন? তাহার উত্তর ঃ) আমরা শ্রুতির অর্থ স্পষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, যুক্তি বা তর্কদ্বারা কোন কিছু সিদ্ধ করিতেছি না। সেই কারণে, এইস্থলে তার্কিকদিগের শঙ্কার অবসর কোথায় বল?॥৬৭॥

**তস্মাৎ কুতর্কং সন্ত্যজ্য মুমুক্ষুঃ শ্রুতিমাশ্রয়েৎ ।**
**শ্রুতৌ তু মায়া জীবেশৌ করোতীতি প্রদর্শিতম্ ॥৬৮॥**

***অন্বয় ঃ*** তস্মাৎ (সেই হেতু) মুমুক্ষুঃ (মুমুক্ষু) কুতর্কম্ সন্ত্যজ্য (কুতর্ক অর্থাৎ শ্রুতিবিরোধী তর্ক পরিহার করিয়া) শ্রুতিম্ আশ্রয়েৎ (শ্রুতির আশ্রয় লইবেন)। তু (আর) শ্রুতৌ (শ্রুতিতে) মায়া (মায়া) জীব-ঈশৌ করোতি (জীব ও ঈশ্বর রচনা করেন) ইতি প্রদর্শিতম্ (এই প্রকার প্রদর্শিত হইয়াছে) ॥৬৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সেই হেতু, মুমুক্ষু কুতর্ক বা শ্রুতিবিরোধী তর্ক পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতির আশ্রয় লইবেন। আর শ্রুতিতে, (নৃঃ উঃ তাঃ উঃ ৪) মায়াই জীব ও ঈশ্বর রচনা করেন—ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে ॥৬৮॥

**ঈক্ষণাদিপ্রবেশান্তা সৃষ্টিরীশকৃতা ভবেৎ ।**
**জাগ্রদাদিবিমোক্ষান্তঃ সংসারো জীবকর্তৃকঃ ॥৬৯॥**

***অন্বয় ঃ*** ঈক্ষণাদি-প্রবেশান্তা (সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইতে আরম্ভ করিয়া সৃষ্ট বস্তুর ভিতরে প্রবেশ পর্যন্ত) সৃষ্টিঃ (যে সৃষ্টি), [তাহা] ঈশকৃতা ভবেৎ (ঈশ্বর দ্বারা কৃত)।

জাগ্রদাদি-বিমোক্ষান্তঃ (জাগ্রদবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া মোক্ষপর্যন্ত) সংসারঃ (সংসার সৃষ্টি) জীব-কর্তৃকঃ (জীবের কার্য ) ॥৬৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সৃষ্টি করিবার আলোচনা হইতে আরম্ভ করিয়া সৃষ্ট বস্তুর ভিতরে প্রবেশ পর্যন্ত যে সৃষ্টি, তাহা ঈশ্বরের কার্য। আর জাগ্রদাদি হইতে আরম্ভ করিয়া মোক্ষ পর্যন্ত যে সংসার তাহা জীবের কার্য ॥৬৯॥[১]

**অসঙ্গ এব কূটস্থঃ সর্বদা নাস্য কশ্চন[২] ।**
**ভবত্যতিশয়স্তেন মনস্যেবং বিচার্যতাম্ ॥৭০॥**

***অন্বয় ঃ*** কূটস্থঃ অসঙ্গঃ এব (কূটস্থ অসঙ্গই), অস্য (ইহার) কশ্চন (কোনও) অতিশয়ঃ ([জন্মমরণাদি সংসাররূপ] বিকার) ন ভবতি (নাই)। তেন (সেই হেতু) এবম্ (এই প্রকারে) সর্বদা (সর্বদা) মনসি (মনে মনে) বিচার্যতাম্ (বিচার করা কর্তব্য)॥ ৭০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** কূটস্থ অসঙ্গই, ইহার জন্মমরণাদি সংসাররূপ কোন বিকার নাই। সেই হেতু সর্বদা এইরূপ মনে মনে বিচার করা কর্তব্য ॥৭০॥

**ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ ।**
**ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা ॥৭১॥**

***অন্বয় ঃ*** [কূটস্থের] নিরোধঃ ন (নাশ নাই), উৎপত্তিঃ চ ন (উৎপত্তিও নাই), বদ্ধঃ ন (বদ্ধ কেহ নাই), সাধকঃ চ ন (সাধকও কেহ নাই), মুমুক্ষুঃ ন (মুমুক্ষু কেহ নাই), মুক্তঃ বৈ ন (মুক্তও কেহ নাই) ইতি এষা পরমার্থতা (ইহা পরমার্থ সত্য)॥৭১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** কূটস্থের নাশ নাই,উৎপত্তিও নাই। সুতরাং কেহ বদ্ধ নহেন, সাধকও কেহ নাই; মুমুক্ষু বলিতে কেহ নাই, মুক্তও কেহ নাই—ইহা পরমার্থ সত্য ॥৭১॥

**অবাঙ্মনসগম্যং তং শ্রুতির্বোধয়িতুম্ সদা ।**
**জীবমীশং জগদ্বাপি সমাশ্রিত্য প্রবোধয়েৎ ॥৭২॥**

***অন্বয় ঃ*** অবাঙ্মনসগম্যম্ (বাক্য ও মনের অগোচর) তম্ (সেই কূটস্থস্বরূপ বা আত্মতত্ত্ব) বোধয়িতুম্ (বুঝাইবার জন্য) শ্রুতিঃ (শ্রুতি) সদা (সর্বদা) জীবম্ ঈশম্ বা জগৎ অপি (জীব, ঈশ্বর বা জগৎকেও) সমাশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) প্রবোধয়েৎ (বুঝাইয়াছেন) ॥ ৭২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (তাহা হইলে, শ্রুতিতে জীবেশ্বরাদি জগতের প্রতিপাদন

১ দ্রষ্টব্য ৬/২১৩ এবং ৭/৪

২ কিঞ্চন এই পাঠান্তর ।

করা হয় কেন? উত্তর ঃ) বাক্য ও মনের অগোচর সেই কূটস্থস্বরূপ বা আত্মতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য শ্রুতি সর্বদা জীব, ঈশ্বর বা জগৎকেও আশ্রয়[১] করিয়া বুঝাইয়াছেন ॥৭২॥[২]

**যয়া যয়া ভবেৎ পুংসাং ব্যুৎপত্তিঃ প্রত্যগাত্মনি ।**
**সা সৈব প্রক্রিয়েহ স্যাৎ সাধ্বীত্যাচার্যভাষিতম্ ॥৭৩॥**

***অন্বয় ঃ*** যয়া যয়া (যে যে প্রক্রিয়া দ্বারা) পুংসাম্ (মুমুক্ষুগণের) প্রত্যগাত্মনি (প্রত্যগাত্মা বিষয়ে) ব্যুৎপত্তিঃ ভবেৎ (স্পষ্টজ্ঞান লাভ হয়), সা সা এব প্রক্রিয়া (সেই সেই প্রক্রিয়াই বা উপায়ই) ইহ (বেদান্তে) সাধ্বী স্যাৎ (সমীচীন বলিয়া মানা হয়) ইতি (এই প্রকার) আচার্য-ভাষিতম্ (সুরেশ্বরাচার্য বলিয়াছেন) ॥ ৭৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যে যে প্রক্রিয়া বা উপায় দ্বারা মুমুক্ষুগণের প্রত্যগাত্মা বিষয়ে স্পষ্টজ্ঞান হয়, সেই সেই প্রক্রিয়াই[৩] বেদান্তে সমীচীন বলিয়া মানা হয়—ইহা সুরেশ্বরাচার্য কহিয়াছেন ॥৭৩॥

**শ্রুতিতাৎপর্যমখিলমবুদ্ধ্বা ভ্রাম্যতে জড়ঃ ।**
**বিবেকী ত্বখিলং বুদ্ধ্বা তিষ্ঠত্যানন্দবারিধৌ ॥৭৪॥**

***অন্বয় ঃ*** জড়ঃ (মূর্খ ব্যক্তি) অখিলম্ শ্রুতিতাৎপর্যম্ (সম্পূর্ণ শ্রুতিতাৎপর্য) অবুদ্ধ্বা (না জানিয়া) ভ্রাম্যতে (ভ্রমে পড়ে)। বিবেকী তু (কিন্তু যাঁহারা বিবেকী তাঁহারা) অখিলম্ বুদ্ধ্বা (সম্পূর্ণ শ্রুতিতাৎপর্য বুঝিয়া) আনন্দবারিধৌ (আনন্দসমুদ্রে, পরব্রহ্মে) তিষ্ঠতি (থাকেন, অবস্থান করেন) ॥ ৭৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** মূর্খ ব্যক্তি সম্পূর্ণ শ্রুতিতাৎপর্য না বুঝিয়া ভ্রমে পতিত হয়। আর যাঁহারা সম্পূর্ণ শ্রুতিতাৎপর্য অবগত হন তাঁহারা আনন্দসমুদ্রে মগ্ন থাকেন অর্থাৎ পরব্রহ্মে অবস্থান করেন ॥৭৪॥

১ "ইহা ব্রহ্ম" এইপ্রকারে নির্দিষ্ট করিয়া বুঝানো সম্ভব নয় বলিয়া শ্রুতি কূটস্থে ঈশ্বরত্বাদির আরোপ করিয়া বুঝাইয়াছেন।

২ দ্রষ্টব্য—বৃঃ উঃ ৩/৪/২

৩ একই অদ্বৈততত্ত্ব বিভিন্ন উপায়ে বুঝানো হইয়াছে, যেমন—(ক) জীবেশৌ আভাসেন করোতি। নৃঃ উঃ তাঃ উঃ ৯॥—এই শ্রুতির অনুসরণে আভাসবাদের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। (খ) এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ, একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ—ব্রহ্মবিন্দু উঃ ১২; রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব—বৃঃ উঃ ২/৫/১৯, কঠ উঃ ২/২/৯, ১০—এই শ্রুতিবচনের অনুসরণে প্রতিবিম্ববাদের প্রবর্তন হইল। (গ) ঘটসম্ভূতমাকাশং লীয়মানে ঘটে যথা। ঘটো লীয়তে নাকাশং তদ্বজ্জীবো ঘটোপমঃ—ব্রহ্মবিন্দু উঃ ১৩,—এই শ্রুতিবচন ধরিয়া কোন কোন আচার্য অবচ্ছেদবাদের প্রবর্তন করিলেন ।

**মায়ামেঘো জগন্নীরং বর্ষত্বেষ যথা তথা ।**
**চিদাকাশস্য নো হানির্ন বা লাভ ইতি স্থিতিঃ ॥৭৫॥**

***অন্বয় ঃ*** এষঃ মায়ামেঘঃ (এই মায়ামেঘ) জগৎ-নীরম্ (জগদ্রূপ বৃষ্টি) যথা তথা বর্ষতু (যে প্রকারেই বর্ষণ করুক), চিদাকাশস্য ([তদ্দ্বারা] চিদাকাশের) হানিঃ নো (কোন হানি নাই) বা লাভঃ ন (বা লাভ নাই) ইতি স্থিতিঃ (এই প্রকার বিবেকীর দৃঢ় নিশ্চয়) ॥৭৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এই মায়ামেঘ জগদ্রূপ বৃষ্টি যে প্রকারেই বর্ষণ করুক, তাহাতে চিদাকাশের (চিদাকাশব্রহ্মস্বরূপ আমার) কোন হানি বা লাভ নাই—ইহা জ্ঞানীর বা বিবেকীর দৃঢ় নিশ্চয় ॥৭৫॥

**ইমং কূটস্থদীপং যোঽনুসন্ধত্তে নিরন্তরম্ ।**
**স্বয়ং কূটস্থরূপেণ দীপ্যতেঽসৌ নিরন্তরম্ ॥৭৬॥**

***অন্বয় ঃ*** যঃ (যে মুমুক্ষু) ইমম্ কূটস্থদীপম্ (এই কূটস্থদীপ প্রকরণ) নিরন্তরম্ (সর্বদা) অনুসন্ধত্তে (বিচার করেন, অভ্যাস করেন) অসৌ (তিনি) স্বয়ম্ (স্বয়ং) কূটস্থ-রূপেণ (কূটস্থরূপে) নিরন্তরম্ (নিরন্তর) দীপ্যতে (প্রকাশিত থাকেন) ॥৭৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যে মুমুক্ষু সর্বদা এই কূটস্থদীপ প্রকরণের অভ্যাস করেন, তিনি স্বয়ং কূটস্থরূপে নিরন্তর প্রকাশিত থাকেন ॥৭৬॥

**॥ ইতি কূটস্থদীপ-প্রকরণম্ সমাপ্তম্॥**

॥ কূটস্থদীপ-প্রকরণ সমাপ্ত হইল ॥

---

# পঞ্চদশী

## নবম অধ্যায়

### ।। ধ্যানদীপ-প্রকরণ ।।

**সম্বাদিভ্রমবদ্‌ব্রহ্মতত্ত্বোপাস্ত্যাপি মুচ্যতে ।**
**উত্তরে তাপনীয়েঽতঃ শ্রুতোপাস্তিরনেকধা ।। ১ ।।**

***অন্বয় ঃ*** সম্বাদি-ভ্রমবৎ (সফল ভ্রমের ন্যায়) ব্রহ্ম-তত্ত্ব-উপাস্ত্যা অপি (ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনাদ্বারাও) মুচ্যতে (মুক্তি লাভ হয়)। অতঃ (এই কারণে) উত্তরে তাপনীয়ে (নৃসিংহোত্তর তাপনীয় উপনিষদে) অনেকধা (অনেক প্রকারের) উপাস্তিঃ (উপাসনা) শ্রুতা (শুনা যায়) ।। ১ ।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ভুলবশতঃ বা মন্দবুদ্ধিবশতঃ ভ্রান্ত পথের অনুসরণদ্বারাও কদাচিৎ ফল লাভের ন্যায় ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনা দ্বারাও মুক্তিলাভ হয়। এই কারণে নৃসিংহোত্তর তাপনীয় উপনিষদে অনেক প্রকারের উপাসনা শুনা যায় ।। ১ ।।

**মণিপ্রদীপপ্রভয়োর্মণিবুদ্ধ্যাভিধাবতোঃ ।**
**মিথ্যাজ্ঞানাবিশেষেঽপি বিশেষোঽর্থক্রিয়াং প্রতি ।। ২ ।।**

***অন্বয় ঃ*** মণি-প্রদীপ-প্রভয়োঃ (মণি এবং প্রদীপ-এই দুয়ের প্রভা-তে) মণি-বুদ্ধ্যা (মণিবুদ্ধিদ্বারা) অভিধাবতোঃ (মণিলাভার্থে ধাবমান উভয় ব্যক্তির) মিথ্যাজ্ঞান-অবিশেষে অপি (ভ্রম তুল্যরূপ হইলেও) অর্থক্রিয়াম্ প্রতি (কার্য ক্ষমতাতে অর্থাৎ ফললাভ বিষয়ে) বিশেষঃ [ভবতি] (প্রভেদ হয়) ।। ২ ।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এক ব্যক্তির মণিপ্রভায় মণিভ্রম হইল, অপর ব্যক্তির প্রদীপপ্রভায় মণিভ্রম হইল। উভয়ে মণিলাভার্থে ধাবমান হইলে, উভয়ের ক্ষেত্রে ভ্রম তুল্যরূপ[১] হইলেও, ফললাভ বিষয়ে প্রভেদ হইল। অর্থাৎ যে ব্যক্তি দীপপ্রভায় মণিভ্রম করিয়াছিল তাহার মণি প্রাপ্তি হইল না ।। ২ ।।

১ উভয়ের ভ্রম তুল্যরূপ। কারণ, যিনি মণিকে প্রাপ্ত হইলেন তিনিও প্রভায় মণিবুদ্ধি করিয়াছিলেন। বিদ্যারণ্যের মতে ইহাও ভ্রান্তি।

**দীপোঽপবরকস্যান্তর্বর্ততে তৎপ্রভা বহিঃ ।**
**দৃশ্যতে দ্বার্যথান্যত্র তদ্বদ্দৃষ্টা মণেঃ প্রভা ॥৩॥**

***অন্বয় ঃ*** অপবরকস্য অন্তঃ (গর্ভমন্দিরে, অন্তর্গৃহ মধ্যে) দীপঃ বর্ততে (দীপ বিদ্যমান)। তৎপ্রভা (তাহার প্রভা) বহিঃ দ্বারি দৃশ্যতে (বহির্দ্বারে [মণির ন্যায় গোলাকার] দেখা যাইতেছে), অথ (আর) তদ্বৎ অন্যত্র (তাহার ন্যায় অন্য গৃহদ্বারে) মণেঃ প্রভা ([অন্তর্গৃহস্থিত] মণির প্রভা) দৃষ্টা (দেখা গেল) ॥৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অন্তর্গৃহ মধ্যে দীপ বিদ্যমান। বহির্দ্বারে তাহার প্রভা মণির ন্যায় গোলাকার দেখা যাইতেছে। অন্য আর একটি গৃহদ্বারে অন্তর্গৃহে অবস্থিত মণির প্রভা দেখা গেল ॥৩॥

**দূরে প্রভাদ্বয়ং দৃষ্ট্বা মণিবুদ্ধ্যাভিধাবতোঃ ।**
**প্রভায়াং মণিবুদ্ধিস্তু মিথ্যাজ্ঞানং দ্বয়োরপি ॥৪॥**

***অন্বয় ঃ*** দূরে (দূরে) প্রভাদ্বয়ম্ দৃষ্ট্বা (দুইটি প্রভা দেখিয়া) মণিবুদ্ধ্যা (মণিবুদ্ধি করিয়া) অভিধাবতোঃ দ্বয়োঃ অপি (ধাবমান দুই ব্যক্তিরই) প্রভায়াম্ (প্রভা-তে) মণিবুদ্ধিঃ তু (মণিবুদ্ধি কিন্তু) মিথ্যাজ্ঞানম্ (ভ্রম) ॥৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** দূরে দুইটি প্রভা দেখিতে পাইয়া, মণিবুদ্ধি লইয়া তদভিমুখে ধাবমান দুই ব্যক্তিরই প্রভা-তে মণিবুদ্ধি কিন্তু ভ্রমই ॥৪॥

**ন লভ্যতে মণির্দীপপ্রভাং প্রত্যভিধাবতা ।**
**প্রভায়াং ধাবতাবশ্যং লভ্যেতৈব মণির্মণেঃ ॥৫॥**

***অন্বয় ঃ*** দীপ-প্রভাম্ প্রতি (প্রদীপের আলোকের প্রতি) অভিধাবতা ([মণিবুদ্ধি লইয়া] ধাবমান ব্যক্তির দ্বারা) মণিঃ (মণি) ন লভ্যতে (প্রাপ্ত হয় না)। মণেঃ প্রভায়াম্ (মণির প্রভার প্রতি) ধাবতা ([মণিবুদ্ধি লইয়া] ধাবমান ব্যক্তির দ্বারা) মণিঃ (মণি) অবশ্যম্ (অবশ্য) লভ্যেত এব (লাভই হয়) ॥৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** প্রদীপের আলোকের প্রতি মণিবুদ্ধি লইয়া ধাবমান ব্যক্তির মণিপ্রাপ্তি হয় না। কিন্তু মণিপ্রভার প্রতি ধাবমান ব্যক্তির মণিলাভ অবশ্য হইয়া থাকে ॥৫॥

**দীপপ্রভামণিভ্রান্তির্বিসম্বাদিভ্রমঃ স্মৃতঃ ।**
**মণিপ্রভামণিভ্রান্তিঃ সম্বাদিভ্রম উচ্যতে ॥৬॥**

***অন্বয় ঃ*** দীপপ্রভা-মণি-ভ্রান্তিঃ (দীপের আলোকে মণি বলিয়া যে ভ্রম হইল, তাহা) বিসম্বাদি-ভ্রমঃ (বিসম্বাদি ভ্রম [বলিয়া]) স্মৃতঃ (পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন)।

মণিপ্রভা-মণি-ভ্রান্তিঃ (মণিপ্রভায় যে মণিভ্রান্তি, তাহা) সম্বাদি-ভ্রমঃ উচ্যতে (সম্বাদি ভ্রম বলিয়া উক্ত হয়) ॥৬॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* দীপপ্রভায় মণি বলিয়া যে ভ্রম হয়, তাহাকে বিসম্বাদি ভ্রম (বা নিষ্ফল ভ্রম) বলে; আর, মণিপ্রভায় যে মণিভ্রান্তি হয় তাহাকে সম্বাদি ভ্রম বলা হয় ॥ ৬॥

**বাষ্পং ধূমতয়া বুদ্ধ্বা তত্রাঙ্গারানুমানতঃ ।**
**বহ্নির্যদৃচ্ছয়া লব্ধঃ স সম্বাদিভ্রমো মতঃ ॥ ৭॥**

*অন্বয় ঃ* বাষ্পম্ ([কোন প্রদেশে স্থিত] বাষ্পকে) ধূমতয়া বুদ্ধ্বা (ধূম বলিয়া নিশ্চয় করিয়া) তত্র (সেই স্থলে) অঙ্গার-অনুমানতঃ (অগ্নির অনুমান করিবার পর) যদৃচ্ছয়া (যদি দৈববশে) বহ্নিঃ লব্ধঃ (অগ্নিলাভ হয়), সঃ (সেই বাষ্প বিষয়ক ধূমজ্ঞানকে) সম্বাদি-ভ্রমঃ মতঃ (সম্বাদিভ্রম বলা হয়) ॥ ৭॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* কোন প্রদেশে স্থিত বাষ্পকে ধূম বলিয়া নিশ্চয় করিয়া, সেই স্থলে অগ্নির উপস্থিতি অনুমান করিবার পর, যদি সেই স্থলে কোন লোকের দৈববশে অগ্নিলাভ হয়, তাহা হইলে সেই বাষ্পবিষয়ক ধূমজ্ঞানকে সম্বাদিভ্রম বলে ॥ ৭ ॥

**গোদাবর্যুদকং গঙ্গোদকং মত্বা বিশুদ্ধয়ে ।**
**সম্প্রোক্ষ্য শুদ্ধিমাপ্নোতি স সম্বাদিভ্রমো মতঃ ॥৮॥**

*অন্বয় ঃ* গোদাবরী-উদকম্ ([শাস্ত্রে বিশুদ্ধিকারক বলিয়া উক্ত হইয়াছে যে] গোদাবরীর জল, [তাহাকে]) গঙ্গোদকম্ মত্বা (গঙ্গাজল মনে করিয়া) বিশুদ্ধয়ে (শুদ্ধিলাভার্থে) সম্প্রোক্ষ্য (দেহাদি প্রোক্ষণ করিলে) শুদ্ধিম্ আপ্নোতি (শুদ্ধিলাভ হয়)। সঃ (সেই [গোদাবরীজলে গঙ্গাজল ভ্রম]) সম্বাদি-ভ্রমঃ মতঃ (সম্বাদিভ্রম বলিয়া উক্ত হয়) ॥৮॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* শাস্ত্রোক্ত বিশুদ্ধিকারক গোদাবরীজলকে গঙ্গাজল মনে করিয়া শুদ্ধিলাভার্থে দেহাদি প্রোক্ষণ করিলে শুদ্ধিলাভ হয়। এই যে গোদাবরী জলে গঙ্গাজল ভ্রম তাহাকে সম্বাদিভ্রম বলে ॥৮॥

**জ্বরেণাপ্তঃ সন্নিপাতং ভ্রান্ত্যা নারায়ণং স্মরন্ ।**
**মৃতঃ স্বর্গমবাপ্নোতি স সম্বাদিভ্রমো মতঃ ॥ ৯॥**

*অন্বয় ঃ* জ্বরেণ (জ্বররোগদ্বারা) সন্নিপাতম্ আপ্তঃ (সন্নিপাতগ্রস্ত রোগী) ভ্রান্ত্যা (ভ্রান্তিবশতঃ) নারায়ণম্ স্মরন্ (নারায়ণকে স্মরণ করিতে করিতে) মৃতঃ (মৃত হইলে)

স্বর্গম্ অবাপ্নোতি (স্বর্গলাভ করিয়া থাকে)। সঃ (তাহা) সম্বাদি-ভ্রমঃ মতঃ (সম্বাদিভ্রম বলিয়া উক্ত হয়) ॥৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** জ্বররোগদ্বারা সন্নিপাতগ্রস্ত রোগী ভ্রান্তিবশতঃ 'নারায়ণ' বলিয়া মরিলে স্বর্গলাভ করিয়া থাকে। তাহাকেও সম্বাদিভ্রম বলে॥ ৯॥

***তাৎপর্য ঃ*** পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে পাপী অজামিল মৃত্যুকালে 'হে নারায়ণ' বলিয়া পুত্রকে ডাকিয়া মরিয়াছিল বলিয়া স্বর্গের সাধন এই নামের গুণে মুক্ত হইয়াছিল। এই আখ্যানে নারায়ণের নামকে পুত্রের নাম বলিয়া মনে করা ভ্রান্তিই ।

**প্রত্যক্ষস্যানুমানস্য তথা শাস্ত্রস্য গোচরে ।**
**উক্তন্যায়েন সম্বাদিভ্রমাঃ সন্তি হি কোটিশঃ ॥ ১০॥**

***অন্বয় ঃ*** [এইরূপে] প্রত্যক্ষস্য (প্রত্যক্ষের) অনুমানস্য (অনুমানের) তথা (এবং) শাস্ত্রস্য গোচরে (শাস্ত্রের মধ্যে) উক্ত-ন্যায়েন (পূর্বোক্ত নিয়মানুগত) কোটিশঃ (কোটি কোটি) সম্বাদি-ভ্রমাঃ (সম্বাদিভ্রম) সন্তি হি (প্রসিদ্ধ আছেই) ॥ ১০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এইভাবে প্রত্যক্ষের, অনুমানের এবং শাস্ত্রের বিষয়মধ্যে পূর্বোক্ত প্রকারের কোটি কোটি সম্বাদিভ্রম প্রসিদ্ধ আছেই ॥১০॥

**অন্যথা মৃত্তিকাদারুশিলাঃ স্যুর্দেবতাঃ কথম্ ।**
**অগ্নিত্বাদিধিয়োপাস্যাঃ কথং বা যোষিদাদয়ঃ ॥ ১১॥**

***অন্বয় ঃ*** অন্যথা ([যদি] এইরূপ [সম্বাদিভ্রম] স্বীকার না করা [হয় তাহা হইলে]) মৃত্তিকা-দারু-শিলাঃ (মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, প্রস্তর [প্রভৃতিনির্মিত পদার্থসকল]) দেবতাঃ কথম্ স্যুঃ (কি প্রকারে দেবতা [-রূপে পূজিত] হইতে পারে)? যোষিদাদয়ঃ বা (স্ত্রী, পুরুষ প্রভৃতিই বা) কথম্ (কি প্রকারে) অগ্নিত্বাদি-ধিয়া (অগ্নি প্রভৃতি বুদ্ধিতে) উপাস্যাঃ (উপাস্য হইতে পারেন)?॥১১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যদি সম্বাদিভ্রম স্বীকার না করা হয়, তাহা হইলে, মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, প্রস্তর প্রভৃতিদ্বারা নির্মিত পদার্থসকল কি প্রকারে দেবতারূপে পূজিত হইতে পারে? কি প্রকারেই বা স্ত্রী, পুরুষ প্রভৃতি অগ্ন্যাদি[১] বুদ্ধিতে উপাস্য হইতে পারে?॥১১॥

**অযথাবস্তুবিজ্ঞানাৎ ফলং লভ্যত ঈপ্সিতম্ ।**
**কাকতালীয়তঃ সোঽয়ং সম্বাদিভ্রম উচ্যতে ॥১২॥**

***অন্বয় ঃ*** অযথা-বস্তু-বিজ্ঞানাৎ (অযথার্থবস্তুর জ্ঞান হইতে) ঈপ্সিতম্ ফলম্

১ ছাঃ উঃ ৩/১৮/১, ৩/১৯/১, ৫/৮/১, ৫/৪/, ৫/৫, ৫/৬ ও ৫/৭

(বাঞ্ছিত ফল) কাকতালীয়তঃ (কাকতালীয় ন্যায়ে) লভ্যতে (লাভ হয়)। সঃ অয়ম্ (সেইরূপ অযথার্থ জ্ঞানকে) সম্বাদিভ্রমঃ উচ্যতে (সম্বাদিভ্রম বলে) ॥ ১২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অযথার্থবস্তুর জ্ঞান হইতে (বিপরীত জ্ঞান হইতে) বাঞ্ছিত ফল কাকতালীয় ন্যায়ে (দৈববশে) লাভ হয়। সেইরূপ অযথার্থ জ্ঞানকে সম্বাদিভ্রম বলে ॥ ১২॥

**স্বয়ংভ্রমোঽপি সম্বাদী যথা সম্যক্‌ফলপ্রদঃ ।**
**ব্রহ্মতত্ত্বোপাসনাপি তথা মুক্তিফলপ্রদা ॥ ১৩॥**

***অন্বয় ঃ*** যথা (যেমন) সম্বাদী (সম্বাদী) স্বয়ং (নিজে) ভ্রমঃ অপি (ভ্রমরূপ হইয়াও) সম্যক্-ফলপ্রদঃ (অভীষ্টফলদান করে), তথা (সেইরূপ) ব্রহ্ম-তত্ত্বোপাসনা অপি (ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনাও) মুক্তি-ফলপ্রদা (মুক্তিরূপ ফলপ্রদানের হেতু [হয়])॥ ১৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যেমন স্বরূপতঃ ভ্রান্তিরূপ হওয়া সত্ত্বেও সম্বাদিভ্রম অভীষ্ট ফলদানের হেতু হয়, সেইরূপ ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনাও মুক্তিরূপ ফল প্রদানের হেতু হয় ॥ ১৩॥

**বেদান্তেভ্যো ব্রহ্মতত্ত্বমখণ্ডৈকরসাত্মকম্ ।**
**পরোক্ষমবগম্যৈতদহমস্মীত্যুপাসতে ॥ ১৪॥**

***অন্বয় ঃ*** বেদান্তেভ্যঃ (বেদান্ত শাস্ত্র হইতে) অখণ্ড-একরস-আত্মকম্ (অখণ্ড-একরসাত্মক) ব্রহ্মতত্ত্বম্ (ব্রহ্মতত্ত্ব [সম্বন্ধে]) পরোক্ষম্ (পরোক্ষভাবে) অবগম্য (জানিয়া), এতৎ অহম্ অস্মি (আমি এই পরব্রহ্মস্বরূপ) ইতি উপাসতে (এইরূপে উপাসনা করে) ॥ ১৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বেদান্তশাস্ত্র হইতে অখণ্ডৈকরসাত্মক ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে পরোক্ষভাবে জানিয়া, 'আমি এই পরব্রহ্মস্বরূপ' এইরূপে উপাসনা[১] করে॥ ১৪॥

**প্রত্যগ্‌ব্যক্তিমনুল্লিখ্য শাস্ত্রাদ্বিষ্ণ্বাদিমূর্তিবৎ ।**
**অস্তি ব্রহ্মেতি সামান্যজ্ঞানমত্র পরোক্ষধীঃ ॥ ১৫॥**

***অন্বয় ঃ*** প্রত্যক্-ব্যক্তিম্ ([বুদ্ধ্যাদির সাক্ষিরূপ] আনন্দময় আত্মাকে) অনুল্লিখ্য (বিষয় না করিয়া) শাস্ত্রাৎ ([কেবল] শাস্ত্র হইতে) 'ব্রহ্ম অস্তি' ইতি ('ব্রহ্ম আছেন'— এই প্রকার) সামান্য-জ্ঞানম্ (যে সাধারণ জ্ঞান, তাহাকে) অত্র (এই উপাসনা বিষয়ে)

---

১ ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনা মুক্তিফলপ্রদা বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, ব্রহ্মতত্ত্ব জানিলে উপাসনা অবান্তর এবং ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে না জানিলে উপাস্যবিষয়ে অজ্ঞতা হেতু উপাসনা সম্ভব নয়। ইহার উত্তরে বর্তমান শ্লোকটি বলা হইয়াছে ।

পরোক্ষধীঃ (পরোক্ষ জ্ঞান), [বলা হইয়াছে]। বিষ্ণু-আদি-মূর্তিবৎ (বিষ্ণু প্রভৃতির মূর্তিবিষয়ক শাস্ত্রজন্য জ্ঞানের ন্যায়) ॥ ১৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বুদ্ধ্যাদির সাক্ষিরূপ আনন্দময় আত্মাকে বিষয় না করিয়া, কেবল শাস্ত্র হইতে 'ব্রহ্ম আছেন' এই প্রকার যে সাধারণ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকে এই উপাসনা বিষয়ে পরোক্ষ জ্ঞান বলা হইয়াছে। যেমন (দৃষ্টান্ত দিতেছেন)—বিষ্ণু প্রভৃতির মূর্তিবিষয়ক শাস্ত্রজন্য জ্ঞান ॥ ১৫॥

**চতুর্ভুজাদ্যবগতাবপি মূর্তিমনুল্লিখন্ ।**
**অক্ষৈঃ পরোক্ষজ্ঞান্যেব ন তদা বিষ্ণুমীক্ষতে ॥ ১৬॥**

***অন্বয় ঃ*** চতুর্ভুজ-আদি-অবগতৌ অপি ([শাস্ত্র হইতে] চতুর্ভুজাদির বিশেষ জ্ঞান হইলেও) অক্ষৈঃ মূর্তিম্ (ইন্দ্রিয়দ্বারা [সেই বিষ্ণুপ্রভৃতি] মূর্তিকে) অনুল্লিখন্ (ধ্যানকালে ধ্যানের বিষয় না করিতে করিতে) পরোক্ষজ্ঞানী এব (উপাসক পরোক্ষজ্ঞানীই), [কারণ] তদা (তখন) বিষ্ণুম্ (বিষ্ণুকে) ন ঈক্ষতে (চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা দর্শন করিতে পারে নাই) ॥ ১৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** শাস্ত্র হইতে চতুর্ভুজ প্রভৃতিরূপের বিশেষ জ্ঞান হইলেও, ধ্যানকালে সেই বিষ্ণু প্রভৃতি মূর্তিকে, ইন্দ্রিয়গোচর করিতে না পারিলে অর্থাৎ দর্শন না করিলে, উপাসক পরোক্ষজ্ঞানীই। কারণ উপাসনা-কালে সে বিষ্ণুকে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা দর্শন করিতে পারে নাই ॥ ১৬॥

**পরোক্ষত্বাপরাধেন ভবেন্নাতত্ত্ববেদনম্ ।**
**প্রমাণেনৈব শাস্ত্রেণ সত্যমূর্তের্বিভাসনাৎ ॥ ১৭॥**

***অন্বয় ঃ*** [বিষ্ণুমূর্তির জ্ঞান] পরোক্ষত্ব-অপরাধেন (পরোক্ষতারূপ অপরাধের ফলে) অতত্ত্ববেদনম্ (ভ্রান্তিরূপ) ন ভবেৎ (হইয়া যায় না), প্রমাণেন শাস্ত্রেণ এব (অভ্রান্ত শব্দপ্রমাণরূপ শাস্ত্রদ্বারা) সত্যমূর্তেঃ (যথার্থরূপ বিষ্ণুমূর্তির) বিভাসনাৎ (অবভাসন হয় বলিয়া) ॥ ১৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বিষ্ণুমূর্তির জ্ঞান পরোক্ষ—এই অপরাধের ফলে এই জ্ঞান ভ্রান্ত হইয়া যায় না। কারণ অভ্রান্ত শব্দপ্রমাণরূপ শাস্ত্রদ্বারা যথার্থরূপ বিষ্ণুমূর্তির অবভাসন হয় ॥ ১৭॥

**সচ্চিদানন্দরূপস্য শাস্ত্রাজ্ঞানেঽপ্যনুল্লিখন্ ।**
**প্রত্যঞ্চং সাক্ষিণং তত্তু ব্রহ্মসাক্ষান্ন বীক্ষতে ॥ ১৮॥**

***অন্বয় ঃ*** শাস্ত্রাৎ (শাস্ত্র হইতে) সচ্চিদানন্দ-রূপস্য (ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দরূপের) ভানে অপি (শাব্দজ্ঞান হইলেও) প্রত্যঞ্চম্ সাক্ষিণম্ (প্রত্যক্ সাক্ষীকে) অনুল্লিখন্ (বিষয়

না করায়) তু (কিন্তু) তৎ ব্রহ্ম (সেই ব্রহ্মকে) [সাধক] সাক্ষাৎ ন বীক্ষতে (সাক্ষাৎভাবে দেখিতে পান না) ॥ ১৮॥

**বঙ্গানুবাদ ঃ** শাস্ত্রবাক্য হইতে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের শাব্দজ্ঞান হইলেও প্রত্যক্ সাক্ষীকে বিষয় না করায় সাধক সেই ব্রহ্মকে সাক্ষাৎভাবে দেখিতে পান না ॥ ১৮॥

**শাস্ত্রোক্তেনৈব মার্গেণ সচ্চিদানন্দনিশ্চয়াৎ ।**
**পরোক্ষমপি তজ্জ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানং ন তু ভ্রমঃ ॥ ১৯॥**

**অন্বয় ঃ** তৎ জ্ঞানম্ (পূর্বোক্ত প্রকার জ্ঞান), শাস্ত্র-উক্তেন এব মার্গেণ (শাস্ত্রোপদিষ্ট প্রকারেই) সচ্চিদানন্দ-নিশ্চয়াৎ (সচ্চিদানন্দরূপে ব্রহ্মের নিশ্চয়কারক বলিয়া) তত্ত্বজ্ঞানম্ (তত্ত্বজ্ঞান)। পরোক্ষম্ অপি ([তাহা] পরোক্ষ হইলেও), ন তু ভ্রমঃ (ভ্রম নহে) ॥ ১৯॥

**বঙ্গানুবাদ ঃ** পূর্বোক্ত প্রকার জ্ঞান, শাস্ত্রোপদিষ্ট প্রকারেই সচ্চিদানন্দরূপে ব্রহ্মের নিশ্চয়কারক বলিয়া তত্ত্বজ্ঞান। তাহা পরোক্ষজ্ঞান হইলেও, ভ্রান্ত নহে॥ ১৯॥

**ব্রহ্ম যদ্যপি শাস্ত্রেষু প্রত্যক্ত্বেনৈব বর্ণিতম্ ।**
**মহাবাক্যৈস্তথাপ্যেতদ্দুর্বোধমবিচারিণঃ ॥ ২০॥**

**অন্বয় ঃ** যদ্যপি (যদিও) শাস্ত্রেষু (শাস্ত্রসমূহে) মহাবাক্যৈঃ (মহাবাক্যসকল দ্বারা) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) প্রত্যক্ত্বেন এব (অন্তরাত্মস্বরূপেই) বর্ণিতম্ (বর্ণিত হইয়াছেন) তথাপি (তবুও) এতৎ (ব্রহ্মের এই প্রত্যগ্‌রূপতা) অবিচারিণঃ ('তৎ-ত্বম্' পদার্থের বিবেকরহিত পুরুষের নিকট) দুর্বোধম্ (দুর্বোধ্য, অনুপলব্ধ) ॥ ২০॥

**বঙ্গানুবাদ ঃ** যদিও শাস্ত্রসমূহে মহাবাক্যদ্বারা ব্রহ্ম অন্তরাত্মারূপেই বর্ণিত হইয়াছেন, তবুও বিবেকরহিত পুরুষের নিকট ব্রহ্মের এই প্রত্যগ্‌রূপতা অনুপলব্ধ থাকিয়া যায় ॥ ২০॥

**দেহাদ্যাত্মত্ববিভ্রান্তৌ জাগ্রত্যাং[1] ন হঠাৎ পুমান্ ।**
**ব্রহ্মাত্মত্বেন বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে মন্দধীত্বতঃ ॥ ২১॥**

**অন্বয় ঃ** দেহাদি-আত্মত্ব-বিভ্রান্তৌ (দেহাদি-জড়বস্তুতে আত্মত্ব ভ্রান্তি) জাগ্রত্যাম্ (জাগ্রত থাকিতে) পুমান্ (কোন ব্যক্তি) মন্দধীত্বতঃ (মন্দবুদ্ধিবশতঃ) হঠাৎ (অনায়াসে) ব্রহ্ম-আত্মত্বেন (ব্রহ্মকে প্রত্যগাত্মস্বরূপ বলিয়া) বিজ্ঞাতুম্ ন ক্ষমতে (জানিতে সমর্থ হয় না) ॥ ২১॥

**বঙ্গানুবাদ ঃ** দেহাদি জড়বস্তুতে আত্মত্বভ্রান্তি জাগ্রত থাকিতে, কেহ মন্দ-বুদ্ধিবশতঃ সহজে ব্রহ্মকে প্রত্যগাত্মস্বরূপ বলিয়া জানিতে সমর্থ হয় না ॥ ২১॥

১ জাগৃত্যাং এই পাঠান্তর

**ব্রহ্মমাত্রং সুবিজ্ঞেয়ং শ্রদ্ধালোঃ শাস্ত্রদর্শিনঃ ।**
**অপরোক্ষদ্বৈতবুদ্ধিঃ পরোক্ষাদ্বৈতবুদ্ধ্যনুৎ ॥ ২২ ॥**

***অন্বয় ঃ*** অপরোক্ষ-দ্বৈতবুদ্ধিঃ (অপরোক্ষরূপ দ্বৈতজ্ঞান) পরোক্ষ-অদ্বৈত-বুদ্ধি-অনুৎ (পরোক্ষ অদ্বৈত জ্ঞানের বিরোধী নহে), (এই হেতু) শ্রদ্ধালোঃ (শ্রদ্ধাবান) শাস্ত্রদর্শিনঃ (শাস্ত্রার্থজ্ঞ পুরুষের পক্ষে) ব্রহ্মমাত্রম্ সুবিজ্ঞেয়ম্ (পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান অনায়াসলভ্য হয়) ॥ ২২ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অপরোক্ষরূপ দ্বৈতজ্ঞান পরোক্ষ অদ্বৈতজ্ঞানের বিরোধী নহে; এই হেতু, শ্রদ্ধাবান ও শাস্ত্রের মর্মজ্ঞ পুরুষগণ অনায়াসে পরোক্ষ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে ॥ ২২ ॥

**অপরোক্ষশিলাবুদ্ধির্ন পরোক্ষেশতাং নুদেৎ ।**
**প্রতিমাদিষু বিষ্ণুত্বে কো বা বিপ্রতিপদ্যতে ॥ ২৩ ॥**

***অন্বয় ঃ*** অপরোক্ষ-শিলাবুদ্ধিঃ (যেমন প্রতিমায় পাষাণের যে অপরোক্ষ জ্ঞান হয়, তাহা) পরোক্ষ-ঈশতাম্ (পরোক্ষ ঈশ্বরজ্ঞানকে) ন নুদেৎ (বাধিত করে না)। প্রতিমাদিষু বিষ্ণুত্বে (প্রতিমাদিতে বিষ্ণুত্ব লইয়া) কঃ বা বিপ্রতিপদ্যতে (কোন্ আস্তিক পুরুষ বা প্রতিবাদ করে) ? ॥ ২৩ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যেমন প্রতিমায় পাষাণের যে অপরোক্ষ জ্ঞান হয়, তাহা শাস্ত্রজন্য পরোক্ষ ঈশ্বরত্ব জ্ঞানের বাধক হয় না। প্রতিমাদিতে বিষ্ণুত্ব লইয়া কোন্ আস্তিক পুরুষ বা বিবাদ করিবে ? ॥ ২৩ ॥

**অশ্রদ্ধালোরবিশ্বাসো নোদাহরণমর্হতি ।**
**শ্রদ্ধালোরেব সর্বত্র বৈদিকেষ্বধিকারতঃ ॥ ২৪ ॥**

***অন্বয় ঃ*** অশ্রদ্ধালোঃ (শ্রদ্ধাহীন পুরুষের) অবিশ্বাসঃ (অবিশ্বাস) উদাহরণম্ ন অর্হতি (উদাহরণযোগ্য নহে)। সর্বত্র বৈদিকেষু (সমস্ত বৈদিককর্মে) শ্রদ্ধালোঃ এব (শ্রদ্ধালু ব্যক্তিরই) অধিকারতঃ (অধিকার আছে বলিয়া) ॥ ২৪ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** শ্রদ্ধাহীন পুরুষের অবিশ্বাস উদাহরণযোগ্য নহে। কারণ সমস্ত বৈদিক কর্মে শ্রদ্ধালু ব্যক্তিরই অধিকার ॥ ২৪ ॥

**সকৃদাপ্তোপদেশেন পরোক্ষজ্ঞানমুদ্ভবেৎ ।**
**বিষ্ণুমূর্ত্যুপদেশো হি ন মীমাংসামপেক্ষতে ॥ ২৫ ॥**

***অন্বয় ঃ*** সকৃৎ (একবার মাত্র) আপ্ত-উপদেশেন (আধিকারিক পুরুষের উপদেশদ্বারা) পরোক্ষ-জ্ঞানম্ উদ্ভবেৎ (পরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়)। হি (যেমন)

বিষ্ণুমূর্তি-উপদেশঃ (বিষ্ণুমূর্তির উপদেশ), [পরোক্ষ জ্ঞানোৎপাদনে] মীমাংসাম্ (বিচারকে) ন অপেক্ষতে (অপেক্ষা করে না) ॥ ২৫ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** একবার মাত্র আধিকারিক পুরুষের উপদেশের দ্বারা (শ্রোতার) পরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয়। যেমন বিষ্ণুমূর্তির উপদেশ পরোক্ষ জ্ঞানোৎপাদনে বিচারের অপেক্ষা করে না ॥ ২৫ ॥

**কর্মোপাস্তী বিচার্যেতে অনুষ্ঠেয়াবিনির্ণয়াৎ ।**
**বহুশাখাবিপ্রকীর্ণং নির্ণেতুং কঃ প্রভুর্নরঃ ॥ ২৬ ॥**

**অন্বয় ঃ** অনুষ্ঠেয়-অবিনির্ণয়াৎ (অনুষ্ঠেয় কর্ম ও উপাসনা বিষয়ে নির্ণয় না থাকায়) কর্ম-উপাস্তী বিচার্যেতে ([শাস্ত্রে] কর্ম ও উপাসনা উভয় বিচারিত হইয়াছে)। বহুশাখা-বিপ্রকীর্ণম্ (বেদের বহুশাখায় বর্ণিত [কর্ম ও উপাসনার]) নির্ণেতুম্ (নির্ণয় করিতে) কঃ নরঃ (কোন্ ব্যক্তি [বা]) প্রভুঃ (সমর্থ) ? ॥ ২৬ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অনুষ্ঠেয় কর্ম ও উপাসনা বিষয়ে নির্ণয় না থাকায়, শাস্ত্রে কর্ম ও উপাসনা উভয় বিচারিত হইয়াছে। বেদের বহু শাখায় বর্ণিত কর্ম ও উপাসনা বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিতে কোন্ ব্যক্তি বা সমর্থ ? ॥ ২৬ ॥

**নির্ণীতোঽর্থঃ কল্পসূত্রৈর্গ্রথিতস্তাবতাস্তিকঃ ।**
**বিচারমন্তরেণাপি শক্তোঽনুষ্ঠাতুমঞ্জসা ॥ ২৭ ॥**

**অন্বয় ঃ** নির্ণীতঃ অর্থঃ (কর্মানুষ্ঠান বিষয়ে নির্ণীত অর্থ) কল্পসূত্রৈঃ (কল্পসূত্রসমূহদ্বারা) গ্রথিতঃ (সংগৃহীত হইয়াছে)। তাবতা ([কর্মানুষ্ঠান বিষয়ে] উক্ত নির্ণয়ে) আস্তিকঃ (বিশ্বাসবান পুরুষ) বিচারম্ অন্তরেণ অপি (বিচার ব্যতিরেকেই) অঞ্জসা (অনায়াসে) অনুষ্ঠাতুম্ শক্তঃ (কর্মানুষ্ঠান করিতে পারে) ॥ ২৭ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (জৈমিনি প্রভৃতি আচার্যগণকর্তৃক) কর্মানুষ্ঠানের প্রকার বিষয়ে নির্ণয় সকল [1]কল্পসূত্রদ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে। উক্ত নির্ণয়ে আস্থাবান পুরুষ বিচার ব্যতিরেকেই অনায়াসে কর্মানুষ্ঠান করিতে পারে ॥ ২৭ ॥

**উপাস্তীনামনুষ্ঠানমার্ষগ্রন্থেষু বর্ণিতম্ ।**
**বিচারাক্ষমমর্ত্যাশ্চ তচ্ছ্রুত্বোপাসতে গুরোঃ ॥ ২৮ ॥**

**অন্বয় ঃ** উপাস্তীনাম্ অনুষ্ঠানম্ (উপাসনাসমূহের অনুষ্ঠান) আর্ষগ্রন্থেষু (ঋষিগণরচিত গ্রন্থসমূহে) বর্ণিতম্ (বর্ণিত হইয়াছে)। বিচার অক্ষম-মর্ত্যাঃ ([সেই সকল

১ কল্পসূত্র ছয়টি—তাহাদের সংকলক ঋষিগণ ঃ জৈমিনি, অশ্বলায়ন, আপস্তম্ব, বোধায়ন, কাত্যায়ন এবং বৈখানস ।

গ্রন্থ পড়িয়া] বিচার করিতে অসমর্থ লোকে) গুরোঃ (গুরুর নিকট হইতে) তৎশ্রুত্বা (সেই [যথাযোগ্য] উপাসনার প্রকার শ্রবণ করিয়া) উপাসতে (উপাসনা করিবেন)॥২৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** উপাসনার প্রকার ঋষিগণরচিত গ্রন্থসমূহে (ব্রহ্মাদেবকৃত কল্প, বশিষ্ঠমুনিকৃত কল্প প্রভৃতি তন্ত্রগ্রন্থে) বর্ণিত হইয়াছে। সেই সকল গ্রন্থ পড়িয়া বিচার করিতে অক্ষম লোকে গুরুর নিকট হইতে যথাযোগ্য উপাসনার কথা শ্রবণ করিয়া, উপাসনা করিবেন ॥২৮॥

**বেদবাক্যানি নির্ণেতুমিচ্ছন্ মীমাংসতাং জনঃ ।**
**আপ্তোপদেশমাত্রেণ হ্যনুষ্ঠানন্তু সম্ভবেৎ ॥ ২৯॥**

***অন্বয় ঃ*** বেদ-বাক্যানি (বেদবাক্যসমূহের) নির্ণেতুম্ ইচ্ছন্ (তাৎপর্য নির্ণয় করিবার ইচ্ছায়) জনঃ মীমাংসতাম্ হি (বিদ্বান তাহাদের বিচার করুন)। তু (কিন্তু) আপ্ত-উপদেশ-মাত্রেণ হি (আপ্ত পুরুষের উপদেশ মাত্রেই) অনুষ্ঠানম্ (উপাসনার অনুষ্ঠান) সম্ভবেৎ (সম্ভব হয়) ॥ ২৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বেদবাক্যসমূহের তাৎপর্য নির্ণয় করিবার ইচ্ছায় বিদ্বান তাহাদের বিচার করুন। কিন্তু আপ্ত পুরুষের উপদেশ মাত্রেই উপাসনার অনুষ্ঠান সম্ভব হয় ॥ ২৯॥

**ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতিস্ত্বেবং বিচারেণ বিনা নৃণাম্ ।**
**আপ্তোপদেশমাত্রেণ ন সম্ভবতি কুত্রচিৎ ॥৩০॥**

***অন্বয় ঃ*** এবম্ (এইভাবে) নৃণাম্ (মনুষ্যদিগের) ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতিঃ (ব্রহ্মসাক্ষাৎকার) তু (কিন্তু) বিচারেণ বিনা (বিচার ব্যতিরেকে) আপ্ত-উপদেশ-মাত্রেণ (কেবলমাত্র আপ্তপুরুষের উপদেশদ্বারা) কুত্রচিৎ (কোথাও) ন সম্ভবতি (সম্ভব হয় না), [তাহা দেখানো হইল] ॥৩০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** মনুষ্যদিগের অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান কিন্তু বিচার বিনা কেবলমাত্র আপ্তোপদেশ দ্বারা কোথাও সম্ভব হয় না, তাহা বলা হইল ॥৩০॥

**পরোক্ষজ্ঞানমশ্রদ্ধা প্রতিবধ্নাতি নেতরৎ ।**
**অবিচারোঽপরোক্ষস্য জ্ঞানস্য প্রতিবন্ধকঃ ॥৩১॥**

***অন্বয় ঃ*** অশ্রদ্ধা (অশ্রদ্ধা) পরোক্ষজ্ঞানম্ (পরোক্ষজ্ঞানের) প্রতিবধ্নাতি (প্রতিবন্ধক হয়), ইতরৎ ন (অন্যকিছু অর্থাৎ বিচারাভাব তাহার প্রতিবন্ধক নহে)। অবিচারঃ (বিচারাভাব) অপরোক্ষস্য জ্ঞানস্য (অপরোক্ষ জ্ঞানের) প্রতিবন্ধকঃ (প্রতিবন্ধক)॥৩১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** পরোক্ষ জ্ঞানের প্রতিবন্ধক হইল অশ্রদ্ধা। অন্য কিছু,

অর্থাৎ বিচারাভাব তাহার প্রতিবন্ধক নহে। বিচারাভাব অপরোক্ষ জ্ঞানের প্রতিবন্ধক ॥৩১॥[১]

**বিচার্যাপ্যাপরোক্ষ্যেণ ব্রহ্মাত্মানং ন বেত্তি চেৎ ।**
**আপরোক্ষ্যাবসানত্বাদ্ভূয়ো ভূয়ো বিচারয়েৎ ॥৩২॥**

***অন্বয় ঃ*** (শঙ্কা)ঃ চেৎ (যদি) বিচার্য অপি (বিচার করিয়াও) ব্রহ্ম-আত্মানম্ (ব্রহ্মের সহিত অভিন্নরূপে আত্মাকে) আপরোক্ষ্যেণ (অপরোক্ষভাবে) ন বেত্তি (না জানিতে পারা যায়)? (সমাধান)ঃ আপরোক্ষ্য-অবসানত্বাৎ (অপরোক্ষজ্ঞানের উৎপত্তি অবসান অর্থাৎ সমাপ্তি বলিয়া সেই পর্যন্ত) ভূয়ঃ ভূয়ঃ বিচারয়েৎ (পুনঃ পুনঃ বিচার করিবে) ॥৩২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (শঙ্কা ঃ) যদি বিচার করিয়াও ব্রহ্মের সহিত অভিন্নরূপে আত্মাকে অপরোক্ষভাবে জানিতে না পারা যায়? (সমাধান ঃ) তবে, অপরোক্ষ জ্ঞানের উৎপত্তি পর্যন্ত পুনঃ পুনঃ বিচার করিবে ॥৩২॥

**বিচারয়ন্নামরণং নৈবাত্মানং লভেত চেৎ ।**
**জন্মান্তরে লভেতৈব প্রতিবন্ধক্ষয়ে সতি ॥৩৩॥**

***অন্বয় ঃ*** (আশঙ্কা), চেৎ (যদি) আমরণম্ (মৃত্যুকাল পর্যন্ত) বিচারয়ন্ (বিচার করিতে করিতে) আত্মানম্ (আত্মাকে) ন এব লভেত (নাই পাওয়া যায়)? (সমাধান)ঃ [তবে] জন্মান্তরে (জন্মান্তরে) প্রতিবন্ধ-ক্ষয়ে সতি (প্রতিবন্ধ ক্ষয় হইলে) লভেত এব (আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হইবেই) ॥৩৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (আশঙ্কা)ঃ যদি আমরণ বিচার করিয়াও আত্মজ্ঞান নাই হয়? (সমাধান)ঃ তবে, জন্মান্তরে প্রতিবন্ধক্ষয়ে আত্মসাক্ষাৎকার হইবেই[২] ॥৩৩॥

**ইহ বামুত্র বা বিদ্যেত্যেবং সূত্রকৃতোদিতম্ ।**
**শৃণ্বন্তোঽপ্যত্র বহবো যন্ন বিদ্যুরিতি শ্রুতিঃ ॥৩৪॥**

***অন্বয় ঃ*** ইহ বা অমুত্র বা (এই জন্মে অথবা পরজন্মে) বিদ্যা (বিদ্যা [উৎপন্ন হইবে]) ইতি এবম্ (এই প্রকার) সূত্রকৃতা উদিতম্ (ব্রহ্মসূত্রকার ব্যাসদেব কর্তৃক উক্ত হইয়াছে)। বহবঃ (অনেকে) শৃণ্বন্তঃ অপি (শ্রবণাদির পরও) যৎ (যে আত্মতত্ত্বকে) অত্র (এই জন্মে) ন বিদ্যুঃ (জানিতে পারে না) ইতি শ্রুতিঃ (এই প্রকার শ্রুতিতে পাওয়া যায়) ॥৩৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** 'এই জন্মে অথবা জন্মান্তরে বিদ্যা উৎপন্ন হইবে'—এই

---

১ দ্রষ্টব্য—বিবেক চূঃ ১১, অপরোক্ষানুভূতি ১১

২ অর্থাৎ বিচার ব্যর্থ হইবে না

কথা ব্রহ্মসূত্রকার[১] বলিয়াছেন। আবার 'বেদান্তের শ্রবণাদির পরও অনেকে যে এই আত্মতত্ত্বকে এই জন্মে জানিতে পারে না'—এই কথা শ্রুতিতে[২] পাওয়া যায় ॥৩৪॥

**গর্ভ এব শয়ানঃ সন্ বামদেবোঽববুদ্ধবান্ ।**
**পূর্বাভ্যস্তবিচারেণ যদ্বদধ্যয়নাদিষু ॥৩৫॥**

***অন্বয় ঃ*** গর্ভে এব (মাতৃগর্ভে) শয়ানঃ সন্ (শায়িত অবস্থায়) বামদেবঃ (বামদেব ঋষি) পূর্ব-অভ্যস্ত-বিচারেণ (পূর্বজন্মে অভ্যস্ত বিচারের ফলে) অববুদ্ধবান্ (তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন)। যৎ-বৎ (যেমন) অধ্যয়নাদিষু (অধ্যয়নাদির ব্যাপারেও [দেখা যায়]) ॥৩৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** মাতৃগর্ভে শায়িত অবস্থায় বামদেব[৩] নামক ঋষি পূর্বজন্মে অভ্যস্ত বিচারের ফলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। যেমন অধ্যয়নাদির ব্যাপারে দেখা যায় (যে পূর্বাভ্যস্ত পাঠের মর্ম স্মৃতিতে উদয় হয়)॥৩৫॥

**বহুবারমধীতেঽপি যদা নায়াতি চেৎ পুনঃ ।**
**দিনান্তরেঽনধীত্যৈব পূর্বাধীতং স্মরেৎ পুমান্ ॥৩৬॥**

***অন্বয় ঃ*** বহুবারম্ (অনেক বার) অধীতে অপি (অধ্যয়ন করিয়াও) যদা (যখন) ন আয়াতি চেৎ (যদি অধীত বিদ্যা স্মৃতিতে না আসে), পুনঃ (পুনরায়) দিনান্তরে (অন্য দিন [কোন সময়]) অনধীত্য এব (অধ্যয়ন বিনাই) পুমান্ (ব্যক্তি) পূর্ব-অধীতম্ (পূর্বের পাঠ) স্মরেৎ (স্মরণ করিতে পারে) ॥৩৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অনেক বার অধ্যয়ন করিয়াও যদি অধীত বিদ্যা স্মৃতিতে না আসে; তবু অন্য দিন কোন সময় পুনঃ অধ্যয়ন বিনাই (দেখা যায়) লোকে পূর্বের পাঠ স্মরণ করিতে পারে ॥৩৬॥

**কালেন পরিপচ্যন্তে কৃষিগর্ভাদয়ো যথা ।**
**তদ্বদাত্মবিচারোঽপি শনৈঃ কালেন পচ্যতে ॥৩৭॥**

***অন্বয় ঃ*** যথা (যেমন) কৃষি-গর্ভ-আদয়ঃ (ক্ষেত্ররোপিত বীজ বা গর্ভাহিত বীর্যাদি) কালেন (কালক্রমে) পরিপচ্যন্তে (পরিপূর্ণতা লাভ করে), তৎ-বৎ (সেইরূপ) আত্ম-বিচারঃ অপি (আত্মতত্ত্বের বিচারও) শনৈঃ কালেন (ধীরে ধীরে কালক্রমে) পচ্যতে (পরিপূর্ণতা লাভ করে) ॥৩৭॥

১ ব্রহ্মসূত্র ঃ "ঐহিকমপ্যপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে তদ্দর্শনাৎ"—৩/৪/৫১
২ কঠোপনিষদ্ ১/২/৭ ৩ ঐতরেয় উঃ ২/৫

*বঙ্গানুবাদ ঃ* যেমন ক্ষেত্রে উপ্ত বীজ বা গর্ভাহিত বীর্যাদি কালক্রমে পরিপূর্ণতা লাভ করে, সেইরূপ আত্মতত্ত্বের বিচারও কালক্রমে ধীরে ধীরে পরিপূর্ণতা লাভ করে ॥৩৭॥

**পুনঃ পুনঃ বিচারেঽপি ত্রিবিধপ্রতিবন্ধতঃ ।**
**ন বেত্তি তত্ত্বমিত্যেতদ্বার্তিকে সম্যগীরিতম্ ॥৩৮॥**

*অন্বয় ঃ* পুনঃ পুনঃ (বার বার) বিচারে অপি (বিচার করিলেও) ত্রিবিধ-প্রতিবন্ধতঃ (তিন প্রকার প্রতিবন্ধবশতঃ) তত্ত্বম্ ন বেত্তি ([মুমুক্ষু] তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে না)—ইতি এতৎ (ইহা) বার্তিকে (বৃহদারণ্যক বার্তিকে) সম্যক্ ঈরিতম্ ([সুরেশ্বরাচার্য কর্তৃক] যথাযথভাবে নিরূপিত হইয়াছে ) ॥৩৮॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* পুনঃ পুনঃ বিচার করিলেও তিন প্রকার প্রতিবন্ধক-বশতঃ মুমুক্ষু তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে না—এই কথা বৃহদারণ্যক বার্তিকে[১] সুরেশ্বরাচার্য কর্তৃক যথাযথভাবে উক্ত হইয়াছে ॥৩৮॥

**কুতস্তজ্জ্ঞানমিতি চেত্তদ্ধি বন্ধপরিক্ষয়াৎ ।**
**অসাবপি চ ভূতো বা ভাবী বা বর্ততেঽথবা ॥৩৯॥**

*অন্বয় ঃ* কুতঃ (কোথা হইতে) তৎ জ্ঞানম্ (সেই জ্ঞান [উৎপন্ন হয়])? ইতি চেৎ (যদি এইরূপ প্রশ্ন কর)। (উত্তর) [তবে বলি]—তৎ হি (সেই জ্ঞানই) বন্ধ-পরিক্ষয়াৎ (প্রতিবন্ধের নাশ হইলে [উৎপন্ন হয়])। অসৌ অপি চ (সেই প্রতিবন্ধ আবার) ভূতঃ বা (অতীত) ভাবী বা (অথবা ভাবী, ভবিষ্যৎ) অথবা বর্ততে (অথবা বর্তমান) ॥৩৯॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* যদি এইরূপ প্রশ্ন কর—কোথা হইতে সেই জ্ঞান আসিল? তাহার উত্তরে বলি—প্রতিবন্ধের নাশ হইলে সেই জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই প্রতিবন্ধ আবার অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ভেদে তিন প্রকার ॥৩৯॥
—(সম্বন্ধবার্তিক ২৯৪ শ্লোক)

**অধীতবেদবেদার্থোঽপ্যত এব ন মুচ্যতে ।**
**হিরণ্যনিধিদৃষ্টান্তাদিদমেব হি দর্শিতম্ ॥৪০॥**

*অন্বয় ঃ* অধীত-বেদ-বেদার্থঃ অপি (বেদ এবং বেদার্থের অধ্যয়ন করিয়াও

১ পরবর্তী ৩৯ হইতে ৪৫ সং শ্লোকে সেই বার্তিক বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। ৩৯ ও ৪০ সং শ্লোক 'সম্বন্ধ বার্তিকের' ২৯৪ ও ২৯৫ সং শ্লোকের অনুরূপ । ৪১ হইতে ৪৫ সং শ্লোকে বার্তিকসারের ২০৩ হইতে ২০৬ সং শ্লোকের অর্থ উক্ত হইয়াছে ।

[কোন লোকে]) অতঃ এব (ইহা থাকিবার ফলেই) ন মুচ্যতে (মুক্ত হয় না)। হি (যেহেতু) হিরণ্য-নিধি-দৃষ্টান্তাৎ (ভূগর্ভে গচ্ছিত স্বর্ণের দৃষ্টান্তদ্বারা) [শ্রুতি] ইদম্ এব (এই অর্থই) দর্শিতম্ (দেখাইয়াছেন) ॥৪০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** কেহ বেদ ও বেদার্থের অধ্যয়ন-সম্পন্ন হইলেও পূর্বোক্ত প্রতিবন্ধকবশতঃ মুক্ত হইতে পারে না। কারণ শ্রুতি (ছাঃ উঃ, ৮/৩/২) হিরণ্যনিধির[১] দৃষ্টান্ত দিয়া এই অর্থই দেখাইয়াছেন ॥৪০॥

**অতীতেনাপি মহিষীস্নেহেন প্রতিবন্ধতঃ ।**
**ভিক্ষুস্তত্ত্বং ন বেদেতি গাথা লোকে প্রগীয়তে ॥৪১॥**

***অন্বয় ঃ*** অতীতেন অপি (পূর্বে, গৃহস্থাবস্থায়) মহিষী-স্নেহেন (মহিষীর প্রতি স্নেহদ্বারা [উৎপন্ন]) প্রতিবন্ধতঃ (প্রতিবন্ধবশতঃ) ভিক্ষুঃ ([পরবর্তিকালে সন্ন্যাস গ্রহণের পশ্চাৎ শ্রবণাদির অনুশীলন করা সত্ত্বেও কোন] সন্ন্যাসী) তত্ত্বম্ ন বেদ (তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে নাই) ইতি গাথা (এই প্রকার গাথা) লোকে (লোক সমাজে) প্রগীয়তে (গীত হইয়া থাকে) ॥৪১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** গৃহস্থাশ্রমে মহিষীর ('মহিষী' শব্দে পশু মহিষীও বুঝাইতে পারে) প্রতি স্নেহদ্বারা উৎপন্ন প্রতিবন্ধবশতঃ, পরবর্তিকালে সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রবণাদির অনুশীলন সত্ত্বেও, কোন সন্ন্যাসী তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে নাই— এই মর্মে লোকগাথা গীত হইয়া থাকে ॥৪১॥

**অনুসৃত্য গুরুঃ স্নেহং মহিষ্যাং তত্ত্বমুক্তবান্ ।**
**ততো যথাবদ্বেদৈষ প্রতিবন্ধস্য সংক্ষয়াৎ ॥৪২॥**

***অন্বয় ঃ*** গুরুঃ (গুরু) মহিষ্যাম্ স্নেহম্ (মহিষীতে সন্ন্যাসীর আসক্তির) অনুসৃত্য (অনুধাবন করিয়া) তত্ত্বম্ ([সেই মহিষীরূপ উপাধি যাঁহার, সেই] ব্রহ্মতত্ত্ব) উক্তবান্ (উপদেশ করিলেন)। ততঃ (তাহার ফলে) এষঃ প্রতিবন্ধস্য (এই প্রকার প্রতিবন্ধের) সংক্ষয়াৎ (ক্ষয় হইলে) যথাবৎ বেদ (শাস্ত্রোক্ত প্রকারে গুরু-উপদিষ্টতত্ত্ব জানিতে পারিলেন) ॥৪২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** গুরু, মহিষীতে সন্ন্যাসীর আসক্তি অনুধাবন করিয়া সেইরূপ তত্ত্বোপদেশ করিলেন। এই প্রকারে প্রতিবন্ধ ক্ষয় হইলে, সন্ন্যাসী গুরূপদিষ্ট তত্ত্ব শাস্ত্রোক্ত প্রকারে জানিতে পারিলেন ॥৪২॥

১ ভূগর্ভে যদি নিধি গচ্ছিত থাকে, আর সে বিষয়ে অজ্ঞ নিধিসন্ধানী কোন ব্যক্তি যদি বার বার সেই নিধির উপর দিয়া যাতায়াত করে তবুও তাহার নিধিলাভ হয় না।

**প্রতিবন্ধো বর্তমানো বিষয়াসক্তিলক্ষণঃ ।**
**প্রজ্ঞামান্দ্যং কুতর্কশ্চ বিপর্যয়দুরাগ্রহঃ ॥৪৩॥**

***অন্বয় ঃ*** বর্তমানঃ প্রতিবন্ধঃ (বর্তমান প্রতিবন্ধ হইতেছে)—(১) বিষয়াসক্তি-লক্ষণঃ (বিষয়াসক্তিরূপ), (২) প্রজ্ঞামান্দ্যম্ (বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার অভাব), (৩) কুতর্কঃ (শ্রুতি-বিরোধী তর্ক), চ (এবং) (৪) বিপর্যয়-দুরাগ্রহঃ (ভ্রমজ্ঞানে যুক্তিহীন আগ্রহ) ॥ ৪৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বর্তমান প্রতিবন্ধ (চারি প্রকার, যথা—) (১) বিষয়াসক্তি, (২) বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার অভাব, (৩) শ্রুতিবিরোধী তর্ক, (৪) ভ্রমজ্ঞানে যুক্তিহীন অভিনিবেশ ॥৪৩॥

**শমাদ্যৈঃ শ্রবণাদ্যৈশ্চ তত্রতত্রোচিতৈঃ ক্ষয়ম্ ।**
**নীতেঽস্মিন্প্রতিবন্ধেঽতঃ স্বস্য ব্রহ্মত্বমশ্নুতে ॥৪৪॥**

***অন্বয় ঃ*** তত্র তত্র উচিতৈঃ (যেমন প্রতিবন্ধক তদনুরূপ) শমাদ্যৈঃ (শমদমাদি) শ্রবণাদ্যৈঃ চ (এবং শ্রবণাদির অনুশীলনদ্বারা) অস্মিন্ প্রতিবন্ধে (বর্তমান প্রতিবন্ধকের) ক্ষয়ম্ নীতে (ক্ষয় হইলে) অতঃ (তাহার পর) [সাধক] স্বস্য (প্রত্যগাত্মার) ব্রহ্মত্বম্ (ব্রহ্মভাব) অশ্নুতে (উপলব্ধি করে) ॥ ৪৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যেমন প্রতিবন্ধক তদনুরূপ শমদমাদির এবং শ্রবণাদির অনুশীলনদ্বারা[১] বর্তমান প্রতিবন্ধকের ক্ষয় হইলে সাধক স্ব-স্বরূপ প্রত্যগাত্মার ব্রহ্মভাব উপলব্ধি করে ॥৪৪॥

**আগামিপ্রতিবন্ধশ্চ বামদেবে সমীরিতঃ ।**
**একেন জন্মনা ক্ষীণো ভরতস্য ত্রিজন্মভিঃ ॥৪৫॥**

***অন্বয় ঃ*** চ (আর) আগামি-প্রতিবন্ধঃ (ভবিষ্যৎ প্রতিবন্ধ) বামদেবে (বামদেব সম্পর্কে) সমীরিতঃ (বুঝানো হইয়াছে). [সেই প্রতিবন্ধ] একেন জন্মনা (এক জন্মেতে) ক্ষীণঃ (ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিল)। ভরতস্য (ভরতের) ত্রিজন্মভিঃ (তিন জন্মে), [ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিল]॥ ৪৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** আর, বামদেবের উদাহরণে ভবিষ্যৎ প্রতিবন্ধ[২] বুঝানো হইয়াছে। সেই প্রতিবন্ধ বামদেবের ক্ষেত্রে এক জন্মে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু ভরতের তিন জন্ম লাগিয়াছিল ॥৪৫॥

১ দ্রষ্টব্য—বৃঃ উঃ ৪/৪/২৩, ২/৪/৫; বিঃ চূঃ ২২-২৭ এবং ৬৯-৭০

২ ভবিষ্যৎ প্রতিবন্ধ ঃ প্রারব্ধ কর্মফলের অবশিষ্ট যাহা জন্মান্তরের হেতু হয়, তাহাকে আগামি প্রতিবন্ধ বলে। রামকৃষ্ণ কৃত টীকা ।

**যোগভ্রষ্টস্য গীতায়ামতীতে বহুজন্মনি ।**
**প্রতিবন্ধক্ষয়ঃ প্রোক্তো ন বিচারোঽপ্যনর্থকঃ ॥৪৬॥**

**অন্বয় ঃ** গীতায়াম্ (গীতাতে) যোগভ্রষ্টস্য (যোগভ্রষ্টের) বহুজন্মনি অতীতে (অনেক জন্ম পরে) প্রতিবন্ধক্ষয়ঃ প্রোক্তঃ (প্রতিবন্ধক্ষয়ের কথা বলা হইয়াছে)। বিচারঃ অপি (বিচারও) অনর্থকঃ ন (অনর্থক নহে) ॥ ৪৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যোগভ্রষ্টের[১] অনেক জন্ম পরে প্রতিবন্ধক্ষয়ের কথা গীতায় বলা হইয়াছে। অতএব, বিচারও অনর্থক নহে ॥৪৬॥

**প্রাপ্য পুণ্যকৃতাঁল্লোকানাত্মতত্ত্ববিচারতঃ ।**
**শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে সাভিলাষোঽভিজায়তে ॥৪৭॥[২]**

**অন্বয় ঃ** আত্মতত্ত্ব-বিচারতঃ (আত্মতত্ত্ব বিচারের ফলে) পুণ্যকৃতান্ (পুণ্যকারিগণের) লোকান্ (শুভলোক, স্বর্গবিশেষ) প্রাপ্য (প্রাপ্ত হইয়া) সাভিলাষঃ (ঐহিক ভোগবাসনাযুক্ত যোগভ্রষ্ট) শুচীনাম্ শ্রীমতাম্ (সদাচারসম্পন্ন ধনীর) গেহে (গৃহে) অভিজায়তে (জন্মলাভ করেন) ॥ ৪৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** আত্মতত্ত্ব বিচারের ফলে পুণ্যকারিগণের স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া (তথাকার ভোগ ক্ষয় হইলে), ঐহিক ভোগবাসনাযুক্ত যোগভ্রষ্ট সদাচার-সম্পন্ন ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন ॥৪৭॥

**অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্ ।**
**নিঃস্পৃহো ব্রহ্মতত্ত্বস্য বিচারাত্তদ্ধি দুর্লভম্ ॥৪৮॥**

**অন্বয় ঃ** অথবা (অথবা), নিঃস্পৃহঃ (কামনাশূন্য হইলে) ব্রহ্মতত্ত্বস্য বিচারাৎ এব (ব্রহ্মতত্ত্বের বিচারদ্বারাই) ধীমতাম্ যোগিনাম্ (জ্ঞানবান যোগিগণের) কুলে ভবতি (কুলে জন্ম লাভ করেন)। তৎ হি (সেই প্রকার জন্মও) দুর্লভম্ (দুর্লভ) ॥ ৪৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অথবা, (সেই যোগভ্রষ্ট), কামনাশূন্য হইলে, ব্রহ্মতত্ত্বের বিচার দ্বারাই জ্ঞানবান হইয়াছেন যে যোগিগণ তাহাদের কুলে জন্মগ্রহণ করেন। এই প্রকার জন্মও অতি দুর্লভ ॥৪৮॥

**তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্ ।**
**যততে চ ততো ভূয়স্তস্মাদেতদ্ধি দুর্লভম্ ॥৪৯॥**

**অন্বয় ঃ** হি (যেহেতু) তত্র (সেই জন্মে) পৌর্বদেহিকম্ (পূর্বদেহে লব্ধ) তম্ (সেই)

১ যোগ অর্থে বিচার বুঝানো হইয়াছে ।

২ গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৪১ হইতে ৪৫ শ্লোকের অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন শ্লোক সংখ্যা ৪৭ হইতে ৫০ শ্লোকে ।

বুদ্ধি-সংযোগম্ (বুদ্ধির সহিত সম্বন্ধ) লভতে (প্রাপ্ত হন)। চ (এবং) ততঃ ভূয়ঃ (তদধিক) যততে (প্রযত্ন করেন), তস্মাৎ (সেই হেতু) এতৎ দুর্লভম্ (এই জন্ম দুর্লভ)॥ ৪৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যেহেতু সেই জন্মে পূর্বজন্মলব্ধ মোক্ষপর বুদ্ধির সহিত সম্বন্ধ প্রাপ্ত হন এবং তাহার ফলে, আরও অধিকতর প্রযত্ন করেন; সেইহেতু এই জন্ম দুর্লভ ॥ ৪৯॥

**পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ ।**
**অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাম্ গতিম্ ॥ ৫০॥**

***অন্বয় ঃ*** সঃ হি (তিনি) অবশঃ অপি (অবশ হইয়াও) তেন (সেই) পূর্বাভ্যাসেন এব (পূর্বাভ্যাসের দ্বারাই) হ্রিয়তে (যোগসাধনে আকৃষ্ট হন)। অনেক-জন্ম-সংসিদ্ধঃ (বহুজন্মের সাধনফলে) ততঃ (অনন্তর) পরাম্ গতিম্ (পরমাগতি, মোক্ষ) যাতি (লাভ করেন) ॥ ৫০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যোগভ্রষ্ট সাধক, অবশ হইয়াও অর্থাৎ যত্ন না করিলেও, সেই পূর্বাভ্যাসের দ্বারাই সাধনে আকৃষ্ট হন। অনন্তর বহু জন্মের সাধনফলে মোক্ষ লাভ করেন ॥ ৫০॥

**ব্রহ্মলোকাভিবাঞ্ছায়াং সম্যক্ সত্যাং নিরুধ্য তাম্ ।**
**বিচারয়েদ্ য আত্মানং ন তু সাক্ষাৎকরোত্যয়ম্ ॥ ৫১॥**

***অন্বয় ঃ*** ব্রহ্মলোক-অভিবাঞ্ছায়াম্ (ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির ইচ্ছা) সম্যক্ সত্যাম্ (দৃঢ়ভাবে বিদ্যমান থাকিলে), তাম্ (সেই ইচ্ছাকে) নিরুধ্য (দমন করিয়া) যঃ (যিনি) আত্মানম্ বিচারয়েৎ (আত্মতত্ত্ব বিচার করেন), অয়ম্ তু (এইপ্রকার সাধক তো) ন সাক্ষাৎ-করোতি (ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করেন না) ॥ ৫১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির ইচ্ছা দৃঢ়ভাবে থাকিলেও, সেই ইচ্ছাকে দমন করিয়া[১] যিনি আত্মতত্ত্ব বিচার করেন, সেই সাধক অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে পারেন না ॥ ৫১॥

**বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থা ইতি শাস্ত্রতঃ ।**
**ব্রহ্মলোকে স কল্পান্তে ব্রহ্মণা সহ মুচ্যতে ।। ৫২।।**

***অন্বয় ঃ*** বেদান্ত-বিজ্ঞান-সুনিশ্চিতার্থাঃ (বেদান্তের বিচার দ্বারা যাঁহাদের প্রতিপাদ্য অর্থের পরোক্ষরূপে জ্ঞান হইয়া গিয়াছে) ইতি শাস্ত্রতঃ (ইত্যাদি অর্থের শাস্ত্রপ্রমাণ বলে) সঃ (সেই সাধক) ব্রহ্মলোকে কল্পান্তে (ব্রহ্মলোকে কল্পের অবসানে) ব্রহ্মণা সহ (ব্রহ্মার সহিত) মুচ্যতে (মুক্ত হইয়া যান) ॥ ৫২॥

১ প্রয়োজন কামনার সম্পূর্ণ অভাব, তাহার দমন নহে। মুণ্ডক উঃ ৩/২/১-২

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** "বেদান্ত বাক্যের বিচারদ্বারা যাঁহাদের প্রতিপাদ্য অর্থের জ্ঞান হইয়া গিয়াছে"[২]—ইত্যাদি অর্থের শ্রুতিপ্রমাণ হইতে জানা যায়, সেই সাধক ব্রহ্মলোকে কল্পের অবসানে ব্রহ্মার সহিত মুক্ত হইয়া যান ॥৫২॥

**কেষাঞ্চিৎ স বিচারোঽপি কর্মণা প্রতিবধ্যতে ।**
**শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্য ইতি শ্রুতেঃ ॥৫৩॥**

***অন্বয় ঃ*** কেষাঞ্চিৎ (কোন কোন ব্যক্তির) সঃ বিচারঃ অপি (সেই বিচারও) কর্মণা (তীব্র পাপকর্মের দ্বারা) প্রতিবধ্যতে (বাধা প্রাপ্ত হয়); যঃ (যে পরমাত্মবস্তু) বহুভিঃ (অনেকের নিকট) শ্রবণায় অপি (শ্রবণের জন্যও) ন লভ্যঃ (লভ্য হয় না) ইতি শ্রুতেঃ (এই প্রকার শ্রুতিবচন রহিয়াছে) ॥৫৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** কোন কোন ব্যক্তির তীব্র পাপকর্মের ফলে সেই বিচারও প্রতিরুদ্ধ হইয়া যায়। (এ-বিষয়ে) শ্রুতিবচন রহিয়াছে (কঠ উঃ, ১/২/৭)—"যে পরমাত্ম বস্তু সম্বন্ধে শ্রবণেরও সুযোগ অনেকের হয় না" ॥৫৩॥

**অত্যন্তবুদ্ধিমান্দ্যাদ্বা সামগ্র্যা বাপ্যসম্ভবাৎ ।**
**যো বিচারং ন লভতে ব্রহ্মোপাসীত সোঽনিশম্ ॥৫৪॥**

***অন্বয় ঃ*** অত্যন্ত-বুদ্ধিমান্দ্যাৎ বা (বুদ্ধির অত্যন্ত মন্দতাহেতু, অথবা) সামগ্র্যাঃ (সামগ্রীর অর্থাৎ উপদেষ্টা গুরু, অধ্যাত্ম শাস্ত্র এবং উপযুক্ত দেশ, কাল প্রভৃতির) অসম্ভবাৎ অপি বা (প্রাপ্তি অসম্ভব হইলে) যঃ (যে ব্যক্তি) বিচারম্ ন লভতে (বিচার লাভ করিতে পারে না), সঃ (সেই ব্যক্তি) অনিশম্ (নিরন্তর) ব্রহ্ম উপাসীত (ব্রহ্মের উপাসনা করিতে থাকিবে) ॥৫৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অত্যন্ত বুদ্ধিমন্দতাহেতু অথবা উপদেষ্টা গুরু, অধ্যাত্ম-শাস্ত্র এবং উপযুক্ত দেশ, কাল প্রভৃতির সংযোগ অসম্ভব হইলে, যে ব্যক্তির বিচার লাভের সুযোগ হয় না, সেই ব্যক্তি নিরন্তর ব্রহ্মের উপাসনা করিতে থাকিবে॥ ৫৪ ॥

**নির্গুণব্রহ্মতত্ত্বস্য ন হ্যপাস্তেরসম্ভবঃ ।**
**সগুণব্রহ্মণীবাত্র প্রত্যয়াবৃত্তিসম্ভবাৎ ॥৫৫॥**

***অন্বয় ঃ*** নির্গুণ-ব্রহ্মতত্ত্বস্য (নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বের) উপাস্তেঃ (উপাসনা) অসম্ভবঃ ন (অসম্ভব নয়), হি (কারণ) সগুণ-ব্রহ্মণি ইব (সগুণ ব্রহ্মের ন্যায়) অত্র (নির্গুণ ব্রহ্মে) প্রত্যয়াবৃত্তি সম্ভবাৎ (প্রত্যয়ের আবৃত্তি সম্ভব) ॥৫৫॥

---

২ মুণ্ডক উঃ ৩/২/৬, বৃহদারণ্যক উঃ ৬/২/১৫

*বঙ্গানুবাদ ঃ* নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনা অসম্ভব নয়, কারণ সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার ন্যায় নির্গুণ ব্রহ্মেও প্রত্যয়ের আবৃত্তি (পুনঃ পুনঃ উদয়) সম্ভব ॥৫৫॥

**অবাঙ্মনসগম্যং তন্নোপাস্যমিতি চেত্তদা ।**
**অবাঙ্মনসগম্যস্য বেদনং ন চ সম্ভবেৎ ॥৫৬॥**

*অন্বয় ঃ* (শঙ্কা)ঃ অবাঙ্মনসগম্যম্ (বাক্য ও মনের অগোচর) তৎ (সেই নির্গুণ ব্রহ্ম) উপাস্যম্ ন (উপাস্য হইতে পারে না), ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বল), (উত্তর) তদা (তবে) অবাঙ্মনসগম্যস্য (বাক্য-মনের অগোচর নির্গুণ ব্রহ্মের) বেদনম্ চ (জ্ঞানও) ন সম্ভবেৎ (সুতরাং অসম্ভব বলিতে হয়) ॥ ৫৬॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* (শঙ্কা)—বাক্য ও মনের অগোচর সেই নির্গুণব্রহ্ম উপাস্য হইতে পারে না। (উত্তর) ঃ তবে তো, বাক্য-মনের অগোচর নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞানও অসম্ভব বলিতে হয় ॥৫৬॥

**বাগাদ্যগোচরাকারমিত্যেবং যদি বেত্ত্যসৌ ।**
**বাগাদ্যগোচরাকারমিত্যুপাসীত নো কুতঃ ॥৫৭॥**

*অন্বয় ঃ* (শঙ্কা) বাক্-আদি-অগোচর-আকারম্ ইতি (ব্রহ্ম বাক্যাদির অগোচরস্বরূপ) এবম্ (এইরূপে) অসৌ বেত্তি (সেই ব্রহ্মকে লোকে জানে) যদি (যদি [এইরূপ বল]), [তবে বলি], বাক্-আদি-অগোচর-আকারম্ (বাক্যাদির অগোচর-স্বরূপ) ইতি (এইরূপে) কুতঃ (কেন) নো উপাসীত (উপাসনা করে না)? ॥৫৭॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* (শঙ্কা)-'ব্রহ্ম বাক্যাদির অগোচরস্বরূপ'—এইরূপে লোকে সেই ব্রহ্মকে জানে। (সিদ্ধান্ত) তবে, 'বাক্যাদির অগোচরস্বরূপ' রূপে তাহার উপাসনা করিতে পারিবে না কেন ? ॥৫৭॥

**সগুণত্বমুপাস্যত্বাদ্ যদি বেদ্যত্বতোঽপি তৎ ।**
**বেদ্যং চেল্লক্ষণাবৃত্ত্যা লক্ষিতং[১] সমুপাস্যতাম্ ॥৫৮॥**

*অন্বয় ঃ* (শঙ্কা)ঃ উপাস্যত্বাৎ (ব্রহ্মের উপাস্যতা মানিলে) যদি (যদি) সগুণত্বম্ (সগুণতা [আসিয়া পড়ে])? [উত্তর] বেদ্যত্বতঃ অপি (ব্রহ্মের বেদ্যতা মানিলেও) তৎ (সেই সগুণতা আসিয়া পড়ে)। চেৎ (তাহার উত্তরে যদি বল) লক্ষণাবৃত্ত্যা বেদ্যম্ (লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা ব্রহ্মকে বেদ্য বলা হয়), [তবে বলি]লক্ষিতম্ (লক্ষ্যরূপ ব্রহ্মকে) সমুপাস্যতাম্ (উপাসনা কর) ॥ ৫৮॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* (শঙ্কা)ঃ ব্রহ্মের উপাস্যতা মানিলে যদি সগুণতা আসিয়া

১ লক্ষণং এই পাঠান্তর

পড়ে? (উত্তর)ঃ ব্রহ্মের বেদ্যতা মানিলেও সেই সগুণতা আসিয়া পড়ে। (শঙ্কাকারীর স্বপক্ষসমর্থন)—লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা ব্রহ্মকে বেদ্য বা জ্ঞেয় বলা হয়। (সিদ্ধান্তী)—তবে লক্ষণার লক্ষ্যরূপ ব্রহ্মকেই উপাসনা কর ॥৫৮॥

**ব্রহ্ম বিদ্ধি তদেব ত্বং ন ত্বিদং যদুপাসতে ।**
**ইতি শ্রুতেরুপাস্যত্বং নিষিদ্ধং ব্রহ্মণো যদি ॥৫৯॥**

***অন্বয় ঃ*** (শঙ্কা)ঃ ত্বম্ (তুমি) তৎ এব (তাহাকেই) ব্রহ্ম বিদ্ধি (ব্রহ্ম বলিয়া জান), যৎ (যাহাকে) তু (কিন্তু) উপাসতে (লোকে উপাসনা করে) ইদম্ ন (তাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিও না) ইতি শ্রুতেঃ (এই প্রকার শ্রুতি বচন হইতে বুঝি) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের) উপাস্যত্বম্ (উপাস্যতার) নিষিদ্ধম্ (নিষেধ করা হইয়াছে), যদি (যদি [এইরূপ বল]) ॥৫৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (শঙ্কা)ঃ তুমি (যাহা বাক্যমনের অতীত,) তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান, কিন্তু লোকে যাহাকে উপাসনা করে তাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিও না—এই শ্রুতিবচন (কেন, উঃ ১/৫) হইতে বুঝা যায় ব্রহ্মের উপাস্যতার নিষেধ করা হইয়াছে, যদি এইরূপ বল— ॥৫৯॥

**বিদিতাদন্যদেবেতি শ্রুতের্বেদ্যত্বমস্য ন ।**
**যথাশ্রুত্যৈব বেদ্যং চেত্তথা শ্রুত্যাপ্যুপাস্যতাম্ ॥৬০॥**

***অন্বয় ঃ*** (সমাধান)ঃ বিদিতাৎ (বিদিত, জ্ঞাতব্য সকল বস্তু হইতে) [ব্রহ্ম] অন্যৎ এব (পৃথকই) ইতি শ্রুতেঃ (এই প্রকার শ্রুতিবচন হইতে) অস্য (এই ব্রহ্মের) বেদ্যত্বম্ ন (বেদ্যত্ব, জ্ঞানবিষয়তা নিষিদ্ধ হইয়াছে)। যথা ([ব্রহ্ম] যেমন) শ্রুত্যা এব (শ্রুতিকর্তৃকই) বেদ্যম্ চেৎ (জ্ঞেয় হয়), তথা (সেইরূপ) শ্রুত্যা অপি (সেই শ্রুতিকর্তৃকই) উপাস্যতাম্ (ব্রহ্মের উপাসনযোগ্যতা [সিদ্ধ]) ॥৬০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (সমাধান)—'জ্ঞাতব্য সকল বস্তু হইতে ব্রহ্ম পৃথকই'—ইত্যাদি শ্রুতিবচন[১] হইতে বুঝা যায় ব্রহ্মের বেদ্যত্বেরও নিষেধ করা হইয়াছে। যেমন শ্রুতিকর্তৃক[২] ব্রহ্মের বেদ্যতা বুঝানো হয় বলিতে পার, তেমনই শ্রুতিকর্তৃকই[৩] ব্রহ্মের উপাস্যতা সিদ্ধ হয়, ইহা বুঝ ॥৬০॥[৪]

**অবাস্তবী বেদ্যতা চেদুপাস্যত্বং তথা ন কিম্ ।**
**বৃত্তিব্যাপ্তির্বেদ্যতা চেদুপাস্যত্বেঽপি তৎসমম্ ॥৬১॥**

***অন্বয় ঃ*** (শঙ্কা)ঃ বেদ্যতা (ব্রহ্মের যে বেদ্যতা) চেৎ (যদি) অবাস্তবী (অবাস্তব,

১ কেন উঃ ১/৪ ২ কঠ উঃ ১/৩/১২ ৩ বৃহদারণ্যক উঃ ৪/৪/২

৪ ব্রহ্ম যতক্ষণ জ্ঞানের বিষয় বা বেদ্য ততক্ষণ তাহার উপাস্য হইবার যোগ্যতা ।

কল্পিত বলি)? (উত্তর)ঃ উপাস্যত্বম্ (ব্রহ্মের উপাস্যতা) তথা ন কিম্ (সেরূপ হইবে না কেন)? (শঙ্কা)ঃ বৃত্তি-ব্যাপ্তিঃ (বৃত্তিব্যাপ্তি, অন্তঃকরণের ব্রহ্মাকারা বৃত্তিকে) চেৎ (যদি বলি) বেদ্যতা (ব্রহ্মের বেদ্যতা)? (সমাধান) ঃ উপাস্যত্বে অপি (উপাস্যতা বিষয়েও) তৎ (সেই বৃত্তিব্যাপ্তি) সমম্ (এক প্রকার) ॥ ৬১ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (শঙ্কা)ঃ ব্রহ্মের যে বেদ্যতা তাহা তো অবাস্তব, কল্পনা। (সমাধান)ঃ ব্রহ্মের উপাস্যতাও সেইরূপ অবাস্তব হইবে না কেন? (শঙ্কা)ঃ বৃত্তিব্যাপ্তি ব্রহ্মের বেদ্যতা। (সমাধান)ঃ তবে, উপাসনা বিষয়েও বৃত্তিব্যাপ্তি এক প্রকার ॥ ৬১ ॥

***তাৎপর্য ঃ*** দ্রষ্টব্য ৭/৯০। ব্রহ্মের পরোক্ষ জ্ঞানের ন্যায় নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনাও সম্ভব। উভয়েরই ব্যবহারিক মূল্য স্বীকৃত ।

**কা তে ভক্তিরুপাস্তৌ চেৎ কস্তে দ্বেষস্তদীরয় ।**
**মানাভাবো ন বাচ্যোঽস্যাং বহুশ্রুতিষু দর্শনাৎ ॥ ৬২॥**

***অন্বয় ঃ*** (প্রশ্ন)ঃ তে (তোমার) উপাস্তৌ (উপাসনা বিষয়ে) কা ভক্তিঃ (কি প্রকার ভক্তি) চেৎ (যদি এইপ্রকার বল,) [তাহা হইলে] (উত্তর)ঃ তে (তোমার) কঃ দ্বেষঃ (দ্বেষ কি প্রকার) তৎ ঈরয় (তাহা বল)। বহু-শ্রুতিষু (অনেক শ্রুতিতে) দর্শনাৎ ([নির্গুণ উপাসনার উল্লেখ] দেখা যায় বলিয়া) অস্যাম্ (এই উপাসনা বিষয়ে) মানাভাবঃ (প্রমাণের অভাব) ন বাচ্যঃ (বলা উচিৎ নহে) ॥ ৬২ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (প্রশ্ন)ঃ হে সিদ্ধান্তিন্ , উপাসনা বিষয়ে তোমার এত ভক্তি কেন? (উত্তর)ঃ আর, তাহাকে তোমারই বা এত দ্বেষ কেন? তাহা বল। বহুশ্রুতিতে নির্গুণ উপাসনা বিষয়ে উল্লেখ দেখা যায়; সুতরাং উপাসনা বিষয়ে প্রমাণের অভাব, এরূপ বলা উচিত নহে ॥ ৬২ ॥

**উত্তরস্মিংস্তাপনীয়ে শৈব্যপ্রশ্নেঽথ কাঠকে ।**
**মাণ্ডুক্যাদৌ চ সর্বত্র নির্গুণোপাস্তিরীরিতা ॥ ৬৩॥**

***অন্বয় ঃ*** উত্তরস্মিন্ তাপনীয়ে (উত্তর তাপনীয় উপনিষদে), শৈব্যপ্রশ্নে (প্রশ্নোপনিষদে বর্ণিত শৈব্যকৃত পঞ্চম প্রশ্নে), অথ কাঠকে (এবং কঠোপনিষদে), মাণ্ডুক্যাদৌ (মাণ্ডুক্যাদি উপনিষদে) চ (এবং) সর্বত্র (সর্বত্র) নির্গুণোপাস্তিঃ (নির্গুণ উপাসনা) ঈরিতা (উপদিষ্ট হইয়াছে) ॥ ৬৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** উত্তর তাপনীয় উপনিষদে, প্রশ্নোপনিষদে বর্ণিত শৈব্যকৃত পঞ্চম প্রশ্নে, কঠোপনিষদে এবং মাণ্ডুক্যাদি[১] সর্বত্র নির্গুণ উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে ॥ ৬৩॥

১ দ্রষ্টব্য—নৃঃ উঃ তাঃ উঃ ১/১, প্রশ্ন উঃ ৫/৫, কঠ উঃ ১/২/১৫-১৭, মাঃ উঃ ১/১২

**অনুষ্ঠানপ্রকারোঽস্যাঃ পঞ্চীকরণ ঈরিতঃ ।**
**জ্ঞানসাধনমেতচ্চেন্নেতি কেনাত্র বারিতম্**[১] **॥৬৪॥**

**অন্বয় ঃ** অস্যাঃ (এই নির্গুণ উপাসনার) অনুষ্ঠান-প্রকারঃ (অনুষ্ঠানের প্রকার) পঞ্চীকরণে (সুরেশ্বরাচার্যকৃত পঞ্চীকরণবার্তিক নামক গ্রন্থে) ঈরিতঃ (কথিত হইয়াছে)। এতৎ (এই উপাসনা) জ্ঞান-সাধনম্ (জ্ঞানের সাধন) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বল), [তবে বলি] অত্র (এই উপাসনা প্রকরণে) ন ইতি (ইহা জ্ঞানের সাধন নয় বলিয়া) কেন বারিতম্ (কাহার দ্বারা নিবারিত হইতেছে) ?॥৬৪॥

**বঙ্গানুবাদ ঃ** এই নির্গুণ উপাসনার অনুষ্ঠানের প্রকার সুরেশ্বরাচার্যকৃত পঞ্চীকরণবার্তিক নামক গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। যদি বল এই উপাসনা জ্ঞানের সাধন (মুক্তির নহে); তবে জিজ্ঞাসা করি, এই উপাসনা প্রকরণে ইহা জ্ঞানের সাধন নয়—বলিয়া কে নিবারণ করিতেছে ?॥৬৪॥

**নানুতিষ্ঠতি কোঽপ্যেতদিতি চেন্মানুতিষ্ঠতু ।**
**পুরুষস্যাপরাধেন কিমুপাস্তিঃ প্রদুষ্যতি ॥৬৫॥**

**অন্বয় ঃ** কঃ অপি (কেহই) এতৎ (এই নির্গুণ উপাসনার) ন অনুতিষ্ঠতি (অনুষ্ঠান করে না) ইতি চেৎ (যদি এই প্রকার বল), [তবে বলি] মা অনুতিষ্ঠতু (অনুষ্ঠান নাই করুক)। পুরুষস্য (অনুষ্ঠাতার) অপরাধেন (অপরাধে) উপাস্তিঃ (উপাসনা) কিম্ প্রদুষ্যতি (কি দোষযুক্ত হইয়া যায়) ?॥৬৫॥

**বঙ্গানুবাদ ঃ** যদি বল, কেহই (অর্থাৎ অনেকেই) তো এই নির্গুণ উপাসনার অনুষ্ঠান করে না। তবে বলি, তা নাই করুক; অনুষ্ঠাতার অপরাধে (অপরাধে) কি উপাসনা দোষযুক্ত হইয়া যায় ?॥৬৫॥

**ইতোঽপ্যতিশয়ং মত্বা মন্ত্রান্ বশ্যাদিকারিণঃ ।**
**মূঢ়া জপন্তু তেভ্যোঽতিমূঢ়াঃ কৃষিমুপাসতাম্ ॥৬৬॥**

**অন্বয় ঃ** ইতঃ অপি (ইহা অপেক্ষাও) অতিশয়ম্ ([স্বল্পকালেই ফলদায়ী সুতরাং] অধিক উৎকর্ষবান) মত্বা (মনে করিয়া) মূঢ়াঃ (মন্দবুদ্ধিগণ) বশ্যাদিকারিণঃ (বশীকরণাদি) মন্ত্রান্ (মন্ত্রসকল) জপন্তু (জপ করুক); তেভ্যঃ (তাহাদের তুলনায়) অতিমূঢ়াঃ (অধিকতর মূঢ়গণ) কৃষিম্ উপাসতাম্ (কৃষিকর্মের অনুষ্ঠান করুক) ॥৬৬॥

**বঙ্গানুবাদ ঃ** অনেক মূঢ়ব্যক্তি সগুণ উপাসনা অপেক্ষাও সহজেই ফলদায়ী সুতরাং অধিক উৎকর্ষবান মনে করিয়া বশীকরণাদি মন্ত্রের জপ করুক; তাহাদের অপেক্ষাও অধিক মূঢ়গণ কৃষিকর্মাদির উপাসনা করুক॥৬৬॥

১ 'বর্ণিতম্' এই পাঠান্তর

***তাৎপর্য ঃ*** অধিক আয়াসসাধ্য এবং উচ্চতর সাধনার অনুষ্ঠানে লোকের রুচি সহজেই হয় না। তাহার অর্থ এই নয় যে এই প্রকার উপাসনা অপ্রয়োজনীয়। গীতায় (৭/৩) ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাক্য আছে—"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে।"

**তিষ্ঠন্তু মূঢ়াঃ প্রকৃতা নির্গুণোপাস্তিরীর্যতে ।**
**বিদ্যৈক্যাৎ সর্বশাখাস্থান্ গুণানত্রোপসংহরেৎ ॥ ৬৭॥**

***অন্বয় ঃ*** মূঢ়াঃ তিষ্ঠন্তু (মূঢ়দিগের কথা থাকুক)। প্রকৃতা (আলোচ্য) নির্গুণ-উপাস্তিঃ ঈর্যতে (নির্গুণ উপাসনা উক্ত হইতেছে)। বিদ্যা-ঐক্যাৎ (নির্গুণ উপাসনা সর্বত্র এক প্রকার বলিয়া) সর্বশাখাস্থান্ গুণান্ (বেদের সর্বশাখায় বর্ণিত গুণসকলের) অত্র (এই উপাস্য ব্রহ্মে) উপসংহরেৎ (উপসংহার করিবে) ॥ ৬৭ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** মূঢ়দিগের কথা (এখানেই) থাকুক। আমরা আলোচ্য নির্গুণ উপাসনার কথা বলি। এই উপাসনা সর্বত্র একপ্রকার বলিয়া বেদের সর্বশাখায় বর্ণিত গুণসকলের এই উপাস্যব্রহ্মে উপসংহার করিবে ॥ ৬৭ ॥[১]

**আনন্দাদের্বিধেয়স্য গুণসঙ্ঘস্য সংহৃতিঃ ।**
**আনন্দাদয় ইত্যস্মিন্ সূত্রে ব্যাসেন বর্ণিতা ॥ ৬৮॥**

***অন্বয় ঃ*** আনন্দ-আদেঃ (আনন্দ, বিজ্ঞানঘন প্রভৃতি) বিধেয়স্য (বিধেয় বা ইতিবাচক) গুণসঙ্ঘস্য (গুণসমূহের) সংহৃতিঃ (উপসংহার করিতে হইবে)। 'আনন্দাদয়ঃ' ইতি অস্মিন্ সূত্রে ('আনন্দাদয়ঃ' এই সূত্রে) ব্যাসেন বর্ণিতা (ব্যাস কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে) ॥ ৬৮ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** আনন্দরূপ প্রভৃতি ইতিবাচক (অনিষেধ্য) গুণসমূহের উপসংহার করিতে হইবে। ইহা ভগবান ব্যাস কর্তৃক "আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য"(ব্রঃ সূঃ, ৩/৩/১১) এই সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে ॥ ৬৮ ॥[২]

**অস্থূলাদের্নিষেধ্যস্য গুণসঙ্ঘস্য সংহৃতিঃ ।**
**তথা ব্যাসেন সূত্রেঽস্মিন্নুক্তাক্ষরধিয়াং ত্বিতি ॥ ৬৯॥**

***অন্বয় ঃ*** তথা (সেইরূপে) অস্থূলাদেঃ ('অস্থূল'আদি) নিষেধ্যস্য গুণসঙ্ঘস্য (নিষেধ্য গুণসমূহের) সংহৃতিঃ (উপসংহার) "অক্ষর-ধিয়াম্ তু" ('অক্ষরধিয়াম্ তু') ইতি অস্মিন্ সূত্রে (এই সূত্রে) ব্যাসেন উক্তা (ভগবান ব্যাস কর্তৃক উক্ত হইয়াছে) ॥ ৬৯ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সেইরূপে ব্রহ্মে দ্বৈতের নিষেধবাচক অস্থূলাদি[৩] গুণসমূহের

১ দ্রষ্টব্য—ব্রঃ সূঃ (৩/৩/১), সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ম্ চোদনাদ্যবিশেষাৎ

২ দ্রষ্টব্য—তৈঃ উঃ ৩/৬/১, বৃঃ উঃ ৩/৯/২৮, নৃঃ উঃ তাঃ উঃ ৯

৩ দ্রষ্টব্য—বৃহদারণ্যক উঃ ৩/৮/৮, মুণ্ডক উঃ ১/১/৫-৬, কঠ উঃ ১/৩/১৫

উপসংহার "অক্ষরধিয়াম্ তু ..." ইত্যাদি সূত্রে (ব্রঃ সূঃ ৩/৩/৩৩) ভগবান ব্যাসকর্তৃক উক্ত হইয়াছে ॥৬৯॥

**নির্গুণব্রহ্মতত্ত্বস্য বিদ্যায়াং গুণসংহৃতিঃ ।**
**ন যুজ্যেতেত্যুপালম্ভো ব্যাসং প্রত্যেব মাং ন তু ॥৭০॥**

***অন্বয় ঃ*** নির্গুণ-ব্রহ্মতত্ত্বস্য (নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বের) বিদ্যায়াম্ (উপাসনায়) গুণ-সংহৃতিঃ (গুণসমূহের উপসংহার) ন যুজ্যেত (যুক্তিযুক্ত নহে)—ইতি উপালম্ভঃ (এই প্রকার দোষারোপ) ব্যাসম্ প্রতি এব (ব্যাসদেবের প্রতিই), মাম্ তু ন (কিন্তু আমার প্রতি নহে) ॥৭০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (শঙ্কা)ঃ নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনাতে গুণসমূহের উপসংহার যুক্তিযুক্ত নয়। (সমাধান)ঃ তোমার এই প্রকার দোষারোপ স্বয়ং ব্যাসদেবের প্রতি, কিন্তু আমার প্রতি নহে ॥৭০॥

**হিরণ্যশ্মশ্রুসূর্যাদিমূর্তীনামনুদাহৃতেঃ ।**
**অবিরুদ্ধং নির্গুণত্বমিতি চেত্তুষ্যতাং ত্বয়া ॥৭১॥**

***অন্বয় ঃ*** হিরণ্য-শ্মশ্রু-সূর্যাদি-মূর্তীনাম্ (সুবর্ণময় শ্মশ্রুবিশিষ্ট সূর্যাদি মূর্তিসকলের) অনুদাহৃতেঃ (উল্লেখ নাই বলিয়া) নির্গুণত্বম্ (ব্যাস কথিত এই উপাসনার নির্গুণতা) অবিরুদ্ধম্ (অবিরুদ্ধ) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ আপত্তি কর), [তবে] ত্বয়া তুষ্যতাম্ ([তাহাতে] তুমি সন্তুষ্ট থাক) ॥৭১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (শঙ্কা)ঃ সুবর্ণময় শ্মশ্রুবিশিষ্ট[২] সূর্যাদি মূর্তিসকলের উল্লেখ নাই বলিয়া ব্যাস কথিত এই উপাসনার নির্গুণতায় কোন বিরোধ নাই। (সমাধান)ঃ তাহাতে তুমি সন্তুষ্ট থাক। (কারণ এইপ্রকার মূর্তির কথা আমরাও বলি না) ॥৭১॥

**গুণানাং লক্ষকত্বেন ন তত্ত্বেঽন্তঃ প্রবেশনম্ ।**
**ইতি চেদস্ত্বেবমেব ব্রহ্মতত্ত্বমুপাস্যতাম্ ॥৭২॥**

***অন্বয় ঃ*** গুণানাম্ ([বিধেয় ও নিষেধ্য] গুণসমূহের) লক্ষকত্বেন (লক্ষকত্ব বা উপলক্ষকত্ব ধর্মের ফলে), [তাহাদের] তত্ত্বে (ব্রহ্মতত্ত্বের) অন্তে প্রবেশনম্ (স্বরূপে প্রবেশ) ন (নাই) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বল), [তবে শুন], অস্তু এবম্ এব (তাহাই হউক), ব্রহ্মতত্ত্বম্ উপাস্যতাম্ ([এই লক্ষ্যরূপে] ব্রহ্মতত্ত্ব উপাসনার যোগ্য) ॥৭২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (শঙ্কা)ঃ "বিধেয় এবং নিষেধ্য গুণসমূহের লক্ষকতাহেতু

২ ছাঃ উঃ ১/৬/৬

মাত্র, তাহাদের ব্রহ্মতত্ত্বের স্বরূপে প্রবেশ নাই"। (সমাধান)ঃ তাহাই হউক; এই গুণসমূহের লক্ষ্যরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব উপাস্য হইবার যোগ্য ॥৭২॥

**আনন্দাদিভিরস্থূলাদিভিশ্চাত্মাত্র লক্ষিতঃ ।**
**অখণ্ডৈকরসঃ সোঽহমস্মীত্যেবমুপাসতে ॥৭৩॥**

***অন্বয় ঃ*** অত্র (এই সকল শ্রুতিতে) অখণ্ড-একরসঃ আত্মা (অখণ্ড একরস আত্মা) আনন্দাদিভিঃ ('আনন্দ' প্রভৃতি বিধেয় বিশেষণদ্বারা) চ (এবং) অস্থূলাদিভিঃ (অস্থূল প্রভৃতি নিষেধ্য বিশেষণদ্বারা) লক্ষিতঃ (লক্ষিত হইয়াছেন)। সঃ (সেই আত্মা) অহম্ অস্মি (হইতেছি আমি) ইতি এবম্ (এইভাবে) [মুমুক্ষুগণ] উপাসতে (উপাসনা করেন) ॥৭৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এই সকল শ্রুতিতে অখণ্ড একরস আত্মা 'আনন্দ' প্রভৃতি বিধেয় বিশেষণদ্বারা এবং 'অস্থূল' প্রভৃতি নিষেধ্য বিশেষণদ্বারা লক্ষিত হইয়াছেন। 'সেই আত্মা হইতেছি আমি'—এইভাবে মুমুক্ষুগণ উপাসনা করেন ॥৭৩॥

**বোধোপাস্ত্যোর্বিশেষঃ ক ইতি চেদুচ্যতে শৃণু ।**
**বস্তুতন্ত্রো ভবেদ্বোধঃ কর্তৃতন্ত্রমুপাসনম্ ॥৭৪॥**

***অন্বয় ঃ*** বোধ-উপাস্ত্যোঃ (জ্ঞান এবং উপাসনার মধ্যে) কঃ বিশেষঃ (কি প্রভেদ)? ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বল), উচ্যতে শৃণু (বলিতেছি শুন); বোধঃ (জ্ঞান) বস্তুতন্ত্রঃ (বস্তুর অধীন) উপাসনম্ (উপাসনা) কর্তৃতন্ত্রম্ ভবেৎ (কর্তার, পুরুষেচ্ছার অধীন) ॥৭৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যদি বল, জ্ঞান ও উপাসনার মধ্যে প্রভেদ কি? বলিতেছি শুন; জ্ঞান হইতেছে বস্তুর অধীন আর উপাসনা পুরুষেচ্ছার অধীন ॥৭৪॥

***তাৎপর্য ঃ*** যেমন, সাধারণভাবে, কোন বস্তুর বা প্রমেয়ের, চক্ষুরূপ প্রমাণের সহিত সম্বন্ধ হইলে, বিধি ও পুরুষেচ্ছা বিনা, প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়; কিন্তু উপাসনা করা, না করা বা অন্যপ্রকারে করা—সবই পুরুষেচ্ছার অধীন ।

**বিচারাজ্জায়তে বোধোঽনিচ্ছা যং ন নিবর্তয়েৎ ।**
**স্বোৎপত্তিমাত্রাৎ সংসারে দহত্যখিলসত্যতাম্ ॥৭৫॥**

***অন্বয় ঃ*** বিচারাৎ (বিচার হইতে) বোধঃ জায়তে (জ্ঞান উৎপন্ন হয়), যম্ (যাহাকে) অনিচ্ছা (তদ্বিষয়ে অনিচ্ছা) ন নিবর্তয়েৎ (নিবারণ করিতে পারে না)। স্ব-উৎপত্তি-মাত্রাৎ (জ্ঞান স্বয়ং উৎপন্ন হইবা মাত্র) সংসারে (সংসারে) অখিল-সত্যতাম্ (সকল বস্তুতে সত্যতাভ্রম) দহতি (দগ্ধ করিয়া ফেলে) ॥৭৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বিচার হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, যাহাকে তদ্বিষয়ক অনিচ্ছাও

নিবারণ করিতে পারে না। আর সেই জ্ঞান উৎপন্ন হইবামাত্র স্বয়ং সংসারে সকল বস্তুতে সত্যতাভ্রম দগ্ধ করিয়া ফেলে ॥৭৫॥

**তাবতা কৃতকৃত্যঃ সন্নিত্যতৃপ্তিমুপাগতঃ ।**
**জীবন্মুক্তিমনুপ্রাপ্য প্রারব্ধক্ষয়মীক্ষতে ॥৭৬॥**

***অন্বয় ঃ*** তাবতা (তত্ত্বজ্ঞানের উদয় মাত্র) কৃতকৃত্যঃ সন্ (কৃতকৃত্য হইযা), [মুমুক্ষু] নিত্যতৃপ্তিম্ উপাগতঃ (নিত্য অর্থাৎ নিরতিশয় সুখ প্রাপ্ত হন), [এবং] জীবন্মুক্তিম্ অনুপ্রাপ্য (জীবন্মুক্তি অবস্থা লাভ করিয়া) প্রারব্ধ-ক্ষয়ম্ ঈক্ষতে (ভোগদ্বারা প্রারব্ধক্ষয়ের প্রতীক্ষা করেন) ॥৭৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** তত্ত্বজ্ঞানের উদয়মাত্র কৃতকৃত্য হইয়া মুমুক্ষু নিরতিশয় সুখপ্রাপ্ত হন এবং জীবন্মুক্তি লাভ করিয়া প্রারব্ধক্ষয়ের প্রতীক্ষা করেন॥৭৬॥

**আপ্তোপদেশং বিশ্বস্য শ্রদ্ধালুরবিচারয়ন্ ।**
**চিন্তয়েৎ প্রত্যয়ৈরন্যৈরনন্তরিতবৃত্তিভিঃ ॥৭৭॥**

***অন্বয় ঃ*** শ্রদ্ধালুঃ (শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি) আপ্ত-উপদেশম্ (গুরুর উপদেশে অর্থাৎ উপাস্য প্রতিপাদক বাক্যসমূহে) বিশ্বস্য (বিশ্বাস স্থাপন করিয়া) অবিচারয়ন্ (বিনা বিচারে) অন্যৈঃ প্রত্যয়ৈঃ (বিজাতীয় ঘটাদি বিষয়ের চিন্তন দ্বারা) অনন্তরিত-বৃত্তিভিঃ (ব্যবধান রহিত [সজাতীয় উপাস্যাকার] বৃত্তিসমূহদ্বারা) চিন্তয়েৎ (উপাস্যের চিন্তা, ধ্যান করিবেন) ॥৭৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** শ্রদ্ধাবান অধিকারী, যথার্থবক্তা গুরুর উপদেশে বিশ্বাস করিয়া, বিনা বিচারে, বিজাতীয় বিষয়ের চিন্তাদ্বারা অব্যবহিত উপাস্যাকার বৃত্তিসমূহদ্বারা উপাস্যের ধ্যান করিবেন ॥৭৭॥[১]

**যাবচ্চিন্ত্যস্বরূপত্বাভিমানঃ স্বস্য জায়তে ।**
**তাবদ্বিচিন্ত্য পশ্চাচ্চ তথৈবামৃতি ধারয়েৎ ॥৭৮॥**

***অন্বয় ঃ*** যাবৎ (যতদিন পর্যন্ত না) স্বস্য (আপনার) চিন্ত্য-স্বরূপত্ব-অভিমানঃ (ধ্যেয়-স্বরূপের অভিমান) জায়তে (উৎপন্ন হইতেছে), তাবৎ (ততদিন পর্যন্ত) বিচিন্ত্য (ধ্যান করিয়া) পশ্চাৎ (তাহার পর) চ (এবং) তথা এব (সেই প্রকারই) আমৃতি (মরণ পর্যন্ত) ধারয়েৎ (ধারণ করিয়া থাকিবে) ॥৭৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যতদিন পর্যন্ত আপনার ধ্যেয়স্বরূপের অভিমান উৎপন্ন না হয় অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত 'আমি ধ্যেয়স্বরূপ' এই অভেদজ্ঞান উৎপন্ন না হয়,

১ তুলনীয়—গীতা ১৩/২৬

ততদিন পর্যন্ত ধ্যান করিবে এবং তাহার পরেও মরণ পর্যন্ত সেই চিন্তা ধরিয়া রাখিবে ॥৭৮॥[১]

**ব্রহ্মচারী ভিক্ষমাণো যুতঃ সম্বর্গবিদ্যয়া ।**
**সম্বর্গরূপতাং চিত্তে ধারয়িত্বা হ্যভিক্ষতঃ ॥৭৯॥**

***অন্বয় ঃ*** সম্বর্গ-বিদ্যয়া যুতঃ (সম্বর্গরূপ প্রাণের উপাসনায় যুক্ত) ব্রহ্মচারী (কোন ব্রহ্মচারী) ভিক্ষমাণঃ (ভিক্ষাটন কালে) সম্বর্গরূপতাম্ (আপনার সম্বর্গরূপতা) চিত্তে ধারয়িত্বা (চিত্তে ধারণ করিয়া) অভিক্ষত হি (ভিক্ষা করিতেন, এরূপ প্রসিদ্ধি আছে) ॥৭৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সম্বর্গরূপ প্রাণোপাসনায় যুক্ত কোন ব্রহ্মচারী ভিক্ষাটন কালে আপনার সম্বর্গরূপতা (অর্থাৎ 'আমি সম্বর্গপ্রাণরূপ' এই ভাবনা) চিত্তে ধারণ করিয়া ভিক্ষা করিতেন, ইহা প্রসিদ্ধ (ছাঃ উঃ ৪/৩/১-৮) আছে ॥৭৯॥

**পুরুষস্যেচ্ছয়া কর্তুমকর্তুং কর্তুমন্যথা ।**
**শক্যোপাস্তিরতো নিত্যং কুর্যাৎ প্রত্যয়সন্ততিম্ ॥৮০॥**

***অন্বয় ঃ*** উপাস্তিঃ (উপাসনা) পুরুষস্য (পুরুষের) ইচ্ছয়া (ইচ্ছানুসারে) কর্তুম্ (করা), অকর্তুম্ (না করা) অন্যথা কর্তুম্ (অন্যপ্রকারে করা) শক্যা (যাইতে পারে)। অতঃ (এই হেতু) প্রত্যয়-সন্ততিম্ (চিত্তবৃত্তির প্রবাহরূপ উপাসনা) নিত্যম্ (নিত্য) কুর্যাৎ (করা কর্তব্য) ॥৮০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** উপাসনা পুরুষের ইচ্ছানুসারে করা, না করা বা অন্য প্রকারে করা যাইতে পারে। এই হেতু চিত্তবৃত্তির প্রবাহরূপ উপাসনা নিত্য করণীয় ॥৮০॥

***তাৎপর্য ঃ*** একবার জ্ঞানোদয় হইলে তাহা আর বাধিত হয় না। কিন্তু উপাসনা উপাসকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে বলিয়া, তাহা নিষ্ঠাসহকারে চালাইয়া যাইতে হয় ।

**বেদাধ্যায়ী হ্যপ্রমত্তোঽধীতে স্বপ্নেঽধিবাসিতঃ ।**
**জপিতা তু জপত্যেব তথা ধ্যাতাপি বাসয়েৎ ॥৮১॥**

***অন্বয় ঃ*** অপ্রমত্তঃ (প্রমাদরহিত, সদা সাবধানী) বেদাধ্যায়ী (কোন বেদাধ্যয়নকারী), জপিতা তু (এবং সদা জপশীল) অধিবাসিতঃ (দৃঢ় সংস্কারের বলে) স্বপ্নে হি (স্বপ্নেও) অধীতে (অধ্যয়নের অনুশীলন করে), জপতি এব (জপ করিতে থাকে), তথা (সেই প্রকার) ধ্যাতা অপি (ধ্যানী বা উপাসকও) বাসয়েৎ ([ধ্যানের] দৃঢ় সংস্কারবশতঃ [স্বপ্নেও] ধ্যান করে) ॥৮১॥

২ তুলনীয়—ব্রঃ সূঃ ৪/১/১২

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যেমন সদাসতর্ক কোন বেদাধ্যয়নকারী অথবা সদা জপশীল কোন ব্যক্তি, দৃঢ় সংস্কারবশতঃ স্বপ্নেও অধ্যয়নের অনুশীলন করে বা জপ করিতে থাকে, সেইরূপ উপাসকও ধ্যানের সংস্কার দৃঢ় হইলে স্বপ্নেও ধ্যান করে।। ৮১ ।।

**বিরোধিপ্রত্যয়ং ত্যক্ত্বা নৈরন্তর্যেণ ভাবয়ন্ ।**
**লভতে বাসনাবেশাৎ স্বপ্নাদাবপি ভাবনাম্ ।। ৮২।।**

***অন্বয় ঃ*** বিরোধি-প্রত্যয়ম্ (বিরোধি বৃত্তিকে অর্থাৎ উপাস্য বস্তুবৃত্তির বিজাতীয় বৃত্তিকে) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) নৈরন্তর্যেণ (নিরন্তর, নিরবচ্ছিন্নভাবে) ভাবয়ন্ (ভাবনা করিতে থাকিলে) বাসনা-আবেশাৎ (সংস্কারের দৃঢ়তাবশতঃ) স্বপ্নাদৌ অপি (স্বপ্ন প্রভৃতি অবস্থাতেও) [উপাসক] ভাবনাম্ লভতে (ধ্যান করিতে পারে) ।। ৮২।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বিজাতীয় বৃত্তিকে পরিত্যাগ করিয়া, নিরবচ্ছিন্নভাবে সজাতীয় বৃত্তির অনুবৃত্তি করিতে থাকিলে, সংস্কারের দৃঢ়তাবশতঃ উপাসক স্বপ্নাদি অবস্থাতেও ধ্যান করিতে পারে ।।৮২।।

**ভুঞ্জানোঽপি নিজারব্ধমাস্থাতিশয়তোঽনিশম্ ।**
**ধ্যাতুং শক্তো ন সন্দেহো বিষয়ব্যসনী যথা ।। ৮৩।।**

***অন্বয় ঃ*** নিজ-আরব্ধম্ (নিজ প্রারব্ধকর্ম) ভুঞ্জানঃ অপি (ভোগ করিতে করিতেও) আস্থা-অতিশয়তঃ (বিশ্বাসের আধিক্যবশতঃ) অনিশম্ (সর্বদা), [লোকে] ধ্যাতুম্ শক্তঃ (ধ্যান করিতে সমর্থ হয়), সন্দেহঃ ন (তাহাতে সন্দেহ নাই), যথা (যেমন) বিষয়ব্যসনী (বিষয়াসক্ত লোক [সর্বদা বিষয়চিন্তা করিতে থাকে]) ।। ৮৩।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বিষয়াসক্ত লোকের সর্বদা বিষয় চিন্তার ন্যায়, নিজ প্রারব্ধ ভোগ করিতে করিতেও উপাসক বিশ্বাসের আধিক্যবশতঃ সর্বদা যে ধ্যান করিতে সক্ষম হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই ।।৮৩।।

**পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্মণি ।**
**তদেবাস্বাদয়ত্যন্তঃ পরসঙ্গরসায়নম্ ।। ৮৪।।**

***অন্বয় ঃ*** পর-ব্যসনিনী নারী (পরপুরুষসঙ্গে আসক্ত নারী) গৃহকর্মণি (গৃহকর্মে) ব্যগ্রা অপি (রত থাকিলেও) অন্তঃ (অন্তরে) তৎ (সেই) পরসঙ্গরসায়নম্ এব (পরপুরুষসঙ্গের আনন্দই) আস্বাদয়তি (আস্বাদন করিতে থাকে) ।। ৮৪।।[১]

১ বাশিষ্ঠ রামায়ণ—উপশম প্রঃ ৭৪/৮৩
শ্রীরামকৃষ্ণদেব, বড়লোকের বাড়ির ঝি-র উদাহরণ দিয়াছেন ।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** পরপুরুষসঙ্গে আসক্ত নারী গৃহকর্মে রত থাকিলেও অন্তরে সেই পরপুরুষসঙ্গের আনন্দই আস্বাদন করিতে থাকে ॥৮৪॥

**পরসঙ্গং স্বাদয়ন্ত্যা অপি নো গৃহকর্ম তৎ ।**
**কুণ্ঠীভবেদপি ত্বেতদাপাতেনৈব বর্ততে ॥৮৫॥**

***অন্বয় ঃ*** পরসঙ্গম্ (পরপুরুষের সঙ্গ) স্বাদয়ন্ত্যাঃ অপি (মনে মনে আস্বাদন করিতে থাকিলেও) তৎ গৃহকর্ম (ঐ গৃহকর্ম) নো কুণ্ঠীভবেৎ (বিঘ্নিত হয় না) অপি তু (তবুও, কিন্তু) এতৎ (এই কার্য) আপাতেন এব বর্ততে (মনোযোগ সহকারে নয়, উপরে উপরেই হয়) ॥৮৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** পরপুরুষের সঙ্গ মনে মনে আস্বাদন করিতে থাকিলে গৃহকর্ম বিঘ্নিত হয় না বটে, কিন্তু ঐ কার্য উপরে উপরেই হয়, মনোযোগ সহকারে হয় না ॥৮৫॥

**গৃহকৃত্যব্যসনিনী যথা সম্যক্ করোতি তৎ ।**
**পরব্যসনিনী তদ্বন্ন করোত্যেব সর্বথা ॥৮৬॥**

***অন্বয় ঃ*** যথা (যেমন) গৃহ-কৃত্য-ব্যসনিনী (গৃহকর্মে নিষ্ঠাবতী স্ত্রী) তৎ (সেই গৃহ-কর্ম) সম্যক্ করোতি (যথাযথভাবে সম্পাদন করে), পরব্যসনিনী (পরপুরুষস অভিলাষিণী) তৎ-বৎ সর্বথা (সেইরূপ সর্বতোভাবে) ন করোতি এব (করিতেই পারে না)॥৮৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** গৃহকর্মে নিষ্ঠাবতী স্ত্রী সেই গৃহকর্ম যেমন যথাযথভাবে সম্পূর্ণরূপে সম্পাদন করিয়া থাকে, পরপুরুষাসক্তা সেইরূপ সর্বতোভাবে তাহা সম্পাদন করিতে পারে না ॥৮৬॥

**এবং ধ্যানৈকনিষ্ঠোঽপি লেশাল্লৌকিকমারভেৎ ।[১]**
**তত্ত্ববিত্ত্ববিরোধিত্বাল্লৌকিকং সম্যগাচরেৎ ॥৮৭॥**

***অন্বয় ঃ*** এবম্ (এই প্রকার) ধ্যান-একনিষ্ঠঃ অপি (ধ্যানপরায়ণ উপাসকও) লেশাৎ (সামান্যভাবে, আপাতভাবে) লৌকিকম্ আরভেৎ (লৌকিক ব্যবহার করেন)। তু (কিন্তু) তত্ত্ববিৎ (তত্ত্বজ্ঞানী) অবিরোধিত্বাৎ ([লৌকিক ব্যবহার জ্ঞানের] অবিরোধী বলিয়া) লৌকিকম্ (লৌকিক ব্যবহার) সম্যগাচরেৎ (সম্যক পালন করিয়া থাকেন) ॥৮৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এই প্রকার পূর্বোক্ত ধ্যানপরায়ণ উপাসকও উপর উপর লৌকিক ব্যবহার সম্পাদন করেন। তত্ত্বজ্ঞানী কিন্তু জ্ঞানের অবিরোধী জানিয়া লৌকিক ব্যবহার যথাযথভাবে পালন করিয়া থাকেন ॥৮৭॥

১ 'আচরেৎ' এই পাঠান্তর

**মায়াময়ঃ প্রপঞ্চোঽয়মাত্মা চৈতন্যরূপধৃক্ ।**
**ইতি বোধে বিরোধঃ কো লৌকিকব্যবহারিণঃ ॥৮৮॥**

***অন্বয় ঃ*** অয়ম্ (এই) প্রপঞ্চঃ মায়াময়ঃ (জগৎপ্রপঞ্চ মায়াময়), আত্মা (আত্মা) চৈতন্য-রূপ-ধৃক্ (চৈতন্যস্বরূপ) ইতি বোধে (এই প্রকার জ্ঞানে) লৌকিক-ব্যবহারিণঃ (লৌকিক ব্যবহারকারীর) কঃ বিরোধঃ (বিরোধ কি) ? ॥৮৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এই জগৎপ্রপঞ্চ মায়াময় এবং আত্মা চৈতন্যস্বরূপ— এইরূপ জ্ঞানের সহিত জ্ঞানীর লৌকিক ব্যবহারের কি বিরোধ ?॥৮৮॥

**অপেক্ষতে ব্যবহৃতির্ন প্রপঞ্চস্য বস্তুতাম্ ।**
**নাপ্যাত্মজাড্যং কিন্ত্বেষা সাধনান্যেব কাঙ্ক্ষতি ॥৮৯॥**

***অন্বয় ঃ*** ব্যবহৃতিঃ (লৌকিক ব্যবহার) প্রপঞ্চস্য (জগৎপ্রপঞ্চের) বস্তুতাম্ (সত্যতার) ন অপেক্ষতে (অপেক্ষা রাখে না), আত্মজাড্যম্ অপি ন (আত্মার জড়তারও অপেক্ষা রাখে না)—কিন্তু (পরন্তু) এষা সাধনানি এব (এই ব্যবহার, ইহার সাধন সামগ্রীরই) কাঙ্ক্ষতি (অপেক্ষা রাখে) ॥৮৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** লৌকিক ব্যবহার জগৎপ্রপঞ্চের সত্যতার অপেক্ষা রাখে না বা আত্মার জড়তারও অপেক্ষা রাখে না—পরন্তু এই ব্যবহার তাহার সাধন সামগ্রীরই অপেক্ষা রাখে ॥৮৯॥

**মনোবাক্কায়তদ্বাহ্যপদার্থাঃ সাধনানি তান্ ।**
**তত্ত্ববিন্নোপমৃদ্নাতি ব্যবহারোঽস্য নো কুতঃ ॥৯০॥**

***অন্বয় ঃ*** মনঃ-বাক্-কায়-তৎ-বাহ্য-পদার্থাঃ (মন, বাক্, শরীর এবং তাহাদের তুলনায় গৃহ, ক্ষেত্র, পুত্র প্রভৃতি বাহ্য পদার্থ) সাধনানি (ব্যবহারের সাধন)। তান্ (সেই মন প্রভৃতি পদার্থকে) তত্ত্ববিৎ (তত্ত্বজ্ঞানী) ন উপমৃদ্নাতি (উপমর্দন বা নাশ করেন না)। অস্য (এই তত্ত্বজ্ঞানীর) ব্যবহারঃ (ব্যবহার) কুতঃ নো (কেন সম্ভব হইবে না)? ৯০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** মন, বচন, শরীর এবং তাহাদের তুলনায় গৃহ, ক্ষেত্র, পুত্র প্রভৃতি বাহ্য পদার্থ ব্যবহারের সাধন; জ্ঞানী তাহাদের নাশ করেন না। অতএব জ্ঞানীর লৌকিক ব্যবহার সম্ভব হইবে না কেন ?৯০॥

**উপমৃদ্নাতি চিত্তং চেদ্ধ্যাতাসৌ ন তু তত্ত্ববিৎ ।**
**ন বুদ্ধিমর্দয়ন্ দৃষ্টো ঘটতত্ত্বস্য বেদিতা ॥৯১॥**

***অন্বয় ঃ*** [তিনি] চিত্তম্ উপমৃদ্নাতি (মনের নাশ করেন, চিত্তনিরোধ করেন)

চেৎ (যদি এরূপ হয়), [তাহা হইলে] অসৌ (তিনি) ধ্যাতা (উপাসক) তু (কিন্তু) তত্ত্ববিৎ ন (তত্ত্বজ্ঞানী নহেন)। ঘটতত্ত্বস্য বেদিতা (যিনি ঘটতত্ত্ব জানিবেন তাঁহাকে) বুদ্ধিম্ অর্দয়ন্ (বুদ্ধির পীড়ন করিয়া), [একাগ্রতা অভ্যাস করিতে] ন দৃষ্টঃ (দেখা যায় না) ॥৯১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যদি দেখা যায় তিনি চিত্তনিরোধ করেন, তাহা হইলে তিনি উপাসক, তত্ত্বজ্ঞ নহেন। যিনি ঘটতত্ত্বকে জানিবেন তাঁহাকে বুদ্ধির পীড়ন করিয়া একাগ্রতা অভ্যাস করিতে দেখা যায় না ॥৯১॥

**সকৃৎপ্রত্যয়মাত্রেণ ঘটশ্চেদ্ভাসতে সদা ।**
**স্বপ্রকাশোঽয়মাত্মা কিং ঘটবচ্চ ন ভাসতে ॥৯২॥**

***অন্বয় ঃ*** সকৃৎ-প্রত্যয়-মাত্রেণ (কেবল একবার মাত্র জ্ঞান হইলে) ঘটঃ (জড় ঘট) সদা ভাসতে চেৎ (যদি সর্বদা অবভাসিত, প্রকাশিত হয়), স্বপ্রকাশঃ অয়ম্ আত্মা (স্বপ্রকাশ এই আত্মা) কিম্ (কি) ঘটবৎ চ (ঘটের ন্যায়ই) ন ভাসতে (সদা ভাসমান নহেন) ? ॥৯২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** কেবল এক বার মাত্র বৃত্তিদ্বারা অবভাসিত হইলে জড় ঘট যদি সর্বদা প্রকাশমান থাকে, তবে স্বপ্রকাশ এই আত্মা কি ঘটের ন্যায় সদা প্রকাশমান নহেন ? ॥৯২॥[১]

**স্বপ্রকাশতয়া কিং তে তদ্বুদ্ধিস্তত্ত্ববেদনম্ ।**
**বুদ্ধিশ্চ ক্ষণনাশ্যেতি চোদ্যং তুল্যং ঘটাদিষু ॥৯৩॥**

***অন্বয় ঃ*** স্বপ্রকাশতয়া ([ব্রহ্মের] স্বপ্রকাশতাদ্বারা) তে কিম্ (তোমার কি? অর্থাৎ তাহাতে কি তোমার ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন হয়)? তৎ-বুদ্ধিঃ (ব্রহ্মকে বিষয়কারিণী বুদ্ধি) তত্ত্ববেদনম্ (তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপ), চ (আর) বুদ্ধিঃ ক্ষণনাশ্যা (এই বুদ্ধি ক্ষণকাল মধ্যে নষ্ট হইয়া যায়), [অতএব তাহার স্থিরতা সম্পাদন অভ্যাস করা প্রয়োজন], ইতি চোদ্যম্ (এই প্রকার আপত্তিজনক প্রশ্ন) ঘটাদিষু তুল্যম্ ([তোমার] ঘটাদি বিষয়েও সমভাবে প্রযোজ্য) ॥৯৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (শঙ্কা)ঃ যদি বলি, ব্রহ্মের স্বপ্রকাশতাতে তোমার কি ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া যায়? ব্রহ্মকে বিষয়কারিণী বুদ্ধি তত্ত্বজ্ঞান; আর সেই বুদ্ধি তো ক্ষণস্থায়ী (অতএব তাহার স্থিরতা রক্ষা করা আবশ্যক)। (উত্তর)— এইপ্রকার আপত্তিজনক প্রশ্ন তোমার ঘটাদি বিষয়েও সমভাবে প্রযোজ্য ॥৯৩॥

১ এইজন্য ঘট হইতে অধিক স্পষ্ট স্বপ্রকাশ আত্মরূপ ব্রহ্মের জ্ঞানে চিত্তনিরোধের অপেক্ষা নাই ।

**ঘটাদৌ নিশ্চিতে বুদ্ধির্নশ্যত্যেব যদা ঘটঃ ।**
**ইষ্টো নেতুং তদা শক্য ইতি চেৎ সমমাত্মনি ॥৯৪॥**

**অন্বয় ঃ** ঘটাদৌ (ঘটাদি) নিশ্চিতে (নিশ্চিত হইলে পর) যদা (যখন) বুদ্ধিঃ নশ্যতি এব (বুদ্ধি অর্থাৎ ঘটাকারাবৃত্তি নষ্টই হইয়া যায়) তদা (তখন) ইষ্টঃ (ইচ্ছানুযায়ী) ঘটঃ (ঘট) নেতুম্ শক্যঃ (লইয়া যাওয়া চলে, ব্যবহার চলে), ইতি চেৎ (যদি এরূপ বল), [তবে বলি] আত্মনি সমম্ (তাহা আত্মার বিষয়েও সমান) ॥৯৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ঘটাদি নিশ্চিত হইলে পর যখন ঘটাকারাবৃত্তি নষ্টই হইয়া যায়, তখন ইচ্ছানুযায়ী ঘটের ব্যবহার চলে, যদি এরূপ বল, (সিদ্ধান্তী) তবে বলি, আত্মাসম্বন্ধেও তাহা তুল্যরূপ[১] ॥৯৪॥

**নিশ্চিত্য সকৃদাত্মানং যদাপেক্ষা তদৈব তম্ ।**
**বক্তুং মন্তুং তথা ধ্যাতুং শক্নোত্যেব হি তত্ত্ববিৎ ॥৯৫॥**

**অন্বয় ঃ** তত্ত্ববিৎ হি (তত্ত্ববেত্তা যেহেতু) সকৃৎ (একবার মাত্র) আত্মানম্ (আত্মাকে) নিশ্চিত্য (নিশ্চয় করিয়া লইবার পর) যদা অপেক্ষা (যখন ইচ্ছা) তদা এব (তখনই) তম্ ( সেই আত্মা [সম্বন্ধে]) বক্তুম্ (বলিতে) মন্তুম্ (মনন করিতে) তথা ধ্যাতুম্ (অথবা ধ্যান করিতে) শক্নোতি এব (সমর্থ হইতে পারেন) ॥৯৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যেহেতু তত্ত্ববিৎও একবার মাত্র আত্মার নিশ্চয় করিয়া লইবার পর যখন ইচ্ছা তখনই সেই আত্মা সম্বন্ধে বলিতে, মনন করিতে অথবা ধ্যান করিতে সমর্থ হন ॥৯৫॥

**উপাসক ইব ধ্যায়ঁল্লৌকিকং বিস্মরেদ্যদি ।**
**বিস্মরত্বেব সা ধ্যানাদ্বিস্মৃতির্ন তু বেদনাৎ ॥৯৬॥**

**অন্বয় ঃ** (তত্ত্বজ্ঞানী) উপাসকঃ ইব (উপাসকের ন্যায়) ধ্যায়ন্ (আত্মার ধ্যান করিবার কালে) যদি (যদি) লৌকিকম্ বিস্মরেৎ (লৌকিক ব্যবহার বিস্মৃত হন); বিস্মরতু এব (বিস্মৃত হউন), তু সা বিস্মৃতিঃ (যেহেতু সেই বিস্মৃতি) ধ্যানাৎ (ধ্যান হইতে) ন বেদনাৎ (তত্ত্বজ্ঞান হইতে নহে) ॥৯৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (শঙ্কা) ঃ উপাসকের ন্যায় তত্ত্বজ্ঞানীও যদি ধ্যান করিবার কালে লৌকিক ব্যবহার বিস্মৃত হন। (সমাধান)—বিস্মৃত হউন; কারণ সেই বিস্মৃতি তো ধ্যানের কার্য, জ্ঞানের নহে ॥৯৬॥

---

১ দ্রষ্টব্য—৮/৭

**ধ্যানং ত্বৈচ্ছিকমেতস্য বেদনান্মুক্তিসিদ্ধিতঃ ।**
**জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যমিতি শাস্ত্রেষু ডিণ্ডিমঃ ॥৯৭॥**

**অন্বয় ঃ** ধ্যানম্ তু (ধ্যান তো) এতস্য (এই তত্ত্ববেত্তার) ঐচ্ছিকম্ (ইচ্ছাসাপেক্ষ), বেদনাৎ ([যেহেতু একবার] জ্ঞানে) মুক্তি-সিদ্ধিতঃ (মুক্তি সিদ্ধ হইয়াছে)। জ্ঞানাৎ এব (কেবল জ্ঞান হইতে) তু (কিন্তু) কৈবল্যম্ (মুক্তি সিদ্ধ) ইতি (এই প্রকার) শাস্ত্রেষু ডিণ্ডিমঃ (শাস্ত্রে ঘোষিত হইয়াছে) ॥৯৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ধ্যান তো তত্ত্বজ্ঞানীর ইচ্ছাসাপেক্ষ (শাস্ত্রবিধির অধীন কর্তব্য নহে), যেহেতু একবার জ্ঞানেই মুক্তি সিদ্ধ হইয়াছে। কেবল জ্ঞান হইতে মুক্তি সিদ্ধ—এই কথা শাস্ত্রে ঘোষিত হইয়াছে ॥৯৭॥

**তত্ত্ববিদ্যদি ন ধ্যায়েদ্ প্রবর্তেত তদা বহিঃ ।**
**প্রবর্ততাং সুখেনায়ং কো বাধোঽস্য প্রবর্তনে ॥৯৮॥**

**অন্বয় ঃ** (শঙ্কা)ঃ তত্ত্ববিৎ (তত্ত্বজ্ঞানী) যদি (যদি) ন ধ্যায়েৎ (ধ্যানাভ্যাস না করেন) তদা (তাহা হইলে) বহিঃ (বাহ্য, অনাত্মবস্তুতে) প্রবর্তেত (লিপ্ত হইয়া যাইবেন)। (সমাধান) ঃ অয়ম্ (জ্ঞানী) সুখেন (সুখেই) প্রবর্ততাম্ ([সেই বিষয়ে] প্রবৃত্ত হউন), অস্য (ইঁহার) প্রবর্তনে কঃ বাধঃ (প্রবৃত্তিযুক্ত হইতে বাধা কি) ? ॥৯৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (শঙ্কা)ঃ তত্ত্বজ্ঞানী যদি ধ্যানাভ্যাস না করেন তাহা হইলে অনাত্মবস্তুতে লিপ্ত হইয়া যাইবেন। (সমাধান)—জ্ঞানী সুখে তাহাতে প্রবৃত্ত হউন, তাঁহার প্রবৃত্তিযুক্ত হইতে বাধা কি ? ॥৯৮॥

**অতিপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ প্রসঙ্গং তাবদীরয় ।**
**প্রসঙ্গো বিধিশাস্ত্রং চেন্ন তত্ত্ববিদং প্রতি ॥৯৯॥**

**অন্বয় ঃ** (শঙ্কা)ঃ অতি-প্রসঙ্গঃ (তাহা হইলে অতিপ্রসঙ্গ অর্থাৎ প্রসঙ্গের উল্লঙ্ঘনরূপ দোষ হয়) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বলি)। (সমাধান) ঃ তাবৎ প্রসঙ্গম্ ঈরয় (প্রথমে, প্রসঙ্গ বলিতে কি বুঝ বল)। (শঙ্কা)ঃ বিধিশাস্ত্রম্ প্রসঙ্গঃ চেৎ (যদি বলি বিধিনিষেধরূপ শাস্ত্রই প্রসঙ্গ)। (সমাধান)ঃ তৎ (সেই বিধিশাস্ত্র) তত্ত্ববিদম্ প্রতি ন (তত্ত্বজ্ঞানীর ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক) ॥৯৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (বাদী)ঃ তাহা হইলে তো অতিপ্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। (সিদ্ধান্তী)ঃ প্রথমে, প্রসঙ্গ বলিতে কি বুঝ বল। (বাদী) ঃ যদি বলি, বিধিনিষেধরূপ শাস্ত্রই প্রসঙ্গ। (সিদ্ধান্তী) ঃ সেই বিধিশাস্ত্র তত্ত্বজ্ঞানীর ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক[1] ॥৯৯॥

১ তাহা অজ্ঞানীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য

**বর্ণাশ্রমবয়োঽবস্থাভিমানো যস্য বিদ্যতে ।**
**তস্যৈব চ নিষেধাশ্চ বিধয়ঃ সকলা অপি ॥ ১০০॥**

***অন্বয় ঃ*** বর্ণ-আশ্রম-বয়ঃ-অবস্থা-অভিমানঃ (ব্রাহ্মণাদি বর্ণ, গার্হস্থ্যাদি আশ্রম, বাল্যাদি অবস্থার অভিমান) যস্য (যাহার) বিদ্যতে (আছে) তস্য এব চ (তাহারই জন্য) সকলাঃ নিষেধাঃ (সকল নিষেধ) চ বিধয়ঃ অপি (এবং বিধিও) ॥ ১০০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যাহার বর্ণ, আশ্রম ও অবস্থার অভিমান আছে, সকল বিধিনিষেধ তাহারই জন্য[১] ॥ ১০০॥

**বর্ণাশ্রমাদয়ো দেহে মায়য়া পরিকল্পিতাঃ ।**
**নাত্মনো বোধরূপস্যেত্যেবং তস্য বিনিশ্চয়ঃ ॥ ১০১॥**

***অন্বয় ঃ*** বর্ণ-আশ্রম-আদয়ঃ (বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম) দেহে (দেহের উপর) মায়য়া পরিকল্পিতাঃ (মায়াদ্বারা রচিত), বোধরূপস্য আত্মনঃ ন (তাহারা বোধস্বরূপ আত্মার নহে) —ইতি এবম্ (এই প্রকার) তস্য বিনিশ্চয়ঃ (তাহার, সেই জ্ঞানীর নিশ্চয়) ॥ ১০১ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** মায়াদ্বারা কল্পিত যে বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম তাহারা দেহের, বোধস্বরূপ আত্মার নহে—এই প্রকার সেই জ্ঞানীর নিশ্চয় ॥ ১০১ ॥

**সমাধিমথ কর্মাণি মা করোতু করোতু বা ।**
**হৃদয়েনাস্তসর্বাস্থো মুক্ত এবোত্তমাশয়ঃ ॥ ১০২॥**

***অন্বয় ঃ*** হৃদয়েন অস্ত-সর্বাস্থঃ (যাঁহার হৃদয় হইতে সকল প্রকার আস্থা, আসক্তি অস্ত অর্থাৎ তিরোহিত হইয়াছে) উত্তমাশয়ঃ (নির্মল জ্ঞানবান্ [সেই তত্ত্বজ্ঞানী]) মুক্তঃ এব (মুক্তই) সমাধিম্ (সমাধির) অথ কর্মাণি (অথবা কর্মাদির) মা করোতু (অনুষ্ঠান নাই করুন) করোতু বা (অথবা করুন) ॥ ১০২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যাঁহার হৃদয় হইতে সকল প্রকার আসক্তি তিরোহিত হইয়াছে, নির্মল জ্ঞানবান সেই তত্ত্বজ্ঞানী মুক্তই, তিনি সমাধির অথবা কর্মাদির অনুষ্ঠান করুন অথবা নাই করুন ॥ ১০২॥

**নৈষ্কর্ম্যেণ ন তস্যার্থস্তস্যার্থোঽস্তি ন কর্মভিঃ ।**
**ন সমাধানজপ্যাভ্যাং যস্য নির্বাসনং মনঃ ॥ ১০৩॥**

***অন্বয় ঃ*** যস্য (যাঁহার) মনঃ (মন) নির্বাসনম্ (বাসনাশূন্য [হইয়াছে]), তস্য (তাঁহার) নৈষ্কর্ম্যেণ (কর্ম সন্ন্যাসে) ন অর্থঃ (প্রয়োজন নাই), তস্য (তাঁহার) কর্মভিঃ (কর্মানুষ্ঠানে) অর্থঃ ন অস্তি (প্রয়োজন নাই), সমাধান-জপ্যাভ্যাম্ ন (সমাধি ও জপানুষ্ঠানেরও নাই) ॥ ১০৩ ॥

---
১ দ্রষ্টব্য ঃ ব্রহ্মসূত্র 'অধ্যাসভাষ্যম্'

*বঙ্গানুবাদ ঃ* যাঁহার মন বাসনাশূন্য হইয়াছে, তাঁহার কর্মসন্ন্যাসে প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন নাই কর্মানুষ্ঠানেও; আর সমাধি ও জপানুষ্ঠানেও প্রয়োজন নাই (বশিষ্ঠ রামায়ণ, স্থিতিপ্রকরণ, ৫৭/২৭) ॥ ১০৩॥

আত্মাঽসঙ্গস্ততোঽন্যৎস্যাদিন্দ্রজালং হি মায়িকম্ ।
ইত্যচঞ্চলনির্ণীতে কুতো মনসি বাসনা ॥১০৪॥

*অন্বয় ঃ* আত্মা অসঙ্গঃ (আত্মা অসঙ্গ) ততঃ অন্যৎ (তদ্ভিন্ন যে জগৎ তাহা) ইন্দ্রজালম্ মায়িকম্ হি স্যাৎ (ইন্দ্রজালরূপ মায়িক মিথ্যাই) ইতি (এই প্রকার) অচঞ্চল-নির্ণীতে (দৃঢ় নিশ্চয়যুক্ত) মনসি (মনে) বাসনা কুতঃ (বাসনা কোথা হইতে [আসিবে ])? ॥১০৪॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* আত্মা অসঙ্গ, তদ্ভিন্ন যে জগৎ তাহা ইন্দ্রজালরূপ মায়িক বা মিথ্যা—এই প্রকার দৃঢ়নিশ্চয়যুক্ত মনে বাসনা বা কোথা হইতে আসিবে? ॥ ১০৪ ॥

এবং নাস্তি প্রসঙ্গোঽপি কুতোঽস্যাতিপ্রসঞ্জনম্ ।
প্রসঙ্গো যস্য তস্যৈব শঙ্ক্যেতাতিপ্রসঞ্জনম্ ॥ ১০৫॥

*অন্বয় ঃ* এবম্ (এই প্রকার) অস্য (জ্ঞানীর) প্রসঙ্গঃ অপি (বিধিনিষেধ পালনরূপ প্রসঙ্গই), [যদি] ন অস্তি (না থাকে), (তাহা হইলে) কুতঃ (কোথা হইতে বা কি করিয়া) অতিপ্রসঞ্জনম্ (অতিপ্রসঙ্গ বা প্রসঙ্গের উল্লঙ্ঘন সম্ভব)? যস্য প্রসঙ্গঃ (যাহার অর্থাৎ যে অজ্ঞানীর জন্য বিধিনিষেধরূপ প্রসঙ্গ আছে) তস্য এব (তাহারই) অতিপ্রসঞ্জনম্ (অতিপ্রসঙ্গের) শঙ্ক্যেত (শঙ্কা হইতে পারে) ॥ ১০৫॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* এই প্রকার বিধিনিষেধ-পালনরূপ প্রসঙ্গ যদি জ্ঞানীর না থাকে, তাহা হইলে অতিপ্রসঙ্গ হইবে কিরূপে? যাহার অর্থাৎ যে অজ্ঞানীর প্রসঙ্গ আছে, তাহারই অতিপ্রসঙ্গের আশঙ্কা হইতে পারে ॥ ১০৫॥

বিধ্যভাবাৎ ন বালস্য দৃশ্যতেঽতিপ্রসঞ্জনম্ ।
স্যাৎ কুতোঽতিপ্রসঙ্গোঽস্য বিধ্যভাবে সমে সতি ॥১০৬ ॥

*অন্বয় ঃ* বিধি-অভাবাৎ (বিধির অভাব হেতু) বালস্য (বালকের) অতিপ্রসঞ্জনম্ (অতিপ্রসঙ্গ বা আচারব্যতিক্রম) ন দৃশ্যতে (দেখা যায় না)। বিধি-অভাবে সমে সতি ([জ্ঞানীর ক্ষেত্রেও] বিধির অভাব তুল্যরূপ বলিয়া) অস্য (এই জ্ঞানীর) কুতঃ (কোথা হইতে) অতিপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ (অতিপ্রসঙ্গ হইবে)? ॥১০৬॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* কোন বিধিনিষেধ বালকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বলিয়া

তাহার আচারব্যতিক্রম নাই। বিধির অভাব জ্ঞানীর ক্ষেত্রেও তুল্যরূপ। অতএব, তাহার অতিপ্রসঙ্গ কি করিয়া সম্ভব? ॥ ১০৬ ॥

**ন কিঞ্চিদ্বেত্তি বালশ্চেৎ সর্বং বেত্ত্যেব তত্ত্ববিৎ ।**
**অল্পজ্ঞস্যৈব বিধয়ঃ সর্বে স্যুর্নান্যয়োর্দ্বয়োঃ ॥ ১০৭ ॥**

***অন্বয় ঃ*** বালঃ (বালক) কিঞ্চিৎ (কিছু) ন বেত্তি (জানে না) চেৎ (যদি এরূপ বল), তত্ত্ববিৎ (তত্ত্বজ্ঞানী) সর্বম্ বেত্তি এব (সব কিছুই জানেন অর্থাৎ সর্বজ্ঞ)। অল্পজ্ঞস্য এব (অল্পজ্ঞেরই) সর্বে বিধয়ঃ স্যুঃ (সকল বিধিনিষেধ হউক), অন্যয়োঃ দ্বয়োঃ (অজ্ঞ ও সর্বজ্ঞ—এই দুই জনের) ন (বিধিনিষেধ নাই) ॥ ১০৭ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (শঙ্কা)—যদি বলি, বালক অজ্ঞ; (তাই তাহার জন্য কোন বিধি বা নিষেধ নাই)। (উত্তর)—আর জ্ঞানী সর্বজ্ঞ, (তাই তাহারও জন্য বিধিনিষেধ নয়)। যতকিছু বিধি সবই অল্পজ্ঞের জন্য, অন্য দুই জনের জন্য (অর্থাৎ অজ্ঞ ও সর্বজ্ঞের জন্য) নহে ॥ ১০৭ ॥

**শাপানুগ্রহসামর্থ্যং যস্যাসৌ তত্ত্ববিদ্যদি ।**
**তন্ন শাপাদিসামর্থ্যং ফলং[১] স্যাত্তপসো যতঃ ॥ ১০৮ ॥**

***অন্বয় ঃ*** যস্য (যাহার) শাপ-অনুগ্রহ-সামর্থ্যম্ (শাপ দিবার বা অনুগ্রহ করিবার সামর্থ্য [আছে]) অসৌ (তিনি) তত্ত্ববিৎ যদি (তত্ত্ববিৎ, যদি এইকথা বলি), তৎ ন (না, তাহা নহে), যতঃ (যেহেতু) শাপাদি-সামর্থ্যম্ (শাপাদির সামর্থ্য) তপসঃ ফলম্ স্যাৎ (তপস্যার ফল) ॥ ১০৮ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (শঙ্কা)—যদি বলি, যাহার শাপ দিবার বা অনুগ্রহ করিবার সামর্থ্য আছে, তিনি তত্ত্ববিৎ। (উত্তর)—না, তাহা বলিতে পার না, কারণ শাপাদির সামর্থ্য তপস্যার ফল (জ্ঞানের নহে) ॥ ১০৮ ॥

**ব্যাসাদেরপি সামর্থ্যং দৃশ্যতে তপসো বলাৎ ।**
**শাপাদিকারণাদন্যত্তপো জ্ঞানস্য কারণম্ ॥ ১০৯ ॥**

***অন্বয় ঃ*** ব্যাসাদেঃ অপি (ব্যাসাদিরও) তপসঃ বলাৎ (তপস্যার বলে) সামর্থ্যম্ (অভিশাপাদির সামর্থ্য) দৃশ্যতে (দেখা যায়)। জ্ঞানস্য (জ্ঞানের) কারণম্ (কারণরূপ) তপঃ (যে তপস্যা, তাহা) শাপাদি-কারণাৎ (শাপাদির কারণ যে তপস্যা তাহা হইতে) অন্যৎ (ভিন্ন, পৃথক) ॥ ১০৯ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (শঙ্কা)—ব্যাসাদিরও তো তপস্যার বলে প্রাপ্ত অভিশাপাদির

১ 'দৃশ্যতে' এই পাঠান্তর

সামর্থ্য দেখা যায়। (সমাধান)—জ্ঞানের কারণ যে তপস্যা তাহা শাপাদির কারণরূপ তপস্যা হইতে পৃথক ॥ ১০৯॥

**দ্বয়ং যস্যাস্তি তস্যৈব সামর্থ্যজ্ঞানয়োর্জনিঃ ।**
**একৈকং তু ততঃ কুর্বন্নেকৈকং লভতে ফলম্ ॥ ১১০॥**

***অন্বয় ঃ*** যস্য (যাঁহার) দ্বয়ম্ অস্তি (দ্বিবিধ তপস্যা আছে) তস্য এব (তাঁহারই) সামর্থ্য-জ্ঞানয়োঃ (সামর্থ্য এবং জ্ঞান) জনিঃ [স্যাৎ] (জন্মায়)। ততঃ (সেইহেতু) একৈকম্ তু (এক এক সাধন) কুর্বন্ (করিয়া), [সাধক] এক-একম্ (এক এক) ফলম্ (ফল) লভতে (লাভ করিয়া থাকে) ॥ ১১০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যাঁহার দ্বিবিধ তপস্যা আছে, তাঁহার জ্ঞান এবং শাপানুগ্রহাদি সামর্থ্য—দুই জন্মে। সেইহেতু, এক একটির সাধনকারী এক এক ফল লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১১০॥

**সামর্থ্যহীনো নিন্দ্যশ্চেদ্যতিভির্বিধিবর্জিতঃ[১] ।**
**নিন্দ্যতে তত্তপো[২]ঽপ্যন্যৈরনিশং ভোগলম্পটৈঃ ॥ ১১১॥**

***অন্বয় ঃ*** সামর্থ্যহীনঃ (শাপ-অনুগ্রহাদিতে সামর্থ্যহীন) বিধি-বর্জিতঃ ([সামর্থ্য-সম্পাদনকারী-] বিধির অনুষ্ঠান না করিলেও) যতিভিঃ ([বিধি-অনুসারী] তপস্বীর দ্বারা) নিন্দ্যঃ (নিন্দিত হয়) চেৎ (যদি এইরূপ বল), [তবে শুন] অন্যৈঃ (অন্য) ভোগলম্পটৈঃ (ভোগলম্পটগণ কর্তৃক) তৎ তপঃ অপি (সেই তপস্যাও) অনিশম্ নিন্দ্যতে (সদা নিন্দিত হইয়া থাকে) ॥ ১১১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সামর্থ্যসম্পাদনকারী বিধির অনুষ্ঠান করিয়া সন্ন্যাসী শাপাদিতে সামর্থ্যরহিত বা অক্ষম হইয়া গেলে, বিধি-অনুসারী তপস্বীদের দ্বারা নিন্দিত হন; যদি এইরূপ বল, তবে শুন, অন্য ভোগলম্পটগণ কর্তৃক উক্ত তপস্বীদের তপস্যাও সর্বদা নিন্দিত হয় ॥ ১১১॥

**ভিক্ষাবস্ত্রাদি রক্ষেয়ুর্যদ্যেতে ভোগতুষ্টয়ে ।**
**অহো যতিত্বমেতেষাং বৈরাগ্যভরমন্থরম্ ॥ ১১২॥**

***অন্বয় ঃ*** যদি (যদি) এতে (এই যতিগণ) ভোগতুষ্টয়ে (ভোগজন্য তৃপ্তির উদ্দেশ্যে) ভিক্ষা-বস্ত্রাদি (ভিক্ষালব্ধ বস্তুর ও বস্ত্রাদির) রক্ষেয়ুঃ (সংগ্রহ করে), [তবে], অহো (অহো, [ক্ষেদোক্তি]) এতেষাম্ (এইরূপ বিষয়াসক্ত যতিগণের, সন্ন্যাসীর) বৈরাগ্য-ভরমন্থরম্ (বৈরাগ্যের ভারে মন্থরগতি) যতিত্বম্ (যতিত্বে) ॥ ১১২॥

---

১ 'যতির্বিধিবিবর্জিতঃ' এই পাঠান্তর

২ যতয়ো এই পাঠান্তর

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (শঙ্কা)—যদি যতিগণ ভোগতুষ্টির জন্য ভিক্ষালব্ধ বস্তুর ও বস্ত্রাদির সঞ্চয় করেন? তবে বৈরাগ্য (ঝুলির) ভারে মন্থর গতি এইরূপ বিষয়াসক্ত যতির যতিত্বে বলিহারি!॥১১২॥

**বর্ণাশ্রমপরান্ মূঢ়া নিন্দন্ত্বিত্যুচ্যতে যদি ।**
**দেহাত্মমতয়ো বুদ্ধং নিন্দন্ত্বাশ্রমমানিনঃ ॥১১৩॥**

***অন্বয় ঃ*** মূঢ়াঃ (মূঢ়, পামরগণ) বর্ণাশ্রম-পরান্ (বর্ণাশ্রমানুরাগী পুরুষদিগের) নিন্দন্তু (নিন্দা করুক) ইতি (এই প্রকার) যদি উচ্যতে (যদি বল), [তবে আমরাও বলি] দেহ-আত্ম-মতয়ঃ আশ্রমমানিনঃ (দেহাত্মবাদী বর্ণাশ্রমীরাও) বুদ্ধম্ (তত্ত্ববেত্তাগণের) নিন্দন্তু (নিন্দা করুক) ॥১১৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যদি বল, পামরগণ বর্ণাশ্রমানুরাগী পুরুষদিগের নিন্দা করুক, (তাহাতে, বর্ণাশ্রমীদের কোন আসিয়া যায় না)। তবে বলি, দেহাত্মবাদী বর্ণাশ্রমীরাও তত্ত্বজ্ঞানিগণের নিন্দা করুক, (ইহাতে তত্ত্বজ্ঞেরও কোন আসিয়া যায় না)॥১১৩॥

**তদিত্থং তত্ত্ববিজ্ঞানে সাধনানুপমর্দনাৎ ।**
**জ্ঞানিনাচরিতুং শক্যং সম্যগ্রাজ্যাদি লৌকিকম্ ॥১১৪॥**

***অন্বয় ঃ*** তৎ ইত্থম্ (এই কারণে এইপ্রকার) তত্ত্ববিজ্ঞানে (তত্ত্বজ্ঞান হইলে) সাধন-অনুপমর্দনাৎ (মনাদিরূপ সাধনেব স্বরূপের হানি না হইলে) লৌকিকম্ (লৌকিক [কর্মাদি]) রাজ্যাদি (রাজ্যপালনাদি) জ্ঞানিনা (জ্ঞানীর দ্বারা) সম্যক্ (যথাযথভাবে) আচরিতুম্ শক্যম্ (আচরতি হওয়া সম্ভব) ॥১১৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এই কারণে এই প্রকার তত্ত্বজ্ঞান হইলে, মনাদির কোন হানি হয় না বলিয়া জ্ঞানীর দ্বারা লৌকিক কর্মাদি ও রাজ্যপালনাদিরূপ আচবণ যথাযথভাবে হওয়া সম্ভব ॥১১৪॥[১]

**মিথ্যাত্ববুদ্ধ্যা তত্রেচ্ছা নাস্তি চেত্তর্হি মাস্তু তৎ ।**
**ধ্যায়ন্ বাঽথ ব্যবহরন্ যথারব্ধম্ বসত্বয়ম্ ॥১১৫॥**

***অন্বয় ঃ*** মিথ্যাত্ব-বুদ্ধ্যা ([প্রপঞ্চে] মিথ্যাত্ববুদ্ধিবশতঃ) তত্র ইচ্ছা (সেই প্রপঞ্চে ইচ্ছা) ন অস্তি (উদয় হয় না) চেৎ (যদি [না হয়]) তর্হি (তবে) তৎ মা অস্তু (তাহা নাই হউক), অয়ম্ (এই জ্ঞানী) ধ্যায়ন্ (ধ্যান করিতে করিতে) অথ বা (অথবা) ব্যবহরন্ (লৌকিক ব্যবহার করিতে করিতে) যথা-আরব্ধম্ বসতু (প্রারব্ধকর্মের অনুবর্তন করিতে থাকুন) ॥১১৫॥

---

১ ৯০ সংখ্যক শ্লোকোক্ত বিষয়ের অনুসরণ করিতেছেন

***বঙ্গানুবাদ*** **ঃ** যদি বল, প্রপঞ্চে মিথ্যাত্ববুদ্ধিবশতঃ জ্ঞানীর প্রপঞ্চে যদি কামনার উদয় না হয়। (উত্তর)—তবে তাহা নাই হউক; জ্ঞানী ধ্যান করিতে করিতে অথবা লৌকিক ব্যবহার করিতে করিতে আপন প্রারব্ধের অনুবর্তন করিতে থাকুন ॥ ১১৫ ॥

**উপাসকস্তু সততং ধ্যায়ন্নেব বসেদ্যতঃ ।**
**ধ্যানেনৈব কৃতং তস্য ব্রহ্মত্বং বিষ্ণুতাদিবৎ ॥ ১১৬॥**

***অন্বয়*** **ঃ** উপাসকঃ তু (আর উপাসক) সততম্ (সর্বদা) ধ্যায়ন্ এব বসেৎ (ধ্যানেতেই নিরত থাকিবেন), যতঃ (কারণ) তস্য ব্রহ্মত্বম্ (তাঁহার ব্রহ্মস্বরূপতা) ধ্যানেন এব (ধ্যানের দ্বারাই), কৃতম্ (সম্পাদিত), বিষ্ণুতাদিবৎ (যেমন বিষ্ণুরূপতাদি) [ধ্যানের দ্বারা সম্পন্ন হয়] ॥ ১১৬॥

***বঙ্গানুবাদ*** **ঃ** আর উপাসক তো সর্বদা ধ্যানেতেই নিরত থাকিবেন, কারণ তাঁহার ব্রহ্মস্বরূপতা ধ্যানদ্বারাই[১] সম্পাদিত। যেমন বিষ্ণুরূপতাদি ধ্যানের দ্বারা সম্পাদিত হয় ॥ ১১৬॥

**ধ্যানোপাদানকং যত্তদ্ধ্যানাভাবে বিলীয়তে ।**
**বাস্তবী ব্রহ্মতা নৈব জ্ঞানাভাবে বিলীয়তে ॥ ১১৭॥**

***অন্বয়*** **ঃ** ধ্যান-উপাদানকম্ যৎ (ধ্যান যাহার উপাদান অর্থাৎ সম্পাদক কারণ), তৎ (তাহা) ধ্যানাভাবে (ধ্যানের অভাব হইলে) বিলীয়তে (বিলীন হইয়া যায়), বাস্তবী ব্রহ্মতা (বাস্তব যে ব্রহ্মভাব, তাহা) জ্ঞান-অভাবে (জ্ঞানের অভাবে) ন এব বিলীয়তে (কদাপি বিলীন হইয়া যায় না) ॥ ১১৭॥

***বঙ্গানুবাদ*** **ঃ** ধ্যান যাহার সম্পাদক কারণ—সেই ব্রহ্মভাব, ধ্যানের অভাবে বিলীন হইয়া যায়। কিন্তু বাস্তব যে ব্রহ্মভাব তাহা জ্ঞানের অভাবেও বিলীন হইয়া যায় না ॥ ১১৭॥

**ততোঽভিজ্ঞাপকং জ্ঞানং ন নিত্যং জনয়ত্যদঃ ।**
**জ্ঞাপকাভাবমাত্রেণ ন হি সত্যং বিলীয়তে ॥ ১১৮॥**

***অন্বয়*** **ঃ** [যেহেতু] অদঃ (এই ব্রহ্মভাব) নিত্যম্ (নিত্য), ততঃ (সেইহেতু) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) অভিজ্ঞাপকম্ (তাহার অভিজ্ঞাপক, প্রকাশক [মাত্র]); ন জনয়তি (তাহাকে উৎপাদন করে না)। হি (যেহেতু) জ্ঞাপক-অভাব-মাত্রেণ (জ্ঞাপকের অভাবদ্বারাই) সত্যম্ (সত্যবস্তু) ন বিলীয়তে (বিলীন হয় না) ॥ ১১৮॥

---

২ প্রমাণ দ্বারা উৎপাদিত নয় এবং প্রমাজ্ঞানের বিষয়ীকৃতও হয় নাই। অতএব, উপাসনার দ্বারা (নির্গুণোপাসনার দ্বারা) সম্পাদিত ব্রহ্মস্বরূপতার পারমার্থিকতা নাই।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যেহেতু এই ব্রহ্মভাব নিত্য, সেইহেতু জ্ঞান তাহার অববোধক; উৎপাদক নহে। কারণ জ্ঞাপকের অভাবদ্বারা কেবল সত্যবস্তুর বিলয় হয় না ॥১১৮॥

**অস্ত্যেবোপাসকস্যাপি বাস্তবী ব্রহ্মতেতি চেৎ ।**
**পামরাণাং তিরশ্চাং চ বাস্তবী ব্রহ্মতা ন কিম্ ॥১১৯॥**

***অন্বয় ঃ*** উপাসকস্য অপি (উপাসকেরও) ব্রহ্মতা (ব্রহ্মভাব) বাস্তবী (বাস্তব বা পারমার্থিক) অস্তি এব (আছেই) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বল), [তবে বলি] পামরাণাম্ (পামরদিগের) চ (এবং) তিরশ্চাম্ (তির্যগ্‌যোনিজদিগের) ব্রহ্মতা (ব্রহ্মভাব) বাস্তবী (স্বাভাবিক, পারমার্থিক) কিম্ ন (নহে কি) ?॥১১৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** উপাসকেরও ব্রহ্মভাব পারমার্থিক আছেই—যদি এরূপ বল, তবে বলি, পামরদিগের এবং তির্যগ্ যোনিজদিগেরও (পশু-পক্ষী প্রভৃতির) ব্রহ্মভাব কি পারমার্থিক নহে ?॥১১৯॥

**অজ্ঞানাদপুমর্থত্বমুভয়ত্রাপি তৎ সমম্ ।**
**উপবাসাদ্ যথা ভিক্ষা বরং ধ্যানং তথান্যতঃ ॥১২০॥**

***অন্বয় ঃ*** অজ্ঞানাৎ ([পামরাদির এবং উপাসকদিগের আপনার ব্রহ্মভাব তাহাদের নিকট] অজ্ঞাত বলিয়া) অপুমর্থত্বম্ ([তাহার] পুরুষার্থের অনুপযোগীত্ব)। তৎ (সেই পুরুষার্থতার অভাব) উভয়ত্র অপি ([পামর এবং উপাসক] উভয়ের ক্ষেত্রেই) সমম্ (সমান)। [কিন্তু] যথা (যেমন) উপবাসাৎ (উপবাস অপেক্ষা) ভিক্ষা (ভিক্ষা করা) [ভাল] তথা (সেরূপ) অন্যতঃ (কর্মানুষ্ঠান অপেক্ষা) ধ্যানম্ (উপাসনা) বরম্ (শ্রেষ্ঠ) ॥১২০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ব্রহ্মভাব সম্বন্ধে অজ্ঞতাহেতু যে পুরুষার্থতার অভাব তাহা পামর এবং উপাসক উভয়ের ক্ষেত্রেই সমান। তবে উপবাসে থাকা অপেক্ষা যেমন ভিক্ষা করা ভাল, সেইরূপ অন্য কর্মানুষ্ঠান অপেক্ষা উপাসনা শ্রেষ্ঠ॥ ১২০॥

**পামরাণাং ব্যবহৃতের্বরং কর্মাদ্যনুষ্ঠিতিঃ ।**
**ততোঽপি সগুণোপাস্তি নির্গুণোপাসনা ততঃ ॥১২১॥**

***অন্বয় ঃ*** পামরাণাম্ (পামরদিগের) ব্যবহৃতেঃ (কৃষ্যাদি ব্যবহার অপেক্ষা) কর্মাদি-অনুষ্ঠিতিঃ ([শাস্ত্রোক্ত] কর্মের অনুষ্ঠান) বরম্ (শ্রেষ্ঠ), ততঃ অপি (তাহা অপেক্ষাও) সগুণ-উপাস্তিঃ (সগুণ উপাসনা [শ্রেষ্ঠ]), ততঃ (তাহা অপেক্ষা) নির্গুণ-উপাসনা (নির্গুণ উপাসনা [শ্রেষ্ঠ]) ॥১২১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** পামরদিগের কৃষ্যাদি বা যথেচ্ছ ব্যবহারাপেক্ষা শাস্ত্রোক্ত কর্মের অনুষ্ঠান শ্রেষ্ঠ, তাহা অপেক্ষা সগুণ উপাসনা শ্রেষ্ঠ এবং তাহা অপেক্ষাও নির্গুণ উপাসনা শ্রেষ্ঠ ॥১২১॥

**যাবদ্বিজ্ঞানসামীপ্যং তাবচ্ছৈষ্ঠ্যং বিবর্ধতে ।**
**ব্রহ্মজ্ঞানায়তে সাক্ষান্নির্গুণোপাসনং শনৈঃ ॥১২২॥**

***অন্বয় ঃ*** [যে কর্মের] যাবৎ (যতটা) বিজ্ঞান-সামীপ্যম্ (বিজ্ঞানের নৈকট্য) [তাহার] তাবৎ (ততটা) শ্রৈষ্ঠ্যম্ (শ্রেষ্ঠতা) বিবর্ধতে (বাড়িতে থাকে)। নির্গুণ-উপাসনম্ (নির্গুণোপাসনা) শনৈঃ (ধীরে ধীরে) সাক্ষাৎ (সাক্ষাৎ) ব্রহ্মজ্ঞানায়তে (ব্রহ্মজ্ঞানের ন্যায় হইয়া যায়) ॥১২২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যে কর্ম জ্ঞানের যতটা নিকটবর্তী, সে কর্মের শ্রেষ্ঠতা ততটা অধিক। নির্গুণোপাসনা ধীরে ধীরে সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের ন্যায় হইয়া যায় ॥১২২॥

**যথা সম্বাদিবিভ্রান্তিঃ ফলকালে প্রমায়তে ।**
**বিদ্যায়তে তথোপাস্তির্মুক্তিকালেঽতিপাকতঃ ॥১২৩॥**

***অন্বয় ঃ*** যথা (যেমন) সম্বাদি-বিভ্রান্তিঃ (সম্বাদিভ্রম) ফলকালে (ফলপ্রাপ্তির সময়ে) প্রমায়তে (প্রমার, যথার্থ জ্ঞানের ন্যায় হয়), তথা (সেইরূপ) উপাস্তিঃ (উপাসনা) অতিপাকতঃ (পরিপক্ক অবস্থায়) মুক্তিকালে (মুক্তির সময়ে) বিদ্যায়তে (তত্ত্বজ্ঞানের ন্যায় হয়) ॥১২৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সম্বাদিভ্রম যেমন ফলপ্রাপ্তির সময়ে যথার্থ জ্ঞানের ন্যায় হইয়া যায়, সেইরূপ উপাসনাও পরিপক্ক অবস্থায় মুক্তিকালে তত্ত্বজ্ঞানের ন্যায় হইয়া যায় ॥১২৩॥

**সম্বাদিভ্রমতঃ পুংসঃ প্রবৃত্তস্যান্যমানতঃ ।**
**প্রমেতি চেত্তথোপাস্তির্মান্তরে কারণায়তাম্ ॥১২৪॥**

***অন্বয় ঃ*** সম্বাদি-ভ্রমতঃ (সম্বাদিভ্রমবশতঃ) প্রবৃত্তস্য পুংসঃ (প্রবৃত্ত পুরুষের) অন্যমানতঃ (অন্য প্রমাণদ্বারা) প্রমা (যথার্থজ্ঞান [হইবে]) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বল), [তবে বলি] তথা (সেইপ্রকার) উপাস্তিঃ (উপাসনা) মান্তরে (অন্য প্রমাণ বিষয়ে অর্থাৎ মহাবাক্যজন্য অপরোক্ষজ্ঞান বিষয়ে) কারণায়তাম্ (কারণ হইবে) ॥১২৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (সম্বাদিভ্রম নিজে যথার্থ জ্ঞানরূপ নহে, কিন্তু) সম্বাদিভ্রমবশতঃ প্রবৃত্ত পুরুষের অন্য প্রমাণদ্বারা[1] যথার্থ জ্ঞান হইবে---যদি

---

১ ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধদ্বারা

এইরূপ বল, তবে বলি, সেই প্রকার উপাসনাও অন্য প্রমাণ বিষয়ে কারণ হইবে ॥ ১২৪ ॥

**মূর্তিধ্যানস্য মন্ত্রাদেরপি কারণতা যদি ।**
**অস্তু নাম তথাপ্যত্র প্রত্যাসত্তির্বিশিষ্যতে ॥ ১২৫ ॥**

**অন্বয় ঃ** মূর্তি-ধ্যানস্য (দেবতার মূর্তিতে ধ্যান) মন্ত্রাদেঃ অপি ([এবং] মন্ত্র জপাদিরও) কারণতা (জ্ঞানলাভের কারণতা) যদি (যদি [এইরূপ বল]), [তবে বলি] অস্তু নাম (তাহা হউক), তথাপি (তবুও) অত্র (নির্গুণ উপাসনার) প্রত্যাসত্তিঃ (জ্ঞানের প্রতি সমীপতা) বিশিষ্যতে (বিশিষ্ট হয়) ॥ ১২৫ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যদি বল, দেবতার মূর্তিতে ধ্যান এবং মন্ত্রজপাদিও জ্ঞান লাভের কারণ হইতে পারে, তবে বলি, তাহা হউক; তবুও নির্গুণোপাসনা তত্ত্বজ্ঞানের অধিক সমীপে বলিয়া তাহা বিশিষ্ট হয় ॥ ১২৫ ॥

**নির্গুণোপাসনং পক্কং সমাধিঃ স্যাচ্ছনৈস্ততঃ ।**
**যঃ সমাধির্নিরোধাখ্যঃ সোঽনায়াসেন লভ্যতে ॥ ১২৬ ॥**

**অন্বয় ঃ** নির্গুণ-উপাসনম্ (নির্গুণ উপাসনা) পক্কম্ (পরিপক্ক [হইলে]) সমাধিঃ স্যাৎ ([সবিকল্প] সমাধিরূপে পরিণত হয়)। ততঃ (তাহা হইতে) শনৈঃ (ধীরে ধীরে) নিরোধাখ্যঃ (নির্বিকল্প নামক) যঃ সমাধিঃ (যে সমাধি) সঃ অনায়াসেন লভ্যতে (তাহা অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায়) ॥ ১২৬ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** নির্গুণোপাসনা পরিপক্ক হইলে সমাধিরূপে পরিণত হয়। সেই সমাধি হইতে ধীরে ধীরে নিরোধ নামক যে সমাধি, তাহা অনায়াসে লব্ধ হয় ॥ ১২৬ ॥ [১]

১ নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা পরিপক্ক হইয়া সবিকল্প সমাধিতে পরিণত হয়। সবিকল্প সমাধি পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের ফলে নিরোধ বা নির্বীজ বা নির্বিকল্প সমাধি লাভ হয়। তখন উপাস্য ও উপাসক---দুই অস্তিত্বের লোপ হইয়া যায়। নিরোধ অর্থে বৃত্তিসমূহের অবদমন নহে, পরন্তু সকল বৈচিত্র্যের অপনোদন।

কোন একটি বিষয়ে একাগ্রতা বলিলে বাকি সকল বিষয়ের অবদমন হয় না। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে মন ঐ সকল বিষয়ে লিপ্ত হইয়া থাকিত। এক বিষয়ে মন একাগ্র হইলে, অন্য অকাম্য বস্তুসমূহ আপনা হইতে অপসৃত হইয়া যায়। আর বেদান্তে যাহাকে কেহ কেহ লয় সমাধি বলেন তাহার প্রাপ্তিও একই পদ্ধতিতে হইয়া থাকে। 'নেতি নেতি' বিচারের দ্বারা অকাম্য বস্তুর ত্যাগ হইতে এই লয় সমাধি সম্পন্ন হইয়া থাকে। সেই কারণে বর্তমান গ্রন্থের লেখক এই দুই সমাধির মধ্যে পার্থক্য করাকে নিরুৎসাহিত করিয়াছেন।

**নিরোধলাভে পুংসোঽন্তরসঙ্গং বস্তু শিষ্যতে ।**
**পুনঃ পুনর্বাসিতেঽস্মিন্ বাক্যাজ্জায়েত তত্ত্বধীঃ ॥১২৭॥**

*অন্বয় ঃ* নিরোধ-লাভে (নিরোধসমাধি লাভ হইলে) পুংসঃ (সাধকের) অন্তঃ (অন্তরে) অসঙ্গম্ বস্তু শিষ্যতে (অসঙ্গ বস্তু অবশিষ্ট থাকিয়া যায়)। অস্মিন্ (এই [অসঙ্গ বস্তু] বিষয়ে) পুনঃ পুনঃ বাসিতে (বার বার ভাবনা অভ্যাস করিলে) বাক্যাৎ ([তত্ত্বমসি প্রভৃতি] মহাবাক্য হইতে) তত্ত্বধীঃ (তত্ত্বজ্ঞান) জায়েত (উৎপন্ন হয়) ॥ ১২৭॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* নিরোধ সমাধি লাভ হইলে সাধকের অন্তরে অসঙ্গ বস্তু অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। এই অসঙ্গ বস্তু বিষয়ে বার বার ভাবনা অভ্যাস করিলে 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্য হইতে তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় ॥ ১২৭॥

**নির্বিকারাসঙ্গনিত্যস্বপ্রকাশৈকপূর্ণতাঃ ।**
**বুদ্ধৌ ঝটিতি শাস্ত্রোক্তা আরোহন্ত্যবিবাদতঃ ॥ ১২৮॥**

*অন্বয় ঃ* নির্বিকার-অসঙ্গ-নিত্য-স্বপ্রকাশ-এক-পূর্ণতাঃ (নির্বিকারতা, অসঙ্গতা, নিত্যতা, স্বপ্রকাশতা, একতা, পূর্ণতা [প্রভৃতি বিশেষণ]) শাস্ত্রোক্তাঃ (যাহা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে), [তাহা] ঝটিতি (শীঘ্র) বুদ্ধৌ (বুদ্ধিতে) অবিবাদতঃ (নির্বিবাদে) আরোহন্তি (আরূঢ় হয়) ॥ ১২৮॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* নির্বিকারতা, অসঙ্গতা, নিত্যতা, স্বপ্রকাশতা, একতা, পূর্ণতা প্রভৃতি আত্মার যে-সকল বিশেষণ শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সকল শীঘ্র নির্বিবাদে বুদ্ধিতে আরূঢ় হইয়া যায় ॥ ১২৮॥

**যোগাভ্যাসস্ত্বেতদর্থোঽমৃতবিন্দ্বাদিষু শ্রুতঃ ।**
**এবঞ্চ দৃষ্টদ্বারাপি হেতুত্বাদন্যতো বরম্ ॥ ১২৯॥**

*অন্বয় ঃ* এতদর্থঃ তু (এই [নির্বিকল্প সমাধিদ্বারা অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তিরূপ] প্রয়োজনের জন্যই) অমৃত-বিন্দু-আদিষু (অমৃতবিন্দু প্রভৃতি উপনিষদে) যোগ-অভ্যাসঃ (যোগের অর্থাৎ সমাধির অভ্যাসের কথা) শ্রুতঃ (শুনা যায়)। এবম্ চ ([নির্গুণ উপাসনা তত্ত্বজ্ঞানের অতি সমীপবর্তী] এইরূপ মানিয়া লইলে) দৃষ্টদ্বারা অপি ([নির্বিকল্প সমাধি লাভরূপ] প্রত্যক্ষোপায় দ্বারাও) হেতুত্বাৎ (জ্ঞানের সাধক হইবার ফলে) অন্যতঃ (অন্য সাধনাপেক্ষা) বরম্ (শ্রেষ্ঠ) ॥ ১২৯॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* নির্বিকল্প সমাধিদ্বারা অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তিরূপ প্রয়োজনের নিমিত্ত অমৃতবিন্দু-আদি[১] উপনিষদে যোগাভ্যাসের কথা বলা হইয়াছে। এইরূপে নির্গুণ উপাসনার তত্ত্বজ্ঞানের সামীপ্য মানিয়া লইলে এবং

১ অমৃতবিন্দু উঃ ৭-৯, ১৬-১৭

দৃষ্টোপায়দ্বারাও জ্ঞানের সাধন হইবার ফলে, নির্গুণোপাসনা অন্য সাধনাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ ১২৯॥

**উপেক্ষ্য তত্তীর্থযাত্রাজপাদীনেব কুর্বতাম্ ।**
**পিণ্ডং সমুৎসৃজ্য করং লেঢ়ীতি ন্যায় আপতেৎ ॥১৩০॥**

***অন্বয় ঃ*** তৎ উপেক্ষ্য (সেই [নির্গুণোপাসনা] পরিত্যাগ করিয়া) তীর্থযাত্রা-জপাদীন্ এব (তীর্থযাত্রা এবং জপাদিরই) কুর্বতাম্ (অনুষ্ঠানকারীর উপর) পিণ্ডম্ সমুৎসৃজ্য (লাড্ডুক ফেলিয়া দিয়া) করম্ লেঢ়ি (হাত চাটা) ইতি ন্যায়ঃ (এই প্রকার ন্যায়) আপতেৎ (অসিয়া পড়ে) ॥ ১৩০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সেই নির্গুণোপাসনাকে উপেক্ষা করিয়া তীর্থযাত্রা এবং জপাদির অনুষ্ঠানেই প্রবৃত্ত পুরুষগণের উপর "লাড্ডুক (নাড়ু) ফেলিয়া দিয়া হাত চাটা"—এই ন্যায় আসিয়া পড়িবে ॥ ১৩০ ॥

**উপাসকানামপ্যেবং বিচারত্যাগতো যদি ।**
**বাঢ়ং[১] তস্মাদ্ বিচারস্যাসম্ভবে যোগ ঈরিতঃ ॥ ১৩১॥**

***অন্বয় ঃ*** বিচার-ত্যাগতঃ (বিচার ত্যাগ করিবার ফলে) উপাসকানাম্ অপি (নির্গুণোপাসকদিগেরও) এবম্ (এইরূপ [পূর্বোক্ত ন্যায় প্রাপ্ত হইবে]) যদি (যদি [এই কথা বল]), [তবে বলি] বাঢ়ম্ (তুমি ঠিক বলিয়াছ)। তস্মাৎ (সেইহেতু) বিচারস্য অসম্ভবে (বিচার অসম্ভব বলিয়া) যোগঃ ঈরিতঃ (উপাসনার কথা বলা হইয়াছে)॥ ১৩১ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যদি বল, আত্মতত্ত্বের বিচার ত্যাগ করিবার ফলে উপাসকগণও পূর্বোক্ত ন্যায় প্রাপ্ত হইবে। তবে বলি, তুমি ঠিক বলিয়াছ। আর সেইজন্য বিচার অসম্ভব বলিয়া উপাসনা বিহিত হইয়াছে ॥১৩১ ॥

**বহুব্যাকুলচিত্তানাং বিচারাৎ তত্ত্বধীর্নহি ।**
**যোগো মুখ্যস্ততস্তেষাং ধীদর্পস্তেন নশ্যতি ॥ ১৩২॥**

***অন্বয় ঃ*** বহু-ব্যাকুল-চিত্তানাম্ (যাহাদের চিত্ত অতি চঞ্চল তাহাদের) বিচারাৎ (বিচার দ্বারা) তত্ত্বধীঃ ন হি (তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় না)। ততঃ (সেইহেতু) তেষাম্ (তাহাদের) যোগঃ মুখ্যঃ (উপাসনা মুখ্য [সাধন]), তেন (তদ্দ্বারা), [তাহাদের] ধীদর্পঃ (বুদ্ধির বিক্ষেপ) নশ্যতি (নষ্ট হয়) ॥ ১৩২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যাহাদের চিত্ত অতি চঞ্চল তাহাদের বিচারদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় না। সেইহেতু তাহাদের জন্য উপাসনা মুখ্য সাধন। তদ্দ্বারা তাহাদের বুদ্ধির বিক্ষেপ নষ্ট হয় ॥ ১৩২ ॥

---
১ 'বাচং'—এই পাঠান্তর

**অব্যাকুলধিয়াং মোহমাত্রেণাচ্ছাদিতাত্মনাম্ ।**
**সাংখ্যনামা বিচারঃ স্যান্মুখ্যো ঝটিতি সিদ্ধিদঃ ॥১৩৩॥**

**অন্বয় ঃ** অব্যাকুল-ধিয়াম্ (যাঁহাদের চিত্ত বিক্ষেপরহিত তাঁহাদের), মোহ-মাত্রেণ (কেবলমাত্র মোহদ্বারা, অবিবেকদ্বারা) আচ্ছাদিত-আত্মনাম্ (যাঁহাদের স্বরূপ আবৃত, তাঁহাদের) সাংখ্য-নামা বিচারঃ (সাংখ্য বলিতে যে তত্ত্ববিচার বুঝায় তাহা) মুখ্যঃ স্যাৎ (প্রধান উপায় হয়); [কারণ তাহা] ঝটিতি (অচিরে) সিদ্ধিদঃ (সিদ্ধিপ্রদান করিয়া থাকে)॥১৩৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যাঁহাদের চিত্ত বিক্ষেপরহিত এবং কেবলমাত্র অজ্ঞান জনিত অধ্যাসরূপ মোহদ্বারা আবৃত, তাঁহাদের সাংখ্যনামক তত্ত্ববিচার মুখ্য উপায়। কারণ তাহা অচিরে সিদ্ধিপ্রদান করিয়া থাকে ॥১৩৩॥

**যৎসাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে ।**
**একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥১৩৪॥**

**অন্বয় ঃ** যৎ স্থানম্ (যে পদ) সাংখ্যৈঃ (বিচারপরায়ণগণ কর্তৃক) প্রাপ্যতে (প্রাপ্ত হয়), তৎ (তাহা) যোগৈঃ অপি (নিষ্কাম-কর্মযোগিগণদ্বারাও, নির্গুণোপাসক দ্বারাও) গম্যতে (প্রাপ্ত হয়)। যঃ (যিনি) সাংখ্যম্ চ (জ্ঞানযোগকে) যোগম্ চ (এবং নিষ্কাম কর্মযোগকে) একম্ (এক মোক্ষফলপ্রদায়ক) পশ্যতি (দেখেন) সঃ (তিনি) পশ্যতি (যথার্থ দর্শন করেন) ॥১৩৪॥ —(গীতা ৫/৫)

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** জ্ঞাননিষ্ঠগণ মোক্ষ-নামক যে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন, যোগিগণও (নির্গুণোপাসনা, নিষ্কাম কর্মযোগের মধ্যে পড়ে, তাই উপাসকদের যোগী বলা হইয়াছে) সেই ব্রহ্মপদ লাভ করেন। সাংখ্য ও যোগের ফল এক বলিয়া উভয়কে যিনি অভিন্ন দেখেন, তিনি যথার্থদর্শী, সম্যক্‌জ্ঞানী॥১৩৪॥

**তৎকারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যমিতি হি শ্রুতিঃ ।**
**যস্তু শ্রুতের্বিরুদ্ধঃ স আভাসঃ সাংখ্যযোগয়োঃ ॥১৩৫॥**

**অন্বয় ঃ** তৎকারণম্ (সেই [সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের] কারণ) সাংখ্যযোগ-অধিগম্যম্ (সাংখ্য অর্থাৎ তত্ত্ববিচার এবং যোগ অর্থাৎ উপাসনা উভয়দ্বারা প্রাপ্য) ইতি হি শ্রুতিঃ (ইহা শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে)। সাংখ্য-যোগয়োঃ (সেই সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রের) যঃ তু (যে অংশ) শ্রুতেঃ বিরুদ্ধঃ (শ্রুতিবিরুদ্ধ) সঃ আভাসঃ (তাহা শাস্ত্রের আভাসমাত্র)॥১৩৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সেই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণকে সাংখ্য এবং যোগ দ্বারা জানিতে পারা যায়—ইহা শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে (দ্রষ্টব্য ঃ শ্বেতাশ্বতর ৬/১৩)। সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রে যে অংশ শ্রুতিবিরুদ্ধ তাহা শাস্ত্রের আভাসমাত্র অর্থাৎ বাধিত (ব্রঃ সূঃ ২/১/১, ২/১/৩) ॥১৩৫॥

**উপাসনং নাতিপক্কমিহ যস্য পরত্র সঃ ।**
**মরণে ব্রহ্মলোকে বা তত্ত্বং বিজ্ঞায় মুচ্যতে ॥ ১৩৬॥**

***অন্বয় ঃ*** যস্য (যাঁহার) উপাসনম্ (উপাসনা) অতিপক্কম্ ন (অতিপক্ক হয় না) ইহ (ইহজন্মে), সঃ (তিনি) মরণে (মরণকালে) বা ব্রহ্মলোকে (অথবা ব্রহ্মলোকে) পরত্র (অন্য দেহে) তত্ত্বম্ বিজ্ঞায় (তত্ত্বজ্ঞানলাভ করিয়া) মুচ্যতে (মুক্ত হন)॥ ১৩৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যাঁহার উপাসনা ইহজন্মে পরিপক্ক হয় নাই, তিনি মরণকালে অথবা ব্রহ্মলোকে অন্য দেহে তত্ত্বকে জানিয়া মুক্ত হন ॥ ১৩৬॥

**যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্ ।**
**তং তমেবৈতি যচ্চিত্তস্তেন যাতীতি শাস্ত্রতঃ ॥ ১৩৭॥**

***অন্বয় ঃ*** অন্তে (মরণকালে) যম্ যম্ বা অপি (যে যে) ভাবম্ (দেবতা বিশেষ) স্মরন্ (স্মরণ করিয়া) কলেবরম্ (কলেবর, দেহ) ত্যজতি (ত্যাগ করে) [জীব] তম্ তম্ এব (সেই সেই দেবতাকেই) এতি (লাভ করে)। যৎ-চিত্তঃ (যদ্বিষয়ে একাগ্রচিত্ত হয়) তেন যাতি (তাহা প্রাপ্ত হয়) ইতি শাস্ত্রতঃ (এইরূপ শাস্ত্রপ্রমাণ রহিয়াছে) ॥ ১৩৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** জীব মরণকালে যে যে দেবতাবিশেষ স্মরণ করিয়া শরীর ত্যাগ করে, মরণের পরে সেই সেই দেবতাকেই লাভ করে (গীতা ৮/৬)। (মরণকালে) যে লোক যদ্বিষয়ে একাগ্রচিত্ত হয়, সে তাহা প্রাপ্ত হয়—ইহা শ্রুতিতেও (প্রঃ উঃ ৩/১০) উক্ত হইয়াছে ॥ ১৩৭॥

**অন্ত্যপ্রত্যয়তো নূনং ভাবিজন্ম তথা সতি ।**
**নির্গুণপ্রত্যয়োঽপি স্যাৎ সগুণোপাসনে যথা ॥ ১৩৮॥**

***অন্বয় ঃ*** অন্ত্য-প্রত্যয়তঃ নূনম্ (অন্তকালীন প্রত্যয় হইতে নিশ্চয় করিয়া) ভাবিজন্ম (ভাবিজন্ম হয়), তথা সতি (এইরূপ মানিয়া লইলে) সগুণোপাসনে যথা (যেমন সগুণ উপাসনার ফলে [মরণকালে যেমন সগুণ প্রত্যয় হয়]), [সেইরূপ] নির্গুণ-প্রত্যয়ঃ অপি স্যাৎ ([নির্গুণ উপাসনার ফলে] নির্গুণ প্রত্যয়ও হইবে) ॥ ১৩৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অন্তকালীন প্রত্যয় হইতে নিশ্চয় করিয়া ভাবিজন্ম হয়—ইহা মানিয়া লইলে, সগুণ উপাসনার অভ্যাসের ফলে মরণকালে যেমন সগুণপ্রত্যয় হয়, নির্গুণ উপাসনার অভ্যাসের ফলে মরণকালে উপাসকের সেইরূপ নির্গুণ প্রত্যয়ও হইবে ॥ ১৩৮॥

**নিত্যনির্গুণরূপং তন্নামমাত্রেণ গীয়তাম্ ।**
**অর্থতো মোক্ষ এবৈষ সম্বাদিভ্রমবন্মতঃ ॥১৩৯॥**

***অন্বয় ঃ*** তৎ (সেই ব্রহ্ম) নিত্য-নির্গুণরূপম্ (নিত্য ও নির্গুণরূপ)—[ইহা] নাম-মাত্রেণ (নামমাত্রে) গীয়তাম্ (কথিত হইয়াছে)। অর্থতঃ (বাস্তব অর্থে, বস্তুতঃ) এষঃ মোক্ষঃ এব (ইহা মোক্ষস্বরূপই), সম্বাদি-ভ্রমবৎ মতঃ (সম্বাদি ভ্রমের ন্যায়, ইহা বিদ্বানদিগের মত) ॥১৩৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সেই ব্রহ্ম নিত্য ও নির্গুণরূপ—ইহা নামমাত্রেই কথিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহা মোক্ষস্বরূপই[১], যেমন সম্বাদিভ্রম নামে মাত্র ভ্রম, বস্তুতঃ তাহা তত্ত্বজ্ঞানস্বরূপই—ইহা বিদ্বানদিগের মত ॥১৩৯॥

**তৎসামর্থ্যাজ্জায়তে ধীর্মূলাবিদ্যানিবর্তিকা ।**
**অবিমুক্তোপাসনেন তারকব্রহ্মবুদ্ধিবৎ ॥১৪০॥**

***অন্বয় ঃ*** তৎসামর্থ্যাৎ (সেই নির্গুণ উপাসনার বলে) মূলা-অবিদ্যা-নিবর্তিকা ধীঃ (মূলাবিদ্যার নিবৃত্তিকারিণী বুদ্ধি) জায়তে (উৎপন্ন হয়)। অবিমুক্ত-উপাসনেন (সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার ফলে) তারক-ব্রহ্ম-বুদ্ধিবৎ (যেমন তারকব্রহ্মের, অর্থাৎ সগুণব্রহ্মের জ্ঞান উৎপন্ন হয়) ॥১৪০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সগুণব্রহ্মের উপাসনার ফলে যেমন সগুণব্রহ্মের জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেইরূপ নির্গুণ উপাসনার বলে মূলাবিদ্যার নিবৃত্তিকারিণী বুদ্ধি উৎপন্ন হয় ॥১৪০॥

**সোঽকামো নিষ্কাম ইতি হ্যশরীরো নিরিন্দ্রিয়ঃ ।**
**অভয়ং হীতি মুক্তত্বং তাপনীয়ে ফলং শ্রুতম্ ॥১৪১॥**

***অন্বয় ঃ*** 'সঃ অকামঃ নিষ্কামঃ' ইতি (সেই উপাসক কামনারহিত, অনাত্মবাসনারহিত), 'অশরীরঃ নিরিন্দ্রিয়ঃ হি' (শরীররহিত, ইন্দ্রিয়রহিত), 'অভয়ম্ হি' ইতি (অভয় বা ব্রহ্মরূপ)—তাপনীয়ে (উত্তর তাপনীয়োপনিষদে) মুক্তত্বম্ ফলম্ শ্রুতম্ (নির্গুণ উপাসনার মুক্তিরূপ ফল শুনা যায়) ॥১৪১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সেই নির্গুণোপাসক 'অকাম নিষ্কাম, অশরীর, নিরিন্দ্রিয়, অভয় ব্রহ্মরূপ'—ইত্যাদি [হইয়া যায়]—এইরূপ নৃসিংহোত্তর তাপনীয় উপনিষদে নির্গুণোপাসনার মুক্তিরূপ ফল শুনা যায় ॥১৪১॥

—(নৃঃ উঃ তাঃ উঃ—৫, ৭, ৮)

১ শাস্ত্রে ব্রহ্মকে নিত্য, নির্গুণ ইত্যাদি বলা হইয়াছে। কিন্তু মানুষের বা সাধকের প্রাসঙ্গিক অনুভূতিটি কি? মোক্ষ। অতএব, মোক্ষশব্দই ব্রহ্মের যথার্থ সমার্থক ।

**উপাসনস্য সামর্থ্যাদ্ বিদ্যোৎপত্তির্ভবেত্ততঃ ।**
**নান্যঃ পন্থা ইতি হ্যেতচ্ছাস্ত্রং নৈব বিরুধ্যতে ॥ ১৪২॥**

**অন্বয় ঃ** উপাসনস্য (উপাসনার) সামর্থ্যাৎ (বলে) বিদ্যা-উৎপত্তিঃ ভবেৎ (বিদ্যার উৎপত্তি হয়)। ততঃ (সেইহেতু) অন্যঃ পন্থাঃ ন ([জ্ঞান বিনা মুক্তির] অন্য পথ নাই) ইতি হি এতৎ শাস্ত্রম্ (এই প্রকার শ্রুতিবাক্য) ন এব বিরুধ্যতে (বিরোধিত হয়ই না) ॥ ১৪২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** উপাসনার বলে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। সেই হেতু "জ্ঞান বিনা মুক্তির অন্য পথ নাই"—এইপ্রকার শ্রুতিবাক্যের (শ্বেঃ উঃ ৩/৮, ৬/১৫) বিরোধিতা হয় না॥ ১৪২॥

**নিষ্কামোপাসনান্মুক্তিস্তাপনীয়ে সমীরিতা ।**
**ব্রহ্মলোকঃ সকামস্য শৈব্যপ্রশ্নে সমীরিতঃ ॥ ১৪৩॥**

**অন্বয় ঃ** নিষ্কামোপাসনাৎ (নিষ্কাম উপাসনা হইতে) মুক্তিঃ (মুক্তি হয়) তাপনীয়ে (তাপনীয় উপনিষদে) সমীরিতা (সম্যক্‌রূপে উক্ত হইয়াছে)। শৈব্য-প্রশ্নে (প্রশ্নোপনিষদের শৈব্যপ্রশ্নে, পঞ্চম প্রশ্নে) সকামস্য (সকাম উপাসকের) ব্রহ্মলোকঃ সমীরিতঃ (ব্রহ্মলোক [প্রাপ্তির কথা] বলা হইয়াছে) ॥ ১৪৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** নৃসিংহোত্তরতাপনীয় উপনিষদে নিষ্কাম উপাসনা দ্বারা মুক্তির কথা বলা হইয়াছে। আর প্রশ্নোপনিষদে শৈব্যপ্রশ্নে সকাম উপাসকের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে ॥ ১৪৩॥

**য উপাস্তে ত্রিমাত্রেণ ব্রহ্মলোকে স নীয়তে ।**
**স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরং পুরুষমীক্ষতে ॥ ১৪৪॥**

**অন্বয় ঃ** যঃ (যে অধিকারী) ত্রিমাত্রেণ (তিন মাত্রাসম্বলিত ওঁকারের দ্বারা) উপাস্তে ([সকাম] উপাসনা করেন), সঃ (তিনি) ব্রহ্মলোকে নীয়তে (ব্রহ্মলোকে নীত হন)। সঃ (তিনি) এতস্মাৎ জীবঘনাৎ (এই জীবসমষ্টিরূপ [হিরণ্যগর্ভ] হইতে) পরম্-পুরুষম্ (শ্রেষ্ঠ পুরুষ অর্থাৎ পরমাত্মাকে) ঈক্ষতে (দর্শন করেন) ॥ ১৪৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যে সকাম অধিকারী তিন মাত্রাবিশিষ্ট ওঁকারের দ্বারা (সগুণ) উপাসনা করেন; তিনি ব্রহ্মলোকে নীত হন। তিনি এই জীবসমষ্টিরূপ হিরণ্যগর্ভ হইতে শ্রেষ্ঠ পুরুষের, পরমাত্মার দর্শন লাভ করেন ॥ ১৪৪॥

—( প্রশ্নোপনিষদ্ ৫/৫)

**অপ্রতীকাধিকরণে তৎক্রতুর্ন্যায় ঈরিতঃ ।**
**ব্রহ্মলোকফলং তস্মাৎ সকামস্যেতি বর্ণিতম্ ॥১৪৫॥**

***অন্বয় ঃ*** অপ্রতীকাধিকরণে ([ব্রহ্মসূত্রের] অপ্রতীকাধিকরণে) 'তৎক্রতুঃ' ( যে তৎক্রতু নামক) ন্যায়ঃ ঈরিত (ন্যায় কথিত হইয়াছে) তস্মাৎ (তাহা হইতে) সকামস্য (সকাম উপাসকের) ব্রহ্মলোক-ফলম্ (ব্রহ্মলোক প্রাপ্তিরূপ ফল) ইতি বর্ণিতম্ (এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে) ॥১৪৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ব্রহ্মসূত্রের অপ্রতীক-অধিকরণে (ব্রঃ সূঃ ৪/৩/১৫) যে 'তৎক্রতু' (অর্থাৎ 'কামনানুসারে ফলের প্রাপ্তি হয়') নামক ন্যায় কথিত হইয়াছে তাহাতে সকাম উপাসকের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তিরূপ ফল লাভের কথা বর্ণিত হইয়াছে ॥১৪৫॥

**নির্গুণোপাস্তিসামর্থ্যাত্তত্র তত্ত্বমবেক্ষতে[১] ।**
**পুনরাবর্ততে নায়ং কল্পান্তে চ বিমুচ্যতে ॥১৪৬॥**

***অন্বয় ঃ*** নির্গুণোপাস্তি-সামর্থ্যাৎ ([এই সকাম উপাসক] নির্গুণোপাসনার সামর্থ্যবশতঃ) তত্র ([ সেই ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির পর] সেইস্থানে) তত্ত্বম্ (তত্ত্বকে) অবেক্ষতে (দর্শন করেন)। অয়ম্ (এই সকাম নির্গুণোপাসক) পুনঃ (পুনরায়) ন আবর্ততে (ফিরিয়া আসেন না), কল্পান্তে চ (আর কল্পান্তে) বিমুচ্যতে (মুক্ত হইয়া যান) ॥১৪৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** নির্গুণোপাসনার সামর্থ্যবশতঃ এই সকাম উপাসক ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির পর তথায় তত্ত্বদর্শন করেন। তিনি আর সংসারে ফিরিয়া আসেন না এবং কল্পান্তে মুক্ত হইয়া যান। (ছাঃ উঃ ৪/১৫/৫, ৫/১০/২) ॥১৪৬॥

**প্রণবোপাস্তয়ঃ প্রায়ো নির্গুণা এব বেদগাঃ ।**
**ক্বচিৎ সগুণতাপ্যুক্তা প্রণবোপাসনস্য হি ॥১৪৭॥**

***অন্বয় ঃ*** বেদগাঃ (বেদোক্ত) প্রণব-উপাস্তয়ঃ (প্রণবোপাসনা সকল) প্রায়ঃ (অধিক ক্ষেত্রে) নির্গুণাঃ এব (নির্গুণোপাসনা বলিয়াই [উক্ত হইয়াছে])। ক্বচিৎ (স্বল্প কোন কোন স্থানে) প্রণবোপাসনস্য (প্রণব উপাসনার) সগুণতা অপি (সগুণোপাসনা-রূপতাও) উক্তা হি (উক্ত হইয়াছে) ॥১৪৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বেদে যে প্রণবোপাসনার কথা বলা হইয়াছে, তাহা প্রায় ক্ষেত্রে নির্গুণোপাসনারূপে উক্ত হইয়াছে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রণবোপাসনার সগুণতাও উক্ত হইয়াছে ॥১৪৭॥

১ 'অবেক্ষণাৎ' এই পাঠান্তর

**পরাপরব্রহ্মরূপ ওঙ্কার উপবর্ণিতঃ ।**
**পিপ্পলাদেন মুনিনা সত্যকামায় পৃচ্ছতে ॥১৪৮॥**

***অন্বয় ঃ*** পিপ্পলাদেন মুনিনা (পিপ্পলাদ নামক মুনিদ্বারা) পৃচ্ছতে সত্যকামায় (প্রশ্নকারী সত্যকামের প্রতি) পর-অপর-ব্রহ্মরূপঃ (পর অর্থাৎ সগুণ এবং অপর অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মরূপ) ওঁ-কারঃ (ওঁকার) উপবর্ণিতঃ (বর্ণিত হইয়াছে ) ।। ১৪৮।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** শিষ্য সত্যকামের প্রশ্নের উত্তরে গুরু পিপ্পলাদ পর ও অপর ব্রহ্মরূপ ওঁকারের বর্ণনা করিয়াছেন ॥১৪৮॥ —(প্রশ্ন উঃ, ৫/২)

**এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ ।**
**ইতি প্রোক্তং যমেনাপি পৃচ্ছতে নচিকেতসে ॥১৪৯॥**

***অন্বয় ঃ*** এতৎ আলম্বনম্ (এই প্রতীকরূপ ওঁকারকে) জ্ঞাত্বা (জ্ঞাত হইয়া) যঃ (যে অধিকারী, উপাসক) যৎ ইচ্ছতি (যাহা ইচ্ছা করে) তস্য তৎ (তাহার তাহা [প্রাপ্তি হয়])—ইতি (ইহা) যমেন অপি (যমের দ্বারাও) পৃচ্ছতে নচিকেতসে (প্রশ্নকর্তা নচিকেতার প্রতি) প্রোক্তম্ (উক্ত হইয়াছে) ॥১৪৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যমও প্রশ্নকর্তা নচিকেতার প্রতি বলিয়াছিলেন—"এই আলম্বনকে জানিয়া যে সাধক যাহা ইচ্ছা করে তাহার তাহা প্রাপ্তি হয়" ॥১৪৯॥ (কঠ উঃ ১/২/১৬, ১৭)

**ইহ বা মরণে বাস্য ব্রহ্মলোকেঽথবা ভবেৎ ।**
**ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতিঃ সম্যগুপাসীনস্য নির্গুণম্ ॥১৫০॥**

***অন্বয় ঃ*** অস্য (ইঁহার) সম্যক্ নির্গুণম্ উপাসীনস্য (সম্যক্ প্রকারে নির্গুণ উপাসকেব) ইহ বা (এই জন্মেই) মরণে বা (অথবা মরণকালে) অথবা ব্রহ্মলোকে (অথবা ব্রহ্মলোকে) ব্রহ্ম-সাক্ষাৎ-কৃতিঃ (ব্রহ্মসাক্ষাৎকার) ভবেৎ (হইবে) ॥১৫০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** নির্গুণ ব্রহ্মের (শাস্ত্রোক্তপ্রকারে) উপাসনাকারী এই অধিকারীর এই জীবনেই, অথবা মরণকালে অথবা ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইবে ॥১৫০॥

**অর্থোঽয়মাত্মগীতায়ামপি স্পষ্টমুদীরিতঃ ।**
**বিচারাক্ষম আত্মানমুপাসীতেতি সন্ততম্ ॥১৫১॥**

***অন্বয় ঃ*** বিচার-অক্ষমঃ (বিচারে অক্ষম উপাসক) সন্ততম্ (সতত) আত্মানম্ উপাসীতঃ (আত্মার উপাসনা করিবেন)—ইতি অয়ম্ অর্থঃ (এইরূপ অর্থ) আত্ম-

গীতায়াম্ অপি (আত্মগীতাতেও) স্পষ্টম্ উদীরিতঃ (স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে) ॥ ১৫১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বিচারে অক্ষম অধিকারী নিরন্তর আত্মার (নির্গুণ ব্রহ্মের) উপাসনা করিবেন—এইরূপ অর্থ আত্মগীতাতেও[1] স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে ॥ ১৫১॥

পরবর্তী শ্লোক তিনটি আত্মগীতা হইতে উদ্ধৃত ।

**সাক্ষাৎকর্তুমশক্তোঽপি চিন্তয়েন্মামশঙ্কিতঃ ।**
**কালেনানুভবারূঢ়ো ভবেয়ং ফলিতো ধ্রুবম্ ॥ ১৫২॥**

***অন্বয় ঃ*** সাক্ষাৎকর্তুম্ ([নির্গুণব্রহ্মরূপে আমার] সাক্ষাৎকার করিতে) অশক্তঃ অপি ([বিচারের দ্বারা] অসমর্থ হইলেও) অশঙ্কিতঃ (আশঙ্কিত না হইয়া) মাম্ চিন্তয়েৎ (আমাকে [ নির্গুণ ব্রহ্মরূপে ] ধ্যান করিবে)। [তাহা হইলে] কালেন (কালক্রমে) অনুভব-আরূঢ়ঃ (তাহার অনুভবে আরূঢ় হইয়া) ধ্রুবম্ ফলিতম্ (মোক্ষরূপ ফল) ভবেয়ম্ (ধারণ করিব) ॥ ১৫২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বিচারের দ্বারা নির্গুণব্রহ্মরূপে আমার সাক্ষাৎকার করিতে অসমর্থ হইলেও সাধক শঙ্কিত না হইয়া আমাকে নির্গুণ ব্রহ্মরূপে ধ্যান করিবে, তাহা হইলে, কালক্রমে আমি তাহার অনুভবে আরূঢ় হইয়া মোক্ষরূপ ফল ধারণ করিব ॥ ১৫২॥

**যথাঽগাধনিধের্লব্ধৌ নোপায়ঃ খননং বিনা।**
**মল্লাভেঽপি তথা স্বাত্মচিন্তাং মুক্ত্বা ন চাপরঃ ॥ ১৫৩॥**

***অন্বয় ঃ*** যথা (যেমন) অগাধ-নিধেঃ (ভূগর্ভে অবস্থিত রত্নের) লব্ধৌ (লাভ করিতে) খননম্ বিনা (খনন ব্যতিরেকে) উপায়ঃ ন (উপায় নাই ) তথা (সেইরূপ) মৎ-লাভে অপি (আত্মসাক্ষাৎকার করিতেও) স্বাত্মচিন্তাম্ মুক্ত্বা (আত্মচিন্তা ব্যতীত) চ অপরঃ ন (অন্য কোন উপায় নাই ) ॥ ১৫৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যেমন ভূগর্ভে অবস্থিত ধন বা রত্ন লাভ করিতে হইলে খনন বিনা উপায়ান্তর নাই; সেইরূপ আমার (আত্মার) সাক্ষাৎকার করিতেও আত্মচিন্তা ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই ॥ ১৫৩॥[2]

১ আত্মগীতা অথবা আত্মপুরাণ ১৩১। ইহা সম্ভবতঃ শঙ্করানন্দ বা বিদ্যাশঙ্কর বিরচিত। ইনি শৃঙ্গেরীতে ভারতীতীর্থ এবং বিদ্যারণ্যের পূর্ববর্তী মঠাধ্যক্ষ ছিলেন।

২ দ্রষ্টব্য ঃ— বিবেকচূড়ামণি ৬৫

**দেহোপলমপাকৃত্য বুদ্ধিকুদ্দালকাৎ পুনঃ ।**
**খাত্বা মনোভুবং ভূয়ো গৃহ্ণীয়ান্মাং নিধিং পুমান্ ।।১৫৪।।**

***অন্বয় ঃ*** বুদ্ধি-কুদ্দালকাৎ (বুদ্ধিরূপ কোদালদ্বারা) দেহোপলম্ (শরীররূপী আবরক পাথর) অপাকৃত্য (অপসারিত করিয়া) পুনঃ (পুনরায়) মনোভুবম্ (মনোভূমিকে) ভূয়ঃ (বার বার) খাত্বা (খনন করিয়া) পুমান্ (লোকে) মাম্ নিধিম্ (নিধিরূপ আমাকে) গৃহ্ণীয়াৎ (অনুভব করে) ।। ১৫৪ ।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বুদ্ধিরূপ কোদালদ্বারা শরীররূপী আবরক পাথরকে অপসারণ করিয়া, পরে মনোভূমিকে বার-বার খনন করিলে লোকে নিধিরূপ আমাকে অনুভব করে ।। ১৫৪ ।।

**অনুভূতেরভাবেঽপি ব্রহ্মাস্মীত্যেব চিন্ত্যতাম্ ।**
**অপ্যসৎ প্রাপ্যতে ধ্যানাৎ নিত্যাপ্তং ব্রহ্ম কিং পুনঃ ।।১৫৫।।**

***অন্বয় ঃ*** অনুভূতেঃ ([ ব্রহ্মের সাক্ষাৎ ] অনুভূতির) অভাবে অপি (অভাব হইলেও) অহম্ ব্রহ্ম অস্মি (আমি ব্রহ্ম হইতেছি ) ইতি এব (এইরূপই) চিন্ত্যতাম্ (ধ্যান করা উচিত)। [কারণ] ধ্যানাৎ (ধ্যান হইতে) অসৎ অপি (অবিদ্যমান বস্তুও অর্থাৎ দেবভাবও) প্রাপ্যতে (লাভ করা যায়); পুনঃ (আর) নিত্য-আপ্তম্ (নিত্যলব্ধ, [উপাসকের স্বরূপ বলিয়া]) ব্রহ্ম কিম্ (ব্রহ্ম সম্বন্ধে তো কথাই নাই) ।। ১৫৫ ।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ব্রহ্মের সাক্ষাৎ অনুভূতির অভাব হইলেও, 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপই ধ্যান করা উচিত। কারণ ধ্যানদ্বারা যখন অবিদ্যমান বস্তুও লাভ করা যায়, তখন নিত্যলব্ধ ব্রহ্ম সম্বন্ধে তো কথাই নাই ।। ১৫৫ ।।

**অনাত্মবুদ্ধিশৈথিল্যং ফলং ধ্যানাদ্দিনে দিনে ।**
**পশ্যন্নপি ন চেদ্ধ্যায়েৎ কোঽপরোঽস্মাৎ পশুর্বদ।।১৫৬।।**

***অন্বয় ঃ*** ধ্যানাৎ (ধ্যান হইতে) দিনে দিনে (প্রতিদিন, ক্রমশঃ) অনাত্ম-বুদ্ধি-শৈথিল্যম্ ফলম্ (অনাত্মবুদ্ধির শিথিলতারূপ ফল) পশ্যন্ অপি (দেখিয়াও) চেৎ (যদি) ন ধ্যায়েৎ (কেহ ধ্যান না করে), [তবে] অস্মাৎ (ইহা অপেক্ষা) অপরঃ কঃ (অন্য কে বা) পশুঃ বদ (পশু আছে বল) ।। ১৫৬ ।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ধ্যান হইতে প্রতিদিন অনাত্মবুদ্ধির শিথিলতারূপ ফল দেখিয়াও যদি কেহ ধ্যান না করে, তবে তাহাকে ছাড়িয়া অন্য কে বা পশু আছে বল ।। ১৫৬ ।।

**দেহাভিমানং বিধ্বস্য ধ্যানাদাত্মানমদ্বয়ম্ ।**
**পশ্যন্ মর্ত্যোঽমৃতো ভূত্বা হ্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥১৫৭॥**

***অন্বয় ঃ*** ধ্যানাৎ (ধ্যানদ্বারা) দেহ-অভিমানম্ বিধ্বস্য (দেহে আমিত্ব অভিমান পরিত্যাগ করিয়া) অদ্বয়ম্ আত্মানম্ (অদ্বয় আত্মাকে) পশ্যন্ (দর্শন করিতে করিতে) মর্ত্যঃ (মরণশীল মানুষ) অমৃতঃ ভূত্বা (অমৃতস্বরূপ হইয়া) অত্র হি (এই দেহেই) ব্রহ্ম সমশ্নুতে (ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়) ॥ ১৫৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ধ্যানদ্বারা দেহাভিমান ধ্বংস করিয়া অদ্বয় আত্মাকে দর্শন করিতে করিতে মরণশীল মানুষ অমৃতস্বরূপ হইয়া এই দেহেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় ॥ ১৫৭॥

**ধ্যানদীপমিমং সম্যক্ পরামৃশতি যো নরঃ ।**
**মুক্তসংশয় এবায়ং ধ্যায়তি ব্রহ্ম সন্ততম্ ॥১৫৮॥**

***অন্বয় ঃ*** যঃ নরঃ (যে ব্যক্তি) ইমম্ ধ্যানদীপম্ (এই ধ্যানদীপ প্রকরণ) সম্যক্ পরামৃশতি (যথাযথভাবে অনুসন্ধান করেন বা পাঠ করেন) অয়ম্ (তিনি) মুক্ত-সংশয়ঃ (সংশয়রহিত হইয়া) ব্রহ্ম এব (ব্রহ্মকেই) সন্ততম্ ধ্যায়তি (সর্বদা ধ্যান করেন)॥ ১৫৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যে ব্যক্তি এই ধ্যানদীপ প্রকরণ যথাযথভাবে পাঠ করেন, তিনি সংশয়রহিত হইয়া ব্রহ্মেরই নিরন্তর ধ্যান করেন (অর্থাৎ ধ্যানের ফলে তত্ত্বসাক্ষাৎকার করিয়া মুক্ত হইয়া যান) ॥১৫৮॥

**॥ ইতি ধ্যানদীপ-প্রকরণম্ সমাপ্তম্ ॥**

॥ ধ্যানদীপ-প্রকরণ সমাপ্ত হইল ॥

# পঞ্চদশী

## দশম অধ্যায়

### ।। নাটকদীপ-প্রকরণ ।।

**পরমাত্মাদ্বয়ানন্দপূর্ণঃ পূর্বং স্বমায়য়া ।**
**স্বয়মেব জগদ্ভূত্বা প্রাবিশজ্জীবরূপতঃ ।। ১ ।।**

*অন্বয়ঃ* পূর্বম্ (সৃষ্টির পূর্বে) অদ্বয়ানন্দ-পূর্ণঃ (অদ্বিতীয় আনন্দস্বরূপ পূর্ণ) পরমাত্মা (পরমাত্মা) স্বমায়য়া (আপনার মায়াশক্তির বলে) স্বয়ম্ এব (আপনিই) জগৎ ভূত্বা (জগদ্রূপ হইয়া) জীবরূপতঃ (জীবরূপে) প্রাবিশৎ ([তাহাতে] প্রবেশ করিলেন)।। ১ ।।

*বঙ্গানুবাদঃ* সৃষ্টির পূর্বে অদ্বিতীয় আনন্দস্বরূপ পূর্ণ পরমাত্মা আপনার মায়াশক্তির বলে আপনিই জগদ্রূপ হইয়া জীবরূপে তাহাতে প্রবেশ করিলেন ।। ১ ।।[1]

**বিষ্ণ্বাদ্যুত্তমদেহেষু[2] প্রবিষ্টো দেবতাভবৎ ।**
**মর্ত্যাদ্যধমদেহেষু স্থিতো ভজতি দেবতাম্ ।। ২ ।।**

*অন্বয়ঃ* বিষ্ণু আদি-উত্তম-দেহেষু প্রবিষ্টঃ ([পরমাত্মা] বিষ্ণু প্রভৃতি উত্তম দেহে প্রবিষ্ট হইয়া) দেবতা অভবৎ (দেবতা হইয়াছেন), মর্ত-আদি অধম-দেহেষু স্থিতঃ (আর মনুষ্যাদি অধম শরীরে থাকিয়া) দেবতাম্ ভজতি (দেবতার ভজনা করিতেছেন ) ।। ২ ।।

*বঙ্গানুবাদঃ* পরমাত্মা বিষ্ণু প্রভৃতি উত্তম দেহে প্রবিষ্ট হইয়া দেবতা হইয়াছেন, আর মনুষ্যাদি অধম শরীরে থাকিয়া দেবতার ভজনা করিতেছেন ।। ২ ।।

**অনেকজন্মভজনাৎ স্ববিচারং চিকীর্ষতি ।**
**বিচারেণ বিনষ্টায়াং মায়ায়াং শিষ্যতে স্বয়ম্ ।। ৩ ।।**

*অন্বয়ঃ* অনেক-জন্ম-ভজনাৎ (অনেক জন্ম ধরিয়া কর্মের ব্রহ্মে সমর্পণরূপ

---

১ দ্রষ্টব্য : ছাঃ উঃ ৬/২/১, বৃহদাঃ উঃ ৩/৯/৩৪, ৫/১/১/ শ্বেতাশ্বতর উঃ ৪/১০, তৈঃ উঃ ২/৬, ২/৭

২ 'ব্রহ্মাদি'—এই পাঠান্তর

ভজন হইতে), [জীব] স্ববিচারম্ চিকীর্ষতি ([ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞানের সাধন শ্রবণাদিরূপ] বিচার করিবার ইচ্ছা করে)। বিচারেণ (বিচারদ্বারা) মায়ায়াম্ বিনষ্টায়াম্ (মায়া বিনষ্ট হইলে) স্বয়ম্ শিষ্যতে ([অদ্বয়ানন্দপূর্ণ] পরমাত্মারূপেই অবশিষ্ট থাকিয়া যায়) ॥৩॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* অনেক জন্ম ধরিয়া কর্মের ব্রহ্মে সমর্পণরূপ ভজন হইতে জীব ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞানের সাধন শ্রবণাদিরূপ বিচারের অনুষ্ঠান করিবার ইচ্ছা করে এবং বিচার দ্বারা মায়া বিনষ্ট হইলে অদ্বয়ানন্দপূর্ণ পরমাত্মারূপে অবশিষ্ট থাকিয়া যায় ॥৩॥

**অদ্বয়ানন্দরূপস্য সদ্বয়ত্বং চ দুঃখিতা ।**
**বন্ধঃ প্রোক্তঃ স্বরূপেণ স্থিতির্মুক্তিরিতীর্যতে ॥৪॥**

*অন্বয় ঃ* অদ্বয়ানন্দরূপস্য (অদ্বিতীয় আনন্দরূপ পরমাত্মার) সদ্বয়ত্বম্ চ দুঃখিতা (যে দ্বৈতযুক্ত এবং দুঃখিত হওয়া-রূপ ভ্রম হয়) বন্ধঃ প্রোক্তঃ ([তাহাকে] বন্ধন বলে), স্বরূপেণ স্থিতিঃ (আর আপনস্বরূপে অবস্থিতিকে) মুক্তিঃ (মুক্তি) ইতি ঈর্য্যতে (বলা হইয়াছে) ॥৪॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* অদ্বিতীয় আনন্দরূপ পরমাত্মার যে দ্বৈতযুক্ততা এবং দুঃখিতত্ব-রূপ ভ্রম, তাহাকে বন্ধন বলা হইয়াছে। আর স্বরূপে অবস্থিতিকে মুক্তি বা মোক্ষ বলা হইয়াছে ॥৪॥

*বিবৃতি ঃ* বন্ধন নিবৃত্তি হইলে পরমাত্মরূপে স্থিতি স্বতঃ হইয়া যায়—আর তাহাকে মোক্ষ বলে।

**অবিচারকৃতো বন্ধো বিচারেণ নিবর্ততে ।**
**তস্মাজ্জীবপরাত্মানৌ সর্বদৈব বিচারয়েৎ ॥৫॥**

*অন্বয় ঃ* অবিচার-কৃতঃ বন্ধঃ (বিচারের অভাববশতঃ অজ্ঞানকৃত যে বন্ধন) বিচারেণ নিবর্ততে (তাহা বিচারজন্য জ্ঞান দ্বারা নিবৃত্ত হয়)। তস্মাৎ (সেইহেতু) জীব-পরাত্মানৌ (জীব ও পরমাত্মা[র]) সর্বদা এব (সর্বদাই) বিচারয়েৎ (বিচার করিবে) ॥৫॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* বিচারের অভাববশতঃ অজ্ঞানকৃত যে বন্ধন, তাহা বিচার জন্য জ্ঞান দ্বারা নিবৃত্ত হয়। সেইহেতু সর্বদা জীব ও পরমাত্মার বিচার করা কর্তব্য (অর্থাৎ তত্ত্বসাক্ষাৎকার পর্যন্ত বিচার করিয়া যাইতে হইবে) ॥৫॥

*তাৎপর্য ঃ* অজ্ঞানকৃত শরীরাভিমানবশতঃ জীব আপনাকে কর্তা বলিয়া মনে করে। কর্ম, চিত্তশুদ্ধির দ্বারা বিচার প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে মাত্র। আর উক্ত বিচার একমাত্র তত্ত্বসাক্ষাৎকারের উপায়।

**অহমিত্যভিমন্তা যঃ কর্তাসৌ তস্য সাধনম্ ।**
**মনস্তস্য ক্রিয়ে অন্তর্বহির্বৃত্তী ক্রমোত্থিতে ॥৬॥**

***অন্বয় ঃ*** যঃ (যিনি) অহম্ ইতি অভিমন্তা ('আমি' এই অভিমানকারী) অসৌ কর্তা (তিনি কর্তা)। মনঃ (মন) তস্য (তাহার) সাধনম্ (সাধন), তস্য (সেই মনের) ক্রিয়ে (ক্রিয়া) ক্রমোত্থিতে (ক্রমান্বয়ে উৎপন্ন) অন্তঃ-বহিঃ-বৃত্তী (অন্তর্বৃত্তি ও বহির্বৃত্তি—এই দুইটি) ॥৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যিনি 'আমি' অভিমানী, তিনি কর্তা। তাঁহার কার্য-সিদ্ধির উপায় মন, সেই মনের ক্রিয়া হইতেছে ক্রমোৎপন্ন দুইটি বৃত্তি—অন্তর্বৃত্তি ও বহির্বৃত্তি ॥৬॥

**অন্তর্মুখাহমিত্যেষা বৃত্তিঃ কর্তারমুল্লিখেৎ ।**
**বহির্মুখেদমিত্যেষা বাহ্যং বস্ত্বিদমুল্লিখেৎ ॥৭॥**

***অন্বয় ঃ*** অহম্ ইতি ([মনের] 'আমি' এই আকারের যে বৃত্তি, তাহা) অন্তর্মুখা বৃত্তিঃ (অন্তর্বৃত্তি), এষা (এই বৃত্তি) কর্তারম্ (কর্তাকে) উল্লিখেৎ (বিষয় করে); ইদম্ ইতি ('এই'—এই আকারের যে বৃত্তি, তাহা) বহির্মুখা (বাহ্য বৃত্তি), এষা (এই বৃত্তি) বাহ্যম্ বস্তু (বাহ্য বস্তুকে) ইদম্ উল্লিখেৎ ('এই' বলিয়া বিষয় করে) ॥৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** মনের 'আমি' বা 'অহম্' এই আকারের যে বৃত্তি, তাহা অন্তর্বৃত্তি; তাহা কর্তাকে (জীবকে) বিষয় করে। আর 'ইদম্' এই আকারের যে বৃত্তি তাহা বাহ্যবৃত্তি; তাহা বাহ্যবস্তুকে 'এই' বলিয়া বিষয় করে ॥৭॥

**ইদমো যে বিশেষাঃ স্যুর্গন্ধরূপরসাদয়ঃ ।**
**অসাঙ্কর্যেণ তান্ভিন্দ্যাদ্[১] ঘ্রাণাদীন্দ্রিয়পঞ্চকম্ ॥৮॥**

***অন্বয় ঃ*** ইদমঃ (ইদম্ [শব্দদ্বারা সামান্যরূপে বিষয়ীকৃত] বস্তুর) বিশেষাঃ (বিশেষ রূপ) যে গন্ধ-রূপ-রসাদয়ঃ (যে গন্ধ, রূপ, রসাদি) স্যুঃ (আছে) তান্ (তাহাদিগকে) ঘ্রাণাদি-ইন্দ্রিয়-পঞ্চকম্ (ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয় পঞ্চক) অসাঙ্কর্যেণ (পৃথক পৃথক করিয়া) ভিন্দ্যাৎ (উপলব্ধি করে) ॥৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** 'ইদম্' শব্দদ্বারা সামান্যরূপে মনে বিষয়ীকৃত বস্তুর যে বিশেষ স্বরূপ রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ আছে, তাহাদিগকে ঘ্রাণাদি (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ইত্যাদি) ইন্দ্রিয় পঞ্চক পৃথক পৃথক করিয়া উপলব্ধি করে। (এই কারণে ইন্দ্রিয়াদি ব্যর্থ নহে) ॥৮॥

---

১ ভিদ্যাৎ ইতি পাঠান্তর ।

**কর্তারঞ্চ ক্রিয়াং তদ্বৎ ব্যাবৃত্তবিষয়ানপি ।**
**স্ফোরয়েদেকযত্নেন যোঽসৌ সাক্ষ্যত্র চিদ্বপুঃ ॥৯॥**

***অন্বয় ঃ*** কর্তারম্ ([পূর্বোক্ত অহংকাররূপ] জীবকে) চ (এবং) ক্রিয়াম্ ([মনোবৃত্তিরূপ] ক্রিয়াকে) তদ্বৎ (সেইরূপ) ব্যাবৃত্ত-বিষয়ান্ অপি (পরস্পর বিলক্ষণ গন্ধাদি বিষয়সমূহকেও) একযত্নেন (এক কালে) যঃ চিদ্বপুঃ (যে চৈতন্য) স্ফোরয়েৎ (প্রকাশ করেন) অসৌ (সেই চৈতন্য) অত্র (বেদান্ত শাস্ত্রে) সাক্ষী (সাক্ষী বলিয়া [উক্ত হন])॥৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** পূর্বোক্ত অহংকাররূপ জীবকে, মনোবৃত্তিরূপ ক্রিয়াকে এবং পরস্পর বিলক্ষণ গন্ধাদি বিষয়সমূহকে এক কালে যিনি প্রকাশিত করেন সেই চৈতন্যকে বেদান্ত শাস্ত্রে সাক্ষী বলে ॥৯॥

**ঈক্ষে শৃণোমি জিঘ্রামি স্বাদয়ামি স্পৃশাম্যহম্ ।**
**ইতি ভাসয়তে সর্বং নৃত্যশালাস্থদীপবৎ ॥১০॥**

***অন্বয় ঃ*** অহম্ ঈক্ষে (আমি দেখিতেছি) শৃণোমি (শুনিতেছি) জিঘ্রামি (ঘ্রাণ লইতেছি) স্বাদয়ামি (আস্বাদন করিতেছি) স্পৃশামি (স্পর্শ করিতেছি) ইতি (এই প্রকারে) নৃত্য-শালাস্থ-দীপবৎ (নৃত্যশালাস্থ দীপের ন্যায়) সর্বম্ (সকলকে) ভাসয়তে (প্রকাশিত করেন) ॥১০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** আমি দেখিতেছি, শুনিতেছি, ঘ্রাণ লইতেছি, আস্বাদন করিতেছি, স্পর্শ করিতেছি—এই প্রকার, নৃত্যশালাস্থিত দীপের ন্যায়, সেই সাক্ষী[১] সকলকে প্রকাশ করেন ॥১০॥

তুলনীয়ঃ 'উপদেশসাহস্রী' ১৮/১২০, ১২৩

**নৃত্যশালাস্থিতো দীপঃ প্রভুং সভ্যাংশ্চ নর্তকীম্ ।**
**দীপয়েদবিশেষেণ তদভাবেঽপি দীপ্যতে ॥১১॥**

***অন্বয় ঃ*** নৃত্যশালাস্থিতঃ দীপঃ (নৃত্যশালাস্থিত দীপ) প্রভুম্ (মালিককে) চ (এবং) সভ্যান্ (সভ্যগণকে), নর্তকীম্ (নর্তকীকে) অবিশেষেণ (সমানভাবে) দীপয়েৎ

---

১ পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে যে সাক্ষী এককালে কর্তা, ক্রিয়া এবং বাহ্যবিষয় প্রকাশিত করেন। কিন্তু এই ত্রিপুটির 'সংযোগ' না হইলে জ্ঞান হয় না। সাক্ষী সেই জ্ঞান জন্মাইয়া দেয়, স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়া। যেমন—'আমি রূপ দেখিতেছি'—ইহাতে 'আমি' কর্তা, 'দেখিতেছি' ক্রিয়া এবং 'রূপ' বাহ্য বিষয়। এই দ্রষ্টা, দর্শন এবং দৃশ্যরূপ ত্রিপুটির সংযোগে জ্ঞান উৎপন্ন হইতে হইলে নির্বিকার সাক্ষীর উপস্থিতির প্রয়োজন। দীপ যেমন সব কিছুকে প্রকাশিত করিয়া দর্শন সম্পন্ন করে, সেইরূপ সাক্ষীর উপস্থিতিতে 'আমি দেখিতেছি' এই জ্ঞান সম্পন্ন হয়। দ্রষ্টা, দর্শন ও দৃশ্য—এই পরিবর্তনশীল ত্রিপুটির সংযোগ, অপরিবর্তনীয় সত্ত্বা সাক্ষীর সদা উপস্থিতিতে সম্ভব হয় ।

(প্রকাশ করিয়া থাকে); তৎ অভাবে অপি (তাহাদের অভাবেও) দীপ্যতে (স্বয়ং প্রকাশমান থাকে) ॥ ১১ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** নৃত্যশালাস্থিত দীপ মালিককে, সভ্যগণকে ও নর্তকীকে সমানভাবে প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহাদের (প্রকাশ্যবস্তুর) অভাবেও স্বয়ং প্রকাশমান থাকে ॥ ১১ ॥

**অহংকারং ধিয়ং সাক্ষী বিষয়ানপি ভাসয়েৎ ।**
**অহংকারাদ্যভাবেঽপি স্বয়ং ভাত্যেব পূর্ব্ববৎ ॥১২॥**

***অন্বয় ঃ*** [সেইরূপ] সাক্ষী (সাক্ষী) অহংকারম্ ('অহং' প্রত্যয়সিদ্ধ কর্তাকে) ধিয়ম্ (বুদ্ধিকে) বিষয়ান্ অপি (শব্দাদি বিষয়সমূহকেও) ভাসয়েৎ (প্রকাশ করিয়া থাকেন)। অহংকারাদি-অভাবে অপি (অহংকারাদির অভাবেও) স্বয়ম্ (স্বয়ং) পূর্ব্ববৎ (পূর্বের ন্যায়) ভাতি এব (প্রকাশমানই থাকেন) ॥ ১২ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সেইরূপে সাক্ষী কর্তাকে, বুদ্ধিকে এবং শব্দাদি বিষয়সমূহকেও প্রকাশ[১] করিয়া থাকেন। অহংকারাদির অভাবেও স্বয়ং পূর্ব্ববৎ প্রকাশমানই থাকেন ॥ ১২ ॥

**নিরন্তরং ভাসমানে কূটস্থে জ্ঞপ্তিরূপতঃ ।**
**তদ্ভাসা ভাসমানেয়ং[২] বুদ্ধির্নৃত্যত্যনেকধা ॥১৩॥**

***অন্বয় ঃ*** কূটস্থে (নির্বিকার সাক্ষী) জ্ঞপ্তিরূপতঃ (স্বপ্রকাশ জ্ঞাতৃচৈতন্যরূপে) নিরন্তরম্ ভাসমানে (সদা প্রকাশমান থাকায়) ইয়ম্ বুদ্ধিঃ (এই বুদ্ধি) তদ্ভাসা (সেই চৈতন্যের প্রকাশদ্বারা) ভাসমানা (প্রকাশিত হইয়া) অনেকধা (অনেক প্রকারে অর্থাৎ 'ইহা ঘট', 'ইহা পট' ইত্যাদি অনেক জ্ঞানাকারে) নৃত্যতি (নৃত্য করিয়া থাকে)॥ ১৩।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** নির্বিকার সাক্ষী স্বপ্রকাশ জ্ঞাতৃচৈতন্যরূপে সদা প্রকাশমান থাকায়, এই বুদ্ধি সেই চৈতন্যের প্রকাশদ্বারা প্রকাশিত হইয়া অনেক প্রকারে (জ্ঞানাকারে) নৃত্য করিয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

**অহংকারঃ প্রভুঃ সভ্যা বিষয়াঃ নর্তকী মতিঃ ।**
**তালাদিধারিণ্যক্ষাণি দীপঃ সাক্ষ্যবভাসকঃ ॥ ১৪ ॥**

***অন্বয় ঃ*** অহংকারঃ প্রভুঃ (অহংকার হইতেছে প্রভু) বিষয়াঃ সভ্যাঃ (শব্দাদি বিষয়সকল সভ্য) মতিঃ নর্তকী (বুদ্ধি নর্তকী) অক্ষাণি তাল-আদি-ধারিণী (ইন্দ্রিয় সকল

---

১ নির্বিকার থাকিয়া এককালেই প্রকাশ করিয়া থাকেন

২ 'ভাস্যমানেয়ং' এই পাঠান্তর

তালধারক অর্থাৎ বাদ্যকার) সাক্ষী (সাক্ষী) অবভাসকঃ দীপঃ (সকলের অবভাসক দীপস্বরূপ) ॥ ১৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অহংকার হইতেছে প্রভু, শব্দাদি বিষয় সকল সভ্যগণ, বুদ্ধি নর্তকী, ইন্দ্রিয়সকল বাদ্যকার আর সাক্ষিচৈতন্য সকলের প্রকাশক দীপস্বরূপ ॥ ১৪ ॥

**স্বস্থানসংস্থিতো দীপঃ সর্বতো ভাসয়েদ্ যথা ।**
**স্থিরস্থায়ী তথা সাক্ষী বহিরন্তঃ প্রকাশয়েৎ ॥ ১৫ ॥**

***অন্বয় ঃ*** দীপঃ (নৃত্যশালাস্থিত দীপ) যথা (যেমন) স্বস্থানসংস্থিতঃ (নিজস্থানে অবস্থিত থাকিয়া) সর্বতঃ ভা ৎ (গৃহাভ্যন্তরের সবকিছু সমানভাবে প্রকাশ করে) তথা (সেইরূপ) স্থির-স্থায়ী সাক্ষী (নির্বিকারভাবে স্থির থাকিয়া সাক্ষী) বহিঃ-অন্তঃ প্রকাশয়েৎ (ভিতর ও বাহির প্রকাশ করেন) ॥ ১৫ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** নৃত্যশালাস্থিত দীপ যেমন স্বস্থানে অবস্থিত থাকিয়া গৃহাভ্যন্তরের সবকিছু সমানভাবে প্রকাশ করে, সেইরূপে নির্বিকারভাবে স্থির থাকিয়া সাক্ষীও ভিতর ও বাহির প্রকাশ করেন ॥ ১৫ ॥

**বহিরন্তর্বিভাগোঽয়ং দেহাপেক্ষো ন সাক্ষিণি ।**
**বিষয়া বাহ্যদেশস্থা দেহস্যান্তরহংকৃতিঃ ॥ ১৬॥**

***অন্বয় ঃ*** অয়ম্ (এই যে) বহিঃ-অন্তঃ-বিভাগঃ (ভিতর ও বাহির বিভাগ) দেহ-অপেক্ষঃ ([তাহা] দেহ প্রসঙ্গে), ন সাক্ষিণি ([তাহা] সাক্ষীতে নাই)। বিষয়াঃ (শব্দাদি বিষয়) বাহ্যদেশস্থাঃ (শরীরের বাহিরে অবস্থিত) দেহস্য (দেহের) অন্তঃ (ভিতরে) অহংকৃতিঃ (অহংকার) ॥ ১৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এই যে ভিতর ও বাহির বিভাগ তাহা দেহের প্রসঙ্গে বলা হয়; সেই বিভাগ সাক্ষীতে নাই। শব্দাদি বিষয় শরীরের বাহিরে অবস্থিত, আর অহংকার দেহের ভিতরে ॥ ১৬॥

**অন্তঃস্থা ধীঃ সহৈবাক্ষৈর্বহির্যাতি পুনঃ পুনঃ ।**
**ভাস্যবুদ্ধিস্থচাঞ্চল্যং সাক্ষিণ্যারোপ্যতে বৃথা ॥ ১৭॥**

***অন্বয় ঃ*** অন্তঃস্থা ধীঃ ([দেহের] ভিতরে অবস্থিত বুদ্ধি) অক্ষৈঃ সহ এব (ইন্দ্রিয়ের সহিতই) পুনঃ পুনঃ (বারংবার) বহিঃ যাতি (বাহ্য বিষয়ে গমন করে)। ভাস্য-বুদ্ধিস্থ-চাঞ্চল্যম্ (সাক্ষিচৈতন্যদ্বারা প্রকাশ্য বুদ্ধির এই চঞ্চলতা) সাক্ষিণি (নির্বিকার সাক্ষীতে) বৃথা আরোপ্যতে (অযথা আরোপিত হয়) ॥ ১৭ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** দেহের ভিতরে অবস্থিত বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের সহিতই বারংবার বাহ্যবিষয়ে গমন করে। সাক্ষিচৈতন্য দ্বারা প্রকাশ্য বুদ্ধির এই চঞ্চলতা নির্বিকার সাক্ষীতে অযথা আরোপিত হয় ॥১৭॥

**গৃহান্তরগতঃ স্বল্পো গবাক্ষাদাতপোঽচলঃ ।**
**তত্র হস্তে নর্ত্যমানে নৃত্যতীবাতপো যথা ॥১৮॥**

***অন্বয় ঃ*** গবাক্ষাৎ (জানালার ভিতর দিয়া) গৃহান্তরগতঃ (গৃহের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট) স্বল্পঃ (ক্ষীণ) আতপঃ (রৌদ্র, আলোক রশ্মি), অচলঃ ([স্বভাবতঃ] অচল); (কিন্তু) তত্র (তাহাতে) হস্তে নর্ত্যমানে (কেহ হাত নাচাইলে) যথা (যেমন) আতপঃ (রশ্মি) নৃত্যতি ইব (যেন নাচিতে থাকে [মনে হয়]) ॥১৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** জানালার ভিতর দিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট ক্ষীণ আলোক রশ্মি স্বভাবতঃ অচঞ্চল হইলেও যদি কেহ তাহাতে হাত নাচায় তাহা হইলে যেমন মনে হয় রশ্মি যেন নাচিতেছে—॥১৮॥

**নিজস্থানস্থিতঃ সাক্ষী বহিরন্তর্গমাগমৌ ।**
**অকুর্বন্ বুদ্ধিচাঞ্চল্যাৎ করোতীব তথা তথা ॥১৯॥**

***অন্বয় ঃ*** তথা (সেইরূপ) নিজস্থানস্থিতঃ সাক্ষী (স্বস্থানস্থিত সাক্ষী) বহিঃ অন্তঃ গমাগমৌ (ভিতরে ও বাহিরে গমনাগমন) অকুর্বন্ (না করিলেও) বুদ্ধি-চাঞ্চল্যাৎ (বুদ্ধির চঞ্চলতাবশতঃ) তথা (তাহা) করোতি ইব (যেন করিতেছে [মনে হয়])॥১৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সেইরূপ স্বস্থানে স্থিত নির্বিকার সাক্ষী, ভিতরে বাহিরে গমনাগমন না করিলেও তাঁহাতে বুদ্ধির চঞ্চলতার আরোপবশতঃ তিনি যেন তাহা করিতেছেন, মনে হয় ॥১৯॥

**ন বাহ্যো নান্তরঃ সাক্ষী বুদ্ধের্দেশৌ হি তাবুভৌ ।**
**বুদ্ধ্যাদ্যশেষসংশান্তৌ যত্র ভাত্যস্তি তত্র সঃ ॥২০॥**

***অন্বয় ঃ*** সাক্ষী ([সেই নির্বিকার] সাক্ষী) ন বাহ্যঃ ন আন্তরঃ (বাহিরে স্থিত নহেন, আন্তর স্থানেও নহেন) হি (কারণ) তৌ উভৌ দেশৌ (সেই দুই দেশ) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির)। বুদ্ধি-আদি-অশেষ-সংশান্তৌ (বুদ্ধ্যাদি অশেষ উপাধি বিনষ্ট হইলে) সঃ (সেই সাক্ষী) যত্র ভাতি (যেস্থানে প্রকাশমান) তত্র অস্তি (সেস্থানে [-ই] বিদ্যমান) ॥২০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** নির্বিকার সাক্ষিচৈতন্যের বাহ্যস্থান নাই, আন্তরস্থানও নাই; কারণ বাহ্য ও আন্তর দুইটি বুদ্ধির স্থান। বুদ্ধ্যাদি অশেষ উপাধি বিনষ্ট হইলে সেই সাক্ষী যেস্থানে প্রকাশমান, সেইস্থানেই বিদ্যমান ॥২০॥

**দেশঃ কোঽপি ন ভাসেত যদি তর্হ্যস্ত্বদেশভাক্ ।**
**সর্বদেশপ্রক্লৃপ্ত্যৈব সর্বগত্বং ন তু স্বতঃ ॥২১॥**

***অন্বয় ঃ*** যদি (যদি বল), (তখন) কঃ অপি দেশঃ (কোন দেশই) ন ভাসেত (প্রতীত হয় না), তর্হি (তাহার উত্তরে বলি) অদেশভাক্ অস্তু ([এই সাক্ষী] কোন দেশে অবস্থিত নহেন)। সর্ব-দেশ-প্রক্লৃপ্ত্যা এব (সর্বদেশের কল্পনাদ্বারাই) সর্বগত্বম্ (সাক্ষীর সর্বগতত্ব [আরোপিত হয়]), স্বতঃ তু ন (স্বভাবতঃ [তাঁহাতে সর্বগতত্ব] নাই) ॥২১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যদি বল, (সর্ব উপাধির উপশম হইলে) কোন দেশই তো প্রতীত হয় না (তবে সাক্ষীর দেশে অবস্থিতির কথা কি করিয়া বলা যায়?), আমরাও বলি যে—সাক্ষী দেশাবচ্ছিন্ন নহেন। সর্বদেশের কল্পনা দ্বারাই সাক্ষীর সর্বগতত্ব আরোপিত হয়; স্বভাবতঃ তাঁহাতে সর্বগতত্ব নাই॥ ২১ ॥

**অন্তর্বহির্বা সর্বং বা যং দেশং পরিকল্পয়েৎ ।**
**বুদ্ধিস্তদ্দেশগঃ সাক্ষী তথা বস্তুষু যোজয়েৎ ॥২২॥**

***অন্বয় ঃ*** অন্তঃ বা (অন্তর্দেশ) বহিঃ বা (অথবা বহির্দেশ) যম্ সর্বম্ দেশম্ (যে-সকল দেশ) বুদ্ধিঃ পরিকল্পয়েৎ (বুদ্ধি কল্পনা করিবে) তদ্দেশগঃ সাক্ষী (সাক্ষী সেই দেশে অবস্থিত হইবেন) তথা (সেই প্রকার) বস্তুষু যোজয়েৎ (দৃশ্য বস্তুসমূহে বুঝিয়া লইবে) ॥২২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অন্তর্দেশ অথবা বহির্দেশ—অথবা যে-সকল দেশ বুদ্ধি দ্বারা কল্পিত হইবে, আত্মা তাহাতে ব্যাপ্ত হইবেন। সেই প্রকার দৃশ্য বস্তুসমূহে আত্মার সম্বন্ধ বুঝিয়া লইতে হইবে ॥২২॥

**যদ্যদ্রূপাদি কল্প্যেত বুদ্ধ্যা তত্তৎপ্রকাশয়ন্ ।**
**তস্য তস্য ভবেৎ সাক্ষী স্বতো বাগ্বুদ্ধ্যগোচরঃ ॥২৩॥**

***অন্বয় ঃ*** যৎ যৎ (যে যে) রূপাদি (রূপাদি-বস্তু) বুদ্ধ্যা কল্প্যেত (বুদ্ধিদ্বারা কল্পিত হইবে) তৎ তৎ (সেই সেই বস্তুকে) প্রকাশয়ন্ (প্রকাশিত করিয়া), [আত্মা] তস্য তস্য (তাহাদের সকলের) সাক্ষী ভবেৎ (সাক্ষী হইয়া থাকেন), স্বতঃ (স্বরূপতঃ [তিনি]) বাক্-বুদ্ধি-অগোচরঃ (বাক্য-বুদ্ধির অগোচর) ॥২৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যে যে রূপাদিবস্তু বুদ্ধিদ্বারা কল্পিত হইবে আত্মা সেই সেই বস্তুকে প্রকাশিত করিয়া সেই সেই বস্তুর সাক্ষী হইয়া থাকেন। স্বরূপতঃ তিনি বাক্যবুদ্ধির অগোচর ॥২৩॥

**কথং তাদৃঙ্ময়া গ্রাহ্য[১] ইতি চেন্মৈব গৃহ্যতাম্ ।**
**সর্বগ্রহোপসংশান্তৌ স্বয়মেবাবশিষ্যতে ॥ ২৪॥**

**অন্বয় ঃ** তাদৃক্ (সেইরূপ [বাক্যবুদ্ধির অগোচর আত্মা]) কথম্ (কি প্রকারে) ময়া গ্রাহ্যঃ (আমা কর্তৃক গৃহীত হইবেন) ইতি চেৎ (যদি এই আশঙ্কা কর), [তবে বলি] মা এব গৃহ্যতাম্ (তুমি গ্রহণ করিও না)। সর্ব-গ্রহ-উপসংশান্তৌ (সকল গ্রহণের উপশম হইলে) স্বয়ম্ এব অবশিষ্যতে ([আত্মা] স্বরূপেই অবশিষ্ট থাকিবেন) ॥ ২৪॥

***বঙ্গানুবাদ* ঃ** যদি বল, আত্মা এইরূপে বাক্যবুদ্ধির অগোচর হইলে আমা কর্তৃক কি করিয়া গৃহীত বা গ্রহণীয় হইবেন? তবে বলি, তুমি গ্রহণ করিও না। সকল প্রকার গ্রহণের উপশম হইলে আত্মা স্বরূপেই অবশিষ্ট থাকিবেন ॥ ২৪॥

**ন তত্র মানাপেক্ষাস্তি স্বপ্রকাশস্বরূপতঃ ।**
**তাদৃগ্ ব্যুৎপত্ত্যপেক্ষা চেচ্ছ্রুতিং পঠ গুরোর্মুখাৎ ॥২৫॥**

**অন্বয় ঃ** তত্র (আত্মার অপরোক্ষ জ্ঞানের জন্য) মান-অপেক্ষা (প্রমাণের অপেক্ষা) ন অস্তি (নাই), স্বপ্রকাশস্বরূপতঃ (কারণ তিনি স্বপ্রকাশস্বরূপ)। তাদৃক্ (উক্তরূপ [জ্ঞানের সিদ্ধির জন্য তো]) ব্যুৎপত্তি-অপেক্ষা (প্রমাণের অপেক্ষা [আছে] চেৎ (যদি এরূপ বল), [তবে] গুরোঃ মুখাৎ (গুরুর মুখ হইতে) শ্রুতিম্ পঠ (শ্রুতি পাঠ কর) ॥ ২৫॥

***বঙ্গানুবাদ* ঃ** 'আত্মার অপরোক্ষ জ্ঞানের জন্য প্রমাণের অপেক্ষা নাই, কারণ আত্মা স্বপ্রকাশস্বরূপ'—এইরূপ জ্ঞানের জন্যও তো প্রমাণের অপেক্ষা আছে—যদি এইরূপ বল, তবে বলি—গুরুর মুখ হইতে শ্রুতির উপদেশ শ্রবণ কর ॥ ২৫॥

**যদি সর্বগ্রহত্যাগো[২]ঽশক্যস্তর্হি ধিয়ং ব্রজ ।**
**শরণং তদধীনোঽন্তর্বহির্বৈষোঽনুভূয়তাম্ ॥ ২৬॥**

**অন্বয় ঃ** যদি (যদি) সর্বগ্রহত্যাগঃ অশক্যঃ (সর্ববিষয় গ্রহণ পরিত্যাগে তুমি অসমর্থ হও) তর্হি (তাহা হইলে) ধিয়ম্ শরণম্ ব্রজ (বুদ্ধির শরণাগত হও, বুদ্ধিকে ধর) । তৎ-অধীনঃ (সেই বুদ্ধির অধীন) অন্তঃ বা বহিঃ (আন্তর অথবা বাহ্য বিষয়ের সাক্ষিরূপে) এষঃ (এই পরমাত্মাকে) অনুভূয়তাম্ (অনুভব কর) ॥ ২৬॥

---

১ 'গ্রাহ্যম্' এই পাঠান্তর

২ 'গৃহ' ইতি পাঠান্তর

*বঙ্গানুবাদ* ঃ যদি সর্ববিষয় গ্রহণ-পরিত্যাগে তুমি অসমর্থ হও, তবে বুদ্ধির শরণ লও। সেই বুদ্ধির (যেন) অধীন (করিয়া) বুদ্ধি পরিকল্পিত বাহ্য ও আন্তর বিষয়ের সাক্ষিরূপে এই পরমাত্মাকে অনুভব কর ॥২৬॥[১]

## ॥ ইতি নাটকদীপ-প্রকরণম্ সমাপ্তম্ ॥

॥ নাটকদীপ প্রকরণ সমাপ্ত হইল ॥

---

১ তুলনীয়—কেন উঃ ২/৪

# পঞ্চদশী

## একাদশ অধ্যায়

### ॥ ব্রহ্মানন্দে যোগানন্দ-প্রকরণ ॥

**ব্রহ্মানন্দং প্রবক্ষ্যামি জ্ঞাতে তস্মিন্নশেষতঃ ।**
**ঐহিকামুষ্মিকানর্থব্রাতং হিত্বা সুখায়তে ॥ ১ ॥**

*অন্বয়ঃ* ব্রহ্মানন্দম্ প্রবক্ষ্যামি (ব্রহ্মানন্দের কথা বলিব অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ প্রতি-পাদক গ্রন্থের রচনা করিব), তস্মিন্ জ্ঞাতে (সেই ব্রহ্মানন্দ অবগত হইলে), [লোকে] ঐহিক-আমুষ্মিক-অনর্থ-ব্রাতম্ (ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক অনর্থসকল) অশেষতঃ হিত্বা (সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া) সুখায়তে (সুখস্বরূপ [ব্রহ্ম] হইয়া যায়) ॥ ১ ॥

*বঙ্গানুবাদ* ঃ যে ব্রহ্মানন্দের জ্ঞান হইলে লোকে ঐহিক (দেহ-পুত্রাদিতে অহং-মমত্বাভিমানরূপ) এবং পারত্রিক অনর্থসকল সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া সুখস্বরূপ ব্রহ্ম হইয়া যায়—সেই ব্রহ্মানন্দপ্রতিপাদক গ্রন্থ আমি রচনা করিতেছি[১] ॥ ১ ॥

**ব্রহ্মবিৎ পরমাপ্নোতি শোকং তরতি চাত্মবিৎ ।**
**রসো ব্রহ্মরসং লব্ধ্বানন্দীভবতি নান্যথা ॥ ২ ॥**

*অন্বয়ঃ* ব্রহ্মবিৎ (ব্রহ্মজ্ঞ) পরম্ (পরম বা পরব্রহ্মকে) আপ্নোতি (লাভ করেন) চ (এবং) আত্মবিৎ (আত্মবিৎ) শোকম্ (শোককে) তরতি (অতিক্রম করিয়া যান)। রসঃ (আত্মা আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম); বসম্ ব্রহ্ম (সেই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে) লব্ধ্বা (প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ 'আমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ'—এই প্রকার জ্ঞানের দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া) আনন্দী ভবতি ([অপরিচ্ছিন্ন নিরতিশয়] সুখবান হন) অন্যথা ন (অন্যপ্রকার সাধনদ্বারা আনন্দী হইতে পারেন না) ॥ ২ ॥

*বঙ্গানুবাদ* ঃ "ব্রহ্মজ্ঞানী নিরতিশয় আনন্দরূপ ব্রহ্মকে লাভ করেন"[২] এবং "আত্মবিৎ সংসাররূপ শোককে অতিক্রম করিয়া যান"[৩]। আত্মা আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম। সেই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া (পুরুষ) নিরতিশয় সুখবান হন; অন্য প্রকার সাধনদ্বারা সুখী হইতে পারেন না ॥ ২ ॥

১ একাদশাদি শেষ অধ্যায়পঞ্চক, অনেকের মতে, পৃথক গ্রন্থ। এই গ্রন্থের নাম 'ব্রহ্মানন্দ'। তন্মধ্যে চিত্তৈকাগ্রতাদ্বারা যে আনন্দ লাভ হয়, তাহার কথা এই অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। (দ্রঃ ১১/১৩৪)।

২ দ্রষ্টব্য ঃ— তৈঃ উঃ ২/১/১, ২/৭/১

৩ ছাঃ উঃ ৭/১/৩

**প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে স্বস্মিন্ যদা স্যাদথ সোঽভয়ঃ ।**
**কুরুতেঽস্মিন্নন্তরং চেদথ তস্য ভয়ং ভবেৎ ॥৩॥**

***অন্বয় ঃ*** যদা (যখন), [মুমুক্ষু] স্বস্মিন্ (স্বরূপে) প্রতিষ্ঠাম্ বিন্দতে ('আমি হইতেছি ব্রহ্ম' এইপ্রকার সংশয়-বিপর্যয়-রহিত হইয়া যে স্থিতি, তাহা লাভ করেন), অথ (সেই কালে) সঃ (এই বিদ্বান) অভয়ঃ স্যাৎ (ভয়-রহিত হইয়া গান অর্থাৎ মোক্ষরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন)। চেৎ (আর যদি) অস্মিন্ (এই প্রত্যক্ অভিন্ন ব্রহ্মে), [ভেদদর্শী] অন্তরম্ কুরুতে (ভেদভাব অর্থাৎ দ্বৈতভাব করে) অথ (তাহা হইলে) তস্য (উক্ত ভেদদর্শীর) ভয়ম্ ভবেৎ (সংসার-নিমিত্তক দুঃখ হয়) ॥৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যখন মুমুক্ষু স্বরূপে অবস্থিতি লাভ করেন, সেই কালে তিনি ভয়-রহিত হইয়া যান। আর যদি কেহ এই প্রত্যক্—অভিন্ন ব্রহ্মে ভেদ দর্শন করে, তবে তাহার সংসার-নিমিত্তক দুঃখ বা ভয় হয় ॥৩॥[১]

***বিবৃতি ঃ*** পারমার্থিকত্বের নিরিখে তত্ত্বের বিচার করিলে দ্বৈতের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। তত্ত্ব দুই হইলে অর্থাৎ উপাস্য ও উপাসক যদি নিত্য হয় তবে, উভয়ের সসীমতাই পরস্পরের ভয়ের কাবণ হয়। সুতরাং দ্বৈতদর্শীর ভয়রহিত অবস্থা লাভ হয় না ।

**বায়ুঃ সূর্যো বহ্নিরিন্দ্রো মৃত্যুর্জন্মান্তরেঽন্তরম্ ।**
**কৃত্বা ধর্মং বিজানন্তোঽপ্যস্মাদ্ভীত্যা চরন্তি হি ॥৪॥**

***অন্বয় ঃ*** বায়ুঃ সূর্যঃ বহ্নিঃ ইন্দ্রঃ মৃত্যুঃ (বায়ু, সূর্য, অগ্নি, ইন্দ্র ও যম—[জগতের নিয়ামক এই পাঁচ দেবতা]) জন্মান্তরে (পূর্বজন্মে) ধর্মম্ বিজানন্তঃ অপি ([ইষ্টাপূর্তাদি-রূপ]) ধর্মের জ্ঞানপূর্বক অনুষ্ঠান করিয়াও) অন্তরম্ কৃত্বা (প্রত্যগাত্মা ও ব্রহ্মের ভেদ দেখিয়া) অস্মাৎ ভীত্যা (এই ব্রহ্মের ভয়ে) চরন্তি (স্ব-স্ব কর্মে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন) হি (ইহা শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ আছে) ॥৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বায়ু, সূর্য, অগ্নি, ইন্দ্র ও যম এই দেবতাগণ পূর্বজন্মে জ্ঞানপূর্বক ধর্মের অনুষ্ঠান করিয়াও, প্রত্যগাত্মা ও ব্রহ্মের ভেদজ্ঞানবশতঃ, এই ব্রহ্মের ভয়ে স্ব-স্ব কর্মে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন—ইহা শ্রুতিপ্রসিদ্ধ[২] ॥৪॥

**আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন ।**
**এতমেব তপেন্নৈষা চিন্তা কর্মাগ্নিসম্ভৃতা ॥৫॥**

***অন্বয় ঃ*** ব্রহ্মণঃ আনন্দম্ (ব্রহ্মের [স্বরূপভূত] আনন্দকে) বিদ্বান্ (অপরোক্ষ-

১ দ্রষ্টব্য—তৈঃ উঃ ২/৭/১; বৃঃ উঃ ১/৪/২; কঃ উঃ ২/১/১০-১১
২ কঠ উঃ ১/২/৩, তৈঃ উঃ ২/৮/১

রূপে যিনি জানিয়াছেন, সেই পুরুষ) কুতশ্চন (ইহলোক ও পরলোকের কোন কিছু হইতে) ন বিভেতি (ভয় পান না)। কর্ম-অগ্নি-সম্ভূতা (পুণ্য-পাপকর্মরূপ অগ্নি হইতে উৎপন্ন) এষা চিন্তা (এই চিন্তা অর্থাৎ 'আমি কেন পাপ করিলাম, পুণ্য করিলাম না'— এই প্রকার মানসিক সন্তাপরূপ চিন্তা) এতম্ এব (এই তত্ত্ববেত্তাকেই) ন তপেৎ (সন্তপ্ত করে না) ॥ ৫ ॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* যিনি ব্রহ্মের স্বরূপভূত আনন্দকে অপরোক্ষরূপে জানিয়াছেন তিনি ইহলোকের ও পরলোকের কোন কিছু হইতে ভয় পান না।[১] পাপ-পুণ্য কর্মরূপ অগ্নি হইতে উৎপন্ন সন্তাপরূপ পশ্চাৎ চিন্তা এই তত্ত্ববেত্তাকে কেবল সন্তপ্ত করে না ॥ ৫ ॥

**এবং বিদ্বান্ কর্মণী দ্বে হিত্বাত্মানং স্মরেৎ সদা ।**
**কৃতে চ কর্মণী স্বাত্মরূপেণৈবৈষ পশ্যতি ॥ ৬ ॥**

*অন্বয় ঃ* এবম্ বিদ্বান্ (এই যে পুরুষ, ব্যষ্টি ও সমষ্টির একত্ব শ্রুত্যুক্তপ্রকারে জানিয়া প্রবৃত্ত হন, তিনি) দ্বে কর্মণী (পাপ-পুণ্যরূপ দুই কর্মকে) হিত্বা (পরিত্যাগ করিয়া) আত্মানম্ ([ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন] প্রত্যগাত্মাকে) সদা স্মরেৎ (সর্বদা স্মরণ করেন)। চ (আর) এষঃ (উক্তরূপ বিদ্বান) কৃতে কর্মণী ([দেহেন্দ্রিয়াদির প্রবৃত্তি হইতে] উৎপন্ন পাপ-পুণ্যরূপ কর্মকে) স্বাত্মরূপেণ এব (স্বাত্মরূপেই) পশ্যতি (জানেন) ।। ৬ ।।

*বঙ্গানুবাদ ঃ* এইরূপ বিদ্বান একত্বজ্ঞানহেতু পাপ-পুণ্যরূপ দুই কর্মকে পরিত্যাগ করিয়া সর্বদা আত্মচিন্তা করেন। আর তিনি দেহেন্দ্রিয়াদির প্রবৃত্তি হইতে উৎপন্ন পাপ-পুণ্যরূপ কর্মদ্বয়কে আত্মার স্বরূপ করিয়াই[২] জানেন ॥ ৬ ॥

**ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ ।**
**ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥ ৭ ॥**

*অন্বয় ঃ* পর-অবরে (পর অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ, যে পরমাত্মা হইতে অবর অর্থাৎ নিকৃষ্ট) তস্মিন্ দৃষ্টে (সেই পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হইলে) অস্য (এই প্রকার ব্রহ্মবেত্তার) হৃদয়-গ্রন্থিঃ (বুদ্ধি ও চিদাত্মার অধ্যাসরূপ গ্রন্থি) ভিদ্যতে (বিনষ্ট হয়), সর্ব-সংশয়াঃ ছিদ্যন্তে (সকল সংশয় ছিন্ন হয়), চ (এবং) কর্মাণি ([পুণ্য-পাপরূপ] সকল [সঞ্চিত] কর্ম ) ক্ষীয়ন্তে (ক্ষয় প্রাপ্ত হয়) ॥ ৭ ॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* হিরণ্যগর্ভও যে পরমাত্মা হইতে নিকৃষ্ট, সেই পরমাত্মার

১ তৈঃ উঃ ২/৯/১

২ বৃঃ উঃ ২/৪/৪-৭

সাক্ষাৎকার হইলে এই ব্রহ্মবেত্তার হৃদয়গ্রন্থি বিনষ্ট হয়, সকল[১] সংশয়[২] ছিন্ন হয় এবং কর্মসমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ॥৭॥[৩]

**তমেব বিদ্বানত্যেতি মৃত্যুং পন্থা ন চেতরঃ ।**
**জ্ঞাত্বা দেবং পাশহানিঃ ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্ন জন্মভাক্ ॥৮॥**

***অন্বয় :*** তম্ (সেই পরমাত্মাকে) বিদ্বান্ এব (সাক্ষাৎকার করিয়াছেন যিনি, সেই ব্রহ্মবেত্তাই) মৃত্যুম্ অত্যেতি (মৃত্যুকে অর্থাৎ সংসারকে অতিক্রম করিয়া যায়), ইতরঃ চ (আর অন্য কোন অর্থাৎ কর্ম বা কর্ম-জ্ঞান সমুচ্চয়রূপ দ্বিতীয়) পন্থাঃ ন (পথ বা উপায় নাই)। দেবম্ (স্বযংপ্রকাশ প্রত্যগ্ভিন্ন ব্রহ্মকে) জ্ঞাত্বা (সাক্ষাৎকার করিয়া), [অবস্থিত পুরুষের] পাশহানিঃ (কাম-ক্রোধাদিরূপ সর্ববন্ধনের নাশ হইয়া যায়) ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈঃ (অবিদ্যা, রাগ প্রভৃতি ক্লেশ ক্ষীণ বা বিনষ্ট হইলে), [পুনর্জন্মেরহেতুরূপ কর্মের অভাববশতঃ] জন্মভাক্ ন ([ব্রহ্মবেত্তা] পুনর্জন্মের ভাগী হন না) ॥৮॥

***বঙ্গানুবাদ :*** সেই পরমাত্মজ্ঞানী ব্রহ্মবেত্তাই সংসার অতিক্রম করিয়া যায়, (জ্ঞান ভিন্ন) আর অন্য কোন (কর্ম বা কর্ম-জ্ঞান সমুচ্চয়রূপ, মুক্তির) উপায় নাই। স্বপ্রকাশ সেই ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ করিয়া (অপরোক্ষভাবে অনুভব করিয়া) অবস্থিত পুরুষের কামাদিরূপ সর্ব-বন্ধনের নাশ হইয়া যায়। আর অবিদ্যাদি ক্লেশ বিনষ্ট হইলে ব্রহ্মবেত্তা পুনর্জন্মের ভাগী হন না ॥৮॥[৪]

**দেবং মত্বা হর্ষশোকৌ জহাত্যত্রৈব ধৈর্যবান্ ।**
**নৈনং কৃতাকৃতে পুণ্যপাপে তাপয়তঃ ক্বচিৎ ॥৯॥**

***অন্বয় :*** ধৈর্যবান্ ([ব্রহ্মচর্যাদি সাধনসম্পন্ন] ধৈর্যবান পুরুষ বা অধিকারী) দেবম্ (সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে) মত্বা (সাক্ষাৎকার করিয়া) অত্র এব (এই জন্মেই, এই শরীরেই) হর্ষ-শোকৌ জহাতি (হর্ষ ও শোক—উভয়কে পরিত্যাগ করেন)। কৃত-অকৃতে (কৃত, অকৃত) পুণ্য-পাপে (পুণ্য বা পাপ) এনম্ (এই তত্ত্ববেত্তাকে) ক্বচিৎ (কখনও) ন তাপয়তঃ (সন্তপ্ত করে না) ॥৯॥

***বঙ্গানুবাদ :*** ধৈর্যবান অধিকারী সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মদেবকে সাক্ষাৎকার

১ সকল সংশয় অর্থাৎ আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন? অথবা অভিন্ন? দেহাদি হইতে ভিন্ন হইলে তিনি ভোক্তারূপ? অথবা অভোক্তারূপ? অকর্তা-অভোক্তা হইলে তিনি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন কি না? ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলে ঐ আত্মার জ্ঞান কর্মাদিসহিত মুক্তিব সাধন অথবা কেবল মুক্তির সাধন? ইত্যাদি সংশয়। পরবর্তী শ্লোকে জ্ঞানকর্ম বা কেবল কর্মদ্বারা মুক্তি হয় না বলা হইয়াছে ।

২ কেননা তত্ত্বতঃ সাক্ষাৎকৃত বস্তুতে সংশয় ও বিপর্যয় হইতে দেখা যায় না

৩ মুঃ উঃ ২/২/৯

৪ শ্বেতাশ্বতর উঃ ৩/৮, ৪/১৫, ৬/১৫, ১/১১

করিয়া এই শরীরেই হর্ষ ও শোক পরিত্যাগ করেন। কৃত-অকৃত, পুণ্য-পাপ এই তত্ত্ববেত্তাকে কখনও সন্তপ্ত[১] করে না ॥৯॥[২]

**ইত্যাদি শ্রুতয়ো বহ্ব্যঃ পুরাণৈঃ স্মৃতিভিঃ সহ ।**
**ব্রহ্মজ্ঞানেঽনর্থহানিমানন্দং চাপ্যঘোষয়ন্ ॥১০॥**

***অন্বয় ঃ*** ইত্যাদি (এই প্রকার) বহ্ব্যঃ (অনেক) শ্রুতয়ঃ (শ্রুতিবচন) পুরাণৈঃ (পুরাণবচন সকলের) স্মৃতিভিঃ (স্মৃতিবচন সকলের) সহ (সহিত মিলিয়া) ব্রহ্মজ্ঞানে (ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের ফলে) অনর্থ-হানিম্ (অনর্থনিবৃত্তি) চ (এবং) আনন্দম্ অপি (পরমানন্দ প্রাপ্তিকেও) অঘোষয়ন্ (ঘোষণা করিয়াছেন) ॥১০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এই প্রকার অনেক শ্রুতিবচন, স্মৃতি ও পুরাণবচনের সহিত মিলিয়া ব্রহ্মজ্ঞানে অনর্থনিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তির কথা ঘোষণা করিয়াছেন ॥১০॥

**আনন্দস্ত্রিবিধো ব্রহ্মানন্দো বিদ্যাসুখং তথা ।**
**বিষয়ানন্দ ইত্যাদৌ ব্রহ্মানন্দো বিবিচ্যতে ॥১১॥**

***অন্বয় ঃ*** ব্রহ্মানন্দঃ বিদ্যাসুখম্ (ব্রহ্মানন্দ, বিদ্যানন্দ) তথা (এবং) বিষয়ানন্দঃ ইতি (বিষয়ানন্দ এই ভেদে) আনন্দঃ (আনন্দ) ত্রিবিধঃ (তিন প্রকার)। ব্রহ্মানন্দঃ ([বিষয়ানন্দ ও বিদ্যানন্দ—এই দুই আনন্দের মূল বলিয়া] ব্রহ্মানন্দ) আদৌ (প্রথমে [তিনপ্রকরণে]) বিবিচ্যতে ([উক্ত দুই আনন্দ হইতে] পৃথক করিয়া দেখানো হইতেছে) ॥১১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** আনন্দ তিন প্রকার—ব্রহ্মানন্দ, বিদ্যানন্দ ও বিষয়ানন্দ। ব্রহ্মানন্দ অপর দুই প্রকার আনন্দের মূল বলিয়া প্রথম তিন প্রকরণে তাহার বিবেচনা করা হইতেছে ॥১১॥

**ভৃগুঃ পুত্রঃ পিতুঃ শ্রুত্বা বরুণাদ্ ব্রহ্মলক্ষণম্ ।**
**অন্নপ্রাণমনোবুদ্ধীস্ত্যক্ত্বানন্দং বিজজ্ঞিবান্ ॥১২॥**

***অন্বয় ঃ*** পুত্রঃ ভৃগুঃ (ভৃগু নামক পুত্র) পিতুঃ বরুণাৎ (পিতা বরুণ ঋষির নিকট হইতে) ব্রহ্ম-লক্ষণম্ (ব্রহ্মের লক্ষণ, [ব্রহ্ম জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের

১ বর্তমান শ্লোকোক্ত তাপের অর্থ চিত্তের একপ্রকার বিকার। কৃতপুণ্য হর্ষরূপ বিকার, অকৃত পুণ্য বিষাদরূপ বিকার, আবার কৃতপাপ বিষাদরূপ বিকার, অকৃত পাপ হর্ষরূপ বিকার, এই সকল বিকারের উৎপত্তির হেতু। তত্ত্ববেত্তা স্বরূপতঃ অবিক্রিয় ব্রহ্মরূপতাবশতঃ আপনাকে জানেন বলিয়া, তাঁহার উপরোক্ত কোন প্রকার বিকার হয় না।

২ কঠ উঃ ১/২/১২, বৃহঃ উঃ ৪/৪/২২

কারণ—এই প্রকার লক্ষণ]) শ্রুত্বা (শুনিয়া) অন্ন-প্রাণ-মনো-বুদ্ধীঃ (অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোশকে) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ এই চার কোশে সেই ব্রহ্মলক্ষণ অসম্ভব, সুতরাং ইহারা ব্রহ্ম নহে, এই নিশ্চয় করিয়া) আনন্দম্ ([আনন্দময় কোশমধ্যস্থ বিম্বরূপ] আনন্দকে) বিজজ্ঞিবান্ ([ব্রহ্মলক্ষণ যোজনাদ্বারা ব্রহ্ম বলিয়া] বুঝিয়াছিলেন) ॥ ১২॥

***বঙ্গানুবাদ*** ঃ পুত্র ভৃগু পিতা বরুণের নিকটে ব্রহ্মলক্ষণ শ্রবণ করিয়া, অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময়—এই চারি কোশের (ব্রহ্মত্ব সম্ভব নহে বুঝিয়া) পরিত্যাগপূর্বক আনন্দময় কোশমধ্যস্থ বিম্বরূপ আনন্দকে ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিয়াছিলেন ॥ ১২॥[১]

**আনন্দাদেব ভূতানি জায়ন্তে তেন জীবনম্ ।**
**তেষাং লয়শ্চ তত্রাতো ব্রহ্মানন্দো ন সংশয়ঃ ॥ ১৩॥**

***অন্বয়*** ঃ আনন্দাৎ এব (প্রাণি-[দেহ]-ধর্মরূপনিমিত্তবিশিষ্ট আনন্দ হইতেই) ভূতানি জায়ন্তে (সকল প্রাণী উৎপন্ন হয়) তেন ([উৎপন্ন প্রাণিগণের বিষয়ভোগাদি নিমিত্তক] উক্ত আনন্দ দ্বারা) জীবনম্ ([তাহাদের] জীবন চলিতে থাকে) তেষাম্ (উক্ত প্রাণিগণের) লয়ঃ চ (লয়ও) তত্র (সুষুপ্তিকালীন স্বরূপভূত আনন্দে)। অতঃ (এইহেতু অর্থাৎ ব্রহ্মলক্ষণ প্রযোজ্য হওয়াতে) আনন্দঃ ব্রহ্ম (আনন্দ ব্রহ্মস্বরূপ) ন সংশয়ঃ (ইহাতে সংশয় নাই) ॥ ১৩॥

***বঙ্গানুবাদ*** ঃ প্রাণিদেহধর্মরূপ নিমিত্ত-বিশিষ্ট আনন্দ হইতেই সকল প্রাণী উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন প্রাণিগণের বিষয়ভোগাদি নিমিত্তক উক্ত আনন্দ দ্বারা তাহাদের জীবন চলিতে থাকে, তাহাদের লয়ও সুষুপ্তিকালীন স্বরূপভূত আনন্দে। এই কারণে আনন্দ যে ব্রহ্মস্বরূপ ইহাতে সন্দেহ বা সংশয় নাই ॥ ১৩॥[২]

**ভূতোৎপত্তেঃ পুরা ভূমা ত্রিপুটীদ্বৈতবর্জনাৎ ।**
**জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়রূপা ত্রিপুটী প্রলয়ে হি নো ॥ ১৪॥**

***অন্বয়*** ঃ ভূতোৎপত্তেঃ পুরা ([আকাশাদি] পঞ্চভূতের [এবং উহাদের কার্য জরায়ুজাদি শরীরসমূহের] উৎপত্তির পূর্বে) ত্রিপুটী-দ্বৈত-বর্জনাৎ (জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয়, এই ত্রিপুটীরূপ দ্বৈতের অভাবহেতু) ভূমা (দেশকাল ও বস্তুপরিচ্ছেদরহিত পরমাত্মা), (ছিলেন)। হি (যেহেতু, প্রসিদ্ধি আছে যে) জ্ঞাতৃ-জ্ঞান-জ্ঞেয়রূপা ত্রিপুটী (অন্তঃকরণরূপ জ্ঞাতা, বৃত্তিরূপ জ্ঞান, ঘটাদি-বিষয়রূপ জ্ঞেয়—এই ত্রিপুটী) প্রলয়ে নো (প্রলয়কালে থাকে না) ॥ ১৪॥

১ দ্রষ্টব্য ঃ তৈঃ উঃ ৩

২ দ্রষ্টব্য ঃ তৈঃ উঃ ২/৭/১, ৩/৬/১

***বঙ্গানুবাদ*** **ঃ** ভূতোৎপত্তির পূর্বে ত্রিপুটীরূপ দ্বৈতের অভাবহেতু পরিচ্ছেদরহিত একমাত্র পরমাত্মা ছিলেন। কারণ প্রলয়কালে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতারূপ ত্রিপুটী[১] অর্থাৎ দ্বৈত থাকে না ॥ ১৪ ॥

**বিজ্ঞানময় উৎপন্নো জ্ঞাতা জ্ঞানং মনোময়ঃ ।**
**জ্ঞেয়াঃ শব্দাদয়ো নৈতৎ ত্রয়মুৎপত্তিতঃ পুরা ॥ ১৫ ॥**

***অন্বয়*** **ঃ** উৎপন্নঃ ([পরমাত্মা হইতে] উৎপন্ন) বিজ্ঞানময়ঃ ([বুদ্ধি-উপাধিযুক্ত জীবরূপ যে] বিজ্ঞানময় কোশ, [তাহা]) জ্ঞাতা (জ্ঞাতা), মনোময়ঃ (মনে প্রতিবিম্বিত, মনোময় শব্দবাচ্য চৈতন্য) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) শব্দাদয়ঃ (শব্দ, স্পর্শাদি বিষয়) জ্ঞেয়াঃ (জ্ঞেয় বা বেদ্য)। এতৎ-ত্রয়ম্ (এই জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়---তিনটি) [কার্য বলিয়া] উৎপত্তিতঃ পুরা (উৎপত্তির পূর্বে) ন (নাই অর্থাৎ কারণরূপ পরমাত্মা হইতে ভিন্ন নহে) ॥ ১৫ ॥

***বঙ্গানুবাদ*** **ঃ** পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন বিজ্ঞানময় কোশ জ্ঞাতা, মনোময় জ্ঞান এবং শব্দাদি বিষয়সকল জ্ঞেয়। পরমাত্মার কার্য বলিয়া এই তিনটি উৎপত্তির পূর্বে স্বতন্ত্র অস্তিত্বসম্পন্ন নহে অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে ভিন্ন নহে ॥ ১৫ ॥

**ত্রয়াভাবে তু নির্দ্বৈতঃ পূর্ণ এবানুভূয়তে ।**
**সমাধিসুপ্তিমূর্চ্ছাসু পূর্ণঃ সৃষ্টেঃ পুরা তথা ॥ ১৬ ॥**

***অন্বয়*** **ঃ** ত্রয়াভাবে (এই তিনটির অভাবে) তু (তো) নির্দ্বৈতঃ (দ্বৈতরহিত) পূর্ণঃ এব (সর্বব্যাপী পরমাত্মাই) অনুভূয়তে (অনুভূত হন)। সমাধি-সুপ্তি-মূর্চ্ছাসু (সমাধি, সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছাতে) তথা (সেইরূপ) সৃষ্টেঃ পুরা (সৃষ্টির অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে) পূর্ণঃ ([দ্বৈতাভাবে আত্মা] পূর্ণ) ॥ ১৬ ॥

***বঙ্গানুবাদ*** **ঃ** পূর্বোক্ত ত্রিপুটির অভাবে তো দ্বৈতরহিত সর্বব্যাপী পরমাত্মাই অনুভূত হন। সমাধি[২], সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছাতে[৩] সেইরূপ; সৃষ্টির পূর্বেও [সুতরাং] আত্মা পূর্ণ ॥ ১৬ ॥[৪]

---

১ ত্রিপুটী—তিন পুটের বা আকারের বা জাতির সমাহার

২ বিদ্বৎ-অনুভব প্রদর্শনের নিমিত্ত সমাধির গ্রহণ, এবং

৩ সর্বানুভব প্রদর্শনের নিমিত্ত মূর্চ্ছা ও সুষুপ্তির গ্রহণ হইয়াছে। সুপ্ত্যাদি হইতে ব্যুত্থিত পুরুষের সেই কালে দ্বৈতের অননুভবের স্মরণ হয়। এই স্মরণ অদ্বৈতরূপ অনুভব কর্তা বিনা সম্ভব নহে।

৪ দ্রষ্টব্য ঃ প্রশ্ন উঃ ৪/১-২, বৃহঃ উঃ ১/২/২৩-৩২, কঠ উঃ ২/২/৮

**যো ভূমা স[১] সুখং নাল্পে সুখং ত্রেধা বিভেদিনি।**
**সনৎকুমারঃ প্রাহৈবং নারদায়াতিশোকিনে ॥১৭॥**

***অন্বয় ঃ*** যঃ ভূমা (যাহা পূর্বোক্ত অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মা) সঃ সুখম্ (তাহা সুখ), ত্রেধা বিভেদিনি (জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়—এই তিন ভেদযুক্ত) অল্পে (পরিচ্ছিন্ন বস্তুতে) সুখম্ ন (সুখ নাই) সনৎকুমারঃ (সনৎকুমার) এবম্ (এই প্রকার) অতি-শোকিনে (অতিশয় শোকাকুল) নারদায় (নারদকে) প্রাহ (উপদেশ করিয়াছিলেন)॥ ১৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** "যাহা ভূমা তাহা সুখ, জ্ঞাতাদি ভেদত্রয়যুক্ত পরিচ্ছিন্ন বস্তুতে সুখ নাই"—সনৎকুমার অতিশয় শোকাকুল নারদকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন॥ ১৭॥ (ছাঃ উঃ ৭/১/৩, ৭/২৩/১)

**সপুরাণান্ পঞ্চবেদাঞ্ছাস্ত্রাণি বিবিধানি চ।**
**জ্ঞাত্বাপ্যনাত্মবিত্ত্বেন নারদোঽতি শুশোচ হ ॥১৮॥**

***অন্বয় ঃ*** নারদঃ (নারদ) সপুরাণান্ (পুরাণসমূহ সহ) পঞ্চবেদান্ (পঞ্চবেদ) চ (এবং) বিবিধানি শাস্ত্রাণি (নানাবিধ শাস্ত্র) জ্ঞাত্বা অপি (জানিয়াও) অনাত্মবিত্ত্বেন (আত্মজ্ঞান রহিত হইবার ফলে) অতি শুশোচ (অতিশয় শোকাকুল হইয়াছিলেন) হ (বেদে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে) ॥১৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** নারদ, পুরাণসহ চারিবেদ অর্থাৎ পঞ্চবেদ এবং অনেক প্রকার শাস্ত্র জানিয়াও (কেবলমাত্র শাস্ত্রবিৎ হইয়াছিলেন কিন্তু) আত্মজ্ঞান রহিত হইবার ফলে অতিশয় শোকাকুল হইয়াছিলেন—বেদে (ছাঃ উঃ ৭/১/২) এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে ॥১৮॥

**বেদাভ্যাসাৎ পুরা তাপত্রয়মাত্রেণ শোকিতা।**
**পশ্চাত্ত্বভ্যাসবিস্মারভঙ্গগর্বৈশ্চ শোকিতা ॥১৯॥**

***অন্বয় ঃ*** বেদ-অভ্যাসাৎ পুরা (বেদ পাঠের পূর্বে) তাপ-ত্রয়-মাত্রেণ (কেবলমাত্র তিন—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, তাপের দ্বারা) শোকিতা [আসীৎ] (শোকসন্তপ্ত ছিলেন), পশ্চাৎ তু (আর বেদাধ্যয়নের পরে) অভ্যাস-বিস্মার-ভঙ্গ-গর্বৈঃ চ (পঠিত বিষয়ের আবৃত্তি, পঠিত বিষয়ের বিস্মরণ, অধিকতর শাস্ত্রাধ্যায়ীর নিকট পরাজয় বা তিরস্কার এবং স্বল্পতর শাস্ত্রাধ্যায়ীর নিকট জয় হইতে উৎপন্ন অবিদ্যা প্রকাশের দ্বারাও) শোকিতা (শোকসন্তপ্ত হইয়াছিলেন) ॥ ১৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বেদাধ্যয়নের পূর্বে [নারদ] কেবলমাত্র তিন প্রকার তাপের দ্বারা শোকসন্তপ্ত ছিলেন; আর বেদাধ্যয়নের পরে অভ্যাস, বিস্মরণ, পরাজয় ও জয়—এইসব কারণেও শোকসন্তপ্ত হইয়াছিলেন ॥১৯॥

---
১ 'তৎ' এই পাঠান্তর

**সোঽহং বিদ্বন্ প্রশোচামি শোকপারং নয়াত্র মাম্ ।**
**ইত্যুক্তঃ সুখমেবাস্য পারমিত্যভ্যধাদৃষিঃ ॥২০॥**

***অন্বয় ঃ*** বিদ্বন্ (হে বিদ্বান্, হে সনৎকুমার) সঃ অহম্ (সেই[সর্বশাস্ত্রবিদ্] আমি) প্রশোচামি (অত্যন্ত শোকানুভব করিতেছি), মাম্ (আমাকে) অত্র (এখানে, এখনই) শোকপারম্ (শোকের পরপারে) নয় (লইয়া চলুন) ইতি উক্তঃ (এইপ্রকার নারদ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া) ঋষি (সনৎকুমার) সুখম্ এব (সুখস্বরূপ ব্রহ্মই [জ্ঞানের বিষয় হইয়া]) অস্য (এই শোকের) পারম্ (পরপার অর্থাৎ নিবৃত্তির উপায়) ইতি (এই প্রকার) অভ্যধাৎ (উপদেশ করিয়াছিলেন) ॥ ২০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** "হে বিদ্বান্, সর্বশাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও আমি অতিশয় শোকানুভব করিতেছি, আমাকে এখনই শোকের পারে লইয়া চলুন"—এইরূপে নারদকর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া সনৎকুমার "জ্ঞায়মান সুখস্বরূপ ব্রহ্মই শোকনিবৃত্তির উপায়"—এই উপদেশ করিয়াছিলেন ॥২০॥[১]

**সুখং বৈষয়িকং শোকসহস্রেণাবৃতত্বতঃ ।**
**দুঃখমেবেতি মত্বাহ নাল্পেঽস্তি সুখমিত্যসৌ ॥২১॥**

***অন্বয় ঃ*** বৈষয়িকম্ সুখম্ (স্রগাদিজনিত সুখ) শোক-সহস্রেণ আবৃতত্বতঃ (সহস্র দুঃখদ্বারা আবৃত বলিয়া) দুঃখম্ এব (দুঃখই) ইতি মত্বা (ইহা মনে করিয়া) অসৌ (সনৎকুমার) অল্পে (পরিচ্ছিন্ন বিষয়ে) সুখম্ (সুখ) ন অস্তি (নাই) ইতি আহ (এই কথা বলিয়াছিলেন) ॥ ২১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** স্রগাদিজনিত সুখ সহস্র দুঃখদ্বারা আবৃত বলিয়া দুঃখ-রূপই—এই অভিপ্রায়ে সনৎকুমার "পরিচ্ছিন্ন বিষয়ে সুখ নাই" এই কথা বলিয়াছিলেন ॥২১॥

**ননু দ্বৈতে সুখং মা ভূদদ্বৈতেঽপ্যস্তি নো সুখম্ ।**
**অস্তি চেদুপলভ্যেত তথা চ ত্রিপুটী ভবেৎ ॥২২॥**

***অন্বয় ঃ*** (আশঙ্কা)ঃ ননু (আচ্ছা) দ্বৈতে (দ্বৈতে) সুখম্ (সুখ) মা ভূৎ (না থাকুক); অদ্বৈতে অপি (অদ্বৈতেও) সুখম্ নো অস্তি (সুখ নাই); অস্তি চেৎ (যদি সুখ থাকিত) উপলভ্যেত (তবে উপলব্ধি হইত); তথা চ (আর তাহা হইলে) ত্রিপুটী ভবেৎ (ত্রিপুটী অর্থাৎ জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় আসিয়া পড়ে) ॥ ২২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (আশঙ্কা)ঃ আচ্ছা, মানিলাম যে দ্বৈতে সুখ নাই, না থাকুক, অদ্বৈতেও তো সুখ-নাই; যদি সুখ থাকিত তবে তাহার অনুভব হইত, আর তাহা হইলে (অদ্বৈতে) ত্রিপুটী মানিতে হয় ॥২২॥

---
১ ছাঃ উঃ ৭/১/২৬

**মাস্ত্বদ্বৈতে সুখং কিন্তু সুখমদ্বৈতমেব হি ।**
**কিং মানমিতি চেন্নাস্তি মানাকাঙ্ক্ষা স্বয়ংপ্রভে ॥ ২৩॥**

*অন্বয়* ঃ অদ্বৈতে (অদ্বৈতরূপ ব্রহ্মে) সুখম্ (সুখ) মা অস্তু (নাই থাকুক), কিন্তু (কিন্তু), হি (যে কারণে) অদ্বৈতম্ এব (অদ্বৈতই) সুখম্ (সুখস্বরূপ), [অতএব তাহা সুখের আশ্রয় নহে]। চেৎ (যদি বল) কিম্ মানম্ ইতি (তাহাতে প্রমাণ কি)? (উত্তর) ঃ স্বয়ংপ্রভে (স্বয়ংপ্রকাশ অদ্বৈতে) মানাকাঙ্ক্ষা (প্রমাণের অপেক্ষা) ন অস্তি (নাই)॥ ২৩॥

*বঙ্গানুবাদ* ঃ (সিদ্ধান্ত) অদ্বৈতরূপ ব্রহ্মে সুখ নাই থাকুক, কিন্তু অদ্বৈতই যে সুখস্বরূপ (অতএব তাহা সুখের আশ্রয় নহে)। যদি বল, এ বিষয়ে প্রমাণ কি? (উত্তর) স্বয়ংপ্রকাশ অদ্বৈতে প্রমাণের অপেক্ষা নাই ॥ ২৩ ॥

**স্বপ্রভত্বে ভবদ্বাক্যং মানং যস্মাদ্ভবানিদম্ ।**
**অদ্বৈতমভ্যুপেত্যাস্মিন্ সুখং নাস্তীতি ভাষতে ॥ ২৪ ॥**

*অন্বয়* ঃ স্বপ্রভত্বে (অদ্বৈতরূপ ব্রহ্ম যে স্বয়ংপ্রকাশ, তাহাতে) ভবৎ-বাক্যম্ (আপনার বাক্য) মানম্ (প্রমাণ), যস্মাৎ (কেননা) ভবান্ (আপনি) ইদম্ অদ্বৈতম্ (এই অদ্বৈতকে) অভ্যুপেত্য ([প্রমাণাপেক্ষা বিনা] স্বীকার করিয়া) অস্মিন্ (এই অদ্বৈতে) সুখম্ ন অস্তি (সুখ নাই) ইতি ভাষতে (এইরূপ আক্ষেপ করিতেছেন) ॥ ২৪ ॥

*বঙ্গানুবাদ* ঃ অদ্বৈতরূপ ব্রহ্ম যে স্বয়ংপ্রকাশ তাহাতে আপনার বাক্য প্রমাণ[১]; কেননা আপনি এই অদ্বৈতকে প্রমাণ বিনা স্বীকার করিয়া "এই অদ্বৈতে সুখ নাই" এইরূপ আক্ষেপ করিতেছেন ॥ ২৪ ॥

**নাভ্যুপৈম্যহমদ্বৈতং ত্বদ্বচোঽনূদ্য দূষণম্ ।**
**বচ্মীতি চেত্তদা ব্রূহি কিমাসীদ্দ্বৈততঃ পুরা ॥ ২৫ ॥**

*অন্বয়* ঃ অহম্ (আমি, পূর্বপক্ষী) অদ্বৈতম্ (অদ্বৈতকে) ন অভ্যুপৈমি (অঙ্গীকার করিতেছি না), ত্বৎ-বচঃ (আপনা কর্তৃক উক্ত [অদ্বৈতের]) অনূদ্য (অনুবাদ করিয়া) দূষণম্ বচ্মি (দোষ দেখাইতেছি) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বল), তদা (তবে) দ্বৈততঃ পুরা (দ্বৈতের পূর্বে) কিম্ আসীৎ (কি ছিল) ব্রূহি (বল) ॥ ২৫ ॥

*বঙ্গানুবাদ* ঃ যদি বল, আমি (পূর্বপক্ষী) অদ্বৈতকে অঙ্গীকার করিতেছি না; (কেবল) আপনা কর্তৃক উক্ত অদ্বৈতের অনুবাদ করিয়া তাহাতে দোষ দেখাইতেছি। (সিদ্ধান্তী) ঃ তবে দ্বৈতের পূর্বে কি ছিল? বল ॥ ২৫ ॥

---

১ 'অদ্বৈতে সুখ নাই' বলিয়া আপনি অদ্বৈতকে মানিয়া লইয়া সুখের অস্তিত্ব বিষয়েই কেবল শঙ্কা উঠাইতেছেন।

**কিমদ্বৈতমুত দ্বৈতমন্যো বা কোটিরন্তিমঃ ।**
**অপ্রসিদ্ধো ন দ্বিতীয়োঽনুৎপত্তেঃ শিষ্যতেঽগ্রিমঃ ॥২৬॥**

***অন্বয় ঃ*** কিম্ অদ্বৈতম্ ([দ্বৈত সৃষ্টির পূর্বে] কি অদ্বৈত [ছিল])? উত দ্বৈতম্ (অথবা দ্বৈত)? বা অন্যঃ কোটিঃ (অথবা [অদ্বৈত ও দ্বৈত হইতে বিলক্ষণ] তৃতীয় কোন কিছু [ছিল])? অন্তিমঃ অপ্রসিদ্ধঃ (তৃতীয় পক্ষ [তো লোকে দেখা যায় না বলিয়া] সম্ভব নহে), দ্বিতীয়ঃ ন অনুৎপত্তেঃ (দ্বিতীয় পক্ষ হইতে পারে না [কারণ দ্বৈতের উৎপত্তি তখনও হয় নাই]), অগ্রিমঃ শিষ্যতে ([অতএব] পরিশেষে প্রথম পক্ষ সিদ্ধ হয়) ॥২৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** দ্বৈত সৃষ্টির পূর্বে কি অদ্বৈত ছিল? অথবা দ্বৈত ছিল? অথবা দ্বৈতাদ্বৈত-বিলক্ষণ কোন তৃতীয় কিছু ছিল? শেষ বা তৃতীয় পক্ষ তো লোকে দেখা যায় না, তাই তাহা অসিদ্ধ; দ্বিতীয় পক্ষ সম্ভব নহে কারণ তখন দ্বৈতের উৎপত্তি হয় নাই; অতএব পরিশেষে প্রথম পক্ষ সিদ্ধ হয় ॥২৬॥

**অদ্বৈতসিদ্ধির্যুক্ত্যৈব নানুভূত্যেতি চেদ্বদ ।**
**নির্দৃষ্টান্তা সদৃষ্টান্তা বা কোট্যন্তরমত্র নো ॥২৭॥**

***অন্বয় ঃ*** অদ্বৈত-সিদ্ধিঃ ([আপনার] অদ্বৈতসিদ্ধি) যুক্ত্যা এব (যুক্তি দ্বারাই), অনুভূত্যা ন (অনুভূতির দ্বারা নহে) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বল), [তবে এই যুক্তি] নির্দৃষ্টান্তা (দৃষ্টান্তরহিত) বা সদৃষ্টান্তা (অথবা দৃষ্টান্ত সহিত) বদ (তাহা বল)। অত্র (ইহাতে) কোট্যন্তরম্ (অন্য বিকল্প) নো (সম্ভব নহে) ॥২৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (আশঙ্কা)ঃ আপনি যুক্তি দ্বারাই অদ্বৈত সিদ্ধ করিলেন, কিন্তু অনুভবদ্বারা নহে। (সিদ্ধান্তী)ঃ এই যুক্তি দৃষ্টান্তরহিত না দৃষ্টান্তসহিত তাহা বল। ইহাতে অন্য বিকল্প (তৃতীয় পক্ষ) সম্ভব নহে ॥২৭॥

**নানুভূতির্ন দৃষ্টান্ত ইতি যুক্তিস্তু শোভতে ।**
**সদৃষ্টান্তত্বপক্ষে তু দৃষ্টান্তং বদ মে মতম্ ॥২৮॥**

***অন্বয় ঃ*** অনুভূতিঃ ন (অনুভব নাই) দৃষ্টান্তঃ ন (দৃষ্টান্তও নাই) ইতি যুক্তিঃ (এই প্রকার যুক্তি) তু শোভতে (কেমন শোভা পায়)। সদৃষ্টান্তত্ব-পক্ষে তু (যদি আমার যুক্তি দৃষ্টান্তযুক্ত হয় তবে) মে মতম্ (আমার মতের অনুকূল বা মত-সম্মত) দৃষ্টান্তম্ বদ (দৃষ্টান্ত দেখাও) ॥২৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (যুক্তি যদি দৃষ্টান্তরহিত বল তবে) অনুভব নাই, দৃষ্টান্তও নাই, এরূপ যুক্তি কেমন শোভা পায়[১]। আর যদি আমার যুক্তি দৃষ্টান্তযুক্ত হয়, তবে আমার মত-সম্মত দৃষ্টান্ত দেখাও ॥২৮॥

---

১ অভিপ্রায় এই যে অনুভব অস্বীকার করিলে ভাল, আবার দৃষ্টান্তও যদি অস্বীকার কর, তবে যুক্তি কিছুই সিদ্ধ করিতে পারিল না। তাহা হইলে যুক্তিই টিকিতে পারে না।

**অদ্বৈতঃ প্রলয়ো দ্বৈতানুপলম্ভেন সুপ্তিবৎ ।**
**ইতি চেৎ সুপ্তিরদ্বৈতেত্যত্র[১] দৃষ্টান্তমীরয় ॥২৯॥**

**অন্বয় ঃ** প্রলয়ঃ (প্রলয় অবস্থা) অদ্বৈতঃ (দ্বৈতরহিত) দ্বৈত-অনুপলম্ভেন (কারণ তাহাতে দ্বৈতের অনুভব হয় না) সুপ্তিবৎ (যথা সুষুপ্তি) ইতি চেৎ (যদি এই প্রকার বল), [তবে] সুপ্তিঃ (সুষুপ্তি) অদ্বৈতা (অদ্বৈতরূপ) ইতি (ইহা তো বলিলে) অত্র (সুষুপ্তি যে দ্বৈতরহিত তাহাতে) দৃষ্টান্তম্ ঈরয় (উদাহরণ দাও) ॥২৯॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* (পূর্বপক্ষী)ঃ প্রলয় অবস্থা দ্বৈতরহিত (প্রতিজ্ঞা), কারণ তাহাতে দ্বৈতের অনুভব হয় না (হেতু), যথা সুষুপ্তি (উদাহরণ)—যদি এইরূপ বলি? (সিদ্ধান্তী)ঃ (তোমার নিজের) সুষুপ্তি অদ্বৈতরূপ তাহা তো বলিলে [কিন্তু তুমি নিজের সুষুপ্তির অনুভূতির কথা বলিতে পার না, যেহেতু তুমি অদ্বৈতানুভব অস্বীকার করিয়াছ! নিজের সুষুপ্তি অন্যের অপ্রত্যক্ষ বলিয়া তাহা অসিদ্ধ।] কিন্তু সুষুপ্তি যে দ্বৈতরহিত তাহার উদাহরণ দাও [অর্থাৎ নিজের সুষুপ্তির সিদ্ধির জন্য অন্য বাহিরের দৃষ্টান্ত দাও] ॥২৯॥

**দৃষ্টান্তঃ পরসুপ্তিশ্চেদহো তে কৌশলং মহৎ ।**
**যঃ স্বসুপ্তিং ন বেত্ত্যস্য পরসুপ্তৌ তু কা কথা ॥৩০॥**

**অন্বয় ঃ** পর-সুপ্তিঃ দৃষ্টান্তঃ (অন্যের সুষুপ্তি দৃষ্টান্ত) চেৎ (যদি ইহা বল) [তো] অহো (আহা) তে কৌশলম্ (তোমার চাতুর্য) মহৎ (কি চমৎকার)! যঃ (যে তুমি পূর্বপক্ষী) স্বসুপ্তিম্ ন বেত্তি (নিজের সুষুপ্তিকে অনুভব করিতে পার না) অস্য (সেই তোমার) পর-সুপ্তৌ (অন্যের সুষুপ্তিতে অর্থাৎ অন্যের সুষুপ্তিকে যে তুমি অনুভব করিতে পারিবে না) তু কা কথা (তাহাতে আর বলিবার কি আছে) ? ॥ ৩০॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* আর যদি বল অন্যের সুষুপ্তি স্বীয় সুষুপ্তি বিষয়ে দৃষ্টান্ত হইবে, তবে (বলিতে হয়) আহা তোমার কি চমৎকার যুক্তি-কুশলতা! যে-তুমি নিজের সুষুপ্তিকে অনুভব করিতে পার না, সেই তুমি অন্যের সুষুপ্তিকে যে অনুভব করিতে পারিবে না, তাহাতে আর বলিবার কি আছে ? ॥ ৩০॥

**নিশ্চেষ্টত্বাৎ পরঃ সুপ্তো যথাহমিতি চেত্তদা।**
**উদাহর্তুঃ সুষুপ্তেস্তে স্বপ্রভত্বং বলাদ্ভবেৎ ॥৩১॥**

**অন্বয় ঃ** পরঃ সুপ্তঃ (অন্যে সুষুপ্তিমান) নিশ্চেষ্টত্বাৎ (কারণ সে নিশ্চেষ্ট) যথা অহম্ (যেমন আমি) ইতি চেৎ (যদি এই প্রকার অনুমান হইতে পারে বল) তদা (তবে) উদাহর্তুঃ (উদাহরণদাতা) তে (তোমার) সুষুপ্তেঃ (সুষুপ্তির) স্বপ্রভত্বম্ (স্বপ্রকাশতা)

---

১ 'সুপ্তিরদ্বৈতে তত্র' এই পাঠান্তর ।

বলাৎ (বলের দ্বারা অর্থাৎ তোমার নিজের সুষুপ্তিকে উদাহরণরূপে বলার সামর্থ্য দ্বারা) ভবেৎ (সিদ্ধ হয়) ॥৩১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (পূর্বপক্ষী) ঃ যদি এইরূপ অনুমান হইতে পারে বল যে অন্যে সুষুপ্তিমান (প্রতিজ্ঞা), কারণ সে নিশ্চেষ্ট (হেতু), যেমন আমি (উদাহরণ), (সিদ্ধান্তী) ঃ তবে বলি—উদাহরণদাতা তোমার সুষুপ্তির স্বপ্রকাশতা তোমার উদাহরণ সামর্থ্যে সিদ্ধ হয় ॥৩১॥

**নেন্দ্রিয়াণি ন দৃষ্টান্তস্তথাপ্যঙ্গীকরোষি তাম্ ।**
**ইদমেব স্বপ্রভত্বম্ যদ্ভানং সাধনৈর্বিনা ॥৩২॥**

***অন্বয় ঃ*** ইন্দ্রিয়াণি ন ([সুষুপ্তির বোধক] ইন্দ্রিয়সকল নাই), দৃষ্টান্তঃ ন ([পূর্বোক্ত প্রকার পরস্পরের অনুভব অনুমোদিত সুষুপ্তির] দৃষ্টান্ত নাই) তথাপি (তবুও) তাম্ (সেই সুষুপ্তিকে) অঙ্গীকরোষি ([যে স্থলে] স্বীকার করিতেছ), [সে স্থলে], সাধনৈঃ বিনা ([বোধক বা প্রকাশক] কোন সাধন বিনা) যৎ ভানম্ (যে স্ফুরণ, প্রকাশ, জ্ঞান) ইদম্ এব (ইহাই) স্বপ্রভত্বম্ (সুষুপ্তির স্বপ্রকাশতা) ॥৩২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যেখানে সুষুপ্তির বোধক ইন্দ্রিয়সকল নাই, পূর্বোক্ত প্রকার পরস্পরের অনুভব-অনুমোদিত সুষুপ্তির দৃষ্টান্ত নাই (এইভাবে জ্ঞানের কোন প্রকার সাধন বা উপায় নাই) তথাপি সুষুপ্তিকে স্বীকার করিতেছ, সেখানে প্রকাশক কোন সাধন বিনা (প্রকাশের এই প্রকার) যে স্ফুরণ, তাহাই সুষুপ্তির স্বপ্রকাশতা ॥৩২॥

**স্তামদ্বৈতস্বপ্রভত্বে বদ সুপ্তৌ সুখং কথম্ ।**
**শৃণু দুঃখং তদা নাস্তি ততস্তে শিষ্যতে সুখম্ ॥৩৩॥**

***অন্বয় ঃ*** সুপ্তৌ (সুষুপ্তিতে) অদ্বৈত-স্বপ্রভত্বে (অদ্বৈতরূপতা ও স্বপ্রভত্ব) স্তাম্ (থাকুক), [কিন্তু] সুখম্ (সুখরূপতা) কথম্ বদ (কি প্রকারে সিদ্ধ হয় বলুন)। শৃণু (শুন) তদা (সুষুপ্তিকালে) দুঃখম্ ন অস্তি (দুঃখ নাই) ততঃ (সুতরাং) সুখম্ (সুখ) তে (তোমার [প্রশ্নের উত্তররূপে]) শিষ্যতে (পরিশেষে সিদ্ধ হয়) ॥৩৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (পূর্বপক্ষ)ঃ সুষুপ্তিতে অদ্বৈতরূপতা ও স্বপ্রভত্ব থাকুক, কিন্তু সুখরূপতা কি প্রকারে সিদ্ধ হয় বলুন। (সিদ্ধান্তী)ঃ শুন, সুষুপ্তিকালে দুঃখ নাই, সুতরাং তোমার প্রশ্নের উত্তররূপে সুখ পরিশেষে সিদ্ধ হয়[১] ॥৩৩॥

১ আলো ও অন্ধকারের মতন সুখ ও দুঃখ পরস্পর বিরোধী বলিয়া একটির অনুপস্থিতিতে অন্যটির উপস্থিতি সিদ্ধ হয়—ইহাই যুক্তি ।

**অন্ধঃ সন্নপ্যনন্ধঃ স্যাদ্বিদ্ধোঽবিদ্ধোঽথ রোগ্যপি ।**
**অরোগীতি শ্রুতিঃ প্রাহ তচ্চ সর্বে জনা বিদুঃ ॥৩৪॥**

***অন্বয় ঃ*** অন্ধঃ সন্ অপি ([জাগ্রদবস্থায় দেহাভিমানবশতঃ জীব] অন্ধ হইয়াও) অনন্ধঃ স্যাৎ ([সুষুপ্তি অবস্থায় অভিমানশূন্য হইবার ফলে] অনন্ধ হয়), বিদ্ধঃ ([শস্ত্রাদিদ্বারা] বিদ্ধ [হইয়া পীড়িত থাকিলেও]) অবিদ্ধঃ ([সুষুপ্তি অবস্থায়] পীড়ারহিত হইয়া যায়), অথ (আর) রোগী অপি (রোগীও) অরোগী (রোগরহিত [হইয়া যায়]) ইতি শ্রুতিঃ (এই প্রকার শ্রুতি) প্রাহ (বলিয়াছেন)। তৎ চ (আর এই কথা) সর্বে জনাঃ (সকল লোকে) বিদুঃ (জানে) ॥৩৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** জাগ্রদবস্থায় দেহাদিতে অভিমানবশতঃ অন্ধ হইয়াও (অর্থাৎ জাগ্রদবস্থার অন্ধও) সুষুপ্তিতে দেহাভিমান শূন্য হইবার ফলে অনন্ধ হয়, শস্ত্রাদিদ্বারা বিদ্ধ হইয়া পীড়িত ব্যক্তিও পীড়ারহিত হইয়া যায়, আর রোগীও রোগরহিত হয়—শ্রুতি (ছাঃ উঃ ৮/৪/২) এই কথা বলিয়াছেন। তাহা ছাড়া ইহা সকলে অনুভব করে বা জানে ॥৩৪॥

**ন দুঃখাভাবমাত্রেণ সুখং লোষ্টশিলাদিষু ।**
**দ্বয়াভাবস্য দৃষ্টত্বাদিতি চেদ্বিষমং বচঃ ॥৩৫॥**

***অন্বয় ঃ*** দুঃখাভাব-মাত্রেণ (কেবলমাত্র দুঃখাভাবরূপ কারণের দ্বারা) সুখম্ ন (সুখের সিদ্ধি হয় না), [কারণ] লোষ্ট-শিলাদিষু (মাটির ঢেলা, পাষাণ প্রভৃতিতে) দ্বয়-অভাবস্য (সুখ ও দুঃখ দুয়ের অভাব) দৃষ্টত্বাৎ (দেখা যায়) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বল), [তো] বচঃ ([তোমার দৃষ্টান্তরূপ এই] বচন) বিষমম্ (বিরুদ্ধ), [কারণ দার্ষ্টান্তিক 'পুরুষের সুষুপ্তি' আর লোষ্ট শিলাদির দৃষ্টান্ত বিষম] ॥৩৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (পূর্বপক্ষ)—কেবলমাত্র দুঃখাভাবরূপ কারণের দ্বারা সুখ সিদ্ধ হয় না। কেননা মাটির ঢেলা, পাষাণ প্রভৃতিতে সুখ ও দুঃখ উভয়ের অভাব দেখা যায়—যদি এইরূপ আশঙ্কা হয়? (সিদ্ধান্তী) ঃ তবে বলি, দৃষ্টান্তরূপ তোমার এই বচন বিরুদ্ধ ॥৩৫॥

**মুখদৈন্যবিকাসাভ্যাং পরদুঃখসুখোহনম্ ।**
**দৈন্যাদ্যভাবতো লোষ্টে দুঃখাদ্যূহো ন সম্ভবেৎ ॥৩৬॥**

***অন্বয় ঃ*** পর-দুঃখ সুখ-ঊহনম্ (অপরের সুখদুঃখরূপ বিকারের অনুমান) মুখ-দৈন্য-বিকাসাভ্যাম্ (মুখের দীনতা বা প্রসন্নতারূপ হেতুদ্বারা), [হয়]। লোষ্টে (মাটির ঢেলা প্রভৃতিতে) দৈন্য-আদি-অভাবতঃ (বিষণ্ণতাদির অভাব হইবার ফলে) দুঃখাদি-ঊহঃ (সুখ-দুঃখরূপ বিকার) ন সম্ভবেৎ (কল্পনা করা সম্ভব নহে) ॥৩৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** মুখের দীনতা বা প্রসন্নতারূপ হেতুদ্বারা অপরের সুখ-

দুঃখরূপ বিকারের অনুমান হইয়া থাকে। মাটির ঢেলা প্রভৃতিতে বিষণ্ণতাদির অভাববশতঃ সুখদুঃখরূপ বিকার কল্পনা করা সম্ভব নহে ॥৩৬॥

**স্বকীয়ে সুখদুঃখে তু নোহনীয়ে ততস্তয়োঃ ।**
**ভাবো বেদ্যোঽনুভূত্যৈব তদভাবোঽপি নান্যতঃ ॥৩৭॥**

**অন্বয় ঃ** স্বকীয়ে সুখ-দুঃখে (আপনার সুখদুঃখ) তু (তো) উহনীয়ে ন (বিকার-দ্বারা বোধ্য নহে) ততঃ (সেইহেতু) তয়োঃ ভাব (সুখদুঃখের বিদ্যমানতা), তৎ অভাবঃ অপি (তাহার অভাবও) অনুভূত্যা এব (অনুভূতির দ্বারাই) বেদ্যঃ (জানিবার যোগ্য), অন্যতঃ ন (অন্য কোন উপায়ে নহে অর্থাৎ প্রত্যক্ষভিন্ন অনুমানাদি প্রমাণদ্বারা জানা যায় না) ॥৩৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** আপনার সুখদুঃখ তো বিকার দেখিয়া বুঝিবার নহে, সেইহেতু সুখ-দুঃখের বিদ্যমানতা বা তাহাদের অভাবও অনুভূতি (বা প্রত্যক্ষ প্রমাণ) দ্বারাই জানিবার যোগ্য, অন্য কোন (অনুমানাদি প্রমাণরূপ) উপায় দ্বারা নহে ॥৩৭॥

**তথা সতি সুষুপ্তৌ চ দুঃখাভাবোঽনুভূতিতঃ ।**
**বিরোধিদুঃখরাহিত্যাৎ সুখং নির্বিঘ্নমিষ্যতাম্ ॥৩৮॥**

**অন্বয় ঃ** তথা সতি (স্বীয় সুখ দুঃখের জ্ঞান প্রত্যক্ষ অনুভব হইতে হয়, ইহা মানিয়া লইলে) সুষুপ্তৌ চ (সুষুপ্তিতেও) দুঃখাভাবঃ (দুঃখের অভাব) অনুভূতিতঃ (প্রত্যক্ষ অনুভব হইতে [সিদ্ধ হয়]) বিরোধি-দুঃখ-রাহিত্যাৎ ([সুষুপ্তিতে] সুখবিরোধী দুঃখের অভাববশতঃ) নির্বিঘ্নম্ সুখম্ (বাধারহিত সুখ) ইষ্যতাম্ (স্বীকার করা উচিত) ॥৩৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ঐরূপ হইলে, সুষুপ্তিতেও দুঃখের অভাব প্রত্যক্ষ অনুভব হইতে সিদ্ধ হয়। সুতরাং সুষুপ্তিতে বিরোধি-দুঃখের অভাববশতঃ বাধারহিত সুখ স্বীকার করিতে হইবে ॥৩৮॥

**মহত্তরপ্রয়াসেন মৃদুশয্যাদিসাধনম্ ।**
**কুতঃ সম্পাদ্যতে সুপ্তৌ সুখং চেৎ তত্র নো ভবেৎ ॥৩৯॥**

**অন্বয় ঃ** তত্র সুপ্তৌ (সেই সুষুপ্তিতে) সুখম্ নো ভবেৎ চেৎ (যদি সুখ না-ই হইবে তো) মহত্তরপ্রয়াসেন (অতিশয় প্রযত্নে) মৃদুশয্যাদি-সাধনম্ (কোমলশয্যাদি সুখসাধন) কুতঃ (কেন) সম্পাদ্যতে (সংগ্রহ করা হয়) ? ॥৩৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সেই সুষুপ্তিতে যদি সুখ না-ই হবে তবে অতি প্রযত্নে সুখসাধন কোমল শয্যাদি কেন সংগ্রহ করা হয় ? ॥৩৯॥

**দুঃখনাশার্থমেবৈতদিতি চেদ্রোগিণস্তথা ।**
**ভবত্বরোগিণস্ত্বেতৎ সুখায়েবেতি নিশ্চিনু ॥ ৪০ ॥**

**অন্বয় ঃ** এতৎ (কোমলশয্যাদি সাধন) দুঃখ-নাশার্থম্ এব (দুঃখনাশের নিমিত্তই) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বল), [তবে] তথা (তাহা) রোগিণঃ (রোগীর) ভবতু (প্রয়োজন হউক), অরোগিণঃ (রোগহীন ব্যক্তির) এতৎ (ইহা) সুখায় এব (সুখের নিমিত্তই) ইতি নিশ্চিনু (এইরূপ নিশ্চয় কর) ॥ ৪০ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** 'কোমল শয্যাদি দুঃখ লাঘবের নিমিত্তই'—যদি এরূপ বল, তবে (সিদ্ধান্তী) তাহা রোগীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হউক। কিন্তু রোগহীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে তাহা সুখেরই নিমিত্ত, এরূপ নিশ্চয় কর ॥ ৪০ ॥

**তর্হি সাধনজন্যত্বাৎ সুখং বৈষয়িকং ভবেৎ ।**
**ভবত্বেবাত্র নিদ্রায়াঃ পূর্বং শয্যাসনাদিজম্ ॥ ৪১ ॥**

**অন্বয় ঃ** তর্হি (তাহা হইলে) সুখম্ (এই সুখ) সাধনজন্যত্বাৎ (শয্যাদি সাধনজন্য বলিয়া) বৈষয়িকম্ ভবেৎ ([তাহা অর্থাৎ সুষুপ্তির সুখ আত্মসুখ না হইয়া] বিষয়সুখ হইবে)! অত্র (এই প্রসঙ্গে) নিদ্রায়াঃ পূর্বম্ (নিদ্রার পূর্বে) শয্যাসনাদিজম্ (শয্যাসনাদিজনিত যে সুখ, তাহা) ভবতু এব (বিষয়সুখই) ॥ ৪১ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (পূর্বপক্ষ) ঃ তাহা হইলে তো শয্যাদি সাধনজন্য বলিয়া এই সুখ বিষয়সুখ। (সিদ্ধান্তী) ঃ এই প্রসঙ্গে নিদ্রার পূর্বে শয্যাসনাদিজনিত যে সুখ, তাহা সত্যই বিষয়সুখ— ॥ ৪১ ॥

**নিদ্রায়াং তু সুখং যত্তজ্জন্যতে কেন হেতুনা ।**
**সুখাভিমুখধীরাদৌ পশ্চান্মজ্জেৎ পরে সুখে ॥ ৪২ ॥**

**অন্বয় ঃ** তু (কিন্তু) নিদ্রায়াম্ (নিদ্রাতে) যৎ সুখম্ (যে সুখ অনুভূত হয়) তৎ (তাহা) কেন হেতুনা (কোন্ কারণ বা সাধন দ্বারা) জন্যতে (উৎপন্ন হয়)? আদৌ (নিদ্রার পূর্বে) সুখ-অভিমুখধীঃ ([জীব শয্যাদি সাধন-জন্য] -সুখের অভিমুখী-বুদ্ধিযুক্ত হয়), পশ্চাৎ (পরে অর্থাৎ নিদ্রাকালে) পরে সুখে (উত্তম স্বরূপ সুখে) মজ্জেৎ (লীন হয়) ॥ ৪২ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** কিন্তু নিদ্রাতে যে সুখ অনুভূত হয়, তাহা কোন্ কারণ দ্বারা উৎপন্ন হয়? নিদ্রার পূর্বে জীব শয্যাদি সাধনজন্য সুখের অভিমুখী বুদ্ধিযুক্ত হয়, পরে অর্থাৎ নিদ্রাকালে উত্তম স্বরূপসুখে লীন হয় ॥ ৪২ ॥

**জাগ্রদ্ব্যাবৃত্তিভিঃ শ্রান্তো বিশ্রম্যাথ বিরোধিনি ।**
**অপনীতে স্বস্থচিত্তোঽনুভবেদ্বিষয়ে সুখম্ ॥ ৪৩ ॥**

**অন্বয় ঃ** জাগ্রৎ-ব্যাবৃত্তিভিঃ শ্রান্তঃ (জাগ্রৎকালে নানা ব্যাপারে পরিশ্রান্ত হইয়া)

বিশ্রম্য ([কোমল শয্যাদিতে] বিশ্রামলাভ করিয়া) অথ (অনন্তর) বিরোধিনি অপনীতে (সুখবিরোধী পরিশ্রম নিরাকৃত হইলে) স্বস্থচিত্তঃ (ব্যাকুলতারহিত চিত্তযুক্ত) [জীব] বিষয়ে (কোমলশয্যাদি বিষয়ে) সুখম্ (সুখ) অনুভবেৎ (অনুভব করে) ॥ ৪৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** জাগ্রৎকালে নানাকারণে পরিশ্রান্ত হইয়া কোমল শয্যাদিতে বিশ্রামলাভ করিয়া, পরে সুখবিরোধী পরিশ্রম নিরাকৃত হইলে, ব্যাকুলতারহিত চিত্তযুক্ত (এই জীব) শয্যাদি হইতে উৎপন্ন সুখ অনুভব করে ॥৪৩॥

**আত্মাভিমুখধীবৃত্তৌ স্বানন্দঃ প্রতিবিম্বতি ।**
**অনুভূয়ৈনমত্রাপি ত্রিপুট্যা শ্রান্তিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৪॥**

***অন্বয় ঃ*** আত্মা-অভিমুখ-ধীবৃত্তৌ (আত্মার প্রতি মুখযুক্ত বুদ্ধিবৃত্তিতে অথবা অন্তর্মুখ বুদ্ধিবৃত্তিতে) স্বানন্দঃ (আপনার স্বরূপ আত্মানন্দ) প্রতিবিম্বতি ([আয়নায় মুখদর্শনের ন্যায়] প্রতিবিম্বিত হয়), [ইহা বিষয়ানন্দ]। অত্র অপি (এই অবস্থায়ও অর্থাৎ এই কালেও) এনম্ অনুভূয় (এই বিষয়ানন্দ অনুভব করিয়া) ত্রিপুট্যা (অনুভবিতা, অনুভব ও অনুভাব্য বিষয়—এই ত্রিপুটীর নিমিত্ত) শ্রান্তিম্ আপ্নুয়াৎ (জীব শ্রান্তি অনুভব করে) ॥ ৪৪ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অন্তর্মুখ বুদ্ধিবৃত্তিতে স্বস্বরূপ আত্মানন্দ প্রতিবিম্বিত হয়; ইহা বিষয়ানন্দ। এই অবস্থায় অর্থাৎ এইকালে এই বিষয়ানন্দ অনুভব করিয়া, ত্রিপুটীর বিলয় না হওয়াতে, জীব শ্রান্তি অনুভব করে ॥৪৪॥

**তচ্ছ্রমস্যাপনুত্যর্থং জীবো ধাবেৎ পরাত্মনি ।**
**তেনৈক্যং প্রাপ্য তত্রত্যো ব্রহ্মানন্দঃ স্বয়ং ভবেৎ ॥৪৫॥**

***অন্বয় ঃ*** তৎ-শ্রমস্য (ত্রিপুটীদর্শনজনিত শ্রমের) অপ-নুতি-অর্থম্ (অপনোদনের নিমিত্ত) জীবঃ (জীব) পরাত্মনি ধাবেৎ (আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মে গমন করে)। তেন ঐক্যম্ প্রাপ্য (সেই ব্রহ্মের সহিত তাদাত্ম্য লাভ করিয়া) স্বয়ম্ তত্রত্যঃ (নিজেও সুষুপ্তি অবস্থায় বিদ্যমান) ব্রহ্মানন্দঃ ভবেৎ (ব্রহ্মানন্দস্বরূপ হইয়া যায়) ॥ ৪৫ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সেই ত্রিপুটী দর্শনজনিত শ্রমের অপনোদনের নিমিত্ত জীব আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মে গমন করে। সেই ব্রহ্মের সহিত তাদাত্ম্য লাভ করিয়া নিজেও সুষুপ্তি অবস্থায় বিদ্যমান ব্রহ্মানন্দস্বরূপ হইয়া যায় ॥৪৫॥[১]

**দৃষ্টান্তাঃ শকুনিঃ শ্যেনঃ কুমারশ্চ মহানৃপঃ ।**
**মহাব্রাহ্মণ ইত্যেতে সুপ্ত্যানন্দে শ্রুতীরিতাঃ ॥ ৪৬॥**

***অন্বয় ঃ*** সুপ্ত্যানন্দে (সুষুপ্তিস্থ ব্রহ্মানন্দ বিষয়ে) শকুনিঃ (শকুনি) শ্যেনঃ

১ দ্রষ্টব্য ঃ ছাঃ উঃ ৬/৮/১

(বাজপক্ষী) কুমারঃ (বালক) চ (আর) মহানৃপঃ (চক্রবর্তী রাজা) মহাব্রাহ্মণঃ (ব্রহ্মবেত্তা) ইতি এতে দৃষ্টান্তাঃ (এইসব অনেক দৃষ্টান্ত) শ্রুতি-ঈরিতাঃ (শ্রুতিকর্তৃক উক্ত [দেখা যায়]) ॥৪৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সুষুপ্তিস্থ ব্রহ্মানন্দ বিষয়ে শকুনি, বাজপক্ষী, বালক, চক্রবর্তী রাজা এবং ব্রহ্মবেত্তা—এইসব অনেক দৃষ্টান্ত শ্রুতিকর্তৃক উক্ত দেখা যায়॥৪৬॥

**শকুনিঃ সূত্রবদ্ধঃ সন্ দিক্ষু ব্যাপৃত্য বিশ্রমম্ ।**
**অলব্ধ্বা বন্ধনস্থানং হস্তস্তম্ভাদ্যুপাশ্রয়েৎ ॥৪৭॥**

***অন্বয় ঃ*** সূত্রবদ্ধঃ সন্ (সূত্রদ্বারা বদ্ধ হইয়া) শকুনিঃ (পক্ষী) দিক্ষু (সকল দিকে) ব্যাপৃত্য ([খাবারের সন্ধানে] ব্যাপার অর্থাৎ চেষ্টা করিয়া) বিশ্রমম্ (আকাশে কোথাও বিশ্রামের স্থান) অলব্ধ্বা (না পাইয়া); [পরিশ্রান্ত অবস্থায়] বন্ধনস্থানম্ (বন্ধনের স্থান) হস্ত-স্তম্ভাদি (হাত, স্তম্ভ প্রভৃতিকে) উপাশ্রয়েৎ (আশ্রয় করে) ॥৪৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যেমন, সূত্রবদ্ধ শকুনি (পক্ষী) সকল দিকে, খাবারের সন্ধানে চেষ্টা করিয়া আকাশে কোথাও বিশ্রামের স্থান না পাইয়া, পরিশ্রান্ত অবস্থায় হস্ত-স্তম্ভাদি বন্ধনের স্থানকে আশ্রয় করে— ॥৪৭॥[১]

**জীবোপাধিমনস্তদ্বদ্ধর্মাধর্মফলাপ্তয়ে ।**
**স্বপ্নে জাগ্রতি চ ভ্রান্ত্বা ক্ষীণে কর্মণি লীয়তে ॥৪৮॥**

***অন্বয় ঃ*** তৎ-বৎ (সেইরূপ) জীব-উপাধি-মনঃ (জীবের উপাধি মনও) ধর্মাধর্ম-ফল-আপ্তয়ে (ধর্ম ও অধর্মের ফলরূপ সুখ ও দুঃখ লাভের বা অনুভবের নিমিত্ত) স্বপ্নে চ (স্বপ্নে এবং) জাগ্রতি (জাগ্রদবস্থায়) ভ্রান্ত্বা (ভ্রমণ করিয়া) [তত্তৎকালে] কর্মণি ক্ষীণে (ভোগপ্রদানকারী কর্মের ক্ষয় হইলে) লীয়তে ([স্বীয় উপাদান কারণ অজ্ঞানে] লীন হইয়া যায়)। [অর্থাৎ মনরূপ উপাধির লয় হইলে মন-উপহিত জীবও পরমাত্মাস্বরূপ হইয়া যায়] ॥৪৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সেইরূপ, জীবের উপাধি মনও ধর্মাধর্মের ফলরূপ সুখদুঃখের অনুভবের নিমিত্ত স্বপ্নে এবং জাগ্রদবস্থায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া, তত্তৎকালে ভোগপ্রদানকারী কর্মের ক্ষয় হইলে স্বীয় উপাদান কারণ অজ্ঞানে লীন হইয়া যায়। অর্থাৎ মনরূপ উপাধির লয় হইলে মন-উপহিত জীবও পরমাত্মাস্বরূপ হইয়া যায় ॥৪৮॥

১ দ্রষ্টব্য ঃ ছাঃ উঃ ৬/৮/২

**শ্যেনো বেগেন নীড়ৈকলম্পটঃ শয়িতুং ব্রজেৎ ।**
**জীবঃ সুপ্ত্যৈ তথা ধাবেৎ ব্রহ্মানন্দৈকলম্পটঃ ॥ ৪৯॥**

***অন্বয় ঃ*** শ্যেনঃ (বাজপক্ষী) [আকাশে উড়িতে উড়িতে] শয়িতুম্ ([প্রাপ্ত শ্রম নিবারণার্থ] শয়ন করিতে) নীড়-এক-লম্পটঃ (নীড়ে গমনের মাত্র অভিলাষী [হইয়া]) বেগেন ব্রজেৎ (বেগে ধাবিত হয়), তথা (সেই প্রকার) জীবঃ ([মনরূপ উপাধিযুক্ত চিদাভাসরূপ] জীব) ব্রহ্মানন্দ-এক-লম্পটঃ (কেবল ব্রহ্মানন্দের অভিলাষ [করিয়া]) সুপ্ত্যৈ (সুষুপ্তি অর্থাৎ বিশ্রামের নিমিত্ত) ধাবেৎ ([হৃদয়াকাশের প্রতি] শীঘ্র গমন করে) ॥৪৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যেমন বাজপক্ষী আকাশে উড়িতে উড়িতে প্রাপ্তশ্রম নিবারণার্থ কেবলমাত্র নীড়ের প্রতি গমনের অভিলাষী হইয়া বেগে ধাবিত হয়, সেইরূপ জীব কেবল ব্রহ্মানন্দের অভিলাষী হইয়া সুষুপ্তির কামনায় হৃদয়াকাশের প্রতি ধাবিত হয় ॥৪৯॥[১]

**অতিবালঃ স্তনং পীত্বা মৃদুশয্যাগতো হসন্ ।**
**রাগদ্বেষাদ্যনুৎপত্তেরানন্দৈকস্বভাবভাক্ ॥৫০॥**

***অন্বয় ঃ*** অতিবালঃ (শিশু) স্তনম্ ([আকণ্ঠ] দুগ্ধ) পীত্বা (পান করিয়া) মৃদু-শয্যাগতঃ (কোমল শয্যায় শয়ান হইয়া) হসন্ (হাসিতে হাসিতে) রাগ-দ্বেষাদি-অনুৎপত্তেঃ ([আপন-পর-বোধরহিত বলিয়া] রাগদ্বেষাদি শূন্য অবস্থায়) আনন্দ-এক-স্বভাব-ভাক্ (কেবলমাত্র আনন্দ উপভোগ করে) ॥৫০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যেমন, শিশু আকণ্ঠ দুগ্ধ পান করিয়া, কোমল শয্যায় শয়ান অবস্থায়, হাসিতে হাসিতে (আপন-পর-বোধ-রহিত বলিয়া) রাগদ্বেষাদি শূন্য অবস্থায় কেবলমাত্র আনন্দ উপভোগ করে ॥৫০॥[২]

**মহারাজঃ সার্বভৌমঃ সন্তৃপ্তঃ সর্বভোগতঃ ।**
**মানুষানন্দসীমানং প্রাপ্যানন্দৈকমূর্তিভাক্ ॥৫১॥**

***অন্বয় ঃ*** সার্বভৌমঃ মহারাজঃ (চক্রবর্তী রাজা) সর্বভোগতঃ সন্তৃপ্তঃ (সম্পূর্ণ ভোগদ্বারা সন্তৃপ্ত হইয়া) মানুষ-আনন্দ-সীমানম্ প্রাপ্য (মর্তলোকে লব্ধ সুখের অবধি লাভ করিয়া) আনন্দৈক-মূর্তিভাক্ ([রাগাদি রহিত] আনন্দরূপে [অবস্থান করেন]) ॥৫১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (অথবা যেমন), চক্রবর্তী মহারাজা সম্পূর্ণ ভোগদ্বারা সন্তৃপ্ত হইয়া, মর্তলোকের সুখের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া, মূর্ত আনন্দরূপে অবস্থান করেন ॥৫১॥[৩]

১ দ্রষ্টব্য ঃ বৃহদারণ্যক উঃ ৪/৩/১৯
২ শ্লোক সংখ্যা ৫০ হইতে ৫২ তুলনীয় বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ২/১/৯
৩ তুলনীয় — তৈঃ উঃ ২/৮/১—"যুবা স্যাৎ ... স একঃ মানুষঃ আনন্দঃ ।"

**মহাবিপ্রো ব্রহ্মবেদী কৃতকৃত্যত্বলক্ষণাম্ ।**
**বিদ্যানন্দস্য পরমাং কাষ্ঠাং প্রাপ্যাবতিষ্ঠতে ॥৫২॥**

***অন্বয় ঃ*** মহাবিপ্রঃ (মহাব্রাহ্মণ) ব্রহ্মবেদী (ব্রহ্মবেত্তা) কৃত-কৃত্যত্ব-লক্ষণাম্ (কৃতকৃত্যতারূপ) বিদ্যানন্দস্য (বিদ্যানন্দের) পরমাম্ কাষ্ঠাম্ প্রাপ্য (পরাকাষ্ঠা অর্থাৎ জীবন্মুক্তি লাভ করিয়া) অবতিষ্ঠতে (পরমানন্দ ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান করেন) ॥৫২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অথবা যেমন, ব্রহ্মবেত্তা মহাব্রাহ্মণ কৃতকৃত্যতারূপ বিদ্যানন্দের পরাকাষ্ঠা অর্থাৎ জীবন্মুক্তি লাভ করিয়া, পরমানন্দ ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান করিতে থাকেন[১] ॥৫২॥

**মুগ্ধবুদ্ধাতিবুদ্ধানাং লোকে সিদ্ধা সুখাত্মতা ।**
**উদাহৃতানামন্যে তু দুঃখিনো ন সুখাত্মকাঃ ॥ ৫৩ ॥**

***অন্বয় ঃ*** উদাহৃতানাম্ (উদাহৃত) মুগ্ধ-বুদ্ধ-অতিবুদ্ধানাম্ (বিবেকশূন্যদিগের মধ্যে বালক, বিবেকিগণের মধ্যে চক্রবর্তী মহারাজা এবং অতিবিবেকিদিগের মধ্যে আনন্দাত্ম সাক্ষাৎকারবান ব্রহ্মবেত্তা—এই তিনজনের) সুখাত্মতা (সুখরূপতা) লোকে সিদ্ধা (সংসারে প্রসিদ্ধ); অন্যে তু (উক্ত তিন প্রকার পুরুষ ভিন্ন অন্য লোকে কিন্তু) দুঃখিনঃ ([সর্বদা রাগাদিযুক্ত বলিয়া] দুঃখী) সুখাত্মকাঃ ন (সুখী নয়), [এই কারণে উহাদের দৃষ্টান্ত বলা হয় নাই] ॥৫৩ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** উদাহৃত বিবেকশূন্যদিগের মধ্যে বালক, বিবেকিগণের মধ্যে চক্রবর্তী মহারাজা এবং অতিবিবেকিগণের মধ্যে ব্রহ্মবেত্তা—এই তিন জনের সুখরূপতা সংসারে প্রসিদ্ধ। উক্ত তিন প্রকার পুরুষ ভিন্ন আর সকলে কিন্তু দুঃখী, সুখী নয়; সেই কারণে তাহাদের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় নাই ॥৫৩॥

**কুমারাদিবদেবায়ং ব্রহ্মানন্দৈকতৎপরঃ ।**
**স্ত্রীপরিষ্বক্তবদ্বেদ ন বাহ্যং নাপি চান্তরম্ ॥৫৪॥**

***অন্বয় ঃ*** কুমারাদিবৎ এব (পূর্বোক্ত কুমারাদির ন্যায়ই) অয়ম্ (এই [সুষুপ্ত জীব]) ব্রহ্ম-আনন্দ-এক-তৎপরঃ (একমাত্র ব্রহ্মানন্দ ভোগে তৎপর হয়); স্ত্রী-পরিষ্বক্তবৎ (নারীদ্বারা আলিঙ্গনাবদ্ধ কামী পুরুষের ন্যায়) ন বেদ বাহ্যম্ (বাহ্যবিষয় জানে না) চ (এবং) ন আন্তরম্ অপি (আন্তর বিষয়ও জানে না) ॥৫৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** পূর্বোক্ত কুমারাদির ন্যায়ই এই সুষুপ্ত জীব একমাত্র

---

১ "সেইপ্রকার সুষুপ্তিলীন জীবও ব্রহ্মানন্দস্বরূপ হইয়া অবস্থান করে।"—এই প্রকারে বাক্য শেষ করিতে হইবে ।

ব্রহ্মানন্দভোগে তৎপর হয়। সে নারীদ্বারা আলিঙ্গনাবদ্ধ কামুক পুরুষের ন্যায় কি বাহ্য, কি আন্তর—কোন বিষয়ই জানিতে পারে না ॥৫৪॥[১]

**বাহ্যং রথ্যাদিকং বৃত্তং গৃহকৃত্যং যথান্তরম্ ।**
**তথা জাগরণং বাহ্যং নাড়ীস্থঃ স্বপ্ন আন্তরঃ ॥৫৫॥**

***অন্বয় ঃ*** যথা বাহ্যম্ (যেমন [দৃষ্টান্তে] বাহ্য [শব্দের অর্থ]) রথ্যাদিকম্ বৃত্তম্ (রথ্যা অর্থাৎ রথগমনযোগ্য রাজমার্গ, গলি প্রভৃতিতে ঘটিত বৃত্তান্ত), [আর সেই তুলনায়] গৃহকৃত্যম্ আন্তরম্ (আন্তর-শব্দের অর্থ গৃহকার্য) তথা (সেইরূপ) জাগরণম্ বাহ্যম্ ([দার্ষ্টান্তিকে] জাগরণ বাহ্য বৃত্তান্ত) নাড়ীস্থঃ ([জাগ্রদ্‌বাসনাদ্বারা 'হিতা' নামক] নাড়ীমধ্যে প্রতীয়মান) স্বপ্নঃ (স্বপ্ন) আন্তরঃ (আন্তর বৃত্তান্ত) ॥৫৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যেমন দৃষ্টান্তে বাহ্য শব্দের অর্থ রাজমার্গ বা গলি প্রভৃতি স্থানে ঘটিত বৃত্তান্ত, আর সেই তুলনায় আন্তর শব্দের অর্থ গৃহকার্য, সেইরূপ দার্ষ্টান্তিকে জাগরণ বাহ্য বৃত্তান্ত এবং হিতা নামক নাড়ীস্থ স্বপ্ন আন্তর বৃত্তান্ত ॥৫৫॥

**পিতাপি সুপ্তাবপিতেত্যাদৌ জীবত্ববারণাৎ ।**
**সুপ্তৌ ব্রহ্মৈব নো জীবঃ সংসারিত্বাসমীক্ষণাৎ ॥৫৬॥**

***অন্বয় ঃ*** সুপ্তৌ (সুষুপ্তি অবস্থায়) পিতা অপি (পিতাও) অপিতা (পিতৃত্বধর্মরহিত [হইয়া যায়]) ইত্যাদৌ (ইত্যাদি শ্রুতিবচনে) জীবত্ব-বারণাৎ (জীবের [পিতৃত্বাদি] জীবত্ব ধর্মের নিষেধ করা হইয়াছে বলিয়া), সংসারিত্ব-অসমীক্ষণাৎ (জন্মমরণ-সংসাররূপ জীবধর্মের প্রতীতি হয় না বলিয়া) সুপ্তৌ (সুষুপ্তিতে) ব্রহ্ম এব ([জীব] ব্রহ্মই [হইয়া যায়]), জীবঃ নো ([সে আর] জীব থাকে না) ॥৫৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** "সুষুপ্তি অবস্থায় পিতাও পিতৃত্ব-ধর্মরহিত হইয়া যায়" ইত্যাদি শ্রুতিবচনে[২] জীবের পিতৃত্বাদি জীবধর্মের নিষেধ করা হইয়াছে বলিয়া এবং জন্মমরণাদি জীবধর্মের প্রতীতি হয় না বলিয়া, সুষুপ্তিতে জীব ব্রহ্মই হইয়া যায়, সে আর জীব থাকে না ॥৫৬॥

**পিতৃত্বাদ্যভিমানো যঃ সুখদুঃখাকরঃ স হি ।**
**তস্মিন্নপগতে তীর্ণঃ সর্বাঞ্ছোকান্ ভবত্যয়ম্ ॥৫৭॥**

***অন্বয় ঃ*** যঃ পিতৃত্বাদি-অভিমানঃ ([জীবের] যে পিতৃত্বাদি অভিমান) সঃ হি (তাহাই) সুখ-দুঃখ-আকরঃ (সুখ ও দুঃখের আকর) তস্মিন্ অপগতে (এই অভিমান দূর

১ দ্রঃ— বৃহদারণ্যক উঃ ৪/৩/২১

২ বৃহদারণ্যক উঃ ৪/৩/২২

হইলে) অয়ম্ (এই জীব) সর্বান্ শোকান্ (সকল শোককে) তীর্ণঃ (উত্তীর্ণ) ভবতি (হইয়া যায়) ॥ ৫৭ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** জীবের যে পিতৃত্বাদি অভিমান, তাহাই সুখ ও দুঃখের আকর। এই অভিমান দূর হইলে জীব সকল শোক অতিক্রম করে ॥ ৫৭ ॥[1]

**সুষুপ্তিকালে সকলে বিলীনে তমসাবৃতঃ ।**
**সুখরূপমুপৈতীতি ব্রূতে হ্যাথর্বণী শ্রুতিঃ ॥ ৫৮ ॥**

***অন্বয় ঃ*** সুষুপ্তিকালে (সুষুপ্তিকালে) সকলে বিলীনে ([জাগ্রদাদি] প্রপঞ্চসকল [তমঃপ্রধানা প্রকৃতিতে] লয়প্রাপ্ত হইলে) তমসা আবৃতঃ ([প্রকৃতিরূপ] অজ্ঞানদ্বারা আবৃত [জীব]) সুখরূপম্ (সুখস্বরূপ ব্রহ্মকে) উপৈতি (প্রাপ্ত হয়) ইতি হি (এই প্রকারই) আথর্বণী শ্রুতিঃ (অথর্ববেদের অন্তর্গত উপনিষদ্) ব্রূতে (বলিতেছেন) ॥ ৫৮ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সুষুপ্তিকালে জাগ্রদাদি প্রপঞ্চসকল বিলীন হইলে অজ্ঞানদ্বারা আবৃত জীব সুখস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়—এই প্রকারই অথর্ব বেদের অন্তর্গত শ্রুতি (কৈবল্য উঃ ১৫) বলিতেছেন ॥ ৫৮ ॥

**সুখমস্বাপ্সমত্রাহং ন বৈ কিঞ্চিদবেদিষম্ ।**
**ইতি সুপ্তে[2] সুখাজ্ঞানে পরামৃশতি চোত্থিতঃ ॥ ৫৯ ॥**

***অন্বয় ঃ*** উত্থিতঃ (সুপ্তোত্থিত পুরুষ) অহম্ অত্র (আমি এই সুষুপ্তিকালে) সুখম্ অস্বাপ্সম্ (সুখে ঘুমাইয়াছিলাম) বৈ কিঞ্চিৎ ন অবেদিষম্ (আর কোন কিছু জানিতে পারি নাই)—ইতি (এই প্রকার) সুপ্তে (নিদ্রাকালে) সুখ-অজ্ঞানে চ (সুখ ও অজ্ঞান দুই) পরামৃশতি (স্মরণ করে) ॥ ৫৯ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সুপ্তোত্থিত পুরুষ "আমি সুষুপ্তিকালে সুখে ঘুমাইয়াছিলাম, কোন কিছু জানিতে পারি নাই" এই প্রকারে নিদ্রাকালীন সুখ ও অজ্ঞান—দুই স্মরণ করিতে পারে। (এই প্রকারে সুষুপ্তিতে সুখানুভব হয়—সিদ্ধ হইল।) ॥ ৫৯ ॥

**পরামর্শোঽনুভূতেঽস্তীত্যাসীদনুভবস্তদা ।**
**চিদাত্মত্বাৎ স্বতো ভাতি সুখমজ্ঞানধীস্ততঃ ॥ ৬০ ॥**

***অন্বয় ঃ*** পরামর্শঃ (স্মৃতি) অনুভূতে অস্তি (অনুভূত বিষয় সম্বন্ধে হয়), ইতি (এই কারণে) তদা (তৎকালে) অনুভবঃ (অনুভব) আসীৎ (ছিল—হইয়াছিল)। চিদাত্মত্বাৎ (স্বয়ংপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া) সুখম্ (সুখ) স্বতঃ ভাতি (স্বরূপবশতঃ

---

১ দ্রষ্টব্য—বৃহদারণ্যক উঃ ৪/৩/২২

২ 'স্বেতু'—এই পাঠান্তর

[অন্যনিরপেক্ষভাবে] প্রকাশিত হয়), ততঃ (আর তদ্দ্বারা) অজ্ঞানধীঃ ([সেই সুখাবরক] অজ্ঞানের অনুভূতি বা প্রতীতি হয়) ॥৬০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** স্মৃতি অনুভূত বিষয়ের হয়, এই কারণে তৎকালে [কিছু] অনুভব হইয়াছিল (বুঝা যায়)। স্বয়ংপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া সুখ স্বরূপতঃ অন্যনিরপেক্ষভাবে প্রকাশিত হয়; আর তদ্দ্বারা অজ্ঞানের অনুভব হয়[1] ॥৬০॥

**ব্রহ্ম বিজ্ঞানমানন্দমিতি বাজসনেয়িনঃ ।**
**পঠন্ত্যতঃ স্বপ্রকাশং সুখং ব্রহ্মৈব নেতরৎ ॥৬১॥**

***অন্বয় ঃ*** বিজ্ঞানম্ (বিজ্ঞানস্বরূপ) আনন্দম্ (আনন্দস্বরূপ) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) ইতি (ইহা) বাজসনেয়িনঃ (বাজসনেয়িশাখিগণ) পঠন্তি (পাঠ করেন); অতঃ (অতএব) স্বপ্রকাশম্ (স্বয়ংপ্রকাশ চৈতন্যরূপ) সুখম্ (সৌষুপ্ত সুখ) ব্রহ্ম এব (ব্রহ্মস্বরূপই) ইতরৎ ন (অন্য কিছু নহে) ॥৬১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** 'বিজ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, ব্রহ্ম'—ইহা বাজসনেয়িগণ[2] পাঠ করেন; অতএব স্বপ্রকাশ চৈতন্যরূপ সৌষুপ্ত সুখ ব্রহ্মস্বরূপই, অন্য কিছু নহে ॥৬১॥

**যদজ্ঞানং তত্র লীনৌ তৌ বিজ্ঞানমনোময়ৌ ।**
**তয়োর্হি বিলয়াবস্থা নিদ্রাজ্ঞানং চ সৈব হি ॥৬২॥**

***অন্বয় ঃ*** যৎ অজ্ঞানম্ ([সুষুপ্তিকালে বিদ্যমান] যে অজ্ঞান) তত্র (তাহাতে) তৌ বিজ্ঞান-মনোময়ৌ (ঐ বিজ্ঞানময় ও মনোময় দুই) লীনৌ (লয়প্রাপ্ত হইয়া স্থিত হয়) [সুতরাং সেই অজ্ঞানরূপ উপাধিবিশিষ্ট চৈতন্যের অনুভবকর্তৃত্ব সম্ভব নহে।] হি (যেহেতু) তয়োঃ (বিজ্ঞানময় ও মনোময় উভয়ের) বিলয়াবস্থা হি (বিলয়াবস্থাই) নিদ্রা (নিদ্রা অর্থাৎ সুষুপ্তি)। সা চ (আর এই নিদ্রা) অজ্ঞানম এব (অজ্ঞানই) ॥৬২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সুষুপ্তিকালীন যে অজ্ঞান তাহাতে (যথাক্রমে প্রমাতা ও প্রমাণরূপে প্রসিদ্ধ) বিজ্ঞানময় ও মনোময়— দুইই লয়প্রাপ্ত হইয়া স্থিত হয়। [অতএব সেই অজ্ঞানোপাধিবিশিষ্ট চৈতন্যের অর্থাৎ জীবের অনুভব-কর্তৃত্ব

১ সুষুপ্তিতে মনসহ সকল ইন্দ্রিয়ের লয় হইয়া গেলে তখন অনুভব কি প্রকারে সম্ভব? অথবা সে-অবস্থায় অজ্ঞানানুভবের সাধনই বা কোথায়?—এই দুই আশঙ্কার নিবারণ শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধে করিতেছেন ঃ সুখ স্বয়ংপ্রকাশ চিদ্রূপ বলিয়া উহার অনুভবে অন্য করণের অপেক্ষা নাই। আর উক্ত স্বয়ংপ্রকাশতার বলে আবরণ অজ্ঞানের প্রতীতি হয়—সেই অজ্ঞানানুভব "আমি কিছুই জানিতেছিলাম না"—এই বাক্যে প্রকাশিত হইয়াছে।

২ যজুর্বেদের বাজসনেয়ী শাখার অন্তর্গত বৃহদারণ্যক উঃ ৩/৯/২৮/৭। আরও দ্রষ্টব্য—তৈঃ উঃ ৩/৬, ২/৯; ছাঃ উঃ ৭/২৩/১; বৃহদারণ্যক উঃ ৪/৩/৩২।

সম্ভব নহে। উহা তাই আনন্দস্বরূপদ্বারা অনুভূত।] যেহেতু বিজ্ঞানময় ও মনোময়—উভয়ের বিলয়াবস্থাই নিদ্রা অর্থাৎ সুষুপ্তি। আর সেই নিদ্রা অজ্ঞানই ॥৬২॥

**বিলীনঘৃতবৎ পশ্চাৎ স্যাদ্বিজ্ঞানময়ো ঘনঃ ।**
**বিলীনাবস্থ আনন্দময়শব্দেন কথ্যতে ॥৬৩॥**

**অন্বয় ঃ** বিলীন-ঘৃতবৎ (যেমন অগ্নি সংস্পর্শে তরলীকৃত ঘৃত) পশ্চাৎ ([বায়্বাদিসংযোগে] পশ্চাৎ [ঘনীভূত হইয়া যায় বা জমিয়া যায়]), [সেইরূপ] বিজ্ঞানময়ঃ ([নিদ্রাকালে বিলীন] বিজ্ঞানময় কোশ) ঘনঃ স্যাৎ [জাগ্রৎকালে] (ঘনীভূত হইয়া যায়)। বিলীনাবস্থঃ ([ঐ বিজ্ঞানময় উক্ত] লয়াবস্থারূপ উপাধিযুক্ত হইয়া) আনন্দময়শব্দেন (আনন্দময় শব্দে) কথ্যতে (অভিহিত হন) ॥৬৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যেমন তরল ঘৃত পশ্চাৎ ঘনীভূত হইয়া যায়, সেইরূপ নিদ্রাকালে বিলীন (অন্তঃকরণরূপ উপাধিবিশিষ্ট আত্মা) বিজ্ঞানময়াকারে জাগ্রৎকালে ঘনীভূত হয়। সেই আত্মা (বিজ্ঞানময় ) উক্ত লয়াবস্থারূপ উপাধিবিশিষ্ট হইয়া আনন্দময় শব্দে অভিহিত হন ॥৬৩॥

**সুপ্তিপূর্বক্ষণে বুদ্ধিবৃত্তির্যা সুখবিম্বিতা ।**
**সৈব তদ্বিম্বসহিতা লীনানন্দময়স্ততঃ ॥৬৪॥**

**অন্বয় ঃ** সুপ্তি-পূর্ব-ক্ষণে (সুষুপ্তির অব্যবহিত পূর্ব মুহূর্তে) যা (যে অন্তর্মুখীন) বুদ্ধিবৃত্তিঃ (বুদ্ধিবৃত্তি) সুখ-বিম্বিতা (স্বরূপ-সুখের প্রতিবিম্বযুক্ত [হয়]), ততঃ (অনন্তর) তৎ-বিম্ব-সহিতা (সেই প্রতিবিম্ব সহিত) সা এব লীনা (উক্ত বুদ্ধিবৃত্তিই লয়প্রাপ্ত হইয়া) আনন্দময়ঃ (আনন্দময় বলিয়া উক্ত হয়) ॥৬৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সুষুপ্তির অব্যবহিত পূর্বমুহূর্তে যে অন্তর্মুখীন বুদ্ধিবৃত্তি স্বরূপসুখের প্রতিবিম্বযুক্ত হয়, সেই প্রতিবিম্বসহিত উক্ত বুদ্ধিবৃত্তিই পরে লয়প্রাপ্ত হইয়া আনন্দময় বলিয়া উক্ত হয় ॥৬৪॥

**অন্তর্মুখো য[১] আনন্দময়ো ব্রহ্মসুখং তদা ।**
**ভুঙ্ক্তে চিদ্বিম্বযুক্তাভিরজ্ঞানোৎপন্নবৃত্তিভিঃ ॥৬৫॥**

**অন্বয় ঃ** অন্তর্মুখঃ ([স্বরূপসুখের প্রতিবিম্বযুক্ত এবং] অন্তর্মুখ [বুদ্ধিবৃত্তিজনিত সংস্কারবিশিষ্ট]) যঃ আনন্দময়ঃ ([অজ্ঞান উপাধিযুক্ত] যে আনন্দময়), [তিনি] তদা (সেই সুষুপ্তিকালে) ব্রহ্মসুখম্ (স্বরূপসুখকে) চিদ্বিম্বযুক্তাভিঃ (চিদাভাসযুক্ত)

১ 'অয়ম্'—এই পাঠান্তর ।

অজ্ঞান-উৎপন্ন-বৃত্তিভিঃ (অজ্ঞানোৎপন্ন [সুখাদিবিষয়ক] বৃত্তিদ্বারা) ভুঙ্‌ক্তে (অনুভব করেন) ॥৬৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এইরূপ অন্তর্মুখ যে আনন্দময়, তিনি সুষুপ্তি কালে চিদাভাসযুক্ত অজ্ঞানোৎপন্ন বৃত্তিদ্বারা ব্রহ্মসুখ অনুভব করেন ॥৬৫॥

**অজ্ঞানবৃত্তয়ঃ সূক্ষ্মা বিস্পষ্টা বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ ।**
**ইতি বেদান্তসিদ্ধান্তপারগাঃ প্রবদন্তি হি ॥৬৬॥**

***অন্বয় ঃ*** অজ্ঞানবৃত্তয়ঃ ([সুষুপ্তিকালে] অজ্ঞান বৃত্তিসমূহ) সূক্ষ্মাঃ (সূক্ষ্ম অর্থাৎ অস্পষ্ট হয়), [এইহেতু সুখানুভবের অভিমান সম্ভব হয় না], বুদ্ধি-বৃত্তয়ঃ ([আর জাগ্রদবস্থায়] বুদ্ধির বৃত্তিসকল) বিস্পষ্টাঃ (স্পষ্ট হয়) [এইকারণে 'সুখের অনুভব করছি'—এই অভিমান সম্ভব] ইতি (এইরূপ) বেদান্ত-সিদ্ধান্ত-পারগাঃ (বেদান্তসিদ্ধান্ত-পারগগণ) প্রবদন্তি হি (বলিয়াই থাকেন) ॥৬৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সুষুপ্তি কালে অজ্ঞানবৃত্তিসমূহ সূক্ষ্ম হয়, আর জাগ্রদবস্থায় বুদ্ধিবৃত্তি সকল স্পষ্ট হয়—বেদান্ত সিদ্ধান্তপারগগণ এইরূপই বলিয়া থাকেন॥ ৬৬॥

**মাণ্ডূক্যতাপনীয়াদিশ্রুতিষ্বেতদতিস্ফুটম্ ।**
**আনন্দময়ভোক্তৃত্বং ব্রহ্মানন্দে চ ভোগ্যতা ॥৬৭॥**

***অন্বয় ঃ*** মাণ্ডূক্য-তাপনীয়াদি-শ্রুতিষু (মাণ্ডূক্য নৃসিংহোত্তরতাপনীয় প্রভৃতি শ্রুতিতে) এতৎ (এই কথা) অতিস্ফুটম্ (অত্যন্ত স্পষ্টভাবে [বর্ণিত হইয়াছে]), [যে] আনন্দময়-ভোক্তৃত্বম্ (আনন্দময়ের ভোক্তৃত্ব) চ (এবং) ব্রহ্মানন্দে (স্বরূপসুখের) ভোগ্যতা (ভোগ্য হইবার যোগ্যতা), [আছে] ॥৬৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** মাণ্ডূক্য[১], নৃসিংহোত্তরতাপনীয় প্রভৃতি শ্রুতিতে এই কথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে আনন্দময়ের ভোক্তৃত্ব এবং ব্রহ্মানন্দের ভোগ্যতা আছে ॥৬৭॥

**একীভূতঃ সুষুপ্তস্থঃ প্রজ্ঞানঘনতাং গতঃ ।**
**আনন্দময় আনন্দভুক্ চেতোময়বৃত্তিভিঃ ॥৬৮॥**

***অন্বয় ঃ*** সুষুপ্তস্থঃ ([যিনি] সুষুপ্তিতে স্থিত অর্থাৎ অভিমানী), একীভূতঃ ([সর্ববিক্ষেপ নাশ হওয়ায়] একতা প্রাপ্ত) প্রজ্ঞানঘনতাম্ গতঃ ([কেবল অনুভূতিই যাঁহার স্বরূপ বা] যিনি প্রজ্ঞানঘনতাপ্রাপ্ত) আনন্দময়ঃ (যিনি অত্যন্ত আনন্দপূর্ণ [কিন্তু আনন্দস্বরূপ নহেন]) আনন্দভুক্ (তিনি স্বরূপানন্দ ভোগ করেন) চেতোময়বৃত্তিভিঃ (চৈতন্যপ্রতিবিম্ববিশিষ্ট বৃত্তিসমূহ দ্বারা) ॥৬৮॥

---

১ মাঃ উঃ ৫

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যিনি সুষুপ্তিস্থ, একরূপতা এবং প্রজ্ঞানঘনতাপ্রাপ্ত আনন্দময়, তিনি চেতোময়বৃত্তিসমূহ দ্বারা স্বরূপানন্দ ভোগ করেন ॥৬৮॥[১]

**বিজ্ঞানময়মুখ্যৈর্যো রূপৈর্যুক্তঃ পুরাধুনা ।**
**স লয়েনৈকতাং প্রাপ্তো বহুতণ্ডুলপিষ্টবৎ ॥৬৯॥**

***অন্বয় ঃ*** যঃ (যে আত্মা) পুরা (জাগরণাবস্থায়) বিজ্ঞানময়-মুখ্যৈঃ (বিজ্ঞানময়, মনোময়-আদি) রূপৈঃ যুক্তঃ (আকারদ্বারা বিশিষ্ট ছিলেন) সঃ (তিনি) অধুনা (সুষুপ্তি কালে) লয়েন (বিজ্ঞানাদি উপাধিসকল লয় হইলে) একতাম্ প্রাপ্তঃ (একতা প্রাপ্ত হন)। বহুতণ্ডুল-পিষ্টবৎ (যেমন বহুতণ্ডুলপিষ্ট পিটুলি) ॥৬৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যে আত্মা জাগরণাবস্থায় বিজ্ঞানময়াদির রূপ বা আকারবিশিষ্ট ছিলেন, তিনি সুষুপ্তিকালে বিলীনাবস্থায় বহুতণ্ডুলপিষ্টের (পিটুলির) ন্যায় একতা প্রাপ্ত হন ॥৬৯॥

**প্রজ্ঞানানি পুরা বুদ্ধিবৃত্তয়োঽথঘনোঽভবৎ ।**
**ঘনত্বং হিমবিন্দূনামুদগ্দেশে যথা তথা ॥৭০॥**

***অন্বয় ঃ*** পুরা (পূর্বে, জাগরণাবস্থায়) প্রজ্ঞানানি (প্রজ্ঞান নামক) বুদ্ধি-বৃত্তয়ঃ ([যে ঘটাদিবিষয়ক] বুদ্ধিবৃত্তিসকল [ছিল]) অথ (অনন্তর, [সুষুপ্তিকালে, ঘটাদি বিষয়ের অভাববশতঃ] ) ঘনঃ অভবৎ (ঘনীভূত অর্থাৎ চৈতন্যের সহিত একরূপতা প্রাপ্ত হইল)। যথা (যেমন) হিম-বিন্দূনাম্ (হিমবিন্দুসকলের) উদগ্দেশে (উত্তরাখণ্ডে) ঘনত্বম্ (ঘনরূপতা, একীভাব [প্রাপ্ত হওয়া]) তথা (সেইরূপ [দার্ষ্টান্তিকে প্রযোজ্য]) ॥৭০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** জাগ্রৎকালে প্রজ্ঞান নামক যে বুদ্ধিবৃত্তিসকল ছিল, সুষুপ্তি কালে তাহারা ঘনীভূত অর্থাৎ একরূপতা প্রাপ্ত হইল। যেমন উত্তরাখণ্ডে হিমবিন্দুসকল ঘনীভূত হইয়া একরূপতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ॥৭০॥

**তদ্ঘনত্বং সাক্ষিভাবং দুঃখাভাবং প্রচক্ষতে ।**
**লৌকিকাস্তার্কিকা যাবদ্দুঃখবৃত্তিবিলোপনাৎ ॥৭১॥**

***অন্বয় ঃ*** সাক্ষিভাবম্ ([বেদান্তে যে] সাক্ষিভাবরূপ) ঘনত্বম্ (প্রজ্ঞানঘনত্ব

১ মাণ্ডূক্য শ্রুতির ৫ সংখ্যক (গদ্যাংশের) অন্তর্গত বাক্যটি প্রায় সম্পূর্ণরূপে এখানে উল্লিখিত হইয়াছে; কেবল শ্রুত্যুক্ত 'চেতোমুখঃ' শব্দটির স্থলে সমানার্থক 'চেতোময়বৃত্তিভিঃ' শব্দটির ব্যবহার বিশেষ। পূর্বোক্ত ৬৫ সংখ্যক শ্লোকে যেরূপ অজ্ঞানবৃত্তিগুলির কথা বলা হইয়াছে 'চেতোমুখবৃত্তিভিঃ' শব্দে সেই বৃত্তিগুলিকেই বুঝানো হইতেছে। সকল অনুভব অজ্ঞানবৃত্তিজনিত। কিন্তু আনন্দময় কোশের যে অনুভব তাহা ব্যতীত সকল অনুভব বুদ্ধিবৃত্তি বা চিত্তবৃত্তি দ্বারা সম্পন্ন হয়। আর আনন্দময় কোশগত যে বৃত্তিগুলি প্রত্যক্ষরূপে অনুভব সম্পাদন করে, তাহাদের অজ্ঞানবৃত্তি বলিয়া বলা হয় ।

[বলা হইয়াছে ]) তৎ (তাহাকে) লৌকিকাঃ (শাস্ত্রসংস্কাররহিতগণ) তার্কিকাঃ (বৈশেষিকাদি তার্কিকগণ) দুঃখাভাবম্ (দুঃখাভাবরূপ) প্রচক্ষতে (বলিয়া থাকে) যাবৎ-দুঃখ-বৃত্তি-বিলোপনাৎ (কেননা তৎকালে যাবতীয় দুঃখাকার বা দুঃখরূপবৃত্তির লয় হইয়া যায়)॥৭১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বেদান্তে যে সাক্ষিভাবরূপ প্রজ্ঞানঘনত্ব বলা হইয়াছে তাহাকে শাস্ত্রসংস্কাররহিতগণ ও বৈশেষিকাদি তার্কিকগণ 'দুঃখাভাবরূপ' বলিয়া থাকে, কেননা সুষুপ্তিতে যাবতীয় দুঃখবৃত্তির লয় হইয়া যায় ॥৭১॥

**অজ্ঞানবিম্বিতা চিৎ স্যান্মুখমানন্দভোজনে ।**
**ভুক্তং ব্রহ্মসুখং ত্যক্ত্বা বহির্যাত্যথ কর্মণা ॥৭২॥**

***অন্বয় ঃ*** আনন্দভোজনে ([সুষুপ্তিকালীন] ব্রহ্মসুখের আস্বাদনে) মুখম্ (মুখ বা সাধন-স্বরূপ) অজ্ঞান-বিম্বিতা চিৎ স্যাৎ (অজ্ঞানে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য)। অথ (অনন্তর) কর্মণা ([পুণ্যাপুণ্যরূপ পাশে আবদ্ধ জীব তাহাদের দ্বারা প্রেরিত বলিয়া] কর্মদ্বারা প্রেবিত), (জীব) ভুক্তম্ ব্রহ্মসুখম্ (ভুক্ত ব্রহ্মসুখ) ত্যক্ত্বা (পরিত্যাগ কবিয়া) বহিঃ যাতি (বাহিরে গমন করে, জাগ্রদবস্থাদিতে গমন কবে) ॥৭২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সুষুপ্তিকালীন ব্রহ্মসুখ আস্বাদনের মুখ বা সাধন হইল অজ্ঞানে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য। পরে কর্মপরবশ জীব ভুক্ত ব্রহ্মসুখ পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে অর্থাৎ জাগ্রদাদি অবস্থায় গমন করে ॥৭২॥

**কর্ম জন্মান্তরেঽভূদ্যত্তদ্যোগাদ্বুধ্যতে পুনঃ ।**
**ইতি কৈবল্যশাখায়াং কর্মজো বোধ ঈরিতঃ ॥৭৩॥**

***অন্বয় ঃ*** জন্মান্তরে (পূর্বজন্মে) যৎ (যে) কর্ম অভূৎ (কর্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল) তৎ-যোগাৎ (তাহার সহিত যুক্ত হইয়া বা তাহার বশে) পুনঃ (আবার, পুনরায়) বুদ্ধ্যতে (জাগরণ প্রাপ্ত হয়)—ইতি (এইরূপে) কৈবল্যশাখায়াম্ (কৈবল্য উপনিষদে) বোধঃ (জাগরণ) কর্মজঃ ঈরিতঃ (কর্মজনিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে) ॥৭৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** 'পূর্বজন্মে যে (পুণ্য-পাপরূপ) কর্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার বশে জীব পুনশ্চ জাগরণ প্রাপ্ত হয়'—এইরূপে কৈবল্য উপনিষদে (১৬) জাগরণ কর্মজনিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে ॥৭৩॥

**কিঞ্চিৎকালং প্রবুদ্ধস্য ব্রহ্মানন্দস্য বাসনা ।**
**অনুগচ্ছেদ্যতস্তূষ্ণীমাস্তে নির্বিষয়ঃ সুখী ॥৭৪॥**

***অন্বয় ঃ*** প্রবুদ্ধস্য (জাগরিত [হইলেও] মানুষের) কিঞ্চিৎ-কালম্ (কিছুকাল পর্যন্ত) ব্রহ্মানন্দস্য ([সুষুপ্তিকালে অনুভূত] ব্রহ্মানন্দের) বাসনা (সংস্কার) অনুগচ্ছেৎ

(চলিতে থাকে), যতঃ (কেননা) নির্বিষয়ঃ ([জাগ্রৎকালের আদিতে] বিষয়ানুভব রহিত হইয়া), সুখী (সুখী হইয়া) [সে] তূষ্ণীম্ আস্তে (চুপ করিয়া থাকে) ॥ ৭৪ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** জাগরিত হইলেও মানুষের কিছুকাল পর্যন্ত সুষুপ্তিকালে অনুভূত ব্রহ্মানন্দের সংস্কার চলিতে থাকে। কেননা (দেখা যায়) সদ্য জাগ্রত লোক বিষয়ানুভব রহিত হইয়া, (কিছুকাল) চুপ করিয়া সুখে অবস্থান করে ॥ ৭৪ ॥

**কর্মভিঃ প্রেরিতঃ পশ্চান্নানাদুঃখানি ভাবয়ন্ ।**
**শনৈর্বিস্মরতি ব্রহ্মানন্দমেষোঽখিলো জনঃ ॥ ৭৫ ॥**

***অন্বয় ঃ*** কর্মভিঃ (পূর্বোক্ত কর্মদ্বারা) প্রেরিতঃ (প্রেরিত হইয়া) এষঃ অখিলঃ জনঃ (এই সকল লোকে) পশ্চাৎ (পরে) নানা-দুঃখানি (নানাপ্রকার দুঃখের) ভাবয়ন্ (স্মরণ করিতে করিতে) শনৈঃ (ক্রমশঃ) ব্রহ্মানন্দম্ (ব্রহ্মানন্দকে) বিস্মরতি (ভুলিয়া যায়) ॥ ৭৫ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** পূর্বোক্ত কর্মদ্বারা প্রেরিত হইয়া এই সকল লোকে পরে নানা প্রকার দুঃখের স্মরণ করিতে করিতে ক্রমশঃ ব্রহ্মানন্দকে ভুলিয়া যায়। (সুতরাং তূষ্ণীম্ভাবে স্থিতি দীর্ঘকাল ধরিয়া চলে না) ॥ ৭৫ ॥

**প্রাগূর্ধ্বমপি নিদ্রায়াঃ পক্ষপাতো দিনে দিনে ।**
**ব্রহ্মানন্দে নৃণাং তেন প্রাজ্ঞোঽস্মিন্ বিবদেত কঃ ॥ ৭৬ ॥**

***অন্বয় ঃ*** দিনে দিনে (প্রতিদিন) নৃণাম্ (লোকের) নিদ্রায়াঃ (নিদ্রার) প্রাক্-ঊর্ধ্বম্ অপি (পূর্বে এবং পরেও) ব্রহ্মানন্দে (ব্রহ্মানন্দবিষয়ে) পক্ষপাতঃ (আকর্ষণ [দেখা যায়]), তেন (সেই কারণে) অস্মিন্ (এই ব্রহ্মানন্দ বিষয়ে) কঃ প্রাজ্ঞঃ (কোন্ বুদ্ধিমান) বিবদেত (বিবাদ করিবে) ? ॥ ৭৬ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** প্রতিদিন লোকের নিদ্রার পূর্বে এবং পরেও ব্রহ্মানন্দবিষয়ে আকর্ষণ দেখা যায়। সেই কারণেও এই ব্রহ্মানন্দ বিষয়ে কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিবাদ করিবে ? ॥ ৭৬ ॥

**ননু তূষ্ণীং স্থিতৌ ব্রহ্মানন্দশ্চেদ্ভাতি লৌকিকাঃ ।**
**অলসাশ্চরিতার্থাঃ স্যুঃ শাস্ত্রেণ গুরুণাত্র কিম্ ? ॥ ৭৭ ॥**

***অন্বয় ঃ*** ননু (আশঙ্কা করিতেছেন), তূষ্ণীম্ স্থিতৌ (তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থানে) ব্রহ্মানন্দঃ (ব্রহ্মানন্দ) চেৎ ভাতি (যদি প্রাপ্ত হয়), [তবে] লৌকিকাঃ (শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য যথেচ্ছাচারী মনুষ্য) অলসাঃ (অলস ব্যক্তিগণ) চরিতার্থাঃ স্যুঃ (অনায়াসে কৃতার্থ হইয়া যাইবে)। [তাহা হইলে] অত্র (এই ব্রহ্মানন্দ লাভ করিতে) শাস্ত্রেণ গুরুণা কিম্ (শাস্ত্র ও

গুরু হইতে কি প্রয়োজন আছে)? [অর্থাৎ গুরুশুশ্রূষা-পরায়ণের গুরুমুখ হইতে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া শ্রবণাদির সাধন নিরর্থক হইবে] ।। ৭৭ ।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (আশঙ্কা)ঃ এইরূপে তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থানে যদি ব্রহ্মানন্দ অনুভব হয়, তবে সাধারণ লোকে এবং অলস ব্যক্তিগণ অনায়াসে কৃতার্থ হইয়া যাইবে। তাহা হইলে এই ব্রহ্মানন্দ লাভ করিতে শাস্ত্র ও গুরুর প্রয়োজন কি ? ৭৭ ।।

**বাঢ়ং ব্রহ্মেতি বিদ্যুশ্চেৎ কৃতার্থাস্তাবতৈব তে ।**
**গুরুশাস্ত্রে বিনাত্যন্তগম্ভীরং ব্রহ্ম বেত্তি কঃ ? ।। ৭৮ ।।**

***অন্বয় ঃ*** (উত্তর) ঃ বাঢ়ম্ (ইহা সত্য বটে যে), ব্রহ্ম ইতি ('ইহা ব্রহ্মানন্দ' এই প্রকার) বিদ্যুঃ চেৎ (যদি জানিতে পারে, যদি অনুভব কবিতে পারে) তাবতা এব (তাহাতেই, ঐ জ্ঞানেতেই) তে কৃতার্থাঃ (তাহারা কৃতকৃত্য হইয়া যায়), [পরন্তু] অত্যন্ত-গম্ভীরম্ ব্রহ্ম (অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয় ব্রহ্মকে) গুরু-শাস্ত্রে বিনা (গুরু ও শাস্ত্র ব্যতীত) [অন্য কোন উপায়ে] কঃ বেত্তি ( কে জানিতে পারে) ? ।। ৭৮ ।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (উত্তর)ঃ ইহা সত্য বটে যে, 'ইহা ব্রহ্মানন্দ' এইরূপ অনুভব করিতে পারিলে তাহাতেই তাহারা কৃতার্থ হইয়া যায়। কিন্তু অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয় ব্রহ্মকে গুরু ও শাস্ত্রোপদেশ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে কে জানিতে পারে? ৭৮ ।।

**জানাম্যহং ত্বদুক্ত্যাদ্য কুতো মে ন কৃতার্থতা ।**
**শৃণ্বত্র ত্বাদৃশো বৃত্তং প্রাজ্ঞম্মন্যস্য কস্যচিৎ ।। ৭৯ ।।**

***অন্বয় ঃ*** (আশঙ্কা)ঃ অহম্ (আমি) অদ্য (এখন) ত্বদুক্ত্যা (আপনার এই উক্তিদ্বারা) জানামি (['ইহা ব্রহ্মানন্দ' বলিয়া] জানি), [তথাপি] মে (আমার) কৃতার্থতা কুতঃ ন (কৃতার্থতা কেন হইতেছে না)? (উত্তর)ঃ অত্র (এ বিষয়ে) ত্বাদৃশঃ কস্যচিৎ (তোমার ন্যায় কোন) প্রাজ্ঞম্মন্যস্য (পাণ্ডিত্যাভিমানীর) বৃত্তম্ শৃণু (বৃত্তান্ত শ্রবণ কর) ।। ৭৯ ।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (আশঙ্কা)ঃ আমি আপনার এই উক্তিদ্বারা 'ইহাই ব্রহ্মানন্দ' বলিয়া জানিলাম, তথাপি আমার কৃতার্থতা হইতেছে না কেন? (উত্তর)ঃ এ-বিষয়ে তোমার ন্যায় কোন পণ্ডিতম্মন্যের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর ।। ৭৯ ।।

**চতুর্বেদবিদে দেয়মিতি শৃণ্বন্নবোচত ।**
**বেদাশ্চত্বার ইত্যেবং বেদ্মি মে দীয়তাং ধনম্ ।। ৮০ ।।**

***অন্বয় ঃ*** চতুর্বেদবিদে (চতুর্বেদবেত্তাকে) দেয়ম্ (এই ধন দেয়) ইতি শৃণ্বন্ (ইহা শুনিয়া [সেই পণ্ডিতম্মন্য]) অবোচত (বলিল যে) বেদাঃ চত্বারঃ (বেদ চারিটি) ইতি

এবম্ (এই কথা [তোমার বাক্য হইতে]) বেদ্মি (জানি), মে (আমায়) ধনম্ দীয়তাম্ (ধন দেওয়া হউক) ॥৮০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** "চতুর্বেদবেত্তাকে এই ধন দেয়" ইহা শুনিয়া সেই পণ্ডিতম্মন্য বলিল যে "বেদ চারিটি" এই কথা তোমার বাক্য হইতে জানিতেছি, অতএব আমায় ধন দেওয়া হউক ॥৮০॥

**সংখ্যামেবৈষ জানাতি ন তু বেদানশেষতঃ ।**
**যদি তর্হি ত্বমপ্যেবং নাশেষং ব্রহ্ম বেৎসি হি ॥৮১॥**

***অন্বয় ঃ*** (পূর্বপক্ষ)ঃ সংখ্যাম্ এব (সংখ্যাকেই অর্থাৎ গণনাকেই) এষঃ জানাতি (এই ব্যক্তি জানে) ন তু বেদান্ অশেষতঃ (কিন্তু বেদের স্বরূপকে সম্পূর্ণরূপে জানে না)। যদি তর্হি (সিদ্ধান্তী ঃ যদি তাহা বল তবে) এবম্ ত্বম্ অপি (এইরূপে তুমিও) ব্রহ্ম (ব্রহ্মকে) অশেষম্ (সম্পূর্ণরূপে) ন হি বেৎসি (নিশ্চয় জান না) ॥৮১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (পূর্বপক্ষ)ঃ এইরূপ ব্যক্তি সংখ্যাকেই জানে পরন্তু বেদের স্বরূপকে সম্পূর্ণরূপে জানে না। (সিদ্ধান্তী)ঃ যদি তাই বল তবে, এইরূপে তুমিও ব্রহ্মকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চয় জান না ॥৮১॥

**অখণ্ডৈকরসানন্দে মায়াতৎকার্য বর্জিতে ।**
**অশেষত্বসশেষত্ববার্তাবসর এব কঃ ॥৮২॥**

***অন্বয় ঃ*** মায়া তৎ-কার্য-বর্জিতে (মায়া ও তৎকার্যপ্রপঞ্চবর্জিত) অখণ্ডৈক-রস-আনন্দে (অদ্বিতীয় একরস আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মে) অশেষত্ব-সশেষত্ব-বার্তা-অবসরঃ এব (সম্পূর্ণতা, অসম্পূর্ণতা বলিবার অবসরই) কঃ (কি প্রকারে যুক্তিযুক্ত হয়) ? ॥৮২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (পূর্বপক্ষ)ঃ মায়া ও তৎকার্যবর্জিত, অদ্বিতীয় একরস আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মে 'সম্পূর্ণতা-অসম্পূর্ণতা' বলিবার অবকাশ কি প্রকারে যুক্তিযুক্ত হয় ?॥৮২॥

**শব্দানেব পঠস্যাহো তেষামর্থঞ্চ পশ্যসি ।**
**শব্দপাঠেঽর্থবোধস্তে সম্পাদ্যত্বেন শিষ্যতে ॥৮৩॥**

***অন্বয় ঃ*** শব্দান্ এব ([অখণ্ড, একরস, অদ্বিতীয়, সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম ইত্যাদি] শব্দগুলিই) পঠসি (কেবল পাঠ করিতেছ)? আহো (অথবা) তেষাম্ (তাহাদের) অর্থম্ চ (অর্থকেও অর্থাৎ স্বগতাদি ভেদশূন্যতা প্রভৃতিরূপ অর্থকেও) পশ্যসি (দেখিতেছ, বুঝিতেছ)? শব্দপাঠে ([যদি বল] শব্দপাঠমাত্র করিতেছ, সেক্ষেত্রে) তে (তোমার) অর্থবোধঃ (অর্থজ্ঞান) সম্পাদ্যত্বেন (সম্পাদন করিতে) শিষ্যতে (এখনও অবশিষ্ট রহিয়াছে) ॥৮৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (সিদ্ধান্তী)ঃ অখণ্ড, একরস, অদ্বিতীয়, সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম ইত্যাদি শব্দগুলিই কেবল পাঠ করিতেছ? অথবা তাহাদের ভেদরাহিত্যরূপ অর্থকেও বুঝিতেছ? যদি বল শব্দপাঠমাত্র করিতেছ, তবে তোমার অর্থবোধ সম্পাদন এখনও অবশিষ্ট আছে। (অতএব তোমার ব্রহ্মজ্ঞান অসম্পূর্ণ) ॥৮৩॥

**অর্থে ব্যাকরণাদ্বুদ্ধে সাক্ষাৎকারোঽবশিষ্যতে ।**
**স্যাৎ কৃতার্থত্বধীর্যাবত্তাবদ্‌গুরুমুপাস্ব ভোঃ ॥৮৪॥**

***অন্বয় ঃ*** ব্যাকরণাৎ (ব্যাকরণের সাহায্যে) অর্থে বুদ্ধে (অর্থের পরোক্ষজ্ঞান সম্পাদিত হইলেও) সাক্ষাৎকারঃ (সাক্ষাৎকার, অপরোক্ষজ্ঞান) অবশিষ্যতে (অবশিষ্ট থাকিয়া যায়)। যাবৎ (যতদিন পর্যন্ত না) কৃতার্থত্ব-ধীঃ স্যাৎ (কৃতার্থতাবুদ্ধি উৎপন্ন হয়) তাবৎ (ততদিন পর্যন্ত) ভোঃ (হে বাদিন্), গুরুম্ উপাস্ব (গুরুর উপাসনা কর) ॥৮৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ব্যাকরণের সাহায্যে অর্থের বোধ হইলেও সাক্ষাৎকার অবশিষ্ট (বাকি) থাকিয়া যায়। যতদিন না কৃতার্থতাবুদ্ধি উৎপন্ন হয়, ততদিন, হে বাদিন্, গুরুর উপাসনা কর ॥৮৪॥[১]

**আস্তামেতদ্ যত্র যত্র সুখং স্যাদ্বিষয়ৈর্বিনা ।**
**তত্র সর্বত্র বিদ্ধ্যেতাং ব্রহ্মানন্দস্য বাসনাম্ ॥৮৫॥**

***অন্বয় ঃ*** এতৎ আস্তাম্ (এই প্রসঙ্গ থাকুক)। যত্র যত্র (যে যে কালে অর্থাৎ তুষ্ণীম্ভাবাদিকালে) বিষয়ৈঃ বিনা (বিষয়ানুভব বিনা) সুখম্ স্যাৎ (সুখানুভব হয়) তত্র সর্বত্র (সেই সব কালে বা অবস্থায়) এতাম্ (এই [বাসনাকে]) ব্রহ্মানন্দস্য (ব্রহ্মানন্দের) বাসনাম্ (বাসনা [বলিয়া]) বিদ্ধি (জানিবে) ॥৮৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এই প্রসঙ্গ থাকুক, (এখন প্রকৃত প্রসঙ্গের অনুসরণ করি)। যে যে অবস্থায় বিষয়ানুভব বিনা সুখানুভব হয়, সেই সব অবস্থায় এই বাসনাকে ব্রহ্মানন্দের বাসনা বা বাসনানন্দ বলিয়া জানিবে ॥৮৫॥

**বিষয়েষ্বপি লব্ধেষু তদিচ্ছোপরমে সতি ।**
**অন্তর্মুখমনোবৃত্তাবানন্দঃ প্রতিবিম্বতি ॥৮৬॥**

***অন্বয় ঃ*** বিষয়েষু অপি ([অভিলষিত] বস্তুরও) লব্ধেষু (প্রাপ্তি হইলে) তৎ-ইচ্ছা-উপরমে সতি (ঐ বিষয়ের ইচ্ছা যখন নিবৃত্ত হইয়া যায়), [তখন] অন্তর্মুখ-মনোবৃত্তৌ (অন্তর্মুখীন মনোবৃত্তিতে অর্থাৎ মন যখন অন্তর্মুখ হইয়া যায়, তাহাতে) আনন্দঃ (যে আত্মানন্দ) প্রতিবিম্বতি (প্রতিবিম্বিত হয়), [তাহা বিষয়ানন্দ] ॥৮৬॥

১ কঠ উঃ ১/২/৯ তুলনীয়—"নৈষা তর্কেন ..প্রোক্তা...প্রষ্টাঃ"

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অভিলষিত বস্তুর প্রাপ্তি হইলে ঐ বিষয়ের বাসনা যখন নিবৃত্ত হইয়া যায়, তখন অন্তর্মুখীন মনোবৃত্তিতে যে আত্মানন্দ প্রতিবিম্বিত হয়, তাহা বিষয়ানন্দ ॥৮৬॥

**ব্রহ্মানন্দো বাসনা চ প্রতিবিম্ব ইতি ত্রয়ম্ ।**
**অন্তরেণ জগত্যস্মিন্নানন্দো নাস্তি কশ্চন ॥৮৭॥**

***অন্বয় ঃ*** ব্রহ্মানন্দঃ ([সুষুপ্তি অবস্থায় স্বপ্রকাশরূপে ভাসমান যে] ব্রহ্মানন্দ) বাসনা ([তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থানকালে বিষয়ানুভব বিনা প্রতীত হয় যে] বাসনানন্দ) চ (এবং) প্রতিবিম্বঃ ([অভিলষিত বস্তুর প্রাপ্তিতে অন্তর্মুখীন মনে] প্রতিবিম্বরূপ যে বিষয়ানন্দ) ইতি ত্রয়ম্ (এই তিন আনন্দের) অন্তরেণ (অতিরিক্ত) অস্মিন্ জগতি (এই জগতে) কশ্চন (কোনই) আনন্দঃ ন অস্তি (আনন্দ, সুখ নাই) ॥৮৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ব্রহ্মানন্দ, বাসনানন্দ এবং বিষয়ানন্দ—এই তিন আনন্দের অতিরিক্ত এই জগতে আর কোন আনন্দ (সুখ) নাই ॥৮৭॥*

**তথা চ বিষয়ানন্দো বাসনানন্দ ইত্যমূ ।**
**আনন্দৌ জনয়ন্নাস্তে ব্রহ্মানন্দঃ স্বয়ংপ্রভঃ ॥৮৮॥**

***অন্বয় ঃ*** তথা চ (এইপ্রকারে [আনন্দের ভেদ তিন প্রকার সিদ্ধ হইলে]) [তাহাদের মধ্যে যে] স্বয়ংপ্রভঃ (স্বয়ংপ্রকাশ আনন্দ), বিষয়ানন্দঃ বাসনানন্দঃ (বিষয়ানন্দ ও বাসনানন্দ) ইতি অমূ (এই দুইপ্রকার) আনন্দৌ জনয়ন্ (আনন্দকে উৎপাদন করিয়া) আস্তে (বিদ্যমান), [তাহা] ব্রহ্মানন্দঃ (ব্রহ্মানন্দ) ॥৮৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এইপ্রকার আনন্দত্রয়ের মধ্যে যে স্বয়ংপ্রকাশ আনন্দ, 'বিষয়ানন্দ ও বাসনানন্দ'—এই দুই প্রকার আনন্দকে উৎপাদন করিয়া বিদ্যমান, তাহা ব্রহ্মানন্দ, (ইহা জানিবে) ॥৮৮॥

**শ্রুতিযুক্ত্যনুভূতিভ্যঃ স্বপ্রকাশচিদাত্মকে ।**
**ব্রহ্মানন্দে সুপ্তিকালে সিদ্ধে সত্যন্যদা শৃণু ॥৮৯॥**

***অন্বয় ঃ*** [পূর্বোক্ত] শ্রুতি-যুক্তি-অনুভূতিভ্যঃ (শ্রুতিপ্রমাণ, যুক্তিপ্রমাণ বা অনুমান-প্রমাণ এবং অনুভূতিপ্রমাণ হইতে) সুপ্তি-কালে (সুষুপ্তিকালে) স্বপ্রকাশ-চিদাত্মকে (স্বয়ংপ্রকাশ চৈতন্যরূপ) ব্রহ্মানন্দে সিদ্ধে সতি (ব্রহ্মানন্দ সিদ্ধ হইলে, পরে) অন্যদা শৃণু (জাগ্রদবস্থায়ও ব্রহ্মানন্দের যে উপায় বর্ণনা করা হইতেছে, তাহা শ্রবণ কর) ॥৮৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** পূর্বোক্ত শ্রুতিপ্রমাণ, যুক্তিপ্রমাণ এবং অনুভূতি-প্রমাণ হইতে

* চতুর্দশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকের বিবৃতি দ্রষ্টব্য

সুষুপ্তিকালে স্বয়ংপ্রকাশ চৈতন্যরূপ ব্রহ্মানন্দ সিদ্ধ হইল; পরে জাগ্রদবস্থায়ও ব্রহ্মানন্দানুভবের উপায় শ্রবণ কর ॥৮৯॥[১]

**যঃ আনন্দময়ঃ সুপ্তৌ স বিজ্ঞানময়াত্মতাম্ ।**
**গত্বা স্বপ্নং প্রবোধং বা প্রাপ্নোতি স্থানভেদতঃ ॥৯০॥**

**অন্বয় ঃ** সুপ্তৌ (সুষুপ্তি অবস্থায় [লয়ভাব প্রাপ্ত আনন্দময় শব্দবাচ্য]) যঃ আনন্দময়ঃ (পূর্বোক্ত আনন্দময় যিনি) সঃ বিজ্ঞানময়াত্মতাম্ (সেই আনন্দময়, [বিজ্ঞানশব্দবাচ্য বুদ্ধিরূপ উপাধিবিশিষ্ট হইবার ফলে,] বিজ্ঞানময়ভাবকে) গত্বা (প্রাপ্ত হইয়া) স্থানভেদতঃ ([বক্ষ্যমাণ কণ্ঠাদি] স্থানবিশেষের ভেদবশতঃ) স্বপ্নম্ (স্বপ্নাবস্থা) বা প্রবোধম্ (বা জাগ্রদবস্থাকে) প্রাপ্নোতি ([কর্মানুসারে] প্রাপ্ত হন) ॥৯০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সুষুপ্তি অবস্থায় যিনি আনন্দময়, তিনি বিজ্ঞানময়ত্ব লাভ করিয়া বক্ষ্যমাণ কণ্ঠাদি স্থানের সম্বন্ধবশতঃ স্বপ্নাবস্থা বা জাগ্রদবস্থা প্রাপ্ত হন ॥৯০॥

**নেত্রে জাগরণং কণ্ঠে স্বপ্নঃ সুপ্তির্হৃদম্বুজে ।**
**আপাদমস্তকং দেহং ব্যাপ্য জাগর্তি চেতনঃ ॥৯১॥**

**অন্বয় ঃ** নেত্রে জাগরণম্ (চক্ষুরূপ স্থানে জাগরণ), কণ্ঠে স্বপ্নঃ (কণ্ঠে স্বপ্ন) হৃদম্বুজে সুপ্তিঃ (হৃদয়কমলে সুষুপ্তি [হয়])। চেতনঃ (জীব) আপাদ-মস্তকম্ (পদ হইতে মস্তক পর্যন্ত) দেহম্ ব্যাপ্য (দেহ ব্যাপিয়া) জাগর্তি (জাগিযা থাকে) ॥৯১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** চক্ষুরূপ স্থানে জাগরণ, কণ্ঠরূপস্থানে স্বপ্ন, (এবং) হৃদয়কমলে সুষুপ্তি হয়। (চক্ষুরূপস্থানের সম্বন্ধে জীবের যে জাগরণ অবস্থা তাহাতে) জীব আপাদমস্তক সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া জাগিয়া থাকে ॥৯১॥[২]

**দেহতাদাত্ম্যমাপন্নস্তপ্তায়ঃপিণ্ডবত্ততঃ ।**
**অহং মনুষ্য ইত্যেবং নিশ্চিত্যৈবাবতিষ্ঠতে ॥৯২॥**

**অন্বয় ঃ** তপ্ত-অয়ঃপিণ্ডবৎ (তপ্ত লৌহপিণ্ডের ন্যায় অর্থাৎ তাহাতে যেমন অগ্নি ও লৌহ অভেদভাব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ) দেহ-তাদাত্ম্যম্ (স্থূলশরীরের সহিত মিথ্যা অভেদভাব) আপন্নঃ (প্রাপ্ত এই জীব) ততঃ (তদনন্তর) অহম্ মনুষ্যঃ (আমি মনুষ্য) ইতি এবম্ নিশ্চিত্য (এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া অর্থাৎ স্থূলশরীর ও আত্মার অভেদত্ব সম্বন্ধে সংশয়াদি রহিত হইয়া) অবতিষ্ঠতে (অবস্থান করে) ॥৯২॥

১ দ্রষ্টব্য ঃ মাণ্ডূক্য উঃ ৫, কৈঃ উঃ ১৩

২ তুলনীয় ঃ ঐঃ উঃ ১/৩/১২, ব্রহ্মঃ উঃ ৩/৭

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অগ্নি যেমন তপ্ত লৌহপিণ্ডের সহিত অভেদভাব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ স্থূলশরীরের সহিত মিথ্যা অভেদভাব প্রাপ্ত হইয়া জীব 'আমি দেহ' এইরূপ নিশ্চয় করিয়া অবস্থান করে ॥৯২॥[১]

**উদাসীনঃ সুখী দুঃখীত্যবস্থাত্রয়মেত্যসৌ ।**
**সুখদুঃখে কর্মকার্যে ত্বৌদাসীন্যং স্বভাবতঃ ॥৯৩॥**

**অন্বয় ঃ** অসৌ (পূর্বোক্ত দেহাভিমানী জীব) উদাসীনঃ (আমি উদাসীন) সুখী দুঃখী (আমি সুখী, আমি দুঃখী) ইতি (এই) অবস্থাত্রয়ম্ (তিন অবস্থা) এতি (প্রাপ্ত হয়)। সুখ-দুঃখে ([ইহাদের মধ্যে] সুখ ও দুঃখ এই দুইটি) কর্ম-কার্যে (পুণ্যাপুণ্যরূপ কর্মের কার্য বা ফল) তু (আর) ঔদাসীন্যম্ (উদাসীন অবস্থা) স্বভাবতঃ (স্বভাবতঃ [-ই আসিয়া যায়]) ॥৯৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** পূর্বোক্ত দেহাভিমানী জীব 'আমি উদাসীন', 'আমি সুখী', 'আমি দুঃখী'—এইরূপ তিনটি অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই তিন অবস্থার মধ্যে সুখ ও দুঃখ—এই দুইটি পুণ্যাপাপরূপ কর্মের ফল, আর ঔদাসীন্য স্বভাবতঃই আসিয়া থাকে ॥৯৩॥

**বাহ্যভোগান্মনোরাজ্যাৎ সুখদুঃখে দ্বিধা মতে ।**
**সুখদুঃখান্তরালেষু ভবেত্তূষ্ণীমবস্থিতিঃ ॥৯৪॥**

**অন্বয় ঃ** বাহ্য-ভোগাৎ (বাহ্যভোগরূপ নিমিত্ত হইতে) মনোরাজ্যাৎ (এবং মনোরাজ্যরূপ নিমিত্ত হইতে) সুখদুঃখে (সুখদুঃখ) দ্বিধা মতে (দুই প্রকারের বলিয়া স্বীকৃত হয়)। সুখদুঃখ-অন্তরালেষু (যে-সময় সুখদুঃখ বিদ্যমান নহে সেই সেই সন্ধিস্থলে) তূষ্ণীম্ অবস্থিতিঃ ভবেৎ (তূষ্ণীভাবে বা উদাসীনভাবে অবস্থান হয়) ॥৯৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বাহ্যবিষয়ভোগ ও মনোরাজ্যরূপ নিমিত্তবশতঃ সুখ দুঃখ দুই প্রকারের বলিয়া স্বীকৃত হয়। সুখদুঃখের অবিদ্যমানতারূপ সন্ধিস্থলসমূহে উদাসীনভাবে অবস্থান হয় ॥৯৪॥

**ন কাপি চিন্তা মেঽস্ত্যদ্য সুখমাস ইতি ব্রুবন্ ।**
**ঔদাসীন্যে নিজানন্দভাবং বক্ত্যখিলো জনঃ ॥৯৫॥**

**অন্বয় ঃ** অখিলঃ জনঃ (সকল লোকে) অদ্য মে (এখন আমার) কা অপি চিন্তা (গৃহাদিবিষয়ক কোন চিন্তা) ন অস্তি (নাই), [এইহেতু] সুখম্ আসে (সুখে আছি) ইতি ব্রুবন্ (এইরূপ বলিতে বলিতে) ঔদাসীন্যে (উদাসীন অবস্থায়) নিজানন্দ-ভাবম্ (স্বরূপ আনন্দের স্ফুরণ) বক্তি (প্রকাশ করিয়া থাকে) ॥৯৫॥

১ দ্রষ্টব্য ঃ দৃগ্দৃশ্যবিবেক ৭ ।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সকল লোকে 'এখন আমার কোন চিন্তা নাই এই হেতু সুখে আছি'—এইরূপ বলিতে বলিতে উদাসীন অবস্থায় নিজানন্দের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। (অতএব জাগ্রদবস্থায়ও নিজানন্দের ভান হয়, এইরূপ জানা যায়) ॥৯৫॥

**অহমস্মীত্যহংকারসামান্যাচ্ছাদিতত্বতঃ ।**
**নিজানন্দো ন মুখ্যোঽয়ং কিন্ত্বসৌ তস্য বাসনা ॥৯৬॥**

***অন্বয় ঃ*** 'অহম্ অস্মি' (আমি আছি) ইতি (এইরূপ) অহংকারসামান্য-আচ্ছাদিতত্বতঃ (সামান্য অহংকারদ্বারা আচ্ছাদিত বলিয়া) অয়ম্ নিজানন্দঃ (এই নিজানন্দ) মুখ্যঃ ন (মুখ্য নহে)। কিম্-তু (কিন্তু) অসৌ (তাহা) তস্য বাসনা (সেই নিজানন্দের বাসনা) ॥৯৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** 'আমি আছি' এইরূপ সামান্য অহংকারদ্বারা আচ্ছাদিত বলিয়া[১] এই নিজানন্দ মুখ্য নহে। পরন্তু তাহা সেই নিজানন্দের বাসনা[২] অর্থাৎ বাসনানন্দ ॥৯৬॥

**নীরপূরিতভাণ্ডস্য বাহ্যে শৈত্যং ন তজ্জলম্ ।**
**কিন্তু নীরগুণস্তেন নীরসত্তানুমীয়তে ॥৯৭॥**

***অন্বয় ঃ*** নীর-পূরিত-ভাণ্ডস্য (জলপূর্ণ ঘটের) বাহ্যে (বাহিরের গাত্রে) শৈত্যম্ (যে শীতলতা) তৎ (তাহা) জলম্ ন (জল নহে) কিন্তু (কিন্তু) নীরগুণঃ (জলের গুণ) তেন (তাহার দ্বারা) নীরসত্তা (জলের বিদ্যমানতা) অনুমীয়তে (অনুমান করা যায়) ॥৯৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (যেমন)ঃ জলপূর্ণ ঘটের বহির্গাত্রে যে শীতলতা তাহা জল নহে, কিন্তু জলের গুণমাত্র। সেই শীতলতারূপ হেতুদ্বারা জলের বিদ্যমানতা অনুমান করা যায় ॥৯৭॥

**যাবদ্ যাবদহঙ্কারো বিস্মৃতোঽভ্যাসযোগতঃ ।**
**তাবত্তাবৎ সূক্ষ্মদৃষ্টের্নিজানন্দোঽনুমীয়তে ॥৯৮॥**

***অন্বয় ঃ*** অভ্যাস-যোগতঃ ([শ্রুত্যুক্ত নিরোধ সমাধির] অভ্যাসের দ্বারা) যাবৎ যাবৎ (যে যে পরিমাণে) অহঙ্কারঃ বিস্মৃতঃ (অহমাদি বৃত্তিসমূহের বিস্মরণ অর্থাৎ বিলয় হয়), তাবৎ তাবৎ (সেই সেই পরিমাণে) সূক্ষ্মদৃষ্টেঃ (চিত্তের সূক্ষ্মতার [উৎপত্তি হইলে]) নিজানন্দঃ (নিজানন্দের [অভিব্যক্তি হয়]), অনুমীয়তে (ইহার অনুমান হয়) ॥৯৮॥

---

১ 'আমি দেবদত্ত', 'আমি ব্রাহ্মণ' ইত্যাদি অহংকারকে বিশেষ অহংকার বলে। আর ইহা হইতে ভিন্ন কেবল 'আমি' 'আমি'—এইপ্রকার যে অহংকার তাহাকে সামান্য অহংকার বলে।

২ অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ হইতে উৎপন্ন সংস্কারলেশরূপ বাসনা

**বঙ্গানুবাদ ঃ** শ্রুত্যুক্ত[১] নিরোধ সমাধির অভ্যাসের দ্বারা যে যে পরিমাণে অহঙ্কারের বিলয় হয়, সেই সেই পরিমাণে সূক্ষ্মানুভবী পুরুষের (যে পুরুষের সেই সেই পরিমাণে চিত্তের সূক্ষ্মতা উৎপন্ন হইয়াছে।) নিজানন্দের আবির্ভাব বা অভিব্যক্তি হয়—ইহা অনুমান করা যায় ॥৯৮॥

**সর্বাত্মনা বিস্মৃতঃ সন্ সূক্ষ্মতাং পরমাং ব্রজেৎ ।**
**অলীনত্বান্ন নিদ্রৈষা ততো দেহোঽপি নো পতেৎ ॥৯৯॥**

**অন্বয় ঃ** সর্বাত্মনা (সম্পূর্ণরূপে) বিস্মৃতঃ সন্ (অহঙ্কারের বিস্মরণ [অর্থাৎ সর্ববৃত্তির বিলয়] হইলে) পরমাম্ সূক্ষ্মতাম্ ([চিত্তের] নিরতিশয়, অত্যন্ত সূক্ষ্মতা) ব্রজেৎ (হইয়া যায়)। অলীনত্বাৎ ([সর্ববৃত্তির লয় হইলেও অন্তঃকরণের] বিলয় হয় না বলিয়া) এষা নিদ্রা ন (ইহা নিদ্রা নহে)। ততঃ (সেই কারণে) দেহঃ অপি (শরীরও) নো পতেৎ (পড়িয়া যায় না) ॥৯৯॥

**বঙ্গানুবাদ ঃ** সম্পূর্ণরূপে অহঙ্কারের বিস্মরণ হইলে চিত্ত পরম সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হয়। সর্ববৃত্তি লয় হইলেও অন্তঃকরণের বিলয় হয় না বলিয়া তাহা নিদ্রা বা সুষুপ্তি নহে। সেই কারণে দেহও পড়িয়া যায় না (যেমন সুষুপ্তি অবস্থায় হয়।) ॥৯৯॥

**ন দ্বৈতং ভাসতে নাপি নিদ্রা তত্রাস্তি যৎসুখম্ ।**
**স ব্রহ্মানন্দ ইত্যাহ ভগবানর্জুনং প্রতি ॥১০০॥**

**অন্বয় ঃ** [যে অবস্থায়] দ্বৈতম্ ন ভাসতে (দ্বৈতের প্রতীতি হয় না), [যে অবস্থা] নিদ্রা অপি ন (নিদ্রাও নহে), তত্র (সেই অবস্থায়) যৎ সুখম্ অস্তি (যে সুখ প্রতীয়মান হয় বা সুখের অনুভব হয়) সঃ ব্রহ্মানন্দঃ (তাহা ব্রহ্মানন্দ) ইতি (এই প্রকার) ভগবান্ (ভগবান) অর্জুনম্ প্রতি আহ (গীতায় অর্জুনকে উপদেশ করিয়াছিলেন) ॥১০০॥

**বঙ্গানুবাদ ঃ** যে অবস্থায় দ্বৈতের প্রতীতি হয় না, যে অবস্থা নিদ্রাও নহে, সেই অবস্থায় যে সুখের অনুভব হয় তাহা ব্রহ্মানন্দ—গীতায় ভগবান অর্জুনকে এই প্রকার উপদেশ করিয়াছিলেন ॥১০০॥

**শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া ।**
**আত্মসংস্থং মনঃকৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥১০১॥**

**অন্বয় ঃ** ধৃতি-গৃহীতয়া বুদ্ধ্যা (ধৈর্যসম্বলিত বুদ্ধিদ্বারা) শনৈঃ শনৈঃ (ধীরে ধীরে) উপরমেৎ (মনের নিরোধ অর্থাৎ মনকে বিষয় হইতে উপরত করিবে)। মনঃ আত্মসংস্থম্

১ কঠ উঃ ১/৩/১৩

কৃত্বা (মনকে নিরুপাধিক পরমাত্মায় স্থাপিত করিয়া) কিঞ্চিদপি (কোন অনাত্মবস্তুর) ন চিন্তয়েৎ (চিন্তা করিবে না) ॥ ১০১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ধৈর্যসম্বলিত বুদ্ধিদ্বারা ধীরে ধীরে মনের নিরোধ করিবে। মনকে নিরুপাধিক পরমাত্মায় স্থাপিত করিয়া কোন অনাত্মবস্তুর চিন্তা করিবে না ॥ ১০১॥ —(গীতা ৬/২৫)

**যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্ ।**
**ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ১০২॥**

***অন্বয় ঃ*** চঞ্চলম্ (স্বভাবদোষ চঞ্চল) অস্থিরম্ মনঃ (সেই কারণে অস্থির মন) যতঃ যতঃ (যে যে শব্দাদি বিষয়ের নিমিত্ত) নিশ্চরতি (ধাবিত হয়), ততঃ ততঃ (সেই সেই বিষয় হইতে) নিয়ম্য (মনের নিরোধ করিয়া) এতৎ (এই মনকে) আত্মনি এব (আত্মাতেই) বশম্ নয়েৎ (বশীভূত করা উচিত অর্থাৎ আত্মচিন্তনেই নিবিষ্ট করিবে) ॥ ১০২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** স্বভাবদোষে চঞ্চল সুতরাং অস্থির মন যে-যে শব্দাদি বিষয়ের নিমিত্ত বাহিরে ধাবিত হয়, সেই-সেই বিষয় হইতে এই মনকে ফিরাইয়া আত্মচিন্তনেই লাগাইবে বা নিবিষ্ট করিবে ॥ ১০২॥ —(গীতা ৬/২৬)

**প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্ ।**
**উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥ ১০৩॥**

***অন্বয় ঃ*** শান্ত-রজসম্ (মোহাদি ক্লেশরূপ মলিনতা নিবৃত্ত যাঁহাতে) প্রশান্ত-মনসম্ (যাঁহার মন অত্যন্ত শান্ত হইয়া গিয়াছে) ব্রহ্মভূতম্ (ব্রহ্মস্বরূপ জীবন্মুক্ত) অকল্মষম্ ([এবং] নিষ্পাপ) এনম্ যোগিনম্ হি (এইরূপ যোগীকেই) উত্তমম্ সুখম্ (নিত্য নিরতিশয় সুখ) উপৈতি (প্রাপ্ত হয়) ॥ ১০৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** প্রশান্তচিত্ত, মোহাদিক্লেশরূপ মলিনতাশূন্য, ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত এবং নিষ্পাপ এই যোগীই পরম সুখ লাভ করেন ॥ ১০৩॥ —(গীতা ৬/২৭)

**যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া ।**
**যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥ ১০৪॥**

***অন্বয় ঃ*** চিত্তম্ যত্র (যে অবস্থায় চিত্ত) যোগসেবয়া নিরুদ্ধম্ (যোগানুষ্ঠান দ্বারা প্রত্যাহৃত) [হইয়া] উপরমতে (উপরত হয়) চ যত্র (এবং যে অবস্থায়) আত্মনা (শুদ্ধ অন্তঃকরণ দ্বারা) আত্মানম্ (স্বয়ংপ্রকাশ চৈতন্যরূপ আত্মাকে) পশ্যন্ (দেখিয়া অর্থাৎ উপলব্ধি করিয়া) আত্মনি এব (স্বস্বরূপ আত্মাতেই) তুষ্যতি (তুষ্ট হয়) —॥ ১০৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যে অবস্থায় যোগানুষ্ঠানদ্বারা প্রত্যাহৃত হইয়া চিত্ত সর্ববৃত্তিশূন্য হয় এবং যে অবস্থায় শুদ্ধ অন্তঃকরণদ্বারা স্বয়ংপ্রকাশ চৈতন্যরূপ আত্মাকে উপলব্ধি করিয়া স্বস্বরূপ আত্মাতেই তুষ্ট হয়—॥ ১০৪ ॥

—(গীতা ৬/২০, ২/৫৫)

**সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্ ।**
**বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥ ১০৫ ॥**

***অন্বয় ঃ*** যত্র (যে অবস্থায়) অয়ম্ (এই যোগী) বুদ্ধি-গ্রাহ্যম্ (বুদ্ধিদ্বারা গ্রাহ্য) অতীন্দ্রিয়ম্ (ইন্দ্রিয়ের অগোচর, অবিষয়জনিত) আত্যন্তিকম্ (পরম, অনন্ত) যৎ সুখম্ (যে সুখ) তৎ বেত্তি (তাহা জানেন, অনুভব করেন), চ (এবং) স্থিতঃ (আত্মাতে স্থিত হইয়া) তত্ত্বতঃ (সেই আত্মস্বরূপ হইতে) ন এব চলতি (বিচলিত হন না) ॥ ১০৫ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এবং যে অবস্থায় যোগী বুদ্ধিদ্বারাগ্রাহ্য[১], অতীন্দ্রিয়, পরম সুখ অনুভব করেন এবং আত্মাতে স্থিত হইয়া সেই আত্মস্বরূপ হইতে বিচলিত হন না—॥ ১০৫ ॥ —(গীতা ৬/২১)

**যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ ।**
**যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ১০৬॥**

***অন্বয় ঃ*** চ (এবং) যম্ লব্ধ্বা (যে আত্মতত্ত্বকে লাভ করিলে) অপরম্ লাভম্ (অন্য কোন লাভকে) ততঃ অধিকম্ (তাহা অপেক্ষা অধিক) ন মন্যতে (মনে হয় না), যস্মিন্ স্থিতঃ (যাহাতে অবস্থিত হইয়া) গুরুণা দুঃখেন অপি (দুঃসহ দুঃখেও) ন বিচাল্যতে (বিচলিত হন না)--॥ ১০৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এবং যে আত্মতত্ত্বকে লাভ করিলে অন্য কোন লাভকে তদপেক্ষা অধিক মনে হয় না এবং যাহাতে অবস্থিত হইয়া যোগী মহাদুঃখেও বিচলিত হন না—॥ ১০৬॥ —(গীঃ ৬/২২)

**তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্ ।**
**স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিণ্ণচেতসা ॥ ১০৭॥**

***অন্বয় ঃ*** তম্ (পূর্বোক্ত) দুঃখ-সংযোগ-বিয়োগম্ (দুঃখ-সংযোগের বিয়োগরূপ অবস্থা, দুঃখাভাব) যোগসংজ্ঞিতম্ (যোগসংজ্ঞক) বিদ্যাৎ (জানিবে)। অনির্বিণ্ণ-চেতসা (খেদরহিত চিত্তদ্বারা) সঃ যোগঃ (সেই পূর্বোক্ত যোগ) নিশ্চয়েন (অধ্যবসায় সহকারে) যোক্তব্যঃ (সাধন করা কর্তব্য) ॥ ১০৭॥

১ দ্রঃ কঠ উঃ ১/৩/২

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** পূর্বোক্ত দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ অবস্থাকে বা আত্মস্থিতিকে যোগ[১] বলিয়া জানিবে। নির্বেদরহিত চিত্তদ্বারা এই যোগ অধ্যবসায় সহকারে সাধন করা কর্তব্য ॥১০৭॥ —(গীঃ ৬/২৩)

**যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ ।**
**সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥১০৮॥**

***অন্বয় ঃ*** বিগত-কল্মষঃ (নিষ্পাপ, যোগবিঘ্নরহিত) যোগী (যোগী) সদা আত্মানম্ (সর্বদা আত্মার) এবম্ যুঞ্জন্ (পূর্বোক্ত প্রকার অনুসন্ধানরত হইয়া) সুখেন (অনায়াসে) ব্রহ্ম-সংস্পর্শম্ (ব্রহ্মাভিন্ন) অত্যন্তম্ (নিরতিশয়) সুখম্ (সুখ) অশ্নুতে (লাভ করেন) ॥১০৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বিগতপাপ যোগী নিয়ত পূর্বোক্ত প্রকারে আত্মার অনুসন্ধানরত হইয়া অনায়াসে ব্রহ্মস্বরূপ নিরতিশয় সুখ লাভ করেন॥১০৮॥ —(গীঃ ৬/২৮)

**উৎসেক উদধের্যদ্বৎ কুশাগ্রেণৈকবিন্দুনা ।**
**মনসো নিগ্রহস্তদ্বদ্ভবেদপরিখেদতঃ ॥১০৯॥**

***অন্বয় ঃ*** কুশাগ্রেণ (কুশাগ্রের দ্বারা) একবিন্দুনা (এক-এক বিন্দু করিয়া) উদধেঃ (সমুদ্রের) উৎসেকঃ (সেচন) যৎ-বৎ (যেমন [খেদরহিত অর্থাৎ শ্রমখেদরহিত হইয়া করিলে সম্ভব]) তৎ-বৎ (সেইপ্রকার) মনসঃ নিগ্রহঃ [অপি] (মনের নিগ্রহও) অপরিখেদতঃ ভবেৎ (খেদরহিত হইয়া করিলে কালান্তরে সিদ্ধ হওয়া সম্ভব) ॥১০৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** কুশাগ্রের দ্বারা এক-এক বিন্দু করিয়া জল উঠাইয়া ফেলিলে সমুদ্রের সেচন যেমন সম্ভব, সেইরূপ খেদরহিত হইয়া করিলে কালান্তরে মনের নিগ্রহও সিদ্ধ হয় ॥১০৯॥[২]

**বৃহদ্রথস্য রাজর্ষেঃ শাকায়ন্যো মুনিঃ সুখম্ ।**
**প্রাহ মৈত্রাখ্যশাখায়াং সমাধ্যুক্তিপুরঃসরম্ ॥১১০॥**

***অন্বয় ঃ*** মৈত্রাখ্য-শাখায়াম্ (যজুর্বেদের মৈত্রায়ণী নামক শাখায়) শাকায়ন্যঃ মুনিঃ (শাকায়ন্য নামক মুনি) বৃহদ্রথস্য রাজর্ষেঃ (রাজর্ষি বৃহদ্রথকে) সমাধি-উক্তি-পুরঃসরম্ (সমাধির উপদেশপূর্বক) সুখম্ প্রাহ (ব্রহ্মসুখ বর্ণনা করিয়াছিলেন) ॥১১০॥ —(মৈত্রায়ণীয় উঃ ২/১)

১ এস্থলে যোগ বলিতে কোনপ্রকার 'সম্বন্ধ' নহে, কিন্তু 'সমাধি' বুঝিতে হইবে ।

২ গৌড়পাদ কারিকা ৩/৪১

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যজুর্বেদের মৈত্রায়ণীশাখায় শাকায়ন্য-নামক মুনি রাজর্ষি বৃহদ্রথকে সমাধির উপদেশপূর্বক ব্রহ্মসুখ বর্ণনা করিয়াছিলেন ॥১১০॥

**যথা নিরিন্ধনো বহ্নিঃ স্বযোনাবুপশাম্যতি ।**
**তথা বৃত্তিক্ষয়াচ্চিত্তং স্বযোনাবুপশাম্যতি ॥১১১॥**

***অন্বয় ঃ*** নিরিন্ধনঃ (কাষ্ঠাদি ইন্ধনরহিত) বহ্নিঃ (অগ্নি) যথা (যেমন) উপশাম্যতি স্ব-যোনৌ (আপন কারণ তেজে আপনিই উপশান্ত হইয়া যায়) তথা (সেই প্রকারে) চিত্তম্ (অন্তঃকরণ) বৃত্তি-ক্ষয়াৎ ([যোগাভ্যাসে] বৃত্তিসমূহের ক্ষয় হইলে) স্ব-যোনৌ (আপনার কারণ সত্ত্বগুণমাত্রে) উপশাম্যতি (উপশান্ত হয়) ॥ ১১১॥

—(মৈত্রায়ণীয় উঃ ৪/৩/১)

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ইন্ধনের অবসান হইলে অগ্নি যেমন স্ব-কারণ তেজে আপনিই উপশান্ত হয়, সেই প্রকারে যোগাভ্যাসে বৃত্তিসমূহের ক্ষয় হইলে চিত্ত আপনার কারণ সত্ত্বগুণমাত্রে উপশান্ত হয় ॥১১১॥

**স্বযোনাবুপশান্তস্য মনসঃ সত্যকামিনঃ ।**
**ইন্দ্রিয়ার্থবিমূঢ়স্যানৃতাঃ কর্মবশানুগাঃ ॥১১২॥**

***অন্বয় ঃ*** সত্যকামিনঃ (সত্যস্বরূপ আত্মবিষয়ে অভিলাষী) স্ব-যোনৌ উপশান্তস্য (আপনার কারণে উপশান্ত) ইন্দ্রিয়ার্থ-বিমূঢ়স্য (ইন্দ্রিয়বিষয়ে বিমুখ) মনসঃ (মনের) কর্ম-বশানুগাঃ (কর্মফলবশ সুখদুঃখাদি) অনৃতাঃ [স্যুঃ] (মায়িকত্বজ্ঞানদ্বারা মিথ্যারূপ হইয়া যায়) ॥১১২॥ —(ঐ ৪/৩/২)

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সত্যস্বরূপ-আত্মবিষয়ে অভিলাষী, স্ব-কারণে উপশান্ত এবং ইন্দ্রিয় বিষয়ে বিমুখ যে মন, তাহার কর্মফলরূপ-সুখদুঃখাদি মায়িকত্বজ্ঞানদ্বারা মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হয় ॥১১২॥

**চিত্তমেব হি সংসারস্তৎপ্রযত্নেন শোধয়েৎ ।**
**যচ্চিত্তস্তন্ময়ো মর্ত্যো গুহ্যমেতৎ সনাতনম্ ॥১১৩॥**

***অন্বয় ঃ*** হি (যেহেতু) চিত্তম্ এব (চিত্তই) সংসারঃ (সংসার), [সেইহেতু] তৎ (চিত্তকে) প্রযত্নেন ([ অভ্যাসবৈরাগ্যাদিরূপ ] প্রযত্নদ্বারা) শোধয়েৎ (শোধন করিবে; রজঃ তমঃ রহিত করিয়া একাগ্র করিবে)। মর্ত্যঃ (দেহী জীব) যচ্চিত্তঃ (যে-বিষয়ে আসক্তিযুক্ত হয়) তৎ-ময়ঃ (তাহাতে তন্ময় [হইয়া যায়])। এতৎ (ইহা) সনাতনম্ গুহ্যম্ (অনাদিসিদ্ধ রহস্য) ॥ ১১৩ ॥ —(ঐ ৪/৩/৩)

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যেহেতু চিত্তই সংসার[১]; সেইহেতু চিত্তকে অভ্যাসবৈরাগ্যাদি প্রযত্নদ্বারা শোধন করিবে। কারণ মানব যে-বিষয়ে আসক্তিযুক্ত হয়, তাহাতে তন্ময় হইয়া যায় (দেখা যায়)। ইহা অনাদিসিদ্ধ রহস্য ॥১১৩॥

***বিবৃতি ঃ*** চিত্ত বাহ্যবিষয়ের উপাদান কারণ নহে। কিন্তু শুদ্ধ জল যেমন নীলপীতাদি রং-এর সহিত মিলিত হইয়া সেই-সেই রং-বিশিষ্ট হয়, সেইরূপ চিত্তও বিবিধ আকারে আকারিত হয় মাত্র। মন 'আমি জীব' এইপ্রকার ভাবনাদ্বারা জীবভাব, 'আমি দেহ' এইপ্রকার ভাবনাদ্বারা দেহভাব, 'আমি শূন্য' এই ভাবনাদ্বারা শূন্যভাব প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ 'আমি ব্রহ্ম' ভাবনাদ্বারা ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বিশেষ এই—ব্রহ্মভিন্ন অনাত্ম বস্তুর ভাবনাদ্বারা বস্তুলাভ হয় না—ইহা বিসম্বাদী ভ্রম। আর 'ব্রহ্মাভিন্নরূপে আপনার সত্তার' ভাবনাদ্বারা ইহার ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হয়—ইহা সম্বাদী ভ্রম। তাহাই পরা গতি। —(দ্রঃ ছাঃ উঃ ৩/১৪/১)

**চিত্তস্য হি প্রসাদেন হন্তি কর্ম শুভাশুভম্ ।**
**প্রসন্নাত্মাত্মনি স্থিত্বা সুখমক্ষয্যমশ্নুতে ॥১১৪॥**

***অন্বয় ঃ*** চিত্তস্য প্রসাদেন (চিত্তের প্রসাদ বা শোধনের দ্বারা), [অধিকারী] শুভাশুভম্ কর্ম (শুভ অশুভ সকল কর্ম) হন্তি (নাশ করিতে পারেন) হি (ইহা শ্রুতি-স্মৃতি-প্রসিদ্ধ)। প্রসন্নাত্মা ([পরে] সেই শোধিতচিত্ত অধিকারী) আত্মনি ([স্ব-স্বরূপ অদ্বিতীয় সুখস্বরূপ] ব্রহ্মে) স্থিত্বা (স্থিত হইয়া) অক্ষয্যম্ সুখম্ (অবিনাশী সুখ) অশ্নুতে (প্রাপ্ত হন) ॥১১৪॥` —(মৈঃ উঃ ৪/৩/৪)

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** শোধিতচিত্তের প্রসাদে অধিকারী শুভাশুভ সকল কর্ম নাশ করিতে পারেন—ইহা শ্রুতি-স্মৃতিতে প্রসিদ্ধ। পরে সেই শোধিতচিত্ত অধিকারী স্ব-স্বরূপ ব্রহ্মে স্থিত হইয়া অবিনাশী সুখকে প্রাপ্ত হন ॥১১৪॥

**সমাসক্তং যথা চিত্তং জন্তোর্বিষয়গোচরে ।**
**যদ্যেবং ব্রহ্মণি স্যাত্তৎ কো ন মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥১১৫॥**

***অন্বয় ঃ*** জন্তোঃ চিত্তম্ (পশুদিগের চিত্ত, মন) বিষয়-গোচরে (ইন্দ্রিয়বিষয় শব্দাদিতে) যথা সমাসক্তম্ (যেমন স্বভাবতঃ সম্যগ্‌রূপে আসক্ত), [সেইপ্রকারে] তৎ (জীবের চিত্ত) ব্রহ্মণি (প্রত্যগ্‌ভিন্ন পরমাত্মাতে) যদি (যদি) এবম্ স্যাৎ (এইপ্রকার অনুরক্ত হয়), (তবে) কঃ (কোন্ মনুষ্য) বন্ধনাৎ ন মুচ্যেতে (সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত না হয়) ? ॥১১৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** পশুদিগের চিত্ত ইন্দ্রিয়বিষয়াদিতে যেমন সম্যগ্‌রূপে

১ তুলনীয়ঃ বৃঃ উঃ ৪/৩/৭
২ তুলনীয়ঃ ছাঃ উঃ ৫/২৪/৩

আসক্ত, সেইপ্রকার জীবের চিত্ত যদি পরমাত্মাতে অনুরক্ত হয়, তবে কোন্ মনুষ্য সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত না হয় ? ১১৫।। —(মৈঃ উঃ ৪/৩/৫)

**মনো হি দ্বিবিধং প্রোক্তম্ শুদ্ধং চাশুদ্ধমেব চ ।**
**অশুদ্ধং কামসম্পর্কাচ্ছুদ্ধং কামবিবর্জিতম্ ।।১১৬।।**

***অন্বয় ঃ*** মনঃ হি (মন তো) দ্বিবিধম্ প্রোক্তম্ (দুইপ্রকার বলা হইয়াছে)—শুদ্ধম্ চ অশুদ্ধম্ এব চ (শুদ্ধ এবং অশুদ্ধ); কামসম্পর্কাৎ অশুদ্ধম্ (কামক্রোধাদির সম্পর্কবশতঃ অশুদ্ধ), কাম-বিবর্জিতম্ শুদ্ধম্ (আর কামবিবর্জিত শুদ্ধ) ।। ১১৬।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** মন শুদ্ধ ও অশুদ্ধ ভেদে দুইপ্রকার বলা হইয়াছে; কামক্রোধাদির সম্বন্ধবশগ যে মন তাহা অশুদ্ধ, আর কামক্রোধাদিদোষরহিত মন শুদ্ধ ।। ১১৬ ।। —(ঐ ৪/৩/৬); (দ্রষ্টব্য ঃ ব্রহ্মবিন্দু উঃ ১)

**মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ ।**
**বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্ত্যৈ নির্বিষয়ং স্মৃতম্ ।।১১৭।।**

***অন্বয় ঃ*** মনুষ্যাণাম্ (মনুষ্যগণের) বন্ধ-মোক্ষয়োঃ (বন্ধন ও মুক্তির) কারণম্ (কারণ) মনঃ এব (মনই)। বিষযাসক্তম্ (বিষয়ানুরক্ত মন) বন্ধায় (বন্ধনের কারণ); নির্বিষয়ম্ (নির্বিষয় মন) মুক্ত্যৈ স্মৃতম্ (মুক্তির কারণ, বলা হয়) ।। ১১৭ ।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** মনই মনুষ্যগণের বন্ধন ও মুক্তির কারণ। বিষয়ানুরক্ত মন বন্ধনের, নির্বিষয় মন মুক্তির কারণ, বলা হয় ।। ১১৭ ।।

—(মৈঃ উঃ ৪/৩/১১; ব্রঃ বিঃ উঃ ২; শাট্যায়নীয় উঃ ১)

**সমাধিনির্ধূতমলস্য চেতসো**
**নিবেশিতস্যাত্মনি যৎ সুখং ভবেৎ ।**
**ন শক্যতে বর্ণয়িতুং গিরা তদা**
**স্বয়ং তদন্তঃকরণেন গৃহ্যতে ।।১১৮।।**

***অন্বয় ঃ*** আত্মনি নিবেশিতস্য (স্বরূপভূত আত্মায় স্থাপিত) সমাধি-নির্ধূত-মলস্য (সমাধিদ্বারা সর্বমলবিনির্মুক্ত) চেতসঃ (চিত্তের) যৎ সুখম্ (যে সুখানুভব) ভবেৎ (হয়) তদা (সমাধিকালে) তৎ গিরা (উৎপন্ন সেই সুখকে বচনদ্বারা) বর্ণয়িতুম্ (বর্ণনা করা) ন শক্যতে (যায় না); স্বয়ম্ [তৎ] (সেই স্বরূপভূত সুখ) অন্তঃকরণেন [এব] গৃহ্যতে (অন্তঃকরণের দ্বারাই গ্রহণ করা যায়) ।। ১১৮ ।। — (মৈঃ উঃ ৪/৩/৯) ।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** স্বরূপভূত আত্মায় নিবেশিত, সমাধিদ্বারা সর্বমলবিনির্মুক্ত

চিত্তের যে সুখানুভব হয়; সমাধিকালে উৎপন্ন সেই সুখকে বচনদ্বারা বর্ণনা করা যায় না; সেই স্বরূপভূত সুখকে অন্তঃকরণই গ্রহণ করিতে পারে ॥১১৮॥

**যদ্যপ্যসৌ চিরং কালং সমাধির্দুর্লভো নৃণাম্ ।**
**তথাপি ক্ষণিকো ব্রহ্মানন্দং নিশ্চায়য়ত্যসৌ ॥১১৯॥**

**অন্বয় ঃ** যদ্যপি (যদিও) অসৌ সমাধিঃ (উক্ত সমাধি, এই সমাধি) নৃণাম্ (মানবের পক্ষে) চিরম্ কালম্ (দীর্ঘস্থায়িভাবে) দুর্লভঃ (দুর্লভ); তথাপি (তবুও) ক্ষণিকঃ অসৌ (ক্ষণিক এই সমাধি) ব্রহ্মানন্দম্ নিশ্চায়য়তি (ব্রহ্মানন্দের নিশ্চয় করাইয়া দেয়) ॥১১৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যদিও মানবের পক্ষে দীর্ঘস্থায়িভাবে এই সমাধি দুর্লভ, তথাপি ক্ষণিকভাবে হইলেও ইহা ব্রহ্মানন্দের নিশ্চয় করাইয়া দেয় ॥১১৯॥

**শ্রদ্ধালুর্ব্যসনী যোঽত্র নিশ্চিনোত্যেব সর্বথা ।**
**নিশ্চিতে তু সকৃত্তস্মিন্ বিশ্বসিত্যন্যদাপ্যয়ম্ ॥১২০॥**

**অন্বয় ঃ** অত্র যঃ (সমাধি অবস্থায়, যে ব্যক্তি) শ্রদ্ধালুঃ (শ্রদ্ধালু) ব্যসনী ([কার্যসম্পাদনের] দৃঢ় ইচ্ছাসম্পন্ন) সর্বথা এব (অবশ্যই) [তিনি] নিশ্চিনোতি ([উক্ত ব্রহ্মানন্দের] নিশ্চয় করিয়া লন)। তস্মিন্ (উক্ত ব্রহ্মানন্দের) সকৃৎ নিশ্চিতে (একবারও [ক্ষণিক সমাধিতে] নিশ্চয় হইয়া গেলে) তু (কিন্তু) অয়ম্ (এই ব্যক্তি) অন্যদা অপি (অন্যকালেও) বিশ্বসিতি (তাহাতে বিশ্বাস করেন) ॥১২০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এই সমাধি অবস্থায়, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধালু ও কার্যসম্পাদনের দৃঢ় ইচ্ছাসম্পন্ন, অবশ্যই তিনি উক্ত ব্রহ্মানন্দের নিশ্চয় করিয়া লন। উক্ত ব্রহ্মানন্দের একবারও ক্ষণিক সমাধিতে নিশ্চয় হইয়া গেলে কিন্তু এই ব্যক্তি অন্যকালেও তাহাতে বিশ্বাস করেন ॥১২০॥

**তাদৃক্পুমানুদাসীনকালেঽপ্যানন্দবাসনাম্ ।**
**উপেক্ষ্য মুখ্যমানন্দং ভাবয়ত্যেব তৎপরঃ ॥১২১॥**

**অন্বয় ঃ** তাদৃক্ পুমান্ (পূর্বোক্তপ্রকার মনুষ্য) উদাসীনকালে অপি (উদাসীন অবস্থায়ও) আনন্দ-বাসনাম্ (আনন্দের বাসনাকে, বাসনানন্দকে) উপেক্ষ্য (অনাদর করিয়া) তৎপরঃ (তৎপর হইয়া) মুখ্যম্ আনন্দম্ এব (মুখ্যানন্দেরই) ভাবয়তি (ভাবনা করিতে থাকেন) ॥১২১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** পূর্বোক্ত মনুষ্য উদাসীন অবস্থায়ও আনন্দের বাসনাকে উপেক্ষা করিয়া, তৎপর হইয়া, মুখ্যানন্দেরই (ব্রহ্মানন্দেরই) ভাবনা করিতে থাকেন ॥১২১॥

**পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্মণি ।**
**তদেবাস্বাদয়ত্যন্তঃ পরসঙ্গরসায়নম্ ॥১২২॥**[১]

**এবং তত্ত্বে পরে শুদ্ধে ধীরো বিশ্রান্তিমাগতঃ ।**
**তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্বহির্ব্যবহরন্নপি ॥১২৩॥**

***অন্বয় ঃ*** এবম্ (এইপ্রকার) শুদ্ধে (শুদ্ধ) পরে তত্ত্বে (পরম তত্ত্বে, ব্রহ্মানন্দ সুখে) বিশ্রান্তিম্ আগতঃ (প্রতিষ্ঠিত হইয়া) ধীরঃ (ধৈর্যবান অধিকারী) বহিঃ ব্যবহরন্ অপি (বাহ্য ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াও) অন্তঃ (অন্তরে) তৎ এব (উক্ত পরমতত্ত্বই) আস্বাদয়তি (আস্বাদন করেন) ॥১২৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এইপ্রকার ধীর পুরুষ শুদ্ধ পরমতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, বাহ্যব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলেও, অন্তরে সেই পরমতত্ত্বই আস্বাদন করেন ॥১২৩॥

**ধীরত্বমক্ষপ্রাবল্যেঽপ্যানন্দাস্বাদবাঞ্ছয়া ।**
**তিরস্কৃত্যাখিলাক্ষাণি তচ্চিন্তায়াং প্রবর্তনম্ ॥১২৪॥**

***অন্বয় ঃ*** অক্ষপ্রাবল্যে অপি (বিষয়াভিমুখী ইন্দ্রিয়সকলের প্রবলতা থাকিলেও) আনন্দ-আস্বাদ-বাঞ্ছয়া (ব্রহ্মানন্দ-আস্বাদনের অভিলাষী হইয়া) অখিল-অক্ষাণি তিরস্কৃত্য (সকল ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ করিয়া) তৎ-চিন্তায়াম্ (সেই আনন্দ চিন্তায়) প্রবর্তনম্ (প্রবৃত্ত হওয়াকে) ধীরত্বম্ (ধীরত্ব [বলে]) ॥১২৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বিষয়াভিমুখী ইন্দ্রিয় সকলের প্রাবল্য সত্ত্বেও ব্রহ্মানন্দাস্বাদনের অভিলাষী হইয়া, সকল ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ করিয়া, সেই আনন্দের অনুচিন্তনে যাঁহার প্রবৃত্তি হয়, তাঁহাকে ধীর বলে ॥১২৪॥

**ভারবাহী শিরোভারং মুক্ত্বাস্তে বিশ্রমং গতঃ ।**
**সংসারব্যাপৃতিত্যাগে তাদৃগ্বুদ্ধিস্তু বিশ্রমঃ ॥১২৫॥**

***অন্বয় ঃ*** ভারবাহী ([যেমন] ভারবাহী) শিরোভারম্ মুক্ত্বা (শ্রান্তিকর শিরোভার নামাইয়া) বিশ্রমম্ গতঃ (শ্রমরহিত হইয়া) আস্তে (অবস্থান করে), [সেইরূপ] সংসার ব্যাপৃতি-ত্যাগে (সাংসারিক ব্যাপারের ত্যাগ হইলে) তাদৃক্‌বুদ্ধিঃ তু (সেই প্রকার বুদ্ধিই অর্থাৎ 'ভার নামিল, আমি সুখী হইলাম' এই প্রকার বুদ্ধিই) বিশ্রমঃ ('বিশ্রান্তি' শব্দের অর্থ) ॥১২৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যেমন ভারবাহী, শ্রান্তিকর শিরোভার নামাইয়া, শ্রমরহিত হইয়া অবস্থান করে, সেইরূপ সাংসারিক-ব্যাপাররহিত হইলে, 'ভার নামিল' এইপ্রকার বুদ্ধিই বিশ্রাম বা 'বিশ্রান্তি' শব্দের অর্থ ॥১২৫॥

---

১ ৯/৮৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য

**বিশ্রান্তিং পরমাং প্রাপ্তস্ত্বৌদাসীন্যে যথা তথা ।**
**সুখদুঃখদশায়াঞ্চ তদানন্দৈকতৎপরঃ ॥১২৬॥**

***অন্বয় ঃ*** পরমাম্ বিশ্রান্তিম্ প্রাপ্তঃ তু (পূর্বোক্ত পরম বিশ্রামপ্রাপ্ত ধীরব্যক্তি তো) ঔদাসীন্যে যথা (উদাসীন অবস্থায় যেমন), [পরমানন্দের আস্বাদনে তৎপর থাকেন] তথা (সেইপ্রকার) সুখ-দুঃখদশায়াম্ চ (সুখ-দুঃখদশাতেও) তৎ-আনন্দ-এক-তৎপরঃ (সেই এক স্বরূপানন্দাস্বাদনে তৎপর [থাকেন]) ॥ ১২৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** পূর্বোক্ত প্রকারে পরম বিশ্রামপ্রাপ্ত ধীর ব্যক্তি তো উদাসীন অবস্থায় যেমন, সেইপ্রকার সুখদুঃখদশাতেও (ব্যবহারের স্মরণ ত্যাগ করিয়া) সেই এক নিজানন্দাস্বাদনে তৎপর থাকেন ॥ ১২৬॥

**অগ্নিপ্রবেশহেতৌ ধীঃ শৃঙ্গারে যাদৃশী তথা ।**
**ধীরস্যোদেতি বিষয়েঽনুসন্ধানবিরোধিনি ॥ ১২৭॥**

***অন্বয় ঃ*** অগ্নি-প্রবেশ-হেতৌ (অগ্নিপ্রবেশাদিদ্বারা দেহত্যাগে দৃঢ় হইলে) শৃঙ্গারে (অলঙ্কারাদিদ্বারা দেহসৌষ্ঠব সম্পাদন বিলম্বকারক বলিয়া তাহাতে) যাদৃশী ধীঃ (যে প্রকার হেয় বুদ্ধি হয়) তথা (সেই প্রকার) অস্য ধীঃ (এই বিবেকী পুরুষের বুদ্ধি) অনুসন্ধান-বিরোধিনি বিষয়ে (ব্রহ্মানন্দস্মরণের বিরোধী বিষয় সুখের প্রতি) উদেতি (উদিত হয়) ॥১২৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অগ্নিপ্রবেশাদিদ্বারা দেহত্যাগেচ্ছা প্রবল হইলে, দেহসৌষ্ঠব সম্পাদন বিলম্বের কারণ বলিয়া তাহাতে যেমন হেয় বুদ্ধি হয়, সেইরূপ ব্রহ্মানন্দস্মরণের বিরোধী বিষয় সুখে এই বিবেকী পুরুষের বৈরাগ্য বুদ্ধির উদয় হয় ॥ ১২৭॥

**অবিরোধিসুখে বুদ্ধিঃ স্বানন্দে চ গমাগমৌ ।**
**কুর্বন্ত্যাস্তে ক্রমাদেষা কাকাক্ষিবদিতস্ততঃ ॥১২৮॥**

***অন্বয় ঃ*** এষা বুদ্ধিঃ (বিবেকীর এই বুদ্ধি) অবিরোধি-সুখে (ব্রহ্মানন্দের অবিরোধি বিষয় সুখে) স্বানন্দে চ (এবং স্বরূপভূত ব্রহ্মানন্দে) কাক-অক্ষিবৎ (কাকের অক্ষির ন্যায়) ক্রমাৎ (ক্রমান্বয়ে) ইতঃ ততঃ (একবার এইদিকে একবার ঐদিকে) গমাগমৌ কুর্বন্তী (গমনাগমন করিয়া) আস্তে (থাকে) ॥ ১২৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বিবেকীর এই বুদ্ধি অবিরোধি-বিষয়সুখে এবং ব্রহ্মানন্দে কাকাক্ষির ন্যায় ক্রমান্বয়ে ইতস্ততঃ গমনাগমন করিয়া থাকে ॥১২৮॥

**একৈব দৃষ্টিঃ কাকস্য বামদক্ষিণনেত্রয়োঃ ।**
**যাত্যায়াত্যেবমানন্দদ্বয়ে তত্ত্ববিদো মতিঃ ॥১২৯॥**

***অন্বয় ঃ*** কাকস্য দৃষ্টিঃ (কাকের দৃষ্টি [যেমন]) একা এব (একটিই) বাম-দক্ষিণ-

নেত্রয়োঃ (ক্রমান্বয়ে বাম ও দক্ষিণ নেত্রে) যাতি আয়াতি (যাতায়াত করিয়া থাকে) এবম্ (এইপ্রকার) তত্ত্ববিদঃ মতিঃ (তত্ত্বজ্ঞের বুদ্ধি) আনন্দদ্বয়ে (বিষয়ানন্দ ও ব্রহ্মানন্দে [গমনাগমন করিয়া থাকে]) ॥ ১২৯॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* যেমন কাকের একটিই চক্ষু ক্রমান্বয়ে বাম ও দক্ষিণ নেত্রে গমনাগমন করিতে থাকে[১], এইরূপ তত্ত্বজ্ঞের দৃষ্টি বা বুদ্ধি ক্রমান্বয়ে বিষয়ানন্দ ও ব্রহ্মানন্দরূপ আনন্দদ্বয়ে গমনাগমন করিয়া থাকে ॥১২৯॥

**ভুঞ্জানো বিষয়ানন্দং ব্রহ্মানন্দং চ তত্ত্ববিৎ ।**
**দ্বিভাষাভিজ্ঞবদ্বিদ্যাদুভৌ লৌকিকবৈদিকৌ ॥ ১৩০॥**

*অন্বয় ঃ* তত্ত্ববিৎ (তত্ত্বজ্ঞানী) ভুঞ্জানঃ (অবিরোধি বিষয়সুখ ভোগ করিতে করিতে) বিষয়ানন্দম্ (বিষয়ানন্দ) ব্রহ্মানন্দম্ চ (এবং ব্রহ্মানন্দকে) লৌকিক-বৈদিকৌ উভৌ ([অর্থাৎ] যথাক্রমে লৌকিক ও বৈদিক এই উভয় আনন্দকে) দ্বিভাষাভিজ্ঞবৎ (দ্বিভাষীর ন্যায়) বিদ্যাৎ (জানিতে থাকেন) ॥ ১৩০॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* তত্ত্বজ্ঞানী অবিরোধি-বিষয়সুখ ভোগ করিবার কালে দ্বিভাষীর ন্যায় যথাক্রমে লৌকিক ও বৈদিক বিষয়ানন্দ[২] ও ব্রহ্মানন্দ[৩] —দুই আনন্দকে জানিতে থাকেন ॥ ১৩০॥

**দুঃখপ্রাপ্তৌ চ নোদ্বেগো যথাপূর্বং যতো দ্বিদৃক্ ।**
**গঙ্গামগ্নার্ধকায়স্য পুংসঃ শীতোষ্ণধীর্যথা ॥ ১৩১॥**

*অন্বয় ঃ* যতঃ (যেহেতু) [বিবেকী] দ্বিদৃক্ (দৃষ্টিদ্বয়সম্পন্ন) [সেই কারণে] দুঃখ-প্রাপ্তৌ চ (দুঃখপ্রাপ্তি হইলেও) যথা-পূর্বম্ (পূর্বের ন্যায়) উদ্বেগঃ ন (উদ্বেগ হয় না)। যথা (যেমন) গঙ্গামগ্ন-অর্ধকায়স্য (গঙ্গাজলে অর্ধনিমজ্জিত দেহ) পুংসঃ (পুরুষের) শীতোষ্ণ-ধীঃ (একই কালে শীত ও উষ্ণের জ্ঞান হয়), [সেইরূপ বিবেকীর দুঃখানুভব ও নিজানন্দানুভব—দুইই হয়] ॥ ১৩১॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* তত্ত্ববিৎ যেহেতু বিবেকী দৃষ্টিদ্বয়সম্পন্ন, সেইহেতু দুঃখপ্রাপ্তি হইলেও পূর্বের ন্যায় উদ্বেগ তাঁহার হয় না। যেমন গঙ্গাসলিলে অর্ধনিমজ্জিত দেহ পুরুষের এককালে শীত ও উষ্ণের জ্ঞান হয়, সেইরূপ বিবেকীর দুঃখানুভব ও নিজানন্দানুভব—দুইই হয় ॥১৩১॥

১ প্রবাদ আছে যে কাকের চক্ষুদ্বয়ে একটি মাত্র মণি। সেই একটি মণিই ক্রমান্বয়ে দুই অক্ষিগোলকে যাতায়াত করে। তাই বস্তু দেখিবার সময় কাক ক্রমান্বয়ে মস্তক দুই দিকে নত করিতে থাকে।

২ বিষয়ানুভবজনিত আনন্দ;

৩ উপনিষদ্-বাক্য হইতে জ্ঞাত আনন্দ

**ইত্থং জাগরণে তত্ত্ববিদো ব্রহ্মসুখং সদা ।**
**ভাতি তদ্বাসনাজন্যে স্বপ্নে তদ্ভাসতে তথা ॥১৩২॥**

**অন্বয় ঃ** ইত্থম্ (এইপ্রকারে) তত্ত্ববিদঃ (তত্ত্ববিদের) জাগরণে (জাগ্রদবস্থায়) সদা (সর্বদা) ব্রহ্মসুখম্ (ব্রহ্মসুখানুভব) ভাতি (প্রতীত হয়)। তদ্-বাসনা-জন্যে স্বপ্নে (আর সেই জাগ্রৎকালের সংস্কারবশতঃ যে স্বপ্ন হয়, তাহাতে) তৎ (সেই ব্রহ্মানন্দ) তথা ভাসতে (সেইরূপ প্রতীত হয়) ॥১৩২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এইভাবে তত্ত্ববিদের জাগ্রদবস্থায় সর্বদা ব্রহ্মসুখানুভব হয়। আর সেই জাগ্রৎকালের সংস্কারবশতঃ যে স্বপ্ন হয়, তাহাতে সেই ব্রহ্মানন্দ তদ্রূপ অনুভূত হয় ॥১৩২॥

**অবিদ্যাবাসনাপ্যস্তীত্যতস্তদ্বাসনোত্থিতে ।**
**স্বপ্নে মূর্খবদেবৈষ সুখং দুঃখং চ বীক্ষতে ॥১৩৩॥**

**অন্বয় ঃ** অবিদ্যা-বাসনা অপি (অবিদ্যার বাসনাও) অস্তি ([স্বপ্নের কারণরূপে] বিদ্যমান) ইতি অতঃ (এই কারণে) তদ্-বাসনা-উত্থিতে স্বপ্নে (অবিদ্যার সংস্কার হইতে উৎপন্ন স্বপ্নে) এষঃ (এই জ্ঞানী) মূর্খবৎ এব (অজ্ঞের ন্যায়ই) সুখম্ চ দুঃখম্ (সুখ ও দুঃখ) বীক্ষতে (অনুভব কবিয়া থাকেন) ॥১৩৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অবিদ্যার সংস্কারও স্বপ্নের কারণরূপে বিদ্যমান। এই কারণে, অবিদ্যার সংস্কার হইতে উৎপন্ন স্বপ্নে এই জ্ঞানী অজ্ঞের ন্যায়ই সুখ ও দুঃখ অনুভব করিয়া থাকেন ॥১৩৩॥

**ব্রহ্মানন্দাভিধে গ্রন্থে ব্রহ্মানন্দপ্রকাশকম্ ।**
**যোগিপ্রত্যক্ষমধ্যায়ে প্রথমেঽস্মিন্নুদীরিতম্ ॥১৩৪॥**

**অন্বয় ঃ** ব্রহ্মানন্দাভিধে গ্রন্থে (ব্রহ্মানন্দ নামক পাঁচ অধ্যায়রূপ এই গ্রন্থের) অস্মিন্ (এই যোগানন্দপ্রকরণরূপ) প্রথমে অধ্যায়ে (প্রথম অধ্যায়ে) ব্রহ্মানন্দ-প্রকাশকম্ (ব্রহ্মানন্দের প্রকাশক) যোগি-প্রত্যক্ষম্ (যোগির প্রত্যক্ষানুভব), [প্রমাণরূপে] উদীরিতম্ (বলা হইয়াছে) ॥১৩৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ব্রহ্মানন্দ-নামক পাঁচ অধ্যায়রূপ এই গ্রন্থের এই যোগানন্দ প্রকরণরূপ প্রথম অধ্যায়ে ব্রহ্মানন্দের প্রকাশক বা অভিব্যঞ্জক যোগীর অপরোক্ষানুভব (তথা শাস্ত্রবাক্যও) প্রমাণরূপে উক্ত হইয়াছে ॥১৩৪॥

**॥ ইতি ব্রহ্মানন্দে-যোগানন্দ-প্রকরণম্ সমাপ্তম্ ॥**

॥ ব্রহ্মানন্দে-যোগানন্দ-প্রকরণ সমাপ্ত হইল ॥

# পঞ্চদশী

## দ্বাদশ অধ্যায়

### ॥ ব্রহ্মানন্দে আত্মানন্দ-প্রকরণ ॥

**নন্বেবং বাসনানন্দাদ্ ব্রহ্মানন্দাদপীতরম্ ।**
**বেত্তু যোগী নিজানন্দং মূঢ়স্যাত্রাস্তি কা গতিঃ ॥১॥**

***অন্বয় ঃ*** (আশঙ্কা)ঃ ননু (ভাল), এবম্ (পূর্বোক্ত প্রকারে) যোগী (যোগিপুরুষ) বাসনানন্দাৎ ব্রহ্মানন্দাৎ অপি (বাসনানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ হইতেও) ইতরম্ (ভিন্ন) নিজানন্দম্ বেত্তু (নিজানন্দের অনুভব করুন), [কিন্তু] অত্র (এই সংসারে) মূঢ়স্য কা গতিঃ অস্তি (মূঢ় ব্যক্তির কি গতি আছে) ?॥ ১॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* (আশঙ্কা)ঃ ভাল, পূর্বোক্ত প্রকারে, যোগিপুরুষ ব্রহ্মানন্দ এবং বাসনানন্দ হইতেও ভিন্ন নিজানন্দের[১] অনুভব করুন; কিন্তু এই সংসারে মূঢ় ব্যক্তির কি গতি হইবে ? ॥ ১॥

**ধর্মাধর্মবশাদেষ জায়তাং ম্রিয়তামপি ।**
**পুনঃ পুনঃ দেহলক্ষৈঃ কিন্নো দাক্ষিণ্যতো বদ ॥২॥**

***অন্বয় ঃ*** (উত্তর)ঃ এষঃ (এই অতিমূঢ় পুরুষ) ধর্ম-অধর্ম-বশাৎ ([অনাদি সংসারে পূর্বজন্মসকলে অনুষ্ঠিত] পুণ্য-পাপ-কর্মবশে) দেহ-লক্ষৈঃ (নানাপ্রকারের লক্ষ-লক্ষ দেহধারণদ্বারা) পুনঃ পুনঃ (বার বার) জায়তাম্ ম্রিয়তাম্ অপি (জন্মগ্রহণ করুক অথবা মরুকও); নঃ (আমাদিগের) দাক্ষিণ্যতঃ (উদারতার) কিম্ (কি প্রয়োজন) বদ (বল) ॥ ২॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* (উত্তর)ঃ এই অতিমূঢ় ধর্মাধর্মবশে লক্ষ লক্ষ দেহধারণদ্বারা পুনঃ পুনঃ জাত হউক বা মরুক; তাহাতে আমাদিগের উদারতা প্রকাশের কি প্রয়োজন, বল ॥ ২॥

**অস্তি বোঽনুজিঘৃক্ষুত্বাদ্দাক্ষিণ্যেন প্রয়োজনম্ ।**
**তর্হি ব্রূহি স মূঢ়ঃ কিং জিজ্ঞাসুর্বা পরাঙ্মুখঃ ॥৩॥**

***অন্বয় ঃ*** বঃ (আপনাদের, আচার্যদের) অনুজিঘৃক্ষুত্বাৎ ([শিষ্যের প্রতি] অনুগ্রহ

১ পরবর্তী চতুর্দশ অধ্যায়ের ২য় শ্লোকের বিবৃতিতে আনন্দের প্রকারভেদ সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

করিবার ইচ্ছা হেতু) দাক্ষিণ্যেন (দাক্ষিণ্য প্রকাশের) প্রয়োজনম্ অস্তি (প্রয়োজন আছে)। (উত্তর)ঃ তর্হি (তাহা হইলে) সঃ মূঢ় কিম্ (সেই মূঢ় ব্যক্তি কি) জিজ্ঞাসুঃ (জিজ্ঞাসু) বা পরাঙ্মুখঃ (অথবা পরাঙ্মুখ) ব্রূহি (বল) ॥৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (পূর্বপক্ষী)ঃ আপনারা শিষ্যের প্রতি অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছুক বলিয়া দাক্ষিণ্য প্রকাশের প্রয়োজন আছে। (সিদ্ধান্তীর উত্তর) তাহা হইলে বল, সেই ব্যক্তি কি জিজ্ঞাসু অথবা তত্ত্বজ্ঞানে পরাঙ্মুখ ॥৩॥

**উপাস্তিং কর্ম বা ব্রূয়াদ্বিমুখায় যথোচিতম্ ।**
**মন্দপ্রজ্ঞং তু জিজ্ঞাসুমাত্মানন্দেন বোধয়েৎ ॥৪॥**

***অন্বয় ঃ*** বিমুখায় (যে তত্ত্বজ্ঞানবিমুখ, তাহাকে) যথোচিতম্ (যথাযোগ্য), (যথা—ব্রহ্মলোককামী যদি হয় তবে তাহাকে) উপাস্তিম্ (উপাসনার উপদেশ) বা (আর যদি স্বর্গকামী হয় তবে তাহাকে) কর্ম (কর্মের উপদেশ) ব্রূয়াৎ (বলিবে)। মন্দপ্রজ্ঞম্ তু (আর যদি মন্দপ্রজ্ঞ, পরন্তু) জিজ্ঞাসুম্ (তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু জিজ্ঞাসু হয়, তবে তাহাকে) আত্মানন্দেন বোধয়েৎ (আত্মানন্দ-বিচারদ্বারা উপদেশ করিবে) ॥৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যে তত্ত্বজ্ঞানবিমুখ তাহাকে যথাযোগ্য উপাসনা বা কর্মের উপদেশ করিবে। আর যদি সেই মন্দবুদ্ধি তত্ত্বজিজ্ঞাসু হয়, তবে তাহাকে আত্মানন্দ-বিচারদ্বারা উপদেশ করিবে ॥৪॥

**বোধয়ামাস মৈত্রেয়ীং যাজ্ঞবল্ক্যো নিজপ্রিয়াম্ ।**
**ন বা অরে পত্যুরর্থে পতিঃ প্রিয়ঃ ইতীরয়ন্ ॥৫॥**

***অন্বয় ঃ*** যাজ্ঞবল্ক্যঃ (ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য) নিজপ্রিয়াম্ মৈত্রেয়ীম্ (নিজ পত্নী মৈত্রেয়ীকে) অরে (অরে মৈত্রেয়ি) পত্যুঃ অর্থে (পতির সুখের নিমিত্ত) পতিঃ প্রিয়ঃ ন বা (পতি ভার্যার প্রিয় হয় না) ইতি ঈরয়ন্ (এই প্রকার বাক্যদ্বারা উপদেশ করিয়া) বোধয়ামাস (বুঝাইয়াছিলেন) ॥৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যাজ্ঞবল্ক্য নিজপত্নী মৈত্রেয়ীকে—"অরে মৈত্রেয়ি, পতির সুখের নিমিত্ত পতি ভার্যার প্রিয় হয় না"[১]—এই প্রকার উপদেশ করিয়াছিলেন ॥৫॥

**পতির্জায়া পুত্রবিত্তে পশুব্রাহ্মণবাহুজাঃ ।**
**লোকা দেবা বেদভূতে সর্বং চাত্মার্থতঃ প্রিয়ম্ ॥৬॥**

***অন্বয় ঃ*** পতিঃ জায়া পুত্র-বিত্তে পশু-ব্রাহ্মণ-বাহুজাঃ লোকাঃ দেবাঃ বেদ-ভূতে

১ বৃঃ উঃ ৪/৫/৬—"ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি"

(পতি, পত্নী, পুত্র, ধনাদি বিত্ত, গবাদি পশু, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, স্বর্গাদিলোক, ঈশ্বরাদি দেব, ঋগাদি বেদ, ক্ষিত্যাদি ভূত) সর্বম্ চ (সকল বস্তুই) আত্মার্থতঃ (আত্মারূপ ভোক্তার সহিত সম্বন্ধবশতঃ) প্রিয়ম্ (প্রিয়) ॥৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** পতি, পত্নী, পুত্র, ধনাদি বিত্ত, গবাদি পশু, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, স্বর্গাদিলোক, ঈশ্বরাদি দেব, ঋগাদি বেদ, ক্ষিত্যাদি ভূত—সকলবস্তুই আত্মারূপ ভোক্তার সহিত সম্বন্ধবশতঃ প্রিয় ॥৬॥

**পত্যাবিচ্ছা যদা পত্ন্যাস্তদা প্রীতিং করোতি সা ।**
**ক্ষুদনুষ্ঠানরোগাদ্যৈস্তদা নেচ্ছতি তৎপতিঃ ॥৭॥**

**অন্বয় ঃ** যদা (যখন) পত্ন্যাঃ (পত্নীর) পত্যৌ ইচ্ছা (পতির প্রতি কামনা হয়) তদা সা (তখন সে) প্রীতিম্ করোতি (প্রীতি করে)। তৎপতিঃ (তাহার পতি) ক্ষুৎ-অনুষ্ঠান-রোগাদ্যৈঃ (ক্ষুধা, অনুষ্ঠান ও রোগাদিবশতঃ [যদি ইচ্ছা রহিত হয়]) তদা ন ইচ্ছতি (তখন সে পত্নীর প্রীতির অভিলাষী হয় না) ॥৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যখন পত্নীর পতির প্রতি কামনা হয়, তখন পত্নী পতির প্রতি প্রীতি করে। আর তাহার পতি যদি তখন ক্ষুধা, অনুষ্ঠান ও রোগাদি-বশতঃ ইচ্ছারহিত হয়, তখন সে পত্নীর প্রতি অভিলাষী হয় না ॥৭॥

**ন পত্যুরর্থে সা প্রীতিঃ স্বার্থ এব করোতি তাম্ ।**
**পতিশ্চাত্মন এবার্থে ন জায়ার্থে কদাচন ॥৮॥**

**অন্বয় ঃ** সা প্রীতিঃ (পত্নীর সেই প্রীতি) পত্যুঃ অর্থে (পতির প্রয়োজনে) ন (নহে), তাম্ ([পত্নী] সেই প্রীতি) স্বার্থে এব (নিজের প্রয়োজনেই) করোতি (করে)। পতিঃ চ (পতিও) আত্মনঃ অর্থে এব (নিজের প্রয়োজনেই), [করে], জায়ার্থে (পত্নীর প্রয়োজনে) কদাচন ন (কখনও নহে) ॥৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** পত্নী সেই প্রীতি, পতির প্রয়োজনে নহে, (সেই প্রীতি সে) নিজের প্রয়োজনেই করে। আর পতিও নিজের প্রয়োজনেই পত্নীর প্রতি প্রীতি করে, পত্নীর প্রয়োজনে কখনই নহে ॥৮॥

**অন্যোন্যপ্রেরণেঽপ্যেবং স্বেচ্ছয়ৈব প্রবর্তনম্ ॥৯॥**

**অন্বয় ঃ** এবম্ (উক্তপ্রকারে) অন্যোন্য-প্রেরণে অপি (পরস্পরের ইচ্ছা হইতে উৎপন্ন প্রবৃত্তিতেও) স্বেচ্ছয়া এব (নিজ নিজ কামনা পূর্তির ইচ্ছায়ই) প্রবর্তনম্ (পরস্পরের প্রবৃত্তি হয়) ॥৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** উক্তপ্রকারে পরস্পরের ইচ্ছা হইতে উৎপন্ন প্রবৃত্তি-বিষয়েও নিজ নিজ কামনা পূর্তির ইচ্ছাবশতঃই পরস্পরের প্রবৃত্তি হয় ॥৯॥

**শ্মশ্রুকণ্টকবেধেন বালে রুদতি তৎপিতা।**
**চুম্বত্যেব ন সা প্রীতির্বালার্থে স্বার্থে এব সা ॥১০॥**

*অন্বয় ঃ* শ্মশ্রু-কণ্টক-বেধেন (শ্মশ্রুর কণ্টকতুল্য কেশদ্বারা বিদ্ধ হইয়া) রুদতি বালে (রোদনকারী বালককে) তৎপিতা (তাহার পিতা) চুম্বতি এব (চুম্বন করিতেই থাকে)। সা প্রীতিঃ (সেই প্রীতি) বালার্থে ন (বালকের সুখের নিমিত্ত নহে), সা (তাহা) স্বার্থে এব (নিজের সুখের নিমিত্তই) ॥১০॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* শ্মশ্রুর কণ্টকতুল্য কেশদ্বারা বিদ্ধ হইয়া বালক রোদন করিলেও তাহার পিতা তাহাকে চুম্বন করিতেই থাকে। সেই প্রীতি বালকের সুখের নিমিত্ত নহে, তাহা পিতার নিজের সুখের নিমিত্তই ॥১০॥

**নিরিচ্ছমপি রত্নাদিবিত্তং যত্নেন পালয়ন্।**
**প্রীতিং করোতি সঃ স্বার্থে বিত্তার্থত্বং ন শঙ্কিতম্ ॥১১॥**

*অন্বয় ঃ* নিরিচ্ছম্ অপি ([অচেতন বলিয়া] ইচ্ছা রহিত হইলেও) রত্নাদিবিত্তম্ (বহুমূল্য রত্নাদি সম্পদ) যত্নেন পালয়ন্ (যত্নপূর্বক রক্ষা করিয়া) সঃ (সেই পালন কর্তা) স্বার্থে (নিজের প্রয়োজনে) প্রীতিম্ করোতি (তাহাতে প্রীতি প্রকাশ করে)। বিত্তার্থত্বম্ (সেই প্রীতি বিত্তের সুখ সম্পাদন জন্য) শঙ্কিতম্ ন (এরূপ আশঙ্কা উঠিতে পারে না) ॥১১॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* অচেতন বলিয়া ইচ্ছাদিরহিত হইলেও রত্নাদি বিত্তকে যত্নপূর্বক রক্ষা করিয়া সেই পালনকর্তা নিজের প্রয়োজনে তাহাতে প্রীতি করে। সেই প্রীতি বিত্তের সুখ-সম্পাদনের নিমিত্ত এরূপ আশঙ্কা উঠিতে পারে না ॥১১॥

**অনিচ্ছতি বলীবর্দে বিবাহয়িষতে বলাৎ।**
**প্রীতিঃ সা বণিগর্থৈব বলীবর্দার্থতা কুতঃ ॥১২॥**

*অন্বয় ঃ* বলীবর্দে অনিচ্ছতি (বৃষ ভারবহনে অনিচ্ছুক হইলেও) বলাৎ ([বণিকেরা] বলপূর্বক) বিবাহয়িষতে (তাহাকে ভার বহন করায়)। সা প্রীতিঃ (বৃষের প্রতি সেই প্রীতি) বণিগর্থা এব (কেবল বণিকের প্রয়োজনে), বলীবর্দার্থতা (বলীবর্দের প্রয়োজন) কুতঃ (কি প্রকারে হইবে) ॥১২॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* বৃষ ভার বহনে অনিচ্ছুক হইলেও বণিকেরা বলপূর্বক তাহাকে দিয়া ভার বহন করায়। বৃষের প্রতি প্রীতি কেবল বণিকের প্রয়োজনে, (তাহাতে) বলীবর্দের প্রয়োজন কি প্রকারে হইতে পারে ॥১২॥

**ব্রাহ্মণ্যং মেঽস্তি পূজ্যোঽহমিতি তুষ্যতি পূজয়া ।**
**অচেতনায়া জাতের্নো সন্তুষ্টিঃ পুংস এব সা ॥১৩॥**

***অন্বয় ঃ*** ব্রাহ্মণ্যম্ (ব্রাহ্মণত্বরূপ জাতি) মে অস্তি (আমার আছে), [সুতরাং] অহম্ পূজ্যঃ (আমি পূজনীয়) ইতি (এইরূপ [অভিমানবান মনুষ্য]) পূজয়া তুষ্যতি (পূজাদ্বারা সন্তোষলাভ করে)। সা সন্তুষ্টিঃ (সেই সন্তোষ) অচেতনায়াঃ জাতেঃ (জড় যে জাতি, তাহার) নো (নহে), পুংসঃ এব (তাহা পুরুষেরই) ॥ ১৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** "ব্রাহ্মণত্বরূপ জাতি আমার আছে, সুতরাং আমি পূজনীয়"—ঈদৃশ অভিমানবান মনুষ্য পূজাদ্বারা সন্তোষলাভ করে। সেই সন্তোষ জড় যে জাতি, তাহার নহে; তাহা পুরুষেরই ॥ ১৩॥

**ক্ষত্রিয়োঽহং তেন রাজ্যং করোমীত্যত্র রাজতা ।**
**ন জাতের্বৈশ্যজাত্যাদৌ যোজনায়েদমীরিতম্ ॥১৪॥**

***অন্বয় ঃ*** অহম্ ক্ষত্রিয়ঃ (আমি ক্ষত্রিয়) তেন রাজ্যম্ করোমি (সেইহেতু রাজ্য ভোগ করি) ইতি অত্র রাজতা (এস্থলে রাজ্যভোগ নিমিত্ত যে প্রীতি, তাহা) জাতেঃ ন (ক্ষত্রিয়ত্বরূপ জড় জাতির নহে), [তাহা ক্ষত্রিয়ত্বজাতিবিশিষ্ট পুরুষেরই]। ইদম্ (এই প্রকার) বৈশ্য-জাত্যাদৌ (বৈশ্যপ্রভৃতি জাতিতে) যোজনায় (এইরূপ অর্থের যোজনা করিবার জন্য) ঈরিতম্ (কথিত হইল) ॥ ১৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** "আমি ক্ষত্রিয়, সেইহেতু রাজ্যভোগ করি"—এস্থলে রাজ্যভোগনিমিত্ত যে প্রীতি, তাহা ক্ষত্রিয়ত্বরূপ জড় জাতির নহে, কিন্তু ক্ষত্রিয়ত্বজাতিবিশিষ্ট পুরুষেরই। এইপ্রকার বৈশ্যপ্রভৃতি জাতিতে এইরূপ অর্থের যোজনা করিবার জন্য কথিত হইল ॥ ১৪॥

**স্বর্গলোকব্রহ্মলোকৌ স্তাং মমেত্যভিবাঞ্ছনম্ ।**
**লোকয়োর্নোপকারায় স্বভোগায়ৈব কেবলম্ ॥১৫॥**

***অন্বয় ঃ*** স্বর্গলোক-ব্রহ্মলোকৌ (স্বর্গলোক ও ব্রহ্মলোক) মম (আমার নিমিত্ত) স্তাম্ (প্রাপ্ত হউক), ইতি অভিবাঞ্ছনম্ (এই প্রকার যে অভিবাঞ্ছা, প্রীতি, তাহা) লোকয়োঃ (স্বর্গাদিলোকের) উপকারায় ন (উপকারের, হিতের, প্রীতির জন্য নহে), কেবলম্ (তাহা কেবল) স্বভোগায় এব (আপনারই ভোগের নিমিত্ত) ॥ ১৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** "আমি যেন স্বর্গলোক বা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হই"—এই প্রকার যে অভিবাঞ্ছা, তাহা স্বর্গাদি লোকসকলের উপকারের নিমিত্ত নহে, পরন্তু কেবল আপনারই ভোগের নিমিত্ত ॥১৫॥

**ঈশবিষ্ণ্বাদয়ো দেবাঃ পূজ্যন্তে পাপনষ্টয়ে ।**
**ন তন্নিষ্পাপদেবার্থং তত্তু স্বার্থং প্রযুজ্যতে ॥১৬॥**

***অন্বয় ঃ*** ঈশ-বিষ্ণু-আদয়ঃ দেবাঃ (মহেশ্বর, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাগণ) পাপনষ্টয়ে (পাপনাশের নিমিত্ত) পূজ্যন্তে (পূজিত হন)। তৎ (সেই দেবপূজন) নিষ্পাপ-দেবার্থম্ ন (নিষ্পাপ দেবতাগণের স্বার্থে নহে), তু (পরন্তু) তৎ (তাহা) স্বার্থম্ (পূজকের নিজের প্রয়োজনে) প্রযুজ্যতে (প্রযুক্ত হয়) ॥ ১৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** মহেশ্বর, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাগণ (পূজকের) পাপনাশের নিমিত্ত পূজিত হন। সেই পূজা নিষ্পাপ দেবগণের স্বার্থে নহে, পরন্তু তাহা পূজকের নিজের প্রয়োজন সিদ্ধিতে প্রযুক্ত হয় ॥ ১৬॥

**ঋগাদয়ো হ্যধীয়ন্তে দুর্ব্রাহ্মণ্যানবাপ্তয়ে ।**
**ন তৎ প্রসক্তং বেদেষু মনুষ্যেষু প্রসজ্জতে ॥১৭॥**

***অন্বয় ঃ*** দুর্ব্রাহ্মণ্য-অনবাপ্তয়ে হি (দুর্ব্রাহ্মণ্য বা ব্রাত্যতা যাহাতে প্রাপ্ত না হয়, তৎনিমিত্তই) [লোকে] ঋগাদয়ঃ (ঋক্-আদি বেদ চারিটি) অধীয়ন্তে (অধ্যয়ন করিয়া থাকে)। তৎ (সেই ব্রাত্যতা-প্রাপ্তি) বেদেষু ন প্রসক্তম্ (বেদের পক্ষে সম্ভব নহে), মনুষ্যেষু ([তাহা,] মনুষ্যে) প্রসজ্জতে (প্রাপ্ত হয়) ॥ ১৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ব্রাত্যতা-প্রাপ্তি যাহাতে না হয় সেই উদ্দেশ্যে লোকে ঋগাদি চারি বেদের অধ্যয়ন করে। (কারণ) বেদের পক্ষে সেই ব্রাত্যতা-প্রাপ্তি সম্ভব নহে; কিন্তু তাহার প্রাপ্তি মনুষ্যে হয় ॥ ১৭॥

**ভূম্যাদিপঞ্চভূতানি স্থানতৃট্পাকশোষণৈঃ ।**
**হেতুভিশ্চাবকাশেন বাঞ্ছন্ত্যেষাং ন হেতবে ॥১৮॥**

***অন্বয় ঃ*** স্থান-তৃট্-পাক-শোষণৈঃ (স্থানপ্রদান, তৃষ্ণানিবারণ, পাককরণ আর্দ্রশোষণ) চ অবকাশেন হেতুভিঃ (এবং অবকাশপ্রদানরূপ নিমিত্তবশতঃ) ভূম্যাদি পঞ্চ-ভূতানি (ভূমি বা ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চভূতকে) বাঞ্ছন্তি ([সকল প্রাণী] কামনা করিয়া থাকে)। এষাম্ হেতবে ন (এই সকল ভূতের উপকারার্থে নহে), [যেহেতু ভূতসকলের তাহাতে প্রয়োজন নাই] ॥ ১৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** স্থানপ্রদান, তৃষ্ণানিবারণ, পাককরণ, আর্দ্রশোষণ এবং অবকাশপ্রদানরূপ নিমিত্তবশতঃ সকল প্রাণী ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চভূতকে কামনা করিয়া থাকে। তাহা এই সকল ভূতের উপকারার্থে নহে, যেহেতু ঐ ভূত সকলের ঐসবের প্রয়োজন নাই ॥ ১৮॥

**স্বামিভৃত্যাদিকং সর্বং স্বোপকারায় বাঞ্ছতি ।**
**তত্তৎকৃতোপকারস্তু তস্য তস্য ন বিদ্যতে ॥১৯॥**

*অন্বয় ঃ* স্বামি-ভৃত্যাদিকম্ সর্বম্ (লোকে স্বামী, ভৃত্য প্রভৃতি সকল) স্বোপকারায় বাঞ্ছতি (আপনার উপকারের নিমিত্ত কামনা করে)। তত্তৎ-কৃত-উপকারঃ তু (সেই স্বামি-ভৃত্যাদিদ্বারা লব্ধ উপকার কিন্তু) তস্য তস্য (তাহাদিগের জন্য) ন বিদ্যতে (নহে) ॥১৯॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* লোকে স্বামী, ভৃত্য প্রভৃতি সকলই আপনার উপকারের নিমিত্ত কামনা করে। তাহাদিগের দ্বারা কৃত উপকার কিন্তু তাহাদের স্বার্থে নহে (পরন্তু তাহা নিজের জন্য) ॥১৯॥

**সর্বব্যবহৃতিষ্বেবমনুসন্ধাতুমীদৃশম্ ।**
**উদাহরণবাহুল্যং তেন স্বাং বাসয়েন্মতিম্ ॥২০॥**

*অন্বয় ঃ* সর্বব্যবহৃতিষু ([ইচ্ছাপূর্বক ভোজনাদিরূপ] সর্বব্যবহারে) এবম্ ([আত্মার নিমিত্ত সকল বস্তু প্রিয় হয়,] ইহা) অনুসন্ধাতুম্ (নিশ্চয় করিবার নিমিত্ত) ঈদৃশম্ (এই প্রকার [পতিজায়াদিতে প্রীতি প্রদর্শনরূপ]) উদাহরণ-বাহুল্যম্ (অনেক উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে)। তেন (সেইহেতু) স্বাম্ মতিম্ (আপনার বুদ্ধিকে) বাসয়েৎ ([আত্ম-প্রীতিবিষয়ে] সংস্কারাপন্ন করিবে) ॥২০॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* সর্বব্যবহারে আত্মার জন্য সকল বস্তু প্রিয় হয়, ইহা নিশ্চয় করিবার নিমিত্ত এইপ্রকারে অনেক উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। সেইহেতু, আপনার মতিকে আত্মপ্রীতিবিষয়ে সংস্কারাপন্ন করিবে ॥২০॥

**অথ কেয়ং ভবেৎ প্রীতিঃ শ্রূয়তে যা নিজাত্মনি ।**
**রাগো বধ্বাদিবিষয়ে শ্রদ্ধা যাগাদিকর্মণি ।**
**ভক্তিঃ স্যাদ্‌গুরুদেবাদাবিচ্ছা ত্বপ্রাপ্তবস্তুনি ॥২১॥**

*অন্বয় ঃ* অথ (আচ্ছা), নিজাত্মনি (নিজ আত্মাতে) [যা] প্রীতিঃ (যে প্রীতি) শ্রূয়তে (শুনিতে পাওয়া যায়), ইয়ম্ (এই প্রীতি) কা ভবেৎ (কিরূপ অর্থাৎ ইহা কি অনুরাগরূপ, অথবা শ্রদ্ধারূপ, অথবা ভক্তিরূপ, অথবা ইচ্ছারূপ)? রাগঃ (যদি রাগরূপ [হয় তো তাহা]) বধূ-আদি বিষয়ে (বধূ প্রভৃতি বিষয়ে [হয়]), শ্রদ্ধা (যদি শ্রদ্ধারূপ [হয় তো তাহা]) যাগাদি কর্মণি (যাগাদি কর্মে [হয়]), ভক্তিঃ (যদি ভক্তিরূপ [হয় তবে তাহা]) গুরুদেবাদৌ স্যাৎ (দেব, গুরু প্রভৃতি বিষয়ে) ইচ্ছা তু (আর যদি ইচ্ছারূপ [হয় তো তাহা]) অপ্রাপ্ত-বস্তুনি (অপ্রাপ্ত বস্তু বিষয়ে [হইয়া থাকে]) ॥২১॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* (আশঙ্কা)ঃ আচ্ছা, নিজ আত্মাতে যে প্রীতি শুনিতে পাওয়া

যায়, সেই প্রীতির স্বরূপ কি? যদি রাগরূপ হয় তো তাহা বধূ প্রভৃতিতে হয়, যদি শ্রদ্ধারূপ হয় তো তাহা যাগাদি কর্মে হয়, যদি ভক্তিরূপ হয় তো তাহা দেব, গুরু প্রভৃতিতে হয়, আর যদি ইচ্ছারূপ হয় তো তাহা অপ্রাপ্ত বস্তুবিষয়ে হয় ॥ ২১ ॥

**তর্হ্যস্তু সাত্ত্বিকী বৃত্তিঃ সুখমাত্রানুবর্তিনী ।**
**প্রাপ্তে নষ্টেঽপি সদ্ভাবাদিচ্ছাতো ব্যতিরিচ্যতে ॥ ২২॥**

***অন্বয় ঃ*** (উত্তর)ঃ তর্হি (তাহা হইলে), সুখমাত্র-অনুবর্তিনী (কেবল সুখকে বিষয়কারিণী) সাত্ত্বিকী বৃত্তিঃ অস্তু (সত্ত্বগুণী অন্তঃকরণের বৃত্তি [সেই প্রীতির স্বরূপ] হউক)। প্রাপ্তে নষ্টে অপি (প্রাপ্ত সুখে অথবা নষ্ট সুখেও) সদ্ভাবাৎ (বিদ্যমানতাবশতঃ) [এই প্রীতি] ইচ্ছাতঃ ব্যতিরিচ্যতে (ইচ্ছা হইতে ভিন্ন) ॥ ২২ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (উত্তর)ঃ তাহা হইলে, কেবল সুখকে বিষয়কারিণী সত্ত্বগুণী অন্তঃকরণ বৃত্তি সেই প্রীতির স্বরূপ হউক। প্রাপ্ত সুখে (সুখাদি বিষয়) অথবা নষ্ট সুখেও বিদ্যমানতাবশতঃ এই প্রীতি ইচ্ছা হইতে ভিন্ন ॥ ২২ ॥

***তাৎপর্য ঃ*** ইচ্ছা অপ্রাপ্ত সুখাদিমাত্রকেই বিষয় করিয়া থাকে, আর এই প্রীতি সমস্ত প্রাপ্ত অপ্রাপ্ত সুখাদিকে বিষয় করিয়া থাকে ।

**সুখসাধনতোপাধেরন্নপানাদয়ঃ প্রিয়াঃ ॥ ২৩॥**

***অন্বয় ঃ*** অন্ন-পান-আদয়ঃ (অন্নপানাদি) সুখসাধনতা-উপাধেঃ (সুখসাধনতারূপ উপাধিবশতঃ অর্থাৎ সুখের সাধন বলিয়া) প্রিয়াঃ (প্রীতির বিষয়) ॥ ২৩ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (আশঙ্কা)ঃ সুখসাধনতারূপ উপাধিবিশিষ্ট বলিয়া অন্নপানাদি প্রীতির বিষয়। (সেইপ্রকার আত্মাতেও প্রীতি দৃষ্ট হয় বলিয়া আত্মাও অন্নাদির ন্যায় সুখের সাধন হউক---ইহার উত্তরে পরবর্তী শ্লোকে বলিতেছেন) ॥ ২৩ ॥

**আত্মানুকূল্যাদন্নাদিসমশ্চেদমুনাত্র কঃ ।**
**অনুকূলয়িতব্যঃ স্যান্নৈকস্মিন্ কর্মকর্তৃতা ॥ ২৪ ॥**

***অন্বয় ঃ*** আত্মা (আত্মাও) অনুকূল্যাৎ (অনুকূল অর্থাৎ প্রিয় বলিয়া) অন্নাদি-সমঃ (অন্নাদির সমান [সুখসাধন হইবেন]) চেৎ (যদি এইরূপ আশঙ্কা করি)? [তাহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন], [তাহা হইলে] অত্র (এই সংসারে) অমুনা (এইরূপ অনুকূল আত্মাদ্বারা) অনুকূলয়িতব্যঃ (অনুকূলতার বিষয় হইবার যোগ্য) কঃ স্যাৎ (কে হইবে)? [কেহ নহে। কারণ আত্মাতিরিক্ত ভোক্তার অভাব স্বীকৃত]। একস্মিন্ ([আর] একই আত্মাতে) কর্ম-কর্তৃতা ([যুগপৎ] কর্ম ও কর্তা হইবার যোগ্যতা অর্থাৎ ভোগ্য ও ভোক্তা হইবার যোগ্যতা) ন (সম্ভব নহে) ॥ ২৪ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** আত্মাও প্রিয় বলিয়া অন্নাদির সমান সুখসাধন হইবেন যদি এইরূপ আশঙ্কা করি? (তাহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন)—তাহা হইলে, এই সংসারে এইপ্রকার অনুকূল আত্মাদ্বারা অনুকূলতার বিষয় হইবার যোগ্য অর্থাৎ ভোক্তা কে হইবেন? আর এক আত্মা যুগপৎ ভোগ্য ও ভোক্তা হইতে পারেন না ॥ ২৪ ॥

**সুখে বৈষয়িকে প্রীতিমাত্রমাত্মা ত্বতিপ্রিয়ঃ ।**
**সুখে ব্যভিচরত্যেষা নাত্মনি ব্যভিচারিণী ॥ ২৫ ॥**

***অন্বয় ঃ*** বৈষয়িকে সুখে (বৈষয়িক সুখে) [যে প্রীতি হয় তাহা] প্রীতিমাত্রম্ (প্রীতিমাত্র), তু (পরন্তুঃ) আত্মা অতিপ্রিয়ঃ (আত্মা নিরতিশয় প্রেমের বিষয়), [সুতরাং তাহা বিষয়জন্য সুখের তুল্য নহে]। সুখে এষা (বিষয়জন্য সুখে উৎপন্ন এই প্রীতি) ব্যভিচরতি (কখন কখন অন্য বিষয়েও গমন করে), আত্মনি (আর আত্মায় যে প্রীতি, তাহা) ন ব্যভিচারিণী (অব্যভিচারিণী) ॥ ২৫ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বৈষয়িক সুখে যে প্রীতি হয়, তাহা প্রীতিমাত্র, পরন্তু আত্মা নিরতিশয় প্রীতির বিষয়। বিষয়জন্য সুখে উৎপন্ন এই প্রীতি কখন কখন অন্য বিষয়েও গমন করে, আর আত্মাতে যে প্রীতি তাহা অব্যভিচারিণী ॥ ২৫ ॥

**একং ত্যক্ত্বান্যদাদত্তে সুখং বৈষয়িকং সদা ।**
**নাত্মা ত্যাজ্যো ন চাদেয়স্তস্মিন্ ব্যভিচরেৎ কথম্ ॥ ২৬ ॥**

***অন্বয় ঃ*** [বিষয়সুখে প্রীতি] সদা (সর্বদা) একম্ (এক) বৈষয়িকম্ সুখম্ (বৈষয়িক সুখকে) ত্যক্ত্বা (পরিত্যাগ করিয়া) অন্যৎ আদত্তে (অন্য বৈষয়িক সুখকে গ্রহণ করে)। [আর] আত্মা (আত্মা) ন ত্যাজ্যঃ (ত্যাজ্য নহেন), ন চ আদেয়ঃ (গ্রহণের যোগ্যও নহেন); তস্মিন্ ( সেই আত্মাতে), [এই প্রীতি] কথম্ (কি প্রকারে) ব্যভিচরেৎ (ব্যভিচারিণী হইবে)? ২৬ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বিষয়সুখে প্রীতি সর্বদা এক বৈষয়িক সুখকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য বৈষয়িক সুখকে গ্রহণ করে। আর আত্মা ত্যাজ্য নহেন গ্রাহ্যও নহেন; অতএব, সেই আত্মাতে এই প্রীতি কিপ্রকারে ব্যভিচারিণী হইবে? ২৬ ॥

**হানাদানবিহীনেঽস্মিন্নুপেক্ষা চেৎ তৃণাদিবৎ ।**
**উপেক্ষিতুঃ স্বরূপত্বান্নোপেক্ষ্যত্বং নিজাত্মনঃ ॥ ২৭ ॥**

***অন্বয় ঃ*** হান-আদান-বিহীনে অস্মিন্ (ত্যাগ ও গ্রহণের সম্ভাবনারহিত এই আত্মাতে) তৃণাদিবৎ উপেক্ষা (তৃণাদির ন্যায় উপেক্ষা [তো হইতে পারে])? চেৎ (যদি এইরূপ আশঙ্কা হয়), [তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন] উপেক্ষিতুঃ নিজাত্মনঃ স্বরূপত্বাৎ

(উপেক্ষাকারীর আপনার স্বরূপ বলিয়া) [আত্মার] উপেক্ষ্যত্বম্ ন ([আপনা হইতে ভিন্ন তৃণাদির ন্যায়] উপেক্ষার বিষয় হইবার সম্ভাবনা নাই) ॥২৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (পূর্বপক্ষ)ঃ অত্যাজ্য ও অগ্রাহ্য এই আত্মাতে তৃণাদির ন্যায় উপেক্ষা তো হইতে পারে? (সিদ্ধান্তী)ঃ আত্মা উপেক্ষাকারীর আপনার স্বরূপ বলিয়া, আপনা হইতে ভিন্ন তৃণাদির ন্যায়, উপেক্ষার বিষয় হইবার সম্ভাবনা তাঁহাতে নাই ॥২৭॥

**রাগক্রোধাভিভূতানাং মুমূর্ষা বীক্ষ্যতে ক্বচিৎ ।**
**ততো দ্বেষাত্ত্বভবেত্ত্যাজ্য আত্মেতি যদি তন্ন হি ॥২৮॥**

*অন্বয় ঃ* রাগ-ক্রোধ-অভিভূতানাম্ (রাগ, ক্রোধ, শোক প্রভৃতিদ্বারা অভিভূত লোকের) ক্বচিৎ (কখন কখন) মুমূর্ষা বীক্ষ্যতে (মরণের ইচ্ছা [হয়,] দেখিতে পাওয়া যায়)। ততঃ (সেইহেতু) দ্বেষাৎ (দ্বেষবশতঃ) আত্মা ত্যাজ্যঃ ভবেৎ (আত্মা ত্যাজ্য হইতে পারেন)। ইতি যদি (যদি এইরূপ আশঙ্কা কর), [উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন]—তৎ হি ন (এইরূপ শঙ্কা যুক্তিযুক্ত নহে) ॥২৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (পূর্বপক্ষ)ঃ রাগ-ক্রোধাদিদ্বারা অভিভূত লোকের কখন কখন মরণের ইচ্ছা দেখিতে পাওয়া যায়। সেইহেতু দ্বেষবশতঃ আত্মা ত্যাজ্য হইবেন। (সিদ্ধান্তী)ঃ তোমার এইরূপ আশঙ্কা যুক্তিযুক্ত নহে ॥২৮॥

**ত্যক্তুং যোগ্যস্য দেহস্য নাত্মতা ত্যক্তুরেব সা।**
**ন ত্যক্তুর্য্যস্তি স দ্বেষস্ত্যাজ্যে দ্বেষে তু কা ক্ষতিঃ॥২৯॥**

***অন্বয় ঃ*** ত্যক্তুম্ যোগ্যস্য (ত্যাগ করিবার যোগ্য) দেহস্য (দেহের) আত্মতা ন (আত্মতা নাই), সা (সেই আত্মতা) ত্যক্তুঃ এব (ত্যাগ-কর্তারই)। সঃ দ্বেষঃ (উক্ত দ্বেষ) ত্যক্তরি (ত্যাগকর্তা বিষয়ে) ন অস্তি (নহে); ত্যাজ্যে (ত্যাগ যোগ্য দেহে) দ্বেষে (দ্বেষ হইলে) তু কা ক্ষতিঃ (ক্ষতি কি) ?॥২৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ত্যাগ করিবার যোগ্য যে দেহ তাহা আত্মা নহে, ত্যাগ কর্তাই আত্মা। উক্ত দ্বেষ ত্যাগকর্তার বিষয়ে নহে। আর ত্যাজ্য দেহে দ্বেষ হইলে ক্ষতি কি ? ২৯॥

**আত্মার্থত্বেন সর্বস্য প্রীতেশ্চাত্মা হ্যতিপ্রিয়ঃ ।**
**[১]সিদ্ধো যথা পুত্রমিত্রাৎ পুত্রঃ প্রিয়তরস্তথা ॥৩০॥**

***অন্বয় ঃ*** আত্মার্থত্বেন (আত্মার প্রয়োজনে) সর্বস্য (পতি-জায়াদি সকল

১ 'সিদ্ধো যথা' = 'যথা পিতুঃ'— এই পাঠান্তর

সুখসাধনের) প্রীতেঃ চ (প্রিয়ত্ব সত্ত্বেও) আত্মা হি (আত্মাই) অতিপ্রিয়ঃ (সর্বাপেক্ষা প্রিয়) সিদ্ধঃ (সিদ্ধ হইল) । যথা (যেমন) পুত্র-মিত্রাৎ (পুত্রের মিত্র অপেক্ষা) পুত্রঃ প্রিয়তরঃ (পুত্র প্রিয়তর), তথা (সেইরূপ)॥৩০॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* যেহেতু আত্মার প্রয়োজনে পতিজায়াদি সুখসাধনসকল প্রিয় হয়, সেইহেতু আত্মা অতিপ্রিয় তাহা সিদ্ধ হইল। যেমন পুত্রের মিত্র অপেক্ষা পুত্র প্রিয়তর, সেইরূপ॥৩০॥

**মা ন ভূবমহং কিন্তু ভূয়াসম্ সর্বদেত্যসৌ।**
**আশীঃ সর্বস্য দৃষ্টেতি প্রত্যক্ষা প্রীতিরাত্মনি ॥৩১॥**

*অন্বয় ঃ* অহম্ (আমি) মা ভূবম্ (থাকিব না) ন (ইহা যেন না ঘটে), কিন্তু (পরন্তু) ভূয়াসম্ সর্বদা (সর্বদা আমি থাকিব, জীবিত থাকি) ইতি অসৌ আশীঃ (এই প্রকার আকাঙ্ক্ষা, প্রার্থনা) সর্বস্য দৃষ্টা (সকল প্রাণীর দেখা যায়) ইতি (সুতরাং) আত্মনি প্রীতিঃ (আত্মাতে প্রীতি) প্রত্যক্ষা (প্রত্যক্ষসিদ্ধ) ॥৩১॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* ''আমি না থাকি অর্থাৎ আমার অভাব, যেন না হয়, পরন্তু আমি যেন সর্বদা জীবিত থাকি''—এই প্রকার আকাঙ্ক্ষা সকল প্রাণীর দেখা যায়, সুতরাং আত্মাতে প্রীতি প্রত্যক্ষসিদ্ধ ॥৩১॥

**ইত্যাদিভিস্ত্রিভিঃ প্রীতৌ সিদ্ধায়ামেবমাত্মনি।**
**পুত্রভার্যাদিশেষত্বমাত্মনঃ কৈশ্চিদীরিতম্ ॥৩২॥**

*অন্বয় ঃ* ইত্যাদিভিঃ ত্রিভিঃ (এই প্রকারে শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভব—এই তিন প্রকার প্রমাণ দ্বারা) এবম্ (পূর্বোক্ত প্রকারে) আত্মনি (স্বরূপভূত আত্মায়) প্রীতৌ সিদ্ধায়াম্ (নিরতিশয় প্রীতি সিদ্ধ হইলে) কৈশ্চিৎ (কাহারও কাহারও দ্বারা) আত্মনঃ (আত্মার) পুত্রভার্যাদি শেষত্বম্ (পুত্র-ভার্যাদির উপকারকত্ব) ঈরিতম্ (উক্ত হইয়াছে)॥৩২॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* এইভাবে শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভব—এই তিন প্রকার প্রমাণ দ্বারা পূর্বোক্ত প্রকারে স্বরূপভূত আত্মায় নিরতিশয় প্রীতি সিদ্ধ হইলেও কেহ কেহ আত্মাকে পুত্রভার্যাদির উপকারক বলিয়া (অর্থাৎ গৌণ বলিয়া) বর্ণনা করিয়া থাকেন ॥৩২॥

**এতদ্বিবক্ষয়া পুত্রে মুখ্যাত্মত্বং শ্রুতীরিতম্।**
**আত্মা বৈ পুত্রনামেতি তচ্চোপনিষদি স্ফুটম্ ॥৩৩॥**

*অন্বয় ঃ* এতৎ-বিবক্ষয়া (পূর্বোক্তপ্রকারে আত্মাকে গৌণ বলিবার ইচ্ছায়) আত্মা

বৈ পুত্রনামা ("হে পুত্র, তুমি আত্মা, পুত্র নাম ধরিয়াছ") ইতি (এইরূপে) পুত্রে মুখ্য-আত্মত্বম্ (পুত্রবিষয়ে মুখ্যাত্মতা) শ্রুতি-ঈরিতম্ (শ্রুতি বলিয়াছেন)। তৎ চ (এই কথাই) উপনিষদি স্ফুটম্ (অন্য উপনিষদে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়) ॥ ৩৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** পূর্বোক্তরূপে আত্মাকে গৌণ বলিবার ইচ্ছায় শ্রুতি (কৌঃ উঃ ২/১১) "হে পুত্র, তুমি আত্মাই, পুত্র নাম ধরিয়াছ"—এইরূপে পুত্রবিষয়ে মুখ্যাত্মতা বলিয়াছেন। ইহা অন্য উপনিষদেও স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়॥ ৩৩॥

**সোঽস্যায়মাত্মা পুণ্যেভ্যঃ কর্মভ্যঃ প্রতিধীয়তে ।**
**অথাস্যেতর আত্মায়ং কৃতকৃত্যঃ প্রমীয়তে ॥ ৩৪॥**

***অন্বয় ঃ*** অস্য (এই পিতার) সঃ অয়ম্ আত্মা (সেই এই পুত্ররূপ আত্মা) পুণ্যেভ্যঃ কর্মভ্যঃ (পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠানের নিমিত্ত) প্রতিধীয়তে (প্রতিনিধিরূপে [পিতার দ্বারা] নিয়োজিত হয়)। অথ (অনন্তর) অস্য (এই পিতার) অয়ম্ ইতবঃ আত্মা (পুত্র হইতে ভিন্ন এই পিতারূপ-আত্মা) কৃতকৃত্যঃ (কৃতকৃত্য হইয়া) প্রমীয়তে (মরে, প্রয়াণ করে) ॥ ৩৪ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এই পিতার সেই এই পুত্ররূপ আত্মা পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠানের নিমিত্ত প্রতিনিধিরূপে পিতার দ্বারা নিয়োজিত হয়। অনন্তর এই পিতার পুত্র হইতে ভিন্ন (জরাগ্রস্ত) পিতৃরূপ-আত্মা কৃতকৃত্য হইয়া মরে ॥৩৪॥

(ঐতরেয় উঃ ২/১/১, ২/১/৩ দ্রষ্টব্য)

**সত্যপ্যাত্মনি লোকোঽস্তি নাপুত্রস্যাত এব হি।**
**অনুশিষ্টং পুত্রমেব লোক্যমাহুর্মনীষিণঃ ॥৩৫॥**

***অন্বয় ঃ*** অতঃ এব (পুত্র যেহেতু মুখ্যাত্মা, সেইহেতু) আত্মনি সতি অপি (পিতারূপ স্বীয় আত্মা থাকিতেও) অপুত্রস্য (অপুত্রকের) লোকঃ ন অস্তি (পুণ্যলোক প্রাপ্তি নাই ) হি (ইহা পুরাণাদিতে প্রসিদ্ধ)। [অতএব] মনীষিণঃ (শাস্ত্রবেত্তাগণ) অনুশিষ্টম্ পুত্রম্ এব (অনুশিষ্ট পুত্রকেই) লোক্যম্ আহুঃ (পুণ্যলোক প্রাপ্তির সাধন বলিয়াছেন)॥ ৩৫ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যেহেতু পুত্র মুখ্যাত্মা, সেইহেতু স্বীয় আত্মা থাকিতেও অপুত্রকের পুণ্যলোক প্রাপ্তি নাই, ইহা পুরাণাদিতে প্রসিদ্ধ। অতএব শাস্ত্রবেত্তাগণ অনুশিষ্ট[১] পুত্রকেই পুণ্যলোক প্রাপ্তির সাধন বলিয়াছেন ॥৩৫॥

(দ্রষ্টব্য ঃ বৃহদারণ্যক উঃ ১/৫/১৭)

---

১ অধ্যয়ন, যাগাদি ও লোকজয়ের অনুশাসন প্রাপ্ত

**মনুষ্যলোকো জয়্যঃ স্যাৎ পুত্রেণৈবেতরেণ নো ।**
**মুমূর্ষুর্মন্ত্রয়েৎ পুত্রং ত্বং ব্রহ্মেত্যাদিমন্ত্রকৈঃ ॥৩৬॥**

***অন্বয় ঃ*** মনুষ্য-লোকঃ ([এই] মনুষ্যলোকেব সুখ) পুত্রেণ এব (কেবল মাত্র পুত্রের দ্বারা) জয়্যঃ স্যাৎ (জয় করা যায়) ইতরেণ নো ([কর্মাদি] অন্য সাধন দ্বারা নহে)। মুমূর্ষুঃ (মুমূর্ষু পিতা) ত্বম্ ব্রহ্ম (তুমি ব্রহ্ম) ইত্যাদি মন্ত্রকৈঃ (ইত্যাদি মন্ত্রসমূহ দ্বারা) পুত্রম্ (পুত্রকে) মন্ত্রযেৎ (অনুশাসন করিবেন) ॥৩৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** মনুষ্যলোকের সুখ কেবলমাত্র পুত্রের দ্বারা জয় করা যায়, কর্মাদি অন্য সাধনদ্বারা নহে। মুমূর্ষু পিতা পুত্রকে "তুমি ব্রহ্ম" ইত্যাদি মন্ত্রসমূহদ্বারা অনুশাসন করিবেন—শিক্ষা দিবেন ॥৩৬॥

(দ্রষ্টব্য ঃ বৃহদারণ্যক উঃ ১/৫/১৭)

**ইত্যাদিশ্রুতয়ঃ প্রাহুঃ পুত্রভার্যাদিশেষতাম্ ।**
**লৌকিকা অপি পুত্রস্য প্রাধান্যমনুমন্বতে ॥৩৭॥**

***অন্বয় ঃ*** ইত্যাদি-শ্রুতয়ঃ (এই প্রকারে উক্ত শ্রুতিবচনসমূহ) পুত্র-ভার্যাদি-শেষতাম্ (পুত্রভার্যাদির উপকারকরূপে আত্মাকে, পিতাদি সম্বন্ধে) প্রাহুঃ (বলিয়াছেন)। লৌকিকাঃ অপি (সাধারণ লোকেও) পুত্রস্য (পুত্রের) প্রাধান্যম্ (প্রাধান্য বা মুখ্যতা) অনুমন্বতে (স্বীকার করেন) ॥৩৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এইপ্রকারে উক্ত শ্রুতিবচনসমূহ পুত্রভার্যাদির উপকারকরূপে আত্মা সম্বন্ধে অর্থাৎ পিতাদি সম্বন্ধে (পিতাদিকে অপ্রধান বলিয়া) কহিয়াছেন। সাধারণ লোকেও পুত্রের প্রাধান্য মানিয়া থাকে ॥৩৭॥

**স্বস্মিন্ মৃতেঽপি পুত্রাদির্জীবেদ্বিত্তাদিনা যথা ।**
**তথৈব যত্নং কুরুতে মুখ্যাঃ পুত্রাদয়স্ততঃ ॥৩৮॥**

***অন্বয় ঃ*** স্বস্মিন্ মৃতে অপি (নিজের মৃত্যুর পরও) পুত্রাদি (পুত্র, ভার্যা প্রভৃতি) যথা (যাহাতে) বিত্তাদিনা (ধনাদিদ্বারা) জীবেৎ (জীবন ধারণ করিতে পারে), [পিতা] তথা এব (তদনুরূপই) যত্নম্ ([ধনসংগ্রহের প্রযত্ন]) কুরুতে (করিয়া থাকেন)। ততঃ (সেইহেতু) পুত্রাদয়ঃ মুখ্যাঃ (পুত্রাদি মুখ্য) ॥৩৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** পিতার নিজের মৃত্যুর পরেও পুত্রাদি যাহাতে ধনাদির দ্বারা জীবন ধারণ করিতে পারে, পিতা তদনুরূপই যত্ন করিয়া থাকেন। সেইহেতু পুত্রাদি মুখ্য ॥৩৮॥

**বাঢ়মেতাবতা নাত্মা শেষো ভবতি কস্যচিৎ ।**
**গৌণমিথ্যামুখ্যভেদৈরাত্মায়ং ভবতি ত্রিধা ॥৩৯॥**

**অন্বয়ঃ** বাঢ়ম্ (সত্য বটে অর্থাৎ লোকব্যবহারাদিতে পুত্রাদির মুখ্যাত্মতার অঙ্গীকার করা যাইতে পারে, কিন্তু) এতাবতা (ইহার দ্বারা) আত্মা (আত্মা) কস্যচিৎ (কাহারও) শেষঃ ন ভবতি (শেষ বা উপকারক সুতরাং গৌণ বলিয়া প্রতিপন্ন হন না)। গৌণ-মিথ্যা-মুখ্য-ভেদৈঃ (গৌণ, মিথ্যা ও মুখ্য ভেদে) আত্মা (আত্মা) ত্রিধা ভবতি (তিন প্রকার) ॥৩৯॥

***বঙ্গানুবাদ*** ঃ পূর্বোক্ত শ্লোকে যাহা বলিলে তাহা মানিলাম, কিন্তু (কোনস্থলে পুত্রাদির প্রধানতা থাকিলেও) ইহা দ্বারা আত্মা কাহারও উপকারক হইয়া যান না। গৌণ, মিথ্যা ও মুখ্য ভেদে এই আত্মা তিন প্রকার ॥৩৯॥

**দেবদত্তস্তু সিংহোঽয়মিত্যৈক্যং গৌণমেতয়োঃ ।**
**ভেদস্য ভাসমানত্বাৎ পুত্রাদেরাত্মতা তথা ॥৪০॥**

**অন্বয়ঃ** "অয়ম্ দেবদত্তঃ তু সিংহঃ" (এই দেবদত্ত তো সিংহ) ইতি ঐক্যম্ (এই ঐক্য) গৌণম্ (গৌণ), [কারণ] এতয়োঃ (মানুষ দেবদত্ত ও পশু সিংহের) ভেদস্য ভাসমানত্বাৎ (ভেদ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়), তথা (সেইরূপ) পুত্রাদেঃ (পুত্রাদির) আত্মতা (আত্মতা), (গৌণ) ॥৪০॥

***বঙ্গানুবাদ*** ঃ "এই দেবদত্ত তো সিংহ"—এই ঐক্য যেমন গৌণ, কারণ দেবদত্ত ও সিংহের ভেদ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ পুত্রাদির আত্মতা গৌণ ॥৪০॥

**ভেদোঽস্তি পঞ্চকোশেষু সাক্ষিণো ন তু ভাত্যসৌ ।**
**মিথ্যাত্মতাতঃ কোশানাং স্থাণোশ্চৌরাত্মতা যথা ॥৪১॥**

**অন্বয়ঃ** পঞ্চ-কোশেষু (পঞ্চকোশে) সাক্ষিণঃ (সাক্ষী হইতে) ভেদঃ অস্তি (ভেদ বিদ্যমান)। তু (কিন্তু) অসৌ (সেই ভেদ) ন ভাতি (প্রতীত হয়না)। অতঃ (এইহেতু) কোশানাম্ মিথ্যাত্মতা (পঞ্চকোশের মিথ্যা-আত্মতা), যথা (যেমন) স্থাণোঃ চৌরাত্মতা (স্থাণুর চোররূপতা)। (স্থাণু ও চোর ভিন্ন বস্তু হইলেও অন্ধকারে স্থাণুকে চোর বলিয়া ভ্রম হয়। স্থাণুর এই চোররূপতা মিথ্যা) ॥৪১॥

***বঙ্গানুবাদ*** ঃ পঞ্চকোশে সাক্ষী হইতে ভেদ বিদ্যমান, কিন্তু তাহা প্রতীত হয় না। এইহেতু, পঞ্চকোশ মিথ্যা আত্মা। যেমন স্থাণুর চোররূপতা মিথ্যা ॥৪১॥

**ন ভাতি ভেদো নাপ্যস্তি সাক্ষিণোঽপ্রতিযোগিনঃ ।**
**সর্বান্তরত্বাৎ তস্যৈব মুখ্যমাত্মত্বমিষ্যতে ॥৪২॥**

**অন্বয়ঃ** অপ্রতিযোগিনঃ (প্রতিযোগিরহিত) সাক্ষিণঃ (সাক্ষিচৈতন্যের) ভেদঃ ন

ভাতি (ভেদ প্রতীত হয় না), অপি [ভেদঃ] ন অস্তি (বস্তুতঃ তাঁহাতে কোন ভেদ নাই)। সর্বান্তরত্বাৎ (সর্ববস্তুর আন্তররূপে প্রতীয়মান হন বলিয়া) তস্য এব (তাঁহারই) আত্মত্বম্ (আত্মতা) মুখ্যম্ (মুখ্য) ইষ্যতে (বলিয়া স্বীকৃত) ॥৪২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** প্রতিযোগিরহিত[১] সাক্ষিচৈতন্যের ভেদ প্রতীত হয় না; বস্তুতঃ তাঁহাতে কোন ভেদ[২] নাই। সেই সাক্ষী সর্বান্তর বলিয়া তাঁহারই মুখ্যাত্মতা স্বীকৃত ॥৪২॥

**সত্যেবং ব্যবহারেষু যেষু যস্যাত্মতোচিতা ।**
**তেষু তস্যৈব শেষিত্বং সর্বস্যান্যস্য শেষতা ॥৪৩॥**

***অন্বয় ঃ*** এবম্ সতি (আত্মা এইরূপ ত্রিবিধ বলিয়া যখন স্বীকৃত হইল), [তখন] যেষু ব্যবহারেষু (যে ব্যবহারে) যস্য (যাহার, অর্থাৎ পুত্র, দেহ অথবা সাক্ষীর) আত্মতা উচিতা (আত্মস্বরূপত্ব যুক্তিযুক্ত) তেষু (সেই ব্যবহারে) তস্য এব (তাহারই) শেষিত্বম্ (শেষত্ব বা মুখ্যতা), অন্যস্য সর্বস্য (অপর সকলের) শেষতা (শেষতা বা গৌণতা) ॥৪৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** আত্মা এইরূপ ত্রিবিধ বলিয়া স্বীকৃত হইলে, যে যে ব্যবহারে যাহার (অর্থাৎ পুত্র, দেহ অথবা সাক্ষীর) আত্মতা যুক্তিযুক্ত সেই ব্যবহারে তাহারই শেষিত্ব বা মুখ্যতা; অপর সকলের শেষতা বা গৌণতা ॥৪৩॥

**মুমূর্ষোর্গৃহরক্ষাদৌ গৌণাত্মৈবোপযুজ্যতে ।**
**ন মুখ্যাত্মা ন মিথ্যাত্মা পুত্রঃ শেষী ভবত্যতঃ ॥৪৪॥**

***অন্বয় ঃ*** মুমূর্ষোঃ (মুমূর্ষু ব্যক্তির) গৃহ-রক্ষাদৌ (গৃহরক্ষাদি কর্ম বিশেষে) গৌণ-আত্মা এব (পুত্র, ভার্যাদি গৌণ আত্মাই) উপযুজ্যতে (উপযোগী হয়), ন মুখ্যাত্মা (সাক্ষিরূপ মুখ্যাত্মা [অবিকারী বলিয়া উপযোগী] হয় না), ন মিথ্যাত্মা (আর দেহাদিরূপ মিথ্যাত্মাও নয়, [কারণ তাহা মুমূর্ষু])। অতঃ (সেই কারণে) পুত্রঃ শেষী ভবতি (পুত্র এস্থলে প্রধান হয়) ॥৪৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** মুমূর্ষু ব্যক্তির গৃহরক্ষাদি কর্মবিশেষে পুত্র, ভার্যাদি গৌণাত্মাই উপযোগী হয়; সাক্ষিরূপ মুখ্যাত্মা নহে, দেহাদিরূপ মিথ্যাত্মাও নহে। সেই কারণে পুত্র এস্থলে শেষী বা প্রধান ॥৪৪॥

---

১ প্রতিযোগী অর্থাৎ সম্বন্ধী। 'রামের পুত্র' এস্থলে 'পুত্র' রামের সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া, 'পুত্র' রামের প্রতিযোগী। আত্মার সেইরূপ কোন প্রতিযোগী নাই।

২ কারণ দেহাদি অনাত্মপদার্থসমূহ তাঁহাতে আরোপিত ব্যবহারিকস্বরূপ-বিশিষ্ট। তাহাদের পারমার্থিক বস্তুস্বরূপতা নাই। সুতরাং আত্মাতে কোন ভেদ নাই।

**অধ্যেতা বহ্নিরিত্যত্র সন্নপ্যগ্নির্ন গৃহ্যতে।**
**অযোগ্যত্বেন যোগ্যত্বাদ্বটুরেবাত্র গৃহ্যতে ॥ ৪৫॥**

***অন্বয় ঃ*** অধ্যেতা বহ্নিঃ (এই বেদাধ্যয়নকারী সাক্ষাৎ অগ্নি) ইতি অত্র (শব্দপ্রয়োগরূপ এই ব্যবহারে) সন্ অপি ([অগ্নি শব্দ] বিদ্যমান থাকিলেও) অগ্নিঃ ন গৃহ্যতে (তাহা অগ্নির স্বরূপ বলিয়া গৃহীত হয় না) অযোগ্যত্বেন (কেননা, অধ্যয়নকর্তৃত্ব অগ্নিতে সম্ভব নহে)। যোগ্যত্বাৎ (কিন্তু অধ্যয়ন করিবার যোগ্যতাসম্পন্ন বলিয়া) বটুঃ এব (ব্রহ্মচারী বালকই) অত্র ([অগ্নি শব্দের] উপরোক্ত ব্যবহারে) গৃহ্যতে ([অগ্নিশব্দদ্বারা উদ্দিষ্ট বলিয়া] গৃহীত হয়) ॥ ৪৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** "এই বেদাধ্যয়নকারী সাক্ষাৎ অগ্নি"—এই ব্যবহারে অগ্নি শব্দের সাক্ষাৎ উল্লেখ থাকিলেও তাহা অগ্নির প্রকৃত অর্থে গৃহীত হয় না, কেননা অধ্যয়নকার্যের কর্তৃত্ব অগ্নিতে সম্ভব নহে। কিন্তু, অধ্যয়ন করিবার যোগ্যতাসম্পন্ন বলিয়া ব্রহ্মচারী বালকই উক্ত অগ্নি শব্দদ্বারা উদ্দিষ্ট বলিয়া গৃহীত হয়॥ ৪৫॥

**কৃশোঽহং পুষ্টিমাপ্স্যামীত্যাদৌ দেহাত্মতোচিতা।**
**ন পুত্রং বিনিযুঙ্‌ক্তেঽত্র পুষ্টিহেত্বন্নভক্ষণে ॥ ৪৬॥**

***অন্বয় ঃ*** অহম্ কৃশঃ (আমি কৃশ [হইয়া গিয়াছি]) পুষ্টিম্ আপ্স্যামি (আমাকে পুষ্টিলাভ করিতে হইবে) ইত্যাদৌ (ইত্যাদি [লৌকিক] ব্যবহারে) দেহাত্মতা উচিতা ([অন্নাদি ভক্ষণের উপযোগী] দেহের আত্মতা উচিত)। অত্র (এস্থলে) পুষ্টি-হেতু-অন্নভক্ষণে (পুষ্টিলাভের জন্য অন্নভক্ষণে), [কেহ] পুত্রম্ (পুত্রকে) ন বিনিযুঙক্তে (নিযুক্ত করে না) ॥ ৪৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** "আমি কৃশ হইয়া গিয়াছি, আমাকে পুষ্টিলাভ করিতে হইবে"—এইরূপ লৌকিক ব্যবহারে (পুষ্টিলাভের জন্য অন্নাদিভক্ষণের উপযোগী) দেহের আত্মতা উচিত। এস্থলে পুষ্টিলাভের জন্য অন্নভক্ষণে কেহ পুত্রকে নিযুক্ত করে না ॥ ৪৬॥

**তপসা স্বর্গমেষ্যামীত্যাদৌ কর্ত্রাত্মতোচিতা।**
**অনপেক্ষ্য বপুর্ভোগং চরেৎ কৃচ্ছ্রাদিকং ততঃ ॥ ৪৭॥**

***অন্বয় ঃ*** তপসা (তপস্যার দ্বারা) স্বর্গম্ এষ্যামি (স্বর্গলাভ করিব) ইত্যাদৌ (ইত্যাদি ব্যবহারে) কর্ত্রাত্মতা (কর্তৃশব্দের অর্থ বিজ্ঞানময়কে বা জীবকে আত্মা মানা) উচিতা (উচিত)। ততঃ (সেইহেতু), [লোকে] বপুর্ভোগম্ অনপেক্ষ্য (দেহভোগের ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া) কৃচ্ছ্র-আদিকম্ (কৃচ্ছ্রাদি, যাহা জীবের উপকারক, তাহাদের) চরেৎ (অনুষ্ঠান করে) ॥ ৪৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** "আমি তপস্যার দ্বারা স্বর্গলাভ করিব"—ইত্যাদি ব্যবহারে কর্তৃশব্দের অর্থ বিজ্ঞানময় জীবকে আত্মা মানা উচিত। সেইহেতু লোকে দেহভোগের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া জীবের উপকারক কৃচ্ছ্রাদির[১] অনুষ্ঠান করে ॥ ৪৭ ॥

**মোক্ষ্যেঽহমিত্যত্র যুক্তং চিদাত্মত্বং তদা পুমান্ ।**
**তদ্বেত্তি গুরুশাস্ত্রাভ্যাং ন তু কিঞ্চিচ্চিকীর্ষতি ॥ ৪৮ ॥**

***অন্বয় ঃ*** পুমান্ (লোকে) [যখন] অহম্ (আমি) মোক্ষ্যে ([শমদমাদি সাধন-দ্বারা] মুক্তি লাভ করিব) ইতি (এইপ্রকার [ নিশ্চয় করে ]) তদা (তখন) গুরু-শাস্ত্রাভ্যাম্ (আচার্য ও শাস্ত্রের উপদেশের বিচার করিয়া [ অপরোক্ষ জ্ঞানদ্বারা ]) তৎ (সেই ব্রহ্মচৈতন্যস্বরূপ আত্মাকে অর্থাৎ মুখ্য আত্মাকে) বেত্তি (জানিতে পারে)। তু (কিন্তু) কিঞ্চিৎ ন চিকীর্ষতি (আর কোন প্রকার কর্ম করিতে ইচ্ছা করে না)। অত্র (এই স্থলে) চিদাত্মত্বম্ ('অহম্' শব্দে চৈতন্যরূপ মুখ্য আত্মার গ্রহণ) যুক্তম্ (উচিত)॥ ৪৮ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** লোকে যখন 'আমি মুক্তিলাভ করিব' এই প্রকার নিশ্চয় করে, তখন আচার্য ও শাস্ত্রদ্বারা সেই ব্রহ্মচৈতন্যস্বরূপ মুখ্য আত্মাকে জানিতে পারে। অন্য কোনপ্রকার কর্ম করিতে ইচ্ছা করে না। এইস্থলে শুদ্ধচৈতন্যের আত্মতা যুক্ত অর্থাৎ 'অহম্' শব্দে চৈতন্যরূপ মুখ্য আত্মার গ্রহণ উচিত॥ ৪৮ ॥

**বিপ্রক্ষত্রাদয়ো যদ্বদ্ বৃহস্পতিসবাদিষু ।**
**ব্যবস্থিতাস্তথা গৌণমিথ্যামুখ্যা যথোচিতম্ ॥ ৪৯ ॥**

***অন্বয় ঃ*** যৎ-বৎ (যেমন) বিপ্র-ক্ষত্র-আদয়ঃ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) বৃহস্পতি-সব-আদিষু (বৃহস্পতি-সব, রাজসূয় ও বৈশ্যস্তোম যজ্ঞে) ব্যবস্থিতাঃ (যথাক্রমে অধিকার প্রাপ্ত) তথা (সেইরূপ) গৌণ-মিথ্যা-মুখ্যাঃ (গৌণ, মিথ্যা ও মুখ্য আত্মার) যথোচিতম্ ([ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহারে] যথাযোগ্য প্রধানতা ) ॥ ৪৯ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের যথাক্রমে বৃহস্পতিসব, রাজসূয় ও বৈশ্যস্তোম যজ্ঞে অধিকার নির্ধারিত সেইপ্রকারে গৌণরূপ, মিথ্যারূপ ও মুখ্যরূপ আত্মার ভিন্ন-ভিন্ন ব্যবহারে যথাযোগ্য প্রধানতা ॥ ৪৯ ॥

১ দ্বাদশ দিবস সাধ্য ব্রতবিশেষের নাম কৃচ্ছ্র। আহার সংযমের প্রকারভেদে ইহা দ্বাদশ প্রকার। চান্দ্রায়ণ মাসসাধ্য ব্রত চন্দ্রকলার হ্রাসের সহিত আহারের পরিমাণ বাড়াইয়া এবং চন্দ্রকলাবৃদ্ধির সহিত আহারের পরিমাণ কমাইয়া অথবা তাহার বিপরীতভাবে যে আহার সংযম অভ্যাস, তাহাই দুইপ্রকার চান্দ্রায়ণ ব্রত। পাপ নিবৃত্তির জন্য বেদবিহিত যে প্রায়শ্চিত্ত করা হয় তাহার নাম তপ। তপের দ্বারা সকাম ব্যক্তির স্বর্গলাভ, আর নিষ্কাম ব্যক্তির চিত্তশুদ্ধিলাভ হয় ।

**তত্র তত্রোচিতে প্রীতিরাত্মন্যেবাতিশায়িনী।**
**অনাত্মনি তু তচ্ছেষে প্রীতিরন্যত্র নোভয়ম্ ॥৫০॥**

**অন্বয় ঃ** তত্র তত্র (সেই সেই ব্যবহারে) উচিতে (উপযোগী বলিয়া), [প্রধানরূপ] আত্মনি এব প্রীতিঃ অতিশায়িনী (আত্মাতেই নিরতিশয় প্রীতি [হয়]), তু তৎ-শেষে (আর সেই সেই আত্মার উপকারক) অনাত্মনি (অনাত্ম পদার্থে) প্রীতিঃ (কেবল প্রীতি হয়)। অন্যত্র ([আত্মা বা তাহার উপকারক ভিন্ন] অন্য পদার্থে) উভয়ম্ ন (উভয়েরই অভাব) ॥৫০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সেই সেই ব্যবহারে উপযোগী বলিয়া প্রধানরূপ আত্মাতেই নিরতিশয় প্রীতি হয়, আর সেই সেই আত্মার উপকারক অনাত্ম পদার্থে কেবল প্রীতি হয়। আত্মা বা তাহার উপকারক ভিন্ন অন্য বস্তুতে উভয়েরই অভাব ॥৫০॥

**উপেক্ষ্যং দ্বেষ্যমিত্যন্যদ্দ্বেধা মার্গতৃণাদিকম্।**
**উপেক্ষ্যং ব্যাঘ্রসর্পাদি দ্বেষ্যমেবং চতুর্বিধম্ ॥৫১॥**

**অন্বয় ঃ** অন্যৎ (উপরোক্ত অন্যবস্তু) উপেক্ষ্যম্ দ্বেষ্যম্ (উপেক্ষার বিষয় ও দ্বেষের বিষয়) ইতি দ্বেধা (এইপ্রকার ভেদে দুইপ্রকারের)। [উহাদের মধ্যে] মার্গতৃণাদিকম্ (পথের তৃণাদি) উপেক্ষ্যম্ (উপেক্ষার বিষয়), ব্যাঘ্র-সর্পাদি দ্বেষ্যম্ (আর ব্যাঘ্রসর্পাদি দ্বেষ্য)। এবম্ (এইরূপ প্রকার ভেদে অর্থাৎ নিরতিশয় প্রীতির বিষয়, কেবল প্রীতির বিষয়, উপেক্ষার বিষয় ও দ্বেষের বিষয়—এই ভেদে) চতুর্বিধম্ (বস্তু চারিপ্রকার) ॥৫১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** পূর্ব শ্লোকোক্ত 'অন্যবস্তু' উপেক্ষ্য ও দ্বেষ্যভেদে দুই প্রকার। তাহাদের মধ্যে পথের তৃণাদি উপেক্ষ্য, আর ব্যাঘ্র-সর্পাদি দ্বেষ্য। এইভাবে বস্তু চারি প্রকার (অতিপ্রিয়, প্রিয়, উপেক্ষ্য ও দ্বেষ্য) ॥৫১॥

**আত্মা শেষ উপেক্ষ্যং চ দ্বেষ্যঞ্চেতি চতুর্ষ্বপি।**
**ন ব্যক্তিনিয়মঃ কিন্তু তত্তৎ কার্যাত্তথা তথা ॥৫২॥**

**অন্বয় ঃ** আত্মা (আত্মা অর্থাৎ শেষী), শেষঃ (উপকারক বা শেষ), চ উপেক্ষ্যম্ (এবং উপেক্ষ্য), চ দ্বেষ্যম্ (আর দ্বেষ্য) ইতি চতুর্ষু অপি (এই চারিপ্রকার বস্তুতেও) ব্যক্তি-নিয়মঃ ন (ব্যক্তিনিয়ম [বস্তুনিয়ম অর্থাৎ এই বস্তু স্বভাবতঃ অতিপ্রিয়, ইহা দ্বেষ্য এইপ্রকার স্বতঃসিদ্ধতা,] নাই); কিন্তু (কিন্তু) তৎ তৎ কার্যাৎ (সেই সেই কার্যবশে অর্থাৎ উপকার, অপকারাদি কার্যবশে) তথা তথা (সেই প্রিয়রূপতাদি হয়) ॥৫২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** আত্মা, উপকারক, উপেক্ষ্য ও দ্বেষ্য এই চারি প্রকার বস্তুতেও কোন ব্যক্তিনিয়ম নাই; কিন্তু তাহাদের নিজ নিজ কার্যদ্বারা তাহারা প্রিয়াদিরূপে ব্যবহৃত হয় ॥৫২॥

**স্যাদ্ব্যাঘ্রঃ সম্মুখো দ্বেষ্যো হ্যুপেক্ষ্যস্তু পরাঙ্মুখঃ ।**
**লালনাদনুকূলশ্চেদ্বিনোদায়েতি শেষতাম্ ॥৫৩॥**

***অন্বয় ঃ*** ব্যাঘ্রঃ সম্মুখঃ (ব্যাঘ্র যদি সম্মুখে আসিতে থাকে, তবে তাহা) দ্বেষ্যঃ স্যাৎ (দ্বেষের বিষয় হয়), পরাঙ্মুখঃ চেৎ (উক্ত ব্যাঘ্র যদি মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইতে থাকে, তবে তাহা) উপেক্ষ্যঃ (উপেক্ষার বিষয় হয়), লালনাৎ চেৎ (সেই ব্যাঘ্র যদি পালন পোষণ দ্বারা) অনুকূলঃ (আপনার অনুকূল অর্থাৎ সুখ সাধন হয়, তবে তাহা) বিনোদায় হি (চিত্তবিনোদনের সাধন হয়) ইতি (এই প্রকারে) শেষতাম্ (আপনার উপকারক বলিয়া প্রিয়তা প্রাপ্ত হয়) ॥৫৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** কোন ব্যাঘ্র যদি সম্মুখে আসে তবে তাহা দ্বেষ্য, মুখ ফিরাইয়া যদি চলিয়া যায় তবে তাহা উপেক্ষ্য, যদি তাহা লালনের দ্বারা আপনার অনুকূল হয় তবে চিত্তবিনোদনের সাধন হয় এবং তখন আপনার উপকারক বলিয়া প্রিয়তা প্রাপ্ত হয় ॥৫৩॥

**ব্যক্তীনাং নিয়মো মা ভূল্লক্ষণাত্তু ব্যবস্থিতিঃ ।**
**আনুকূল্যং প্রাতিকূল্যং দ্বয়াভাবশ্চ লক্ষণম্ ॥৫৪॥**

***অন্বয় ঃ*** ব্যক্তীনাম (ব্যক্তিগত, বস্তুগত) নিয়মঃ (নিয়ম) মা ভূৎ (না হউক), লক্ষণাৎ (অনুকূলতাদিরূপ লক্ষণ হইতে) তু ব্যবস্থিতিঃ (ব্যবহারের ব্যবস্থা সিদ্ধ হয়)। আনুকূল্যম্ (অনুকূলতা) প্রাতিকূল্যম্ (প্রতিকূলতা) চ দ্বয়াভাবঃ (এবং উভয়ের অভাব) লক্ষণম্ (যথাক্রমে প্রিয়, দ্বেষ্য ও উপেক্ষ্যের লক্ষণ) ॥৫৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ব্যক্তিগত (বস্তুস্বরূপগত) নিয়ম না থাকিলেও অনুকূলতাদিরূপ লক্ষণ হইতে ব্যবহারের ব্যবস্থা হয়। অনুকূলতা, প্রতিকূলতা এবং তদুভয়ের অভাব যথাক্রমে প্রিয়ত্বাদির লক্ষণ হইতে পারে ॥৫৪॥

**আত্মা প্রেয়ান্ প্রিয়ঃ শেষো দ্বেষোপেক্ষে তদন্যয়োঃ ।**
**ইতি ব্যবস্থিতো লোকো যাজ্ঞবল্ক্যমতং চ তৎ ॥৫৫॥**

***অন্বয় ঃ*** আত্মা (প্রত্যক্ আনন্দস্বরূপ আত্মা) প্রেয়ান্ (প্রিয়তম), শেষঃ (আত্মার উপকারক পদার্থ) প্রিয়ঃ (প্রিয়) তৎ-অন্যয়োঃ (আত্মা ও শেষ ব্যতিরিক্ত ব্যাঘ্র অথবা মার্গগত তৃণাদিতে) দ্বেষ-উপেক্ষে (যথাক্রমে দ্বেষ ও উপেক্ষা হয়) ইতি লোকঃ ব্যবস্থিতঃ (এই চার প্রকার ব্যবহারের ব্যবস্থাদ্বারা সংসার নিয়ত)। তৎ চ (আর তাহা) যাজ্ঞবল্ক্য-মতম্ (যাজ্ঞবল্ক্যের মত) ॥৫৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** আত্মা প্রিয়তম; আত্মার উপকারক পদার্থ প্রিয়; এতদুভয় ভিন্ন অন্য সকল বস্তুতে দ্বেষ ও উপেক্ষা হয়—এই চার প্রকার ব্যবহারের ব্যবস্থাদ্বারা সংসার নিয়ত। আর তাহা যাজ্ঞবল্ক্যের মত ॥৫৫॥

**অন্যত্রাপি শ্রুতিঃ প্রাহ পুত্রাদ্বিত্তাত্তথান্যতঃ ।**
**সর্বস্মাদান্তরং তত্ত্বং তদেতৎ প্রেয় ইষ্যতাম্ ॥৫৬॥**

**অন্বয় ঃ** অন্যত্র অপি (অন্যত্রও, স্থানান্তরেও) শ্রুতিঃ প্রাহ (শ্রুতি বলিয়াছেন) পুত্রাৎ (পুত্র হইতে) বিত্তাৎ (বিত্ত হইতে) তথা (সেইরূপ) অন্যতঃ সর্বস্মাৎ (অন্য সকল পদার্থ হইতে) আন্তরম্ তত্ত্বম্ (আভ্যন্তর যে তত্ত্ব বা আত্মা) তৎ (তাহা) এতৎ প্রেয়ঃ (এই প্রিয়তম) ইষ্যতাম্ (এইরূপ স্বীকার কর) ॥৫৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** স্থানান্তরেও শ্রুতি[১] বলিয়াছেন যে পুত্র, বিত্ত প্রভৃতি সকল পদার্থ হইতে আভ্যন্তর যে আত্মা, তাহা প্রিয়তম, এইরূপ মানা উচিত ॥৫৬॥

**শ্রৌত্যা বিচারদৃষ্ট্যায়ং সাক্ষ্যেবাত্মা ন চেতরঃ ।**
**কোশান্ পঞ্চ বিবিচ্যান্তর্বস্তুদৃষ্টির্বিচারণা ॥৫৭॥**

**অন্বয় ঃ** শ্রৌত্যা (শ্রুত্যর্থ পর্যালোচনারূপ) বিচার-দৃষ্ট্যা (বিচার দৃষ্টি দ্বারা), [জানা যায়] অয়ম্ সাক্ষী এব (এই সাক্ষীই) আত্মা (মুখ্য আত্মা), ইতরঃ চ ন (সাক্ষী হইতে ভিন্ন [পুত্রাদি] নহে)। পঞ্চ কোশান্ বিবিচ্য (পঞ্চকোশকে বিচারদ্বারা [আত্মা হইতে] পৃথক করিয়া) অন্তর্বস্তুদৃষ্টিঃ (অন্তর্বস্তুদর্শন, [তাহা]) বিচারণা (বিচার)॥ ৫৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** শ্রুত্যর্থ পর্যালোচনারূপ বিচারদৃষ্টিদ্বারা জানা যায় যে এই সাক্ষীই মুখ্য আত্মা; অন্য কিছু মুখ্য আত্মা নহে। পঞ্চকোশকে বিচার দ্বারা আত্মা হইতে পৃথক করিয়া যে অন্তর্বস্তুদর্শন, তাহা বিচার ॥৫৭॥

**জাগরস্বপ্নসুপ্তীনামাগমাপায়ভাসনম্ ।**
**যতো ভবত্যসাবাত্মা স্বপ্রকাশচিদাত্মকঃ ॥৫৮॥**

**অন্বয় ঃ** জাগর-স্বপ্ন-সুপ্তীনাম্ (জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি— এই তিন অবস্থার মধ্যে) আগম-অপায়-ভাসনম্ (উত্তর উত্তর অবস্থাপ্রাপ্তি তথা পূর্ব পূর্ব অবস্থার নিবৃত্তিরূপ আগমাপায়ের প্রতীতি) যতঃ ভবতি (যে নিত্য চৈতন্যরূপ সাক্ষীর দ্বারা হয়) অসৌ (তিনি) স্বপ্রকাশ-চিদাত্মকঃ আত্মা (স্বপ্রকাশ চিদাত্মক আত্মা) ॥৫৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই তিন অবস্থার প্রাপ্তি ও নিবৃত্তির অনুভব বা প্রতীতি যে সাক্ষীর দ্বারা হয়, তিনি স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা ॥৫৮॥

**শেষাঃ প্রাণাদিবিত্তান্তা আসন্নাস্তারতম্যতঃ ।**
**প্রীতিস্তথা তারতম্যাত্তেষু সর্বেষু বীক্ষতে ॥৫৯॥**

**অন্বয় ঃ** শেষাঃ (আত্মার উপকারক, সুখসাধন পদার্থ) প্রাণাদি-বিত্তান্তাঃ (প্রাণ হইতে

---

১ বৃঃ উঃ ১/৪/৮

বিত্ত পর্যন্ত নিখিল পদার্থ) তারতম্যতঃ (ন্যূনাধিকভাবে) আসন্নাঃ ([আত্মার] সমীপবর্তী)। তথা (সেই প্রকারে) তেষু সর্বেষু (সেই সকল পদার্থে) তারতম্যাৎ ([তাহাদের সামীপ্যের] তারতম্যানুসারে) প্রীতিঃ (প্রীতি) বীক্ষ্যতে ([ন্যূনাধিক] দেখা যায়) ॥৫৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** প্রাণ হইতে বিত্ত পর্যন্ত আত্মার উপকারক নিখিল পদার্থ ন্যূনাধিকভাবে আত্মার সমীপবর্তী। সেই প্রকারে সামীপ্যের তারতম্যানুসারে সেই সকল পদার্থে প্রীতি ন্যূনাধিক দেখা যায় ॥৫৯॥

**বিত্তাৎ পুত্রঃ প্রিয়ঃ পুত্রাৎ পিণ্ডঃ পিণ্ডাত্তথেন্দ্রিয়ম্ ।**
**ইন্দ্রিয়াচ্চ প্রিয়ঃ প্রাণঃ প্রাণাদাত্মা প্রিয়ঃ পরঃ ॥৬০॥**

***অন্বয় ঃ*** বিত্তাৎ ([ধনাদি] বিত্ত হইতে) পুত্রঃ (পুত্র) প্রিয়ঃ (প্রিয়), [কারণ পুত্রের রক্ষার প্রয়োজনে ধনাদির ত্যাগ দেখা যায়], পুত্রাৎ পিণ্ডঃ (পুত্র হইতে নিজের দেহ [প্রিয়]), [কারণ আপনার দেহের রক্ষার্থে কদাচিৎ পুত্রত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখা যায়], তথা (আর) পিণ্ডাৎ ইন্দ্রিয়ম্ (স্থূল দেহ হইতে ইন্দ্রিয় [প্রিয়]) [কারণ ইন্দ্রিয়ের রক্ষার প্রয়োজনে দেহের তাড়নাদিজন্য কষ্ট স্বীকার দেখা যায়], ইন্দ্রিয়াৎ চ প্রাণঃ প্রিয়ঃ (আর ইন্দ্রিয় অপেক্ষা প্রাণ প্রিয় [অর্থাৎ প্রাণ উপলক্ষিত মন প্রিয়]) প্রাণাৎ আত্মা (আর প্রাণ হইতে অর্থাৎ প্রাণোপলক্ষিত মন হইতে আত্মা) পরঃ প্রিয় (পরম প্রিয়) ॥৬০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বিত্ত হইতে পুত্র প্রিয়, পুত্র অপেক্ষা দেহ, দেহ অপেক্ষা ইন্দ্রিয় প্রিয়, ইন্দ্রিয় হইতে প্রাণ অর্থাৎ প্রাণোপলক্ষিত মন প্রিয়, আর উক্ত মন অপেক্ষা আত্মা (সাক্ষিচৈতন্যরূপ আত্মা) পরম প্রিয় ॥৬০॥

**এবং স্থিতে বিবাদোঽত্র প্রতিবুদ্ধবিমূঢ়য়োঃ ।**
**শ্রুত্যোদাহারি তত্রাত্মা প্রেয়ানিত্যেব নির্ণয়ঃ ॥৬১॥**

***অন্বয় ঃ*** এবম্ স্থিতে (এই প্রকারে আত্মার প্রিয়তমতা প্রমাণিত হইলে) অত্র (আত্মার এই প্রিয়তমতা বিষয়ে) প্রতিবুদ্ধ-বিমূঢ়য়োঃ (জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর) বিবাদঃ (বিবাদ) শ্রুত্যা (শ্রুতিকর্তৃক) উদাহারি (প্রদর্শিত হইয়াছে)। তত্র (সেই বিবাদে) আত্মা প্রেয়ান্ (আত্মা প্রিয়তম) ইতি এব নির্ণযঃ (ইহাই নির্ণীত হইয়াছে) ॥৬১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এই প্রকারে আত্মার প্রিয়তমতা প্রমাণিত হইলেও, এই বিষয়ে জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর বিবাদ শ্রুতিকর্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই বিবাদে 'আত্মা প্রিয়তম' ইহাই নির্ণীত হইয়াছে ॥৬১॥ (দ্রষ্টব্য ঃ বৃহদারণ্যক উঃ ১/৪/৮)

**সাক্ষ্যেব দৃশ্যাদন্যস্মাৎ প্রেয়ানিত্যাহ তত্ত্ববিৎ ।**
**প্রেয়ান্ পুত্রাদিরেবেমং ভোক্তুং সাক্ষীতি মূঢ়ধীঃ ॥৬২॥**

***অন্বয় ঃ*** সাক্ষী এব (সাক্ষিরূপ আত্মাই) অন্যস্মাৎ দৃশ্যাৎ (অন্য দৃশ্য অনাত্ম-

পদার্থ হইতে) প্রেয়ান্ (প্রিয়)—ইতি (এই কথা) তত্ত্ববিৎ আহ (তত্ত্ববিৎ বলেন)। প্রেয়ান্ পুত্রাদিঃ এব (পুত্রাদিই প্রিয়তম), সাক্ষী (সাক্ষী) ইমম্ ভোক্তুম্ (ইহাদের ভোগের নিমিত্ত [প্রিয় ]) ইতি মূঢ়ধীঃ (মূঢ়ধী এইরূপ বলেন) ।। ৬২ ।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** তত্ত্বজ্ঞানী বলেন, সাক্ষীই অন্য দৃশ্য পদার্থ হইতে প্রিয়। আর অজ্ঞানী বলে, পুত্রাদিই প্রিয়তম, সাক্ষী তো ইহাদের ভোগের নিমিত্ত প্রিয় ।।৬২ ।।

**আত্মনোঽন্যং প্রিয়ং ব্রূতে শিষ্যশ্চ প্রতিবাদ্যপি ।**
**তস্যোত্তরং বচো বোধশাপৌ কুর্যাত্তয়োঃ ক্রমাৎ ।। ৬৩।।**

***অন্বয় ঃ*** শিষ্যঃ (শিষ্য) চ (এবং) প্রতিবাদী অপি (প্রতিবাদীও) আত্মনঃ অন্যম্ (আত্মাতিরিক্ত পুত্রাদি পদার্থকে) প্রিয়ম্ ব্রূতে (প্রিয় বলিয়া থাকে)। তয়োঃ (শিষ্য ও প্রতিবাদী উভয়ের) তস্য (উক্ত বচনের) উত্তরম্ বচঃ (প্রত্যুত্তররূপ বাক্য) ক্রমাৎ (যথাক্রমে) বোধ-শাপৌ কুর্যাৎ (বোধ [বা জ্ঞানোৎপাদক হয় এবং] অভিসম্পাতরূপ ফল উৎপাদন করে) ।। ৬৩।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** শিষ্য অথবা প্রতিবাদী আত্মাতিরিক্ত পদার্থকে প্রিয় বলে। শিষ্য এবং প্রতিবাদীর উক্ত বচনের প্রত্যুত্তররূপ বাক্য যথাক্রমে শিষ্যের প্রতি জ্ঞানরূপ এবং প্রতিবাদীর প্রতি অভিসম্পাতরূপ ফল উৎপাদন করিয়া থাকে ।। ৬৩।।

**প্রিয়ং ত্বাং রোৎস্যতীত্যেবমুত্তরং বক্তি তত্ত্ববিৎ ।**
**স্বোক্তপ্রিয়স্য দুষ্টত্বং শিষ্যো বেত্তি বিবেকতঃ ।। ৬৪ ।।**

***অন্বয় ঃ*** তত্ত্ববিৎ (তত্ত্ববেত্তা), [শিষ্য ও প্রতিবাদী উভয়ের প্রতি] প্রিয়ম্ ([তোমাদের অভিলষিত] প্রিয় [পুত্রাদি] বস্তু), [বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া] ত্বাম্ রোৎস্যতি (তোমাকে = তোমাদের রোদন করাইবে) ইতি এবম্ উত্তরম্ (এই প্রকার একই প্রত্যুত্তর) বক্তি (বলেন)। শিষ্যঃ (জিজ্ঞাসু শিষ্য) স্ব-উক্ত-প্রিয়স্য (স্বোক্ত প্রিয়বস্তুর) দুষ্টত্বম্ (দোষযুক্ততা) বিবেকতঃ বেত্তি (বিবেকপূর্বক, বিচার সহায়ে বুঝিয়া যান)।। ৬৪ ।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** শিষ্য ও প্রতিবাদী উভয়ের প্রতি তত্ত্ববেত্তা, "তোমাদের অভিলষিত প্রিয় বস্তু তোমাদের রোদন করাইবে"[১]—এইরূপ প্রত্যুত্তর দেন। জিজ্ঞাসু শিষ্য স্বোক্ত প্রিয়বস্তুর (বক্ষ্যমাণ) দোষযুক্ততা বিচার সহায়ে বুঝিয়া লন ।।৬৪।।

**অলভ্যমানস্তনয়ঃ পিতরৌ ক্লেশয়েচ্চিরম্ ।**
**লব্ধোঽপি গর্ভপাতেন প্রসবেন চ বাধতে ।। ৬৫।।**

***অন্বয় ঃ*** তনয়ঃ (সন্তান) অলভ্যমানঃ (অপ্রাপ্ত থাকিলে) পিতরৌ

---

১ বৃঃ উঃ ১/৪/৮

(পিতামাতাকে) চিরম্ (বহুকাল যাবৎ) ক্লেশয়েৎ (মনঃক্লেশ প্রদান করিয়া থাকে); লব্ধ অপি ([কদাচিৎ] লব্ধ হইলেও) গর্ভপাতেন (গর্ভপাতবশতঃ) চ (অথবা) প্রসবেন (প্রসব যন্ত্রণাদ্বারা) বাধতে ([মাতার] পীড়াদায়ক হয়) ॥ ৬৫ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সন্তান না জন্মিলে পিতামাতাকে দীর্ঘকাল যাবৎ নিঃসন্ততির পীড়া দিয়া থাকে; লব্ধ সন্তান গর্ভপাতবশতঃ অথবা প্রসব যন্ত্রণাদ্বারা মাতার পীড়াদায়ক হয় ॥ ৬৫ ॥

**জাতস্য গ্রহরোগাদিঃ কুমারস্য চ মূর্খতা[১] ।**
**উপনীতেঽপ্যবিদ্যত্বমনুদ্বাহশ্চ পণ্ডিতে ॥ ৬৬ ॥**

***অন্বয় ঃ*** জাতস্য ([অবিঘ্নে] জাত বালকের) গ্রহ-রোগাদি (দুষ্টগ্রহ এবং রোগাদি), চ (এবং) কুমারস্য (কুমার-অবস্থাপ্রাপ্ত পুত্রের) মূর্খতা (মূর্খতা), উপনীতে অপি (উপনয়ন সংস্কারপ্রাপ্ত হইয়া গুরুলাভ করিলেও) অবিদ্যত্বম্ (বিদ্যাহীনতা), চ (এবং) পণ্ডিতে (বিদ্বান হইলে পর) অনুদ্বাহঃ (তাহার বিবাহ না হওয়া)— ॥ ৬৬ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** নির্বিঘ্নে জাত বালকের দুষ্টগ্রহ এবং রোগাদি, এবং কুমারের মূঢ়তা, আবার উপনয়ন হইলেও বিদ্যাহীনতা, এমনকি বিদ্বান হইলেও তাহার বিবাহ না হওয়া— ॥ ৬৬ ॥

**পুনশ্চ[২] পরদারাদি দারিদ্র্যং চ কুটুম্বিনঃ ।**
**পিত্রোর্দুঃখস্য নাস্ত্যন্তো ধনী চেন্ম্রিয়তে তদা ॥ ৬৭ ॥**

***অন্বয় ঃ*** পুনঃ চ (পুনরায় [বিবাহিত যুবক পুত্রের]) পরদারাদি চ (পরস্ত্রীগমনাদি দুশ্চরিত্রতা), [আবার সচ্চরিত্র হইলে] কুটুম্বিনঃ (বহুকুটুম্বযুক্ত পুত্রের) দারিদ্র্যম্ (দরিদ্রতা) ধনী চেৎ (যদি পুত্র ধনী হয়) তদা ম্রিয়তে (তখন মরিলে, তাহার মৃত্যুতে)—[এইভাবে] পিত্রোঃ (পিতামাতার) দুঃখস্য (দুঃখের) অন্তঃ ন অস্তি (অন্ত নাই) ॥ ৬৭ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বিবাহিত পুত্রের পরদারাসক্তি, বহু কুটুম্বযুক্ত পুত্রের দারিদ্র্য, ধনী হইলে তাহার মৃত্যু—এইভাবে পিতামাতার (পুত্রকে লইয়া) দুঃখের অন্ত নাই ॥ ৬৭ ॥

**এবং বিবিচ্য পুত্রাদৌ প্রীতিং ত্যক্ত্বা নিজাত্মনি ।**
**নিশ্চিত্য পরমাং প্রীতিং বীক্ষতে তমহর্নিশম্ ॥ ৬৮ ॥**

***অন্বয় ঃ*** এবম্ (এই প্রকার) পুত্রাদৌ (পুত্রাদি বস্তুতে) বিবিচ্য (বিদ্যমান

১ 'মূকতা'—এই পাঠান্তর　　২ 'যুনশ্চ'—এই পাঠান্তর

দোষনিচয়ের বিভাগ করিয়া জানিয়া), [উক্ত অনাত্ম পদার্থে] প্রীতিম্ ত্যক্ত্বা (প্রীতি পরিত্যাগ করিয়া) নিজ-আত্মনি ([সাক্ষিরূপ] স্বীয় প্রত্যগাত্মায়) পরমাম্ প্রীতিম্ (পরম প্রীতি) নিশ্চিত্য (নিশ্চয় করিয়া) তম্ (উক্ত প্রত্যগাত্মাকে) অহঃ-নিশম্ (নিরন্তর) বীক্ষতে (দর্শন করিবে) ॥৬৮॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* এই প্রকার বিচার করিয়া, পুত্রাদি বস্তুতে প্রীতি পরিত্যাগ-পূর্বক স্বীয় আত্মায় পরম প্রীতি নিশ্চয় করিয়া, উক্ত প্রত্যগাত্মাকে নিরন্তর দর্শন করিবে ॥৬৮॥

**আগ্রহাদ্ব্রহ্মবিদ্দ্বেষাদপি পক্ষমমুঞ্চতঃ ।**
**বাদিনো নরকঃ প্রোক্তো দোষশ্চ বহুযোনিষু ॥৬৯॥**

*অন্বয় ঃ* আগ্রহাৎ (["পুত্রাদি প্রিয়তম তাহাতে প্রীতি আমি ত্যাগ করিব না" এই প্রকার অনমনীয় মনোভাবে] আগ্রহবশতঃ), ব্রহ্মবিদ্-দ্বেষাৎ-অপি (["ব্রহ্মবেত্তার অভিমত আমি খণ্ডন কবিব"—এই প্রকার] তত্ত্বজ্ঞের প্রতি দ্বেষবশতঃও) পক্ষম্ অমুঞ্চতঃ (স্বপক্ষ পরিত্যাগ না করিলে) বাদিনঃ (প্রতিবাদীর) নরকঃ (নরক[প্রাপ্তি]) চ (এবং) বহু-যোনিষু (তির্যগাদি বহুজন্মে) দোষঃ প্রোক্তঃ ([পুত্রাদি ইষ্টবিয়োগ ও অনিষ্ট প্রাপ্তিরূপ] দোষ [প্রাপ্ত হয়, যে দোষ "পুত্র তোমাকে কাঁদাইবে"—এইরূপে ব্রহ্মবেত্তাদ্বারা] পূর্বে উক্ত হইয়াছে) ॥৬৯॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* প্রতিবাদী যদি স্বমতে অত্যাগ্রহবশতঃ কিংবা ব্রহ্মবেত্তার প্রতি দ্বেষবশতঃ স্বপক্ষ পরিত্যাগ না করে, তবে তাহার নরকপ্রাপ্তি এবং তত্ত্বজ্ঞানী কর্তৃক যেমন পূর্বে উক্ত (৬৪সং শ্লোকে উক্ত) হইয়াছে, সেইপ্রকারে বহুজন্মে ইষ্টবিয়োগরূপ অনিষ্ট প্রাপ্তি হয় ॥৬৯॥

**ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মরূপত্বাদীশ্বরস্তেন বর্ণিতম্ ।**
**যদ্যত্তত্তথৈব স্যাত্তচ্ছিষ্যপ্রতিবাদিনোঃ ॥৭০॥**

*অন্বয় ঃ* ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মরূপত্বাৎ (ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মরূপ বলিয়া) ঈশ্বরঃ (ঈশ্বর)। তেন (তাঁহার দ্বারা) যৎ যৎ (যাহা যাহা) বর্ণিতম্ (ইষ্ট বা অনিষ্ট কথিত হয়) তৎ তৎ (তাহা তাহা) তৎ-শিষ্য-প্রতিবাদিনোঃ (তাঁহার শিষ্য ও প্রতিবাদীর প্রতি) তথা এব স্যাৎ (সেইরূপই হইয়া থাকে) ॥৭০॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মরূপ বলিয়া ঈশ্বর; তাঁহার দ্বারা ইষ্ট বা অনিষ্ট যাহা যাহা কথিত হয়, তাহা তাহা তাঁহার শিষ্য ও প্রতিবাদীর প্রতি সেইরূপই ফলিয়া থাকে ॥৭০॥[১]

১ দ্রষ্টব্য ঃ মুঃ উঃ ৩/২/৯

**যস্তু সাক্ষিণমাত্মানং সেবতে প্রিয়মুত্তমম্ ।**
**তস্য প্রেয়ানসাবাত্মা ন নশ্যতি কদাচন ॥৭১॥**

***অন্বয় ঃ*** তু (আর) যঃ (যে ব্যক্তি, শিষ্য) সাক্ষিণম্ আত্মানম্ (সাক্ষী আত্মাকে) উত্তমম্ প্রিয়ম্ (নিরতিশয় প্রেমাস্পদ) [জানিয়া] সেবতে (সেবা করে, স্মরণ করে) তস্য (তাহার) অসৌ প্রেয়ান্ আত্মা (সেই পরমপ্রিয়রূপ আত্মা) ন কদাচন নশ্যতি (কখনই বিনাশ প্রাপ্ত হন না) ॥৭১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** আর যে শিষ্য সাক্ষী আত্মাকে নিরতিশয় প্রেমাস্পদ জানিয়া সেবা করে, তাহার সেই পরম প্রিয়রূপ আত্মা কখনই বিনাশপ্রাপ্ত হন না॥ ৭১॥[১]

**পরপ্রেমাস্পদত্বেন পরমানন্দ ইষ্যতাম্[২] ।**
**সুখবৃদ্ধিঃ প্রীতিবৃদ্ধৌ সার্বভৌমাদিষু শ্রুতা ॥৭২॥**

***অন্বয় ঃ*** পরপ্রেমাস্পদত্বেন (পরম প্রীতির আস্পদ বলিয়া) পরমানন্দঃ (পরমানন্দস্বরূপ) ইষ্যতাম্ (ইহা স্বীকার করিতে হইবে)। সার্বভৌমাদিষু (চক্রবর্তী রাজা হইতে [হিরণ্যগর্ভ পর্যন্ত পদে উত্তরোত্তর]) প্রীতি-বৃদ্ধৌ (যেমন যেমন প্রীতির আধিক্য ঘটে) সুখবৃদ্ধিঃ (তেমন তেমন সুখবৃদ্ধি [হয়]) শ্রুতা (ইহা উপনিষদে উক্ত হইয়াছে) ॥৭২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** পরমাত্মা পরম প্রীতির আস্পদ বলিয়া পরমানন্দ-স্বরূপ, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। চক্রবর্তী রাজা হইতে হিরণ্যগর্ভ পর্যন্ত উত্তরোত্তর পদে যেমন যেমন প্রীতির আধিক্য ঘটে তেমন তেমন সুখবৃদ্ধি হয়, ইহা উপনিষদে[৩] উক্ত হইয়াছে ॥৭২॥

**চৈতন্যবৎ সুখং চাস্য স্বভাবশ্চেচ্চিদাত্মনঃ ।**
**ধীবৃত্তিষ্বনুবর্তেত সর্বাস্বপি চিতির্যথা ॥৭৩॥**

***অন্বয় ঃ*** (পূর্বপক্ষ) চিদাত্মনঃ (চৈতন্যস্বরূপ আত্মার) চৈতন্যবৎ (চৈতন্যের যেরূপ স্বভাব সেইরূপ) সুখম্ চ (সুখও) অস্য (এই চিদাত্মার) স্বভাবঃ চেৎ (যদি স্বভাব হইত, [তবে]) সর্বাসু ধী-বৃত্তিষু অপি (সকল বুদ্ধিবৃত্তিতেও) যথা চিতিঃ (চৈতন্যের ন্যায়) অনুবর্তেত ( তাহা অনুস্যূত দেখা যাইত) ॥৭৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (পূর্বপক্ষ) ঃ চৈতন্যের ন্যায় সুখও যদি চিদাত্মার স্বভাব হইত তবে সকল বুদ্ধিবৃত্তিতেও তাহা চৈতন্যের ন্যায় অনুস্যূত দেখা যাইত ॥৭৩॥

---

১ তুলনীয় ঃ— বৃঃ উঃ ১/৪/৮

২ 'রূপতা'—এই পাঠান্তর

৩ বৃঃ উঃ ৪/৩/৩, তৈঃ উঃ ২/৮/১, পঞ্চদশী ১৪/২১-৩৪

**মৈবমুষ্ণপ্রকাশাত্মা দীপস্তস্য প্রভা গৃহে ।**
**ব্যাপ্নোতি নোষ্ণতা তদ্বচ্চিতেরেবানুবর্তনম্ ॥৭৪॥**

*অন্বয় ঃ* (সিদ্ধান্তী) মা এবম্ (এইরূপ আশঙ্কা করিতে পারনা)। উষ্ণ-প্রকাশাত্মা দীপঃ (দীপ উষ্ণ ও প্রকাশস্বরূপ)। তস্য (তাহার) প্রভা ([কেবল] প্রকাশ) গৃহে ব্যাপ্নোতি (ঘরের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া যায়), উষ্ণতা ন (কিন্তু উষ্ণতা ব্যাপ্ত হয় না), তৎ-বৎ (সেইপ্রকার) চিতেঃ এব (চৈতন্যেরই [বৃত্তিতে]) অনুবর্তনম্ (অনুবৃত্তি হয় [আনন্দের নহে]) ॥৭৪॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* (সিদ্ধান্তীর উত্তর)ঃ এরূপ আশঙ্কা করিতে পার না। দীপ উষ্ণ ও প্রকাশাত্মা। তাহার প্রকাশ কেবল ঘরের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়, কিন্তু উষ্ণতা ব্যাপ্ত হয় না। সেইপ্রকার চৈতন্যেরই বৃত্তিতে অনুবর্তন হয়, আনন্দের নহে ॥৭৪॥

**গন্ধরূপরসস্পর্শেষ্বপি সৎসু যথা পৃথক্ ।**
**একাক্ষেণৈক এবার্থো গৃহ্যতে নেতরস্তথা ॥৭৫॥**

*অন্বয় ঃ* যথা (যেমন) গন্ধ-রূপ-রস-স্পর্শেষু ([একই বস্তুতে] গন্ধ, রূপ, রস, স্পর্শ—এই সকল গুণ) সৎসু অপি (থাকিলেও) পৃথক (ভিন্ন ভিন্ন) এক-অক্ষেণ (এক একটি ইন্দ্রিয় দ্বারা) এক এব অর্থঃ (এক একটি মাত্র গুণ) গৃহ্যতে (গৃহীত হয) ইতরঃ ন ([একটি বিশেষ গুণের অধিক] অন্যটি নহে) তথা (সেইরূপ [অর্থাৎ চৈতন্য ও আনন্দের মধ্যে চৈতন্যেরই ভান হয়, আনন্দের নহে]) ॥৭৫॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* যেমন একই বস্তুতে গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ—এই সকল গুণ থাকিলেও এক একটি ইন্দ্রিয় দ্বারা এক একটি মাত্র গুণ গৃহীত হয়, অন্য একটিও নহে, সেইরূপ ॥৭৫॥

**চিদানন্দৌ নৈব ভিন্নৌ গন্ধাদ্যাস্তু বিলক্ষণাঃ ।**
**ইতি চেত্তদভেদোঽপি সাক্ষিণ্যন্যত্র বা বদ ॥৭৬॥**

*অন্বয় ঃ* চিদানন্দৌ (চৈতন্য এবং আনন্দ) নৈব ভিন্নৌ (পরস্পর ভিন্ন নহে) গন্ধাদ্যাঃ তু (কিন্তু গন্ধাদি) বিলক্ষণাঃ (পরস্পর ভিন্ন), [সুতরাং দৃষ্টান্ত বিষম] ইতি চেৎ (যদি এইরূপ আশঙ্কা কর তো) তৎ-অভেদঃ অপি (চৈতন্য ও আনন্দের অভিন্নতাও) সাক্ষিণি (সাক্ষিরূপ আত্মায় স্বভাবসিদ্ধ) বা (অথবা) অন্যত্র বদ (অন্যত্র অর্থাৎ আত্মার উপাধিরূপ বৃত্তিতে, তাহা বল) ॥৭৬॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* যদি বল, চৈতন্য ও আনন্দ পরস্পর ভিন্ন নহে, কিন্তু গন্ধাদি পরস্পর বিলক্ষণ। তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, চৈতন্য ও আনন্দের যে অভিন্নতা তাহা কি সাক্ষিরূপ আত্মায় অথবা অন্যত্র? তাহা বল ॥৭৬॥

**আদ্যে গন্ধাদয়োঽপ্যেবমভিন্নাঃ পুষ্পবর্তিনঃ ।**
**অক্ষভেদেন তদ্ভেদে বৃত্তিভেদাত্তয়োর্ভিদা ॥৭৭॥**

***অন্বয় ঃ*** আদ্যে (প্রথম পক্ষে অর্থাৎ 'চৈতন্য ও আনন্দের সাক্ষীতে অভিন্নতা' এই পক্ষে) পুষ্প-বর্তিনঃ ([একই] পুষ্পে বর্তমান) গন্ধাদয়ঃ অপি (গন্ধাদিও) এবম্ অভিন্নাঃ (চৈতন্য ও আনন্দের ন্যায় পরস্পর ভেদরহিত), অক্ষ-ভেদেন ([আর দ্বিতীয় পক্ষে] ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়গণের ভেদের কারণবশতঃ) তৎ-ভেদে (সেই গন্ধাদির ভেদ স্বীকার করিলে), বৃত্তি-ভেদাৎ (সেইরূপে [চৈতন্য ও আনন্দের অভিব্যঞ্জক রাজস ও সাত্ত্বিক] বৃত্তির ভেদবশতঃ) তয়োঃ ভিদা (চৈতন্য ও আনন্দের ভেদ সিদ্ধ হয়), [অতএব দৃষ্টান্ত বিষম নহে] ॥৭৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** প্রথম পক্ষ মানিলে, একই পুষ্পানুগ গন্ধাদিও চৈতন্য ও আনন্দের ন্যায় পরস্পর ভেদরহিত। আর দ্বিতীয় পক্ষে ইন্দ্রিয়গণের ভেদবশতঃ সেই গন্ধাদির ভেদ স্বীকার করিলে, সেইরূপে বৃত্তিভেদবশতঃ চৈতন্য ও আনন্দের ভেদ সিদ্ধ হয় । অতএব দৃষ্টান্ত বিষম নহে ॥৭৭॥

**সত্ত্ববৃত্তৌ চিৎসুখৈক্যং তদ্বৃত্তের্নির্মলত্বতঃ ।**
**রজোবৃত্তেস্তু মালিন্যাৎ সুখাংশোঽত্র তিরস্কৃতঃ ॥৭৮॥**

***অন্বয় ঃ*** সত্ত্ব-বৃত্তৌ ([শুভকর্মজন্য] সত্ত্বগুণের পরিণাম বুদ্ধিবৃত্তিতে) চিৎ-সুখৈক্যম্ (চৈতন্য ও আনন্দের একতা [প্রতীত হয়]), তদ্‌বৃত্তেঃ (সাত্ত্বিক বৃত্তির) নির্মলত্বতঃ (নির্মলতাবশতঃ)। তু (কিন্তু) রজোবৃত্তেঃ (রাজসিকবৃত্তির) মালিন্যাৎ (মালিন্য-বশতঃ) অত্র (ইহাতে) সুখাংশঃ (আনন্দাংশ) তিরস্কৃতঃ (তিরোহিত থাকে) ॥৭৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সাত্ত্বিকী বৃত্তিতে চৈতন্য ও আনন্দের একতা প্রতীত হয়; সত্ত্ববৃত্তির নির্মলতা বা স্বচ্ছতা তাহার কারণ। কিন্তু রাজসিক বৃত্তির মালিন্যবশতঃ তাহাতে আনন্দাংশ তিরোহিত থাকে ॥৭৮॥

**তিন্তিড়ীফলমত্যম্লং লবণেন যুতং যদা ।**
**তদাম্লস্য তিরস্কারাদীষদম্লং যথা তথা ॥৭৯॥**

***অন্বয় ঃ*** যথা (যেমন) অত্যম্লম্ (অতিশয় অম্ল) তিন্তিড়ী-ফলম্ (তিন্তিড়ীফল, তেঁতুল) যদা (যখন) লবণেন যুতম্ (লবণমিশ্রিত হয়) তদা (তখন) অম্লস্য তিরস্কারাৎ (অম্লত্বের তিরোধান হেতু) ঈষদম্লম্ (ঈষদম্ল [হইয়া যায়]), তথা (সেইরূপ [রজোবৃত্তির দ্বারা আনন্দাংশ তিরোহিত, অভিভূত হয়]) ॥৭৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যেমন অতিশয় অম্ল তিন্তিড়ী ফল লবণ মিশ্রিত হইলে

অন্নত্বের তিরোধান হেতু ঈষদন্ন হইয়া যায়, সেইরূপ রজোবৃত্তির দ্বারা আনন্দাংশ অভিভূত হয় ॥৭৯॥

**ননু[১] প্রিয়তমত্বেন পরমানন্দতাত্মনি ।**
**বিবেক্তুং শক্যতামেবং বিনা যোগেন কিং ভবেৎ ॥৮০॥**

**অন্বয় ঃ** (আশঙ্কা)ঃ ননু (আচ্ছা), এবম্ (এইরূপ) আত্মনি পরমানন্দতা (আত্মার পরমানন্দরূপতা) প্রিয়তমত্বেন (পরমপ্রীতির বিষয় হইলে) বিবেক্তুম্ শক্যতাম্ (মুখ্য আত্মাকে গৌণাদি আত্মা হইতে বিবেকদ্বারা পৃথক করিয়া প্রিয়তমরূপে জানিতে পারা যাইলে) যোগেন বিনা (চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ যোগ বিনা) কিম্ ভবেৎ (কি [ফল লাভ] হইতে পারে)? (অর্থাৎ বিচার দ্বারা পৃথককরণ মুক্তির সাধন নহে, কারণ একাদশ অধ্যায়ে ২৭ প্রভৃতি শ্লোকে যোগকে অপরোক্ষজ্ঞানসহায়ে মুক্তির হেতু বলা হইয়াছে) ॥৮০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (আশঙ্কা)ঃ আচ্ছা, আত্মার পরমানন্দরূপতা পরমপ্রীতির বিষয় ধরিয়া যে বিচার করা হয়, তাহা দ্বারা আত্মাকে প্রিয়তমরূপে জানিতে পারা যাইলেও চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ যোগ বিনা কি ফল লাভ হইবে? ॥ ৮০ ॥

**যদ্‌যোগেন তদেবেতি বদামো জ্ঞানসিদ্ধয়ে ।**
**যোগঃ প্রোক্তো বিবেকেন জ্ঞানং কিং নোপজায়তে ॥৮১॥**

**অন্বয় ঃ** (সমাধান)ঃ যৎ (যে মোক্ষ) যোগেন (যোগের দ্বারা [সিদ্ধ হয়]) তৎ এব (তাহাই [বিবেকদ্বারা সিদ্ধ হয়]) ইতি বদামঃ (ইহা আমরা বলি)। জ্ঞান-সিদ্ধয়ে (অপরোক্ষ-জ্ঞানের সিদ্ধির জন্য, উৎপাদনের নিমিত্ত) যোগঃ প্রোক্তঃ ([উপায়রূপে যোগানন্দ প্রকরণে] যোগ উপদিষ্ট হইয়াছে), বিবেকেন কিম্ (বিবেকদ্বারা কি) জ্ঞানম্ (অপরোক্ষ জ্ঞান) ন উপজায়তে (লাভ হয় না)? ॥ ৮১ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (সমাধান)ঃ যে মোক্ষ যোগের দ্বারা সিদ্ধ হয় তাহাই বিবেক দ্বারা সিদ্ধ হয়, ইহা আমরা বলি। অপরোক্ষ জ্ঞানের উপায়রূপে যেমন যোগ উপদিষ্ট হইয়াছে, বিচার দ্বারা কি এইরূপ জ্ঞান লাভ হইতে পারে না ? ॥ ৮১ ॥

**যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্যোগৈরপি গম্যতে ।**
**ইতি স্মৃতং ফলৈকত্বং যোগিনাং চ বিবেকিনাম্ ॥৮২॥**

**অন্বয় ঃ** সাংখ্যৈঃ (আত্মানাত্মবিবেকিগণের দ্বারা) যৎ স্থানম্ (যে মোক্ষরূপ স্থান) প্রাপ্যতে (প্রাপ্ত হয়), তৎ (সেই স্থান) যোগৈঃ অপি (যোগিগণের দ্বারাও) গম্যতে

১ 'অতি'—এই পাঠান্তর

(প্রাপ্ত হয়), ইতি (এই বাক্যদ্বারা) যোগিনাম্ চ বিবেকিনাম্ (যোগিদিগের এবং বিবেকিদিগের) ফলৈকত্বম্ (জ্ঞানদ্বারা প্রাপ্য মোক্ষরূপ ফলের একতা) স্মৃতম্ (স্মৃতি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে) ॥৮২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** "বিবেকিগণের দ্বারা যে মোক্ষরূপ স্থান প্রাপ্ত হয়, সেই স্থান যোগিগণের দ্বারাও প্রাপ্ত হয়" এই বাক্যদ্বারা যোগিদিগের এবং বিবেকিদিগের জ্ঞানদ্বারা প্রাপ্তব্য মোক্ষরূপ ফলের একতা স্মৃতিশাস্ত্রে (গীতা ৫/৬) উক্ত হইয়াছে ॥৮২॥

**অসাধ্যঃ কস্যচিদ্ যোগঃ কস্যচিজ্‌জ্ঞাননিশ্চয়ঃ ।**
**ইত্থং বিচার্য মার্গৌ দ্বৌ জগাদ পরমেশ্বরঃ ॥৮৩॥**

***অন্বয় ঃ*** কস্যচিৎ (কোন অধিকারীর পক্ষে) যোগঃ (যোগরূপ উপায়) অসাধ্যঃ (অনায়াস-সাধ্য হয় না), কস্যচিৎ (কোন অধিকারীর পক্ষে) জ্ঞান-নিশ্চয়ঃ (বিবেক [দুর্লভ হয়])। ইত্থম্ (এইরূপ) বিচার্য (বিচার করিয়া) পরমেশ্বরঃ (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) দ্বৌ মার্গৌ (যোগ ও বিচার, এই দুই উপায়) জগাদ (উপদেশ করিয়াছেন) ॥৮৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** কোন অধিকারীর পক্ষে যোগরূপ উপায় অসাধ্য, কোন অধিকারীর পক্ষে আবার বিচাররূপ উপায় দুর্লভ। এইরূপ বিচার করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যোগ ও বিচার, এই উভয় উপায়ের উপদেশ করিয়াছেন ॥৮৩॥[১]

**যোগে কোঽতিশয়স্তত্র জ্ঞানমুক্তং সমং দ্বয়োঃ ।**
**রাগদ্বেষাদ্যভাবশ্চ তুল্যো যোগিবিবেকিনোঃ ॥৮৪॥**

***অন্বয় ঃ*** তত্র (তন্মধ্যে) দ্বয়োঃ জ্ঞানম্ (যোগ ও বিচারের ফল যে অপরোক্ষ জ্ঞান, তাহা) সমম্ উক্তম্ (এক বলিয়া [ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক] উক্ত হইয়াছে)। (তবে তোমার) যোগে কঃ অতিশয়ঃ (যোগের উৎকর্ষতা কোথায়)? রাগদ্বেষাদি-অভাবঃ চ (আর রাগ ও দ্বেষের অভাব তো) যোগি-বিবেকিনোঃ (যোগীতে ও বিবেকীতে) তুল্যঃ (সমান) ॥৮৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** [বাদী যদি আশঙ্কা করেন যে যোগ, বিচার হইতে উৎকৃষ্ট, তাহার উত্তরে সিদ্ধান্তীর প্রশ্ন—যোগের সেই উৎকর্ষ কি (১) যোগ অপরোক্ষ জ্ঞানোৎপাদক বলিয়া বলিতেছ? অথবা (২) রাগাদি নিবৃত্তির হেতু বলিয়া বলিতেছ? অথবা (৩) দ্বৈতের অপ্রতীতির কারণ বলিয়া? সিদ্ধান্তী এক এক করিয়া সংশয়ের খণ্ডন করিতেছেন—] তন্মধ্যে, যোগ ও বিচারের ফল যে

---

১ বশিষ্ঠ রামায়ণ, নির্বাণ প্রকরণ পূর্ব ১৩/৮

অপরোক্ষজ্ঞান তাহা (উভয়ের ক্ষেত্রে) তুল্যরূপ বলিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে। তবে তোমার যোগের উৎকর্ষতা কোথায়? আর রাগদ্বেষের অভাব তো যোগীতে ও বিবেকীতে সমান ॥৮৪॥

**ন প্রীতির্বিষয়েষ্বস্তি প্রেয়ানাত্মেতি জানতঃ ।**
**কুতো রাগঃ কুতো দ্বেষঃ প্রাতিকূল্যমপশ্যতঃ ॥৮৫॥**

***অন্বয়ঃ*** আত্মা প্রেয়ান্ (আত্মা প্রিয়তম) ইতি জানতঃ (এইপ্রকার যে বিবেকী জানেন, তাঁহার) বিষয়েষু (বিষয়ে) প্রীতিঃ ন অস্তি (প্রীতি নাই)। [সেইহেতু] রাগঃ কুতঃ (রাগ কোথা হইতে আসিবে), প্রাতিকূল্যম্ অপশ্যতঃ (যিনি প্রতিকূলতা দেখেন না, তাঁহার) দ্বেষঃ কুতঃ (দ্বেষ কোথা হইতে হইবে) ? ৮৫॥

***বঙ্গানুবাদঃ*** 'আত্মা প্রিয়তম'—এইপ্রকার যিনি জানেন, বিষয়ে তাঁহার প্রীতি নাই। সেইহেতু (যিনি বিষয়ে অনুকূলতা দেখেন না) তাঁহার রাগ বা আসক্তি কোথা হইতে আসিবে? যিনি প্রতিকূলতা দেখেন না, তাঁহার দ্বেষ কোথা হইতে হইবে ? ৮৫॥

**দেহাদেঃ প্রতিকূলেষু দ্বেষস্তুল্যো দ্বয়োরপি ।**
**দ্বেষং কুর্বন্ন যোগী চেদবিবেক্যপি তাদৃশঃ ॥৮৬॥**

***অন্বয়ঃ*** দেহাদেঃ (দেহাদির) প্রতিকূলেষু (প্রতিকূল বা দুঃখের [সর্পাদি] বস্তুতে) দ্বেষঃ (যে দ্বেষ হয়, তাহা) দ্বয়োঃ অপি (যোগী ও বিবেকী, উভয়ের ক্ষেত্রেই) তুল্য (তুল্যরূপ)। দ্বেষম্ কুর্বন্ (যিনি দ্বেষ করেন) যোগী ন (তিনি যোগী নহেন) চেৎ (যদি এইরূপ বল), [তবে বলিব] তাদৃশঃ (সেইরূপ দ্বেষ কর্তা) অবিবেকী অপি (অবিবেকীও) ॥৮৬॥

***বঙ্গানুবাদঃ*** দেহাদির প্রতিকূল বস্তুতে যে দ্বেষ হয়, তাহা যোগী ও বিবেকী উভয়ের ক্ষেত্রেই তুল্যরূপ। যদি বল যিনি দ্বেষ করেন তিনি যোগী নহেন, তবে বলি সেইরূপ দ্বেষকর্তা বিবেকীও নহেন ॥৮৬॥

**দ্বৈতস্য প্রতিভানং তু ব্যবহারে দ্বয়োঃ সমম্ ।**
**সমাধৌ নেতি চেত্তদ্বন্মাদ্বৈতত্ববিবেকিনঃ ॥৮৭॥**

***অন্বয়ঃ*** ব্যবহারে (ব্যবহার কালে) দ্বৈতস্য প্রতিভানম্ (দ্বৈতের প্রতীতি), তু দ্বয়োঃ সমম্ (তো যোগী ও বিবেকী উভয়ের তুল্যরূপ)। সমাধৌ ন (সমাধিকালে যোগীর দ্বৈতদর্শন হয় না) ইতি চেৎ (যদি এরূপ বল), [তবে শুন] তৎ-বৎ

(সেইরূপে) অদ্বৈতত্ত্ববিবেকিনঃ ন ('অদ্বৈত তত্ত্ব' এইরূপ শ্রুতি ও যুক্তিদ্বারা বিবেচনকারীর দ্বৈতদর্শন হয় না) ॥৮৭॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* ব্যবহারকালে দ্বৈতের প্রতীতি যোগী ও বিবেকী উভয়ের তুল্যরূপ। যদি বল, সমাধিকালে যোগীর দ্বৈতদর্শন হয় না, তবে বলি, অদ্বৈতত্ত্ববিবেকীরও সেইরূপ তত্ত্ববিচারকালে দ্বৈতদর্শন হয় না ॥৮৭॥

**বিবক্ষ্যতে তদস্মাভিরদ্বৈতানন্দনামকে ।**
**অধ্যায়ে হি তৃতীয়েঽতঃ[১] সর্বমপ্যতিমঙ্গলম্ ॥৮৮॥**

*অন্বয় ঃ* অস্মাভিঃ (আমাদিগের দ্বারা) তৎ (সেই দ্বৈতদর্শনাভাব) অদ্বৈতানন্দ-নামকে তৃতীয়ে অধ্যায়ে (অদ্বৈতানন্দ নামক তৃতীয় অধ্যায়ে অর্থাৎ পরবর্তী ত্রয়োদশ অধ্যায়ে) হি বিবক্ষ্যতে (যেহেতু বর্ণিত হইবে) অতঃ (সেইহেতু) সর্বম্ অপি (এপর্যন্ত যাহা প্রতিপাদন করিলাম সে সবই) অতি-মঙ্গলম্ (কল্যাণকারী) ॥৮৮॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* যেহেতু সেই দ্বৈতদর্শনাভাব আমরা অদ্বৈতানন্দ নামক তৃতীয় অধ্যায়ে (অব্যবহিত পরবর্তী অধ্যায়ে) বর্ণনা করিব, সেইহেতু এপর্যন্ত যাহা প্রতিপাদন করিলাম, সে সবই অতিশয় কল্যাণকারী (ত্রুটিমুক্ত বলিয়া) ॥৮৮॥

**সদা পশ্যন্নিজানন্দমপশ্যন্নিখিলং জগৎ ।**
**অর্থাদ্যোগীতি চেত্তর্হি সন্তুষ্টো বর্ধতাং ভবান্ ॥৮৯॥**

*অন্বয় ঃ* নিজানন্দম্ (আত্মানন্দকে) সদা পশ্যন্ (সর্বদা [অপরোক্ষরূপে] অনুভব করিতে থাকিয়া) নিখিলম্ জগৎ (নিখিল দ্বৈতরূপ জগৎকে) অপশ্যন্ (দর্শন করিতে নিবৃত্ত থাকেন [যে জ্ঞানবান]) অর্থাৎ যোগী (তাৎপর্য বিচারে তিনি যোগী) ইতি চেৎ (যদি এরূপ বলেন) তর্হি (তবে) ভবান্ (আপনি) সন্তুষ্টঃ (সন্তুষ্ট থাকিয়া) বর্ধতাম্ (বৃদ্ধিলাভ করুন) ॥৮৯॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* যিনি সর্বদা নিজানন্দ অনুভব করিতে থাকিয়া নিখিল জগদ্দর্শনে নিবৃত্ত থাকেন, তাৎপর্য বিচারে তিনি যোগী—যদি এরূপ বলেন, তবে (হে বাদিন্) আপনি সন্তুষ্ট থাকিয়া বৃদ্ধিলাভ করুন ॥৮৯॥

**ব্রহ্মানন্দাভিধে গ্রন্থে মন্দানুগ্রহসিদ্ধয়ে ।**
**দ্বিতীয়াধ্যায় এতস্মিন্নাত্মানন্দো বিবেচিতঃ ॥৯০॥**

*অন্বয় ঃ* ব্রহ্মানন্দ-অভিধে গ্রন্থে (ব্রহ্মানন্দ নামক পঞ্চ অধ্যায়বিশিষ্ট গ্রন্থের) এতস্মিন্ দ্বিতীয়-অধ্যায়ে (এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে) মন্দ-অনুগ্রহ-সিদ্ধয়ে (অল্পবুদ্ধি

১ 'তৎ'—এই পাঠান্তর

অধিকারীর প্রতি অনুগ্রহ করিয়া, তাহাদের মোক্ষসিদ্ধির উদ্দেশ্যে) আত্মানন্দঃ (আত্মানন্দের) বিবেচিতঃ (বিচার করা হইল) ॥ ৯০ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ব্রহ্মানন্দ-নামক পঞ্চ অধ্যায়বিশিষ্ট গ্রন্থের এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে অল্পবুদ্ধি অধিকারীর প্রতি অনুগ্রহবশতঃ তাহাদের মোক্ষসিদ্ধির উদ্দেশ্যে আত্মানন্দের বিচার করা হইল ॥ ৯০ ॥

**॥ ইতি ব্রহ্মানন্দে আত্মানন্দ-প্রকরণম্ সমাপ্তম্ ॥**

॥ ব্রহ্মানন্দে-আত্মানন্দ-প্রকরণ সমাপ্ত হইল ॥

# পঞ্চদশী

## ত্রয়োদশ অধ্যায়

### ॥ ব্রহ্মানন্দে অদ্বৈতানন্দ-প্রকরণ ॥

**যোগানন্দঃ পুরোক্তো যঃ স আত্মানন্দ ইষ্যতাম্ ।**
**কথং ব্রহ্মত্বমেতস্য সদ্বয়স্যেতি চেচ্ছৃণু ॥ ১॥**

***অন্বয় ঃ*** যঃ যোগানন্দঃ (যে ব্রহ্মানন্দ, যোগজন্য সাক্ষাৎকারের বিষয় বলিয়া যোগানন্দ নামে) পুরা উক্তঃ (পূর্ববর্তী একাদশাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে) সঃ আত্মানন্দঃ (সেই ব্রহ্মানন্দ আত্মানন্দরূপ) ইষ্যতাম্ ([ইহা] জানিবে)। [কেননা, গৌণাত্মা, মিথ্যাত্মা ও মুখ্যাত্মার বিবেচনার দ্বারা ব্রহ্মানন্দের অবগম্যত্ব বলিবার অভিপ্রায়ে তাহা আত্মানন্দ নামে অভিহিত হইয়াছে]। সদ্বয়স্য ([পরন্তু পুত্রভার্যাদি গৌণাত্মা, দেহাদি মিথ্যাত্মা এবং বিলক্ষণ জাতিবিশিষ্ট আকাশাদি-রূপ] দ্বৈত সহিত) এতস্য (এই আত্মানন্দের) ব্রহ্মত্বম্ (অদ্বিতীয় ব্রহ্মানন্দরূপতা) কথম্ (কি প্রকারে সম্ভব)? ইতি চেৎ (যদি এরূপ বল), শৃণু (তবে শ্রবণ কর)— ॥ ১ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** পূর্বে যে যোগানন্দ উক্ত হইয়াছে তাহাকে আত্মানন্দ বলিয়া জানিবে। যদি বল, দ্বৈত সহিত এই আত্মানন্দের ব্রহ্মানন্দরূপতা কি প্রকারে সম্ভব? তবে শ্রবণ কর— ॥ ১ ॥

**আকাশাদিস্বদেহান্তং তৈত্তিরীয়শ্রুতীরিতম্ ।**
**জগন্নাস্ত্যন্যদানন্দাদদ্বৈতব্রহ্মতা ততঃ ॥ ২॥**

***অন্বয় ঃ*** তৈত্তিরীয়-শ্রুতি-ঈরিতম্ (তৈত্তিরীয় উপনিষদে উক্ত হইয়াছে) আকাশাদি-(আকাশাদি) স্বদেহান্তম্ (নিজ দেহ পর্যন্ত) জগৎ (জগৎ) আনন্দাৎ (আনন্দ হইতে) অন্যৎ ন অস্তি (ভিন্ন নহে)। ততঃ (সেই হেতু) অদ্বৈত-ব্রহ্মতা ([আত্মানন্দের] অদ্বৈত ব্রহ্মরূপতা [সিদ্ধ হয়]) ॥ ২ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** তৈত্তিরীয় উপনিষদে উক্ত হইয়াছে (তস্মাৎ বা এতস্মাৎ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ—তৈঃ উঃ ২/১/১) আকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া নিজ দেহ পর্যন্ত সম্পূর্ণ জগৎ আনন্দ হইতে ভিন্ন নহে। সেই হেতু আত্মানন্দের অদ্বৈত ব্রহ্মরূপতা সিদ্ধ হয় ॥ ২ ॥

**আনন্দাদেব তজ্জাতং তিষ্ঠত্যানন্দ এব তৎ ।**
**আনন্দ এব লীনং চেত্যুক্তানন্দাৎ কথং পৃথক্ ॥৩॥**

***অন্বয় ঃ*** তৎ (এই জগৎ) আনন্দাৎ এব (আনন্দ হইতেই) জাতম্ (উৎপন্ন), তৎ (তাহা) আনন্দে এব (আনন্দেই) তিষ্ঠতি (অবস্থিত), চ (এবং) আনন্দে এব লীনম্ (আনন্দেই বিলীন [হয়]) ইতি (এই প্রকারে) উক্ত-আনন্দাৎ ([তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে] উক্ত [জগৎকারণ] আত্মানন্দ হইতে) কথম্ ([জগৎ] কি প্রকারে) পৃথক্ (ভিন্ন [হইতে পারে]) ? ॥৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এই জগৎ আনন্দ হইতেই উৎপন্ন, তাহাতেই অবস্থিত এবং সেই আনন্দেই বিলীন হয়—এই প্রকারে তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে[১] উক্ত জগৎকারণ আত্মানন্দ হইতে জগৎ কিপ্রকারে ভিন্ন হইতে পারে ? ॥৩॥

**কুলালাদ্ ঘট উৎপন্নো ভিন্নশ্চেতি ন শঙ্ক্যতাম্ ।**
**মৃদ্বদেষ উপাদানং নিমিত্তং ন কুলালবৎ ॥৪॥**

***অন্বয় ঃ*** কুলালাৎ (কুম্ভকার হইতে) ঘটঃ (ঘট) উৎপন্নঃ (উৎপন্ন [হয়]) চ (কিন্তু [তাহা, অর্থাৎ ঘটরূপ কার্য]) ভিন্নঃ ([কুলাল হইতে] ভিন্ন) ইতি (এই প্রকার) ন শঙ্ক্যতাম্ (আশঙ্কা করা উচিত নহে), [কেননা], এষঃ (এই আত্মানন্দ) মৃৎ-বৎ (মৃত্তিকার ন্যায়) উপাদানম্ (উপাদান কারণ), কুলালবৎ (কুম্ভকারের ন্যায়) নিমিত্তম্ ন (নিমিত্ত কারণ নহে) ॥৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** 'কুম্ভকার দ্বারা ঘট উৎপন্ন হয়, কিন্তু সেই ঘটরূপ কার্য কুম্ভকার হইতে ভিন্ন'—এইরূপ আশঙ্কা করা উচিত নহে; কেননা, এই আত্মানন্দ মৃত্তিকার ন্যায় উপাদান কারণ; কুম্ভকারের ন্যায় নিমিত্ত কারণ নহে॥ ৪॥

**স্থিতির্লয়শ্চ কুম্ভস্য কুলালে স্তো ন হি ক্বচিৎ ।**
**দৃষ্টৌ তৌ মৃদি তদ্বৎ স্যাদুপাদানং তয়োঃ শ্রুতেঃ ॥৫॥**

***অন্বয় ঃ*** হি (যেহেতু) কুম্ভস্য (ঘটের) স্থিতিঃ লয়ঃ চ (স্থিতি ও লয়) কুলালে (কুম্ভকারে) ক্বচিৎ (কখনও) ন স্তঃ (সম্ভব নয়), [সেই হেতু কুম্ভকার ঘটের উপাদান কারণ নহে]। [কিন্তু] তৌ (ঘটের স্থিতি ও লয়) মৃদি (মৃত্তিকারূপ আধারে) দৃষ্টৌ (প্রত্যক্ষরূপে দেখা যায়), [অতএব মৃত্তিকা ঘটের উপাদান কারণ] তৎ-বৎ (উক্ত ন্যায়ে), [আনন্দও] তয়োঃ (জগতের স্থিতি ও লয়ের [আধার বলিয়া]) উপাদানম্ স্যাৎ (উপাদান কারণ), [কেননা] শ্রুতেঃ (শ্রুতিতে আনন্দকে জগতের উপাদান কারণ বলা হইয়াছে) ॥৫॥

---

১ দ্রষ্টব্য ঃ তৈঃ উঃ ৩/৬/১

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যেহেতু ঘটের স্থিতি ও লয় কুম্ভকারে কখনও সম্ভব নয়, কিন্তু তদুভয় মৃত্তিকাতে দেখা যায়, সেইহেতু কুম্ভকার ঘটের উপাদান কারণ নহে, মৃত্তিকা উপাদান কারণ। উক্তরূপে জগতের স্থিতি ও লয়ের আধার বলিয়া আনন্দ তাহার উপাদান কারণ। আর শ্রুতিতে এই কথা বলা হইয়াছে (তৈঃ উঃ ৩/৬/১) ॥ ৫ ॥

**উপাদানং ত্রিধা ভিন্নং বিবর্তি পরিণামি চ ।**
**আরম্ভকং চ তত্রান্ত্যৌ ন নিরংশেঽবকাশিনৌ ॥ ৬॥**

***অন্বয় ঃ*** উপাদানম্ (উপাদান) ত্রিধা (তিন প্রকারের) ভিন্নম্ (ভেদযুক্ত); বিবর্তি চ (বিবর্তি উপাদান এবং) পরিণামি (পরিণামি উপাদান) চ (এবং) আরম্ভকম্ (আরম্ভক উপাদান)। তত্র (তন্মধ্যে) অন্ত্যৌ (শেষোক্ত দুই প্রকার উপাদান) নিরংশে (নিরবয়ব পরব্রহ্মে) ন অবকাশিনৌ (অবসরবিহীন অর্থাৎ অসম্ভব) ॥ ৬ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** উপাদান তিন প্রকারের ভেদযুক্ত—বিবর্তি উপাদান, পরিণামি উপাদান ও আরম্ভক উপাদান। তন্মধ্যে শেষোক্ত দুইটি উপাদান নিরবয়ব পরব্রহ্মে সম্ভব নহে ॥ ৬ ॥

**আরম্ভবাদিনোঽন্যস্মাদন্যস্যোৎপত্তিমূচিরে।**
**তন্তোঃ পটস্য নিষ্পত্তের্ভিন্নৌ তন্তুপটৌ খলু ॥ ৭॥**

***অন্বয় ঃ*** আরম্ভবাদিনঃ (আরম্ভবাদী নৈয়ায়িকেরা) অন্যস্মাৎ ([কার্য হইতে] ভিন্ন কারণ হইতে) অন্যস্য ([কারণ হইতে] ভিন্ন কার্যের) উৎপত্তিম্ ঊচিরে (উৎপত্তির কথা বলিয়াছে)। তন্তোঃ পটস্য নিষ্পত্তেঃ (তন্তু হইতে পটের উৎপত্তি দেখা যায় বলিয়া) তন্তু-পটৌ (কারণ-তন্তু ও কার্য-পট) খলু (নিশ্চয়) ভিন্নৌ (পরস্পর ভিন্ন) ॥ ৭ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** আরম্ভবাদিগণ কারণ হইতে তদ্ভিন্ন কার্যের উৎপত্তির কথা বলে। তন্তু হইতে পটের উৎপত্তি হয়, বলিয়া তাহারা নিশ্চয় করিয়া বলে—কারণরূপ তন্তু ও কার্যরূপ বস্ত্র পরস্পর ভিন্ন ॥ ৭ ॥

**অবস্থান্তরতাপত্তিরেকস্য পরিণামিতা ।**
**স্যাৎ ক্ষীরং দধি মৃৎকুম্ভঃ সুবর্ণং কুণ্ডলং যথা ॥ ৮॥**

***অন্বয় ঃ*** একস্য (এক বস্তুর) অবস্থান্তরতাপত্তিঃ (এক অবস্থা ত্যাগ করিয়া অন্য অবস্থা প্রাপ্তির নাম) পরিণামিতা (পরিণামিতা)। যথা (যেমন) ক্ষীরম্ দধি (দুগ্ধ, দধিরূপ [হইয়া যায়]), মৃৎ-কুম্ভঃ (মৃত্তিকা ঘটরূপ [হয়]), [এবং] সুবর্ণম্ কুণ্ডলম্ স্যাৎ (সুবর্ণ কুণ্ডল হয়) ॥ ৮ ॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* এক বস্তুর অবস্থান্তরতা প্রাপ্তিকে পরিণামিতা বলে। যেমন—দুগ্ধ দধিরূপ, মৃত্তিকা ঘটরূপ এবং সুবর্ণ কুণ্ডলরূপ হয় ॥৮॥

**অবস্থান্তরভানং তু বিবর্তো রজ্জুসর্পবৎ ।**
**নিরংশেঽপ্যস্ত্যসৌ ব্যোম্নি তলমালিন্যকল্পনাৎ ॥৯॥**

*অন্বয় ঃ* তু (আর) অবস্থান্তর-ভানম্ ([পূর্বাবস্থার পরিত্যাগ ব্যতীত] অন্যাবস্থার [যে] প্রতীতি [হয় তাহার নাম]) বিবর্তঃ (বিবর্ত), রজ্জু সর্পবৎ (যেমন রজ্জুতে সর্পের প্রতীতি)। অসৌ (এই বিবর্ত) নিরংশে অপি অস্তি (নিরংশ পদার্থে অর্থাৎ নিরবয়ব পদার্থেও হয়), [কেননা] ব্যোম্নি (নিরবয়ব আকাশে) তল-মালিন্য-কল্পনাৎ (অধোমুখ-কটাহতলরূপতা ও নীলিমারূপ মলিনতার কল্পনা হয়) ॥৯॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* পরন্তু অন্যাবস্থার প্রতীতির নাম বিবর্ত, যেমন রজ্জুতে সর্পের প্রতীতি। এই বিবর্ত নিরবয়ব পদার্থেও হয়, কেননা নিরবয়ব আকাশে অধোমুখ-কটাহতলরূপতা ও নীলিমারূপ মলিনতার কল্পনা হয় ॥৯॥[১]

**ততো নিরংশ আনন্দে বিবর্তো জগদিষ্যতাম্ ।**
**মায়াশক্তিঃ কল্পিকা স্যাদৈন্দ্রজালিকশক্তিবৎ ॥১০॥**

*অন্বয় ঃ* ততঃ (সেই কারণে) জগৎ (জগৎরূপ) বিবর্তঃ (বিবর্ত) নিরংশে আনন্দে (নিরবয়ব আনন্দে) ইষ্যতাম্ (স্বীকার করিতে হইবে)। মায়াশক্তিঃ (মায়ারূপ অনির্বচনীয় শক্তি) কল্পিকা স্যাৎ (অদ্বিতীয় আনন্দে জগৎকল্পনার হেতু) ঐন্দ্রজালিক-শক্তিবৎ (ঐন্দ্রজালিকের শক্তির ন্যায়) ॥১০॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* সেই কারণে নিরবয়ব আনন্দে জগদ্রূপ বিবর্ত স্বীকার করিতে হইবে। ঐন্দ্রজালিকের শক্তির ন্যায় মায়াশক্তি এই জগৎ-কল্পনার হেতু ॥১০॥

**শক্তি শক্তাৎ পৃথঙ্ নাস্তি তদ্বদৃষ্টের্ন চাভিদা ।**
**প্রতিবন্ধস্য দৃষ্টত্বাচ্ছক্ত্যভাবে তু কস্য সঃ ॥১১॥**

*অন্বয় ঃ* শক্তিঃ (শক্তি) শক্তাৎ (শক্তিমান হইতে) পৃথক্ ন অস্তি (পৃথকরূপে বিদ্যমান নহে), [কারণ] তৎ-বৎ (সেইরূপ) দৃষ্টেঃ (দেখা যায়), [অর্থাৎ অগ্নি আর তাহার দাহস্ফোটাদি উৎপাদিকা শক্তি পৃথক বলিয়া দেখা যায় না]। অভিদা ন চ (আবার শক্তি ও শক্তিমান অভেদ নহে) প্রতিবন্ধস্য দৃষ্টত্বাৎ (কারণ [মন্ত্রাদিদ্বারা অগ্নির দাহিকাদি শক্তির] প্রতিবন্ধ দেখা যায়), শক্ত্যভাবে (শক্তির অভাব হইলে) তু সঃ কস্য (সেই প্রতিবন্ধ তবে কাহার হইল)? ॥১১॥

---

১ তুলনীয়—দ্বিতীয়াধ্যায়ের ৫০-৫৩ শ্লোক; ব্রঃ সূত্র অধ্যাস-ভাষ্য।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** শক্তি, শক্তিমান হইতে পৃথক নহে, কারণ সংসারে দেখা যায় যে অগ্ন্যাদি শক্তিমান হইতে তাহাদের দাহ-স্ফোটাদি শক্তি পৃথক নহে। আবার শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন নহে, কারণ দাহ-স্ফোটাদিরূপ শক্তির বাধকতা বা প্রতিবন্ধ দেখা যায়। (যদি অভিন্ন বল) তবে শক্তির অভাব হইলে সেই প্রতিবন্ধ কাহার? ॥ ১১ ॥

**শক্তেঃ কার্যানুমেয়ত্বাদকার্যে প্রতিবন্ধনম্ ।**
**জ্বলতোঽগ্নেরদাহে স্যান্মন্ত্রাদিপ্রতিবন্ধতা ॥ ১২॥**

***অন্বয় ঃ*** শক্তেঃ কার্যানুমেয়ত্বাৎ (শক্তি কার্যদ্বারা অনুমেয়া বলিয়া) অকার্যে (কার্য-উৎপত্তি না হইলে) প্রতিবন্ধনম্ ([কোন না কোন] প্রতিবন্ধ [যে আছে]), [তাহা বুঝা যায়]। জ্বলতঃ অগ্নেঃ (প্রজ্বলিত অগ্নির) অদাহে (দাহ-ক্ষমতার অভাব হইলে) মন্ত্রাদি-প্রতিবন্ধতা স্যাৎ (মন্ত্রাদি দ্বারা দাহিকা শক্তির প্রতিবন্ধকতা হইবে) ॥ ১২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** শক্তি তাহার কার্যদ্বারা অনুমেয়া বলিয়া সেই কার্যের অভাব হইলে কোন-না-কোন প্রতিবন্ধ যে আছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। প্রজ্বলিত অগ্নির দাহ-ক্ষমতার অভাব হইলে মন্ত্রাদির প্রতিবন্ধকতা স্বীকার করিতে হইবে॥ ১২ ॥

**দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াং মুনয়োঽবিদন্ ।**
**পরাস্য শক্তির্বিবিধা ক্রিয়াজ্ঞানবলাত্মিকা ॥ ১৩॥**

***অন্বয় ঃ*** মুনয়ঃ (মুনিগণ) দেবাত্ম-শক্তিম্ (স্বপ্রকাশ চিদাত্মার মায়াশক্তিকে) স্বগুণৈঃ (আপনার [আবরণ-বিক্ষেপরূপ] গুণদ্বারা অথবা সত্ত্বাদি গুণদ্বারা) নিগূঢ়াম্ (আবৃত হইয়া রহিয়াছেন [বলিয়া]) অবিদন্ (জানিয়াছিলেন)। অস্য (এই চিদাত্মার) পরা শক্তিঃ ([সেই] পরাশক্তি) ক্রিয়া-জ্ঞান-বলাত্মিকা বিবিধা (ক্রিয়া, জ্ঞান ও বল—এই তিন রূপে বিবিধ) ॥ ১৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** মুনিগণ জানিতে পারিলেন স্বপ্রকাশ চিদাত্মার মায়াশক্তি স্বগুণের দ্বারা আবৃতা রহিয়াছেন। চিদাত্মার সেই পরাশক্তি ক্রিয়ারূপ, জ্ঞানরূপ ও বলরূপ—এই তিন রূপে ভিন্ন ॥ ১৩॥[১]

**ইতি বেদবচঃ প্রাহ বশিষ্ঠশ্চ তথাব্রবীৎ ।**
**সর্বশক্তি পরংব্রহ্ম নিত্যমাপূর্ণমদ্বয়ম্ ॥ ১৪॥**

***অন্বয় ঃ*** ইতি (এই প্রকার [মায়াশক্তির সম্বন্ধে]) বেদবচঃ প্রাহ (বেদবচন

---

১ দ্রষ্টব্যঃ শ্বেতাশ্বতর উঃ ১/৩, ৬/৮

বলিতেছেন), তথা (উক্ত প্রকারে) বশিষ্ঠঃ চ (বশিষ্ঠও) অব্রবীৎ ([রামচন্দ্রকে] বলিয়াছিলেন)—পরম্ ব্রহ্ম (এই পরব্রহ্ম) নিত্যম্ (নিত্য) আপূর্ণম্ (পরিপূর্ণ) অদ্বয়ম্ (অদ্বয়) সর্বশক্তি (সর্বশক্তিমান)— ॥ ১৪ ॥[১]

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বেদবচন মায়াশক্তি সম্বন্ধে উক্ত প্রকারে বলিয়াছেন। ভগবান বশিষ্ঠও রামচন্দ্রকে এইকথা বলিয়াছেন—এই পরব্রহ্ম নিত্য, পরিপূর্ণ, অদ্বয়, সর্বশক্তিমান— ॥ ১৪ ॥

**যয়োল্লসতি শক্ত্যাসৌ প্রকাশমধিগচ্ছতি ।**
**চিচ্ছক্তির্ব্রহ্মণো রাম শরীরেষূপলভ্যতে ॥ ১৫ ॥**

**অন্বয় ঃ** রাম (হে রাম) যয়া শক্ত্যা ([এই পরব্রহ্ম] যে মায়াশক্তি দ্বারা) উল্লসতি (বিবর্তিত হন) অসৌ (সেই শক্তি) প্রকাশম্ অধিগচ্ছতি (প্রকাশিত হয়, অভিব্যক্তি লাভ করে)। শরীরেষু ([দেবতা, মনুষ্য ও তির্যগাদি] শরীরে) ব্রহ্মণঃ ([সেই] পরব্রহ্মের) চিৎ-শক্তিঃ উপলভ্যতে (চেতন ব্যবহার হইতে সেই শক্তি প্রতীত হয়)॥ ১৫ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** হে রাম, এই পরব্রহ্ম যে মায়াশক্তিদ্বারা বিবর্তিত হন সেই শক্তি অভিব্যক্তি লাভ করে। দেবতাদি শরীর সকলে সেই ব্রহ্মের চৈতন্যশক্তি প্রতীত হয় ॥ ১৫ ॥

**স্পন্দশক্তিশ্চ বাতেষু দার্ঢ্যশক্তিস্তথোপলে ।**
**দ্রবশক্তিস্তথাম্ভঃসু দাহশক্তিস্তথানলে ॥ ১৬ ॥**

**অন্বয় ঃ** বাতেষু (বায়ুতে) স্পন্দ-শক্তিঃ চ (চলনের হেতুভূত তাঁহার শক্তি [অভিব্যক্ত হয়]), তথা (সেইরূপ) উপলে (পাষাণে) দার্ঢ্যশক্তিঃ (তাঁহার দৃঢ়তা শক্তি), তথা (সেইরূপ) অম্ভঃসু (জলে) দ্রবশক্তিঃ (দ্রবশক্তি) তথা (সেইরূপ) অনলে (অগ্নিতে) দাহশক্তিঃ (দাহিকা শক্তি) ॥ ১৬ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বায়ুতে তাঁহার স্পন্দন শক্তি, পাষাণে দৃঢ়তা বা কাঠিন্য শক্তি, জলে দ্রব শক্তি বা আর্দ্রতা শক্তি এবং অগ্নিতে দাহিকা শক্তি (অভিব্যক্ত হয়)॥ ১৬ ॥

**শূন্যশক্তিস্তথাকাশে নাশশক্তির্বিনাশিনি ।**
**যথাণ্ডেঽন্তর্মহাসর্পো জগদস্তি তথাত্মনি ॥ ১৭ ॥**

**অন্বয় ঃ** তথা (সেইরূপে) আকাশে (আকাশে) শূন্যশক্তিঃ (ব্রহ্মের শূন্যশক্তি [দৃষ্ট হয়]), বিনাশিনি (বিনাশী বস্তুতে) নাশশক্তিঃ (নাশের হেতুভূত শক্তি [অভিব্যক্ত

১ শ্লোক সংখ্যা ১৪-২৭ যোগবাশিষ্ঠের উৎপত্তি প্রকরণের শ্লোক সংখ্যা ১০০-১০১ অর্থতঃ পঠিত হইতেছে।

হয়])। যথা (যেমন) অণ্ডে অন্তঃ (অণ্ডের অভ্যন্তরে) মহাসর্পঃ (মহাসর্প [অনভিব্যক্ত থাকে]), তথা (সেইরূপ) আত্মনি (পরমাত্মায়) জগৎ অস্তি (জগৎ [সংস্কাররূপে অনভিব্যক্ত অবস্থায়] থাকে) ॥ ১৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সেইরূপে আকাশে শূন্য শক্তি, বিনাশি বস্তুতে নাশ শক্তি দৃষ্ট হয়। যেমন অণ্ডের অভ্যন্তরে মহাসর্প অনভিব্যক্ত অবস্থায় থাকে, তেমনি পরমাত্মায় এই জগৎ অনভিব্যক্ত অবস্থায় বিদ্যমান ॥ ১৭॥

**ফলপত্রলতাপুষ্পশাখাবিটপমূলবান্ ।**
**ননু বীজে যথা বৃক্ষস্তথেদং ব্রহ্মণি স্থিতম্ ॥ ১৮॥**

***অন্বয় ঃ*** যথা (যেমন) ফল-পত্র-লতা-পুষ্প-শাখা-বিটপ-মূলবান্ (ফল, পত্র, লতা, পুষ্প, শাখা, কাণ্ড ও মূলসম্বলিত) বৃক্ষঃ (বৃক্ষ) ননু (নিশ্চয়) বীজে (বীজে [অনভিব্যক্তরূপে থাকে]) তথা (সেইরূপে) ইদম্ (এই জগৎ) ব্রহ্মণি স্থিতম্ (ব্রহ্মে বিদ্যমান) ॥ ১৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যেমন ফল, পুষ্প, লতা, শাখা, কাণ্ড এবং মূলসম্বলিত বৃক্ষ নিশ্চয় বীজে অনভিব্যক্তরূপে থাকে, তেমনি এই বিচিত্র জগৎ ব্রহ্মে বিদ্যমান ॥ ১৮॥

**ক্বচিৎ কাশ্চিৎ কদাচিচ্চ তস্মাদুদ্যন্তি শক্তয়ঃ ।**
**দেশকাল বিচিত্রত্বাৎ ক্ষ্মাতলাদিব শালয়ঃ ॥ ১৯॥**

***অন্বয় ঃ*** দেশ-কাল-বিচিত্রত্বাৎ (দেশ ও কালের বিচিত্রতাহেতু) ক্বচিৎ (কোন দেশবিশেষে) চ কদাচিৎ (কোন কালবিশেষে) কাশ্চিৎ (কোন কোন) শক্তয়ঃ (শক্তি) তস্মাৎ (সেই ব্রহ্ম হইতে) উদ্যন্তি (অভিব্যক্ত হয়), ক্ষ্মাতলাৎ (ভূমিতল হইতে) শালয়ঃ ইব (যেমন ধান্য উৎপন্ন হয়) ॥ ১৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** দেশ ও কালের বিচিত্রতাহেতু, কোন দেশে, কোন কালে, কোন কোন শক্তি সেই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়, যেমন দেশ, কাল ও প্রকার বিশেষে ধান্য ভূতল হইতে উৎপন্ন হয় ॥ ১৯॥

**স আত্মা সর্বগো রাম নিত্যোদিতমহাবপুঃ ।**
**যন্মনাঙ্মননীশক্তিং ধত্তে তন্মন উচ্যতে ॥ ২০॥**

***অন্বয় ঃ*** রাম (হে রাম), সর্বগঃ (সর্বব্যাপী) নিত্যোদিত-মহাবপুঃ (নিত্য-প্রকাশমান সমরস) সঃ আত্মা (সেই আত্মা) যৎ (যখন) মনাক্ (ঈষৎ) মননী-শক্তিম্ ধত্তে (মননী শক্তি ধারণ করেন) তৎ (তখন) মনঃ উচ্যতে ([তিনি] মন নামে অভিহিত হন) ॥ ২০॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* হে রাম, সর্বব্যাপী, নিত্যপ্রকাশমান, সর্বপরিচ্ছেদশূন্য-স্বরূপ সেই আত্মা যখন ঈষৎ মননী শক্তি ধারণ করেন, তখন তিনি মন নামে অভিহিত হন ॥২০॥

**আদৌ মনস্তদনু বন্ধবিমোক্ষদৃষ্টী**
**পশ্চাৎ প্রপঞ্চরচনা ভুবনাভিধানা ।**
**ইত্যাদিকা স্থিতিরিয়ং হি গতা প্রতিষ্ঠা -**
**মাখ্যায়িকা সুভগ বালজনোদিতেব ॥২১॥**

*অন্বয় ঃ* সুভগ (হে সৌভাগ্যশালী রাম), আদৌ মনঃ (প্রথমে [মননশক্তির অভিব্যক্তিদ্বারা] মন [উৎপন্ন হয়]) তদনু (তদনন্তর) বন্ধ-বিমোক্ষ-দৃষ্টী (বন্ধমোক্ষের কল্পনা [হয়]), পশ্চাৎ (তদনন্তর) ভুবনাভিধানা (চতুর্দশ ভুবন নামক) প্রপঞ্চ-রচনা (প্রপঞ্চ রচনা [হয়]) ইত্যাদিকা ইয়ম্ স্থিতিঃ (এইপ্রকারে জগতের স্থিতি) প্রতিষ্ঠাম্ গতা হি (প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে)। [তাহাতে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন], বাল-জনোদিতা (বালকের বিনোদের নিমিত্ত উক্ত) আখ্যায়িকা ইব ([ধাত্রী প্রভৃতির] আখ্যায়িকা কথনের ন্যায়), [অর্থাৎ ধাত্রীকথিত আখ্যায়িকা যেমন শিশুর মনে সত্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়, সেইরূপ কল্পিত জগৎও অবিবেকীর নিকট বাস্তব বলিয়া প্রতীত হয়]॥ ২১ ॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* হে সুভগ রাম, প্রথমে মন উৎপন্ন হয়, তৎপশ্চাৎ বন্ধমোক্ষের কল্পনা হয়, তদনন্তর চতুর্দশভুবন নামক প্রপঞ্চ রচনা হয়। এই প্রকার জগতের স্থিতি প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। যেমন বালকের বিনোদনের নিমিত্ত ধাত্রীকথিত আখ্যায়িকা বালকের নিকট বাস্তবতা লাভ করে ॥২১॥

**বালস্য হি বিনোদায় ধাত্রী বক্তি শুভাং কথাম্ ।**
**ক্বচিৎ সন্তি মহাবাহো রাজপুত্রাস্ত্রয়ঃ শুভাঃ ॥২২॥**

*অন্বয় ঃ* মহাবাহো (হে মহাবাহো) বালস্য বিনোদায় হি (বালকের বিনোদের নিমিত্তই) ধাত্রী (ধাত্রী) শুভাম্ কথাম্ (সুন্দর মনোরঞ্জক আখ্যায়িকা) বক্তি (বলে)— ক্বচিৎ (এক দেশে) ত্রয়ঃ শুভাঃ রাজপুত্রাঃ সন্তি (তিনটি সুন্দর রাজপুত্র আছে) ॥২২॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* হে মহাবাহো রাম, বালকের বিনোদনের নিমিত্তই ধাত্রী সুন্দর আখ্যায়িকা বলে—এক দেশে তিনটি সুন্দর রাজপুত্র আছে ॥২২॥

**দ্বৌ ন জাতৌ তথৈকস্তু গর্ভ এব ন চ স্থিতঃ ।**
**বসন্তি তে ধর্মযুক্তা অত্যন্তাসতি পত্তনে ॥২৩॥**

*অন্বয় ঃ* দ্বৌ ন জাতৌ ([তাহাদের মধ্যে] দুই জন জাত হয় নাই), তথা

(আর) একঃ তু (অপরটি তো) গর্ভে এব চ স্থিতঃ ন (গর্ভেই আসে নাই) তে ধর্মযুক্তাঃ (সেই তিন ধার্মিক রাজপুত্র) অত্যন্ত-অসতি পত্তনে (অত্যন্ত অসৎ অর্থাৎ যাহা তিন কালে নাই, এমন নগরে) বসন্তি (বাস করে) ॥ ২৩॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* তাহাদের মধ্যে দুই জন জাত হয় নাই, আর অপরটি তো গর্ভেই আসে নাই। সেই তিন ধার্মিক রাজপুত্র অত্যন্তাসৎ নগরে বাস করে॥ ২৩॥

**স্বকীয়াচ্ছূন্যনগরান্নির্গত্য বিমলাশয়াঃ ।**
**গচ্ছন্তো গগনে বৃক্ষান্ দদৃশুঃ ফলশালিনঃ ॥ ২৪॥**

*অন্বয় ঃ* বিমলাশয়াঃ (বিমলমতি সেই রাজপুত্রগণ) স্বকীয়াৎ (নিজেদের) শূন্য-নগরাৎ (শূন্য নগরী হইতে) নির্গত্য (বহির্গত হইয়া) গচ্ছন্তঃ (চলিতে চলিতে) গগনে (আকাশে) ফলশালিনঃ বৃক্ষান্ঃ (ফলশালী বৃক্ষসকল) দদৃশুঃ (দেখিতে পাইলেন) ॥ ২৪॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* বিমলমতি সেই রাজপুত্রগণ নিজেদের সেই শূন্যনগর হইতে বহির্গত হইয়া চলিতে চলিতে আকাশে ফলশালী বৃক্ষসকল দেখিতে পাইলেন ॥ ২৪॥

**ভবিষ্যন্নগরে তত্র রাজপুত্রাস্ত্রয়োঽপি তে ।**
**সুখমদ্য স্থিতাঃ পুত্র মৃগয়াব্যবহারিণঃ ॥ ২৫॥**

*অন্বয় ঃ* পুত্র (হে পুত্র), তে ত্রয়ঃ অপি রাজপুত্রাঃ (সেই তিন রাজপুত্রই) তত্র (সেই), ভবিষ্যৎ-নগরে (ভবিষ্যৎ নগরে, অর্থাৎ যে নগর বর্তমানে অবিদ্যমান তাহাতে) মৃগয়া-ব্যবহারিণঃ (শিকারজীবী হইয়া) অদ্য (আজও) সুখম্ স্থিতাঃ (সুখে বাস করিতেছেন) ॥ ২৫॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* হে বৎস, সেই তিন রাজপুত্রই সেই ভবিষ্যৎ নগরে শিকারজীবী হইয়া আজও সুখে বাস করিতেছেন ॥ ২৫॥

**ধাত্র্যেতি কথিতা রাম বালকাখ্যায়িকা শুভা ।**
**নিশ্চয়ং স যযৌ বালো নির্বিচারণয়া ধিয়া ॥ ২৬॥**

*অন্বয় ঃ* রাম (হে রাম) ইতি (এই প্রকার) ধাত্র্যা (ধাত্রী দ্বারা) শুভা বালকাখ্যায়িকা (সুন্দর আখ্যায়িকা বালকের উদ্দেশ্যে) কথিতা (কথিত হইয়াছিল)। সঃ বালঃ (সেই বালক) নির্বিচারণয়া ধিয়া (নির্বিচার বুদ্ধিতে) নিশ্চয়ম্ যযৌ ([এই আখ্যায়িকাকে সত্য বলিয়া] নিশ্চয় করিয়াছিল) ॥ ২৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** হে রাম, এই প্রকার বালকের মনোরঞ্জক আখ্যায়িকা ধাত্রী বলিয়াছিল। সেই বালক নির্বিচার বুদ্ধিতে ইহাকে সত্য বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছিল ॥২৬॥

**ইয়ং সংসাররচনা বিচারোজ্‌ঝিতচেতসাম্ ।**
**বালকাখ্যায়িকেবেত্থমবস্থিতিমুপাগতা ॥২৭॥**

***অন্বয় ঃ*** ইত্থম্ (এই প্রকারে) ইয়ম্ সংসার-রচনা (সংসারের এই কল্পিত সৃষ্টি) বিচার-উজ্‌ঝিত-চেতসাম্ (বিচারবিহীন চিত্তবিশিষ্ট মানুষের নিকট) বালকাখ্যায়িকা ইব (বালকের উদ্দেশে রচিত এই আখ্যায়িকার ন্যায়) অবস্থিতিম্ উপাগতা ([চিত্তে] দৃঢ়তা লাভ করিয়াছে) ॥২৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এই প্রকারে সংসারের এই কল্পিত সৃষ্টি বিচারবিহীন চিত্ত-বিশিষ্ট মানবের নিকট বালকাখ্যায়িকার ন্যায়, চিত্তে দৃঢ়তা লাভ করিয়াছে ॥২৭॥

**ইত্যাদিভিরুপাখ্যানৈর্মায়াশক্তেশ্চ বিস্তরম্ ।**
**বশিষ্ঠঃ কথয়ামাস সৈব শক্তির্নিরূপ্যতে ॥২৮॥**

***অন্বয় ঃ*** ইত্যাদিভিঃ উপাখ্যানৈঃ (এই প্রকার অনেক উপাখ্যানের দ্বারা) মায়া-শক্তেঃ (মায়াশক্তির) চ বিস্তরম্ (ও তাহার বিস্তারের) বশিষ্ঠঃ (বশিষ্ঠ) কথয়ামাস (বর্ণনা করিয়াছেন)। সা এব শক্তিঃ (সেই শক্তিই [এখন]) নিরূপ্যতে (নিরূপিত হইতেছে অর্থাৎ মায়াশক্তির অনির্বচনীয়তা এখন বর্ণনা করা হইতেছে) ॥২৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এই প্রকার অনেক উপাখ্যানের দ্বারা বশিষ্ঠ মায়াশক্তি ও তাহার বিস্তারের বর্ণনা করিয়াছেন। সেই শক্তিই এখন নিরূপিত হইতেছে ॥২৮॥

**কার্যাদাশ্রয়তশ্চৈষা ভবেচ্ছক্তির্বিলক্ষণা ।**
**স্ফোটাঙ্গারৌ দৃশ্যমানৌ শক্তিস্তত্রানুমীয়তে ॥২৯॥**

***অন্বয় ঃ*** এষা শক্তিঃ (এই মায়াশক্তি) কার্যাৎ চ আশ্রয়তঃ (স্বীয় কার্যরূপ জগৎ এবং স্বীয় আশ্রয়রূপ ব্রহ্ম হইতে) বিলক্ষণা ভবেৎ (বিলক্ষণ), স্ফোট-অঙ্গারৌ (যেমন অগ্নিশক্তির কার্য স্ফোট [ফোস্কা] এবং আশ্রয়রূপ অঙ্গার) দৃশ্যমানৌ (প্রত্যক্ষরূপে জ্ঞাত হয়) তত্র (তাহাতে) শক্তিঃ (অগ্নিশক্তিকে) অনুমীয়তে (অনুমান করিয়া জানিতে হয়) ॥২৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এই মায়াশক্তি স্বীয় কার্যরূপ জগৎ এবং স্বীয় আশ্রয় ব্রহ্ম হইতে বিলক্ষণ। যেমন অগ্নিশক্তির কার্য স্ফোট এবং আশ্রয়রূপ অঙ্গার প্রত্যক্ষ হয়—(কিন্তু) তাহাতে অগ্নিশক্তিকে অনুমান করিয়া জানিতে হয় ॥২৯॥

**পৃথুবুধ্নোদরাকারো ঘটঃ কার্যোঽত্র মৃত্তিকা ।**
**শব্দাদিভিঃ পঞ্চগুণৈর্যুক্তা শক্তিস্ত্বতদ্বিধা ॥৩০॥**

***অন্বয় ঃ*** পৃথু-বুধ্ন-উদরাকারঃ (স্থূল ও বর্তুল-উদর-আকার-বিশিষ্ট) ঘটঃ (ঘট) কার্যঃ (কার্য)। শব্দাদিভিঃ পঞ্চগুণৈঃ (শব্দাদি পঞ্চগুণ দ্বারা) যুক্তা (যুক্ত) মৃত্তিকা (মৃত্তিকা) [উহার আশ্রয়]। অত্র (এস্থলে) শক্তিঃ তু (শক্তি কিন্তু) অতদ্বিধা (ঘট ও মৃত্তিকা হইতে বিলক্ষণ) ॥৩০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** স্থূল ও বর্তুলোদরাকার-বিশিষ্ট ঘট কার্য, শব্দাদি পঞ্চগুণ-বিশিষ্ট মৃত্তিকা আশ্রয়। এস্থলে মৃৎশক্তি কিন্তু এতদুভয় হইতে বিলক্ষণ ॥ ৩০॥

**ন পৃথ্বাদির্ন শব্দাদিঃ শক্তাবস্তু যথা তথা ।**
**অতএব হ্যচিন্ত্যৈষা ন নির্বচনমর্হতি ॥৩১॥**

***অন্বয় ঃ*** শক্তৌ ([মৃত্তিকার] শক্তিতে) পৃথু-আদিঃ ন (স্থূলতাদি [ধর্ম বা রূপ] নাই), শব্দাদিঃ ন ([আশ্রয়ের ধর্ম] শব্দাদি নাই), যথা তথা অস্তু ([সেই শক্তির স্বরূপ] যাহা তাহাই আছে)। অতএব হি (এই কারণেই) এষা অচিন্ত্যা (ঐ শক্তি অচিন্ত্যা) নির্বচনম্ (ভিন্ন, অভিন্ন বা অন্য কোনরূপে নির্বচন করিবার) ন অর্হতি (যোগ্য নহে) ॥৩১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** মৃত্তিকার শক্তিতে স্থূলতাদি (কার্যের) রূপ নাই, আশ্রয়ের ধর্ম শব্দাদি নাই, সেই শক্তির স্বরূপ যাহা তাহাই আছে। এই কারণেই এই শক্তি অচিন্ত্যা। তাহা (তথাপি) ভিন্ন, অভিন্ন, অচিন্ত্য বা অন্য কোনরূপে নির্বচন করিবার যোগ্য নহে ॥৩১॥

**কার্যোৎপত্তেঃ পুরা শক্তির্নিগূঢ়া মৃদ্যবস্থিতা ।**
**কুলালাদিসহায়েন বিকারাকারতাং ব্রজেৎ ॥৩২॥**

***অন্বয় ঃ*** শক্তিঃ (শক্তি) কার্যোৎপত্তেঃ (কার্যোৎপত্তির) পুরা (পূর্বে) মৃদি (মৃত্তিকাতে) নিগূঢ়া (প্রচ্ছন্ন হইয়া) অবস্থিতা (অবস্থান করে), [পরে] কুলালাদি-সহায়েন (কুম্ভকার, তাহার দণ্ড, চক্র প্রভৃতির সহায়তায়) বিকার-আকারতাম্ (বিকারের আকার) ব্রজেৎ (প্রাপ্ত হয়) ॥৩২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** কার্যোৎপত্তির পূর্বে শক্তি মৃত্তিকাতে প্রচ্ছন্ন হইয়া অবস্থান করে। পরে কুম্ভকারাদির সহায়তায় বিকাররূপ কার্যের আকার প্রাপ্ত হয় ॥৩২॥

**পৃথুত্বাদিবিকারান্তং স্পর্শাদিং[১] চাপি মৃত্তিকাম্ ।**
**একীকৃত্য ঘটং প্রাহুর্বিচারবিকলা জনাঃ ॥৩৩॥**

***অন্বয় ঃ*** বিচার-বিকলাঃ জনাঃ (বিচারবিহীন লোকে) পৃথুত্বাদি-বিকারান্তম্

১ 'স্পর্শাদিগুণমৃত্তিকাম্'—এই পাঠান্তর

(স্থূলত্ব, বর্তুলত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া সকল বিকাররূপ কার্য পর্যন্ত) স্পর্শাদিম্ চ (এবং স্পর্শাদিগুণক) মৃত্তিকাম্ অপি (মৃত্তিকাকেও) একীকৃত্য ([অবিবেকপ্রভাবে] এক করিয়া) ঘটম্ প্রাহুঃ ('ঘট' বলিয়া থাকে) ॥৩৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বিচারবিহীন লোকে স্থূলত্ব-বর্তুলত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া বিকাররূপ কার্য পর্যন্ত এবং স্পর্শাদিগুণক মৃত্তিকাকেও, অবিবেকবশতঃ এক করিয়া, 'ঘট' বলিয়া থাকে ॥৩৩॥

**কুলালব্যাপৃতেঃ পূর্বো যাবানংশঃ স নো ঘটঃ ।**
**পশ্চাত্তু পৃথুবুধ্নাদিমত্ত্বে যুক্তা হি কুম্ভতা ॥৩৪॥**

***অন্বয় ঃ*** কুলাল-ব্যাপৃতেঃ পূর্বঃ (কুম্ভকারের ব্যাপারের পূর্বে) যাবান্ অংশঃ (মৃত্তিকার অংশরূপ যে পিণ্ড) সঃ নো ঘটঃ (তাহা তো ঘট নহে), তু (পরন্তু) পশ্চাৎ (কুলালের ব্যাপারের পরে) পৃথু-বুধ্নাদিমত্ত্বে (স্থূলত্ব-বর্তুলত্বাদি আকারবিশিষ্ট হইলে) কুম্ভতা যুক্তা হি ('ঘট' শব্দের ব্যবহার উচিত হয়) ॥৩৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** কুম্ভকারের ব্যাপারের পূর্বে মৃত্তিকার অংশরূপ যে পিণ্ড তাহা তো ঘট নহে। কিন্তু পরে স্থূলত্ব, বর্তুলত্বাদি আকারবিশিষ্ট হইলে 'ঘট' শব্দের ব্যবহার উচিত হয় ॥৩৪॥

**সঃ ঘটঃ ন মৃদো ভিন্নো বিয়োগে[১] সত্যনীক্ষণাৎ ।**
**নাপ্যভিন্নঃ পুরা পিণ্ডদশায়ামনবেক্ষণাৎ ॥৩৫॥**

***অন্বয় ঃ*** সঃ ঘটঃ (সেই ঘট) মৃদঃ ন ভিন্নঃ (মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন নহে), [কেননা] বিয়োগে সতি (মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন হইলে) অনীক্ষণাৎ (ঘট দেখিতে পাওয়া যায় না), অভিন্নঃ অপি ন (আবার ঘট মৃত্তিকা হইতে অভিন্নও নহে) [কেননা] পুরা (পূর্বে) পিণ্ডদশায়াম্ (পিণ্ডদশায়) অনবেক্ষণাৎ (ঘটকে দেখিতে পাওয়া যায় না) ॥৩৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সেই ঘট মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন নহে, কারণ মৃত্তিকা ছাড়া ঘট দেখিতে পাওয়া যায় না। আবার তাহা মৃত্তিকার সহিত অভিন্নও নহে, কারণ পূর্বে পিণ্ডদশায় ঘটকে দেখিতে পাওয়া যায় না ॥৩৫॥

**অতোঽনির্বচনীয়োঽয়ং শক্তিবত্তেন শক্তিজঃ ।**
**অব্যক্তত্বে শক্তিরুক্তা ব্যক্তত্বে ঘটনামভৃৎ ॥৩৬॥**

***অন্বয় ঃ*** অতঃ (অতএব) শক্তিবৎ (শক্তির ন্যায়) অনির্বচনীয়ঃ (অনির্বচনীয়)

---

১ 'নিয়োগে'—এই পাঠান্তর

অয়ম্ ([শক্তির কার্য] এই ঘট)। তেন (সেই কারণে) শক্তিজঃ (শক্তিজ পদার্থ) অব্যক্তত্বে (অব্যক্তাবস্থায়) শক্তিঃ উক্তা (শক্তিনামে অভিহিত হয়) ব্যক্তত্বে (অভিব্যক্তাবস্থায়) ঘটনামভৃৎ (ঘট নাম ধারণ করে) ॥৩৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অতএব (এইহেতু) শক্তির ন্যায় শক্তির কার্য এই ঘট অনির্বচনীয়। সেই কারণে শক্তিজ পদার্থ অব্যক্তাবস্থায় শক্তি নামে অভিহিত হয়, অভিব্যক্তাবস্থায় 'ঘট' নাম ধারণ করে ॥৩৬॥

**ঐন্দ্রজালিকনিষ্ঠাপি মায়া ন ব্যজ্যতে পুরা ।**
**পশ্চাদ্‌গন্ধর্বসেনাদিরূপেণ ব্যক্তিমাপ্নুয়াৎ ॥৩৭॥**

***অন্বয় ঃ*** ঐন্দ্রজালিক-নিষ্ঠা মায়া অপি (ঐন্দ্রজালিকগত মায়াও) পুরা ([মণিমন্ত্রাদি প্রয়োগের] পূর্বে) ন ব্যজ্যতে (অভিব্যক্ত হয় না), পশ্চাৎ ([মণিমন্ত্রাদি প্রয়োগের] পরে) গন্ধর্ব-সেনাদিরূপেণ (গন্ধর্বসেনাদি কার্যরূপে) ব্যক্তিম্ আপ্নুয়াৎ (অভিব্যক্তি লাভ করে) ॥৩৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ঐন্দ্রজালিকগত মায়াও কার্যোৎপত্তির পূর্বে অভিব্যক্ত হয় না, কিন্তু পরে গন্ধর্বসেনাদি কার্যরূপে অভিব্যক্তি লাভ করে ॥৩৭॥

**এবং মায়াময়ত্বেন বিকারস্যানৃতাত্মতাম্ ।**
**বিকারাধারমৃদ্বস্তুসত্যত্বং চাব্রবীচ্ছ্রুতিঃ ॥৩৮॥**

***অন্বয় ঃ*** এবম্ (এই প্রকারে) মায়াময়ত্বেন (মায়াময়, মায়ার কার্য বলিয়া) বিকারস্য (ঘটাদি বিকারের) অনৃত-আত্মতাম্ (মিথ্যাত্ব) চ (এবং) বিকার-আধার-মৃদ্‌বস্তু-সত্যত্বম্ (বিকারের আধারভূত মৃত্তিকার সত্যতার কথা) শ্রুতিঃ অব্রবীৎ (শ্রুতি বলিয়াছেন) ॥৩৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এই প্রকারে মায়াময় বলিয়া ঘটাদি বিকারের মিথ্যাত্ব এবং বিকারের আধারভূত মৃত্তিকার সত্যতার কথা শ্রুতি বলিয়াছেন। (ছাঃ উঃ ৬/১/৪—"বাচারম্ভণ বিকারঃ নামধেয়ম্ মৃত্তিকা ইতি এব সত্যম্") ॥৩৮॥

**বাঙ্‌নিষ্পাদ্যং নামমাত্রং বিকারো নাস্য সত্যতা ।**
**স্পর্শাদিগুণযুক্তা তু সত্যা কেবলমৃত্তিকা ॥৩৯॥**

***অন্বয় ঃ*** বাঙ্‌নিষ্পাদ্যম্ (বাগিন্দ্রিয়দ্বারা উচ্চারণ করিবার যোগ্য) নাম-মাত্রম্ (নামমাত্র) বিকারঃ (বিকার), অস্য (ইহার) সত্যতা ন (সত্যতা নাই), তু (কিন্তু) স্পর্শাদি-গুণযুক্তা (স্পর্শাদি-গুণযুক্তা) কেবল-মৃত্তিকা (মৃত্তিকাই) সত্যা (সত্য) ॥৩৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বিকার বাঙ্‌নিষ্পাদ্য নাম মাত্র, ইহার সত্যতা নাই। কিন্তু স্পর্শাদিগুণযুক্তা মৃত্তিকাই সত্য ॥৩৯॥

**ব্যক্তাব্যক্তে তদাধার ইতি ত্রিম্বাদ্যয়োর্দ্বয়োঃ ।**
**পর্যায়ঃ কালভেদেন তৃতীয়স্ত্বনুগচ্ছতি ॥৪০॥**

***অন্বয় ঃ*** ব্যক্ত-অব্যক্তে (ব্যক্ত ঘটাদিরূপ কার্য এবং অব্যক্ত কারণরূপ শক্তি) তদাধারঃ (আর উভয়ের আধাররূপ মৃত্তিকা) ইতি ত্রিষু (এই তিনের মধ্যে) আদ্যয়োঃ দ্বয়োঃ (প্রথম দুইটির) কাল-ভেদেন (কালের ভেদবশতঃ অর্থাৎ শক্তি প্রথমে এবং কার্য পরে হইবার কারণে) পর্যায়ঃ (পর্যায়ক্রমে হইয়া থাকে। অর্থাৎ একটির পর একটি হয়) তু (কিন্তু) তৃতীয়ঃ ([তদুভয়ের আধারভূত] তৃতীয় পদার্থ মৃত্তিকাদি) অনুগচ্ছতি ([সর্বদা] অনুগত থাকে) ॥৪০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ব্যক্ত কার্য, অব্যক্ত কারণ আর তদুভয়ের আধার—এই তিনের মধ্যে প্রথম দুইটির কালভেদ থাকায় তাহারা পর্যায়ক্রমে একটির পর আর একটি হয় (অর্থাৎ আগে শক্তি এবং পরে কার্য হয়)। আর আধাররূপ তৃতীয়টি সর্বদাই অনুগত থাকে। (অতএব তাহা সত্য) ॥৪০॥

**নিস্তত্ত্বং ভাসমানং চ ব্যক্তমুৎপত্তিনাশভাক্ ।**
**তদুৎপত্তৌ তস্য নাম বাচা নিষ্পাদ্যতে নৃভিঃ ॥৪১॥**

***অন্বয় ঃ*** ব্যক্তম্ (ব্যক্ত শব্দবাচ্য ঘটাদিকার্য) নিস্তত্ত্বম্ ভাসমানম্ (স্বরূপতঃ অসৎ হইলেও প্রত্যক্ষ হয়) চ (আর) উৎপত্তি-বিনাশভাক্ (উৎপত্তি-বিনাশশীল হইয়াও [প্রতীত হয়]); তদুৎপত্তৌ (তাহার উৎপত্তির পরে) নৃভিঃ (মানুষ কর্তৃক) বাচা (বচনের দ্বারা) তস্য নাম (তাহার নাম, ঘটাদি নাম) নিষ্পাদ্যতে (সম্পাদিত হয়) ॥৪১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ব্যক্তশব্দবাচ্য ঘটাদি কার্য স্বরূপতঃ অসৎ হইলেও এবং উৎপত্তি-বিনাশশীল হইয়াও প্রতীত হয় বা প্রত্যক্ষ হয়। আর উৎপত্তির পর লোকে বচন-ব্যবহারোপযোগী নাম দেয় ॥৪১॥

**ব্যক্তে নষ্টেঽপি নামৈতন্নৃবক্ত্রেষ্বনুবর্ততে ।**
**তেন নাম্না নিরূপ্যত্বাদ্ ব্যক্তং তদ্রূপমুচ্যতে ॥৪২॥**

***অন্বয় ঃ*** ব্যক্তে নষ্টে অপি ([আর উৎপন্ন হইয়া] ব্যক্ত কার্য বিনষ্ট হইলেও) এতৎ (এই) নাম (নাম) নৃ-বক্ত্রেষু (লোকমুখে) অনুবর্ততে (চলিতে থাকে)। ব্যক্তম্ (ব্যক্ত পদার্থ) তেন নাম্না ([কেবল] সেই নাম দ্বারা) নিরূপ্যত্বাৎ (নিরূপিত হয় বলিয়া) তদ্রূপম্ উচ্যতে (কেবল নামাত্মক) বলা হয়) ॥৪২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** আর উৎপন্ন হইয়া ব্যক্ত কার্য বিনষ্ট হইলেও এই নাম লোকমুখে থাকিয়া যায়। ব্যক্ত পদার্থ (এইভাবে) কেবল নাম দ্বারা নিরূপিত হয় বলিয়া, তাহাকে কেবল নামাত্মক বলা হয় ॥৪২॥

**নিস্তত্ত্বাদ্বিনাশিত্বাদ্বাচারম্ভণনামতঃ ।**
**ব্যক্তস্য ন তু তদ্রূপং সত্যং কিঞ্চিন্মৃদাদিবৎ ॥ ৪৩॥**

***অন্বয় ঃ*** ব্যক্তস্য রূপম্ (কার্য-ঘটাদির যে [পৃথুবুধ্নোদরাকার] রূপ) তদ্ (তাহা) কিঞ্চিৎ (কিছুমাত্র) মৃদাদিবৎ (মৃত্তিকাদির ন্যায়) সত্যম্ ন (সত্য নহে), তু (কেননা) [তাহা] নিস্তত্ত্বাৎ বিনাশিত্বাৎ (বাস্তব রূপরহিত এবং বিনাশী) [এবং] বাচারম্ভণনামতঃ (বাগিন্দ্রিয়জন্য শব্দমাত্র স্বরূপ) ॥ ৪৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ব্যক্ত ঘটাদির সেই রূপ মৃত্তিকাদির ন্যায় কিছুমাত্র সত্য নহে, কেননা তাহা বাস্তব রূপরহিত, বিনাশী এবং বাগিন্দ্রিয়জন্য শব্দমাত্র-স্বরূপ ॥৪৩॥

**ব্যক্তকালে ততঃ পূর্বমূর্ধ্বমপ্যেকরূপভাক্ ।**
**সতত্ত্বমবিনাশঞ্চ সত্যং মৃদ্বস্তু কথ্যতে ॥ ৪৪॥**

***অন্বয় ঃ*** ব্যক্তকালে (ব্যক্ত অবস্থায়, কার্যের স্থিতিকালে), ততঃ (তাহার) পূর্বম্ (পূর্বে), ঊর্ধ্বম্ অপি (এবং পরে [যে অব্যক্ত অবস্থা তাহাতেও]) একরূপভাক্ (একরূপ-বিশিষ্ট) সতত্ত্বম্ (বাস্তবস্বরূপ) চ অবিনাশম্ (এবং অবিনাশী) মৃৎ-বস্তু ([যে] মৃত্তিকারূপ বস্তু) সত্যম্ কথ্যতে ([তাহা] সত্যবস্তু বলিয়া কথিত হয়) ॥ ৪৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ব্যক্তাবস্থায়, তাহার পূর্বে এবং পরে অব্যক্তাবস্থায় একাকার বাস্তবস্বরূপ বিশিষ্ট এবং অবিনাশী যে মৃত্তিকারূপ বস্তু, তাহা সত্যবস্তু বলিয়া কথিত হয় ॥ ৪৪॥

**ব্যক্তং ঘটো বিকারশ্চেত্যেতৈর্নামভিরীরিতঃ ।**
**অর্থশ্চেদনৃতঃ কস্মান্ন মৃদ্বোধে নিবর্ততে ॥ ৪৫॥**

***অন্বয় ঃ*** ব্যক্তম্ (ব্যক্ত), ঘটঃ (ঘট) বিকারঃ চ (এবং বিকার) ইতি এতৈঃ নামভিঃ (এই তিন নামদ্বারা, শব্দদ্বারা) ঈরিতঃ (কথিত) অর্থঃ (কার্যরূপ অর্থ, বস্তু) অনৃতঃ চেৎ (যদি মিথ্যা হয়), [তাহা হইলে], মৃৎ-বোধে (মৃত্তিকারূপ কারণের জ্ঞান হইলে) কস্মাৎ (কি হেতু), (ঘটজ্ঞান) ন নিবর্ততে (নিবৃত্ত হয় না) ৪৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (আশঙ্কা) ঃ ব্যক্ত, ঘট ও বিকার—এই তিন নামদ্বারা কথিত বস্তু যদি মিথ্যা হয়, তবে মৃত্তিকারূপ কারণের জ্ঞান হইলে ঘটের জ্ঞান নিবৃত্ত হয় না কেন ? ৪৫॥

**নিবৃত্ত এব যস্মাত্তে তৎসত্যত্বমতির্গতা ।**
**ঈদৃঙ্‌নিবৃত্তিরেবাত্র বোধজা ন ত্বভাসনম্ ॥ ৪৬॥**

***অন্বয় ঃ*** নিবৃত্তঃ এব ([মৃত্তিকাজ্ঞানে সেই ঘটজ্ঞান] নিবৃত্তই হইয়াছে) যস্মাৎ (যেহেতু) তে (তোমার) তৎ-সত্যত্বমতিঃ (সেই [ঘটাদি বিষয়ে] সত্যত্ব বুদ্ধি) গতা

(তিরোহিত হইয়াছে)। অত্র ([সোপাধিক] এই ভ্রমস্থলে) ঈদৃক্ এব (এইরূপ [ভ্রমের] নাশই) বোধজা নিবৃত্তিঃ (অধিষ্ঠানের সত্যত্বজ্ঞান জন্য নিবৃত্তি), [বলিয়া মানিতে হইবে], ন তু অভাসনম্ (কিন্তু ঘটজ্ঞানের অভাবরূপ নিবৃত্তি নহে) ॥৪৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (উত্তর) ঃ সেই ঘটজ্ঞান নিবৃত্তই হইয়াছে, যেহেতু ঘটাদিতে তোমার সত্যত্ববুদ্ধি চলিয়া গিয়াছে। এস্থলে এইরূপ অধিষ্ঠানের যথার্থ জ্ঞানজনিত নিবৃত্তি মানিতে হইবে, কিন্তু ঘটজ্ঞানের (অর্থাৎ ঘটের) অভাবরূপ নিবৃত্তি নহে ॥৪৬॥

*তাৎপর্য ঃ* উপরোক্ত দুইটি শ্লোকে যে আশঙ্কা উত্থাপিত হইয়াছে এবং তাহার সমাধান হইয়াছে, তাহার যুক্তিটি নিম্নরূপ। পূর্বপক্ষী বলিবেন—সকল ভ্রমের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অধিষ্ঠানের যথার্থ জ্ঞান হইলে আরোপিত বস্তুটি তিরোহিত হয়। যেমন রজ্জুর জ্ঞান হইলেই সর্পজ্ঞান তিরোহিত হয়, সর্পটি থাকে না। কিন্তু মৃত্তিকা ও ঘটের দৃষ্টান্তে মৃত্তিকার যথার্থ জ্ঞান হইলেও ঘট-এর অভাব হয় না। উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিবেন—ভ্রম দুই প্রকারের। একটি সোপাধিক, অপরটি নিরুপাধিক।

নিরুপাধিক ভ্রমের দৃষ্টান্ত রজ্জু-সর্প, রজ্জুতে সর্পভ্রম। এই ভ্রমের ক্ষেত্রে রজ্জুর জ্ঞান হইবামাত্র সর্প তিরোহিত হয়। সোপাধিক ভ্রম সেইরূপ নহে। ইহার দৃষ্টান্ত বলিতেছেন জলাশয়ের তীরে দণ্ডায়মান মানুষ ও জলে তাহার প্রতিবিম্ব। অন্য এক ব্যক্তি প্রতিবিম্বটিকে মানুষ বলিয়া ভুল করিল। কিন্তু প্রতিবিম্বের মস্তক নিচের দিকে এবং চরণ উপরের দিকে দেখিয়া সে উপরের দিকে চাহিয়া প্রকৃত মানুষটিকে দেখিল। প্রতিবিম্বে তাহার সত্যতাবুদ্ধি এইরূপে ঘুচিলেও, প্রতিবিম্ব কিন্তু তিরোহিত হইয়া যায় না। মৃত্তিকা ও ঘটের উদাহরণটিও এইরূপ ভ্রমের দৃষ্টান্তস্থল।

**পুমানধোমুখো নীরে ভাতোঽপ্যস্তি ন বস্তুতঃ ।**
**তটস্থমর্ত্যবত্তস্মিন্নৈবাস্থা কস্যচিৎ ক্বচিৎ ॥৪৭॥**

***অন্বয় ঃ*** নীরে (জলে) অধোমুখঃ (অধোমুখভাবে) ভাতঃ অপি (প্রতীত হইলেও) পুমান্ (পুরুষ) বস্তুতঃ (বাস্তবিক) ন অস্তি (এইরূপ নাই)। কস্যচিৎ (কাহারও) ক্বচিৎ (কখনও) তস্মিন্ (জলে সেই পুরুষের প্রতিবিম্বে) তটস্থ-মর্ত্যবৎ (তীরস্থ পুরুষের ন্যায়) আস্থা (সত্যত্বের অভিমান) ন এব (হয়ই না) ॥৪৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** জলে অধোমুখভাবে প্রতীত হইলেও, পুরুষ বাস্তবিক এইরূপ নাই। কাহারও কখনও সেই অধোমুখ প্রতিবিম্বে তীরস্থ পুরুষের ন্যায় সত্যতাবুদ্ধি হয় না ॥৪৭॥

**ঈদৃগ্বোধে পুমর্থত্বং মতমদ্বৈতবাদিনাম্ ।**
**মৃদ্রূপস্যাপরিত্যাগাদ্ বিবর্তত্বং ঘটে স্থিতম্ ॥৪৮॥**

***অন্বয় ঃ*** অদ্বৈতবাদিনাম্ মতম্ (অদ্বৈতবাদিদিগের মত এই যে) ঈদৃগ্‌বোধে

([আত্মানন্দাতিরিক্ত সকল আরোপিত বস্তুর] এইরূপ মিথ্যাত্বনিশ্চয় হইলে) পুমর্থত্বম্ ([অদ্বৈতানন্দের অভিব্যক্তিরূপ] পুরুষার্থ সিদ্ধি হয়)। মৃৎ-রূপস্য (মৃত্তিকার রূপের) অপরিত্যাগাৎ (পরিত্যাগ হয় না বলিয়া) ঘটে (ঘটে) বিবর্তত্বম্ স্থিতম্ (বিবর্তত্ব সিদ্ধ হয়) ॥৪৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অদ্বৈতবাদিদিগের মত এই যে, এই প্রকারে আরোপিত বস্তুর মিথ্যাত্ব নিশ্চয় হইলে পুরুষার্থ সিদ্ধি হয়। মৃত্তিকারূপ পরিত্যাগ করে না বলিয়া ঘট যে মৃত্তিকার বিবর্ত, তাহা সিদ্ধ হয় ॥৪৮॥

**পরিণামে পূর্বরূপং ত্যজেত্তৎ ক্ষীররূপবৎ ।**
**মৃৎসুবর্ণে নিবর্তেতে ঘটকুণ্ডলয়োর্ন হি ॥৪৯॥**

**অন্বয় ঃ** পরিণামে (পরিণামবাদে কারণের পরিণাম হইলে) তৎ (কারণ) ক্ষীররূপবৎ (দধির দুগ্ধরূপ পরিত্যাগের ন্যায়) পূর্বরূপম্ (পূর্বরূপ) ত্যজেৎ (পরিত্যাগ করিয়া থাকে)। (কিন্তু বিবর্তস্থলে) মৃৎ-সুবর্ণে (মৃত্তিকা ও সুবর্ণ) ঘট-কুণ্ডলয়োঃ (ঘট ও কুণ্ডলে) ন হি নিবর্তেতে (নিবৃত্ত হইয়া যায় না) ॥৪৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** পরিণামস্থলে কারণ, দধির দুগ্ধরূপ পরিত্যাগের ন্যায়, পূর্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া থাকে। কিন্তু বিবর্তস্থলে কারণরূপ মৃত্তিকা ও সুবর্ণ, কার্যরূপ ঘট ও কুণ্ডলে বিবর্তিত হইলেও (তাহাদের কারণরূপতার) নিবৃত্তি হয় না (অর্থাৎ মৃত্তিকাদির ঘটাদিতে পরিণত হওয়া প্রকৃত পরিবর্তন নহে)॥৪৯॥

**ঘটে ভগ্নে ন মৃদ্ভাবঃ কপালানামবেক্ষণাৎ ।**
**মৈবং চূর্ণেঽস্তি মৃদ্রূপং স্বর্ণরূপং ত্বতিস্ফুটম্ ॥৫০॥**

**অন্বয় ঃ** (শঙ্কা)ঃ ঘটে ভগ্নে (ঘট ভগ্ন হইলে) মৃৎ-ভাবঃ ন ([পুনঃ] মৃত্তিকা-রূপতা প্রাপ্তি হয় না), [কারণ] কপালানাম্ (কপালগুলি) অবেক্ষণাৎ (দেখা যায়)। [সমাধান] মা এবম্ (না, এরূপ আশঙ্কা করা চলে না), [কারণ] চূর্ণে ([কপালগুলি] চূর্ণ করিলে) মৃৎ-রূপম্ অস্তি ([তাহাতে] মৃৎ-রূপতা পাওয়া যায়)। স্বর্ণরূপম্ তু অতিস্ফুটম্ ([আর কুণ্ডলের নাশ হইলে তাহার] স্বর্ণরূপতা প্রাপ্তি তো খুবই স্পষ্ট) ॥৫০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (শঙ্কা)ঃ ঘট ভগ্ন হইলে তো তাহা পুনরায় মৃদ্ভাব প্রাপ্ত হয় না; কারণ দেখা যায় তাহা কপালরূপতা (খোলামকুচির রূপ) প্রাপ্ত হয়। (সমাধান)ঃ না, এরূপ বলিতে পার না, কারণ কপালাদি চূর্ণ করিলে তাহারা মৃদ্ভাব প্রাপ্ত হয়; আর কুণ্ডলের নাশ হইলে তাহার স্বর্ণরূপতা প্রাপ্তি তো খুবই স্পষ্ট ॥৫০॥

**ক্ষীরাদৌ পরিণামোঽস্তু পুনস্তদ্ভাববর্জনাৎ ।**
**এতাবতা মৃদাদীনাং দৃষ্টান্তত্বং ন হীয়তে ॥৫১॥**

***অন্বয় ঃ*** ক্ষীর-আদৌ (দুগ্ধ প্রভৃতির দৃষ্টান্তে) পরিণামঃ অস্তু (পরিণাম স্বীকার করিয়া লওয়া উচিত), [কেননা] পুনঃ (পুনরায়) তদ্ভাব-বর্জনাৎ (দধি হইতে দুগ্ধ পাওয়া যায় না)। এতাবতা (আর এইটুকু [দুগ্ধাদির পরিণামিত্ব] দ্বারা) মৃদাদীনাম্ (মৃদাদির) দৃষ্টান্তত্বম্ (বিবর্ত-দৃষ্টান্তরূপতা) ন হীয়তে (হীন হইয়া যায় না অর্থাৎ তাহার হানি হয় না) ॥৫১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** দুগ্ধাদির দৃষ্টান্ত বিষয়ে পরিণাম হইবে, কারণ দধি হইতে আর দুগ্ধ পাওয়া যায় না। আর এইরূপ পরিণামিত্ব দেখাইলে মৃদাদির বিবর্তরূপতার কোন হানি হয় না ॥৫১॥

**আরম্ভবাদিনঃ কার্যে মৃদো দ্বৈগুণ্যমাপতেৎ ।**
**রূপস্পর্শাদয়ঃ প্রোক্তাঃ কার্যকারণয়োঃ পৃথক্ ॥৫২॥**

***অন্বয় ঃ*** আরম্ভবাদিনঃ (আরম্ভবাদিগণের মতে) কার্যে (ঘটাদিরূপ কার্যে) মৃদঃ (মৃত্তিকাদি কারণের) দ্বৈগুণ্যম্ (কার্যাকার ও কারণাকাররূপ দ্বিগুণ ভাব) আপতেৎ (আসিয়া পড়ে)। [কারণ তাহাদের দ্বারা] রূপস্পর্শাদয়ঃ (রূপস্পর্শাদিগুণ) কার্যকারণয়োঃ (কার্যে ও কারণে) পৃথক্ (পৃথক বলিয়া) প্রোক্তাঃ (উক্ত হইয়াছে) ॥৫২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** আরম্ভবাদী নৈয়ায়িকগণের মতে ঘটরূপ কার্যে মৃত্তিকার কার্যকারণ জনিত দ্বিগুণতা আসিয়া পড়ে। কারণ তাহাদের মতে রূপ-স্পর্শাদি গুণসকল কার্যে ও কারণে ভিন্ন। (অর্থাৎ কার্যের গুণ ও কারণের গুণ ভিন্ন) ॥৫২॥

**মৃৎসুবর্ণময়শ্চেতি দৃষ্টান্তত্রয়মারুণিঃ ।**
**প্রাহাতো বাসয়েৎ কার্যানৃতত্বং সর্ববস্তুষু ॥৫৩॥**

***অন্বয় ঃ*** আরুণিঃ (উদ্দালক আরুণি) মৃৎ-সুবর্ণম্-অয়ঃ চ (মৃত্তিকা, সুবর্ণ ও লৌহ) ইতি দৃষ্টান্ত-ত্রয়ম্ প্রাহ (এই তিনটি দৃষ্টান্ত বলিয়াছেন)। অতঃ (অতএব) সর্ববস্তুষু (সকল বস্তুতে) কার্য-অনৃতত্বম্ (কার্যের মিথ্যাত্ব) বাসয়েৎ (অনুসন্ধান করিবে) ॥৫৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** উদ্দালক আরুণি, মৃত্তিকা, সুবর্ণ ও লৌহ এই তিনটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন[১]। অতএব সকল বস্তুতে কার্যের মিথ্যাত্বের অনুসন্ধান করিবে ॥৫৩॥

---

১ ছাঃ উঃ ৬/১/৪

**কারণজ্ঞানতঃ কার্যবিজ্ঞানং চাপি সোঽবদৎ ।**
**সত্যজ্ঞানেঽনৃতজ্ঞানং কথমত্রোপপদ্যতে ॥৫৪॥**

***অন্বয় ঃ*** চ (আর) কারণ-জ্ঞানতঃ (কারণ মৃদাদির জ্ঞান হইতে) কার্যবিজ্ঞানম্ অপি (ঘটাদি কার্যের জ্ঞানও) [হয়], সঃ অবদৎ (আরুণি বলিয়াছেন)। অত্র (পূর্বোক্ত উদাহরণ হইতে) সত্যজ্ঞানে (সত্য কারণের জ্ঞানে) অনৃতজ্ঞানম্ (মিথ্যা কার্যের জ্ঞান) কথম্ (কি প্রকারে) উপপদ্যতে (যুক্তিযুক্ত, সম্ভব) ? ॥৫৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** আর কারণের জ্ঞান হইতে কার্যেরও জ্ঞান হয়, সেই আরুণি (একথাও) বলিয়াছেন। পূর্বোক্ত উদাহরণে যে বলা হইয়াছে, সত্য-কারণ-বস্তুর জ্ঞান হইলে মিথ্যাকার্যের মিথ্যাত্ব জানা যায়, তাহা কি প্রকারে সম্ভব ? ॥৫৪॥

**সমৃৎকস্য বিকারস্য কার্যতা লোকদৃষ্টিতঃ ।**
**বাস্তবোঽত্র মৃদংশোঽস্য বোধঃ কারণবোধতঃ ॥৫৫॥**

***অন্বয় ঃ*** সমৃৎকস্য বিকারস্য (অধিষ্ঠানভূত মৃত্তিকার সহিত আরোপিত ঘটাদি বিকারের) কার্যতা (কার্যরূপতা) লোকদৃষ্টিতঃ (লোকদৃষ্টি-বশতঃ [হয়])। অত্র (ইহাতে) বাস্তবঃ মৃদংশঃ (মৃত্তিকা বাস্তব)। কারণবোধতঃ (কারণের জ্ঞান হইতে) অস্য বোধঃ (এই বাস্তবাংশের জ্ঞান হয়) ॥৫৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অধিষ্ঠানরূপ মৃত্তিকার সহিত ঘটাদি বিকাবের কার্যতা (কার্যশব্দাত্মতা) লোকদৃষ্টিতে হয়। ইহাতে মৃত্তিকা বাস্তব। কারণের জ্ঞান হইতে এই বাস্তবাংশের জ্ঞান হয় ॥৫৫॥

**অনৃতাংশো ন বোদ্ধব্যস্তদ্বোধানুপযোগতঃ ।**
**তত্ত্বজ্ঞানং পুমর্থং স্যান্নানৃতাংশাববোধনম্ ॥৫৬॥**

***অন্বয় ঃ*** অনৃতাংশঃ (কার্যের অনৃতাংশ) ন বোদ্ধব্যঃ (জানিবার যোগ্য নহে); তৎ-বোধ-অনুপযোগতঃ (কারণ সেই মিথ্যাংশের জ্ঞান নিষ্প্রয়োজন); তত্ত্বজ্ঞানম্ পুমর্থম্ (তত্ত্ব অর্থাৎ বাধরহিত বাস্তব বস্তুর জ্ঞান পুরুষার্থ); অনৃতাংশ-অববোধনম্ (অনৃতাংশের জ্ঞান) ন স্যাৎ (পুরুষার্থ নহে) ॥৫৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** কার্যের অনৃতাংশ জানিবার যোগ্য নহে, কারণ সেই মিথ্যাংশের জ্ঞান নিষ্প্রয়োজন। তত্ত্বজ্ঞান পুরুষার্থ, অনৃতাংশের জ্ঞানে পুরুষার্থ নাই ॥৫৬॥

**তর্হি কারণবিজ্ঞানাৎ কার্যজ্ঞানমিতীরিতে ।**
**মৃদ্বোধান্মৃত্তিকা[১] বুদ্ধেত্যুক্তং স্যাৎ কোঽত্র বিস্ময়ঃ ॥৫৭॥**

***অন্বয় ঃ*** তর্হি (তাহা হইলে), কারণ-বিজ্ঞানাৎ (কারণের জ্ঞানে) কার্যবিজ্ঞানম্

১ 'মৃদ্বোধে মৃত্তিকা' এই পাঠান্তর

(কার্যজ্ঞান হয়) ইতি (এইরূপ) ঈরিতে (উক্ত হইলে) মৃদ্বোধে (মৃত্তিকার জ্ঞানে) মৃত্তিকা বুদ্ধা (মৃত্তিকা জ্ঞাত হইয়াছে) ইতি উক্তম্ স্যাৎ (এইরূপ বলা হইল)। অত্র (ইহাতে) কঃ (কি) বিস্ময়ঃ (বিস্ময়) ? ॥৫৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (শঙ্কা)ঃ তবে তো 'কারণের জ্ঞানে কার্যের জ্ঞান হয়' এইরূপ বলিলে, কথাটির অর্থ হয়—'মৃত্তিকার জ্ঞানে মৃত্তিকা জ্ঞাত হইয়াছে'। ইহাতে (এইপ্রকার শব্দের কলাতে) বিস্ময়ের কি আছে ? ॥৫৭॥

**সত্যং কার্যেষু বস্ত্বংশঃ কারণাত্মেতি জানতঃ ।**
**বিস্ময়ো মাস্ত্বিহাজ্ঞস্য বিস্ময়ঃ কেন বার্যতে ॥৫৮॥**

***অন্বয় ঃ*** সত্যম্ (ইহা সত্য বটে); কার্যেষু (কার্যে [বিদ্যমান]) বস্তু-অংশঃ (বাস্তব, সত্য অংশ) কারণাত্মা (কারণস্বরূপ) ইতি জানতঃ (ইহা যিনি জানেন, তাঁহার) বিস্ময়ঃ (বিস্ময়) মা অস্তু (না হইতে পারে), [কিন্তু] ইহ অজ্ঞস্য (এইরূপ জ্ঞান যাহার নাই, তাহার) বিস্ময়ঃ (বিস্ময়) কেন বার্যতে (কাহার দ্বারা নিবারিত হইবে) ? ৫৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (উত্তর) ঃ ইহা সত্য বটে; কার্যগত সত্যাংশ কারণস্বরূপ (কারণের স্বরূপ) ইহা যিনি জানেন তাঁহার বিস্ময় না হইতে পারে; কিন্তু এইরূপ জ্ঞান যাহার নাই, সেই অজ্ঞের বিস্ময় কে নিবারণ করিতে পারে ? ৫৮॥

**আরম্ভী পরিণামী চ লৌকিকশ্চৈককারণে ।**
**জ্ঞাতে সর্বমতিং[১] শ্রুত্বা প্রাপ্নুবন্ত্যেব বিস্ময়ম্ ॥৫৯॥**

***অন্বয় ঃ*** আরম্ভী (আরম্ভবাদী), পরিণামী চ (এবং পরিণামবাদী) চ (এবং) লৌকিকঃ (প্রাকৃত লোকে) এককারণে জ্ঞাতে (এক কারণকে জানিলে) সর্বমতিম্ (সকল কার্যের জ্ঞান [হইয়া যায়, এই কথা]) শ্রুত্বা (শুনিয়া) বিস্ময়ম্ প্রাপ্নুবন্তি এব (বিস্ময়াপন্ন হইবেই) ॥৫৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** আরম্ভবাদী, পরিণামবাদী এবং প্রাকৃত লোকে, 'এক কারণকে জানিলে সকল কার্যের জ্ঞান হইয়া যায়' এই কথা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইবেই ॥৫৯॥

**অদ্বৈতেঽভিমুখী কর্তুমেবাত্রৈকস্য বোধতঃ ।**
**সর্ববোধঃ শ্রুতৌ নৈব নানাত্বস্য বিবক্ষয়া ॥৬০॥**

***অন্বয় ঃ*** অদ্বৈতে (অদ্বৈত তত্ত্বজ্ঞানে) অভিমুখী কর্তুম্ এব (শ্রোতা বা শিষ্যকে অভিমুখী করিবার নিমিত্তই) অত্র শ্রুতৌ (প্রকৃত বিষয়ে শ্রুতিতে) একস্য বোধতঃ

১ 'সর্বমতং'—এই পাঠান্তর

(একের জ্ঞানে) সর্ববোধঃ (সকল পদার্থের জ্ঞান [হয়]), [উক্ত হইয়াছে], নানাত্বস্য (অনেক কার্যের কথা) বিবক্ষয়া (বলিবার উদ্দেশ্যে) ন এব (এরূপ বলা হয় নাই)॥ ৬০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** শ্রোতাকে অদ্বৈত তত্ত্বজ্ঞানের অভিমুখী করিবার নিমিত্তই এস্থলে শ্রুতিতে 'একের জ্ঞানে সকল পদার্থের জ্ঞান' বলা হইয়াছে; কার্যের নানাত্ব বুঝাইবার উদ্দেশ্যে তাহা বলা হয় নাই ॥৬০॥

**একমৃৎপিণ্ডবিজ্ঞানাৎ সর্বমৃন্ময়ধীর্যথা ।**
**তথৈকব্রহ্মবোধেন জগদ্বুদ্ধির্বিভাব্যতাম্ ॥৬১॥**

***অন্বয় ঃ*** যথা (যেমন) এক-মৃৎপিণ্ড-বিজ্ঞানাৎ (একমাত্র মৃৎপিণ্ডের জ্ঞান হইলে) সর্বমৃন্ময়ধীঃ (সকল মৃন্ময় পদার্থের জ্ঞান [হয়]) তথা (সেইরূপে) এক-ব্রহ্ম-বোধেন (একমাত্র ব্রহ্ম-জ্ঞানদ্বারা) জগৎ-বুদ্ধিঃ ([নিখিল] জগতের জ্ঞান [হয়]) বিভাব্যতাম্ (এইরূপ বুঝা উচিত) ॥ ৬১ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যেমন একমাত্র মৃৎপিণ্ডের জ্ঞান হইলে সকল মৃন্ময় পদার্থের জ্ঞান হয়, সেইরূপে একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা নিখিল জগতের জ্ঞান হয়—ইহা বুঝা উচিত ॥৬১॥

**সচ্চিৎসুখাত্মকং ব্রহ্ম নামরূপাত্মকং জগৎ ।**
**তাপনীয়ে শ্রুতং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দলক্ষণম্ ॥৬২॥**

***অন্বয় ঃ*** ব্রহ্ম সৎ-চিৎ-সুখাত্মকম্ (ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ), জগৎ নাম-রূপাত্মকম্ (জগৎ নামরূপাত্মক)। তাপনীয়ে (নৃসিংহোত্তরতাপনীয় উপনিষদে) সচ্চিদানন্দ-লক্ষণম্ ব্রহ্ম (ব্রহ্ম সৎ-চিৎ-আনন্দ-স্বরূপ) শ্রুতম্ (এইরূপ উক্ত হইয়াছে)॥ ৬২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ, জগৎ নামরূপাত্মক। তাপনীয় উপনিষদে (নৃঃ উঃ তাঃ উঃ ৭) ব্রহ্ম সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ, এইরূপ উক্ত হইয়াছে ॥৬২॥

**সদ্রূপমারুণিঃ প্রাহ প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম বহ্বৃচঃ ।**
**সনৎকুমার আনন্দমেবমন্যত্র গম্যতাম্ ॥৬৩॥**

***অন্বয় ঃ*** আরুণিঃ (উদ্দালক আরুণি), [ছান্দোগ্য উপনিষদে], সদ্রূপম্ (সৎস্বরূপ ব্রহ্ম), বহ্বৃচঃ (ঋগ্বেদ শাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণগণ) [ঐতরেয়োপনিষদে], প্রজ্ঞানম্ ব্রহ্ম (প্রজ্ঞানরূপ ব্রহ্ম), সনৎকুমারঃ (সনৎকুমার) [ছান্দোগ্য উপনিষদে] আনন্দম্ (আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম) প্রাহ (বলিয়াছেন)। এবম্ (এইপ্রকার) অন্যত্র (অন্য শ্রুতিতেও) গম্যতাম্ ([ব্রহ্মকে আনন্দরূপ ইত্যাদি বলিয়া বলা হইয়াছে] বুঝিতে হইবে) ॥ ৬৩॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* আরুণি ছান্দোগ্যোপনিষদে (৬/২/১-২) ব্রহ্মকে সৎস্বরূপ বলিয়াছেন; ঋগ্বেদ শাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণগণ ঐতরেয়োপনিষদে (৫/৩) ব্রহ্মকে প্রজ্ঞানরূপ বলিয়াছেন; সনৎকুমার ছান্দোগ্যশ্রুতিতে (৭/২২/১, ৭/২৩/১) ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপ বলিয়াছেন। এই প্রকারে অন্য শ্রুতিতেও (তৈঃ উঃ ২/১১, ৩/৬) ব্রহ্মকে 'আনন্দরূপ' ইত্যাদি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে ॥ ৬৩ ॥

**বিচিত্য[১] সর্বরূপাণি কৃত্বা নামানি তিষ্ঠতি ।**
**অহং ব্যাকরবাণীমে নামরূপে ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৬৪ ॥**

*অন্বয় ঃ* সর্বরূপাণি বিচিত্য ([পরমেশ্বর দেবমনুষ্যাদি জগতের] সকল রূপ সংকল্পদ্বারা সৃষ্টি করিয়া) নামানি কৃত্বা ([তাহাদের] নামকরণ করিয়া) তিষ্ঠতি (অবস্থিত আছেন)। অহম্ (আমি) ইমে নামরূপে (জগতের এই নামরূপকে) ব্যাকরবাণি (প্রকটিত করিব)—ইতি শ্রুতেঃ (শ্রুতি বচন হইতে এই প্রকার জানা যায়) ॥ ৬৪ ॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* "পরমেশ্বর দেবমনুষ্যাদি জগতের সকল রূপ সৃষ্টি করিয়া, তাহাদের নামকরণ করিয়া অবস্থিত রহিয়াছেন"[২] এবং "আমি জগতের এই নামরূপকে প্রকটিত করিব"[৩]—এই প্রকার বচন শ্রুতি হইতে পাওয়া যায় ॥ ৬৪ ॥

**অব্যাকৃতং পুরা সৃষ্টেরূর্ধ্বং ব্যাক্রিয়তে দ্বিধা ।**
**অচিন্ত্যশক্তির্মায়ৈষা ব্রহ্মণ্যব্যাকৃতাভিধা ॥ ৬৫ ॥**

*অন্বয় ঃ* সৃষ্টেঃ পুরা (সৃষ্টির পূর্বে [এই জগৎ]) অব্যাকৃতম্ (অব্যক্ত অবস্থায় ছিল), ঊর্ধ্বম্ (সৃষ্টির পরে) দ্বিধা (নাম ও রূপ এই দুই প্রকারে) ব্যাক্রিয়তে (অভিব্যক্ত হইয়াছে)। ব্রহ্মণি (ব্রহ্মে) মায়া অচিন্ত্যশক্তিঃ (যে মায়ারূপ অচিন্ত্যশক্তি আছে) এষা (ইহা) অব্যাকৃত-অভিধা (অব্যাকৃত-নামক) ॥ ৬৫ ॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ অব্যাকৃত অবস্থায় ছিল। সৃষ্টির পরে তাহা নাম ও রূপ এই দুই প্রকারে অভিব্যক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মে যে মায়া-রূপ অচিন্ত্যশক্তি আছে তাহা অব্যাকৃত-নামক (অর্থাৎ তাহার নাম অব্যাকৃত) ॥ ৬৫ ॥[৪]

---

১ 'বিচিন্ত্য' এই পাঠান্তর

২ তৈঃ উঃ ১৫/১১ বা ঋগ্বেদ ১০/৯০

৩ ছাঃ উঃ ৬/৩/২ আরও দ্রষ্টব্য ঃ বৃহদারণ্যক উঃ ১/৪/৭

৪ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ১/৪/৭

**অবিক্রিয়ব্রহ্মনিষ্ঠা বিকারং যাত্যনেকধা ।**
**মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্ ॥ ৬৬॥**

**অন্বয় ঃ** অবিক্রিয়-ব্রহ্মনিষ্ঠা (নির্বিকার পরব্রহ্মে বিদ্যমান [সেই মায়া]) অনেকধা (অনেক প্রকারে অর্থাৎ ভূত-ভৌতিক প্রপঞ্চরূপে) বিকারম্ যাতি (পরিণামপ্রাপ্ত হয়)। মায়াম্ তু (আর সেই মায়াকে) প্রকৃতিম্ বিদ্যাৎ ([জগতে উপাদান কারণ] 'প্রকৃতি' বলিয়া জানিবে), মায়িনম্ তু (আর মায়ার আশ্রয় মায়াবীকে) মহেশ্বরম্ (মহেশ্বর [বলিয়া জানিবে]) ॥ ৬৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** নির্বিকার পরব্রহ্মে বিদ্যমান সেই মায়া অনেক প্রকারে বিকার প্রাপ্ত হয়। সেই মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে আর মায়াশ্রয়কে জানিবে মহেশ্বর বলিয়া ॥ ৬৬ ॥[২]

**আদ্যো বিকার আকাশঃ সোঽস্তি ভাত্যপি চ প্রিয়ঃ ।**
**অবকাশস্তস্য রূপং তন্মিথ্যা ন তু তৎত্রয়ম্ ॥ ৬৭॥**

**অন্বয় ঃ** (মায়োপহিত ব্রহ্মের) আদ্যঃ বিকারঃ (প্রথম বিকার) আকাশঃ (আকাশ)। সঃ ( সেই কার্যরূপ আকাশ) অস্তি (আছে [এই প্রকারে ব্রহ্মের সৎস্বরূপত্ব]) ভাতি (প্রকাশ পাইতেছে [এই প্রকারে ব্রহ্মের চিৎস্বরূপত্ব]) প্রিয়ঃ অপি চ (এবং প্রিয়ও [এই প্রকারে ব্রহ্মের সুখস্বরূপত্ব অভিব্যক্ত করিতেছে])। তস্য (তাহার) রূপম্ (রূপ) অবকাশঃ (অবকাশ)। তৎ মিথ্যা ([আকাশের নিজরূপ যে অবকাশ,] তাহা মিথ্যা) তু (কিন্তু) তৎ-ত্রয়ম্ ন (উক্ত সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই তিনটি মিথ্যা নহে) ॥ ৬৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** মায়োপহিত ব্রহ্মের প্রথম কার্য আকাশ। তাহা অস্তি ভাতি ও প্রিয় (অর্থাৎ তাহাতে ব্রহ্মের অস্তিত্ব, চিৎস্বরূপত্ব ও আনন্দস্বরূপত্ব অভিব্যক্ত হয়)। আকাশের নিজ রূপ হইতেছে অবকাশ। ইহা মিথ্যা, কিন্তু সচ্চিদানন্দ রূপটি মিথ্যা নহে ॥ ৬৭ ॥

**ন ব্যক্তেঃ পূর্বমস্ত্যেব ন পশ্চাচ্চাপি নাশতঃ ।**
**আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্তমানেঽপি তত্তথা ॥ ৬৮॥**

**অন্বয় ঃ** ব্যক্তেঃ পূর্বম্ (আকাশের অভিব্যক্তির পূর্বে) ন এব অস্তি ([অবকাশ] থাকেই না) চ (আর) নাশতঃ পশ্চাৎ অপি ন (বিনাশের পরেও থাকে না)। আদৌ (প্রতীতির পূর্বে) চ অন্তে (ও নাশের পরে) যৎ ন অস্তি (যাহা থাকে না) তৎ (তাহা) বর্তমানে অপি (বর্তমানেও) তথা (তদ্রূপ) ॥ ৬৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** আকাশের অভিব্যক্তির পূর্বে অবকাশ থাকেই না, আর

২ শ্বেতাশ্বতর উঃ ৪/১০

বিনাশের পরেও তাহা থাকে না (অতএব অবকাশ মিথ্যা)। (কারণ) প্রতীতির পূর্বে ও বিনাশের পরে যে বস্তু থাকে না, তাহা বর্তমানেও তদ্রূপ[১] ॥৬৮॥

**অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত ।**
**অব্যক্তনিধনান্যেবেত্যাহ কৃষ্ণোঽর্জুনং প্রতি ॥ ৬৯॥**

**অন্বয় ঃ** ভারত (হে অর্জুন), ভূতানি (সৃষ্ট বস্তুসমূহ) অব্যক্ত-আদীনি (সৃষ্টির পূর্বে অব্যক্ত) ব্যক্ত-মধ্যানি (স্থিতিকালে ব্যক্ত বা প্রকাশিত) অব্যক্ত-নিধনানি এব (বিনাশের পরেও অব্যক্ত)—ইতি (ইহা) [গীতায়] কৃষ্ণঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) অর্জুনম্ প্রতি আহ (অর্জুনকে বলিয়াছিলেন)—॥ ৬৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ অর্জুনকে বলিয়াছিলেন—"হে ভারত, সৃষ্ট প্রাণিগণ, বস্তুসকল, তাহাদের উৎপত্তির পূর্বে অব্যক্ত, স্থিতিকালে ব্যক্ত, আবার বিনাশের পরেও অব্যক্ত থাকে[২]—॥৬৯॥

**মৃদ্বত্তে সচ্চিদানন্দা অনুগচ্ছন্তি সর্বদা ।**
**নিরাকাশে সদাদীনামনুভূতির্নিজাত্মনি ॥ ৭০॥**

**অন্বয় ঃ** মৃৎ-বৎ ([ঘটাদিতে অনুবৃত্ত] মৃত্তিকার ন্যায়) তে সৎ-চিৎ-আনন্দাঃ (সেই সৎ-চিৎ-আনন্দ) সর্বদা (সর্বদা অর্থাৎ তিন অবস্থায়) অনুগচ্ছন্তি (অন্বিত থাকে)। নিরাকাশে নিজাত্মনি (আকাশরহিত নিজাত্মায়) সদাদীনাম্ অনুভূতিঃ (সচ্চিদানন্দের অনুভব হয়) ॥৭০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ঘটাদিতে অনুবৃত্ত মৃত্তিকার ন্যায় সৎ-চিৎ-আনন্দ (আকাশে) সর্বদা অন্বিত থাকে এবং আকাশরহিত নিজাত্মায় সচ্চিদানন্দের অনুভব হয়[৩]। (অর্থাৎ অবকাশরহিত হইলে আকাশে কি থাকে? থাকে নিজ আত্মস্বরূপ সৎ-চিৎ-আনন্দ) ॥৭০॥

**অবকাশে বিস্মৃতেঽথ তত্র কিং ভাতি তে বদ ।**
**শূন্যমেবেতি চেদস্তু নাম তাদৃগ্বিভাতি হি ॥ ৭১॥**

**অন্বয় ঃ** অবকাশে বিস্মৃতে (আকাশে অবকাশ মিথ্যা বলিয়া পরিত্যক্ত হইলে)

১ অর্থাৎ বর্তমানে প্রতীত অস্তিত্ব বা বিদ্যমানতাও মিথ্যা (মাণ্ডুক্যকারিকা)

২ গীতা ২/২৮

৩ আকাশের নিজস্বরূপ যে অবকাশ তাহা মিথ্যা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহা হইলে কি উপায়ে সৎ, চিৎ ও আনন্দের বিদ্যমানতার জ্ঞান হইবে? অবকাশ ব্যতিরেকে কোন চিন্তা সম্ভব নহে। সুতরাং সৎ, চিৎ ও আনন্দ অনুভবের বিষয় হইতে পারে না। তাহার উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন ঃ নিজ আত্মাতে তাহাদের অনুভব হইবে, যেখানে আকাশ, অবকাশশূন্যভাবে, আত্মরূপে থাকে। ব্রহ্মসূত্র ৮ আকাশাধিকরণ দ্রষ্টব্য ।

অথ তত্র (সে অবস্থায়) তে (তোমার নিকট) কিম্ ভাতি বদ (কি প্রতিভাত হয় বল)। শূন্যম্ এব (শূন্যই [প্রতিভাত হয়]) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বল), অস্তু নাম ([তবে বলি] তাহাই হউক)। তাদৃক্ (সেইপ্রকার) বিভাতি হি (শূন্যরূপে তো কোন বস্তু প্রতিভাত হইতেছে [তাহা তোমাকে স্বীকার করিতে হয়]) ॥৭১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (সিদ্ধান্তীর প্রশ্ন) ঃ আকাশ হইতে, হে বাদিন্, অবকাশ বিস্মৃত হইলে, সে অবস্থায় কি থাকে বলিয়া তোমার কাছে প্রতিভাত হয় বল। যদি বল, 'শূন্যই প্রতিভাত হয়', তবে বলি, তাহাই হউক, সেই প্রকার শূন্যরূপে তো কোন বস্তু প্রতীত হইতেছে (বলিয়া তোমাকে স্বীকার করিতে হয়) ॥৭১॥

**তাদৃক্ত্বাদেব তৎ সত্ত্বমৌদাসীন্যেন তৎসুখম্ ।**
**আনুকূল্যপ্রাতিকূল্যহীনং যত্তন্নিজং সুখম্ ॥৭২॥**

***অন্বয় ঃ*** তাদৃক্ত্বাদ্ এব (সেইরূপ প্রতীয়মান হয় বলিয়াই) তৎ সত্ত্বম্ (সেই বস্তু সদ্রূপ [ইহা সিদ্ধ হয়])। ঔদাসীন্যেন (তাহার উদাসীনতাহেতু অর্থাৎ অনুকূলতা ও প্রতিকূলতারহিত বলিয়া, তাহা) তৎ সুখম্ (সুখস্বরূপ)। যৎ আনুকূল্য-প্রাতিকূল্যহীনম্ (যাহা অনুকূলতা ও প্রতিকূলতাহীন) তৎ (তাহা) নিজম্ সুখম্ (নিজসুখ) ॥৭২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এইরূপে প্রতীয়মান হয় বলিয়াই সেই বস্তু সদ্রূপ। উদাসীনতা-হেতু তাহা সুখস্বরূপ। যাহা অনুকূলতা-প্রতিকূলতারহিত তাহা নিজসুখ ॥৭২॥

**আনুকূল্যে হর্ষধীঃ স্যাৎ প্রাতিকূল্যে তু দুঃখধীঃ ।**
**দ্বয়াভাবে নিজানন্দো নিজদুঃখং ন তু ক্বচিৎ ॥৭৩॥**

***অন্বয় ঃ*** আনুকূল্যে (অনুকূল বিষয়ে) হর্ষধীঃ স্যাৎ (হর্ষবুদ্ধি হয়), প্রাতিকূল্যে (প্রতিকূল বিষয়ে) তু (কিন্তু) দুঃখধীঃ (দুঃখবুদ্ধি), দ্বয়াভাবে (আনুকূল্য ও প্রাতিকূল্য উভয়ের অভাবে) নিজানন্দঃ [স্যাৎ] (নিজানন্দ, স্বরূপসুখ)। তু (কিন্তু) নিজ-দুঃখম্ (স্বরূপ দুঃখ অর্থাৎ দুঃখের আত্মরূপতা) ক্বচিৎ ন (কোথাও দেখা যায় না) ॥৭৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অনুকূল বিষয়ে (বিষয়ের অনুকূলতায়) হর্ষবুদ্ধি, প্রতিকূলতায় দুঃখবুদ্ধি এবং অনুকূলতা ও প্রতিকূলতা উভয়ের অভাবে নিজানন্দ হয়। আর স্বরূপদুঃখ অর্থাৎ দুঃখের আত্মরূপতা কোথাও দেখা যায় না ॥৭৩॥[১]

**নিজানন্দে স্থিরে[২] হর্ষশোকয়োর্ব্যত্যয়ঃ ক্ষণাৎ ।**
**মনসঃ ক্ষণিকত্বেন তয়োর্মানসতেষ্যতাম্ ॥৭৪॥**

***অন্বয় ঃ*** নিজানন্দে স্থিরে (নিজানন্দ নিত্য অবিকারী হইলে) হর্ষশোকয়োঃ

১ মনেতেই সুখ ও দুঃখের অনুভূতি হয়, আত্মাতে নহে। সেইহেতু, প্রকৃত আত্মসুখ এতদুভয়-মুক্ত

২ 'স্থিতে'—এই '

(আনন্দ-বিষাদের) ক্ষণাৎ (মুহূর্তে) ব্যত্যয় (পরিবর্তন) [হয়, তাহা] মনসঃ (মনের) ক্ষণিকত্বেন (ক্ষণিকত্বহেতু)। তয়োঃ (সুখ-দুঃখের) মানসতা (মানসিকতা) ইষ্যতাম্ (মানিতে হইবে) ॥ ৭৪॥

***বঙ্গানুবাদ* ঃ** নিজানন্দ, নিত্য-অবিকারী হওয়া সত্ত্বেও, সুখ ও দুঃখের ক্ষণে ক্ষণে যে পরিবর্তন হয়, তাহা মনের অস্থিরতার জন্য। সেইহেতু সুখ-দুঃখকে মনোজনিত বলিয়া মানিতে হইবে ॥৭৪॥

**আকাশেঽপ্যেবমানন্দঃ সত্তাভানে তু সম্মতে ।**
**বায়্বাদিদেহপর্যন্তং বস্তুষ্বেবং বিভাব্যতাম্ ॥ ৭৫॥**

***অন্বয়* ঃ** এবম্ (এই প্রকারে) আকাশে অপি (আকাশেও) আনন্দঃ (নিজানন্দ বিদ্যমান), তু (আর) সত্তাভানে ('সৎ' আর 'চিৎ' রূপতা) সম্মতে (তোমরাও স্বীকার কর)। এবম্ (এই প্রকারে) বায়ু-আদি (বায়ু প্রভৃতি হইতে) দেহপর্যন্তম্ বস্তুষু (শরীর পর্যন্ত বস্তুসকলে) বিভাব্যতাম্ (বিচার করিয়া লওয়া প্রয়োজন) ॥ ৭৫॥

***বঙ্গানুবাদ* ঃ** পূর্বোক্ত প্রকারে আকাশেও নিজানন্দ বিদ্যমান, আর (অবশিষ্ট) সদ্রূপতা ও প্রকাশমানতা তো তোমরাও (বাদিগণও) স্বীকার কর। বায়ু হইতে দেহ পর্যন্ত সকল বস্তুতে (আকাশ বিষয়ে প্রতিপাদিত অর্থকে) উক্ত প্রকারে বিচার করিয়া লইতে হইবে ॥৭৫॥

**গতিস্পর্শৌ বায়ুরূপং বহ্নের্দাহপ্রকাশনে ।**
**জলস্য দ্রবতা ভূমেঃ কাঠিন্যং চেতি নির্ণয়ঃ ॥৭৬॥**

***অন্বয়* ঃ** গতি-স্পর্শৌ (গতি ও স্পর্শ, এই দুইটি) বায়ুরূপম্ (বায়ুর অসাধারণ ধর্ম, নিজধর্ম), বহ্নেঃ দাহ-প্রকাশনে (অগ্নির অসাধারণ ধর্ম দাহ ও প্রকাশ), জলস্য দ্রবতা (জলের দ্রবতা) চ (ও) ভূমেঃ কাঠিন্যম্ (ভূমির কাঠিন্য) ইতি নির্ণয়ঃ (এইপ্রকার শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে) ॥৭৬॥

***বঙ্গানুবাদ* ঃ** বায়ুর অসাধারণ ধর্ম গতি ও স্পর্শ, অগ্নির দাহ ও প্রকাশ, জলের দ্রবত্ব ও ভূমির কাঠিন্য—এই প্রকারে শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে ॥৭৬॥

**অসাধারণ আকার[১] ওষধ্যন্নবপুষ্যপি ।**
**এবং বিভাব্যং মনসা তত্তদ্রূপং যথোচিতম্ ॥ ৭৭॥**

***অন্বয়* ঃ** ওষধি-অন্ন-বপুষি অপি (ব্রীহি-যবাদি ওষধি, অন্ন ও স্থূল শরীরেও) অসাধারণঃ আকারঃ (বিশেষ-বিশেষ ধর্ম [আছে])। এবম্ (এই প্রকারে) যথোচিতম্

---

১ 'আকাশে'—এই পাঠান্তর

(যথাযোগ্য) তৎ-তৎ-রূপম (সেই সেই অসাধারণ ধর্ম), [সর্ববস্তুতে] মনসা (মনদ্বারা) বিভাব্যম্ (জানিয়া লওয়া প্রয়োজন) ॥ ৭৭॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* ওষধি, অন্ন ও স্থূলশরীরেও প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ ধর্ম (অর্থাৎ সবার নিজ নিজ নাম ও রূপ অন্যনিরপেক্ষ ভাবে) আছে। এই প্রকারে সেই সেই অসাধারণ ধর্ম যথাযোগ্য সকল বস্তুতে মনদ্বারা চিন্তা করিয়া জানিতে হইবে ॥ ৭৭॥

**অনেকধা বিভিন্নেষু নামরূপেষু চৈকধা ।**
**তিষ্ঠন্তি সচ্চিদানন্দা বিসম্বাদো ন কস্যচিৎ ॥ ৭৮॥**

*অন্বয় ঃ* অনেকধা বিভিন্নেষু (বহুপ্রকারে বিভিন্ন) নামরূপেষু চ (সেই নাম ও রূপেও), [অর্থাৎ একবস্তুর নামরূপ অন্যবস্তুর নামরূপ হইতে পৃথক—এইভাবে অনেক প্রকারে বিভিন্ন], সচ্চিদানন্দাঃ (সচ্চিদানন্দ) একধা তিষ্ঠন্তি (এক অভিন্নভাবে বিদ্যমান)। [এ-বিষয়ে] কস্যচিৎ (কাহারও) বিসম্বাদঃ ন (মতভেদ নাই) ॥ ৭৮॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* বহুপ্রকারে বিভিন্ন সেই নাম-রূপ-সকলেও সচ্চিদানন্দ এক অভিন্নভাবে বিদ্যমান। এ-বিষয়ে কাহারো মতভেদ নাই ॥ ৭৮॥

**নিস্তত্ত্বে নামরূপে দ্বে জন্মনাশযুতে চ তে ।**
**বুদ্ধ্যা ব্রহ্মণি বীক্ষস্ব সমুদ্রে বুদ্বুদাদিবৎ ॥ ৭৯॥**

*অন্বয় ঃ* নিস্তত্ত্বে (তত্ত্বরহিত, কল্পিত) নাম-রূপে দ্বে (নাম ও রূপ এই দুইটি), চ (কারণ) তে (তাহারা) জন্ম-নাশ-যুতে (জন্ম ও নাশযুক্ত)। [সেইহেতু] সমুদ্রে (সমুদ্রে) বুদ্বুদাদিবৎ[১] (বুদ্বুদ-ফেনাদির ন্যায়) বুদ্ধ্যা (বুদ্ধিপূর্বক) ব্রহ্মণি (তাহাদের ব্রহ্মে), [কল্পিতরূপে] বীক্ষস্ব (দেখ) ॥ ৭৯॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* নাম ও রূপ উভয়ই কল্পিত, কারণ তাহাদের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। সেইহেতু বিচারপূর্বক তাহাদের ব্রহ্মে বুদ্বুদাদির ন্যায় কল্পিতরূপে দেখ (অর্থাৎ আরোপিত বলিয়া বুঝ) ॥ ৭৯॥

**সচ্চিদানন্দরূপেঽস্মিন্ পূর্ণে ব্রহ্মণি বীক্ষিতে ।**
**স্বয়মেবাবজানাতি[২] নামরূপে শনৈঃ শনৈঃ ॥ ৮০॥**

*অন্বয় ঃ* সচ্চিদানন্দরূপে (সচ্চিদানন্দস্বরূপ) অস্মিন্ (এই) পূর্ণে ব্রহ্মণি (পূর্ণ-ব্রহ্মের) বীক্ষিতে (সাক্ষাৎকার লাভ হইলে) স্বয়ম্ এব ([মুমুক্ষু] আপনা হইতেই) শনৈঃ

১ বুদ্বুদ সমুদ্রের উপর কল্পিত। অর্থাৎ সমুদ্র সত্য বুদ্বুদফেনাদি মিথ্যা।

২ 'অবজানন্তি'—এই পাঠান্তর

শনৈঃ (ধীরে ধীরে) নাম-রূপে (নামরূপ-রূপ দ্বৈতকে) অবজানাতি (অবজ্ঞা করে), [অথবা নামরূপ আপনা হইতেই অবহেলিত হইয়া যায়] ॥৮০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সচ্চিদানন্দস্বরূপ এই পূর্ণ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হইলে মুমুক্ষু আপনা হইতেই ধীরে ধীরে[১] নামরূপকে অবজ্ঞা করে, অথবা নামরূপ আপনা হইতেই পরিত্যক্ত হইয়া যায় ॥৮০॥

**যাবদ্‌যাবদবজ্ঞা স্যাত্তাবত্তাবত্তদীক্ষণম্ ।**
**যাবদ্যাবদ্বীক্ষ্যতে তত্তাবত্তাবদুভে ত্যজেৎ ॥৮১॥**

***অন্বয় ঃ*** যাবৎ যাবৎ (যে যে পরিমাণে) অবজ্ঞা স্যাৎ (দ্বৈতের অবজ্ঞা হয়) তাবৎ তাবৎ (সেই সেই পরিমাণে) তৎ-ঈক্ষণম্ (ব্রহ্ম দর্শন হয়); যাবৎ যাবৎ (যে যে পরিমাণে) তৎ বীক্ষ্যতে (ব্রহ্মদর্শন হয়) তাবৎ তাবৎ (সেই সেই পরিমাণে) উভে ত্যজেৎ (নাম ও রূপ, এই উভয়ের ত্যাগ কবিতে হয়) ॥৮১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যে যে পরিমাণে নামরূপাত্মক দ্বৈতের অবজ্ঞা হয়, সেই সেই পরিমাণে ব্রহ্ম দর্শন হয়[২]; যে যে পরিমাণে ব্রহ্মদর্শন হয়, সেই সেই পরিমাণে নাম ও রূপ এই উভয়ের ত্যাগ হয় ॥৮১॥

**তদভ্যাসেন বিদ্যায়াং সুস্থিতায়াময়ং পুমান্ ।**
**জীবন্নেব ভবেন্মুক্তো বপুরস্তু যথা তথা ॥৮২॥**

***অন্বয় ঃ*** তৎ-অভ্যাসেন ([নামরূপাবজ্ঞা ও ব্রহ্মদর্শন], এই [উভয়ের] অভ্যাসদ্বারা) বিদ্যায়াম্ (ব্রহ্মজ্ঞান) সুস্থিতায়াম্ (সম্যক্ প্রকারে প্রতিষ্ঠালাভ করিলে) অয়ম্ পুমান্ (এই ব্রহ্মজ্ঞ মানব) জীবন্ এব (জীবদ্দশাতেই) মুক্তঃ ভবেৎ (মুক্ত হইয়া যায়)। বপুঃ ([এই] শরীর [প্রারব্ধাধীন হইয়া]) যথা তথা অস্তু (যে অবস্থায় থাকুক না কেন), (তাহাতে তাহার জীবন্মুক্তির বাধা হয় না) ॥৮২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এতদুভয়ের অভ্যাস দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান সম্যগ্‌রূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিলে, এই ব্রহ্মজ্ঞ মানব জীবদ্দশাতেই মুক্ত হইয়া যায়। এই শরীর প্রারব্ধাধীন হইয়া যে অবস্থায় থাকুক না কেন, তাহার জীবন্মুক্তির বাধা হয় না ॥৮২॥

**তচ্চিন্তনং তৎকথনমন্যোন্যং তৎপ্রবোধনম্ ।**
**এতদেকপরত্বং চ ব্রহ্মাভ্যাসং[৩] বিদুর্বুধাঃ ॥৮৩॥**

—(সপ্তমাধ্যায়ের ১০৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য)

১ রজ্জুসর্পরূপ দৃষ্টান্তস্থলে রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি বিদূরিত হইলেও সর্পভয় যেমন ধীরে ধীরে হ্রাস পায়, সেইরূপ দ্বৈতের অবজ্ঞাও ধীরে ধীরে হয়। সেইহেতু শাস্ত্রে নিদিধ্যাসনের উপদেশ উক্ত হইয়াছে।

২ ব্রহ্মের স্ফুরণ হয়

৩ 'তদভ্যাসং'—এই পাঠান্তর

**বাসনানেককালীনা দীর্ঘকালং নিরন্তরম্‌ ।**
**সাদরং চাভ্যস্যমানে সর্বথৈব নিবর্ততে ।। ৮৪ ।।**

***অন্বয় ঃ*** অনেককালীনা বাসনা (অনাদিকালের দ্বৈতসংস্কার) দীর্ঘকালম্‌ (দীর্ঘকাল যাবৎ) নিরন্তরম্‌ (বিচ্ছেদহীনভাবে) চ (এবং) সাদরম্‌ (আদরের সহিত) অভ্যস্যমানে (অভ্যাসের দ্বারা) সর্বথা এব (সম্পূর্ণভাবে) নিবর্ততে (নিবৃত্ত হইয়া যায়) ।। ৮৪ ।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অনাদিকালের দ্বৈতসংস্কার, দীর্ঘকালযাবৎ বিচ্ছেদহীনভাবে আদরপূর্বক অভ্যাসের দ্বারা (তত্ত্বের অভ্যাসের দ্বারা) সম্পূর্ণভাবে নিবৃত্ত হইয়া যায় ।। ৮৪ ।।

**মৃচ্ছক্তিবদ্‌ব্রহ্মশক্তিরনেকাননৃতান্‌ সৃজেৎ ।**
**যদ্বা জীবগতা নিদ্রা স্বপ্নশ্চাত্র নিদর্শনম্‌ ।। ৮৫ ।।**

***অন্বয় ঃ*** মৃৎ-শক্তিবৎ (মৃত্তিকার শক্তির ন্যায়) ব্রহ্মশক্তিঃ (ব্রহ্মের শক্তি মায়া) অনেকান্‌ অনৃতান্‌ (অনেক [নামরূপাত্মক] মিথ্যা কার্যের) সৃজেৎ (সৃজন করে)। যৎ-বা (অথবা) জীবগতা নিদ্রা (জীবগত নিদ্রারূপ কারণ) স্বপ্ন চ (আর স্বপ্নরূপ কার্য) অত্র নিদর্শনম্‌ (এই মায়া ও মায়াকার্যের দৃষ্টান্ত) ।। ৮৫ ।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** মৃত্তিকার শক্তির ন্যায় ব্রহ্মশক্তি মায়া, অনেক নামরূপাত্মক মিথ্যা কার্যের সৃজন করে। অথবা জীবগত নিদ্রারূপ কারণ আর স্বপ্নরূপ কার্য এই মায়া ও মায়াকার্যের দৃষ্টান্ত ।। ৮৫ ।।

**নিদ্রাশক্তির্যথা জীবে দুর্ঘটস্বপ্নকারিণী ।**
**ব্রহ্মণ্যেষা স্থিতা[1] মায়া সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী ।। ৮৬ ।।**

***অন্বয় ঃ*** যথা (যেমন) জীবে (জীবনিষ্ঠা) নিদ্রাশক্তিঃ (নিদ্রারূপ শক্তি) দুর্ঘট-স্বপ্ন-কারিণী (অসম্ভব স্বপ্নসকল রচনাকারী), [সেইরূপ] ব্রহ্মণি স্থিতা (ব্রহ্মে স্থিতা) এষা মায়া (এই মায়াশক্তি) সৃষ্টি-স্থিতি-অন্ত-কারিণী (সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কারিণী) ।। ৮৬ ।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যেমন জীবনিষ্ঠা নিদ্রারূপশক্তি অসম্ভব স্বপ্নসকল রচনা করে, সেইরূপ ব্রহ্মে স্থিতা এই মায়াশক্তি (বিচিত্র জগতের) সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করিতে পারে ।। ৮৬ ।।

**স্বপ্নে বিয়দ্গতিং পশ্যেৎ স্বমূর্ধচ্ছেদনং যথা[2] ।**
**মুহূর্তে বৎসরৌঘঞ্চ মৃতপুত্রাদিকং পুনঃ ।। ৮৭ ।।**

***অন্বয় ঃ*** যথা (যথা) স্বপ্নে (স্বপ্নে), [লোকে] বিয়ৎ-গতিম্‌ (আকাশগমন);

---

১ 'তথা'—এই পাঠান্তর ২ 'তথা'—এই পাঠান্তর

স্বমূর্ধচ্ছেদনম্ (নিজের শিরশ্ছেদন), চ (এবং) মুহূর্তে (মুহূর্তকাল মধ্যে) বৎসরৌঘম্ (অনেক বৎসর অতিক্রম) পুনঃ (আবার) মৃত-পুত্রাদিকম্ (মৃত পুত্রাদি) পশ্যেৎ (দর্শন করে) ॥৮৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যথা—স্বপ্নে লোকে আকাশগমন, নিজের শিরশ্ছেদন, মুহূর্তকাল মধ্যে অনেক বৎসর অতিক্রমণ, আবার মৃতপুত্রাদির [প্রত্যাবর্তন প্রভৃতির] দর্শন করে ॥৮৭॥

**ইদং যুক্তমিদং নেতি ব্যবস্থা তত্র দুর্লভা ।**
**যথাযথেক্ষ্যতে যদ্যত্তত্তদ্যুক্তং তথা তথা ॥৮৮॥**

***অন্বয় ঃ*** ইদম্ যুক্তম্ (ইহা যুক্ত, সম্ভব) ইদম্ ন (ইহা অসম্ভব) ইতি ব্যবস্থা (এইরূপ বিচার) তত্র দুর্লভা (সেইকালে সম্ভব হয় না, দেখিতে পাওয়া যায় না)। যৎ যৎ (যাহা যাহা, যে যে বস্তু) যথা যথা ঈক্ষ্যতে (যে যে প্রকারে দৃষ্ট হয়), তৎ তৎ (সেই সেই বস্তু) তথা তথা (সেই সেই প্রকারে) যুক্তম্ (যুক্ত বা সত্য বলিয়া), [গৃহীত হয়] ॥৮৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ইহা সম্ভব, ইহা অসম্ভব, এইরূপ বিচার সেইকালে দেখিতে পাওয়া যায় না। যে যে বস্তু যে যে প্রকারে দৃষ্ট হয়, সেই সেই বস্তু সেই সেই প্রকারে সত্য বলিয়া গৃহীত হয় ॥৮৮॥

**ঈদৃশো মহিমা দৃষ্টো নিদ্রাশক্তের্যদা তদা ।**
**মায়াশক্তেরচিন্ত্যোঽয়ং মহিমেতি কিমদ্ভুতম্ ॥৮৯॥**

***অন্বয় ঃ*** যদা (যখন) নিদ্রাশক্তেঃ (জীবের নিদ্রাশক্তির) ঈদৃশঃ (এই প্রকার) মহিমা (দুর্ঘটকারিত্ব) দৃষ্টঃ (দেখিতে পাওয়া যায়) তদা (তখন) মায়াশক্তেঃ (মায়াশক্তির) অয়ম্ (এই) অচিন্ত্যঃ মহিমা (অচিন্ত্য মহিমা) ইতি (ইহাতে) কিম্ অদ্ভুতম্ (আশ্চর্যের আর কি আছে) ? ॥ ৮৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** জীবের নিদ্রাশক্তির এইপ্রকার মহিমা অর্থাৎ দুর্ঘটকারিত্ব যখন দেখিতে পাওয়া যায়, তখন ব্রহ্মের মায়াশক্তির এই অচিন্ত্য মহিমাতে আর আশ্চর্যের কি আছে ?॥ ৮৯॥

**শয়ানে পুরুষে নিদ্রা স্বপ্নং বহুবিধং সৃজেৎ ।**
**ব্রহ্মণ্যেবং নির্বিকারে বিকারান্ কল্পয়ত্যসৌ ॥ ৯০॥**

***অন্বয় ঃ*** শয়ানে পুরুষে (নিশ্চেষ্টরূপে শায়িত পুরুষে) নিদ্রা (নিদ্রা) বহুবিধম্ স্বপ্নম্ (বহুপ্রকার স্বপ্নের) সৃজেৎ (সৃজন করে)। এবম্ (এইরূপে) নির্বিকারে ব্রহ্মণি

(নির্বিকার নিষ্ক্রিয় পরব্রহ্মে) অসৌ (উক্ত মায়া) বিকারান্ (অনেক বিকারের) কল্পয়তি (কল্পনা করিয়া থাকে) ॥ ৯০॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* নিশ্চেষ্টরূপে শায়িত পুরুষে স্থিত নিদ্রা বহুপ্রকার স্বপ্নের সৃষ্টি করে। এইরূপে নির্বিকার পরব্রহ্মে এই মায়া অনেক বিকারের কল্পনা করিয়া থাকে ॥ ৯০॥

**খানিলাগ্নিজলোর্ব্যণ্ডলোকপ্রাণিশিলাদিকাঃ ।**
**বিকারাঃ প্রাণিধীষ্বন্তশ্চিচ্ছায়া প্রতিবিম্বিতা ॥ ৯১॥**

*অন্বয় ঃ* খ-অনিল-অগ্নি-জল-উর্বী-অণ্ড-লোক-প্রাণি-শিলা-আদিকাঃ (আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, ব্রহ্মাণ্ড, চতুর্দশ লোক, প্রাণী অর্থাৎ জঙ্গম জীব এবং শিলাদি অর্থাৎ স্থাবরসমূহ) বিকাবাঃ (মায়ার কার্যরূপ বিকার)। প্রাণিধীষু অন্তঃ (প্রাণিগণের বুদ্ধিতে) চিচ্ছায়া প্রতিবিম্বিতা (চৈতন্যের ছায়া প্রতিবিম্বিত হয়) ॥ ৯১॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, ব্রহ্মাণ্ড, চতুর্দশ ভুবন, প্রাণী এবং শিলাদি—ইহারা মায়ার কার্যরূপ বিকার। (ইহাদের মধ্যে) প্রাণিগণের বুদ্ধিতেই চৈতন্যের ছায়া প্রতিবিম্বিত হয় (সেইহেতু স্থাবর হইতে জঙ্গমের ভেদ দেখা যায়) ॥ ৯১॥

**চেতনাচেতনেষ্বেষু সচ্চিদানন্দলক্ষণম্ ।**
**সমানং ব্রহ্ম ভিদ্যেতে নামরূপে পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৯২॥**

*অন্বয় ঃ* চেতন-অচেতনেষু এষু (চেতন ও অচেতন এই বস্তু সকলে) সচ্চিদানন্দলক্ষণম্ (সচ্চিদানন্দস্বরূপ) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) সমানম্ (সমান), নামরূপে (নামরূপ) পৃথক্ পৃথক্ (পৃথক পৃথক বস্তুতে) ভিদ্যেতে (ভিন্ন ভিন্ন হয়) ॥ ৯২॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* চেতন ও অচেতন এই সকল বস্তুতে সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম সমানভাবে বিদ্যমান। নামরূপ কেবল পৃথক পৃথক বস্তুতে ভিন্ন ভিন্ন হয় ॥ ৯২॥

**ব্রহ্মণ্যেতে নামরূপে পটে চিত্রমিব স্থিতে ।**
**উপেক্ষ্য নামরূপে দ্বে সচ্চিদানন্দধীর্ভবেৎ ॥ ৯৩॥**

*অন্বয় ঃ* পটে চিত্রম্ ইব (পটে চিত্রের ন্যায়) ব্রহ্মণি (ব্রহ্মে) এতে নামরূপে (এই নামরূপ) স্থিতে (কল্পিত হইয়া অবস্থিত)। নামরূপে দ্বে (নামরূপ দুইটি) উপেক্ষ্য (উপেক্ষা করিলে) সচ্চিদানন্দধীঃ ভবেৎ (সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মের প্রতীতি হয়) ॥ ৯৩॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* পটে কল্পিত চিত্রের ন্যায়, এই নামরূপ, ব্রহ্মে কল্পিত হইয়া স্থিত। নামরূপ উপেক্ষা করিলে সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মের প্রতীতি হয় ॥ ৯৩॥

**জলস্থেঽধোমুখে স্বস্য দেহে দৃষ্টেঽপ্যুপেক্ষ্য তম্।**
**তীরস্থ এব দেহে স্বে তাৎপর্যং স্যাদ্যথা তথা ॥৯৪॥**

***অন্বয় :*** জলস্থে (জলে প্রতিবিম্বিত) স্বস্য দেহে (নিজদেহকে) অধোমুখে (অধোমুখ বলিয়া) দৃষ্টে অপি (দেখিলেও) তম্ উপেক্ষ্য (তাহাকে উপেক্ষা করিয়া) তীরস্থে (তীরস্থিত) স্বে দেহে এব (নিজ দেহেই), [লোকের] যথা (যেমন) তাৎপর্যম্ স্যাৎ (সত্যতাবুদ্ধি হয়), তথা (সেইপ্রকার) ॥ ৯৪ ॥

***বঙ্গানুবাদ :*** জলে প্রতিবিম্বিত নিজদেহকে অধোমুখ বলিয়া দেখিলেও লোকে যেমন তাহা উপেক্ষা করিয়া তীরস্থিত নিজদেহেই সত্যতাবুদ্ধি করে, সেইরূপ ॥ ৯৪ ॥

**সহস্রশো মনোরাজ্যে বর্তমানে সদৈব তৎ।**
**সর্বৈরুপেক্ষ্যতে যদ্বদুপেক্ষা নামরূপয়োঃ ॥ ৯৫॥**

***অন্বয় :*** যৎ-বৎ (যেমন) সহস্রশঃ (হাজার হাজার) মনোরাজ্যে বর্তমানে ([অভিলষিত বস্তু কল্পনারচিতরূপে] মনে থাকিলেও) তৎ (তৎসমুদায়) সর্বৈঃ (লোকের দ্বারা) সদা এব (সর্বদাই) উপেক্ষ্যতে (উপেক্ষিত হয়), [সেইরূপ] নামরূপয়োঃ (নামরূপের) উপেক্ষা (উপেক্ষা [করা উচিত]) ॥ ৯৫॥

***বঙ্গানুবাদ :*** যেমন হাজার হাজার কল্পনারচিত মানসিক বস্তু বিদ্যমান থাকিলেও লোকে তৎসমুদায় সর্বদাই উপেক্ষা করে, সেইরূপ নামরূপের উপেক্ষা করা উচিত ॥ ৯৫ ॥

**ক্ষণে ক্ষণে মনোরাজ্যং ভবত্যেবান্যথান্যথা।**
**গতং গতং পুনর্নাস্তি ব্যবহারো বহিস্তথা ॥ ৯৬॥**

***অন্বয় :*** ক্ষণে ক্ষণে (প্রতিক্ষণে) অন্যথা অন্যথা (ভিন্ন ভিন্ন) মনোরাজ্যম্ ভবতি এব (মনোরাজ্য উত্থিত হয়ই), গতম্ গতম্ (আর যে যে মনোরাজ্য অতীত হইয়া যায়) পুনঃ ন অস্তি (তাহারা আবার ফিরিয়া আসে না)। তথা (সেই প্রকার) বহিঃ ব্যবহারঃ (বাহ্য ব্যবহারকে বুঝিবে) ॥ ৯৬॥

***বঙ্গানুবাদ :*** প্রতিক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন মনোরাজ্য উত্থিত হয়, আর যে সকল মনোরাজ্য চলিয়া যায় তাহারা আর ফিরিয়া আসে না; বাহ্য ব্যবহারকে সেই প্রকার বুঝিবে ॥ ৯৬॥

**ন বাল্যং যৌবনে লব্ধম্ যৌবনং স্থাবিরে তথা।**
**মৃতঃ পিতা পুনর্নাস্তি নায়াত্যেব গতং দিনম্ ॥ ৯৭॥**

***অন্বয় :*** বাল্যম্ (বাল্যাবস্থাকে) যৌবনে ন লব্ধম্ (যৌবনে পাওয়া যায় না);

তথা (সেইরূপে) যৌবনম্ (যৌবনকে) স্থাবিরে (বৃদ্ধাবস্থায় [পাওয়া যায় না]); মৃতঃ পিতা (মৃত পিতা) পুনঃ ন অস্তি (ফিরিয়া আসেন না); গতম্ দিনম্ (যেদিন অতীত হইয়াছে, তাহা) ন আয়াতি এব (আর ফিরিয়া আসেই না) ॥ ৯৭॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* বাল্যাবস্থাকে যৌবনে পাওয়া যায় না; সেইরূপে যৌবনকে বৃদ্ধাবস্থায় পাওয়া যায় না; মৃত পিতা ফিরিয়া আসেন না; যেদিন গত হইয়াছে তাহাও আর ফিরিয়া আসে না ॥ ৯৭॥

**মনোরাজ্যাৎ বিশেষঃ কঃ ক্ষণধ্বংসিনি লৌকিকে ।**
**অতোঽস্মিন্ ভাসমানেঽপি তৎসত্যত্বধিয়ং ত্যজেৎ ॥ ৯৮॥**

*অন্বয় ঃ* ক্ষণ-ধ্বংসিনি (ক্ষণমাত্রে বিনাশশীল) লৌকিকে (সাংসারিক পদার্থ-সকলে) মনোরাজ্যাৎ (মনোরাজ্যকল্পিত বিষয়সমূহ হইতে) বিশেষঃ কঃ (কি প্রভেদ আছে)? অতঃ (অতএব) অস্মিন্ ভাসমানে অপি (এই জগৎপ্রপঞ্চ প্রতীয়মান হইতে থাকিলেও) তৎ-সত্যত্ব-ধিয়ম্ ত্যজেৎ (তাহাতে সত্যতাবুদ্ধি ত্যাগ করিবে) ॥ ৯৮॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* ক্ষণমাত্রে বিনাশশীল সাংসারিক পদার্থসকলের মনোরাজ্যে কল্পিত বিষয়সমূহ হইতে প্রভেদ কি? অতএব এই জগৎপ্রপঞ্চ প্রতীয়মান হইলেও তাহাতে সত্যতাবুদ্ধি ত্যাগ করিবে ॥৯৮॥

**উপেক্ষিতে লৌকিকে ধীর্নির্বিঘ্না ব্রহ্মচিন্তনে ।**
**নটবৎ কৃত্রিমাস্থায়াং নির্বহত্যেব লৌকিকম্ ॥ ৯৯॥**

*অন্বয় ঃ* লৌকিকে উপেক্ষিতে (লৌকিক পদার্থের উপেক্ষা হইলে) ধীঃ (বুদ্ধি) ব্রহ্মচিন্তনে (ব্রহ্মচিন্তায়) নির্বিঘ্না (বিঘ্নশূন্য হইয়া) [স্থির হইয়া যায়—ইহা দ্বৈত উপেক্ষার লাভ]। নটবৎ কৃত্রিমাস্থায়াম্ ([জ্ঞানী তখন] নটের ন্যায় কৃত্রিম আস্তিক্যবুদ্ধি লইয়া) লৌকিকম্ নির্বহতি এব (লৌকিক ব্যবহার নির্বাহ করিয়াই থাকেন) ॥ ৯৯॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* লৌকিক পদার্থের উপেক্ষা হইলে বুদ্ধি ব্রহ্মচিন্তায় বিঘ্নশূন্য হইয়া স্থির হইয়া যায়—ইহা দ্বৈতাবজ্ঞার লাভ। জ্ঞানী তখন কৃত্রিম আস্তিক্যবুদ্ধি লইয়া লৌকিক ব্যবহার নির্বাহ করিয়া থাকেন ॥৯৯॥

**প্রবহত্যপি নীরেঽধঃ স্থিরা প্রৌঢ়শিলা যথা ।**
**নামরূপান্যথাত্বেঽপি কূটস্থং ব্রহ্ম নান্যথা ॥ ১০০॥**

*অন্বয় ঃ* নীরে প্রবহতি অপি (জল [উপরে বেগে] বহিতে থাকিলেও) অধঃ (তাহার নিম্নে) প্রৌঢ়শিলা ([বিশাল] প্রাচীন শিলাখণ্ড) যথা স্থিরা (যেমন নিশ্চলভাবে অবস্থান করে), [সেইরূপে] নামরূপ-অন্যথাত্বে-অপি (নামরূপের [মুহুর্মুহু]

পরিবর্তন হইতে থাকিলেও) কূটস্থম্ ব্রহ্ম (নির্বিকার ব্রহ্ম-এর) অন্যথা ন (পরিবর্তন হয় না) ॥ ১০০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** উপরে জল বেগে প্রবাহিত হইতে থাকিলেও তাহার নিম্নে প্রাচীন শিলাখণ্ড যেমন নিশ্চলভাবে অবস্থান করে, সেইরূপে নামরূপের প্রতিক্ষণে পরিবর্তন হইতে থাকিলেও নির্বিকার ব্রহ্মের পরিবর্তন হয় না ॥১০০॥

**নিশ্ছিদ্রে দর্পণে ভাতি বস্তুগর্ভং বৃহদ্বিয়ৎ ।**
**সচ্চিদ্ঘনে তথা নানা জগদ্গর্ভমিদং বিয়ৎ ॥ ১০১॥**

***অন্বয় ঃ*** [যেমন], নিশ্ছিদ্রে দর্পণে (অবকাশরহিত দর্পণে) বস্তু-গর্ভম্ (নানাপ্রকার বস্তুকে গর্ভে লইয়া) বৃহৎ বিয়ৎ ভাতি (বৃহৎ আকাশ প্রকাশিত হয়), তথা (সেইরূপে) সচ্চিদ্ঘনে (সচ্চিদ্ঘন ব্রহ্মে) নানা-জগৎ-গর্ভম্ (অনেক প্রকার দ্বৈতরূপ জগৎ গর্ভে লইয়া) ইদম্ বিয়ৎ (এই আকাশ) [প্রকাশিত হইতেছে] ॥ ১০১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যেমন অবকাশরহিত দর্পণে নানাপ্রকার বস্তুকে গর্ভে লইয়া বিস্তৃত আকাশ প্রকাশিত হয়, সেইরূপে সচ্চিদ্ঘন ব্রহ্মে অনেকপ্রকার দ্বৈতরূপ জগৎ গর্ভে লইয়া এই আকাশ প্রকাশিত হইতেছে ॥ ১০১॥

**অদৃষ্ট্বা দর্পণং নৈব তদন্তঃস্থেক্ষণং[১] তথা[২] ।**
**অমত্বা সচ্চিদানন্দং নামরূপমতিঃ[৩] কুতঃ ॥ ১০২॥**

***অন্বয় ঃ*** [যেমন] দর্পণম্ অদৃষ্ট্বা (দর্পণকে না দেখিয়া) তৎ অন্তঃস্থ-ঈক্ষণম্ (দর্পণে প্রতিবিম্বিত বস্তুর দর্শন) ন এব (হইতেই পারে না), তথা (সেইরূপে) সচ্চিদানন্দম্ (সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে) অমত্বা (না জানিয়া) নামরূপ-মতিঃ (নাম ও রূপের জ্ঞান) কুতঃ (কি প্রকারে হইতে পারে)? ॥ ১০২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যেমন দর্পণকে না দেখিয়া দর্পণে প্রতিবিম্বিত বস্তুর দর্শন হইতেই পারে না, সেইরূপ সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে না জানিয়া নাম ও রূপের জ্ঞান কি প্রকারে হইতে পারে? (অভিপ্রায় এই যে অধিষ্ঠানের সামান্য জ্ঞান ব্যতিরেকে অধ্যস্তের বিশেষজ্ঞান হইতে পারে না) ॥১০২॥

**প্রথমং সচ্চিদানন্দে ভাসমানেঽথ তাবতা ।**
**বুদ্ধিং নিয়ম্য নৈবোর্দ্ধ্বং ধারয়েন্নামরূপয়োঃ ॥ ১০৩॥**

***অন্বয় ঃ*** প্রথমম্ (প্রথমে) সচ্চিদানন্দে (সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম) ভাসমানে (বুদ্ধিতে

---

১ 'তদন্তস্থে ক্ষণং'—এই পাঠান্তর　　২ 'যথা'—এই পাঠান্তর

৩ 'নামরূপমিতি'—এই পাঠান্তর

ভাসমান হইলে) অথ (তৎকালে) তাবতা (সেই ব্রহ্মাকারা বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা) বুদ্ধিম্ নিয়ম্য ([তাহাতে] বুদ্ধিকে নিয়মিত করিয়া) ঊর্দ্ধম্ (তৎপশ্চাৎ) নাম-রূপয়োঃ (নামরূপকে) ন এব ধারয়েৎ (বুদ্ধিতে আর ধারণা করিবে না) ॥১০৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** প্রথমে সচ্চিদানন্দ বুদ্ধিতে ভাসমান হইলে, তৎকালে তাহাতে বুদ্ধিকে নিয়োজিত করিয়া, তৎপশ্চাৎ বুদ্ধিতে আর নামরূপকে স্থান দিবে না ॥১০৩॥

**এবঞ্চ নির্জগদ্ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দলক্ষণম্ ।**
**অদ্বৈতানন্দ এতস্মিন্ বিশ্রাম্যন্তু জনাশ্চিরম্ ॥১০৪॥**

***অন্বয় ঃ*** এবম্ চ (এইরূপ হইলে), নির্জগৎ ব্রহ্ম (নামরূপরহিত নির্বিশেষ ব্রহ্ম) সচ্চিদানন্দলক্ষণম্ (সচ্চিদানন্দস্বরূপ [হয়])। এতস্মিন্ অদ্বৈতানন্দে (এই অদ্বৈতানন্দরূপ নির্বিশেষ পরব্রহ্মে) জনাঃ (অধিকারীগণ) চিরম্ (চিরকাল) বিশ্রাম্যন্তু (বিশ্রাম করিতে থাকুন) ॥ ১০৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এইরূপ হইলে, সেই নামরূপরহিত নির্বিশেষ ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ হয়। সেই অদ্বৈতানন্দরূপ ব্রহ্মে অধিকারীগণ চিরকাল বিশ্রাম করিতে থাকুন ॥১০৪॥

**ব্রহ্মানন্দাভিধে গ্রন্থে তৃতীয়োঽধ্যায় ঈরিতঃ ।**
**অদ্বৈতানন্দ এব স্যাজ্জগন্মিথ্যাত্বচিন্তয়া ॥১০৫॥**

***অন্বয় ঃ*** ব্রহ্মানন্দ-অভিধে গ্রন্থে (ব্রহ্মানন্দ নামক পঞ্চ অধ্যায়াত্মক গ্রন্থে) তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ ঈরিতঃ ([অদ্বৈতানন্দ নামক] তৃতীয় অধ্যায় বর্ণিত হইল)। জগৎ-মিথ্যাত্ব-চিন্তয়া ([ইহাতে উক্ত প্রকারে] জগতের মিথ্যাত্ব চিন্তা করিতে থাকিলে, তাহা দ্বারা) অদ্বৈতানন্দঃ এব স্যাৎ ([অধিকারী বর্তমান অধ্যায় প্রতিপাদিত] অদ্বৈতানন্দস্বরূপই হইয়া যান) ॥ ১০৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ব্রহ্মানন্দ নামক গ্রন্থে তৃতীয় অধ্যায় বর্ণিত হইল। উক্ত প্রকারে জগতের মিথ্যাত্ব চিন্তা করিতে থাকিলে অধিকারী অদ্বৈতানন্দস্বরূপই হইয়া যান ॥১০৫॥

**॥ ইতি ব্রহ্মানন্দে-অদ্বৈতানন্দ প্রকরণম্ সমাপ্তম্ ॥**

॥ ব্রহ্মানন্দে অদ্বৈতানন্দ প্রকরণ সমাপ্ত হইল ॥

---

# পঞ্চদশী

## চতুর্দশ অধ্যায়

### ॥ ব্রহ্মানন্দে বিদ্যানন্দ-প্রকরণ ॥

**যোগেনাত্মবিবেকেন দ্বৈতমিথ্যাত্বচিন্তয়া ।**
**ব্রহ্মানন্দং পশ্যতোঽথ বিদ্যানন্দো নিরূপ্যতে ॥ ১॥**

***অন্বয়*** **ঃ** [পূর্ববর্তী অধ্যায়ত্রয়োক্ত] যোগেন (যোগ) আত্ম-বিবেকেন (আত্মবিচার) দ্বৈত-মিথ্যাত্ব-চিন্তয়া (দ্বৈতপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব চিন্তনদ্বারা) ব্রহ্মানন্দম্ পশ্যতঃ (ব্রহ্মানন্দের অনুভবকারী ব্যক্তির [প্রয়োজনে]) অথ (এখন) বিদ্যানন্দঃ (বিদ্যাজন্য আনন্দ অর্থাৎ জ্ঞানরূপ অন্তঃকরণবৃত্তিতে অভিব্যক্ত ব্রহ্মানন্দ) নিরূপ্যতে (নিরূপণ করা যাইতেছে) ॥ ১ ॥

***বঙ্গানুবাদ*** **ঃ** যোগ, আত্মবিচার এবং দ্বৈতপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব-চিন্তনদ্বারা যিনি ব্রহ্মানন্দের সাক্ষাৎকার করেন, তাঁহার প্রয়োজনে এখন বিদ্যানন্দের নিরূপণ করা যাইতেছে ॥ ১ ॥

**বিষয়ানন্দবদ্বিদ্যানন্দো ধীবৃত্তিরূপকঃ ।**
**দুঃখাভাবাদিরূপেণ প্রোক্ত এষ চতুর্বিধঃ ॥ ২॥**

***অন্বয়*** **ঃ** বিষয়ানন্দবৎ (বিষয়ানন্দের ন্যায় অর্থাৎ পরবর্তী পঞ্চদশ প্রকরণোক্ত বিষয়ানন্দ যেমন অন্তঃকরণ-বৃত্তিরূপ বলিয়া জানা যায়, সেইরূপে) বিদ্যানন্দঃ (বিদ্যানন্দ) ধীবৃত্তি-রূপকঃ (বুদ্ধিবৃত্তিরূপ)। দুঃখাভাবাদিরূপেণ (দুঃখাভাব প্রভৃতি অবান্তর ভেদে) এষঃ (এই বিদ্যানন্দ) চতুর্বিধঃ প্রোক্তঃ (চারি প্রকারের বলিয়া উক্ত হইয়াছে)॥ ২ ॥

***বঙ্গানুবাদ*** **ঃ** বিষয়ানন্দের ন্যায় বিদ্যানন্দও বুদ্ধিবৃত্তিরূপ। দুঃখাভাব প্রভৃতি অবান্তর ভেদে এই বিদ্যানন্দ চারিপ্রকারের বলিয়া উক্ত হইয়াছে ॥ ২ ॥

***বিবৃতি*** **ঃ** পঞ্চদশীর শেষ পাঁচটি প্রকরণে নয় প্রকার আনন্দের কথা বলা হইয়াছে। যথা—১। ব্রহ্মানন্দ (১১/১১, ১১/৮৭), ২। নিজানন্দ (১১/৯৮), ৩। মুখ্যানন্দ (১১/১২১), ৪। আত্মানন্দ (১২/৪), ৫। যোগানন্দ (একাদশ অধ্যায় ও ১৩/১), ৬। অদ্বৈতানন্দ (১৩/১০৫), ৭। বিষয়ানন্দ (১১/১১, ১১/৮৭), ৮। বিদ্যানন্দ (১১/১১ ও চতুর্দশ অধ্যায়), ৯। বাসনানন্দ (১১/৮৭)। তন্মধ্যে একাদশ অধ্যায়ের নাম ব্রহ্মানন্দে যোগানন্দ, দ্বাদশ অধ্যায়ের নাম ব্রহ্মানন্দে আত্মানন্দ, ত্রয়োদশ অধ্যায় ব্রহ্মানন্দে অদ্বৈতানন্দ, চতুর্দশ অধ্যায় ব্রহ্মানন্দে বিদ্যানন্দ এবং পঞ্চদশ অধ্যায়ের নাম ব্রহ্মানন্দে বিষয়ানন্দ। কিন্তু একাদশ অধ্যায়ের ৮৭ সংখ্যক শ্লোকে বলা হইয়াছে যে জগতে ব্রহ্মানন্দ, বাসনানন্দ ও

বিষয়ানন্দ ভিন্ন আর কোন আনন্দ নাই। তাহা হইলে ৮৭ শ্লোকোক্ত কথার যৌক্তিকতা কি? তাহার উত্তরে বলিব (ক) ২ হইতে ৬ পর্যন্ত পাঁচ প্রকার আনন্দই ব্রহ্মানন্দের নামান্তর। যেমন ১১/৯৮ শ্লোকে দেখানো হইয়াছে নিজানন্দ, যোগানন্দ হইতে ভিন্ন নহে, ১১/১০০ শ্লোকে বলা হইয়াছে নিজানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ অভিন্ন, ১১/১২১ শ্লোকে মুখ্যানন্দ ও ব্রহ্মানন্দকে একই আনন্দ বলা হইয়াছে এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ের প্রথম কতিপয় শ্লোকে আত্মানন্দ, অদ্বৈতানন্দ ও ব্রহ্মানন্দের অভিন্নতা উক্ত হইয়াছে। (খ) বিদ্যানন্দ যে প্রকৃতপক্ষে বিষয়ানন্দ তাহা ১৪/২ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। (গ) বাসনানন্দ তৃতীয় প্রকার আনন্দ। অতএব (ক), (খ) ও (গ) হইতে বুঝা যায় যে ১১/৮৭ সংখ্যক শ্লোকোক্ত "তিন প্রকার আনন্দ—ব্রহ্মানন্দ, বাসনানন্দ ও বিষয়ানন্দ—আনন্দ ভিন্ন জগতের আর আনন্দ নাই" কথাটি অযৌক্তিক নহে ॥

দুঃখাভাবশ্চ কামাপ্তিঃ কৃতকৃত্যোঽহমিত্যসৌ ।
প্রাপ্তপ্রাপ্যোঽহমিত্যেবং[১] চাতুর্বিধ্যমুদাহৃতম্ ॥৩॥

**অন্বয় ঃ** দুঃখ-অভাবঃ (দুঃখের অভাব) চ কামাপ্তিঃ (এবং কামাপ্তি অর্থাৎ সর্বভোগ প্রাপ্তি) অহম্ কৃতকৃত্যঃ (আমি কৃতকৃত্য) ইতি অসৌ (এই প্রকার [অনুভব]), অহম্ প্রাপ্তপ্রাপ্যঃ (আমি যাহা কিছু পাইবার ছিল সব পাইয়াছি) ইতি এবম্ (এই প্রকার), [(বিদ্যানন্দের)] চাতুর্বিধ্যম্ (চারিটি ভেদ) উদাহৃতম্ (উক্ত হইয়াছে) ॥৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** (১) দুঃখাভাব, (২) কামাপ্তি, (৩) কৃতকৃত্যতা অর্থাৎ 'আমি কৃতকৃত্য হইয়াছি' এই প্রকার অনুভব এবং (৪) প্রাপ্তপ্রাপ্তব্যতা অর্থাৎ 'আমার যাহা কিছু পাইবার ছিল তাহা পাইয়াছি' এই অনুভব—এই প্রকারে বিদ্যানন্দের চারিটি ভেদ উক্ত হইয়াছে ॥৩॥

ঐহিকং চামুষ্মিকং চেত্যেবং দুঃখং দ্বিধেরিতম্ ।
নিবৃত্তিমৈহিকস্যাহ বৃহদারণ্যকং বচঃ ॥৪॥

**অন্বয় ঃ** ঐহিকম্ চ আমুষ্মিকম্ চ (ঐহিক ও আমুষ্মিক) ইতি এবম্ (এই ভেদে) দুঃখম্ (দুঃখ) দ্বিধা ঈরিতম্ (দুই প্রকার বলিয়া কথিত হয়)। ঐহিকস্য (ঐহিক দুঃখের) নিবৃত্তিম্ (নিবৃত্তি = নিবৃত্তির উপায়) বৃহদারণ্যকম্ বচঃ (বৃহদারণ্যক শ্রুতিবচন) আহ (বলিয়াছেন) ॥৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ঐহিক ও আমুষ্মিক ভেদে দুঃখ দুই প্রকার বলিয়া কথিত হয়। (তন্মধ্যে) ঐহিক দুঃখের নিবৃত্তির উপায় বৃহদারণ্যক শ্রুতিবচনে উক্ত হইয়াছে ॥৪॥

---

১ 'এব'—এই পাঠান্তর

**আত্মানং চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পূরুষঃ ।**
**কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসঞ্জ্বরেৎ ॥ ৫॥**

—(অন্বয় ও অনুবাদ ৭/১ দ্রষ্টব্য। বৃহদারণ্যক উঃ ৪/৪/১২ গ)

**জীবাত্মা পরমাত্মা চেত্যাত্মা দ্বিবিধ ঈরিতঃ ।**
**চিত্তাদাত্ম্যাৎ ত্রিভির্দেহৈর্জীবঃ সন্ ভোক্তৃতাং ব্রজেৎ ॥ ৬॥**

***অন্বয় ঃ*** জীবাত্মা পরমাত্মা চ (জীবাত্মা ও পরমাত্মা) ইতি (এই প্রকারে) আত্মা (আত্মা) দ্বিবিধঃ ঈরিতঃ (দুই প্রকার বলা হইয়াছে)। ত্রিভিঃ দেহৈঃ ([স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই] তিন শরীরের সহিত) চিৎ-তাদাত্ম্যাৎ (চৈতন্যস্বরূপ আত্মার অভেদ ভ্রমের ফলে) জীবঃ সন (জীবভাব প্রাপ্ত হইয়া, এই আত্মা) ভোক্তৃতাম্ ব্রজেৎ (ভোক্তৃতা প্রাপ্ত হইয়াছেন) ॥ ৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** জীবাত্মা ও পরমাত্মা—এই দুই প্রকারের আত্মা বেদান্তে উক্ত হইয়াছে। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ—এই তিন শরীরের সহিত তাদাত্ম্যভাব প্রাপ্ত হইয়া এই আত্মা ভোক্তা হইয়াছেন ॥ ৬॥[১]

**পরাত্মা সচ্চিদানন্দস্তাদাত্ম্যং নামরূপয়োঃ ।**
**গত্বা ভোগ্যত্বমাপন্নস্তদ্বিবেকে তু নোভয়ম্ ॥ ৭॥**

***অন্বয় ঃ*** পরাত্মা (পরমাত্মা) সচ্চিদানন্দঃ (সচ্চিদানন্দস্বরূপ), [তিনি] নাম-রূপযোঃ (নাম ও রূপের সহিত) তাদাত্ম্যম্ গত্বা (তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া) ভোগ্যত্বম্ আপন্নঃ (ভোগ্যরূপ হইয়াছেন)। তু (কিন্তু) তদ্বিবেকে ([তিন শরীর ও ভোগ্যরূপ জগৎ হইতে] আত্মার ভেদজ্ঞান উৎপন্ন হইলে) উভয়ম্ ন ([ভোক্তৃত্ব ও ভোগ্যত্ব—এই] দুই থাকে না) ॥ ৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মা, নাম ও রূপের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া ভোগ্যরূপ হইয়াছেন। কিন্তু তিনটি শরীর ও ভোগ্যরূপ জগৎ হইতে আত্মার ভেদজ্ঞান উৎপন্ন হইলে ভোক্তৃত্ব ও ভোগ্যত্ব—এই দুই থাকে না ॥ ৭॥[২]

**ভোগ্যমিচ্ছন্ ভোক্তুরর্থে শরীরমনুসঞ্জ্বরেৎ ।**
**জ্বরাস্ত্রিষু শরীরেষু স্থিতা ন ত্বাত্মনো জ্বরাঃ ॥ ৮॥**

***অন্বয় ঃ*** ভোক্তুঃ অর্থে (ভোক্তার জন্য) ভোগ্যম্ ইচ্ছন্ (ভোগ্যবস্তুর কামনা করিয়া), [অবিবেকী জীব] শরীরম্ অনুসঞ্জ্বরেৎ (শরীরের সহিত [কল্পিত অভেদবশতঃ] জ্বরভোগ করে)। জ্বরাঃ (জ্বর, সন্তাপ) ত্রিষু শরীরেষু (তিন শরীরে) স্থিতাঃ (অবস্থিত) আত্মনঃ তু (কিন্তু আত্মার) জ্বরাঃ ন (সন্তাপ নাই) ॥ ৮॥

---

১ তুলনীয় শ্বেতাশ্বতর উঃ ১/৮/৯, ৫/১২ ২ তুলনীয় কেঃ উঃ ১৮

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ভোক্তার নিমিত্ত ভোগ্য বস্তুর কামনা করিয়া অবিবেকী জীব শরীরের অনুবৃত্ত হইয়া (শরীর জ্বর অনুভব করিলে) জ্বর অনুভব করে। জ্বর তিন শরীরে অবস্থিত; আত্মাতে কিন্তু জ্বর নাই ॥৮॥[১]

**ব্যাধয়ো ধাতুবৈষম্যে স্থূলদেহে স্থিতা জ্বরাঃ ।**
**কামক্রোধাদয়ঃ সূক্ষ্মে দ্বয়োর্বীজং তু কারণে ॥৯॥**

***অন্বয় ঃ*** ধাতু-বৈষম্যে (বায়ু-পিত্ত-কফরূপ ধাতুর বিষমতা ঘটিলে) ব্যাধয়ঃ (যে অনেক প্রকার রোগ হয়, তাহারা) স্থূল-দেহে স্থিতাঃ জ্বরাঃ (স্থূলদেহে অবস্থিত জ্বর-সকল)। কামক্রোধাদয়ঃ (কামক্রোধাদি) সূক্ষ্মে (সূক্ষ্ম শরীরের জ্বর)। দ্বয়োঃ বীজম্ (এই স্থূলদেহস্থ ও সূক্ষ্মদেহস্থ জ্বরের যে বীজ বা সংস্কার, তাহা) তু কারণে (কিন্তু কারণ শরীরগত [জ্বর]) ॥৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বায়ু, পিত্ত ও কফরূপ ধাতুর বিষমতা ঘটিলে যে অনেক প্রকার রোগ হয়, তাহারা স্থূলদেহে অবস্থিত জ্বরসমূহ। কামক্রোধাদি, সূক্ষ্মশরীরে অবস্থিত জ্বর। আর পূর্বোক্ত দুই প্রকার জ্বরের যে সংস্কার, তাহা কারণ শরীরগত জ্বর ॥৯॥

**অদ্বৈতানন্দমার্গেণ পরাত্মনি বিবেচিতে ।**
**অপশ্যন্ বাস্তবং ভোগ্যং কিং নামেচ্ছেৎ পরাত্মবিৎ ॥১০॥**

***অন্বয় ঃ*** অদ্বৈতানন্দ-মার্গেণ ([পূর্বপ্রকরণবর্ণিত প্রকারে] অদ্বৈতানন্দমার্গের দ্বারা) পরাত্মনি বিবেচিতে (পরমাত্মার বিচার করিলে) ভোগ্যম্ (ভোগ্যপদার্থকে) বাস্তবম্ অপশ্যন্ (বাস্তব বলিয়া না দেখিতে থাকিলে) পরাত্মবিৎ (যে পরাত্মবিৎ, তিনি) কিম্ নাম ইচ্ছেৎ (কোন্ ভোগ্য পদার্থকে পাইতে ইচ্ছা করিবেন)? ॥ ১০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** পূর্ববর্ণিত অদ্বৈতানন্দমার্গের দ্বারা (মায়াকার্য নামরূপ হইতে) পরমাত্মার বিচার করিলে (পরমাত্মাকে ভিন্ন বলিয়া জানিয়া লইলে) পর যে পরাত্মবিৎ ভোগ্য পদার্থকে বাস্তব বলিয়া দেখেন না, তিনি কোন্ ভোগ্য বিষয়ের ইচ্ছা করিবেন ? ॥১০॥

**আত্মানন্দোক্তরীত্যাস্মিন্ জীবাত্মন্যবধারিতে ।**
**ভোক্তা নৈবাস্তি কোঽপ্যত্র শরীরে[২] তু জ্বরঃ কুতঃ ॥১১॥**

***অন্বয় ঃ*** আত্মানন্দ-উক্ত-রীত্যা (আত্মানন্দ নামক দ্বাদশ প্রকরণোক্ত প্রকারে) অস্মিন্ জীবাত্মনি অবধারিতে (এই জীবের বাস্তব স্বরূপ [যে অসঙ্গ কূটস্থ চৈতন্য তাহা]

---

১ তুলনীয় ৭/২২৩-৪

২ 'শরীরানুজ্বরং'—এই পাঠান্তর

নিশ্চিত হইলে) অত্র শরীরে ভোক্তা (এই শরীরকামী ভোক্তা) কঃ অপি (কেহই) ন এব অস্তি (নাই বলিয়াই সিদ্ধ হয়)। জ্বরঃ তু কুতঃ (তাহা হইলে জ্বর কোথা হইতে হইবে)?॥ ১১॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* আত্মানন্দ-প্রকরণোক্ত প্রকারে এই জীবের বাস্তবস্বরূপ নিশ্চিত হইলে, এই শরীরকামী কোন ভোক্তা নাই বলিয়া সিদ্ধ হয়। তাহা হইলে, জ্বর কোথা হইতে হইবে ? ॥১১॥

**পুণ্যপাপদ্বয়ে চিন্তা দুঃখমামুষ্মিকং ভবেৎ ।**
**প্রথমাধ্যায় এবোক্তং চিন্তা নৈনং তপেদিতি ॥১২॥**

*অন্বয় ঃ* পুণ্য-পাপ-দ্বয়ে চিন্তা (পুণ্য ও পাপ এই দুই বিষয়ে পশ্চাত্তাপজনিত চিন্তা) আমুষ্মিকম্ (পারলৌকিক) দুঃখম্ ভবেৎ (দুঃখ হয়)। প্রথমাধ্যায়ে এব (['ব্রহ্মানন্দ' নামক গ্রন্থের] প্রথমাধ্যায়েই) এনম্ চিন্তা (এই [পশ্চাত্তাপরূপ] চিন্তা) ন তপেৎ ([জ্ঞানীকে] সন্তপ্ত করে না) ইতি উক্তম্ (এই প্রকারে উক্ত হইয়াছে) ॥ ১২॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* পুণ্য ও পাপ এই দুই বিষয়ে পশ্চাত্তাপজনিত চিন্তা পারলৌকিক দুঃখ। প্রথমাধ্যায়েই (পঞ্চদশীর একাদশ অধ্যায়ে ৫ হইতে ৯ শ্লোকে) "উক্ত চিন্তা জ্ঞানীকে সন্তপ্ত করে না" এইরূপ উক্ত হইয়াছে ॥১২॥

**যথা পুষ্করপর্ণেঽস্মিন্নপামশ্লেষণং তথা ।**
**বেদনাদূর্ধ্বমাগামিকর্মণোঽশ্লেষণং বুধে ॥১৩॥**

*অন্বয় ঃ* যথা (যেমন) অস্মিন্ (এই সর্বজনবিদিত) পুষ্করপর্ণে (কমলপত্রে) অপাম্ (জলের) অশ্লেষণম্ (অসংলগ্নতা) তথা (সেইরূপ) বেদনাৎ ঊর্ধ্বম্ (জ্ঞানলাভের পরে) বুধে (তত্ত্বজ্ঞে) আগামি-কর্মণঃ (আগামী কর্মের) অশ্লেষণম্ (অসংস্পর্শতা)॥ ১৩॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* যেমন প্রসিদ্ধ কমলপর্ণে জল সংশ্লিষ্ট হয় না, সেইরূপ জ্ঞানলাভের পরে তত্ত্বজ্ঞে আগামী কর্মের সংস্পর্শ হয় না ॥১৩॥[১]

**ইষীকাতৃণতূলস্য বহ্নিদাহঃ ক্ষণাদ্‌যথা ।**
**তথা সঞ্চিতকর্মাস্য দগ্ধং ভবতি বেদনাৎ ॥১৪॥**

**অন্বয় ঃ** যথা (যেমন) ইষীকা-তৃণ-তূলস্য (ইষীকা তৃণের তূলার) ক্ষণাৎ (মুহূর্তকাল মধ্যে) বহ্নিদাহঃ (অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া যাওয়া) তথা (সেইরূপ) অস্য (এই জ্ঞানীর) সঞ্চিতকর্ম (সঞ্চিত কর্মসকল) বেদনাৎ (তত্ত্বজ্ঞান প্রভাবে) দগ্ধম্ ভবতি (দগ্ধ হইয়া যায়) ॥১৪॥

১ দ্রষ্টব্য ঃ— ছাঃ উঃ ৪/১৪/৩

*বঙ্গানুবাদ ঃ* যেমন ইষীকা তৃণের তূলা ক্ষণকাল মধ্যে অগ্নিদ্বারা ভস্মীভূত হইয়া যায়, সেইরূপ জ্ঞানীর সঞ্চিত কর্মসকল তত্ত্বজ্ঞান প্রভাবে দগ্ধ হইয়া যায়॥ ১৪ ॥[১]

**যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন ।**
**জ্ঞানাগ্নি সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ১৫॥**

*অন্বয় ঃ* অর্জুন (হে অর্জুন), যথা (যেমন) সমিদ্ধঃ (সম্যগ্‌রূপে প্রজ্বলিত) অগ্নিঃ (অগ্নি) এধাংসি (ইন্ধনসমূহকে) ভস্মসাৎ কুরুতে (ভস্মীভূত করে), তথা (সেইরূপে) জ্ঞানাগ্নিঃ (জ্ঞানাগ্নি) সর্বকর্মাণি (সকলকর্মকে) ভস্মসাৎ কুরুতে (ভস্মীভূত করে) ॥ ১৫ ॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* হে অর্জুন, যেমন সম্যক্ প্রজ্বলিত অগ্নি ইন্ধনসমূহকে ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি সকল কর্মকে ভস্মীভূত করে ॥ ১৫ ॥

—(গীতা ৪/৩৭)

**যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে ।**
**হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৬॥**

*অন্বয় ঃ* যস্য (যাঁহার) অহংকৃতঃ ভাবঃ ন ('আমি কর্তা' এইরূপ অহংকারযুক্ত ভাবনা নাই), [আর] যস্য (যাঁহার) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) ন লিপ্যতে (লিপ্ত হয় না), সঃ (তিনি) ইমান্ লোকান্ (এই জগতের সকল প্রাণীকে) হত্বা অপি (বধ করিয়াও) ন হন্তি (বধ করেন না), ন নিবধ্যতে ([বা সেইজন্য হত্যার ফল অধর্মে] নিবদ্ধ হন না) ॥ ১৬ ॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* যাঁহার 'আমি কর্তা' এই অভিমান নাই, যাঁহার বুদ্ধি (কর্মফলে) লিপ্ত হয় না, তিনি জগতের সকল প্রাণীকে হত্যা করিলেও হত্যাকারী হন না, বা হত্যাক্রিয়ার ফলে নিবদ্ধ (আবদ্ধ) হন না ॥ ১৬ ॥ — (গীতা ১৮/১৭)

**মাতাপিত্রোর্বধঃ স্তেয়ং ভ্রূণহত্যান্যদীদৃশম্ ।**
**ন মুক্তিং নাশয়েৎ পাপং মুখকান্তির্ন নশ্যতি ॥ ১৭॥**

*অন্বয় ঃ* মাতা-পিত্রোঃ বধঃ (মাতা ও পিতার বধ) স্তেয়ম্ (চৌর্যাচরণ) ভ্রূণহত্যা (ভ্রূণহত্যা) ঈদৃশম্ (এইপ্রকার) অন্যৎ পাপম্ (অন্য কোন পাপ), [তাঁহার] মুক্তিম্ (মুক্তিকে) ন নাশয়েৎ (বিনাশ করিতে পারে না); মুখকান্তিঃ (তাঁহার মুখকান্তি [ও]) ন নশ্যতি (বিনষ্ট হয় না) ॥ ১৭ ॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* মাতাপিতার বধ, চৌর্যাচরণ, ভ্রূণহত্যা, বা ঈদৃশ অন্য কোন

---

১ দ্রষ্টব্য ঃ-- ছাঃ উঃ ৫/২৪/৩

পাপ তাঁহার মুক্তিকে বিনাশ করিতে পারে না; তাঁহার মুখের কান্তিও বিনষ্ট হয় না ॥ ১৭ ॥[১]

**দুঃখাভাববদেবাস্য সর্বকামাপ্তিরীরিতা ।**
**সর্বান্ কামানসাবাপ্ত্বা[২] হ্যমৃতোঽভবদিত্যতঃ[৩] ॥ ১৮ ॥**

**অন্বয় ঃ** অস্য (এই জ্ঞানী ব্যক্তির) দুঃখ-অভাববৎ এব (দুঃখাভাবের ন্যায়ই) সর্বকামাপ্তিঃ (সর্বকামপ্রাপ্তি) ঈরিতা (শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে)—অসৌ (ঐ জ্ঞানবান) সর্বান্ কামান্ (সকল কাম্যবস্তু) আপ্ত্বা হি (প্রাপ্ত হইয়াই) অমৃতঃ অভবৎ (মরণরহিত অর্থাৎ মুক্ত হন) ইতি অতঃ (এইরূপ শ্রুতিবাক্য প্রমাণ হইতে [জ্ঞানবানের সর্বকামাপ্তি সিদ্ধ হয়]) ॥ ১৮ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এই জ্ঞানী ব্যক্তির দুঃখাভাবের ন্যায়ই সর্বকামপ্রাপ্তিও শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, যথা—"এই জ্ঞানবান সকল কাম্যবস্তু প্রাপ্ত হইয়াই অমৃতস্বরূপ হইয়া যান" ॥ ১৮ ॥[৪]

**জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রতিং প্রাপ্তঃ স্ত্রীভির্যানৈস্তথেতরৈঃ ।**
**শরীরং ন স্মরেৎ প্রাণঃ কর্মণা জীবয়েদমুম্ ॥ ১৯ ॥**

**অন্বয় ঃ** জক্ষন্ (ভোজন করিতে করিতে) ক্রীড়ন্ (ক্রীড়া করিতে কবিতে) স্ত্রীভিঃ (স্ত্রীগণের সহিত) যানৈঃ (অশ্বাদি লইয়া) তথা (সেইরূপ) ইতরৈঃ (অপরের সহিত) রতিম্ প্রাপ্তঃ (আমোদ লাভ [কবিতে করিতে]) শরীরম্ ন স্মরেৎ (শরীবকে স্মরণ করে না)। প্রাণঃ (প্রাণ) কর্মণা (প্রারব্ধকর্মবলে) অমুম্ ([জ্ঞানীর] এই দেহাদিসংঘাতকে) জীবয়েৎ (জীবিত রাখে) ॥ ১৯ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ভোজন করিতে করিতে, ক্রীড়া করিতে করিতে, স্ত্রীগণের সহিত, অশ্বাদি লইয়া অথবা অপরের সহিত আমোদ উপভোগ করিতে করিতে জ্ঞানী শরীরকে স্মরণ করেন না (অর্থাৎ শরীরবোধশূন্য হইয়া[৫] তিনি ব্যবহার করেন)। প্রাণ প্রারব্ধকর্মযোগে জ্ঞানীর শরীরাদিসংঘাতকে জীবিত রাখে ॥ ১৯ ॥[৬]

১ তুলনীয় ঃ কৌঃ উঃ ৩/২, কৈঃ উঃ ২৪

২ 'বাপ্য'—এই পাঠান্তর

৩ 'ভবদীত্যতঃ'—এই পাঠান্তর

৪ ঐতরেয় উঃ ২/১/৬ (৫/৪)

৫ শ্রীমদ্ভাগবতে সুন্দর বর্ণনা আছে (১/৪/৫)—নগ্ন শুকদেবকে দেখিয়াও অপ্সরাগণ লজ্জানুভব করেন নাই

৬ দ্রষ্টব্য ঃ— ছাঃ উঃ ৮/১২/৩। চিত্রদীপের ২৭২ শ্লোকেও উদ্ধৃত

**সর্বান্ কামান্ সহাপ্নোতি নান্যবজ্জন্মকর্মভিঃ ।**
**বর্তন্তে শ্রোত্রিয়ে ভোগা যুগপৎ ক্রমবর্জিতাঃ ॥২০॥**

**অন্বয় ঃ** [জ্ঞানী] সর্বান্ কামান্ (সকল কাম্যবস্তু) সহ আপ্নোতি (এককালে প্রাপ্ত হন, উপভোগ করেন)। অন্যবৎ (অজ্ঞানীর ন্যায়) জন্মকর্মভিঃ ন (জন্ম ও কর্মদ্বারা বদ্ধ হন না)। শ্রোত্রিয়ে (ব্রহ্মনিষ্ঠ নিষ্কাম জ্ঞানীতে) ভোগাঃ (সম্পূর্ণ ভোগ) ক্রমবর্জিতাঃ (ক্রমবর্জিত ভাবে, ক্রমান্বয়ে না আসিয়া) যুগপৎ বর্তন্তে (এক কালে উপস্থিত হয়) ॥২০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** জ্ঞানী সকল কাম্যবস্তু এককালে উপভোগ করেন। অজ্ঞানীর ন্যায় তিনি জন্ম ও কর্মদ্বারা বদ্ধ হন না। শ্রোত্রিয়ে নিখিল ভোগ্যপদার্থ ক্রমবর্জিতভাবে এককালে উপস্থিত হয় ॥২০॥[১]

**যুবারূপী চ বিদ্যাবান্ নীরোগো দৃঢ়চিত্তবান্ ।**
**সৈন্যোপেতঃ সর্বপৃথ্বীং বিত্তপূর্ণাং প্রপালয়ন্ ॥২১॥**

**সর্বৈর্মানুষ্যকৈর্ভোগৈঃ সম্পন্নস্তৃপ্তভূমিপঃ ।**
**যমানন্দমবাপ্নোতি ব্রহ্মবিচ্চ সমশ্নুতে ॥২২॥**

**অন্বয় ঃ** যুবা-রূপী (যৌবনসম্পন্ন ও রূপবান) চ বিদ্যাবান্ (ও বিদ্বান) নীরোগঃ (নীরোগ) দৃঢ়চিত্তবান্ (দৃঢ়চিত্তযুক্ত), সৈন্যোপেতঃ বিত্তপূর্ণাম্ (সৈন্যসমন্বিত ধনপূর্ণা) সর্বপৃথ্বীম্ (সমস্ত পৃথিবীকে) প্রপালয়ন্ (সুষ্ঠুরূপে পালনকারী) সর্বৈঃ মানুষ্যকৈঃ ভোগৈঃ সম্পন্নঃ (সম্পূর্ণ মর্ত্যভোগসুখসম্পন্ন) তৃপ্ত-ভূমিপঃ (তৃপ্ত সার্বভৌম রাজা) যম্ আনন্দম্ অবাপ্নোতি (যে আনন্দকে প্রাপ্ত হন) তম্ চ (সেই আনন্দকেও) ব্রহ্মবিৎ সমশ্নুতে (ব্রহ্মবিৎ পাইয়া থাকেন) ॥২১-২২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যৌবনসম্পন্ন, রূপবান, বিদ্বান, নীরোগ, দ্রঢ়িষ্ঠ, সৈন্যসমন্বিত ধনপরিপূর্ণা সমস্ত পৃথিবীর পালনকারী, সকল মর্ত্যভোগসুখসম্পন্ন, তৃপ্ত, সার্বভৌম রাজা যে আনন্দকে প্রাপ্ত হন, সেই আনন্দকেও ব্রহ্মবিৎ লাভ করেন ॥২১-২২॥[২]

**মর্ত্যভোগে দ্বয়োর্নাস্তি কামস্তৃপ্তিরতঃ সমা ।**
**ভোগান্নিষ্কামতৈকস্য পরস্যাপি বিবেকতঃ ॥২৩॥**

**অন্বয় ঃ** মর্ত্যভোগে (মর্ত্যলোকের ভোগে) কামঃ (কামনা, ইচ্ছা) দ্বয়োঃ ন অস্তি ([সার্বভৌম রাজা ও শ্রোত্রিয়]—এতদুভয়ের নাই)। [কারণ] একস্য (রাজার) ভোগাৎ (ভোগ হইতে, সম্পূর্ণ ইষ্টবস্তুর প্রাপ্তি হইতে) নিষ্কামতা (কামনার অভাব),

---

১ দ্রষ্টব্য ঃ— তৈঃ উঃ ২/১/১

২ দ্রষ্টব্য ঃ— তৈঃ উঃ ২/৮/১, বৃঃ উঃ ৪/৩/৩৩

পরস্য (শ্রোত্রিয়ের) বিবেকতঃ অপি (বিবেকের বলে নিষ্কামতা); অতঃ (অতএব) তৃপ্তিঃ সমা ([ইচ্ছানিবৃত্তিজনিত] তৃপ্তি উভয়ের তুল্যরূপ) ॥ ২৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** রাজা ও বিবেকী উভয়ের মর্তলোকের ভোগে ইচ্ছা নাই। কারণ রাজার ভোগ সম্পূর্ণ হইবার ফলে কামনার অভাব, আর শ্রোত্রিয়ের বিবেকের বলে নিষ্কামতা; সুতরাং ইচ্ছানিবৃত্তিজনিত তৃপ্তি উভয়ের সমান॥ ২৩॥

**শ্রোত্রিয়ত্বাদ্বেদশাস্ত্রৈর্ভোগ[1]দোষানবেক্ষতে ।**
**রাজা বৃহদ্রথো দোষাংস্তান্ গাথাভিরুদাহরৎ ॥ ২৪॥**

***অন্বয় ঃ*** শ্রোত্রিয়ত্বাৎ (বেদাদি শাস্ত্রার্থবেত্তা বলিয়া), [শ্রোত্রিয়] বেদশাস্ত্রৈঃ (বেদাদিশাস্ত্রের সাহায্যে) ভোগদোষান্ অবেক্ষতে (ভোগ্যবস্তুতে দোষদর্শন করেন)। বৃহদ্রথঃ রাজা (রাজা বৃহদ্রথ) তান্ দোষান্ (শাস্ত্রোক্ত সেইসকল দোষ) গাথাভিঃ উদাহরৎ (উপাখ্যানের দ্বারা বলিয়াছেন) ॥ ২৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** শাস্ত্রার্থবেত্তা হইবার ফলে শ্রোত্রিয় বেদাদি শাস্ত্রলব্ধ বিচারের সাহায্যে ভোগ্যবস্তুতে দোষদর্শন করেন। রাজা বৃহদ্রথ শাস্ত্রোক্ত সেই-সকল দোষ উপাখ্যানের সাহায্যে বর্ণনা করিয়াছেন॥ ২৪॥ —(মৈঃ উঃ ১/২-৪)

**দেহদোষাংশ্চিত্তদোষান্ ভোগ্যদোষাননেকশঃ ।**
**শুনা বান্তে পায়সে নো কামস্তদ্বদ্বিবেকিনঃ ॥ ২৫॥**

***অন্বয় ঃ*** [এইরূপে বৃহদ্রথ] দেহদোষান্ (দেহদোষ), চিত্তদোষান্ (চিত্তদোষ) ভোগ্যদোষান্ অনেকশঃ (অনেক প্রকার ভোগ্যদোষ) উদাহরৎ (বর্ণনা করিয়াছেন)। [যেমন] শুনা বান্তে পায়সে (কুকুরদ্বারা বমিত পায়সে) কামঃ নো ([কাহারও] কামনা হয় না), তৎ-বৎ (সেইরূপে) বিবেকিনঃ (বিবেকীর [কোন ভোগ্যবস্তুতে কামনা হয় না]) ॥ ২৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এইরূপে বৃহদ্রথ দেহদোষ, চিত্তদোষ এবং অনেক প্রকার ভোগ্যদোষ বর্ণনা করিয়াছেন। কুকুরদ্বারা বমিত পায়সে যেমন কাহারও কামনা হয় না, সেইরূপে বিবেকীর কোন ভোগ্যবস্তুতে কামনা হয় না ॥ ২৫॥

**নিষ্কামত্বে সমেঽপ্যত্র রাজ্ঞঃ সাধনসঞ্চয়ে।**
**দুঃখমাসীত্তাবিনাশাদতিভীরনুবর্ততে ॥ ২৬॥**

***অন্বয় ঃ*** অত্র (চক্রবর্তী রাজা ও শ্রোত্রিয় উভয়ের) নিষ্কামত্বে (নিষ্কামতা) সমে অপি

১ 'ভোগ্যদোষান্'—এই পাঠান্তর

(সমান হইলেও) রাজ্ঞঃ (রাজার) সাধন-সঞ্চয়ে (ভোগসাধন সঞ্চয়ের জন্য) দুঃখম্ আসীৎ (আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল), [আর এখন] ভাবিনাশাৎ ([সেই ভোগ্যজাতের] ভাবী নাশের আশঙ্কায়) অতি ভীঃ[১] (অত্যন্ত ভয়) অনুবর্ততে (থাকিয়া যায়)॥ ২৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** রাজা ও শ্রোত্রিয় উভয়ের নিষ্কামতা সমান হইলেও রাজার ভোগসাধন সঞ্চয়ের নিমিত্ত (সঞ্চয়কালে) আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল, আর তাহার পরে ভোগ্যজাতের ভাবিনাশের আশঙ্কায় অত্যন্ত ভয়রূপ দুঃখ থাকিয়া যায় ॥ ২৬॥

**নোভয়ং শ্রোত্রিয়স্যাতস্তদানন্দোঽধিকোঽন্যতঃ ।**
**গন্ধর্বানন্দ আশাস্তি রাজ্ঞো নাস্তি বিবেকিনঃ ॥ ২৭॥**

***অন্বয় ঃ*** উভয়ম্ (উক্ত দুই দুঃখ) শ্রোত্রিয়স্য ন (শ্রোত্রিয়ের নাই); অতঃ (এইহেতু) তদানন্দঃ (তাহার সেই আনন্দ) অন্যতঃ (চক্রবর্তী রাজার আনন্দ অপেক্ষা) অধিকঃ (অধিক)। রাজ্ঞঃ (রাজার) গন্ধর্বানন্দে (মর্ত্য আনন্দের শতগুণ আনন্দে) আশা অস্তি (আশা হয়), বিবেকিনঃ (বিবেকীর), (কিন্তু) ন অস্তি ([সেই] আশা নাই)॥ ২৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এই দুই দুঃখ শ্রোত্রিয়ের নাই। এইহেতু, তাহার আনন্দ চক্রবর্তী রাজার আনন্দ অপেক্ষা অধিক। রাজার গন্ধর্বানন্দে আশা হয়, বিবেকীর কিন্তু সেইরূপ আশা নাই ॥ ২৭॥

**অস্মিন্ কল্পে মনুষ্যঃ সন্ পুণ্যপাকবিশেষতঃ ।**
**গন্ধর্বত্বং সমাপন্নো মর্ত্যগন্ধর্ব উচ্যতে ॥ ২৮॥**

***অন্বয় ঃ*** [যিনি] অস্মিন্ কল্পে (এই কল্পে) মনুষ্যঃ সন্ (মনুষ্যরূপে জন্ম হইয়া) পুণ্যপাকবিশেষতঃ (পুণ্যের ফলবিশেষ দ্বারা) গন্ধর্বত্বম্ সমাপন্নঃ (গন্ধর্বত্ব লাভ করিয়াছেন), [তিনি] মর্ত্যগন্ধর্বঃ (মনুষ্যগন্ধর্ব বলিয়া) উচ্যতে (উক্ত হন) ॥ ২৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এই কল্পে মনুষ্যরূপে জাত হইয়া পুণ্যের ফলবিশেষ দ্বারা যিনি গন্ধর্বত্ব লাভ করিয়াছেন, তিনি মনুষ্যগন্ধর্ব বলিয়া উক্ত হন ॥ ২৮॥

**পূর্বকল্পে কৃতাৎ পুণ্যাৎ কল্পাদাবেব চেদ্ভবেৎ ।**
**গন্ধর্বত্বং তাদৃশোঽত্র দেবগন্ধর্ব উচ্যতে ॥ ২৯॥**

***অন্বয় ঃ*** পূর্বকল্পে কৃতাৎ পুণ্যাৎ (পূর্বকল্পে কৃত পুণ্যের ফলে) কল্পাদৌ এব (সৃষ্টির আদিতেই) গন্ধর্বত্বম্ ভবেৎ চেৎ (যদি গন্ধর্বত্ব লাভ হয়), [তবে] তাদৃশঃ (সেইরূপ জীব) অত্র (শাস্ত্রে) দেবগন্ধর্বঃ (দেবগন্ধর্ব নামে) উচ্যতে (উক্ত হয়) ॥ ২৯॥

---

১ 'ইতি ভীঃ'—এই পাঠান্তর

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** পূর্বকল্পে কৃত পুণ্যের ফলে সৃষ্টির আদিতেই যদি গন্ধর্বত্ব লাভ হয়, তবে সেইরূপ জীবকে শাস্ত্রে দেবগন্ধর্ব বলা হয় ॥২৯॥

**অগ্নিষ্বাত্তাদয়ো লোকে পিতরশ্চিরবাসিনঃ ।**
**কল্পাদাবেব দেবত্বং গতা আজানদেবতাঃ ॥৩০॥**

***অন্বয় ঃ*** লোকে (পিতৃলোকে) চিরবাসিনঃ (চিরকাল নিবাসী) অগ্নিষ্বাত্তাদয়ঃ (অগ্নিষ্বাত্তা প্রভৃতি) পিতরঃ (পিতৃগণ); [আর] কল্পাদৌ এব (কল্পের আদিতেই) দেবত্বম্ গতাঃ (যাঁহারা দেবত্বলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা) আজানদেবতাঃ (আজান-দেবতা) ॥৩০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** পিতৃলোকে চিরকালনিবাসী অগ্নিষ্বাত্তা প্রভৃতি পিতৃগণ বলিয়া কথিত হন। আর কল্পের আদিতেই যাঁহারা দেবত্বলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা আজানদেবতা ॥৩০॥

**অস্মিন্ কল্পেঽশ্বমেধাদি কর্ম কৃত্বা মহৎ পদম্ ।**
**অবাপ্যাজানদেবৈর্যাঃ পূজ্যাস্তাঃ কর্মদেবতাঃ ॥৩১॥**

***অন্বয় ঃ*** অস্মিন্ কল্পে (বর্তমান কল্পে) অশ্বমেধ-আদি (অশ্বমেধাদি) কর্ম কৃত্বা (কর্ম করিয়া) মহৎ পদম্ অবাপ্য (মহৎ পদ লাভ করিয়া) যাঃ (যাঁহারা) আজানদেবৈঃ পূজ্যাঃ (আজান দেবগণের পূজার যোগ্য হইয়াছেন) তাঃ (তাঁহারা) কর্মদেবতাঃ (কর্মদেবতা) ॥৩১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** বর্তমান কল্পে অশ্বমেধাদি কর্ম করিয়া, মহৎ পদ প্রাপ্ত হইয়া, যাঁহারা আজানদেবগণের পূজ্য হইয়াছেন, তাঁহারা কর্মদেবতা ॥৩১॥

**যমাগ্নিমুখ্যা দেবাঃ স্যুর্জ্ঞাতাবিন্দ্রবৃহস্পতী ।**
**প্রজাপতির্বিরাট্ প্রোক্তো ব্রহ্মা সূত্রাত্মনামকঃ ॥৩২॥**

***অন্বয় ঃ*** যম-অগ্নি-মুখ্যাঃ দেবাঃ স্যুঃ (যম, অগ্নি প্রভৃতি মুখ্যদেবতা হন); ইন্দ্র-বৃহস্পতী জ্ঞাতৌ (ইন্দ্র ও বৃহস্পতি প্রসিদ্ধ)। বিরাট্ ([সমষ্টি স্থূল শরীরাভিমানী] বিরাট্) প্রজাপতিঃ (প্রজাপতি নামে) প্রোক্তঃ (উক্ত হন)। সূত্রাত্ম-নামকঃ ([সমষ্টি সূক্ষ্মশরীরাভিমানী হিরণ্যগর্ভ বা] সূত্রাত্মা যাঁহার নাম, তিনি) ব্রহ্মা (ব্রহ্মা) ॥৩২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যম, অগ্নি প্রভৃতি মুখ্যদেবতা; ইন্দ্র ও বৃহস্পতি প্রসিদ্ধ; বিরাট্ প্রজাপতিনামে উক্ত হন; সূত্রাত্মাই ব্রহ্মা ॥৩২॥[১]

---

১ তৈঃ উঃ অষ্টম অনুবাক্ দ্রষ্টব্য

**সার্বভৌমাদিসূত্রান্তা উত্তরোত্তরকামিনঃ ।**
**অবাঙ্‌মনসগম্যোঽয়মাত্মানন্দস্ততঃ পরম্ ॥৩৩॥**

***অন্বয় ঃ*** সার্বভৌমাদি-সূত্রান্তাঃ (সার্বভৌম নৃপতি হইতে সূত্রাত্মা পর্যন্ত সকলে) উত্তরোত্তর-কামিনঃ (আপনা হইতে পরবর্তী পরবর্তী উচ্চতর আনন্দের অভিলাষী)। [কিন্তু] অয়ম্ (এই) অ-বাক্-মনস-গম্যঃ আত্মানন্দঃ (বাক্যমনের অগোচর আত্মানন্দ) ততঃ পরম্ (সেইসব আনন্দ হইতে শ্রেষ্ঠ) ॥৩৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সার্বভৌম নৃপতি হইতে সূত্রাত্মা পর্যন্ত সকলে উত্তরোত্তর (উৎকৃষ্টতর) আনন্দের অভিলাষী। কিন্তু বাক্যমনের অগোচর এই আত্মানন্দ তৎসমুদয় হইতে শ্রেষ্ঠ ॥৩৩॥

**তৈস্তৈঃ কাম্যেষু সর্বেষু সুখেষু শ্রোত্রিয়ো যতঃ ।**
**নিস্পৃহস্তেন সর্বেষামানন্দাঃ সন্তি তস্য তে ॥৩৪॥**

***অন্বয় ঃ*** তৈঃ তৈঃ (সেই সেই [সার্বভৌমাদির]) কাম্যেষু (কাম্য) সর্বেষু সুখেষু (সকল সুখে) যতঃ (যেহেতু) শ্রোত্রিয়ঃ নিস্পৃহঃ (শ্রোত্রিয় নিস্পৃহ) তেন (সেইহেতু) সর্বেষাম্ ([সার্বভৌমাদি] সকলের) তে আনন্দাঃ (উক্ত সকল প্রকার আনন্দ) তস্য (শ্রোত্রিয়ের) সন্তি (আছে) ॥৩৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সেই সেই সার্বভৌমাদির কাম্য সকল-প্রকার সুখে যেহেতু শ্রোত্রিয় নিস্পৃহ, সেই কারণে পূর্বোক্ত সকলের উক্ত সকল-প্রকার আনন্দ শ্রোত্রিয়ে বিদ্যমান ॥৩৪॥

**সর্বকামাপ্তিরেষোক্তা যদ্বা সাক্ষিচিদাত্মনা ।**
**স্বদেহবৎসর্বদেহেষ্বপি ভোগানবেক্ষতে ॥৩৫॥**

***অন্বয় ঃ*** এষা (ইহা) সর্বকামাপ্তিঃ উক্তা (সর্বকামনার প্রাপ্তি বলিয়া উক্ত হইয়াছে)। যৎ-বা (অথবা) সাক্ষি-চিদাত্মনা (সাক্ষিচৈতন্যরূপে), [জ্ঞানী] স্বদেহবৎ (নিজদেহে সুখ অনুভবের ন্যায়) সর্বদেহেষু অপি (সকল দেহেই) ভোগান্ অবেক্ষতে (ভোগসুখকে, সুখাকার বৃত্তিকে অনুভব করেন) ॥৩৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ইহাকে সর্বকামাপ্তি বলে। অথবা জ্ঞানী স্বদেহে সুখানুভবের ন্যায় সাক্ষিচৈতন্যরূপে সকলদেহেই সুখভোগ অনুভব করেন ॥৩৫॥

**অজ্ঞস্যাপ্যেতদস্ত্যেব ন তু তৃপ্তিরবোধতঃ ।**
**যো বেদ সোঽশ্নুতে সর্বান্ কামানিত্যব্রবীচ্ছ্রুতিঃ ॥৩৬॥**

***অন্বয় ঃ*** অজ্ঞস্য অপি (অজ্ঞানীরও), [যদ্যপি] এতৎ (এই সর্বানন্দ প্রাপ্তি)

অস্তি এব ([স্বরূপতঃ অর্থাৎ সাক্ষিস্বরূপ বলিয়া] আছেই) তু (কিন্তু) অবোধতঃ ([তাহার সাক্ষিস্বরূপতার] জ্ঞান নাই বলিয়া) তৃপ্তিঃ ন (তৃপ্তি নাই)। যঃ বেদ (যিনি [পরমাত্মাকে] জানেন) সঃ (তিনি) সর্বান্ কামান্ (সকল-প্রকার কাম্যবস্তু-লাভরূপ সুখ) অশ্নুতে (অনুভব করিয়া থাকেন) ইতি (এই কথা) শ্রুতিঃ (শ্রুতি) অব্রবীৎ (বলিয়াছেন) ॥৩৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যদ্যপি সাক্ষিস্বরূপ বলিয়া অজ্ঞানীরও এই সর্বানন্দপ্রাপ্তি আছে, তবুও তাহার সাক্ষিস্বরূপতার জ্ঞান নাই বলিয়া সেই তৃপ্তি নাই। শ্রুতি (তৈঃ উঃ ২/১/১) বলিয়াছেন—"যিনি পরমাত্মাকে জানেন তিনি সর্ব প্রকার কাম্যবস্তু লাভের সুখ অনুভব করিয়া থাকেন।" ॥৩৬॥

**যদ্বা সর্বাত্মতাম্ স্বস্য সাম্না গায়তি সর্বদা ।**
**অহমন্নং তথান্নাদশ্চেতি সাম হ্যধীয়তে ॥৩৭॥**

***অন্বয় ঃ*** যৎ-বা (অথবা) স্বস্য (জ্ঞানী আপনার) সর্বাত্মতাম্ (সর্বাত্মতা) সাম্না ([আপনার ব্রহ্মস্বরূপতা খ্যাপনমূলক] মন্ত্রের দ্বারা) সর্বদা গায়তি (সর্বদা গান করিয়া থাকেন)—অহম্ অন্নম্ (আমি অন্নস্বরূপ) তথা (সেইরূপ) অন্নাদঃ চ (অন্নের ভোক্তাও) ইতি (এইরূপে) সাম হি (সামই অর্থাৎ সমরূপ ব্রহ্মই) অধীয়তে (অধীত অর্থাৎ গীত হইয়া থাকে) ॥৩৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অথবা জ্ঞানী আপনার সর্বাত্মতা, ব্রহ্মস্বরূপতা খ্যাপনমূলক মন্ত্রের দ্বারা গান করিয়া থাকেন। "আমি অন্নস্বরূপ, সেইরূপ আমি অন্নের ভোক্তাও"[১]—এইরূপে সমরূপ ব্রহ্মই গীত হইয়া থাকে ॥৩৭॥

**দুঃখাভাবশ্চ কামাপ্তিরুভে হ্যেবং নিরূপিতে ।**
**কৃতকৃত্যত্বমন্যচ্চ প্রাপ্তপ্রাপ্যত্বমীক্ষ্যতাম্ ॥৩৮॥**

***অন্বয় ঃ*** এবম্ (এই প্রকারে) দুঃখাভাবঃ চ কামাপ্তিঃ (দুঃখাভাব ও সর্বকামনার প্রাপ্তি) উভে হি নিরূপিতে (উভয়ই নিরূপিত হইয়াছে)। চ (আর) অন্যৎ (উহা হইতে অতিরিক্ত) কৃতকৃত্যত্বম্ প্রাপ্তপ্রাপ্যত্বম্ (কৃতকৃত্যতা ও প্রাপ্তপ্রাপ্যতা) ঈক্ষ্যতাম্ ([পূর্বোক্ত তৃপ্তিদীপ প্রকরণে] দেখিয়া লইতে হইবে) ॥৩৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এইরূপে সর্বদুঃখাভাব ও সর্বকামপ্রাপ্তি, উভয়ই নিরূপিত হইল। আর তদতিরিক্ত কৃতকৃত্যতা ও প্রাপ্তপ্রাপ্যতা পূর্বোক্ত তৃপ্তিদীপ প্রকরণে দেখিয়া লইতে হইবে ॥৩৮॥

১ তৈঃ উঃ ৩/১০/৬-৭

উভয়ং তৃপ্তিদীপে হি সম্যগস্মাভিরীরিতম্ ।
ত এবাত্রানুসন্ধেয়াঃ শ্লোকা বুদ্ধিবিশুদ্ধয়ে ॥৩৯॥

***অন্বয় ঃ*** অস্মাভিঃ (আমাদিগের দ্বারা) তৃপ্তিদীপে (তৃপ্তিদীপ প্রকরণে) উভয়ম্ হি (কৃতকৃত্যতা ও প্রাপ্তপ্রাপ্যতা—এই উভয়ই) সম্যক্ ঈরিতম্ (যথাযথভাবে বর্ণিত হইয়াছে) তে এব শ্লোকাঃ (সেই শ্লোকসমূহ) অত্র (এই প্রকরণে) বুদ্ধি-বিশুদ্ধয়ে (বুদ্ধি-বিশুদ্ধির জন্য) অনুসন্ধেয়াঃ (স্মরণ করিবার যোগ্য) ॥৩৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** তৃপ্তিদীপ প্রকরণে এই উভয়ই যথাযথভাবে আমাদিগের দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। বুদ্ধি-বিশুদ্ধির জন্য সেই শ্লোকসমূহ এই প্রকরণে স্মরণ করিবার যোগ্য ॥৩৯॥

ঐহিকামুষ্মিকব্রাতসিদ্ধ্যৈ মুক্তেশ্চ সিদ্ধয়ে ।
বহুকৃত্যং পুরাস্যাভূত্তৎ সর্বমধুনা কৃতম্ ॥৪০॥

তদেতৎ কৃতকৃত্যত্বং প্রতিযোগিপুরঃসরম্ ।
অনুসন্দধদেবায়মেবং তৃপ্যতি নিত্যশঃ ॥৪১॥

দুঃখিনোঽজ্ঞাঃ সংসরন্তু কামং পুত্রাদ্যপেক্ষয়া ।
পরমানন্দপূর্ণোঽহং সংসরামি কিমিচ্ছয়া ॥৪২॥

অনুতিষ্ঠন্তু কর্মাণি পরলোকযিযাসবঃ ।
সর্বলোকাত্মকঃ কস্মাদনুতিষ্ঠামি কিং কথম্ ॥৪৩॥

ব্যাচক্ষতাং তে শাস্ত্রাণি বেদানধ্যাপয়ন্তু বা ।
যেঽত্রাধিকারিণো মে তু নাধিকারোঽক্রিয়ত্বতঃ ॥৪৪॥

নিদ্রাভিক্ষে স্নানশৌচে নেচ্ছামি নো করোমি চ ।
দ্রষ্টারশ্চেৎ কল্পয়ন্তি কিং মে স্যাদন্যকল্পনাৎ ॥৪৫॥

গুঞ্জাপুঞ্জাদি দহ্যেত নান্যারোপিতবহ্নিনা ।
নান্যারোপিতসংসারধর্মানেবমহং ভজে ॥৪৬॥

শৃণ্বন্ত্বজ্ঞাততত্ত্বাস্তে জানন্ কস্মাৎ শৃণোম্যহম্ ।
মন্যন্তাং সংশয়াপন্না ন মন্যেঽহমসংশয়ঃ ॥৪৭॥

বিপর্যস্তো নিদিধ্যাসেৎ কিং ধ্যানমবিপর্যয়াৎ ।
দেহাত্মত্ববিপর্যাসং ন কদাচিদ্ভজাম্যহম্ ॥৪৮॥

অহং মনুষ্য ইত্যাদিব্যবহারো বিনাপ্যমুম্ ।
বিপর্যাসং চিরাভ্যস্তবাসনাতোঽবকল্পতে ॥৪৯॥

প্রারব্ধকর্মাণি ক্ষীণে ব্যবহারো নিবর্ততে ।
কর্মাক্ষয়ে ত্বসৌ নৈব শাম্যেদ্ধ্যানসহস্রতঃ ॥৫০॥

বিরলত্বং ব্যবহৃতেরিষ্টং চেদ্ধ্যানমস্তু তে ।
অবাধিকাং ব্যবহৃতিং পশ্যন্ ধ্যায়াম্যহং কুতঃ ॥৫১॥

বিক্ষেপো নাস্তি যস্মান্মে ন সমাধিস্ততো মম ।
বিক্ষেপো বা সমাধির্বা মনসঃ স্যাদ্বিকারিণঃ ॥৫২॥

নিত্যানুভবরূপস্য কো মে বানুভবঃ পৃথক্ ।
কৃতং কৃত্যং প্রাপনীয়ং প্রাপ্তমিত্যেব নিশ্চয়ঃ ॥৫৩॥

ব্যবহারো লৌকিকো বা শাস্ত্রীয়ো বান্যথাপি বা ।
মমাকর্তুরলেপস্য যথারব্ধং প্রবর্ততাম্ ॥৫৪॥

অথবা কৃতকৃত্যোঽপি লোকানুগ্রহকাম্যয়া ।
শাস্ত্রীয়েণৈব মার্গেণ বর্তেঽহং কা মম ক্ষতিঃ ॥৫৫॥

দেবার্চনস্নানশৌচভিক্ষাদৌ বর্ততাং বপুঃ ।
তারং জপতু বাক্ তদ্বৎ পঠত্বাম্নায়মস্তকম্ ॥৫৬॥

বিষ্ণুং ধ্যায়তু ধীর্যদ্বা ব্রহ্মানন্দে বিলীয়তাম্ ।
সাক্ষ্যহং কিঞ্চিদপ্যত্র ন কুর্বে নাপি কারয়ে ॥৫৭॥

(অনুবাদ ও অন্বয় দ্রষ্টব্য ঃ তৃপ্তিদীপ ২৫৩ ২৭০)

কৃতকৃত্যতয়া তৃপ্তঃ প্রাপ্তপ্রাপ্যতয়া পুনঃ ।
তৃপ্যন্নেবং স্বমনসা মন্যতেঽসৌ নিরন্তরম্ ॥৫৮॥

ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং নিত্যং স্বাত্মানমঞ্জসা বেদ্মি ।
ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং ব্রহ্মানন্দো বিভাতি মে স্পষ্টম্ ॥৫৯॥

ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং দুঃখং সাংসারিকং ন বীক্ষেঽদ্য ।
ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং স্বস্যাজ্ঞানং পলায়িতং ক্বাপি ॥৬০॥

ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং কর্তব্যং মে ন বিদ্যতে কিঞ্চিৎ ।
ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং প্রাপ্তব্যং সর্বমদ্য সম্পন্নম্ ॥ ৬১॥

ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং তৃপ্তের্মে কোপমা ভবেল্লোকে ।
ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং ধন্যো ধন্যঃ পুনঃ পুনর্ধন্যঃ ॥ ৬২॥

অহো পুণ্যমহো পুণ্যং ফলিতং ফলিতং দৃঢ়ম্ ।
অস্য পুণ্যস্য সম্পত্তেরহো বয়মহো বয়ম্ ॥ ৬৩॥

অহো শাস্ত্রমহো শাস্ত্রমহো গুরুরহো গুরুঃ ।
অহো জ্ঞানমহো জ্ঞানমহো সুখমহো সুখম্ ॥ ৬৪॥

(অন্বয় ও অনুবাদ দ্রষ্টব্য ঃ তৃপ্তিদীপ ২৯১—২৯৭)

ব্রহ্মানন্দাভিধে গ্রন্থে চতুর্থোঽধ্যায় ঈরিতঃ ।
বিদ্যানন্দস্তদুৎপত্তিপর্যন্তোঽভ্যাস ইষ্যতাম্ ॥ ৬৫॥

***অন্বয় ঃ*** ব্রহ্মানন্দ-অভিধে গ্রন্থে (ব্রহ্মানন্দ-নামক [পঞ্চঅধ্যায়াত্মক] গ্রন্থে) বিদ্যানন্দঃ (বিদ্যানন্দ নামক) চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ (চতুর্থ অধ্যায়) ঈরিতঃ (বর্ণিত হইল)। তৎ-উৎপত্তি-পর্যন্তঃ (বিদ্যানন্দরূপ ব্রহ্মানন্দের উৎপত্তি পর্যন্ত) অভ্যাসঃ ইষ্যতাম্ (অভ্যাস করিতে হইবে, ইহাই অভিপ্রায়) ॥ ৬৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ব্রহ্মানন্দ-নামক পঞ্চাধ্যায়াত্মক গ্রন্থে বিদ্যানন্দ-নামক চতুর্থ অধ্যায় বর্ণিত হইল। যে পর্যন্ত না বিদ্যানন্দ উৎপন্ন হয়, সেই পর্যন্ত অভ্যাস করিয়া যাইতে হইবে, ইহাই অভিপ্রায় ॥ ৬৫॥

॥ ইতি ব্রহ্মানন্দে বিদ্যানন্দ-প্রকরণম্ সমাপ্তম্ ॥

॥ ব্রহ্মানন্দে বিদ্যানন্দ প্রকরণ সমাপ্ত হইল ॥

# পঞ্চদশী

## পঞ্চদশ অধ্যায়

### ॥ ব্রহ্মানন্দে বিষয়ানন্দ-প্রকরণ ॥

**অথাত্র বিষয়ানন্দো ব্রহ্মানন্দাংশরূপভাক্ ।**
**নিরূপ্যতে দ্বারভূতস্তদংশত্বং শ্রুতির্জগৌ ॥ ১॥**

***অন্বয় :*** অথ অত্র (অনন্তর এই পঞ্চদশ প্রকরণে) ব্রহ্মানন্দ-অংশরূপভাক্ (ব্রহ্মানন্দের অংশরূপ) বিষয়ানন্দঃ নিরূপ্যতে (বিষয়ানন্দের নিরূপণ কবা হইতেছে)। দ্বারভূতঃ ([কারণ সেই বিষয়ানন্দ, ব্রহ্মানন্দলাভের] দ্বারস্বরূপ)। শ্রুতিঃ (শ্রুতি) তদংশত্বম্ জগৌ (বিষয়ানন্দের অংশরূপতার কথা বলিয়াছেন) ॥ ১ ॥

***বঙ্গানুবাদ :*** অনন্তর এই পঞ্চদশ প্রকরণে ব্রহ্মানন্দের অংশরূপ বিষয়ানন্দের নিরূপণ করা হইতেছে। কারণ সেই বিষয়ানন্দ ব্রহ্মানন্দের অংশরূপ হইবার ফলে তল্লাভের দ্বারস্বরূপ[১]। শ্রুতি বিষয়ানন্দকে ব্রহ্মানন্দের অংশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ॥ ১ ॥

**এষোঽস্য পরমানন্দো যোঽখণ্ডৈকরসাত্মকঃ ।**
**অন্যানি ভূতান্যেতস্য মাত্রামেবোপভুঞ্জতে ॥ ২॥**

***অন্বয় :*** যঃ (যাহা) অখণ্ড-একরসাত্মকঃ (অদ্বিতীয় সমরসস্বরূপ) এষঃ (ইহা = তাহা) অস্য পরমানন্দঃ (এই আত্মার স্বরূপভূত নিরতিশয় আনন্দ)। অন্যানি ভূতানি (অন্য প্রাণিগণ) এতস্য (এই ব্রহ্মানন্দের) মাত্রাম্ এব (অংশমাত্রকেই [বিষয়ানন্দরূপে]) উপভুঞ্জতে (উপভোগ করিয়া থাকে) ॥ ২ ॥

***বঙ্গানুবাদ :*** যাহা অদ্বিতীয় সমরসস্বরূপ, তাহা এই ব্রহ্মের স্বরূপভূত পরমানন্দ। অন্য প্রাণিগণ এই ব্রহ্মানন্দের অংশমাত্রকেই[২] বিষয়ানন্দরূপে উপভোগ করিয়া থাকে ॥ ২ ॥

**শান্তা ঘোরাস্তথা মূঢ়া মনসো বৃত্তয়স্ত্রিধা ।**
**বৈরাগ্যং ক্ষান্তিরৌদার্যমিত্যাদ্যাঃ শান্তবৃত্তয়ঃ ॥ ৩॥**

***অন্বয় :*** মনসঃ বৃত্তয়ঃ (মনের বৃত্তিসকল) ত্রিধা (তিন প্রকার)—শান্তাঃ (শান্ত,

১ যেমন দর্পণে প্রতীয়মান মুখ-প্রতিবিম্ব, মুখরূপ বিম্বকে যথাযথরূপে জানিবার দ্বারস্বরূপ।

২ বৃঃ উঃ ৪/৩/৩২

সাত্ত্বিক), ঘোরাঃ (রাজসিক, ঘোর) তথা (এবং) মূঢ়াঃ (মূঢ়, তামসিক)। বৈরাগ্যম্ (বৈরাগ্য), ক্ষান্তিঃ (ক্ষান্তি), ঔদার্যম্ (ঔদার্য) ইত্যাদ্যাঃ (প্রভৃতি) শান্তবৃত্তয়ঃ (শান্তবৃত্তি) ॥৩॥[১]

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** মনের বৃত্তিসকল তিন প্রকার—শান্ত, ঘোর ও মূঢ়। বৈরাগ্য, ক্ষান্তি (ক্ষমা), ঔদার্য (উদারতা) প্রভৃতি বৃত্তিসকল শান্তবৃত্তি ॥৩॥

**তৃষ্ণা স্নেহো রাগলোভাবিত্যাদ্যা ঘোরবৃত্তয়ঃ ।**
**সম্মোহো ভয়মিত্যাদ্যাঃ কথিতা মূঢ়বৃত্তয়ঃ ॥৪॥**

***অন্বয় ঃ*** তৃষ্ণা (বিষয়ভোগেচ্ছা) স্নেহঃ (প্রেম) রাগ-লোভৌ (অনুরাগ ও বিত্তলালসা) ইত্যাদ্যাঃ (প্রভৃতি) ঘোর-বৃত্তয়ঃ (ঘোরবৃত্তি)। সম্মোহঃ (মোহ, অবিবেক) ভয়ম্ (ভয়) ইত্যাদ্যাঃ (প্রভৃতি) মূঢ়বৃত্তয়ঃ (মূঢ়বৃত্তি) কথিতাঃ ([বলিয়া] উক্ত হইয়াছে) ॥৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** তৃষ্ণা, স্নেহ, রাগ, লোভ প্রভৃতি ঘোরবৃত্তি; মোহ, ভয় প্রভৃতি বৃত্তিসকল মূঢ়বৃত্তি বলিয়া উক্ত হয় ॥৪॥

**বৃত্তিষ্বেতাসু সর্বাসু ব্রহ্মণশ্চিৎস্বভাবতা ।**
**প্রতিবিম্বতি শান্তাসু সুখঞ্চ প্রতিবিম্বতি ॥৫॥**

***অন্বয় ঃ*** এতাসু সর্বাসু বৃত্তিষু (এই সকল বৃত্তিতে) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের) চিৎস্বভাবতা (চৈতন্যরূপতা) প্রতিবিম্বতি (প্রতিবিম্বিত হয়)। [পরন্তু] শান্তাসু (শান্তবৃত্তিসকলে) সুখম্ চ (সুখস্বরূপতাও) প্রতিবিম্বতি (প্রতিবিম্বিত হয়) ॥৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এই সকল প্রকার বৃত্তিতে ব্রহ্মের চৈতন্যরূপতা প্রতিবিম্বিত হয়। কিন্তু শান্তবৃত্তিসকলে সুখস্বরূপতাও প্রতিবিম্বিত হয় ॥৫॥

**রূপং রূপং বভূবাসৌ প্রতিরূপ ইতি শ্রুতিঃ ।**
**উপমা সূর্যকেত্যাদি সূত্রয়ামাস সূত্রকৃৎ ॥৬॥**

***অন্বয় ঃ*** অসৌ (এই পরমাত্মা) রূপম্ রূপম্ (ভিন্ন ভিন্ন উপাধিতে) প্রতিরূপঃ বভূব (প্রতিবিম্বরূপ হইলেন) ইতি শ্রুতিঃ (এইরূপ শ্রুতি [আছে])। 'উপমা সূর্যক' (দৃষ্টান্ত, জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য) ইত্যাদি (এই প্রকার) সূত্রকৃৎ (ব্রহ্মসূত্রকার ভগবান ব্যাস) সূত্রয়ামাস (সূত্র রচনা করিয়াছেন) ॥৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** 'এই পরমাত্মা ভিন্ন ভিন্ন উপাধিতে প্রতিবিম্বরূপ হইলেন'—এইরূপ শ্রুতি আছে (কঠ উঃ ২/২/৯-১০)। ইহার উপমা জলসূর্য'— ইত্যাদি সূত্র সূত্রকার ভগবান ব্যাস রচনা করিয়াছেন (ব্রঃ সূত্র ৩/২/২৮) ॥৬॥

---

১ দ্রষ্টব্য ঃ দ্বিতীয় অধ্যায় ১৪ শ্লোক

**এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ ।**
**একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ ॥ ৭॥**

**অন্বয় ঃ** এক এব হি (অদ্বিতীয়স্বরূপ হইয়াও) ভূতাত্মা (সর্ব প্রাণীর সেই আত্মা) ভূতে ভূতে (প্রতিটি প্রাণিশরীরে) ব্যবস্থিতঃ (বিদ্যমান) একধা (চন্দ্র এক হইলেও) জলচন্দ্রবৎ (ভিন্ন ভিন্ন পাত্রস্থিত জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের ন্যায়) বহুধা এব (অনেক উপাধিতে প্রতিবিম্বরূপে অনেক হইয়াই) দৃশ্যতে (দৃষ্ট হয়) ॥ ৭॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** অদ্বিতীয়স্বরূপ হইয়াও সর্বপ্রাণীর সেই আত্মা প্রতিটি প্রাণিশরীরে বিদ্যমান। যেমন চন্দ্র এক হইলেও ভিন্ন ভিন্ন পাত্রস্থিত জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া অনেক হইয়াই দৃষ্ট হয় ॥ ৭॥[১]

**জলে প্রবিষ্টশ্চন্দ্রোঽয়মস্পষ্টঃ কলুষে জলে ।**
**বিস্পষ্টো নির্মলে তদ্বদ্দ্বেধা ব্রহ্মাপি বৃত্তিষু ॥ ৮॥**

**অন্বয় ঃ** জলে প্রবিষ্টঃ (জলে [প্রতিবিম্বরূপে] প্রবিষ্ট) অযম্ চন্দ্রঃ (এই একমাত্র চন্দ্র), কলুষে জলে (মলিন জলে) অস্পষ্টঃ (অস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়), নির্মলে (নির্মলজলে) বিস্পষ্টঃ (সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়) তদ্-বৎ ব্রহ্ম অপি (সেইপ্রকার ব্রহ্মও) বৃত্তিষু (ঘোর, মূঢ় এবং শান্ত বৃত্তিসমূহে) দ্বেধা (দুই প্রকারে প্রতীয়মান হয়)॥ ৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্র যেমন মলিন জলে অস্পষ্টরূপে এবং নির্মল জলে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়, সেই প্রকার ব্রহ্মও বৃত্তিসমূহে (ঘোর ও মূঢ়বৃত্তিতে অস্পষ্ট অর্থাৎ কেবল চিদ্রূপে এবং শান্ত বৃত্তিসমূহে সুস্পষ্টরূপে অর্থাৎ চিদানন্দরূপে) দুই প্রকারে প্রতীত হয় ॥ ৮॥

**ঘোরমূঢ়াসু মালিন্যাৎ সুখাংশশ্চ[২] তিরোহিতঃ ।**
**ঈষন্নৈর্মল্যতস্তত্র চিদংশপ্রতিবিম্বনম্ ॥ ৯॥**

**অন্বয় ঃ** ঘোর-মূঢ়াসু (ঘোর ও মূঢ় বৃত্তিসমূহে) মালিন্যাৎ (মালিন্যবশতঃ) সুখাংশঃ চ (ব্রহ্মের আনন্দাংশ) তিরোহিতঃ (তিরোহিত হয়); ঈষৎ-নৈর্মল্যতঃ (ঈষৎ নির্মলতাহেতু) তত্র (উক্ত দুই প্রকার বৃত্তিতে) চিদংশ-প্রতিবিম্বনম্ (চিদংশের প্রতিবিম্ব [হয়]) ॥ ৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ঘোর ও মূঢ় বৃত্তিসমূহে মালিন্যবশতঃ ব্রহ্মের আনন্দাংশ তিরোহিত হয়। ঈষৎ নির্মলতাহেতু তাহাতে চৈতন্যাংশের প্রতিবিম্ব পড়ে ॥ ৯॥

---

১ অমৃতবিন্দু উপনিষৎ ১২

২ 'সুখাংশস্য তিবস্কৃতিঃ'—এই পাঠান্তর

**যদ্বাপি নির্মলে নীরে বহ্নেরৌষ্ণ্যস্য সংক্রমঃ ।**
**ন প্রকাশস্য তদ্বৎ স্যাচ্চিন্মাত্রোদ্ভূতিরেব চ ॥ ১০॥**

*অন্বয় ঃ* যৎ-বা (অথবা) নির্মলে নীরে অপি (নির্মল জলেও) বহ্নেঃ (অগ্নির) ঔষ্ণ্যস্য (উষ্ণতার) সংক্রমঃ (সংক্রমণ হয়) প্রকাশস্য ন ([কিন্তু] প্রকাশের সংক্রমণ হয় না) তৎ-বৎ ( সেই প্রকারে) চিৎ-মাত্র-উদ্ভূতিঃ এব চ (চৈতন্যাংশের আবির্ভাবই) স্যাৎ (হইয়া থাকে) ॥ ১০॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* অথবা যেমন নির্মল জলেও (প্রক্ষিপ্ত) বহ্নির উষ্ণতার সংক্রমণ হয়, কিন্তু প্রকাশের হয় না, সেইরূপে উক্ত বৃত্তিদ্বয়ে চৈতন্যাংশেরই ভান হইয়া থাকে (আনন্দাংশের নহে) ॥ ১০॥ .

**কাষ্ঠে ত্বৌষ্ণ্যপ্রকাশৌ দ্বাবুদ্ভবং গচ্ছতো যথা ।**
**শান্তাসু সুখচৈতন্যে তথৈবোদ্ভূতিমাপ্নুতঃ ॥ ১১॥**

*অন্বয় ঃ* তু (কিন্তু) কাষ্ঠে (কাষ্ঠে) যথা (যেমন) ঔষ্ণ্য-প্রকাশৌ দ্বৌ (উষ্ণতা ও প্রকাশ দুইটি) উদ্ভবম্ গচ্ছতঃ (আবির্ভূত হয়) তথা এব (সেইরূপই) শান্তাসু (শান্ত বৃত্তিসমূহে) সুখচৈতন্যে (আনন্দ ও চৈতন্য) উদ্ভূতিম্ (আবির্ভাব) আপ্নুতঃ (প্রাপ্ত হয়) ॥ ১১॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* কিন্তু কাষ্ঠে যেমন অগ্নির উষ্ণতা ও প্রকাশ দুইটিই আবির্ভাব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপই শান্তবৃত্তিসমূহে আনন্দ ও চৈতন্য উভয়ই আবির্ভাব প্রাপ্ত হয় ॥ ১১॥

**বস্তুস্বভাবমাশ্রিত্য[1] ব্যবস্থা তূভয়োঃ সমা ।**
**অনুভূত্যনুসারেণ কল্প্যতে হি নিয়ামকম্ ॥ ১২॥**

*অন্বয় ঃ* বস্তুস্বভাবম্ (জল কাষ্ঠ, শান্ত-ঘোরাদিবৃত্তি—এইসব উপাধির স্বভাব) আশ্রিত্য (অনুযায়ী) তু (কিন্তু) উভযোঃ ব্যবস্থা (কোন্ উপাধিতে কোন্ অংশের ভান হইবে তাহার ব্যবস্থা) সমা (তুল্যরূপে নির্ধারিত হইয়া থাকে)। অনুভূতি-অনুসারেণ হি (নিজ অনুভূতি অনুসারেই) নিয়ামকম্ (নিয়ামক প্রমাণ) কল্প্যতে (কল্পিত হয়) ॥ ১২॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* কোন্ উপাধিতে কোন্ অংশের ভান হইবে তাহা সেই সেই উপাধির স্বভাব অনুযায়ী তুলনামূলকভাবে ব্যবস্থিত হইয়া থাকে। নিজ অনুভূতি অনুসারেই এইরূপ ব্যবস্থার নিয়ামক প্রমাণ কল্পিত হয় ॥ ১২॥

১ 'স্বরূপম্'—এই পাঠান্তর

**ন ঘোরাসু ন মূঢ়াসু সুখানুভব ঈক্ষ্যতে ।**
**শান্তাস্বপি ক্বচিৎ কশ্চিৎ সুখাতিশয় ঈক্ষ্যতাম্[১] ॥ ১৩॥**

***অন্বয় ঃ*** ঘোবাসু (ঘোরবৃত্তিসমূহে) সুখানুভবঃ (সুখানুভব) ন ঈক্ষ্যতে (দেখিতে পাওয়া যায় না) মূঢ়াসু ন (মূঢ়বৃত্তিসমূহেও নহে)। শান্তাসু অপি (শান্তবৃত্তিসমূহেও) ক্বচিৎ (কোথাও) কশ্চিৎ (কোন) সুখাতিশয়ঃ (সুখের আতিশয্য) ঈক্ষ্যতাম্ (জানিবে)॥ ১৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ঘোরবৃত্তিসমূহে এবং মূঢ়বৃত্তিসমূহে সুখানুভব দেখিতে পাওয়া যায় না। শান্তবৃত্তিসমূহেও কোথাও কোন সুখের আতিশয্য, (কোথাও কোন সুখের ন্যূনতা) জানিবে ॥ ১৩॥

**গৃহক্ষেত্রাদিবিষয়ে যদা কামো ভবেত্তদা ।**
**রাজসস্যাস্য কামস্য ঘোরত্বাত্তত্র নো সুখম্ ॥ ১৪॥**

***অন্বয় ঃ*** গৃহক্ষেত্রাদি-বিষয়ে (গৃহক্ষেত্রাদি বিষয়ে) যদা (যখন) কামঃ ভবেৎ (ইচ্ছা হয়) তদা (তখন) রাজসস্য (রজোগুণের কার্য) অস্য কামস্য (এই কামনার) ঘোরত্বাৎ (ঘোরবৃত্তিরূপতাহেতু) তত্র (ঘোরবৃত্তিতে) সুখম্ নো (সুখানুভব হয় না)॥ ১৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** গৃহক্ষেত্রাদিবিষয়ে যখন ইচ্ছা হয় তখন রজোগুণের কার্য এই কামনার ঘোরবৃত্তিরূপতাহেতু তাহাতে সুখানুভব হয় না ॥ ১৪॥

**সিধ্যেন্ন বেত্যস্তি দুঃখমসিদ্ধৌ তদ্বিবর্ধতে ।**
**প্রতিবন্ধে ভবেৎ ক্রোধো দ্বেষো বা প্রতিকূলতঃ[২] ॥ ১৫॥**

***অন্বয় ঃ*** সিধ্যেৎ বা ন ([ঈপ্সিত বিষয়জনিত সুখ] সিদ্ধ হইবে কিনা) ইতি (এই প্রকার [সংশয়কালে]) দুঃখম্ অস্তি (দুঃখ হয়), অসিদ্ধৌ (সুখসিদ্ধি না হইলে) তৎ বিবর্ধতে (সেই দুঃখ বৃদ্ধি পায়), প্রতিবন্ধে ([সেই সুখসিদ্ধিতে] প্রতিবন্ধ ঘটিলে) ক্রোধঃ ভবেৎ (ক্রোধ উপস্থিত হয়) বা (অথবা) প্রতিকূলতঃ (সুখের প্রতিকূল দুঃখের প্রতি) দ্বেষঃ (দ্বেষ [উৎপন্ন হয়]) ॥ ১৫॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ঈপ্সিত বিষয়জনিত সুখ সিদ্ধ হইবে কিনা—এই প্রকার সংশয়কালে দুঃখ হয়; সুখসিদ্ধি না হইলে সেই দুঃখ বৃদ্ধি পায়; সেই সুখসিদ্ধিতে প্রতিবন্ধ ঘটিলে ক্রোধ উপস্থিত হয় অথবা প্রতিকূল দুঃখের প্রতি দ্বেষ উৎপন্ন হয় ॥ ১৫॥

১ 'ইষ্যতাম্'—এই পাঠান্তর
২ 'প্রতিবন্ধকঃ' —এই পাঠান্তর

**অশক্যশ্চেৎ প্রতিকারো বিষাদঃ স্যাৎ স তামসঃ ।**
**ক্রোধাদিষু মহদ্দুঃখং সুখশঙ্কাপি দূরতঃ ॥ ১৬॥**

***অন্বয় ঃ*** চেৎ (যদি) প্রতিকারঃ (প্রতিবন্ধের প্রতিকার) অশক্যঃ (অসম্ভব হইয়া যায়), [তখন যে] বিষাদঃ স্যাৎ (বিষাদ হয়) সঃ তামসঃ (তাহা তমোগুণের কার্য)। ক্রোধাদিষু (ক্রোধাদিতে) মহৎ দুঃখম্ (অনেক দুঃখ) সুখশঙ্কা অপি (সুখের আশাও) দূরতঃ (সুদূর) ॥ ১৬॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** প্রতিবন্ধের প্রতিকার যদি অসম্ভব হইয়া যায়, তখন যে বিষাদ হয়, তাহা তমোগুণের কার্য। ক্রোধাদিতে অনেক দুঃখ; সুখের সম্ভাবনাও সুদূর ॥ ১৬ ॥

**কাম্যলাভে হর্ষবৃত্তিঃ শান্তা তত্র মহৎ সুখম্ ।**
**ভোগে মহত্তরং লাভপ্রসক্তাবীষদেব হি ॥ ১৭॥**

***অন্বয় ঃ*** কাম্যলাভে (কাম্য বস্তুর প্রাপ্তিতে) শান্তা হর্ষবৃত্তিঃ (যে হর্ষরূপ বৃত্তি হয়, তাহা শান্তবৃত্তি), তত্র (তাহাতে) মহৎ সুখম্ (মহৎ সুখ জন্মে)। ভোগে মহত্তরম্ (তাহার ভোগে সুখ মহত্তর), লাভপ্রসক্তৌ (তাহার লাভসম্ভাবনায়) ঈষৎ এব হি ([সুখ] অল্পই) ॥ ১৭ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** কাম্যবস্তুর প্রাপ্তিতে যে হর্ষরূপ বৃত্তি হয়, তাহা শান্তবৃত্তি। তাহাতে মহৎ সুখ জন্মে; তাহার ভোগে সুখ মহত্তর; কিন্তু তাহার লাভ-সম্ভাবনায় সুখ অল্প ॥ ১৭ ॥

**মহত্তমং বিরক্তৌ তু বিদ্যানন্দে তদীরিতম্ ।**
**এবং ক্ষান্তৌ তথৌদার্যে ক্রোধলোভনিবারণাৎ ॥ ১৮॥**

***অন্বয় ঃ*** তু (কিন্তু) বিরক্তৌ (বিষয়ে বৈরাগ্য হইলে) মহত্তমম্ (সর্বোত্তম [সুখ প্রাপ্তি হয়])। বিদ্যানন্দে (বিদ্যানন্দ প্রকরণে) তৎ ঈরিতম্ (তাহা বর্ণিত হইয়াছে)। এবম্ (এই প্রকারে) ক্ষান্তৌ (ক্ষান্তিতে) তথা ঔদার্যে (ও ঔদার্যে) ক্রোধ-লোভ-নিবারণাৎ (ক্রোধ ও লোভের অভাববশতঃ) [মহত্তম সুখ হয় জানিবে] ॥ ১৮॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** কিন্তু বিষয়ে বৈরাগ্য হইলে সর্বোত্তম সুখ প্রাপ্তি হয়। বিদ্যানন্দ প্রকরণে (২১ - ৩৪) তাহা বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রকারে লোভ ও ক্রোধের অভাববশতঃ, ঔদার্য ও ক্ষান্তিতে মহত্তম সুখ হয়, জানিবে ॥ ১৮॥

**যদ্যৎ সুখং ভবেত্তত্তদ্ব্রহ্মৈব প্রতিবিম্বনাৎ ।**
**বৃত্তিষ্বন্তর্মুখাস্বস্য নির্বিঘ্নং প্রতিবিম্বনম্ ॥ ১৯॥**

***অন্বয় ঃ*** যৎ যৎ সুখম্ ( যে প্রকারে সুখ অনুভূত হউক) তৎ তৎ ব্রহ্ম এব (তাহা

ব্রহ্মই), প্রতিবিম্বনাৎ ভবেৎ (কেননা তাহা ব্রহ্মেরই প্রতিবিম্বন)। অন্তর্মুখাসু বৃত্তিষু (অন্তর্মুখী বৃত্তিসকলে) অস্য (এই ব্রহ্মের) প্রতিবিম্বনম্ (প্রতিবিম্বন) নির্বিঘ্নম্ (অবাধ হয়) ॥ ১৯॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** যে যে প্রকারে সুখ অনুভূত হউক তাহা ব্রহ্মই, কেননা তাহা ব্রহ্মেরই প্রতিবিম্বন। অন্তর্মুখী বৃত্তিসমূহে এই ব্রহ্মের প্রতিবিম্বন অবাধ হয় ॥ ১৯॥

**সত্তা চিতিঃ সুখং চেতি স্বভাবা ব্রহ্মণস্ত্রয়ঃ ।**
**মৃচ্ছিলাদিষু সত্তৈব ব্যজ্যতে নেতরদ্দ্বয়ম্ ॥ ২০॥**

***অন্বয় ঃ*** সত্তা (সত্তা) চিতিঃ (চৈতন্য) চ সুখম্ (ও সুখ)—ইতি ত্রয়ঃ (এই তিনটি) ব্রহ্মণঃ স্বভাবাঃ (ব্রহ্মের স্বরূপ)। মৃৎ-শিলাদিষু (মৃত্তিকা, প্রস্তর প্রভৃতি জড়ে) সত্তা এব ব্যজ্যতে (ব্রহ্মের সত্তাই ব্যক্ত হয়), ইতরৎ দ্বয়ম্ ন (অপর দুইটি অর্থাৎ চৈতন্য ও আনন্দ, ব্যক্ত হয় না) ॥ ২০॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** সত্তা, চৈতন্য ও সুখ (আনন্দ)—এই তিনটি ব্রহ্মের স্বরূপ। মৃত্তিকা, শিলা প্রভৃতি জড় পদার্থে ব্রহ্মের সত্তাই কেবল ব্যক্ত, অপর দুইটি নহে ॥ ২০॥

**সত্তাচিতির্দ্বয়ং ব্যক্তং ধীবৃত্ত্যোর্ঘোরমূঢ়য়োঃ ।**
**শান্তবৃত্তৌ ত্রয়ং ব্যক্তং মিশ্রং ব্রহ্মেত্থমীরিতম ॥ ২১॥**

***অন্বয় ঃ*** ঘোর-মূঢ়য়োঃ (ঘোর ও মূঢ় দুই প্রকার) ধীবৃত্ত্যোঃ (বুদ্ধিবৃত্তিতে) সত্তা চিতিঃ (সত্তা ও চৈতন্য) দ্বয়ম্ ব্যক্তম্ (দুইটি স্বভাব প্রকট হয়), শান্তবৃত্তৌ (শান্ত বৃত্তিতে) ত্রয়ম্ ব্যক্তম্ (তিনটি স্বভাব ব্যক্ত হয়)। ইত্থম্ (এই প্রকারে) মিশ্রম্ ব্রহ্ম (প্রপঞ্চসহিত ব্রহ্ম) ঈরিতম্ (কথিত হইল) ॥ ২১॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ঘোর ও মূঢ় এই দুই বুদ্ধি বৃত্তিতে ব্রহ্মের সত্তা ও চৈতন্য এই স্বভাব দুইটি প্রকটিত হয়। শান্তবৃত্তিতে তিনটি স্বভাব ব্যক্ত হয়। এই প্রকারে প্রপঞ্চসহিত ব্রহ্ম কথিত হইল ॥ ২১॥

**অমিশ্রং জ্ঞানযোগাভ্যাং তৌ চ পূর্বমুদীরিতৌ ।**
**আদ্যেঽধ্যায়ে যোগচিন্তা জ্ঞানমধ্যায়োর্দ্বয়োঃ ॥ ২২॥**

***অন্বয় ঃ*** অমিশ্রম্ (নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মকে) জ্ঞান-যোগাভ্যাম্ (জ্ঞান ও যোগদ্বারা [জানা যায়]) তৌ চ (আর সেই দুই উপায়) পূর্বম্ উদীরিতৌ (পূর্বে উক্ত হইয়াছে)। আদ্যে অধ্যায়ে (প্রথমাধ্যায়ে, পঞ্চদশীর একাদশ অধ্যায়ে) যোগচিন্তা (যোগের বিচার

[করা হইয়াছে]), দ্বয়োঃ অধ্যায়োঃ (তৎপরবর্তী দুইটি অধ্যায়ে) জ্ঞানম্ (জ্ঞানের উপদেশ [করা হইয়াছে]) ॥২২॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মকে জ্ঞান ও যোগদ্বারা জানা যায়; আর সেই দুই উপায় পূর্বে উক্ত হইয়াছে। প্রথমাধ্যায়ে যোগের বিচার করা হইয়াছে এবং পরবর্তী দুই অধ্যায়ে জ্ঞানের উপদেশ করা হইয়াছে ॥২২॥

**অসত্তা জাড্যদুঃখে দ্বে মায়ারূপং ত্রয়ং ত্বিদম্ ।**
**অসত্তা নরশৃঙ্গাদৌ জাড্যং কাষ্ঠশিলাদিষু ॥২৩॥**

*অন্বয় ঃ* অসত্তা (অসত্তা, সত্তার অভাব) জাড্য-দুঃখে দ্বে (আর জাড্য-দুঃখ দুইটি) ইদম্ ত্রয়ম্ তু (এই তিনটি কিন্তু) মায়ারূপম্ (মায়ার স্বরূপ)। নরশৃঙ্গাদৌ (মনুষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতিতে) অসত্তা (অসত্তা), কাষ্ঠ-শিলাদিষু (কাষ্ঠ ও শিলাদি পদার্থে) জাড্যম্ (জড়রূপতা), [প্রতীত হয়] ॥২৩॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* অসত্তা এবং আর দুইটি- -জড়তা ও দুঃখ, মোট এই তিনটি মায়ার স্বরূপ। তন্মধ্যে মনুষ্যশৃঙ্গাদি উদাহরণে মায়ার অসত্তা এবং কাষ্ঠ-শিলাদিতে মায়ার জড়রূপতার প্রতীতি হয় ॥২৩॥

**ঘোরমূঢ়ধিয়োর্দুঃখমেবং মায়া বিজৃম্ভিতা ।**
**[1]শান্তাদিবুদ্ধিবৃত্ত্যৈক্যান্মিশ্রং ব্রহ্মেতি কীর্তিতম্ ॥২৪॥**

*অন্বয় ঃ* ঘোর-মূঢ়-ধিয়োঃ দুঃখম্ (ঘোর ও মূঢ় বুদ্ধিবৃত্তিতে দুঃখ), এবম্ মায়া (এইরূপে মায়া) বিজৃম্ভিতা (প্রতীত হয়)। শান্তাদি-বুদ্ধিবৃত্তি-ঐক্যাৎ (শান্তাদি তিন প্রকার বুদ্ধিবৃত্তির সহিত তাদাত্ম্যবশতঃ) 'মিশ্রম্ ব্রহ্ম' (ব্রহ্ম 'মিশ্রব্রহ্ম') ইতি (এই নামে) কীর্তিতম (উক্ত হইয়াছেন) ॥২৪॥

*বঙ্গানুবাদ ঃ* ঘোর ও মূঢ়বৃত্তিতে দুঃখ, এইরূপে মায়া প্রতীত হয়। শান্তাদি বুদ্ধিবৃত্তির সহিত তাদাত্ম্যবশতঃ ব্রহ্ম 'মিশ্রব্রহ্ম'[2] এই নামে উক্ত হইয়াছেন ॥২৪॥

**এবং স্থিতেঽত্র যো ব্রহ্ম ধ্যাতুমিচ্ছেৎ পুমানসৌ ।**
**নৃশৃঙ্গাদিমুপেক্ষেত শিষ্টং ধ্যায়েদ্যথাযথম্ ॥২৫॥**

*অন্বয় ঃ* এবম্ স্থিতে (ব্রহ্ম ও মায়ার স্বরূপ নির্ণীত হইবার ফলে যে স্থিতি, তখন) অত্র (এবিষয়ে) যঃ (যে অধিকারী) ব্রহ্ম ধ্যাতুম্ ইচ্ছেৎ (ব্রহ্মকে ধ্যান করিতে ইচ্ছা করেন) অসৌ পুমান্ (সেই ব্যক্তি) নৃশৃঙ্গাদিম্ (মনুষ্যশৃঙ্গাদি-উপলক্ষিতস্বরূপ

---

১ 'শান্তাসু জড়বুদ্ধৈক্যাৎ'—এই পাঠান্তর

২ সপ্রপঞ্চব্রহ্ম

মায়াকে) উপেক্ষেত (উপেক্ষা করিবে), [এবং] শিষ্টম্ (অবশিষ্ট ব্রহ্মকে) যথাযথম্ ধ্যায়েৎ (যথাযোগ্য ধ্যান করিবে) ॥ ২৫ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এই প্রকারে ব্রহ্ম ও মায়ার স্বরূপ নির্ণীত হইলে, এবিষয়ে যে অধিকারী ব্রহ্মকে ধ্যান করিতে ইচ্ছা করে, সে অসৎ মনুষ্যশৃঙ্গাদি-উপলক্ষিতস্বরূপ মায়াকে উপেক্ষা করিবে এবং অবশিষ্ট সৎস্বরূপ ব্রহ্মকে যথাযোগ্য ধ্যান করিবে ॥ ২৫ ॥

**শিলাদৌ নামরূপে দ্বে ত্যক্ত্বা সন্মাত্রচিন্তনম্ ।**
**ত্যক্ত্বা দুঃখং ঘোরমূঢ়ধিয়োঃ সচ্চিদ্বিচিন্তনম্ ॥ ২৬॥**

***অন্বয় ঃ*** শিলাদৌ (শিলা প্রভৃতি জড়পদার্থে) নাম-রূপে দ্বে (নাম ও রূপ উভয়কে) ত্যক্ত্বা (পরিত্যাগ করিয়া) সৎ-মাত্র-চিন্তনম্ (কেবলমাত্র সত্তার চিন্তা [করিতে হয়]) [এবং] ঘোর-মূঢ়-ধিয়োঃ (ঘোর ও মূঢ়বৃত্তিতে) দুঃখম্ ত্যক্ত্বা (দুঃখকে ত্যাগ করিয়া) সৎ-চিৎ-বিচিন্তনম্ (সত্তা ও চৈতন্যের চিন্তা করা প্রয়োজন) ॥ ২৬ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** শিলাদিতে নামরূপ উভয়কে ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র সত্তার চিন্তা করিতে হয় এবং ঘোর ও মূঢ়বৃত্তিতে দুঃখকে পরিত্যাগ করিয়া সত্তা ও চৈতন্যের চিন্তা করা প্রয়োজন ॥ ২৬ ॥

**শান্তাসু সচ্চিদানন্দাংস্ত্রীনপ্যেবং বিচিন্তয়েৎ ।**
**কনিষ্ঠমধ্যমোৎকৃষ্টাস্তিস্রশ্চিন্তাঃ ক্রমাদিমাঃ ॥ ২৭ ॥**

***অন্বয় ঃ*** এবম্ (এইরূপে) শান্তাসু (শান্তবৃত্তিসমূহে) সৎ-চিৎ-আনন্দান্ (সৎ, চিৎ ও আনন্দ) ত্রীন অপি (এই তিনেরই) বিচিন্তয়েৎ (চিন্তা করিবে, ধ্যান করিবে)। ইমাঃ তিস্রঃ চিন্তাঃ (পূর্ব শ্লোকোক্ত দুই প্রকার ও বর্তমান শ্লোকোক্ত এক প্রকার--- এই তিন প্রকার ধ্যান) ক্রমাৎ (যথাক্রমে) কনিষ্ঠ-মধ্যম-উৎকৃষ্টাঃ (কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম)॥ ২৭ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এইরূপে শান্তবৃত্তিসমূহে সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই তিনেরই ধ্যান করিবে। এই তিন প্রকার ধ্যান যথাক্রমে কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম ॥ ২৭ ॥

**মন্দস্য ব্যবহারেঽপি মিশ্রব্রহ্মণি চিন্তনম্ ।**
**উৎকৃষ্টং বক্তুমেবাত্র বিষয়ানন্দ ঈরিতঃ ॥ ২৮ ॥**

***অন্বয় ঃ*** মন্দস্য (মন্দবুদ্ধি মানুষের, যাঁহারা নির্গুণ ব্রহ্মধ্যানে অনধিকারী তাহাদের) ব্যবহারে অপি (ব্যবহারেও) মিশ্রব্রহ্মণি চিন্তনম্ (মিশ্রব্রহ্মবিষয়ক চিন্তা, সপ্রপঞ্চব্রহ্মবিষয়ক চিন্তা বা ধ্যান) উৎকৃষ্টম্ (উৎকৃষ্ট) বক্তুম্ এব (ইহা বলিবার নিমিত্তই) অত্র (এই প্রকরণে) বিষয়ানন্দঃ ঈরিতঃ (বিষয়ানন্দ কথিত হইল) ॥ ২৮ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** মন্দবুদ্ধি মনুষ্যের ব্যবহারেও মিশ্রব্রহ্মবিষয়ক চিন্তা উৎকৃষ্ট, ইহা বলিবার অভিপ্রায়েই এই প্রকরণে 'বিষয়ানন্দ' কথিত হইল ।।২৮।।

**ঔদাসীন্যে তু ধীবৃত্তেঃ শৈথিল্যাদুত্তমোত্তমম্ ।**
**চিন্তনং বাসনানন্দে ধ্যানমুক্তং চতুর্বিধম্ ।। ২৯।।**

***অন্বয় ঃ*** তু (কিন্তু) ঔদাসীন্যে ([উক্তপ্রকার মিশ্রব্রহ্মের ধ্যান দ্বারা বিষয়ের প্রতি] উদাসীনতা জন্মিলে) ধীবৃত্তেঃ শৈথিল্যাৎ (বুদ্ধিবৃত্তির শিথিলতাবশতঃ, অনাসক্তিবশতঃ) বাসনানন্দে চিন্তনম্ (যে বাসনানন্দ বিষয়ক ধ্যান জন্মে তাহা) উত্তমোত্তমম্ (পূর্বোক্ত উত্তম ধ্যান হইতেও উত্তম)। চতুর্বিধম্ ([এইভাবে] চারি প্রকার) ধ্যানম্ (ধ্যান) উক্তম্ (কথিত হইল) ।। ২৯।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** কিন্তু উদাসীন অবস্থায় বুদ্ধিবৃত্তির শিথিলতাবশতঃ যে বাসনানন্দ বিষয়ক ধ্যান জন্মে, তাহা পূর্বোক্ত (২৭ শ্লোক) উত্তম ধ্যান হইতেও উত্তম । এইভাবে চারি প্রকার ধ্যান কথিত হইল ।।২৯।।

**ন ধ্যানং জ্ঞানযোগাভ্যাং ব্রহ্মবিদ্যৈব সা খলু ।**
**ধ্যানেনৈকাগ্র্যমাপন্নে চিত্তে বিদ্যা স্থিরীভবেৎ ।।৩০।।**

***অন্বয় ঃ*** [পূর্বোক্ত ধ্যান চারিটি] জ্ঞান-যোগাভ্যাম্ (জ্ঞান ও যোগের সহায়ে [হয় বলিয়া]) ধ্যানম্ ন (তাহারা কেবলমাত্র ধ্যান নহে), সা খলু (তাহারা নিশ্চয়) ব্রহ্মবিদ্যা এব (ব্রহ্মবিদ্যাই)। ধ্যানেন (ধ্যানের দ্বারা) ঐকাগ্র্যম্ আপন্নে (একাগ্রতা প্রাপ্ত) চিত্তে (চিত্তে) বিদ্যা (ব্রহ্মজ্ঞান) স্থিরীভবেৎ (স্থির হয়, অর্থাৎ সংশয়-বিপর্যয়রহিত হয়) ।।৩০।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** পূর্বোক্ত ধ্যান, জ্ঞান ও যোগের সহায়ে হয় বলিয়া তাহা কেবলমাত্র ধ্যান নহে, তাহা নিশ্চয় ব্রহ্মবিদ্যাই। ধ্যানের দ্বারা একাগ্রতাপ্রাপ্ত চিত্তে ব্রহ্মজ্ঞান দৃঢ় হয় ।।৩০।।

**বিদ্যায়াং সচ্চিদানন্দা অখণ্ডৈকরসাত্মতাম্ ।**
**প্রাপ্য ভান্তি ন ভেদেন ভেদকোপাধিবর্জনাৎ ।।৩১।।**

***অন্বয় ঃ*** বিদ্যায়াম্ (এই জ্ঞানে) সচ্চিদানন্দাঃ (সৎ, চিৎ ও আনন্দ) অখণ্ড-একরসাত্মতাম্ প্রাপ্য (অখণ্ড সমরসভাব প্রাপ্ত হইয়া) ভান্তি (প্রকাশ পায়), ভেদেন ন (সৎ, চিৎ ও আনন্দ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ পায় না)। ভেদক-উপাধি-বর্জনাৎ (কেননা, ভেদ-উৎপাদক উপাধি তিরোহিত হইয়া যায়) ।।৩১।।

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ভেদোৎপাদক উপাধির পরিত্যাগ হেতু এই জ্ঞানে সৎ, চিৎ

ও আনন্দ অখণ্ড সমরসভাব প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ পায়; ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ পায় না ॥৩১॥

**শান্তা ঘোরাঃ শিলাদ্যাশ্চ ভেদকোপাধয়ো মতাঃ ।**
**যোগাদ্বিবেকতো বৈষামুপাধীনামপাকৃতিঃ ॥৩২॥**

***অন্বয় ঃ*** শান্তাঃ (শান্তবৃত্তিসমূহ) ঘোরাঃ (ঘোরবৃত্তিসমূহ) চ (এবং) শিলাদ্যাঃ (প্রস্তর মৃত্তিকাদি) ভেদক-উপাধয়ঃ মতাঃ (ভেদক উপাধিসমূহ বলিয়া উক্ত হয়)। যোগাৎ (যোগদ্বারা) বিবেকতঃ বা (অথবা বিচার দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞানদ্বারা) এষাম্ উপাধীনাম্ (এই উপাধিসমূহের) অপাকৃতিঃ (পরিহার [হইয়া যায়]) ॥৩২॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** শান্তবৃত্তি, ঘোরবৃত্তি ও প্রস্তরাদি ভেদক উপাধি বলিয়া উক্ত হয়। যোগদ্বারা অথবা জ্ঞান দ্বারা এই উপাধিসমূহের পরিহার হইয়া যায়॥৩২॥

**নিরুপাধিব্রহ্মতত্ত্বে ভাসমানে স্বয়ংপ্রভে ।**
**অদ্বৈতে ত্রিপুটী নাস্তি ভূমানন্দোঽত উচ্যতে ॥৩৩॥**

***অন্বয় ঃ*** স্বয়ংপ্রভে (স্বয়ংপ্রকাশ) অদ্বৈতে (অদ্বৈত) নিরুপাধিব্রহ্মতত্ত্বে (নিরুপাধিক ব্রহ্মতত্ত্ব) ভাসমানে (প্রকাশিত হইলে) ত্রিপুটী (ত্রিপুটীরূপ ভেদ) ন অস্তি (আর থাকে না)। অতঃ (এইহেতু) ভূমানন্দঃ উচ্যতে (তাহাকে ভূমানন্দ বলা হয়)॥৩৩॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** স্বয়ংপ্রকাশ নিরুপাধিক অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশিত হইলে তাহাতে আর ত্রিপুটীরূপ ভেদ থাকে না। এইহেতু তাহাকে ভূমানন্দ বলা হয় ॥৩৩॥

**ব্রহ্মানন্দাভিধে গ্রন্থে পঞ্চমোঽধ্যায় ঈরিতঃ ।**
**বিষয়ানন্দ এতেন দ্বারেণান্তঃ প্রবিশ্যতাম্ ॥৩৪॥**

***অন্বয় ঃ*** ব্রহ্মানন্দ-অভিধে গ্রন্থে ([পঞ্চাধ্যায়াত্মক] ব্রহ্মানন্দ নামক গ্রন্থে) বিষয়ানন্দঃ (বিষয়ানন্দ নামক) পঞ্চমঃ অধ্যায়ঃ (পঞ্চম অধ্যায়) ঈরিতঃ (কথিত হইল)। এতেন দ্বারেণ (বিষয়ানন্দে বর্ণিত উপায়ে) অন্তঃ প্রবিশ্যতাম্ (ব্রহ্মানন্দে প্রবেশ কর) ॥৩৪॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** ব্রহ্মানন্দ-নামক গ্রন্থে বিষয়ানন্দ নামক পঞ্চম অধ্যায় কথিত হইল। বিষয়ানন্দে বর্ণিত উপায়ে (উপায়কে দ্বারস্বরূপ করিয়া) ব্রহ্মানন্দে প্রবেশ কর ॥৩৪॥

**প্রীয়াদ্ধরির্হরোঽনেন ব্রহ্মানন্দেন সর্বদা ।**
**পায়াচ্চ প্রাণিনঃ সর্বান্ স্বাশ্রিতান্ শুদ্ধমানসান্ ॥ ৩৫ ॥**

**অন্বয় ঃ** অনেন ব্রহ্মানন্দেন (এই ব্রহ্মানন্দের দ্বারা) হরিঃ হরঃ সর্বদা (অভিন্নাত্মা হরিহর সদা) প্রীয়াৎ (প্রসন্ন হউন) চ (এবং) স্বাশ্রিতান্ (আপনার আশ্রিত) শুদ্ধমানসান্ (শুদ্ধচিত্ত) সর্বান্ প্রাণিনঃ (সকল প্রাণিগণকে) পায়াৎ (ত্রাণ করুন) ॥ ৩৫ ॥

***বঙ্গানুবাদ ঃ*** এই ব্রহ্মানন্দের দ্বারা অভিন্নাত্মা হরিহর সদা প্রসন্ন হউন এবং আপনার আশ্রিত শুদ্ধচিত্ত সকল প্রাণীকে ত্রাণ করুন ॥ ৩৫ ॥

## ॥ ইতি ব্রহ্মানন্দে বিষয়ানন্দ-প্রকরণম্ সমাপ্তম্ ॥

॥ ব্রহ্মানন্দে বিষয়ানন্দ প্রকরণ সমাপ্ত হইল ॥

**॥ ইতি শুভমস্তু ॥**

**॥ পঞ্চদশী সমাপ্ত ॥**

**॥ হরিঃ ওঁ তৎসৎ ॥**

# শ্লোক-সূচী


| | অধ্যায় | শ্লোক সংখ্যা | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| অখণ্ডৈকরসানন্দে | ১১ | ৮২ | ৪৩৪ |
| অগ্নিপ্রবেশহেতৌ ধীঃ | ১১ | ১২৭ | ৪৪৯ |
| অগ্নিষ্বাত্তাদয়ো | ১৪ | ৩০ | ৫২৯ |
| অচিদাত্মঘটাদীনাম | ৬ | ১২৭ | ১৫২ |
| অচিন্ত্যরচনারূপম্ | ৬ | ২৪৬ | ১৯২ |
| অচিন্ত্যরচনাশক্ত | ৬ | ১৫১ | ১৬১ |
| অচিন্ত্যাঃ খলু যে | ৬ | ১৫০ | ১৬০ |
| অচেতনানাং হেতুঃ | ৬ | ১৮৭ | ১৭৩ |
| অণুং বদন্ত্যান্তরালাঃ | ৬ | ৭৯ | ১৩৬ |
| অণুর্মহান্ মধ্যমো | ৬ | ৭৮ | ১৩৬ |
| অণোরণীয়ানেযোঽণুঃ | ৬ | ৮০ | ১৩৭ |
| অত এবাত্র দৃষ্টান্তো | ৬ | ২২৪ | ১৮৪ |
| অতএব দ্বিতীয়ত্বম্ | ২ | ৫১ | ৪৬ |
| অত এব শ্রুতিবাধ্যম্ | ৩ | ৩২ | ৭৮ |
| অত্যন্তং নির্জগদ্ব্যোম | ২ | ৪২ | ৪২ |
| অত্যন্তবুদ্ধিমান্দ্যাদ্বা | ৯ | ৫৪ | ৩৫৯ |
| অতদ্ব্যাবৃত্তিরূপেণ | ৭ | ৮৭ | ২৩৮ |
| অতিপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ | ৯ | ৯৯ | ৩৭৪ |
| অতিপ্রসঙ্গো মা শঙ্কাঃ | ৭ | ১৩২ | ২৫৩ |
| অতিবালং স্তনং পীত্বা | ১১ | ৫০ | ৪২৩ |
| অতীতেনাপি মহিষীস্নেহেন | ৯ | [illegible] | [illegible] |
| অতো নির্বচনীয়োঽয়ম | ১৩ | [illegible] | ৪৯৭ |
| অত্রাপি কলহায়ন্তে | ৬ | ১০৪ | ১৪৫ |
| অথাত্র বিষয়ানন্দো | ১৫ | ১ | ৫৩৫ |
| অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ম্ | ৭ | ১৫৯ | ২৬২ |
| অথ কেয়ং ভবেৎপ্রীতি | ১২ | ২১ | ৪৫৮ |
| অথবা কৃতকৃত্যোঽপি | ৭ | ২৬৮ | ৩০০ |
| ঐ | ১৪ | ৫৫ | ৫৩৩ |
| অথবা যোগিনামেব | ৯ | ৪৮ | ৩৫৭ |
| অদ্বয়ানন্দরূপস্য | ১০ | ৪ | ৩৯৬ |
| অদ্বিতীয়ব্রহ্মতত্ত্বে | ৬ | ২১১ | ১৮০ |
| অদ্বিতীয়ং ব্রহ্মতত্ত্বম্ | ৬ | ২১৪ | ১৮১ |
| অদ্বিতীয়ব্রহ্মতত্ত্বম্ | ৬ | ২১৭ | ১৮২ |

| | অধ্যায় | শ্লোক সংখ্যা | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| অদ্বৈতসিদ্ধির্যুক্ত্যৈব | ১১ | ২৭ | ৪১৫ |
| অদ্বৈতানন্দমার্গেণ | ১৪ | ১০ | ৫২২ |
| অদ্বৈতেঽভিমুখীকর্তুম্ | ১৩ | ৬০ | ৫০৩ |
| অদ্বৈতং প্রলয়ো দ্বৈত | ১১ | ২৯ | ৪১৬ |
| অদৃষ্ট্বা দর্পণম্ | ১৩ | ১০২ | ৫১৭ |
| অধিষ্ঠানাংশসংযুক্তম্ | ৭ | ৭ | ২১১ |
| অধিষ্ঠানতয়া দেহ | ৬ | ২১ | ১১৭ |
| অধিক্ষিপ্তস্তাড়িতো বা | ৭ | ২৮৮ | ৩০৭ |
| অধ্যেতৃবর্গমধ্যস্থ | ১ | ১২ | ৫ |
| অধ্যেতা বহ্নিবিতত্রে | ১২ | ৪৫ | ৪৬৭ |
| অধীতবেদবেদার্থো | ৯ | ৪০ | ৩৫৪ |
| অন্ত্যপ্রত্যয়তো নূনম্ | ৯ | ১৩৮ | ৩৮৭ |
| অন্তঃকরণতদ্বৃত্তি | ৮ | ২৫ | ৩২১ |
| অন্তঃকরণসন্ত্যাগাৎ | ৭ | ৮৯ | ২৩৯ |
| অন্তঃকরণসাহিত্য | ৭ | ৮৫ | ২৩৭ |
| অন্তঃকরণসন্নিয়বোধো | ৭ | [illegible] | [illegible] |
| অন্তর্বহির্বা সর্বং বা | ১০ | ২২ | ৪০২ |
| অন্তর্মুখাহমিত্যেষা বৃত্তি | ১০ | ৭ | ৩৯৭ |
| অন্তর্মুখো য আনন্দময়ো | ১১ | ৬৫ | ৪২৮ |
| অন্তর্যামী... | ৬ | ১৭৫ | [illegible] |
| অন্তর্যামিণমারভ্য | ৬ | ১২১ | [illegible] |
| অন্তঃস্থা ধীঃ সহৈব | ১০ | ১৭ | ৪০০ |
| অন্ধঃ সন্নপ্যনন্ধঃ | ১১ | ৭৪ | ৪১৮ |
| অন্নপ্রাণাদিকোশেষু | ৭ | ৬৫ | ২৩০ |
| অন্যত্রাপি শ্রুতিঃ প্রাহ | ১২ | ৫৬ | ৪৭১ |
| অন্যথৈতি বিজানীহি | ৭ | ১১৪ | ২৪৭ |
| অন্যোন্যপ্রেরণেঽপ্যেবং | ১২ | ৯ | ৪৫৪ |
| অন্যো বিজ্ঞানময়ত | ৬ | ৭৭ | ১৩৬ |
| অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো | ৭ | ১০৮ | ২৪৫ |
| অনপহৃত্য লোকাঃ | ৭ | ১৮০ | ২৬৯ |
| অনাত্মবুদ্ধিশৈথিল্যম্ | ৯ | ১৫৬ | ৩৯৩ |
| অনাদাবিহ সংসারে | ১ | ৫১ | ২৪ |
| অনাদিমায়য়া ভ্রান্তা | ৬ | ২২৩ | ১৮৪ |
| অনাদৃত্য শ্রুতিম্ | ২ | ৩১ | ৩৮ |

| | অধ্যায় | শ্লোক সংখ্যা | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| অনিচ্ছতি বলীবর্দে | ১২ | ১২ | ৪৫৫ |
| অনিবৃত্তেঽপীশসৃষ্টে | ৪ | ৪০ | ৯৬ |
| অনুতিষ্ঠন্তু কর্মাণি | ১৪ | ৪৩ | ৫৩২ |
| ঐ | ৭ | ২৫৬ | ২৯৬ |
| অনুভূতেরভাবেঽপি | ৯ | ১৫৫ | ৩৯৩ |
| অনুষ্ঠানপ্রকারোঽস্যাঃ | ৯ | ৬৪ | ৩৬৩ |
| অনুসৃত্য গুরুঃস্নেহম্ | ৯ | ৪২ | ৩৫৫ |
| অনুসন্দধতৈবাত্র | ৭ | ১২৫ | ২৫০ |
| অন্যনো জায়তে ভোগঃ | ৭ | ১৭৮ | ২৬৮ |
| অনৃতাংশো ন বোদ্ধব্যঃ | ১৩ | ৫৬ | ৫০২ |
| অনেকজন্মভজনাৎ | ১০ | ৩ | ৩৯৫ |
| অনেকদর্পণাদিত্যদীপ্তীনাং | ৮ | ২ | ৩১২ |
| অনেকধাবিভিন্নেষু | ১৩ | ৭৮ | ৫১০ |
| অন্নজন্যং মনো দেহাৎ | ৮ | ৬১ | ৩৩৬ |
| অন্নং প্রাণো মনো বুদ্ধিঃ | ১ | ৩৩ | ১৩ |
| অন্যত্ববারকম্ | ৬ | ৪২ | ১২৪ |
| অন্যতায়াঃ প্রতিদ্বন্দী | ৬ | ৫০ | ১২৭ |
| অন্যথা মৃত্তিকাদারু | ৯ | ১১ | ৩৪৫ |
| অন্যথা যাজ্ঞবল্ক্যাদেঃ | ৭ | ১৮৪ | ২৭০ |
| অন্যোন্যাধ্যাসমত্রাপি | ৬ | ১৯০ | ১৭৪ |
| অন্যোন্যাধ্যাসরূপেণ | ৭ | ১০ | ২১২ |
| অন্যোন্যাধ্যাসরূপো | ৬ | ১৯৩ | ১৭৫ |
| অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাম্ | ৪ | ৩২ | ৯৩ |
| অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং | ১ | ৩৭ | ১৪ |
| অপথ্যসেবিনশ্চোরা | ৭ | ১৫৩ | ২৬০ |
| অপনীতেষু মূর্তেষু | ৩ | ৩০ | ৫৭ |
| অপরোক্ষত্বযোগ্যস্য | ৭ | ৫৪ | ২২৭ |
| অপরোক্ষশিলাবুদ্ধির্ন | ৯ | ২৩ | ৩৪৯ |
| অপরোক্ষজ্ঞানশোক | ৭ | ৪৮ | ২২৫ |
| অপরোক্ষাত্মবিজ্ঞানম্ | ১ | ৬৪ | ২৬ |
| অপি পাশুপতাস্ত্রেণ | ৭ | ২৮০ | ৩০৫ |
| অপেক্ষতে ব্যবহৃতিঃ | ৯ | ৮৯ | ৩৭১ |
| অপ্রতীকাধিকরণে | ৯ | ১৪৫ | ৩৯০ |
| অপ্রমত্তো ভব | ২ | ৭৩ | ৫৪ |
| অপ্রমেয়মনাদিং চ | ৭ | ৯৫ | ২৪১ |
| অপ্রবেশ্য চিদাত্মানম্ | ৬ | ২৬২ | ১৯৮ |
| অপ্যব্ধিপানান্মহতঃ | ৭ | ১২১ | ২৪৯ |
| অবাধকং সাধকং চ | ৪ | ৪২ | ৯৭ |

| | অধ্যায় | শ্লোক সংখ্যা | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| অভানাবরণে নষ্টে | ৭ | ৪৬ | ২২৪ |
| অভানে ন পরং প্রেম | ১ | ১১ | ৫ |
| অভানে স্থূলদেহস্য | ১ | ৩৮ | ১৫ |
| অমার্গেণ বিচার্যাথ | ৭ | ৩৬ | ২২০ |
| অমিশ্রং জ্ঞানযোগাভ্যাম্ | ১৫ | ২২ | ৫৪১ |
| অমুনা বাসনাজালে | ১ | ৬১ | ২৫ |
| অযথাবস্তুবিজ্ঞানাৎ | ৯ | ১২ | ৩৪৫ |
| অযথা বস্তুসর্পাদি | ৭ | ২৩৫ | ২৮৮ |
| অয়মিত্যপরোক্ষত্বমুক্তম্ | ৭ | ৪৯ | ২২৫ |
| অয়মিত্যপরোক্ষত্বম্ | ৭ | ২১ | ২১৬ |
| অয়ং জীবো ন কূটস্থম্ | ৬ | ২৫ | ১১৮ |
| অয়ং যৎ সৃজতে বিশ্বম্ | ৬ | ১৬০ | ১৬৪ |
| অর্থানামর্জনে ক্লেশঃ | ৭ | ১৩৯ | ২৫৫ |
| অর্থে ব্যাকরণাদ্বুদ্ধেঃ | ১১ | ৮৪ | ৪৩৫ |
| অর্থোঽয়মাত্মগীতায়াম্ | ৯ | ১৫১ | ৩৯১ |
| অর্পকান্তররাহিত্যে | ৩ | ১৫ | ৭২ |
| অলভ্যমানস্তনয়ঃ | ১২ | ৬৫ | ৪৭৩ |
| অব্যক্তাদীনি ভূতানি | ১৩ | ৬৯ | ৫০৭ |
| অব্যাকৃতং পুরাসৃষ্টেঃ | ১৩ | ৬৫ | ৫০৫ |
| অবকাশাত্মকং তচ্চেৎ | ২ | ৬৯ | ৫২ |
| অবকাশে বিস্মৃতেঽথ | ১৩ | ৭১ | ৫০৭ |
| অবশ্য প্রকৃতিঃ সঙ্গম্ | ৬ | ২৩১ | ১৮৭ |
| অবশ্যং ভাবিভাবানাম্ | ৭ | ১৫৬ | ২৬১ |
| অবস্থান্তরতাপত্তিঃ | ১৩ | ৮ | ৪৮৬ |
| অবস্থান্তরভানং তু | ১৩ | ৯ | ৪৮৭ |
| অবজ্ঞাতং সদদ্বৈতম্ | ২ | ১০১ | ৬৩ |
| অবাঙ্মনসগম্যং তৎ | ৯ | ৫৬ | ৩৬০ |
| অবাঙ্মনসগম্যং তম্ | ৮ | ৭২ | ৩৩৯ |
| অবান্তরেণ বাক্যেন | ৭ | ৬৯ | ২৩২ |
| অবাস্তবী বেদ্যতা চেৎ | ৯ | ৬১ | ৩৬১ |
| অবিক্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠা | ১৩ | ৬৬ | ৫০৬ |
| অবিচারকৃতো বন্ধো | ১০ | ৫ | ৩৯৬ |
| অবিদ্যাবশগস্ত্বন্যঃ | ১ | ১৭ | ৭ |
| অবিদ্যাবাসনাপি | ১১ | ১৩৩ | ৪৫১ |
| অবিদ্যাবৃতকূটস্থে | ৬ | ৩৩ | ১২১ |
| অবিদ্যাবৃত্তিতাদাত্ম্যো | ৬ | ৫৩ | ১২৮ |
| অবিরুদ্ধদনুসারেণ | ৭ | ২৮৭ | ৩০৭ |
| অবিনাশ্যয়মাত্মেতি | ৮ | ৪০ | ৩২৭ |

| | অধ্যায় | শ্লোক সংখ্যা | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| অবিরোধিসুখে বুদ্ধিঃ | ১১ | ১২৮ | ৪৪৯ |
| অবিবেককৃতঃ সঙ্গো | ৬ | ২৩২ | ১৮৭ |
| অবেদ্যোহপ্যপরোক্ষোহতঃ | ৩ | ২৮ | ৭৬ |
| অব্যাকুলধিয়াং মোহম্ | ৯ | ১৩৩ | ৩৮৬ |
| অশক্যশ্চেৎপ্রতিকারো | ১৫ | ১৬ | ৫৪০ |
| অশাস্ত্রীয়মপি দ্বৈতম্ | ৪ | ৪৯ | ৯৯ |
| অশেষপ্রাণিবুদ্ধীনাম্ | ৬ | ১৬১ | ১৬৪ |
| অশ্নাতি বা ন বাশ্নাতি | ৭ | ১১৫ | ২৪৭ |
| অশ্রদ্ধালোরবিশ্বাসো | ৯ | ২৪ | ৩৪৯ |
| অসঙ্গ এব কূটস্থঃ | ৮ | ৭০ | ৩৩৯ |
| অসঙ্গচিদ্বিভুর্জীবঃ | ৬ | ২২১ | ১৮৩ |
| অসঙ্গোহহং চিদাত্মাহং | ৭ | ১৩ | ২১৬ |
| অস্তি কূটস্থ ইত্যাদৌ | ৭ | ৩১ | ২১৯ |
| অস্তি তাবৎ স্বয়ম্ | ৩ | ২৩ | ৭৫ |
| অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ | ৬ | ১৬ | ১১৫ |
| অস্তি ভূস্তত্ত্ব | ২ | ৯৪ | ৬১ |
| অস্তি ভোহনুজিঘৃক্ষুত্বাৎ | ১২ | ৩ | ৪৫২ |
| অস্তু বোধোহপরোক্ষোহত্র | ৭ | ৯৭ | ২৪১ |
| অস্থূলাদের্নিষেধ্যস্য | ৯ | ৬৯ | ৩৬৪ |
| অস্য সত্ত্বমসত্ত্বং চ | ৬ | ১৩১ | ১৫৪ |
| অস্বতন্ত্রা হি মায়া | ৬ | ১৩২ | ১৫৪ |
| অসত্যাপি চ বাহ্যার্থে | ৪ | ৩৩ | ৯৩ |
| অস্যেবোপাসকস্যাপি | ৯ | ১১৯ | ৩৮১ |
| অসত্যালম্বনত্বেন | ৮ | ৫৭ | ৩৩৪ |
| অসত্ত্বাংশো নিবর্তেত | ৭ | ৫৬ | ২২৭ |
| অসত্ত্বজাড্যদুঃখে দ্বে | ১৫ | ২৩ | ৫৪২ |
| অসদ্ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ | ৩ | ২৫ | ৭৫ |
| অসদেবেদমিত্যাদৌ | ৬ | ৭৫ | ১৩৫ |
| অসন্দিগ্ধাবিপর্যস্ত | ৭ | ১৯ | ২১৫ |
| অসাধ্যঃ কস্যচিদ্‌যোগঃ | ১২ | ৮৩ | ৪৮০ |
| অসাধারণ আকার | ১৩ | ৭৭ | ৫০৯ |
| অসঙ্গায়াশ্চিতের্বন্ধ | ৬ | ১০০ | ১৪৩ |
| অস্পর্শযোগো নামৈষ | ২ | ২৯ | ৩৭ |
| অস্মিন্নিদ্রাপি জীবেশৌ | ৮ | ৬৩ | ৩৩৬ |
| অস্মিন্ কল্পেঽশ্বমেধাদি | ১৪ | ৩১ | ৫২৯ |
| অস্মিন্ কল্পে মনুষ্যঃ | ১৪ | ২৮ | ৫২৮ |
| অস্যাঃ শ্রুতেরভিপ্রায়ঃ | ৭ | ২ | ২০৯ |
| অহংকারগতেচ্ছাদ্যৈঃ | ৬ | ২৬৪ | ১৯৮ |

| | অধ্যায় | শ্লোক সংখ্যা | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| অহংকারচিদাত্মানৌ | ৬ | ২৬১ | ১৯৭ |
| অহংকারং ধিয়ং সাক্ষী | ১০ | ১২ | ৩৯৯ |
| অহংকারঃ প্রভুঃ সভ্যা | ১০ | ১৪ | ৩৯৯ |
| অহন্তাং মমতাং দেহে | ৩ | ৬ | ৬৯ |
| অহন্তামমত্বয়োর্ভেদে | ৬ | ৫১ | ১২৭ |
| অহো পুণ্যমহো পুণ্যম্ | ৭ | ২৯৬ | ৩১০ |
| ঐ | ১৪ | ৬৩ | ৫৩৪ |
| অহো শাস্ত্রমহো শাস্ত্রম্ | ৭ | ২৯৭ | ৩১০ |
| ঐ | ১৪ | ৬৪ | ৫৩৪ |
| অহন্তাভিন্নতাং স্বত্বম্ | ৬ | ৪১ | ১২৪ |
| অহং প্রত্যয়বীজত্বম্ | ৬ | ৭১ | ১৩৪ |
| অহং ব্রহ্মেত্যনুল্লিখ্য | ৭ | ৫১ | ২২৬ |
| অহং ব্রহ্মেতি বাক্যার্থ | ৭ | ৯৮ | ২৪২ |
| অহং মনুষ্য ইত্যাদি | ৭ | ২৬২ | ২৯৮ |
| অহমর্থপরিত্যাগাৎ | ৭ | ৮৮ | ২৩৮ |
| অহমস্মীত্যহঙ্কার | ১১ | ৯৬ | ৪৩৯ |
| অহমিত্যভিমন্তা যঃ | ১০ | ৬ | ৩৯৭ |
| অহংবৃত্তিরিদংবৃত্তিঃ | ৬ | ৭০ | ১৩৩ |
| অহংবৃত্তৌ চিদাভাসঃ | ৮ | ১৮ | ৩১৯ |
| অক্ষাণাং বিষয়স্ত্বীদৃক্ | ৩ | ২৭ | ৭৬ |
| অক্ষেম্বর্থার্পিতেষ্বেতৎ | ২ | ১৩ | ৩২ |
| অজ্ঞস্যাপ্যেতদস্ত্যেব | ১৪ | ৩৬ | ৫৩০ |
| অজ্ঞাত্বা শাস্ত্রহৃদয়ম্ | ৬ | ২৭৫ | ২০২ |
| অজ্ঞাতত্বেন জ্ঞাতোঽয়ং | ৮ | ৫ | ৩১৪ |
| অজ্ঞাতো ব্রহ্মণা ভাস্যো | ৮ | ৭ | ৩১৫ |
| অজ্ঞানবিম্বিতা চিৎ | ১১ | ৭২ | ৪৩১ |
| অজ্ঞানমাবৃতিশ্চৈতে | ৭ | ৩৮ | ২২১ |
| অজ্ঞানমাবৃতিস্তদ্বৎ | ৭ | ৩৩ | ২২০ |
| অজ্ঞানবৃত্তয়ঃ সূক্ষ্মা | ১১ | ৬৬ | ৪২৯ |
| অজ্ঞানাদপুমর্থত্বম্ | ৯ | ১২০ | ৩৮১ |
| অজ্ঞানাবৃতি বিক্ষেপ | ৭ | ২৮ | ২১৮ |
| অজ্ঞানস্যাশ্রয়ো ব্রহ্মেতি | ৭ | ৪৩ | ২২৩ |
| অজ্ঞানী বিদুষা পৃষ্টঃ | ৬ | ২৭ | ১১৯ |
| অংশাগৃহীতের্ভ্রান্তিশ্চেৎ | ৭ | ৫৫ | ২২৭ |
| আকাশাদিস্বদেহান্ত | ১৩ | ২ | ৪৮৪ |
| আকাশেঽপ্যেবমানন্দঃ | ১৩ | ৭৫ | ৫০৯ |
| আগামিপ্রতিবন্ধশ্চ | ৯ | ৪৫ | ৩৫৬ |

| | অধ্যায় | শ্লোক সংখ্যা | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| আগ্রহাদ্ব্রহ্মবিদ্দ্বেষাদপি | ১২ | ৬৯ | ৪৭৫ |
| আত্মতত্ত্বং ন জানাতি | ৭ | ১৮৬ | ২৭১ |
| আত্মধীরেব বিদ্যেতি | ৭ | ১৮৯ | ২৭২ |
| আত্মনোঽন্যং প্রিয়ং ব্রূতে | ১২ | ৬৩ | ৪৭৩ |
| আত্মনো মনসা যোগে | ৬ | ৯০ | ১৪০ |
| আত্মব্রহ্মবিচারাখ্যম্ | ৪ | ৪৪ | ৯৭ |
| আত্মভেদো জগৎসত্যম্ | ৬ | ২২৮ | ১৮৬ |
| আত্মাঽসঙ্গস্ততো | ৯ | ১০৪ | ৩৭৬ |
| আত্মা কতম ইত্যুক্তে | ৭ | ১৯৮ | ২৭৫ |
| আত্মা দেহাদিভিন্নঃ | ৭ | ১১১ | ২৪৬ |
| আত্মানন্দোক্ত | ১৪ | ১১ | ৫২২ |
| আত্মানুকূল্যাৎ | ১২ | ২৪ | ৪৫৯ |
| আত্মানঞ্চেদ্বিজানীয়াৎ | ৭ | ১ | ২০৯ |
| ঐ | ১৪ | ৫ | ৫২১ |
| ঐ | ৭ | ৯৬ | ২৪১ |
| আত্মা প্রেয়ান্ প্রিয়ঃ | ১২ | ৫৫ | ৪৭০ |
| আত্মা ব্রহ্মেতি বাক্যার্থে | ৭ | ৫৮ | ২২৮ |
| আত্মাভাসস্য জীবস্য | ৬ | ১১ | ১১৪ |
| আত্মাভাসাশ্রয়াশ্চৈবম্ | ৮ | ২৬ | ৩২২ |
| আত্মাভিমুখধীবৃত্তৌ | ১১ | ৪৪ | ৪২১ |
| আত্মার্থত্বেন সর্বস্য | ১২ | ৩০ | ৪৬১ |
| আত্মা বা ইদমগ্রেঽভূৎ | ৪ | ৩ | ৮৩ |
| আত্মা বা ইদমিত্যাদৌ | ৭ | ৬৮ | ২৩১ |
| আত্মাশেষ উপেক্ষ্যম্ | ১২ | ৫২ | ৪৬৯ |
| আতপাভাতলোকো বা | ৬ | ২০৪ | ১৭৮ |
| আদাববিদ্যযা চিত্রৈঃ | ৭ | ২৮১ | ৩০৫ |
| আদ্যে গন্ধাদয়ো | ১২ | ৭৭ | ৪৭৮ |
| আদ্যো বিকার আকাশঃ | ২ | ৬০ | ৪৯ |
| ঐ | ১৩ | ৬৭ | ৫০৬ |
| আদিমধ্যাবসানেষু | ৭ | ৬২ | ২২৯ |
| আদৌ মনস্তদনুবন্ধ | ১৩ | ২১ | ৪৯১ |
| আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ | ১১ | ৫ | ৪০৬ |
| আনন্দময় ঈশোঽয়ম্ | ৬ | ১৯৮ | ১৭৬ |
| আনন্দময়কোশো যঃ | ৬ | ৯৪ | ১৪১ |
| আনন্দময়বিজ্ঞানময়ৌ | ৬ | ২১২ | ১৮০ |
| আনন্দরূপঃ সর্বার্থ | ৮ | ৫৮ | ৩৩৪ |
| আনন্দস্ত্রিবিধঃ | ১১ | ১১ | ৪০৯ |
| আনন্দাদিভিঃ | ৯ | ৭৩ | ৩৬৬ |

| | অধ্যায় | শ্লোক সংখ্যা | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| আনন্দাদের্বিধেয়স্য | ৯ | ৬৮ | ৩৬৪ |
| আনন্দাদেব তজ্জাতম্ | ১৩ | ৩ | ৪৮৫ |
| আনন্দাদেব ভূতানি | ১১ | ১৩ | ৪১০ |
| আনুকূল্যে হর্ষধীঃ | ১৩ | ৭৩ | ৫০৮ |
| আপ্তোপদেশং বিশ্বস্য | ৯ | ৭৭ | ৩৬৭ |
| আপাতদৃষ্টিতস্তত্র | ৬ | ১৯২ | ১৭৪ |
| আপাতরমণীয়েষু | ৭ | ১৩৮ | ২৫৫ |
| আভাস উদিতস্তস্মাৎ | ৮ | ১৩ | ৩১৭ |
| আভাসব্রহ্মণী দেহাৎ | ৮ | ১৭ | ৩১৯ |
| আভাসহীনয়া বুদ্ধ্যা | ৮ | ৮ | ৩১৫ |
| আরব্ধকর্মনানাত্বাদ্ | ৬ | ২৮৭ | ২০৬ |
| আরম্ভবাদিনোঽন্যস্মাৎ | ১৩ | ৭ | ৪৮৬ |
| আরম্ভবাদিনঃ কার্যে | ১৩ | ৫২ | ৫০১ |
| আরম্ভী পরিণামী চ | ১৩ | ৫৯ | ৫০৩ |
| আরোপিতস্য দৃষ্টান্তে | ৬ | ৩৬ | ১২২ |
| আলম্বনতয়া ভাতি | ৭ | ৭১ | ২৩২ |
| আলস্যং ভ্রান্তি-তন্দ্রাদ্যা | ২ | ১৫ | ৩২ |
| আবির্ভাবতিরোভাব | ৬ | ১৮৬ | ১৭২ |
| আবির্ভাবয়তি স্বস্মিন্ | ৬ | ১৮৩ | ১৭১ |
| আবৃত্তপাপনুত্ত্যর্থম্ | ৭ | ২৩৭ | ২৮৯ |
| আস্তাং দুস্তার্কিকৈঃ | ৬ | ৫৭ | ১২৯ |
| আস্তাং শাস্ত্রস্য | ৭ | ৮০ | ২৩৬ |
| আস্তামেতদ্ যত্র যত্র | ১১ | ৮৫ | ৪৩৫ |
| আহারাদি ত্যজন্ | ৭ | ১২৯ | ২৫২ |
| আজ্ঞায়া ভীতিহেতুত্বম্ | ৬ | ১৮০ | ১৭০ |
| ইচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নাশ্চ | ৬ | ৮৯ | ১৪০ |
| ইত্থং জাগরণে তত্ত্ববিদো | ১১ | ১৩২ | ৪৫১ |
| ইত্থং তত্ত্ববিবেকম্ | ১ | ৬৫ | ২৬ |
| ইত্থং লৌকিকদৃষ্ট্যৈতৎ | ৬ | ১২৮ | ১৫২ |
| ইত্থং বাক্যৈঃ | ১ | ৫৩ | ২২ |
| ইত্থং সচ্চিৎপরানন্দ | ১ | ১০ | ৪ |
| ইত্থং জ্ঞাত্বাপ্যসন্তুষ্টাঃ | ৬ | ২৫৭ | ১৯৬ |
| ইত্থমন্যোন্যতাদাত্ম্য | ৭ | ৭৭ | ২৩৫ |
| ইত্যভিপ্রেত্য ভোক্তারম্ | ৭ | ২২১ | ২৮৩ |
| ইত্যাদিভিরুপাখ্যানৈঃ | ১৩ | ২৮ | ৪৯৩ |
| ইত্যাদিভিস্ত্রিভিঃ প্রীতৌ | ১২ | ৩২ | ৪৬২ |
| ইত্যাদিভিস্তথা বহ্বঃ | ১১ | ১০ | ৪০৯ |

| | অধ্যায় | শ্লোক সংখ্যা | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ইত্যাদিশ্রুতয়ঃ প্রাহুঃ | ১২ | ৩৭ | ৪৬৪ |
| ইত্যুক্তা তদ্বিশেষে | ৬ | ৮৭ | ১৩৯ |
| ইতি ন্যায়েন সর্বস্মাৎ | ৭ | ২০৪ | ২৭৭ |
| ইতি বার্তিককারেণ | ৮ | ১২ | ৩১৬ |
| ঐ | ৬ | ১৮৯ | ১৭৩ |
| ইতি বেদবচঃ প্রাহ | ১৩ | ১৪ | ৪৮৮ |
| ইতি শ্রুত্যনুসারেণ | ৬ | ১২৪ | ১৫১ |
| ইতি শ্রুতিস্মৃতী | ৭ | ১০৯ | ২৪৫ |
| ইতি শৈবপুরাণেষু | ৮ | ৫৯ | ৩৩৫ |
| ইতোঽপ্যতিশয়ং মত্বা | ৯ | ৬৬ | ৩৬৩ |
| ইদং গুণক্রিয়াজাতি | ১ | ৫১ | ২১ |
| ইদংত্বরূপ্যতে ভিন্নে | ৬ | ৩৮ | ১২৩ |
| ইদং যুক্তমিদং নেতি | ১৩ | ৮৮ | ৫১৩ |
| ইদং রূপ্যমিদং বস্ত্রম্ | ৬ | ৪০ | ১২৩ |
| ইদং রূপং তু যদ্‌যাবৎ | ৩ | ৩৩ | ৭৮ |
| ইদং সর্বং পুরা সৃষ্টেঃ | ২ | ১৯ | ৩৩ |
| ইদমগ্রে সদেবাসীৎ | ৪ | ৬ | ৮৪ |
| ইদমো যে বিশেষাঃ | ১০ | ৮ | ৩৯৭ |
| ইদমংশং স্বতঃ | ৬ | ৩৭ | ১২২ |
| ইদমংশশ্চ সত্যত্বম্ | ৬ | ৩৪ | ১২১ |
| ইন্দ্রজালমিদম্ | ৭ | ১৭৪ | ২৬৭ |
| ইমং কূটস্থদীপম্ | ৮ | ৭৬ | ৩৪১ |
| ইযং সংসাররচনা | ১৩ | ২৭ | ৪৯৩ |
| ইয়মাত্মা পরানন্দঃ | ১ | ৮ | ৪ |
| ইষীকাতৃণতুলস্য | ১৪ | ১৪ | ৫২৩ |
| ইহ বামুত্র বা | ৯ | ৩৪ | ৩৫২ |
| ইহ বা মরণে বাস্য | ৯ | ১৫০ | ৩৯১ |
| ঈদৃগ্বোধেনেশ্বরস্য | ৬ | ১৭৮ | ১৬৯ |
| ঈদৃগ্বোধে পুমর্থত্বম্ | ১৩ | ৪৮ | ৪৯৯ |
| ঈদৃশো মহিমা | ১৩ | ৮৯ | ৫১৩ |
| ঈশকার্যং জীবভোগ্যম্ | ৪ | ১৮ | ৮৮ |
| ঈশনির্মিত মণ্যাদৌ | ৪ | ২০ | ৮৯ |
| ঈশবিষ্ণ্বাদয়ো দেবাঃ | ১২ | ১৬ | ৪৫৭ |
| ঈশসূত্রবিরাড়্‌বেধো | ৬ | ২০৬ | ২৭৯ |
| উপাসকস্তু সততম্ | ৯ | ১১৬ | ৩৮০ |
| উপাসকানামপ্যেবম্ | ৯ | ১৩১ | ৩৮৫ |
| উপাসনস্য সামর্থ্যাৎ | ৯ | ১৪২ | ৩৮৯ |

| | অধ্যায় | শ্লোক সংখ্যা | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| উপাসনং নাতি পক্কমিহ | ৯ | ১৩৬ | ৩৮৭ |
| উপেক্ষ্য তত্তীর্থযাত্রা | ৯ | ১৩০ | ৩৮৫ |
| উপেক্ষ্যং দ্বেষামিত্যন্যৎ | ১২ | ৫১ | ৪৬৯ |
| উপেক্ষিতে লৌকিকে | ১৩ | ৯৯ | ৫১৬ |
| উভয়াত্মক এবাতো | ৭ | ১৯৭ | ২৭৫ |
| উভয়ং তত্ত্ববোধাৎপ্রাক্ | ৪ | ৫০ | ৯৯ |
| উভয়ং তৃপ্তিদীপে হি | ১৪ | ৩৯ | ৫৩২ |
| উভয়ং মিলিতং বিদ্যা | ৭ | ১৮৭ | ২৭১ |
| উষ্ণস্পর্শঃ প্রভারূপম্ | ২ | ৪ | ২৯ |
| ঋগাদয়ো হ্যধীযন্তে | ১২ | ১৭ | ৪৫৭ |
| এক এব হি ভূতাত্মা | ১৫ | ৭ | ৫৩৭ |
| এক এবাত্মা মন্তব্যো | ৭ | ২১৪ | ২৮১ |
| এক মৃৎপিণ্ডবিজ্ঞানাৎ | ১৩ | ৬১ | ৫০৪ |
| একমেবাদ্বিতীয়ং সৎ | ২ | ২৬ | ৩৬ |
| একস্বভাবং সত্তত্ত্বম্ | ২ | ৬১ | ৫০ |
| একাদশেন্দ্রিয়ৈর্যুক্ত্যা | ২ | ১৮ | ৩৩ |
| একীভূতঃ সুষুপ্তস্থঃ | ১১ | ৬৮ | ৪২৯ |
| একৈব দৃষ্টিঃ কাকস্য | ১১ | ১২৯ | ৪৪৯ |
| একং ত্যক্ত্বাঽন্যদাদত্তে | ১২ | ২৬ | ৪৬০ |
| এতৎ কক্ষোপযোগেন | ৬ | ২২৭ | ১৮৫ |
| এতদ্ বিবক্ষয়া পুত্রে | ১২ | ৩৩ | ৪৬২ |
| এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা | ৯ | ১৪৯ | ৩৯১ |
| এতস্মাৎ কিমিবেন্দ্রজালম্ | ৬ | ১৪৭ | ১৫৯ |
| এতস্মিন্নেব চৈতন্যে | ৮ | ৫০ | ৩৩১ |
| এতস্মিন্ ভ্রান্তিকালেঽয়ং | ৭ | ২৩২ | ২৮৭ |
| এতস্য বা অক্ষরস্য | ৬ | ১৮১ | ১৭০ |
| এতে জুবাঃ শরীরেষু | ৭ | ২২৭ | ২৮৫ |
| এবং চ কলহঃ কুত্র | ৭ | ২৭১ | ৩০১ |
| এবং চ নির্জগদ্ ব্রহ্মঃ | ১৩ | ১০৪ | ৫১৮ |
| এবং চ সতি বন্ধঃ | ৮ | ৫৫ | ৩৩৩ |
| এবং সর্বগতস্যাপি | ৬ | ৯৩ | ১৪১ |
| এবং চান্যোন্যবৃত্তান্ত | ৭ | ২৭৩ | ৩০২ |
| এবং তত্ত্বে পরে শুদ্ধে | ১১ | ১২৩ | ৪৪৮ |
| এবং তর্হি শৃণু | ৬ | ২৪৫ | ১৯২ |
| এবং ধ্যানৈকনিষ্ঠোঽপি | ৯ | ৮৭ | ৩৭৭ |
| এবং নাস্তি প্রসঙ্গোঽপি | ৯ | ১০৫ | ৩৭৬ |
| এবং মায়াময়ত্বেন | ১৩ | ৩৮ | ৪৯৬ |

| | অধ্যায় | শ্লোক সংখ্যা | পৃষ্ঠা | | অধ্যায় | শ্লোক সংখ্যা | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| এবং বিদ্বান্ কর্মণী দ্বে | ১১ | ৬ | ৪০৭ | কর্মভিঃ প্রেরিতঃ পশ্চাৎ | ১১ | ৭৫ | ৪৩২ |
| এবং বিবিচ্য পুত্রাদৌ | ১২ | ৬৮ | ৪৭৪ | কর্মোপাস্তী বিচার্যেতে | ৯ | ২৬ | ৩৫০ |
| এবং বিবেচিতে তত্ত্বে | ৭ | ২১৬ | ২৮১ | কাচিদন্তর্মুখা বৃত্তিঃ | ৩ | ৯ | ৭০ |
| এবং শ্রুতিবিচারাৎ | ২ | ৬৬ | ৫১ | কা তে ভক্তিরুপাস্তৌ চেৎ | ৯ | ৬২ | ৩৬২ |
| এবং স্থিতেঽত্র যো ব্রহ্ম | ১৫ | ২৫ | ৫৪১ | কাদাচিৎকত্বতোঽনাত্মা | ৩ | ১০ | ৭০ |
| এবং স্থিতে বিবাদোঽত্র | ১২ | ৬১ | ৪৭২ | কা বুদ্ধিঃ কোঽয়মাভাসঃ | ৮ | ৫৩ | ৩৩৩ |
| এবং সতি মহাবাক্যাৎ | ৭ | ৭৯ | ২৩৫ | কাম্যলাভে হর্ষবৃত্তিঃ | ১৫ | ১৭ | ৫৪০ |
| এবমন্যে স্ব-স্ব-পক্ষ | ৬ | ১২০ | ১৫০ | কাম্যাদিদোষদৃষ্ট্যাদ্যাঃ | ৪ | ৫৮ | ১০২ |
| এবমাকাশ মিথ্যাত্বে | ২ | ৭৭ | ৫৫ | কাম এষ ক্রোধ এষ | ৭ | ১৬০ | ২৬২ |
| এবমাদিষু শাস্ত্রেষু | ৭ | ১৪১ | ২৫৬ | কামক্রোধাদয়ঃ শান্তি | ৭ | ২২৫ | ২৮৪ |
| এবমানন্দ-বিজ্ঞানময়ৌ | ৬ | ২২৬ | ১৮৫ | কার্যাদাশ্রয়তশ্চৈষা | ১৩ | ২৯ | ৪৯৩ |
| এবমারব্ধভোগোঽপি | ৭ | ২৪৫ | ২৯১ | কার্যোৎপত্তেঃ পুরা | ১৩ | ৩২ | ৪৯৪ |
| এষ মধ্যে বুভুৎসূনাম্ | ৭ | ২৮৬ | ৩০৭ | কারণজ্ঞানতঃ কার্য | ১৩ | ৫৪ | ৫০২ |
| এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ | ২ | ১০৩ | ৬৪ | কারণে সত্ত্বমানন্দময়ো | ১ | ৩৬ | ১৪ |
| এষোঽস্য পরমানন্দো | ১৫ | ২ | ৫৩৫ | কালাভাবে পুরেত্যুক্তিঃ | ২ | ৩৮ | ৪১ |
| | | | | কালেন পরিপচ্যন্তে | ৯ | ৩৭ | ৩৫৩ |
| ঐন্দ্রজালিকনিষ্ঠাপি | ১৩ | ৩৭ | ৪৯৬ | কাব্যনাটকতর্কাদিম্ | ৭ | ২০৬ | ২৭৮ |
| ঐহিকামুষ্মিকব্রাত | ৭ | ২৫৩ | ২৯৫ | কাষ্ঠে ত্বৌষ্ণ্যপ্রকাশৌ | ১৫ | ১১ | ৫৩৮ |
| ঐহিকামুষ্মিকব্রাত | ১৪ | ৪০ | ৫৩২ | কিং কূটস্থশ্চিদাভাসৌ | ৭ | ১৯৪ | ২৭৪ |
| ঐহিকামুষ্মিকঃ সর্বঃ | ৬ | ২৪০ | ১৯০ | কিং মন্ত্রজপবৎ | ৭ | ১১৩ | ২৪৭ |
| ঐহিকং চামুষ্মিকং চেৎ | ১৪ | ৪ | ৫২০ | কিমদ্বৈতমুতদ্বৈতমন্যো | ১১ | ২৬ | ৪১৫ |
| | | | | কিমিচ্ছন্নিতি বাক্যোক্তঃ | ৭ | ২৫১ | ২৯৪ |
| ঔদাসীন্যে তু ধীবৃত্তেঃ | ১৫ | ২৯ | ৫৪৪ | কিয়ন্তং কালমিতি চেৎ | ৬ | ২৪৮ | ১৯৩ |
| ঔদাসীন্যং বিধেয়ং চেৎ | ৬ | ২৭০ | ২০০ | কীদৃক্তর্হি ইতি চেৎ পৃচ্ছেৎ | ৩ | ২৬ | ৭৬ |
| কঞ্চিৎকালং প্রবুদ্ধস্য | ১১ | ৭৪ | ৪৩১ | কুতস্তজ্জ্ঞানমিতি চেৎ | ৯ | ৩৯ | ৩৫৪ |
| কথনাদৌ ন নির্বন্ধঃ | ৭ | ১২২ | ২৪৯ | কুমারাদিবদেবায়ম্ | ১১ | ৫৪ | ৪২৪ |
| কথং তর্হি কিমিচ্ছন্ | ৭ | ১৬৩ | ২৬৩ | কুলালব্যাপৃতেঃ পূর্বো | ১৩ | ৩৪ | ৪৯৫ |
| কথং তাদৃঙ্ময়াগ্রাহ্য | ১০ | ২৪ | ৪০৩ | কুলালাদ্ঘট উৎপন্নো | ১৩ | ৪ | ৪৮৫ |
| কথং ন্বিদং সাক্ষদেহম্ | ৮ | ৩৭ | ৩২৬ | কূটস্থব্রহ্মণোর্ভেদঃ | ৬ | ২৩৭ | ১৮৯ |
| কথং প্রবিষ্টোঽসঙ্গশ্চেৎ | ৮ | ৩৮ | ৩২৭ | কূটস্থমনুপদ্রুত্য | ৬ | ১৩৪ | ১৫৫ |
| কদাচিৎ পহিতে কর্ণে | ২ | ৮ | ৩০ | কূটস্থসত্যতাং স্বস্মিন্ | ৭ | ২০০ | ২৭৬ |
| কর্ণাদি গোলকস্থম্ | ২ | ৭ | ৩০ | কূটস্থাদিশরীরান্ত | ৬ | ৬০ | ১৩০ |
| কর্তা ভোক্তেত্যেবমাদি | ৭ | ৩২ | ২১৯ | কূটস্থাসঙ্গমাত্মানম্ | ৬ | ১৩৩ | ১৫৪ |
| কর্তৃত্বকরণত্বাভ্যাম্ | ৩ | ৮ | ৭০ | কূটস্থেঽপ্যাতিশঙ্কা | ৮ | ৬৫ | ৩৩৭ |
| কর্তৃত্বাদিবুদ্ধিধর্মান্ | ৮ | ৫২ | ৩৩২ | কূটস্থে কল্পিতা বুদ্ধিঃ | ৬ | ২৩ | ১১৮ |
| কর্তব্যং কুরুতে বাক্যম্ | ২ | ৩৭ | ৪০ | কূটস্থোঽস্মীতি বোধোঽপি | ৭ | ১৬ | ২১৪ |
| কর্তারং চ ক্রিয়াং তদ্বৎ | ১০ | ৯ | ৩৯৮ | কূটস্থো ব্রহ্ম জীবেশৌ | ৬ | ১৮ | ১১৬ |
| কর্ম জন্মান্তরেঽভূৎ | ১১ | ৭৩ | ৪৩১ | কৃত্বা রূপান্তরং জৈবম্ | ৪ | ১০ | ৮৬ |

| | অধ্যায় | শ্লোক সংখ্যা | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| কৃতকৃত্যতয়া তৃপ্তঃ | ৭ | ২৯১ | ৩০৮ |
| কৃতকৃত্যতয়া তৃপ্তঃ | ১৪ | ৫৮ | ৫৩৩ |
| কৃশোঽহং পুষ্টিমাপ্স্যামি | ১২ | ৪৬ | ৪৬৭ |
| কৃষিবাণিজ্যসেবাদৌ | ৭ | ১২৪ | ২৫০ |
| কেষাঞ্চিৎ স বিচারোঽপি | ৯ | ৫৩ | ৩৫৯ |
| কোঽয়মাত্মেত্যেবমাদৌ | ৭ | ১৯৯ | ২৭৫ |
| কোশোপাধিবিবক্ষায়াম্ | ৩ | ৪১ | ৮১ |
| কৌশলানি বিবর্ধন্তে | ৭ | ২০৯ | ২৭৯ |
| ক্রমাদ্ বিচ্ছিদ্য বিচ্ছিদ্য | ৮ | ২০ | ৩২০ |
| ক্রমেণ যুগপদ্বৈষা | ৬ | ১৯৯ | ১৭৬ |
| ক্রোধাস্তবতি সম্মোহঃ | ৪ | ৬০ | ১০৩ |
| ক্লেশকর্মবিপাকৈঃ | ৬ | ১০৫ | ১৪৫ |
| ক্বচিৎ কাশ্চিৎ কদাচিচ্চ | ১৩ | ১৯ | ৪৯০ |
| ক্ষণে ক্ষণে জন্ম | ৬ | ৭২ | ১৩৪ |
| ক্ষণে ক্ষণে মনোরাজ্যম্ | ১৩ | ৯৬ | ৫১৫ |
| ক্ষত্রিয়োঽহম্ | ১২ | ১৪ | ৪৫৬ |
| ক্ষয়াতিশয়দোষেণ | ৪ | ৫৩ | ১০০ |
| ক্ষীরোদৌ পরিণামোঽস্ত | ১৩ | ৫১ | ৫০১ |
| ক্ষুৎপিপাসাদয়ো | ৬ | ২৪৯ | ১৯৩ |
| ক্ষুধয়া পীড্যমানোঽপি | ৭ | ১৪২ | ২৫৬ |
| ক্ষুধেব দৃষ্টবাধাকৃৎ | ৭ | ১১৭ | ২৪৮ |
| খাদিত্যদীপিতে কুড্যে | ৮ | ১ | ৩১২ |
| খানিলাগ্নিজলোর্ব্যন্ত | ১৩ | ৯১ | ৫১৪ |
| খংবায়্বগ্নিজলোর্ব্যোষধি | ৪ | ৪ | ৮৪ |
| গতিস্পর্শৌ বায়ুরূপম্ | ১৩ | ৭৬ | ৫০৯ |
| গন্ধর্বপত্তনে কিঞ্চিৎ | ৭ | ১৩৭ | ২৫৪ |
| গন্ধরূপরসস্পর্শেষ্বপি | ১২ | ৭৫ | ৪৭৭ |
| গর্ভ এব শয়ানো | ৯ | ৩৫ | ৩৫৩ |
| গুঞ্জাপুঞ্জাদি দহ্যেত | ৭ | ২৫৯ | ২৯৭ |
| ঐ | ১৪ | ৪৬ | ৫৩২ |
| গুণানাং লক্ষকত্বেন | ৯ | ৭২ | ৩৬৫ |
| গুহাহিতং ব্রহ্ম | ৩ | ১ | ৬৭ |
| গূঢ়ং চৈতন্যমুৎপ্রেক্ষ্য | ৬ | ৯৫ | ১৪২ |
| গৃহকৃত্যব্যসনিনী যথা | ৯ | ৮৬ | ৩৭০ |
| গৃহক্ষেত্রাদিবিষয়ে যদা | ১৫ | ১৪ | ৫৩৯ |
| গৃহান্তরগতঃ স্বল্পো | ১০ | ১৮ | ৪০১ |
| গৃহীতো ব্রাহ্মণো ম্লেচ্ছৈঃ | ৭ | ২৩৯ | ২৮৯ |
| গোদাবর্যুদকং গঙ্গোদকম্ | ৯ | ৮ | ৩৪৪ |
| গৌড়াচার্যা নির্বিকল্পে | ২ | ২৮ | ৩৭ |
| গ্রন্থমভ্যস্য মেধাবী | ৪ | ৪৬ | ৯৮ |
| গ্রন্থিভেদাৎ পুরাপ্যেবম্ | ৬ | ২৬৫ | ১৯৯ |
| গ্রন্থিভেদেঽপি সম্ভাব্যা | ৬ | ২৬৩ | ১৯৮ |
| ঘটাদৌ নিশ্চিতে বুদ্ধিঃ | ৯ | ৯৪ | ৩৭৩ |
| ঘটাবচ্ছিন্নখে নীরম্ | ৬ | ১৯ | ১১৬ |
| ঘটে ভগ্নে ন মৃদ্ভাবঃ | ১৩ | ৫০ | ৫০০ |
| ঘটৈকাকারধীস্থা চিৎ | ৮ | ৪ | ৩১৩ |
| ঘটোঽয়মিত্যসাবুক্তিঃ | ৮ | ১৬ | ৩১৮ |
| ঘটঃ স্বয়ং ন জানাতি | ৬ | ৪৪ | ১২৫ |
| ঘোরমূঢ়ধিয়োর্দুঃখমেবম্ | ১৫ | ২৪ | ৫৪২ |
| ঘোরমূঢ়াসু মালিন্যাৎ | ১৫ | ৯ | ৫৩৭ |
| চঞ্চলং হি মনঃ | ৭ | ১২০ | ২৪৯ |
| চতুর্ভুজাদ্যবগতাবপি | ৯ | ১৬ | ৩৪৭ |
| চতুর্মুখেন্দ্রদেবেষু | ৫ | ২ | ১০৭ |
| চতুর্বেদবিদে দেয়মিতি | ১১ | ৮০ | ৪৩৩ |
| চক্ষুর্দীপাবপেক্ষ্যেতে | ৭ | ৯৩ | ২৪০ |
| চিচ্ছায়াবেশতঃ শক্তি | ৩ | ৪০ | ৮১ |
| চিত্তমেব হি সংসারঃ | ১১ | ১১৩ | ৪৪৪ |
| চিত্তস্য হি প্রসাদেন | ১১ | ১১৪ | ৪৪৫ |
| চিত্তৈকাগ্র্যং যথা | ৭ | ২০৮ | ২৭৮ |
| চিৎপ্রত্যক্ষা ততোঽন্যস্য | ৬ | ২৫৬ | ১৯৬ |
| চিৎসন্নিধৌ প্রবৃত্ত্যাঃ | ৬ | ১০২ | ১৪৪ |
| চিতিমত্ত্বাচ্চেতনো | ৬ | ৯১ | ১৪০ |
| চিত্রদীপমিমং নিত্যম্ | ৬ | ২৯০ | ২০৭ |
| চিত্রস্থপর্বতাদীনাম্ | ৬ | ৯ | ১১৩ |
| চিত্রার্পিতমনুষ্যাণাম্ | ৬ | ৬ | ১১২ |
| চিদপ্যচিন্ত্যরচনা | ৬ | ২৫৩ | ১৯৪ |
| চিদানন্দময়ব্রহ্ম | ১ | ১৫ | ৬ |
| চিদানন্দৌ নৈব ভিন্নৌ | ১২ | ৭৬ | ৪৭৭ |
| চিদাভাসবিশিষ্টানাম্ | ৮ | ৩ | ৩১৩ |
| চিদাভাসান্তধীবৃত্তিঃ | ৮ | ৬ | ৩১৪ |
| চিদাভাসেঽপ্যসম্ভাব্যা | ৭ | ২৩০ | ২৮৬ |
| চিদাভাসে স্বতঃ কোঽপি | ৭ | ২২৯ | ২৮৬ |
| চিদ্রূপত্বম্ চ সম্ভাব্যম্ | ৮ | ৬২ | ৩৩৬ |

| | অধ্যায় | শ্লোক সংখ্যা | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| চিদ্রূপেঽপিপ্রসজ্যেরন্ | ৬ | ২৫০ | ১৯৩ |
| চিদেবাত্মা জগন্মিথ্যা | ৭ | ১২৩ | ২৫০ |
| চিন্তয়েৎ বহ্নিমপ্যেবম্ | ২ | ৮৭ | ৫৯ |
| চিবং তয়োঃ সর্বসাম্যম্ | ৭ | ১৭৩ | ২৬৬ |
| চেতনাচেতনভিদা | ৬ | ৪৫ | ১২৫ |
| চেতনাচেতনেষ্বেষু | ১৩ | ৯২ | ৫১৪ |
| চৈতন্যং দ্বিগুণং কুম্ভে | ৮ | ১৫ | ৩১৮ |
| চৈতন্যং যদধিষ্ঠানম্ | ৪ | ১১ | ৮৬ |
| চৈতন্যবৎসুখং | ১২ | ৭৩ | ৪৭৬ |
| চোদ্যেঽপি যদি চোদ্যম্ | ৬ | ১৩৮ | ১৫৬ |
| চোদ্যং বা পরিহারো বা | ২ | ৩৯ | ৪১ |
| ছিদ্রানুবৃত্তির্নেতীতি | ২ | ৮২ | ৫৭ |
| জগচ্চিত্রং স্বচৈতন্যে | ৬ | ২৮৯ | ২০৭ |
| জগত্তদেকদেশাখ্য | ৮ | ৫১ | ৩৩২ |
| জগৎসত্যত্বমাপাদ্য | ৭ | ১৭৭ | ২৬৮ |
| জগতো যদুপাদানম্ | ১ | ৪৪ | ১৮ |
| জগদব্যাকৃতং পূর্বম্ | ৪ | ৮ | ৮৫ |
| জগন্মিথ্যাত্বধীভাবাৎ | ৭ | ১৩৬ | ২৫৪ |
| জগন্মিথ্যাত্ববৎ স্বাত্মা | ৭ | ১৯২ | ২৭৩ |
| জগদ্ভ্রমস্যসর্বস্য | ৮ | ৪৯ | ৩৩১ |
| জগৎ যোনির্ভবেদেষ | ৬ | ১৮২ | ১৭১ |
| জড়ো ভূত্বা তদাঽস্বাঙ্গম্ | ৬ | ৯৬ | ১৪২ |
| জড়ং মোহাত্মকম্ | ৬ | ১২৬ | ১৫২ |
| জন্মাদি কাবণত্বাখ্য | ৭ | ৬৩ | ২৩০ |
| জনকাদেঃ কথং রাজ্যম্ | ৭ | ১৩০ | ২৫২ |
| জপযাগোপাসনাদি | ৭ | ২০৭ | ২৭৮ |
| জলপাষাণমৃৎকাষ্ঠ | ৬ | ২০৮ | ১৭৯ |
| জলব্যোম্না ঘটাকাশো | ৬ | ২৪ | ১১৮ |
| জলস্থেঽধোমুখে স্বস্য | ১৩ | ৯৪ | ৫১৫ |
| জলাভ্রোপাধ্যধীনে | ৬ | ২২৫ | ১৮৫ |
| জলে প্রবিষ্টশ্চন্দ্রোঽয়ম্ | ১৫ | ৮ | ৫৩৭ |
| জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রতিং প্রাপ্তঃ | ১৪ | ১৯ | ৫২৫ |
| জাগ্রৎ-স্বপ্নজগত্তত্র লীনম্ | ৬ | ১৫২ | ১৬১ |
| জাগ্রৎ-স্বপ্নসুষুপ্ত্যাদি | ৭ | ২১৩ | ২৮০ |
| জাগ্রৎ ব্যাবৃত্তিভিঃ শ্রান্তো | ১১ | ৪৩ | ৪২০ |
| জাগরস্বপ্নসুপ্তীনাম্ | ১২ | ৫৮ | ৪৭১ |
| জাড্যাংশঃ প্রকৃতে রূপম্ | ৬ | ৯৯ | ১৪৩ |

| | অধ্যায় | শ্লোক সংখ্যা | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| জাতস্য গ্রহরোগাদি | ১২ | ৬৬ | ৪৭৪ |
| জাতিব্যক্তী দেহিদেহৌ | ২ | ৭১ | ৫৩ |
| জানাম্যহং ত্বদুক্ত্যাদ্য | ১১ | ৭৯ | ৪৩৩ |
| জানামি ধর্মং ন চ মে | ৬ | ১৭৬ | ১৬৯ |
| জিতে তস্মিন্ বৃত্তিশূন্যম্ | ৪ | ৬৩ | ১০৪ |
| জিহ্বা মেঽস্তি | ৩ | ২০ | ৭৪ |
| জিহ্বেতি ব্যবহর্তুং চ | ৭ | ২২০ | ২৮৩ |
| জীবদ্বৈতং তু শাস্ত্রীয়ম্ | ৪ | ৪৩ | ৯৭ |
| জীবন্মুক্তিরিয়ং মাভূৎ | ৪ | ৫২ | ১০০ |
| জীবন্মুক্তেঃ পরাকাষ্ঠা | ৪ | ৬৯ | ১০৬ |
| জীবাত্মনির্গমে দেহ | ৬ | ৬২ | ১৩১ |
| জীবাত্মা পরমাত্মা | ১৪ | ৬ | ৫২১ |
| জীবানামপ্যসঙ্গত্বাৎ | ৬ | ১০৮ | ১৪৬ |
| জীবাপেতং বাব কিল | ৮ | ৪১ | ৩২৮ |
| জীবোঽসঙ্গমাত্রেণ | ৬ | ২২৯ | ১৮৬ |
| জীবোপাধিমনস্তদ্বৎ | ১১ | ৪৮ | ৪২২ |
| জ্ঞস্য ভাতি সদা | ২ | ৭৫ | ৫৫ |
| জ্ঞাত্বা সদা | ৬ | ২১৫ | ১৮১ |
| জ্ঞাত ইত্যুচ্যতে | ৮ | ৯ | ৩১৫ |
| জ্ঞাততত্ত্বং নাম | ৮ | ১০ | ৩১৬ |
| জ্ঞাততাজ্ঞাততে | ৮ | ২৩ | ৩২০ |
| জ্ঞানদ্বয়েন | ৭ | ৪৪ | ২২৩ |
| জ্ঞানিতাজ্ঞানিতে | ৭ | ১৪ | ২১৩ |
| জ্ঞানিনাং বিপরীতঃ | ৬ | ২৪১ | ১৯০ |
| জ্ঞানিনোঽজ্ঞানিনশ্চাত্র | ৭ | ১৩৩ | ২৫৩ |
| জ্বরেণাপ্তঃ সন্নিপাতম্ | ৯ | ৯ | ৩৪৪ |
| ঝটিত্যধ্যাস আয়াতি | ৬ | ২৫১ | ১৯৪ |
| তচ্চিন্তনং তৎকথনম | ৭ | ১০৬ | ২৪৪ |
| ঐ | ১৩ | ৮৩ | ৫১১ |
| তচ্চেৎ বিরোধি কেনেয়ং | ৬ | ৩২ | ১২১ |
| তচ্ছ্রু মস্যাপনুত্যর্থম্ | ১১ | ৪৫ | ৪২১ |
| তৎকারণং সাংখ্যযোগ | ৯ | ১৩৫ | ৩৮৬ |
| তত্ত্বেদন্তে অপি স্বত্বমিব | ৬ | ৪৭ | ১২৬ |
| তত্ত্বেদন্তে স্বতাঽন্যত্বে | ৬ | ৪৯ | ১২৬ |
| তৎপাদাম্বুরুহদ্বন্দ্ব | ১ | ২ | ১ |
| তৎপ্রেমাত্মার্থমন্যত্র | ১ | ৯ | ৪ |
| তত্র তত্রোচিতে প্রীতিঃ | ১২ | ৫০ | ৪৬৯ |

| | অধ্যায় | শ্লোক সংখ্যা | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| তত্র তং বুদ্ধিসংযোগম্ | ৯ | ৪৯ | ৩৫৭ |
| তত্ত্বনিশ্চয়কামেন | ৬ | ১২২ | ১৫০ |
| তত্ত্বভাবনয়া নশ্যেৎ | ৭ | ১১২ | ২৪৬ |
| তত্ত্বং বুদ্ধাপি কামাদীন্ | ৪ | ৫৪ | ১০১ |
| তত্ত্বমস্যাদি বাক্যেষু | ৭ | ৭৪ | ২৩৩ |
| তত্ত্ববোধং ক্ষয়ং ব্যাধিম্ | ৬ | ২৭১ | ২০১ |
| তত্ত্ববোধঃ প্রধানম্ | ৬ | ২৮১ | ২০৪ |
| তত্ত্ববিদ্ যদি ন ধ্যায়েৎ | ৯ | ৯৮ | ৩৭৪ |
| তত্ত্ববিস্মৃতিমাত্রান্নানর্থঃ | ৭ | ১২৬ | ২৫১ |
| তত্ত্বস্মৃতেরবসরো নাস্তি | ৭ | ১২৭ | ২৫১ |
| তৎসামর্থ্যাজ্জগজ্জায়তে | ৯ | ১৪০ | ৩৮৮ |
| তৎসাক্ষাৎকারসিদ্ধ্যর্থম্ | ৬ | ১৭ | ১১৬ |
| ততোঽভিজ্ঞাপকং জ্ঞানম্ | ৯ | ১১৮ | ৩৮০ |
| ততো নিরংশ আনন্দে | ১৩ | ১০ | ৪৮৭ |
| তথান্তর্যাম্যয়ং যত্র | ৬ | ১৭০ | ১৬৭ |
| তথা চ বিষয়ানন্দো | ১১ | ৮৮ | ৪৩৬ |
| তথাপি পুংবিশেষত্বাৎ | ৬ | ১০৬ | ১৪৫ |
| তথা স্বপ্নেঽত্র বেদ্যং তু | ১ | ৪ | ২ |
| তথা সতি সুষুপ্তৌ চ | ১১ | ৩৮ | ৪১৯ |
| তথা সান্দ্রস্তনো | ২ | ২১ | ৩৪ |
| তদ্‌ঘনত্বং সাক্ষিভাবম্ | ১১ | ৭১ | ৪৩০ |
| তদ্ভোগায় পুনর্ভোগ্য | ১ | ২৬ | ১০ |
| তদ্বিবেকাদ্বিবিক্তাস্যুঃ | ১ | ৪০ | ১৬ |
| তদভ্যাসেন বিদ্যায়াম্ | ১৩ | ৮২ | ৫১১ |
| তদর্থস্য চ পারোক্ষ্যম্ | ৭ | ৭৮ | ২৩৫ |
| তদা স্তিমিতগম্ভীরম্ | ২ | ৪০ | ৪১ |
| তদিত্থং তত্ত্ববিজ্ঞানে | ৯ | ১১৪ | ৩৭৯ |
| তদিষ্টমেষ্টব্যমায়াময়ত্বস্য | ৭ | ১৯০ | ২৭১ |
| তদেতৎ কৃতকৃত্যত্বম্ | ৭ | ২৫৪ | ২৯[illegible] |
| ঐ | ১৪ | ৪১ | ৫৩২ |
| তন্তুঃ পটে স্থিতো যদ্বৎ | ৬ | ১৬৫ | ১৬৫ |
| তন্তূনাং দিনসংখ্যানাম্ | ৬ | ৫৫ | ১২৮ |
| তন্তোঃ সঙ্কোচবিস্তার | ৬ | ১৬৯ | ১৬৭ |
| তপসা স্বর্গমেষ্যামি | ১২ | ৪৭ | ৪৬৭ |
| তমেব ধীরো বিজ্ঞায় | ৪ | ৪৭ | ৯৮ |
| ঐ | ৭ | ১০৭ | ২৪৫ |
| তমেব বিদ্বানত্যেতি | ১১ | ৮ | ৪০৮ |
| তমেবৈকং বিজানীথ | ৭ | ১২৮ | ২৫১ |

| | অধ্যায় | শ্লোক সংখ্যা | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ঐ | ৪ | ৪৮ | ৯৯ |
| তমঃপ্রধানপ্রকৃতে | ১ | ১৮ | ৮ |
| তমঃপ্রধানঃ ক্ষেত্রাণাম্ | ৬ | ১৮৮ | ১৭৩ |
| তর্হ্যস্তু সাত্ত্বিকী বৃত্তিঃ | ১২ | ২২ | ৪৫৯ |
| তর্হ্যজ্ঞোঽহং ব্রহ্মসত্ত্বভানে | ৭ | ৪২ | ২২২ |
| তর্হি কারণবিজ্ঞানাৎ | ১৩ | ৫৭ | ৫০২ |
| তর্হি সাধনজন্যত্বাৎ | ১১ | ৪১ | ৪২০ |
| তস্মাৎ কুতর্কং সন্ত্যজ্য | ৮ | ৬৮ | ৩৩৮ |
| তস্মাদাত্মা মহানেব | ৬ | ৮৬ | ১৩৯ |
| তস্মাদাভাসপুরুষঃ | ৭ | ১৮ | ২১৫ |
| তস্মাদ্বেদান্তসংসিদ্ধম্ | ২ | ১০৯ | ৬৬ |
| তস্মান্মুমুক্ষুভির্নৈব | ৬ | ২১৯ | ১৮৩ |
| তাৎকালিকদ্বৈতশান্তৌ | ৪ | ৩৯ | ৯৬ |
| তাদৃক্ক্ষাদেব তৎসত্ত্বম্ | ১৩ | ৭২ | ৫০৮ |
| তাদৃক্ পুমানুদাসীন | ১১ | ১২১ | ৪৪৭ |
| তাদৃশেনাপি বোধেন | ৭ | ১৭ | ২১৪ |
| তাদাত্ম্যাধ্যাস এবাত্র | ৬ | ৫২ | ১২৭ |
| তন্তোর্বিযুজ্যেন্ন পটো | ৭ | ২২৮ | ২৮৫ |
| তাভ্যাং নির্বিচিকিৎসেঽর্থে | ১ | ৫৪ | ২২ |
| তামসৈর্নোভয়ং কিন্তু | ২ | ১৬ | ৩২ |
| তাবতা কৃতকৃত্যঃ | ৯ | ৭৬ | ৩৬৭ |
| তাবতা মুক্তিবিত্যাহুঃ | ৬ | ১৭৯ | ১৭০ |
| তিন্তিড়ীফলমত্যম্লম্ | ১২ | ৭৯ | ৪৭৮ |
| তিষ্ঠন্তু মূঢ়াঃ প্রকৃতা | ৯ | ৬৭ | ৩৬৪ |
| তিষ্ঠত্বজ্ঞানতৎকার্যশবা | ৭ | ২৮২ | ৩০৫ |
| তুচ্ছাঽনির্বচনীয়া চ | ৬ | ১৩০ | ১৫৩ |
| তৃণার্চকাদিযোগান্তা | ৬ | ২১৬ | ১৮২ |
| তৃপ্তিদীপমিমং নিত্যম্ | ৭ | ২৯৮ | ৩১১ |
| তৃষ্ণা স্নেহো রাগলোভৌ | ১৫ | ৪ | ৫৩৬ |
| তে আত্মত্বেঽপ্যনুগতে | ৬ | ৪৮ | ১২৬ |
| তেন দ্বৈতমপহ্নুত্য | ৭ | ১৮২ | ২৭০ |
| তে পরাগ্‌দর্শিনঃ | ১ | ২৯ | ১২ |
| তৈরন্তঃকরণং সর্বৈর্বৃত্তি | ১ | ২০ | ৮ |
| তৈরণ্ডস্তত্রভুবনম্ | ১ | ২৮ | ১১ |
| তৈস্তৈঃ কাম্যেষু | ১৪ | ৩৪ | ৫৩০ |
| তৈঃ সর্বৈঃ সহিতৈঃ প্রাণো | ১ | ২২ | ৯ |
| ত্বং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগ | ১১ | ১০৭ | ৪৪২ |
| ত্যক্তুং যোগস্য দেহস্য | ১২ | ২৯ | ৪৬১ |

| | অধ্যায় | শ্লোক সংখ্যা | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ত্যজ্যতামেষ কামাদিঃ | ৪ | ৫৯ | ১০২ |
| ত্রয়োভাবে তু নির্দ্বৈতঃ | ১১ | ১৬ | ৪১১ |
| ত্রয়াংপ্যত্যন্তপকাশ্চেৎ | ৬ | ২৮২ | ২০৫ |
| ত্রিতয়ীমপি তাং মুক্ত্বা | ১ | ৪৬ | ১৮ |
| ত্রিষু ধামসু যদ্ভোগ্যম্ | ৭ | ২১৫ | ২৮১ |
| ত্বমেব দশমোঽসীতি | ৭ | ২৭ | ২১৮ |
| | | | |
| দগ্ধবীজমরোহেঽপি | ৭ | ১৬৫ | ২৬৪ |
| দর্শনাদর্শনে হিত্বা | ৪ | ৬৮ | ১০৬ |
| দশমামৃতিলাভেন | ৭ | ২৪৮ | ২৯৩ |
| দশমোঽপি শিরস্তাড়ম্ | ৭ | ২৪৭ | ২৯৩ |
| দশমোঽস্তীতি বিভ্রান্তম্ | ৭ | ৫৭ | ২২৮ |
| দশমোঽস্মীতি বাক্যোত্থা | ৭ | ৬০ | ২২৯ |
| দশমঃ ক ইতি প্রশ্নে | ৭ | ৫৯ | ২২৮ |
| দিগম্বরা মধ্যমত্বম্ | ৬ | ৮২ | ১৩৭ |
| দিঙ্মাত্রেণ বিভানং তু | ৬ | ২৪৩ | ১৯১ |
| দিনে দিনে স্বপ্নসুপ্ত্যোঃ | ২ | ১০৭ | ৬৫ |
| দীপপ্রভামণিভ্রান্তিঃ | ৯ | ৬ | ৩৪৩ |
| দীপোঽপবরকস্যান্তঃ | ৯ | ৩ | ৩৪৩ |
| দুঃখনাশার্থমেবৈতৎ | ১১ | ৪০ | ৪২০ |
| দুঃখপ্রাপ্তৌ চ নোদ্বেগো | ১১ | ১৩১ | ৪৫০ |
| দুঃখাভাববদেবাস্য | ১৪ | ১৮ | ৫২৫ |
| দুঃখাভাবশ্চ কামাপ্তিরুভে | ১৪ | ৩৮ | ৫৩১ |
| দুঃখাভাবশ্চ কামাপ্তিঃ | ১৪ | ৩ | ৫২০ |
| দুঃখিনোঽজ্ঞাঃ সংসরন্তু | ৭ | ২৫৫ | ২৯৬ |
| দুর্ঘটং ঘটয়ামীতি | ৬ | ২৩৪ | ১৮৮ |
| দূরদেশং গতে পুত্রে | ৪ | ৩৪ | ৯৪ |
| দূরে প্রভাদ্বয়ং দৃষ্টা | ৯ | ৪ | ৩৪৩ |
| দৃশ্যমানস্য সর্বস্য | ৫ | ৮ | ১১০ |
| দৃশ্যং নাস্তীতি | ৪ | ৬৪ | ১০৪ |
| দৃষ্টান্তঃ পরসুপ্তিশ্চেদ্ | ১১ | ৩০ | ৪১৬ |
| দৃষ্টান্তাঃ শকুনিঃ | ১১ | ৪৬ | ৪২১ |
| দেবত্বকামা হ্যগ্ন্যাদৌ | ৭ | ২৪২ | ২৯০ |
| দেবদত্তস্তু সিংহো | ১২ | ৪০ | ৪৬৫ |
| দেবদত্তঃ স্বয়ং গচ্ছেৎ | ৬ | ৩৯ | ১২৩ |
| দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈঃ | ১৩ | ১৩ | ৪৮৮ |
| দেবার্চনস্নানশৌচ | ৭ | ২৬৯ | ৩০০ |
| দেবং মত্বা হর্ষশোকৌ | ১১ | ৯ | ৪০৮ |

| | অধ্যায় | শ্লোক সংখ্যা | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| দেশকালান্যবস্তুনাম্ | ৩ | ৩৬ | ৮০ |
| দেশঃ কোঽপি ন ভাসেত | ১০ | ২১ | ৪০২ |
| দেহতাদাত্ম্যমাপন্নঃ | ১১ | ৯২ | ৪৩৭ |
| দেহদ্বয়চিদাভাসরূপো | ৭ | ৩৭ | ২২১ |
| দেহদোষাংশ্চিত্তদোষ | ১৪ | ২৫ | ৫২৭ |
| দেহবদ্ঘটধানাদৌ | ৬ | ১৪৮ | ১৬০ |
| দেহবাগ্‌-বুদ্ধয়স্ত্যক্তা | ৭ | ২৭৫ | ৩০২ |
| দেহাত্মজ্ঞানবজ্জ্ঞানম্ | ৭ | ২০ | ২১৬ |
| দেহাদ্যাত্মত্ববিভ্রান্তৌ | ৯ | ২১ | ৩৪৮ |
| দেহাদভ্যন্তরঃ প্রাণঃ | ৩ | ২ | ৬৭ |
| দেহাদিপঞ্জরং যন্ত্রম্ | ৬ | ১৭৩ | ১৬৮ |
| দেহাদেঃ প্রতিকূলেষু | ১২ | ৮৬ | ৪৮১ |
| দেহাভিমানং বিধ্বস্য | ৯ | ১৫৭ | ৩৭৪ |
| দেহেন্দ্রিয়াদয়ো ভাবা | ৬ | ১৪৪ | ১৫৮ |
| দেহেন্দ্রিয়াদিযুক্তস্য | ৮ | ৪৮ | ৩৩১ |
| দেহে মৃতেঽপি বুদ্ধিশ্চেৎ | ৮ | ৩৫ | ৩২৫ |
| দেহোপলমপাকৃত্য | ৯ | ১৫৪ | ৩৭৩ |
| দোষদৃষ্টির্জিহাসা চ | ৬ | ২৭৮ | ২০৩ |
| দ্রবত্বমুদকে বাহ্নাবৌষ্ণ্যম্ | ৬ | ১৩৫ | ১৫৫ |
| দ্রষ্টুর্দৃষ্টেরলোপশ্চ শ্রুতঃ | ৬ | ৯৭ | ১৪২ |
| দ্বয়ং যস্যাস্তি তস্যৈব | ৯ | ১১০ | ৩৭৮ |
| দ্বিগুণীকৃতচৈতন্যে | ৮ | ২৪ | ৩২১ |
| দ্বিত্র্যান্তরত্বকক্ষাণাং | ৬ | ১৬৭ | ১৬৬ |
| দ্বিধা বিধায় চৈকৈকম্ | ১ | ২৭ | ১১ |
| দ্বৈতস্য প্রতিভানং তু | ১১ | ৮৭ | ৪৮১ |
| দ্বৈতেন হীনমদ্বৈতম্ | ৬ | ২৪৪ | ১৯১ |
| দ্বৈতাবজ্ঞা সুস্থিতা চেৎ | ২ | ১০২ | ৬৪ |
| দ্বৌ ন জাতৌ তথৈকস্তু | ১৩ | ২৩ | ৪৯১ |
| | | | |
| ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং | ৭ | ২৯৪ | ৩০৯ |
| ঐ | ১৪ | ৬১ | ৫৩৪ |
| ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং | ৭ | ২৯৫ | ৩০৯ |
| ঐ | ১৪ | ৬২ | ৫৩৪ |
| ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং | ৭ | ২৯৩ | ৩০৯ |
| ঐ | ১৪ | ৬০ | ৫৩৩ |
| ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং | ৭ | ২৯২ | ৩০৯ |
| ঐ | ১৪ | ৫৯ | ৫৩৩ |
| ধর্মমেঘমিমং প্রাহুঃ | ১ | ৬০ | ২৪ |
| ধর্মাধর্মবশাদেষ | ১২ | ২ | ৪৫২ |

| | অধ্যায় | শ্লোক সংখ্যা | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ধাত্র্যেতি কথিতা রাম | ১৩ | ২৬ | ৪৯২ |
| ধীযুক্তস্য প্রবেশশ্চেৎ | ৮ | ৩৬ | ৩২৬ |
| ধীরত্বমক্ষপ্রাবল্যে | ১১ | ১২৪ | ৪৪৮ |
| ধীবৃত্ত্যাভাসকুম্ভানাম্ | ৮ | ১৪ | ৩১৭ |
| ধ্যাতৃধ্যানে পরিত্যজ্য | ১ | ৫৫ | ২৩ |
| ধ্যানদীপমিমং সম্যক্ | ৯ | ১৫৮ | ৩৯৪ |
| ধ্যানাম্নানাদ্ যুক্তিতোঽপি | ২ | ৭৪ | ৫৪ |
| ধ্যানোপাদানকং যত্তৎ | ৯ | ১১৭ | ৩৮০ |
| ধ্যানং স্বৈচ্ছিকমেতস্য | ৯ | ৯৭ | ৩৭৪ |
| ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ | ৪ | ৬০ | ১০৩ |
| ন কাপি চিন্তা মেঽস্ত্যদ্য | ১১ | ৯৫ | ৪৩৮ |
| ন কিঞ্চিদ্বেত্তি বালঃ | ৯ | ১০৭ | ৩৭৭ |
| ন কুড্যসদৃশী বুদ্ধিঃ | ৮ | ২৯ | ৩২৩ |
| ন কৃৎস্নব্রহ্মবৃত্তি | ২ | ৫৪ | ৪৭ |
| ন ঘোরাসু ন মূঢ়াসু | ১৫ | ১৩ | ৫৩৯ |
| ন চাত্রৈতদ্বারয়িতুম্ | ৭ | ১৫৪ | ২৬০ |
| ন চেশ্বরত্বমীশস্য | ৭ | ১৫৭ | ২৬১ |
| ন জাতু কামঃ কামানাম্ | ৭ | ১৪৭ | ২৫৮ |
| ন জানামি কিমপ্যেতৎ | ৬ | ১৪৬ | ১৫৯ |
| ন জানামীত্যুদাসীন | ৭ | ৩৫ | ২২০ |
| ন তত্র মানাপেক্ষাস্তি | ১০ | ২৫ | ৪০৩ |
| ন তত্ত্বমোরুভাবর্থৌ | ৬ | ২২২ | ১৮৪ |
| নদ্যাং কীটা ইব | ১ | ৩০ | ১২ |
| নদ্যাং মমার দশম | ৭ | ২৫ | ২১৭ |
| ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি | ৬ | ২৬৯ | ২০০ |
| ন দ্বৈতং ভাসতে নাপি | ১১ | ১০০ | ৪৪০ |
| ন দুঃখাভাবমাত্রেণ | ১১ | ৩৫ | ৪১৮ |
| ন ধ্যানং জ্ঞানযোগাভ্যাম্ | ১৫ | ৩০ | ৫৪৪ |
| নন্বেবং বাসনানন্দাৎ | ১২ | ১ | ৪৫২ |
| ন নিরূপয়িতুং শক্যা | ৬ | ১৪১ | ১৫৭ |
| ন নিরোধো ন চোৎপত্তিঃ | ৬ | ২৩৫ | ১৮৮ |
| ঐ | ৮ | ৭১ | ৩৩৯ |
| ননু তূষ্ণীং স্থিতৌ | ১১ | ৭৭ | ৪৩২ |
| ননু দ্বৈতে সুখং মাভূৎ | ১১ | ২২ | ৪১৩ |
| ননু দেহমুপক্রম্য | ৩ | ১১ | ৭০ |
| ননু প্রিয়তমত্বেন | ১২ | ৮০ | ৪৭৯ |
| ননু ভূম্যাদিকং মাভূৎ | ২ | ৪১ | ৪২ |

| | অধ্যায় | শ্লোক সংখ্যা | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ননু সদ্বস্তুপার্থক্যাৎ | ২ | ৮৩ | ৫৭ |
| ননু জ্ঞানানি ভিদ্যন্তাম্ | ৪ | ২৪ | ৯০ |
| ন প্রীতির্বিষয়েষ্বস্তি | ১২ | ৮৫ | ৪৮১ |
| ন পত্যুরর্থে সা প্রীতিঃ | ১২ | ৮ | ৪৫৪ |
| ন পৃথ্ব্যাদির্ন শব্দাদিঃ | ১৩ | ৩১ | ৪৯৪ |
| ন বাল্যং যৌবনে লব্ধম্ | ১৩ | ৯৭ | ৫১৫ |
| ন বাহ্যো নান্তরঃ সাক্ষী | ১০ | ২০ | ৪০১ |
| ন ভাতি নাস্তি কূটস্থঃ | ৭ | ৩০ | ২১৯ |
| ন ভাতি নাস্তি দশমঃ | ৭ | ২৪ | ২১৭ |
| ন ভাতি ভেদো নাপ্যস্তি | ১২ | ৪২ | ৪৬৫ |
| ন মৃতো দশমোঽস্তীতি | ৭ | ২৬ | ২১৮ |
| নমঃ শ্রী শঙ্করানন্দগুরু | ১ | ১ | ১ |
| ন যুক্তস্তমসা সূর্যো | ২ | ৩৩ | ৩৯ |
| ন লভ্যতে মণির্দীপ | ৯ | ৫ | ৩৪৩ |
| ন ব্যক্তেঃ পূর্বমস্ত্যেব | ১৩ | ৬৮ | ৫০৬ |
| ন ব্যাপিত্বাদ্দেশতোঽন্তো | ৩ | ৩৫ | ৭৯ |
| নবসংখ্যাহৃতজ্ঞানো | ৭ | ২৩ | ২১৭ |
| ন বেত্তি লোকোযাবত্তম্ | ৬ | ১৩৬ | ১৫৫ |
| ন সদ্বস্তু সতঃ | ২ | ৪৮ | ৪৫ |
| ন হি ধীভাবভাবিত্বাৎ | ৮ | ৩৪ | ৩২৫ |
| ন হ্যাহারাদি সংত্যজ্য | ৬ | ২৭৩ | ২০১ |
| নানিচ্ছন্তো নচেচ্ছন্তঃ | ৭ | ১৬২ | ২৬৩ |
| নানুতিষ্ঠতি কোঽপি | ৯ | ৬৫ | ৩৬৩ |
| নানুভূতির্ন দৃষ্টান্তঃ | ১১ | ২৮ | ৪১৫ |
| না প্রতীতিস্তয়োর্বাধঃ | ৬ | ১৩ | ১১৪ |
| নাভ্যুপৈম্যহমদ্বৈতম্ | ১১ | ২৫ | ৪১৪ |
| নামরূপোস্তুবস্যৈব | ২ | ২৩ | ৩৫ |
| নায়ং ক্লেশোঽত্র | ৭ | ১৪৫ | ২৫৭ |
| নায়ং দোষশ্চিদাভাসঃ | ৭ | ১৫ | ২১৪ |
| নার্থঃ পুরুষকারেণ | ৬ | ১৭৭ | ১৬৯ |
| না বিদ্যা নাপি তৎকার্যম্ | ৭ | ২৭৮ | ৩০৪ |
| নাসঙ্গেঽহংকৃতির্যুক্তা | ৭ | ৯ | ২১২ |
| নাসদাসীদ্বিভাতত্বাৎ | ৬ | ১৬৬ | ১৬৬ |
| নাসদাসীন্নো সদাসীৎ | ২ | ৫০ | ৪৬ |
| নাহং ব্রহ্মেতি বুধ্যেত | ৮ | ৪২ | ৩২৮ |
| নাদ্বৈতমপরোক্ষং চেন্ন | ৬ | ২৪২ | ১৯০ |
| নিজস্থানস্থিতঃ সাক্ষী | ১০ | ১৯ | ৪০১ |
| নিজানন্দে স্থিরে হর্ষঃ | ১৩ | ৭৪ | ৫০৮ |

| | অধ্যায় | শ্লোক সংখ্যা | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| নিত্যনির্গুণরূপং তৎ | ৯ | ১৩৯ | ৩৮৮ |
| নিত্যজ্ঞানপ্রযত্নেচ্ছা | ৬ | ১০৯ | ১৪৬ |
| নিত্যজ্ঞানাদিমত্ত্বেঽস্য | ৬ | ১১১ | ১৪৭ |
| নিত্যানুভবরূপস্য | ৭ | ২৬৬ | ২৯৯ |
| নিদ্রাভিক্ষে স্নানশৌচে | ৭ | ২৫৮ | ২৯৭ |
| নিদ্রায়াং তুসুখম্ | ১১ | ৪২ | ৪২০ |
| নিদ্রাশক্তির্যথা জীবে | ১৩ | ৮৬ | ৫১২ |
| নিন্দিতঃ স্তূয়মানো বা | ৭ | ২৮৯ | ৩০৮ |
| নিয়মেন জপং কুর্য্যাৎ | ৭ | ১১৬ | ২৪৮ |
| নির্গুণব্রহ্মতত্ত্বস্য | ৯ | ৫৫ | ৩৫৯ |
| নির্গুণব্রহ্মতত্ত্বস্য বিদ্যায়া | ৯ | ৭০ | ৩৬৫ |
| নির্গুণোপাস্তিসামর্থ্যাৎ | ৯ | ১৪৬ | ৩৯০ |
| নির্গুণোপাসনং পক্কম্ | ৯ | ১২৬ | ৩৮৩ |
| নির্জগদ্ব্যোম দৃষ্টম্ | ২ | ৪৩ | ৪৩ |
| নির্ণীতোঽর্থঃ কল্পসূত্রৈঃ | ৯ | ২৭ | ৩৫০ |
| নির্বন্ধস্তত্ত্ববিদ্যায়াঃ | ৭ | ১৭৫ | ২৬৭ |
| নির্বিকল্পসমাধৌ | ৭ | ১৮৫ | ২৭১ |
| নির্বিকারাসঙ্গনিত্য | ৯ | ১২৮ | ৩৮৪ |
| নিরধিষ্ঠানবিভ্রান্তেঃ | ৬ | ৭৬ | ১৩৫ |
| নিরন্তরং ভাসমানে | ১০ | ১৩ | ৩৯৯ |
| নিরিচ্ছুমপি | ১২ | ১১ | ৪৫৫ |
| নিরুক্তাবভিমানং যে | ৬ | ১৪৯ | ১৬০ |
| নিরূপয়িতুমারব্ধে | ৬ | ১৪৩ | ১৫৮ |
| নিরোধলাভে পুংসো | ৯ | ১২৭ | ৩৮৪ |
| নিরংশস্যোভয়াত্মত্বম্ | ৬ | ৯৮ | ১৪৩ |
| নিরংশেঽপ্যংশমারোপ্য | ২ | ৫৮ | ৪৮ |
| নিবৃত্ত এব যস্মাত্তে | ১৩ | ৪৬ | ৪৯৮ |
| নিবৃত্ত সর্বসংসারে | ৭ | ৪৭ | ২২৪ |
| নিশ্চিত্য সকৃদাত্মানম্ | ৯ | ৯৫ | ৩৭৩ |
| নিশ্চেষ্টত্বাৎপরঃ সুপ্তো | ১১ | ৩১ | ৪১৬ |
| নিষ্কামত্বে সমেঽপ্যত্র | ১৪ | ২৬ | ৫২৭ |
| নিষ্কামোপাসনান্মুক্তিঃ | ৯ | ১৪৩ | ৩৮৯ |
| নিশ্ছিদ্রে দর্পণে ভাতি | ১৩ | ১০১ | ৫১৭ |
| নিস্তত্ত্বা কার্যগম্যাস্য | ২ | ৪৭ | ৪৪ |
| নিস্তত্ত্বত্বাদ্বিনাশিত্বাৎ | ১৩ | ৪৩ | ৪৯৮ |
| নিস্তত্ত্বরূপতৈবাত্র | ২ | ৮৪ | ৫৭ |
| নিস্তত্ত্বেনামরূপেদ্বে | ১৩ | ৭৯ | ৫১০ |
| নিস্তত্ত্বং ভাসমানং চ | ১৩ | ৪১ | ৪৯৭ |

| | অধ্যায় | শ্লোক সংখ্যা | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| নীরপূরিতভাণ্ডস্য | ১১ | ৯৭ | ৪৩৯ |
| নীরোগ উপবিষ্টো বা | ২ | ১০৬ | ৬৫ |
| নীলপৃষ্ঠত্রিকোণত্বম্ | ৬ | ৩৫ | ১২২ |
| নৃত্যশালাস্থিতো দীপঃ | ১০ | ১১ | ৩৯৮ |
| নেত্রে জাগরণং কণ্ঠে | ১১ | ৯১ | ৪৩৭ |
| নেন্দ্রিয়াণি ন দৃষ্টান্তঃ | ১১ | ৩২ | ৪১৭ |
| নৈতাবতাপরাধেন | ৭ | ২৪৬ | ২৯২ |
| নৈবং জানন্তি মূঢাঃ | ৬ | ১৬৬ | ১৯৯ |
| নৈবং ব্রহ্মত্ববোধস্য | ৭ | ৮৪ | ২৩৭ |
| নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধাবপ্যেবম্ | ৮ | ৪৪ | ৩২৯ |
| নৈষ্কর্ম্যেণ ন তস্যার্থঃ | ৯ | ১০৩ | ৩৭৫ |
| নৈষ দোষো যতঃ | ৭ | ১৫২ | ২৬০ |
| নোভয়ং শ্রোত্রিয়স্যাতঃ | ১৪ | ২৭ | ৫২৮ |
| ন্যূনাধিকশরীরেষু | ৬ | ৮৪ | ১৩৮ |
| | | | |
| পঞ্চকোশ পরিত্যাগে | ৩ | ২২ | ৭৪ |
| পঞ্চোক্ত্যাদানগমন | ২ | ১০ | ৩১ |
| পটরূপেণ সংস্থানাৎ | ৬ | ১৬৮ | ১৬৬ |
| পটাদপ্যান্তরস্তন্তুঃ | ৬ | ১৬৬ | ১৬৬ |
| পত্যাবিচ্ছা যদাপত্ন্যা | ১২ | ৭ | ৪৫৪ |
| পতিজায়াদিকং সর্বম্ | ৭ | ১৯৩ | ২৭৩ |
| পতির্জায়া পুত্রবিত্তে | ১২ | ৬ | ৪৫৩ |
| পরপ্রেমাস্পদত্বেন | ১২ | ৭২ | ৪৭৬ |
| পরমাত্মাবশেষোঽপি | ৬ | ১৪ | ১১৫ |
| পরমাত্মাদ্বয়ানন্দ | ১০ | ১ | ৩৯৫ |
| পরব্যসনিনী নারী | ৯ | ৮৪ | ৩৬৯ |
| পরব্যসনিনী নাবী | ১১ | ১২২ | ৪৪৮ |
| পরসঙ্গং স্বাদয়ন্ত্যা | ৯ | ৮৫ | ৩৭০ |
| পরাগর্থপ্রমেয়েষু | ৮ | ১১ | ৩১৬ |
| পরাত্মা সচ্চিদানন্দঃ | ১৪ | ৭ | ৫২১ |
| পরাপরব্রহ্মরূপ | ৯ | ১৪৮ | ৩৯১ |
| পরাপরাত্মনোরেবম্ | ১ | ৪৩ | ১৭ |
| পরামর্শোঽনুভূতেঽস্তি | ১১ | ৬০ | ৪২৬ |
| পরিণামে পূর্বরূপম্ | ১৩ | ৪৯ | ৫০০ |
| পরিপূর্ণঃ পরাত্মা | ৫ | ৩ | ১০৮ |
| পরিমাণাবিশেষেঽপি | ৮ | ৩১ | ৩২৩ |
| পরিজ্ঞায়োপভুক্তোহি | ৭ | ১৪৮ | ২৫৮ |
| পরোক্ষত্বাপরাধেন | ৯ | ১৭ | ৩৪৭ |

| | অধ্যায় | শ্লোক সংখ্যা | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| পরোক্ষমপরোক্ষং চ | ৭ | ২২ | ২১৬ |
| পরোক্ষজ্ঞানকালেঽপি | ৭ | ৫০ | ২২৫ |
| পরোক্ষজ্ঞানতো নশ্যেৎ | ৭ | ৪৫ | ২২৪ |
| পরোক্ষজ্ঞানমশ্রদ্ধা | ৯ | ৩১ | ৩৫১ |
| পরোক্ষা চাপরোক্ষেতি | ৬ | ১৫ | ১১৫ |
| পরোক্ষং ব্রহ্মবিজ্ঞানম্ | ১ | ৬৩ | ২৫ |
| পাদোঽস্য সর্বা ভূতানি | ২ | ৫৫ | ৪৭ |
| পামরাণাং ব্যবহৃতেঃ | ৯ | ১২১ | ৩৮১ |
| পারোক্ষ্যেণ বিবুধ্যেন্দ্রো | ৭ | ৬৭ | ২৩১ |
| পিতাপি সুপ্তাবপিতা | ১১ | ৫৬ | ৪২৫ |
| পিতৃত্বাদ্যভিমানো যঃ | ১১ | ৫৭ | ৪২৫ |
| পিতৃভুক্তান্নজাদ্বীযাদ্ | ৩ | ৩ | ৬৮ |
| পুণ্যপাপদ্বয়ে চিন্তা | ১৪ | ১২ | ৫২৩ |
| পুত্রদারেষু তপ্যৎসু | ৭ | ২৩৩ | ২৮৭ |
| পুত্রাদেরবিবক্ষায়াম্ | ৩ | ৪২ | ৮২ |
| পুত্রার্থং তমুপাসীনা | ৬ | ১১৬ | ১৪৯ |
| পুনর্দ্বৈতস্য বস্তুত্বম্ | ৬ | ২৪৭ | ১৯২ |
| পুনশ্চ পরদারাদি | ১২ | ৬৭ | ৪৭৪ |
| পুনস্তিরোভাবয়তি | ৬ | ১৮৪ | ১৭১ |
| পুনঃ পুনর্বিচারেঽপি | ৯ | ৩৮ | ৩৫৪ |
| পুমানধোমুখো নীরে | ১৩ | ৪৭ | ৪৯৯ |
| পুংবিশেষত্বমপ্যস্য | ৬ | ১১০ | ১৪৭ |
| পুরত্রয়ং সাদয়িতুম্ | ৬ | ১১৯ | ১৪৯ |
| পুরুষস্যেচ্ছয়া কর্তুম্ | ৯ | ৮০ | ৩৬৮ |
| পূর্ণে বোধে তদন্যৌ দ্বৌ | ৬ | ২৮৪ | ২০৫ |
| পূর্ণো দেহে বলম্ | ৩ | ৫ | ৬৮ |
| পূর্বকল্পে কৃতাৎ পুণ্যাৎ | ১৪ | ২৯ | ৫২৮ |
| পূর্বজন্মন্যসন্নেতজ্জন্ম | ৩ | ৪ | ৬৮ |
| পূর্বপক্ষতয়া তৌ | ৬ | ২২০ | ১৮৩ |
| পূর্বাপরপরামর্শ | ৬ | ৫৯ | ১৩০ |
| পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব | ৯ | ৫০ | ৩৫৮ |
| পৃথক্কৃতায়াং সত্তায়াম্ | ২ | ৯৫ | ৬১ |
| পৃথক্ পৃথক্ চিদাভাসাঃ | ৬ | ৭ | ১১৩ |
| পৃথগাভাসকূটস্থৌ | ৭ | ১১ | ২১২ |
| পৃথুত্বাদিবিকারান্তম্ | ১৩ | ৩৩ | ৪৯৪ |
| পৃথুবুধ্নোদরাকারো | ১৩ | ৩০ | ৪৯৪ |
| প্রণবোপাস্তয়ঃ প্রায়ো | ৯ | ১৪৭ | ৩৯০ |
| প্রত্যক্ পরোক্ষতৈকস্য | ৭ | ৭৩ | ২৩৩ |
| প্রত্যগ্‌বোধো য আভাতি | ৭ | ৭৬ | ২৩৪ |
| প্রত্যগ্‌ব্যক্তিমনুল্লিখ্য | ৯ | ১৫ | ৩৪৬ |
| প্রত্যক্ষত্বেনাভিমতা | ৬ | ৬৩ | ১৩১ |
| প্রত্যক্ষস্যানুমানস্য | ৯ | ১০ | ৩৪৫ |
| প্রত্যূষে বা প্রদোষে বা | ৬ | ২০১ | ১৭৭ |
| প্রতিধ্বনির্বিয়চ্ছব্দো | ২ | ৩ | ২৯ |
| প্রতিবন্ধোঽস্তি ভাতীতি | ১ | ১৩ | ৬ |
| প্রতিবন্ধো বর্তমানো | ৯ | ৪৩ | ৩৫৬ |
| প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে স্বস্মিন্ | ১১ | ৩ | ৪০৬ |
| প্রথমং সচ্চিদানন্দে | ১৩ | ১০৩ | ৫১৭ |
| প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশ | ৬ | ১০৩ | ১৪৪ |
| প্রমানোৎপাদিতা বিদ্যা | ২ | ১০৮ | ৬৬ |
| প্রলয়ে তন্নিবৃত্তৌ তু | ৪ | ৪১ | ৯৬ |
| প্রবহত্যপি নীবেঽধঃ | ১৩ | ১০০ | ৫১৬ |
| প্রবৃত্তাবাগ্রহো ন্যায্যো | ৭ | ২৮৪ | ৩০৬ |
| প্রবৃত্তির্নোপযুক্তা চেৎ | ৭ | ২৭৬ | ৩০৩ |
| প্রবৃত্তৌ বা নিবৃত্তৌ বা | ৬ | ২৬৭ | ১৯৯ |
| প্রশ্নোত্তরাভ্যামেবৈতৎ | ৭ | ১৫৮ | ২৬১ |
| প্রশান্তমনসং হ্যেনং | ১১ | ১০৩ | ৪৪১ |
| প্রস্থেন দারুজন্যেন | ৮ | ৩০ | ৩২৩ |
| প্রসরন্তি হি চোদ্যানি | ৬ | ১৩৭ | ১৫৬ |
| প্রজ্ঞানানি পুরা | ১১ | ৭০ | ৪৩০ |
| প্রাগভাবযুতং দ্বৈতম্ | ৭ | ২৫৫ | ১৯৫ |
| প্রাগভাবো নানুভূতঃ | ৬ | ২৫৪ | ১৯৫ |
| প্রাগূর্ধ্বমপি নিদ্রায়াঃ | ১১ | ৭৬ | ৪৩২ |
| প্রাণো জাগর্তিসুপ্তেঽপি | ৬ | ৬৬ | ১৩২ |
| প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকান্ | ৯ | ৪৭ | ৩৫৭ |
| প্রাভাকরাস্তার্কিকাশ্চ | ৬ | ৮৮ | ১৩৯ |
| প্রারব্ধকর্ম প্রাবল্যাৎ | ৭ | ১৪৩ | ২৫৬ |
| প্রারব্ধকর্মণি ক্ষীণে | ৭ | ২৬৩ | ২৯৮ |
| প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানেন | ১ | ২৪ | ৯ |
| প্রিয়োঽপ্রিয় উপেক্ষ্যশ্চেৎ | ৪ | ২২ | ৯০ |
| প্রিয়ং ত্বাং রোৎস্যতীত্যেবম্ | ১২ | ৬৪ | ৪৭৩ |
| প্রীয়াৎ হরির্হরোঽনেন | ১৫ | ৩৫ | ৫৪৬ |
| ফলপত্রলতাপুষ্প | ১৩ | ১৮ | ৪৯০ |
| বদ্ধমুক্তো মহীপালো | ৭ | ১৫০ | ২৫৯ |
| বন্ধমোক্ষব্যবস্থার্থম্ | ৬ | ২৩৩ | ১৮৭ |

| | অধ্যায় | শ্লোক সংখ্যা | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| বন্ধশ্চেন্মানসং দ্বৈতম্ | ৪ | ৩৮ | ৯৫ |
| বহিরন্তর্বিভাগোঽয়ম্ | ১০ | ১৬ | ৪০০ |
| বহুজন্মদৃঢ়াভ্যাসাৎ | ৭ | ১০৩ | ২৪৩ |
| বহুব্যাকুলচিত্তানাম্ | ৯ | ১৩২ | ৩৮৫ |
| বহুবারমধীতেঽপি | ৯ | ৩৬ | ৩৫৩ |
| বহু স্যামহমেবাতঃ | ৪ | ৫ | ৮৪ |
| বাঢ়ং নিদ্রাদয়ঃ | ৩ | ১২ | ৭১ |
| বাঢ়ং ব্রহ্মেতি বিদ্যুশ্চেৎ | ১১ | ৭৮ | ৪৩৩ |
| বাঢ়ং মানে তু মেয়েন | ৪ | ২৭ | ৯১ |
| বাঢ়ং সন্তি হ্যদার্ঢ্যস্য | ৭ | ৯৯ | ২৪২ |
| বাঢ়মেতাবতা নাস্মা | ১২ | ৩৯ | ৪৬৫ |
| বাধিতং দৃশ্যতামক্ষৈঃ | ৭ | ২৭৯ | ৩০৪ |
| বালস্য হি বিনোদায় | ১৩ | ২২ | ৪৯১ |
| বালাগ্রশতভাগস্য | ৬ | ৮১ | ১৩৭ |
| বাষ্পং ধূমতয়া বুদ্ধা | ৯ | ৭ | ৩৪৪ |
| বাহ্যভোগান্মনোরাজ্যাৎ | ১১ | ৯৪ | ৪৩৮ |
| বাহ্য রথ্যাদিকং বৃত্তম্ | ১১ | ৫৫ | ৪২৫ |
| বুদ্ধতত্ত্বেন ধীদোষশূন্যেন | ৪ | ৬২ | ১০৪ |
| বুদ্ধশ্চেন্ন বুভুৎসেত | ৭ | ২৭৭ | ৩০৪ |
| বুদ্ধাদ্বৈতসতত্ত্বস্য | ৪ | ৫৫ | ১০১ |
| বুদ্ধিকর্মেন্দ্রিয়প্রাণ | ১ | ২৩ | ৯ |
| বুদ্ধিতৎস্থচিদাভাসৌ | ৭ | ৯১ | ২৩৯ |
| বুদ্ধোঽপি ভেদো নো | ২ | ৭২ | ৫৩ |
| বুদ্ধৌ তিষ্ঠন্নান্তরোঽস্য | ৬ | ১৬৪ | ১৬৫ |
| বুদ্ধ্যবচ্ছিন্নকূটস্থো | ৮ | ২৭ | ৩২২ |
| বুদ্ধ্যাদীনাং স্বরূপম্ | ৮ | ৫৪ | ৩৩৩ |
| বুদ্ধ্যারোহায় তর্কশ্চেৎ | ৬ | ৩০ | ১২০ |
| বৃহদ্রথস্য রাজর্ষেঃ | ১১ | ১১০ | ৪৪৩ |
| বোধয়ামাস মৈত্রেয়ীম্ | ১২ | ৫ | ৪৫৩ |
| বোধাৎপুরা মনোদোষ | ৪ | ৫৬ | ১০১ |
| বোধাদূর্ধ্বং চ তদ্ধেয়ম্ | ৪ | ৫১ | ১০০ |
| বোধেঽপ্যনুভবো যস্য | ৩ | ১৯ | ৭৩ |
| বোধোপাস্ত্যোর্বিশেষঃ | ৯ | ৭৪ | ৩৬৬ |
| ব্রহ্মচারী ভিক্ষমাণো | ৯ | ৭৯ | ৩৬৮ |
| ব্রহ্মণ্যজ্ঞাননাশায় | ৭ | ৯২ | ২৪০ |
| ব্রহ্মণ্যারোপিতত্বেন | ৭ | ৪০ | ২২২ |
| ব্রহ্মণ্যেতে নামরূপে | ১৩ | ৯৩ | ৫১৪ |
| ব্রহ্ম নাস্তীতি মানম্ | ৭ | ৫২ | ২২৬ |

| | অধ্যায় | শ্লোক সংখ্যা | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ব্রহ্মমাত্রং সুবিজ্ঞেয়ম্ | ৯ | ২২ | ৩৪৯ |
| ব্রহ্ম যদ্যপি শাস্ত্রেষু | ৯ | ২০ | ৩৪৮ |
| ব্রহ্মলোকতৃণীকারো | ৬ | ২৮৫ | ২০৬ |
| ব্রহ্মলোকাভিবাঞ্ছায়াম্ | ৯ | ৫১ | ৩৫৮ |
| ব্রহ্মবিৎপরমাপ্নোতি | ১১ | ২ | ৪০৫ |
| ব্রহ্ম বিদ্ধি তদেব ত্বম্ | ৯ | ৫৯ | ৩৬১ |
| ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মরূপত্বাৎ | ১২ | ৭০ | ৪৭৫ |
| ব্রহ্মবিজ্ঞানমানন্দম্ | ১১ | ৬১ | ৪২৭ |
| ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতিস্ত্বেবম্ | ৯ | ৩০ | ৩৫১ |
| ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে তিষ্ঠন্তি | ২ | ৯৬ | ৬২ |
| ব্রহ্মাণ্ডলোকদেহেষু | ২ | ৯৭ | ৬২ |
| ব্রহ্মাদ্যাস্তম্বপর্যন্তাঃ | ৬ | ৫ | ১১২ |
| ব্রহ্মানন্দাভিধে গ্রন্থে | ১৪ | ৬৫ | ৫৩৪ |
| ব্রহ্মানন্দাভিধে গ্রন্থে | ১৩ | ১০৫ | ৫১৮ |
| ঐ | ১৫ | ৩৪ | ৫৪৫ |
| ঐ | ১১ | ১৩৪ | ৪৫১ |
| ঐ | ১২ | ৯০ | ৪৮২ |
| ব্রহ্মানন্দো বাসনা চ | ১১ | ৮৭ | ৪৩৬ |
| ব্রহ্মানন্দং প্রবক্ষ্যামি | ১১ | ১ | ৪০৫ |
| ব্রহ্মাপারোক্ষ্যসিদ্ধ্যর্থম্ | ৭ | ৭০ | ২৩২ |
| ব্রাহ্মণ্যং মেঽস্তি | ১২ | ১৩ | ৪৫৬ |
| ভগবৎপূজ্যপাদাশ্চ | ২ | ৩০ | ৩৮ |
| ভর্জিতানি তু বীজানি | ৭ | ১৬৪ | ২৬৩ |
| ভরতাদেরপ্রবৃত্তিঃ | ৬ | ২৭২ | ২০১ |
| ভবিষ্যন্নগরে তত্র | ১৩ | ২৫ | ৪৯২ |
| ভাতীতি চেত্তাতু নাম | ২ | ৭০ | ৫৩ |
| ভার্যা স্নুষা ননান্দা | ৪ | ২৩ | ৯০ |
| ভারবাহী শিরোভারম্ | ১১ | ১২৫ | ৪৪৮ |
| ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ | ১১ | ৭ | ৪০৭ |
| ভিন্নে বিয়ৎ সতী শব্দ | ২ | ৬৭ | ৫২ |
| ভিক্ষাবস্ত্রাদি রক্ষেয়ুঃ | ২ | ১২ | ৩৭৮ |
| ভীষাস্মাদিত্যেবম্ | ৬ | ১০৭ | ১৪৬ |
| ভুঞ্জানা বা অপি বুধাঃ | ৭ | ১৪৪ | ২৫৭ |
| ভুঞ্জানোঽপি নিজারব্ধম্ | ৯ | ৮৩ | ৩৬৯ |
| ভুঞ্জানো বিষয়ানন্দম্ | ১১ | ১৩০ | ৪৫০ |
| ভূতভৌতিকমায়ানাম্ | ২ | ৯৮ | ৬২ |
| ভূতোৎপত্তেঃ পুরা ভূমা | ১১ | ১৪ | ৪১০ |
| ভূম্যাদিপঞ্চভূতানি | ১২ | ১৮ | ৪৫৭ |

| | অধ্যায় | শ্লোক সংখ্যা | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ভূমৌ কড়কড়াশব্দ | ২ | ৫ | ২৯ |
| ভৃগুঃ পুত্রঃ পিতুঃ শ্রুত্বা | ১১ | ১২ | ৪০৯ |
| ভেদোঽস্তি পঞ্চকোশেষু | ১২ | ৪১ | ৪৬৫ |
| ভোক্তা স্বস্যৈব ভোগায় | ৭ | ২০১ | ২৭৬ |
| ভোগ্যমিচ্ছন্ ভোক্তুরর্থে | ১৪ | ৮ | ৫২১ |
| ভোগ্যানাম্ ভোক্তৃশেষত্বাৎ | ৭ | ২০২ | ২৭৬ |
| ভ্রমাধিষ্ঠানভূতাত্মা | ৭ | ৫ | ২১০ |
| ভ্রমাংশস্য তিরস্কারাৎ | ৭ | ৮ | ২১২ |
| ভ্রান্তিস্বপ্নমনোরাজ্যঃ | ৪ | ২৬ | ৯১ |
| ভ্রাম্যন্তে পণ্ডিতম্মন্যাঃ | ৬ | ৫৮ | ১২৯ |
| মগ্নস্যাব্ধৌ যথাক্ষাণি | ২ | ২৭ | ৩৭ |
| মণিদীপপ্রভয়োঃ | ৯ | ২ | ৩৪২ |
| মন্দস্য ব্যবহারেঽপি | ১৫ | ২৮ | ৫৪৩ |
| মন আত্মেতি মন্যন্ত | ৬ | ৬৭ | ১৩২ |
| মন এব মনুষ্যাণাম্ | ৬ | ৬৮ | ১৩৩ |
| ঐ | ১১ | ১১৭ | ৪৪৬ |
| মনসো নিগৃহীতস্য | ৭ | ১৪৯ | ২৫৯ |
| মনুষ্যলোকো জয়্যঃ | ১২ | ৩৬ | ৪৬৪ |
| মনোজৃম্ভণরাহিত্যে | ২ | ৪৬ | ৪৪ |
| মনো দশেন্দ্রিয়াধ্যক্ষম্ | ২ | ১২ | ৩১ |
| মনোরাজ্যাদ্বিশেষঃ কঃ | ১৩ | ৯৮ | ৫১৬ |
| মনোবাক্কায়তদ্বাহ্য | ৯ | ৯০ | ৩৭১ |
| মনো হি দ্বিবিধং প্রোক্তম্ | ১১ | ১১৬ | ৪৪৬ |
| মর্তভোগে দ্বয়োর্নাস্তি | ১৪ | ২৩ | ৫২৬ |
| মর্ত্যান্নমেকং দেবান্নে | ৪ | ১৫ | ৮৭ |
| মশকধ্বনিমুখ্যানাম্ | ৭ | ১৮৮ | ২৭২ |
| মহত্তমং বিরক্তৌ তু | ১৫ | ১৮ | ৫৪০ |
| মহত্তর-প্রয়াসেন | ১১ | ৩৯ | ৪১৯ |
| মহতঃ পরমব্যক্তমিতি | ৬ | ১০১ | ১৪৪ |
| মহাকাশস্য মধ্যে | ৬ | ২০ | ১১৭ |
| মহারাজঃ সার্বভৌমঃ | ১১ | ৫১ | ৪২৩ |
| মহাবিপ্রো ব্রহ্মবেদী | ১১ | ৫২ | ৪২৪ |
| মাংসপাঞ্চালিকায়াস্তু | ৭ | ১৪০ | ২৫৫ |
| মাণ্ডুক্য-তাপনীয়াদি | ১১ | ৬৭ | ৪২৯ |
| মাতাপিত্রোর্বধ স্তেয়ম্ | ১৪ | ১৭ | ৫২৪ |
| মাতুর্মানাভিনিষ্পত্তিঃ | ৪ | ৩০ | ৯২ |
| মাধুর্যাদিস্বভাবানামন্যত্র | ৩ | ১৪ | ৭১ |
| মা ন ভূবমহং কিন্তু | ১২ | ৩১ | ৪৬২ |
| মায়াঽবিদ্যে বিহায়ৈবম্ | ১ | ৪৮ | ১৯ |
| মায়াখ্যায়াঃ কামধেনোঃ | ৬ | ২৩৬ | ১৮৮ |
| মায়া চেয়ং তমোরূপা | ৬ | ১২৫ | ১৫১ |
| মায়াত্বমেব নিশ্চেয়মিতি | ৬ | ১৪০ | ১৫৭ |
| মায়াধীনশ্চিদাভাসঃ | ৬ | ১৫৭ | ১৬২ |
| মায়াভাসেন জীবেশৌ | ৭ | ৩ | ২১০ |
| ঐ | ৮ | ৬০ | ৩৩৫ |
| ঐ | ৬ | ১৫৫ | ১৬২ |
| মায়াং তু প্রকৃতিং | ৬ | ১২৩ | ১৫১ |
| মায়াময়ত্বং ভোগস্য | ৭ | ১৭০ | ২৬৫ |
| মায়াময়ঃ প্রপঞ্চোঽয়ম্ | ৯ | ৮৮ | ৩৭১ |
| মায়ামেঘো জগন্নীরম্ | ৮ | ৭৫ | ৩৪১ |
| মায়াবৃত্ত্যাত্মকো | ৪ | ১৯ | ৮৯ |
| মায়িকোঽয়ং চিদাভাসঃ | ৭ | ২১৭ | ২৮১ |
| মায়ী সৃজতি বিশ্বম্ | ৬ | ১৯৭ | ১৭৬ |
| মায়োপাধির্জগৎযোনিঃ | ৭ | ৭২ | ২৩৩ |
| মার্গে গন্ত্রোর্দ্বয়োঃ শ্রান্তৌ | ৭ | ১৩৪ | ২৫৩ |
| মা বিনশ্যত্বয়ং ভোগো | ৭ | ১৬৭ | ২৬৪ |
| মাহেশ্বরী তু যা মায়া | ৪ | ১২ | ৮৬ |
| মিথ্যাত্ববুদ্ধ্যা তত্রেচ্ছা | ৯ | ১১৫ | ৩৭৯ |
| মিথ্যাত্ববাসনাদার্ঢ্যে | ৭ | ১৩১ | ২৫২ |
| মিথ্যাভিযোগদোষস্য | ৭ | ২৩৬ | ২৮৮ |
| মুক্তিস্তু ব্রহ্মতত্ত্বস্য | ৬ | ২১০ | ১৮০ |
| মুখদৈন্যবিকাসাভ্যাম্ | ১১ | ৩৬ | ৪১৮ |
| মুগ্ধবুদ্ধাতিবুদ্ধানাম্ | ১১ | ৫৩ | ৪২৪ |
| মুমূর্ষোর্গৃহরক্ষাদৌ | ১২ | ৪৪ | ৪৬৬ |
| মূর্তিধ্যানস্যমন্ত্রাদেঃ | ৯ | ১২৫ | ৩৮৩ |
| মূর্তিপ্রত্যয়সাতত্যম্ | ৭ | ১১৯ | ২৪৯ |
| মৃষাসিক্তং যথা তাম্রম্ | ৪ | ২৮ | ৯২ |
| মৃচ্ছক্তিবৎ ব্রহ্মশক্তিঃ | ১৩ | ৮৫ | ৫১২ |
| মৃৎসুবর্ণময়শ্চেতি | ১৩ | ৫৩ | ৫০১ |
| মৃতেঽপি তস্মিন্বার্তায়াম্ | ৪ | ৩৫ | ৯৪ |
| মৃদ্বত্তে সচ্চিদানন্দা | ১৩ | ৭০ | ৫০৭ |
| মেঘবদ্বর্ততে মায়া | ৬ | ১৫৬ | ১৬২ |
| মেঘাকাশমহাকাশৌ | ৬ | ১৯৪ | ১৭৫ |
| মেঘাংশরূপমুদকম্ | ৬ | ২১ | ১১৭ |
| মৈবং মাংসময়ী যোষিৎ | ৪ | ২৫ | ৯১ |

| | অধ্যায় | শ্লোক সংখ্যা | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| মৈবমুঞ্চপ্রকাশাত্মা | ১২ | ৭৪ | ৪৭৭ |
| মোহাদনীশতাং প্রাপ্য | ৪ | ১৩ | ৮৭ |
| মোক্ষ্যেহহমিত্যত্র যুক্তম্ | ১২ | ৪৮ | ৪৬৮ |
| যঃ আনন্দময়ঃ সুপ্তৌ | ১১ | ৯০ | ৪৩৭ |
| য উপাস্তে ত্রিমাত্রেণ | ৯ | ১৪৪ | ৩৮৯ |
| য এবং ব্রহ্মবেদৈষ | ৩ | ৪৩ | ৮২ |
| য এবমতিশূরেণ | ৭ | ২৮৩ | ৩০৬ |
| যত্র ত্বস্য জগৎস্বাত্মা | ৭ | ১৮১ | ২৬৯ |
| যত্র যদ্দৃশ্যতে দ্রষ্ট্রা | ৭ | ২১১ | ২৭৯ |
| যত্রোপরমতে চিত্তম্ | ১১ | ১০৪ | ৪৪১ |
| যৎসাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে | ৯ | ১৩৪ | ৩৮৬ |
| ঐ | ১২ | ৮২ | ৪৭৯ |
| যতো যতো নিশ্চরতি | ১১ | ১০২ | ৪৪১ |
| যথাহগাধনিধের্লব্ধৌ | ৯ | ১৫৩ | ৩৯২ |
| যথাহত্র কর্মবশতঃ | ৬ | ৯২ | ১৪১ |
| যথা চিত্রপটে দৃষ্টম্ | ৬ | ১ | ১১১ |
| যথা চেতন আভাসঃ | ৬ | ৪৬ | ১২৫ |
| যথা দীপো নিবাতস্থো | ১ | ৫৮ | ২৪ |
| যথা নিরিন্ধনো বহ্নিঃ | ১১ | ১১১ | ৪৪৪ |
| যথা পুষ্করপর্ণে | ১৪ | ১৩ | ৫২৩ |
| যথা যথোপাসতে | ৬ | ২০৯ | ১৮০ |
| যথা বিধিরূপাধিঃ | ৭ | ৮৬ | ২৩৮ |
| যথা স্রগাদিনিত্যত্বম্ | ৬ | ২৩০ | ১৮৬ |
| যথা সংবাদিবিভ্রান্তিঃ | ৯ | ১২৩ | ৩৮২ |
| যথৈধাংসি সমিদ্ধোহগ্নিঃ | ১৪ | ১৫ | ৫১৪ |
| যদদ্বৈতং শ্রুতং সৃষ্টেঃ | ৬ | ২৩৮ | ১৮৯ |
| যদভাবি ন তদ্ভাবি | ৭ | ১৬৮ | ২৬৫ |
| যদজ্ঞানং তত্র লীনৌ | ১১ | ৬২ | ৪২৭ |
| যদা মলিনসত্ত্বাং তাম্ | ১ | ৪৫ | ১৮ |
| যদা স্বস্যাপি ভোক্তৃত্বম্ | ৭ | ২২১ | ২৮৩ |
| যদি বিদ্যাপহ্নুবীত | ৭ | ১৭৯ | ২৬৮ |
| যদা সর্বে প্রভিদ্যন্তে | ৬ | ২৬০ | ১৯৭ |
| যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে | ৬ | ২৫৯ | ১৯৭ |
| যদা সর্বগ্রহত্যাগো | ১০ | ২৬ | ৪০৩ |
| যদ্‌যদ্ সুখং ভবেৎ | ১৫ | ১৯ | ৫৪০ |
| যদ্ যথা বর্ততে তস্য | ৭ | ১১০ | ২৪৬ |
| যদ্ যদ্রূপাদি কল্প্যেত | ১০ | ২৩ | ৪০২ |
| যদ্যপ্যসৌ চিরং কালম্ | ১১ | ১১৯ | ৪৪৭ |
| যদ্যপি ত্বমসীত্যত্র | ৭ | ৬৪ | ২৩০ |
| যদ্ যোগেন তদেবেতি | ১২ | ৮১ | ৪৭৯ |
| যদ্বান্তকালঃ প্রাণস্য | ২ | ১০৫ | ৬৫ |
| যদ্বা প্রতিধ্বনির্ব্যোম্নো | ২ | ৬২ | ৫০ |
| যদ্বাপি নির্মলে নীরে | ১৫ | ১০ | ৫৩৮ |
| যদ্বা সর্বাত্মতাং স্বস্য | ১৪ | ৩৭ | ৫৩১ |
| যমাগ্নিমুখ্যা দেবাঃ | ১৪ | ৩২ | ৫২৯ |
| যমাদিধীনিরোধশ্চ | ৬ | ২৮০ | ২০৪ |
| যয়া যয়া ভবেৎ পুংসাম্ | ৮ | ৭৩ | ৩৪০ |
| যয়োল্লসতি শক্ত্যাসৌ | ১৩ | ১৫ | ৪৮৯ |
| যস্ত্ব সাক্ষিশমাত্মানম্ | ১২ | ৭১ | ৪৭৬ |
| যস্মিন্ যস্মিন্নস্তি লোকে | ৩ | ২১ | ৭৪ |
| যস্য নাহংকৃতো ভাবো | ১৪ | ১৬ | ৫২৪ |
| যা প্রীতিরবিবেকানাম্ | ৭ | ২০৩ | ২৭৭ |
| যা বুদ্ধিবাসনাস্তাসু | ৬ | ১৫৩ | ১৬১ |
| যাবচ্চিন্ত্যস্বরূপত্ব | ৯ | ৭৮ | ৩৬৭ |
| যাবৎ স্বদেহদাহং সঃ | ৭ | ২৪৩ | ২৯১ |
| যাবদ্ যাবদবজ্ঞা স্যাৎ | ১৩ | ৮১ | ৫১১ |
| যাবদ্ যাবদহঙ্কারো | ১১ | ৯৮ | ৪৩৯ |
| যাবদ্বিজ্ঞানসামীপ্যম্ | ৯ | ১২২ | ৩৮২ |
| যা শক্তিঃ কল্পয়েদ্ব্যোম | ২ | ৬৩ | ৫০ |
| যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানম্ | ১১ | ১০৮ | ৪৪৩ |
| যুবা রূপী চ বিদ্যাবান্ | ১৪ | ২১ | ৫২৬ |
| যেনায়ং নটনেনাত্র | ৭ | ২৯০ | ৩০৮ |
| যেনেদং জানতে সর্বম্ | ৩ | ১৭ | ৭২ |
| যেনেক্ষতে শৃণোতীদম্ | ৫ | ১ | ১০৭ |
| যে বদন্তীত্থমেতেহপি | ৬ | ২৩৯ | ১৮৯ |
| যোহয়ং স্থাণুঃ পুমানেষ | ৮ | ৪৩ | ৩২৯ |
| যোগভ্রষ্টস্য গীতায়াম্ | ৯ | ৪৬ | ৩৫৭ |
| যোগানন্দঃ পুরোক্তো যঃ | ১৩ | ১ | ৪৮৪ |
| যোগাভ্যাসস্ত্বেতদর্থো | ৯ | ১২৯ | ৩৮৪ |
| যোগে কোহতিশয়স্তত্র | ১২ | ৮৪ | ৪৮০ |
| যোগে নাত্মবিবেকেন | ১৪ | ১ | ৫১৯ |
| যো ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব | ৭ | ২৪১ | ২৯০ |
| যো ভূমা স সুখম্ | ১১ | ১৭ | ৪১২ |
| যৌবরাজ্যে স্থিতো | ৭ | ২৪০ | ২৯০ |
| যং কর্মী ন বিজানাতি | ৭ | ২৭৪ | ৩০২ |

| | অধ্যায় | শ্লোক সংখ্যা | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| যং যং বাপি স্মরন্ | ৯ | ১৩৭ | ৩৮৭ |
| যং লব্ধা চাপরং লাভং | ১১ | ১০৬ | ৪৪২ |
| রজ্জুজ্ঞানেঽপি কম্পাদিঃ | ৭ | ২৪৪ | ২৯১ |
| রজোঽংশৈঃ পঞ্চভিস্তৈঃ | ১ | ২১ | ৯ |
| রাগো লিঙ্গমবোধস্য | ৭ | ১৯১ | ২৭৩ |
| রাত্রিঘস্রৌ সুপ্তিবোধৌ | ৬ | ১৮৫ | ১৭২ |
| রূপং রূপং বভূবাসৌ | ১৫ | ৬ | ৫৩৬ |
| রোগক্রোধাভিভূতানাম্ | ১২ | ২৮ | ৪৬১ |
| লিঙ্গাভানে সুষুপ্তৌ | ১ | ৩৯ | ১৫ |
| লীনা সুপ্তৌ বপুর্বোধে | ৩ | ৭ | ৬৯ |
| লৌকিকব্যবহারেঽহম্ | ৭ | ১২ | ২১৩ |
| বহ্নিকৃষ্ণঃ প্রকাশাখ্যা | ২ | ৮৯ | ৫৯ |
| বপুর্বাগ্ধীষু নির্বন্ধঃ | ৭ | ২৭২ | ৩০১ |
| বর্ণাশ্রমপরান্ মূঢ়াঃ | ৯ | ১১৩ | ৩৭৯ |
| বর্ণাশ্রমবয়োঽবস্থাভিমানো | ৯ | ১০০ | ৩৭৫ |
| বর্ণাশ্রমাদয়ো দেহে | ৯ | ১০১ | ৩৭৫ |
| বস্তুত্বং ঘোষয়ন্ত্যস্য | ৮ | ৬৬ | ৩৩৭ |
| বস্তুধর্মা নিয়ম্যেরন্ | ৩ | ৩৯ | ৮১ |
| বস্তুস্বভাবমাশ্রিত্য | ১৫ | ১২ | ৫৩৮ |
| বস্ত্রাভাসস্থিতান্ বর্ণান্ | ৬ | ৮ | ১১৩ |
| বাক্পাণিপাদপায়ূপস্থৈঃ | ২ | ১১ | ৩১ |
| বাক্যমপ্রতিবদ্ধং সৎ | ১ | ৬২ | ২৫ |
| বাগাদ্যগোচরাকারম্ | ৯ | ৫৭ | ৩৬০ |
| বাগাদীনামিন্দ্রিয়াণাম্ | ৬ | ৬৪ | ১৩১ |
| বাঙ্নিষ্পাদ্যং নামমাত্রম্ | ১৩ | ৩৯ | ৪৯৬ |
| বাতপিত্তশ্লেষ্মজন্য | ৭ | ২২৪ | ২৮৪ |
| বায়ুরস্তীতি সদ্ভাবঃ | ২ | ৮০ | ৫৬ |
| বায়ুঃ সূর্যো বহ্নিরিন্দ্রো | ১১ | ৪ | ৪০৬ |
| বায়োর্দশাংশতো ন্যূনো | ২ | ৮৮ | ৫৯ |
| বাসনানাং পরোক্ষত্বাৎ | ৬ | ১৬২ | ১৬৪ |
| বাসনানেককালীনা | ১৩ | ৮৪ | ৫১২ |
| বাসনায়াং বিবৃদ্ধায়াং | ২ | ৭৬ | ৫৫ |
| বিকল্পতদভাবাব্যাম | ১ | ৫২ | ২১ |
| বিকল্পো নির্বিকল্পস্য | ১ | ৫০ | ২০ |
| বিকারিবুদ্ধ্যধীনত্বাৎ | ৭ | ১৯৬ | ২৭৪ |
| বিচার্যাপ্যাপরোক্ষেণ | ৯ | ৩২ | ৩৫২ |

| | অধ্যায় | শ্লোক সংখ্যা | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| বিচারয়ন্নামরণম্ | ৯ | ৩৩ | ৩৫২ |
| বিচারাজ্জায়তে বোধো | ৯ | ৭৫ | ৩৬৬ |
| বিচারিতমলং শাস্ত্রম্ | ৪ | ৬৫ | ১০৫ |
| বিচিত্য সর্বরূপাণি | ১৩ | ৬৪ | ৫০৫ |
| বিজাতীয়মসত্তত্ত্ব | ২ | ২৫ | ৩৬ |
| বিড়রাহাদিতুল্যত্বং | ৪ | ৫৭ | ১০২ |
| বিত্তাৎপুত্রঃ প্রিয়ঃ | ১২ | ৬০ | ৪৭২ |
| বিদ্যায়াং সচ্চিদানন্দা | ১৫ | ৩১ | ৫৪৪ |
| বিদ্যারব্ধে বিরুধ্যেতে | ৭ | ১৭৬ | ২৬৭ |
| বিদ্বাংশ্চেত্তাদৃশাং মধ্যে | ৭ | ২৮৫ | ৩০৬ |
| বিদিতাদন্যদেবেতি | ৯ | ৬০ | ৩৬১ |
| বিধ্যভাবান্ন বালস্য | ৯ | ১০৬ | ৩৭৬ |
| বিনা ক্ষোদক্ষমং মানম্ | ৬ | ৫৬ | ১২৯ |
| বিপ্রক্ষত্রাদয়ো যদ্বৎ | ১২ | ৪৯ | ৪৬৮ |
| বিপরীতা ভাবনেয়ম্ | ৭ | ১০৪ | ২৪৪ |
| বিপর্যস্তো নিদিধ্যাসেৎ | ৭ | ২৬১ | ২৯৮ |
| বিপ্রক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রা | ৬ | ২০৭ | ১৭৯ |
| বিয়দাদের্নামরূপে | ২ | ৩৪ | ৩৯ |
| বিরলত্বং ব্যবহৃতেরিষ্টম্ | ৭ | ২৬৪ | ২৯৯ |
| বিরাণ্মনুর্নরো গাবঃ | ৪ | ৯ | ৮৫ |
| বিলয়োঽপ্যস্য সুপ্ত্যাদৌ | ৭ | ২১৮ | ২৮২ |
| বিলীনঘৃতবৎ পশ্চাৎ | ১১ | ৬৩ | ৪২৮ |
| বিবক্ষ্যতে তদস্মাভিঃ | ১২ | ৮৮ | ৪৮২ |
| বিবিচ্য নাশং নিশ্চিত্য | ৭ | ২১৯ | ২৮২ |
| বিবিচ্য ভ্রান্তিমুজ্ঝিত্বা | ৭ | ২৩৪ | ২৮৮ |
| বিবিক্ততা ভোক্তৃতত্ত্বম্ | ৭ | ২১০ | ২৭৯ |
| বিবেকে জাগ্রতি সতি | ৭ | ১৫১ | ২৫৯ |
| বিবেকে দ্বৈতমিথ্যাত্বম্ | ৬ | ২৫২ | ১৯৪ |
| বিবেকেন পরিক্লিশ্যন্ | ৭ | ১৪৬ | ২৫৮ |
| বিশ্বরূপাধ্যায় এষঃ | ৬ | ২০৫ | ১৭৯ |
| বিশ্রান্তিং পরমাম্ | ১১ | ১২৬ | ৪৪৯ |
| বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নম্ | ২ | ৫৬ | ৪৮ |
| বিষ্ণ্বাদ্যুত্তমদেহেষু | ১০ | ২ | ৩৯৫ |
| বিষ্ণুং ধ্যায়তু | ৭ | ২৭০ | ৩০১ |
| বিষ্ণোর্নাভে সমুদ্ভূতো | ৬ | ১১৭ | ১৪৯ |
| বিষয়ানন্দবৎ বিদ্যানন্দো | ১৪ | ২ | ৫১৯ |
| বিষয়েষ্বপি লব্ধেষু | ১১ | ৮৬ | ৪৩৫ |
| বিস্ফুলিঙ্গা যথা বহ্নেঃ | ৪ | ৭ | ৮৫ |

| | অধ্যায় | শ্লোক সংখ্যা | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| বিস্ময়ৈকশরীরায়া | ৬ | ১৩৯ | ১৫৬ |
| বিক্ষিপ্যতে কদাচিদ্ধীঃ | ৪ | ৬৬ | ১০৫ |
| বিক্ষেপাবৃত্তিরূপাভ্যাম্ | ৬ | ২৬ | ১১৯ |
| বিক্ষেপোৎপত্তিতঃ | ৭ | ৩৯ | ২২১ |
| বিক্ষেপো নাস্তি | ৭ | ২৬৫ | ২৯৯ |
| বিক্ষেপো যস্য | ৪ | ৬৭ | ১০৫ |
| বিজ্ঞানম্ ক্ষণিকম্ | ৬ | ৭৪ | ১৩৫ |
| বিজ্ঞানময় উৎপন্নো | ১১ | ১৫ | ৪১১ |
| বিজ্ঞানময়কোশোঽয়ম্ | ৬ | ৭৩ | ১৩৪ |
| বিজ্ঞানময়মুখ্যৈর্যো | ১১ | ৬৯ | ৪৩০ |
| বিজ্ঞানময়রূপেণ | ৬ | ১৭৪ | ১৬৮ |
| বিজ্ঞানমাত্মেতি | ৬ | ৬৯ | ১৩৩ |
| বিজ্ঞানবাদো | ৪ | ৩৬ | ৯৪ |
| বিজ্ঞানময়মুখ্যেষু | ৬ | ১৬৩ | ১৬৫ |
| বীর্যস্যেষ স্বভাবঃ | ৬ | ১৪৫ | ১৫৮ |
| বৃত্তয়স্তু তদানীম্ | ১ | ৫৬ | ২৩ |
| বৃত্তিষ্বেতাসু সর্বাসু | ১৫ | ৫ | ৫৩৬ |
| বৃত্তীনামনুবৃত্তিস্তু | ১ | ৫৭ | ২৩ |
| বৃত্তেঃ সাক্ষিতয়া | ৮ | ৫৬ | ৩৩৪ |
| বৃদ্ধিমিষ্টবতো | ৭ | ৮২ | ২৩৬ |
| বৃক্ষস্য স্বগতো | ২ | ২০ | ৩৪ |
| বেদবাক্যানি | ৯ | ২৯ | ৩৫১ |
| বেদান্তবিজ্ঞান | ৯ | ৫২ | ৩৫৮ |
| বেদান্তানাম্ | ৭ | ১০১ | ২৪৩ |
| বেদান্তেভ্যো | ৯ | ১৪ | ৩৪৬ |
| বেদাভ্যাসাৎ পুরা | ১১ | ১৯ | ৪১২ |
| বৈয়র্থমস্তু | ৪ | ৩৭ | ৯৫ |
| বৈরাগ্যবোধোপরমাঃ | ৬ | ২৭৬ | ২০২ |
| বৈরাগ্যোপরতী | ৬ | ২৮৩ | ২০৫ |
| বৈরাগ্যং ক্ষান্তিঃ | ২ | ১৪ | ৩২ |
| ব্যক্ত্যনুল্লেখমাত্রেণ | ৭ | ৫৩ | ২২৬ |
| ব্যক্তকালে ততঃ | ১৩ | ৪৪ | ৪৯৮ |
| ব্যক্তাব্যক্তে | ১৩ | ৪০ | ৪৯৭ |
| ব্যক্তীনাং নিয়মো | ১২ | ৫৪ | ৪৭০ |
| ব্যক্তে নষ্টেঽপি | ১৩ | ৪২ | ৪৯৭ |
| ব্যক্তং ঘটো | ১৩ | ৪৫ | ৪৯৮ |
| ব্যজ্যন্তে হ্যান্তরাস্পর্শা | ২ | ৯ | ৩০ |
| ব্যঞ্জকো বা | ৪ | ২৯ | ৯২ |
| ব্যবহারো লৌকিকো বা | ৭ | ২৬৭ | ৩০০ |
| ব্যাচক্ষতাং তে | ৭ | ২৫৭ | ২৯৬ |
| ব্যাধয়ো ধাতুবৈষম্যে | ১৪ | ৯ | ৫২২ |
| ব্যাসাদেরপি সামর্থ্যম্ | ৯ | ১০৯ | ৩৭৭ |
| ব্রতাভাবাৎ যৎ | ৭ | ২৪৯ | ২৯৩ |
| ব্রাত্যশ্রোত্রিয়য়োঃ | ৬ | ২৬৮ | ১৯৯ |
| ব্রীহ্যাদিকম্ | ৪ | ১৬ | ৮৮ |
| শশ্রুকন্টকবেধেন | ১২ | ১০ | ৪৫৫ |
| শ্যেনো বেগেন | ১১ | ৪৯ | ৪২৩ |
| শক্ত্যাধিক্যে | ২ | ৫২ | ৪৬ |
| শক্তিরস্ত্যৈশ্বরী | ৩ | ৩৮ | ৮০ |
| শক্তিশক্তাৎ পৃথক্ | ১৩ | ১১ | ৪৮৭ |
| শক্তেঃ কার্য্যানুমেয়ত্বাৎ | ১৩ | ১২ | ৪৮৮ |
| শক্যং জেতুম্ | ৪ | ৬১ | ১০৩ |
| শকুনিঃ সূত্রবদ্ধঃ | ১১ | ৪৭ | ৪২২ |
| শনৈঃ শনৈরুপরমেৎ | ১১ | ১০১ | ৪৪০ |
| শব্দস্পর্শাদয়ো বেদ্যা | ১ | ৩ | ১ |
| শব্দস্পর্শৌ | ২ | ২ | ২৮ |
| শব্দানেব পঠস্যাহো | ১১ | ৮৩ | ৪৩৪ |
| শময়ত্যৌষধেনায়ম্ | ৭ | ২৫০ | ২৯৪ |
| শমাদৈঃ | ৯ | ৪৪ | ৩৫৬ |
| শস্যং বা শাকজাতং | ৬ | ২০৩ | ১৭৮ |
| শয়ানে পুরুষে | ১৩ | ৯০ | ৫১৩ |
| শাখাভেদাৎ | ৭ | ১০০ | ২৪২ |
| শান্তা ঘোরাস্তথা | ১৫ | ৩ | ৫৩৫ |
| শান্তা ঘোরাঃ শিলাদ্যাশ্চ | ১৫ | ৩২ | ৫৪৫ |
| শান্তাসু | ১৫ | ২৭ | ৫৪৩ |
| শাপানুগ্রহসামর্থ্যম্ | ৯ | ১০৮ | ৩৭৭ |
| শাস্ত্রাণ্যধীত্য | ৪ | ৪৫ | ৯৭ |
| শাস্ত্রোক্তেনৈব | ৯ | ১৯ | ৩৪৮ |
| শিলাদৌ নামরূপে | ১৫ | ২৬ | ৫৪৩ |
| শিবস্য পাদাবন্বেষ্টুম্ | ৬ | ১১৮ | ১৪৯ |
| শূন্যত্বমিতি | ২ | ৪৯ | ৪৫ |
| শূন্যমাসীৎ | ২ | ৩২ | ৩৮ |
| শূন্যশক্তিস্তথা | ১৩ | ১৭ | ৪৮৯ |
| শেষাঃ প্রাণাদি | ১২ | ৫৯ | ৪৭১ |
| শোধিতত্বংপদার্থো | ৮ | ৪৭ | ৩৩১ |

| | অধ্যায় | শ্লোক সংখ্যা | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| শোষস্পর্শৌ | ২ | ৭৯ | ৫৬ |
| শ্রদ্ধালুর্ব্যসনী | ১১ | ১২০ | ৪৪৭ |
| শ্রবণাদিত্রয়ম্ | ৬ | ২৭৯ | ২০৪ |
| শ্রুত্যর্থং বিশদীকুর্মো | ৮ | ৬৭ | ৩৩৮ |
| শ্রুতিতাৎপর্য্যম্ | ৮ | ৭৪ | ৩৪০ |
| শ্রুতিযুক্ত্যনুভূতিভ্যঃ | ১১ | ৮৯ | ৪৩৬ |
| শৃণ্বস্ত্বজ্ঞাততত্ত্বস্তে | ৭ | ২৬০ | ২৯৭ |
| শৃণ্বসঙ্গঃ | ৮ | ২৮ | ৩২২ |
| শ্রোত্রিয়ত্বাৎ | ১৪ | ২৪ | ৫২৭ |
| শ্রোতুর্দেহেন্দ্রিয়াতীতম্ | ৫ | ৬ | ১০৯ |
| শ্রৌত্যা বিচার | ১২ | ৫৭ | ৪৭১ |
| শ্রৌতীকর্তুম্ | ৬ | ৬১ | ১৩০ |
| স আত্মা সর্বগো | ১৩ | ২০ | ৪৯০ |
| সকৃৎপ্রত্যয়মাত্রেণ | ৯ | ৯২ | ৩৭২ |
| সকৃদাপ্তোপদেশেন | ৯ | ২৫ | ৩৪৯ |
| সগুণত্বমুপাস্যত্বাদ্ যদি | ৯ | ৫৮ | ৩৬০ |
| সঃ ঘটোঃ | ১৩ | ৩৫ | ৪৯৫ |
| সঙ্গী হি | ৬ | ২৭৪ | ২০২ |
| সচ্চিৎসুখাত্মকম্ | ১৩ | ৬২ | ৫০৪ |
| সচ্চিদানন্দরূপস্য | ৯ | ১৮ | ৩৪৭ |
| সচ্চিদানন্দরূপেঽস্মিন্ | ১৩ | ৮০ | ৫১০ |
| সৎকর্মপরিপাকাত্তে | ১ | ৩১ | ১২ |
| সত্তত্ত্বমাশ্রিতা শক্তিঃ | ২ | ৫৯ | ৪৯ |
| সত্ত্ব চিতির্দ্বয়ম্ | ১৫ | ২১ | ৫৪১ |
| সত্ত্ব চিতিঃ সুখম্ | ১৫ | ২০ | ৫৪১ |
| সত্যত্বং বাধরাহিত্যম্ | ৩ | ২৯ | ৭৭ |
| সত্যপ্যাত্মনি | ১২ | ৩৫ | ৪৬৩ |
| সত্যেবং ব্যবহারেষু | ১২ | ৪৩ | ৪৬৬ |
| সত্যেবং বিষয়ৌ দ্বৌ | ৪ | ৩১ | ৯৩ |
| সত্যং কার্যেষু | ১৩ | ৫৮ | ৫০৩ |
| সত্যং জ্ঞানমনন্তম্ | ৬ | ১৯৬ | ১৭৬ |
| ঐ | ৭ | ৬৬ | ২৩১ |
| ঐ | ৩ | ৩৭ | ৮০ |
| ঐ | ৬ | ১৯১ | ১৭৪ |
| সত্ত্ববৃত্তৌ | ১২ | ৭৮ | ৪৭৮ |
| সত্ত্বশুদ্ধি-অবিশুদ্ধিভ্যাম্ | ১ | ১৬ | ৭ |
| সত্ত্বাংশৈঃ পঞ্চভিস্তেষাম্ | ১ | ১৯ | ৮ |

| | অধ্যায় | শ্লোক সংখ্যা | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| সতোঽনুবৃত্তিঃ সর্বত্র | ২ | ৮১ | ৫৬ |
| সতোঽপি নামরূপে | ২ | ৩৫ | ৩৯ |
| সতো নাবয়বাঃ শঙ্ক্যাঃ | ২ | ২২ | ৩৪ |
| সতো ব্যোমত্বমাপন্নম্ | ২ | ৬৪ | ৫১ |
| সতো বিবেচিতাস্বল্পু | ২ | ৯৩ | ৬১ |
| সতো বিবেচিতে বহ্নৌ | ২ | ৯১ | ৬০ |
| সদ্বুদ্ধিরপি | ২ | ৪৫ | ৪৪ |
| সদৃশং চেষ্টতে | ৭ | ১৫৫ | ২৬১ |
| সদ্রূপমারুণিঃ প্রাহ | ১৩ | ৬৩ | ৫০৪ |
| সদ্বস্ত্বধিকবৃত্তিত্বাৎ | ২ | ৬৮ | ৫২ |
| সদ্বস্ত্বন্যেকদেশস্থা | ২ | ৭৮ | ৫৫ |
| সদ্বস্তু ব্রহ্ম | ২ | ৮৬ | ৫৮ |
| সদ্বস্তু শুদ্ধন্তু | ২ | ৪৪ | ৪৩ |
| সদদ্বৈতাৎ পৃথক্ভূতে | ২ | ৯৯ | ৬৩ |
| সদদ্বৈতেঽনৃতে | ২ | ১০৪ | ৬৪ |
| সদদ্বৈতং শ্রুতম্ | ২ | ১ | ২৮ |
| সদন্তরং সজাতীয়ম্ | ২ | ২৪ | ৩৫ |
| সদসত্ত্ববিবেকস্য | ২ | ৮৫ | ৫৮ |
| সদাপশ্যন্নিজানন্দম্ | ১২ | ৮৯ | ৪৮২ |
| সদা বিচারয়েৎ | ৬ | ১২ | ১১৪ |
| সদাসীদিতি | ২ | ৩৬ | ৪০ |
| সদেবেত্যাদিবাক্যেন | ৭ | ৬১ | ২২৯ |
| সন্ত্যাপোঽমূঃ | ২ | ৯২ | ৬০ |
| সন্ধয়োঽখিলবৃত্তীনাম্ | ৮ | ২১ | ৩২০ |
| সন্মায়াব্যোমবায়ুংশৈঃ | ২ | ৯০ | ৬০ |
| সপ্রাপ্যব্রাহ্মণে | ৪ | ১৪ | ৮৭ |
| সপুরাণান্ পঞ্চবেদান্ | ১১ | ১৮ | ৪১২ |
| স বোধো | ১ | ৬ | ৩ |
| স ভূমিম্ | ২ | ৫৭ | ৪৮ |
| সম্যগ্বিচারঃ | ৬ | ২৫৮ | ১৯৬ |
| সমন্বয়াধ্যায়ঃ | ৫ | ১০২ | ২৪৩ |
| সমষ্টিরীশঃ সর্বেষাম্ | ১ | ২৫ | ১০ |
| সমাধিনির্ধূতমলস্য | ১১ | ১১৮ | ৪৪৬ |
| সমাধিমথ কর্মাণি | ৯ | ১০২ | ৩৭৫ |
| সমাসক্তং যথা চিত্তম্ | ১১ | ১১৫ | ৪৪৫ |
| সমুখায়েষ | ৮ | ৩৯ | ৩২৭ |
| সমৃৎকস্য বিকারস্য | ১৩ | ৫৫ | ৫০২ |
| সমেঽপি ভোগে | ৭ | ১৬৯ | ২৬৫ |

| | অধ্যায় | শ্লোক সংখ্যা | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| স যত্তত্রেক্ষতে | ৭ | ২১২ | ২৮০ |
| সর্বকামাপ্তিরেষোক্তা | ১৪ | ৩৫ | ৫৩০ |
| সর্বতো লাঞ্ছিতো | ৬ | ২০২ | ১৭৮ |
| সর্বতঃ পাণিপাদত্বে | ৬ | ১১৫ | ১৪৮ |
| সর্বথা শক্তিমাত্রস্য | ২ | ৫৩ | ৪৭ |
| সর্ববাধে ন কিঞ্চিৎ | ৩ | ৩১ | ৭৮ |
| সর্বভূতানি | ৬ | ১৭২ | ১৬৭ |
| সর্বব্যবহৃতিষু | ১২ | ২০ | ৪৫৮ |
| সর্বজ্ঞত্বাদিকে | ৬ | ১৫৯ | ১৬৩ |
| সর্বজ্ঞত্বাদিকম্ | ৮ | ৬৪ | ৩৩৭ |
| সর্বাত্মনা বিস্মৃতঃ | ১১ | ৯৯ | ৪৪০ |
| সর্বান্ কামান্ সহাপ্নোতি | ১৪ | ২০ | ৫২৬ |
| সর্বৈর্মানুষ্যকৈর্ভোগৈঃ | ১৪ | ২২ | ৫২৬ |
| সর্বং ব্রহ্মেতি জগতা | ৮ | ৪৫ | ৩৩০ |
| সবিকল্পস্য লক্ষ্যত্বে | ১ | ৪৯ | ২০ |
| স বেত্তি বেদ্যম্ | ৩ | ১৮ | ৭৩ |
| সসঙ্গত্ববিকারাভ্যাম্ | ৮ | ৩৩ | ৩২৫ |
| সহস্রশো মনোরাজ্যে | ১৩ | ৯৫ | ৫১৫ |
| সাঙ্কুশা বিষয়ৈঃ | ৭ | ২৫২ | ২৯৫ |
| সাঙ্খ্যকাণা | ২ | ১০০ | ৬৩ |
| সাত্ত্বিকৈর্ধীন্দ্রিয়ৈঃ | ১ | ৩৫ | ১৪ |
| সাধিষ্ঠানো বিমোক্ষাদৌ | ৭ | ৬ | ২১১ |
| সাভাসমেব তদ্বীজম্ | ৬ | ১৫৪ | ১৬১ |
| সামর্থ্যহীনঃ | ৯ | ১১১ | ৩৭৮ |
| সামানাধিকরণ্যস্য | ৮ | ৪৬ | ৩৩০ |
| সার্বভৌমাদিসূত্রান্তা | ১৪ | ৩৩ | ৫৩০ |
| সাক্ষ্যেব দৃশ্যাৎ | ১২ | ৬২ | ৪৭২ |
| সাক্ষাৎকর্তুমশক্তোঽপি | ৯ | ১৫২ | ৩৯২ |
| সাক্ষাৎকৃতাত্মধীঃ | ৭ | ১৩৫ | ২৫৪ |
| সাক্ষিসত্যাত্বমধ্যস্য | ৭ | ২৩১ | ২৮৭ |
| সিদ্ধং ব্রহ্মাণি | ৩ | ৩৪ | ৭৯ |
| সিধ্যেন্ন বেত্ত্যস্তি | ১৫ | ১৫ | ৫৩৯ |
| সুখ দুঃখাভিমানাখ্যো | ৭ | ১৯৫ | ২৭৪ |
| সুখে বৈষয়িকে প্রীতি | ১২ | ২৫ | ৪৬০ |
| সুখম্ বৈষয়িকম্ | ১১ | ২১ | ৪১৩ |
| সুখমস্বাত্মমগ্রাহ্যম্ | ১১ | ৫৯ | ৪২৬ |
| সুখমাত্যন্তিকম্ | ১১ | ১০৫ | ৪৪২ |
| সুখসাধনতোপাধেঃ | ১২ | ২৩ | ৪৫৯ |

| | অধ্যায় | শ্লোক সংখ্যা | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| সুপ্তিপূর্বক্ষণে | ১১ | ৬৪ | ৪২৮ |
| সুপ্তিবদ্বিস্মৃতিঃ | ৬ | ২৮৬ | ২০৬ |
| সুপ্তোত্থিতস্য | ১ | ৫ | ২ |
| সুরভীতরগন্ধৌ | ২ | ৬ | ২৯ |
| সুষুপ্ত্যভানে | ১ | ৪১ | ১৬ |
| সুষুপ্তিকালে | ১১ | ৫৮ | ৪২৬ |
| সুষুপ্তিবিষয়া | ৭ | ১৮৩ | ২৭০ |
| সূত্রাত্মা সূক্ষ্মদেহাখ্যঃ | ৬ | ২০০ | ১৭৭ |
| সূক্ষ্মনাড়ীপ্রচারস্তু | ৬ | ৮৩ | ১৩৮ |
| সোঽকামো নিষ্কাম | ৯ | ১৪১ | ৩৮৮ |
| সোঽয়মিত্যাদিবাক্যেষু | ১ | ৪৭ | ১৯ |
| সোঽস্যায়মাত্মা | ১২ | ৩৪ | ৪৬৩ |
| সোঽহং বিদ্বন্‌প্রশোচামি | ১১ | ২০ | ৪১৩ |
| সৌষুপ্তমানন্দময়ম | ৬ | ১৫৮ | ১৬৩ |
| সংখ্যামেবৈষ | ১১ | ৮১ | ৪৩৪ |
| সংবাদিভ্রমতঃ | ৯ | ১২৪ | ৩৮২ |
| সংবাদিভ্রমবৎ | ৯ | ১ | ৩৪২ |
| সংসর্গো বা | ৭ | ৭৫ | ২৩৪ |
| সংসারি-অহং | ৭ | ৪১ | ২২২ |
| সংসারাসক্তচিত্তঃ | ৭ | ২৯ | ২১৮ |
| সংসারঃ পরমার্থোঽযম্ | ৬ | ১০ | ১১৪ |
| সাংশস্য ঘটবন্নাশো | ৬ | ৮৫ | ১৩৮ |
| স্তামদ্বৈতস্বপ্রভত্বে | ১১ | ৩৩ | ৪১৭ |
| স্থিতির্লয়শ্চ | ১৩ | ৫ | ৪৮৫ |
| স্থিতোঽপ্যসৌ | ৭ | ৯৪ | ২৩০ |
| স্থূলদেহং বিনা | ৬ | ১১৩ | ১৪৮ |
| স্থূলং সূক্ষ্মম্ | ৭ | ২২৩ | ২৮৪ |
| স্পন্দশক্তিশ্চ | ১৩ | ১৬ | ৪৮৯ |
| স্পষ্টশব্দাদিযুক্তেষু | ২ | ১৭ | ৩৩ |
| স্পষ্টং ভাতি | ৬ | ১৪২ | ১৫৭ |
| স্যাৎপঞ্চীকৃতভূতোত্থো | ১ | ৩৪ | ১৩ |
| স্যাদ্ব্যাঘ্রঃ | ১২ | ৫৩ | ৪৭০ |
| স্রক্‌চন্দন | ৭ | ২০৫ | ২৭৭ |
| স্বকীয়াচ্ছূন্য | ১৩ | ২৪ | ৪৯২ |
| স্বকীয়ে সুখদুঃখে | ১১ | ৫৭ | ৪১৯ |
| স্বতশ্চিদন্তর্যামী | ৬ | ৪ | ১১২ |
| স্বতোঽপরোক্ষজীবস্য | ৭ | ৮১ | ২৩৬ |
| স্বতঃ পূর্ণঃ | ৫ | ৪ | ১০৮ |

| | অধ্যায় | শ্লোক সংখ্যা | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| স্বতঃ শুভ্রোঽত্র ধৌতঃ | ৬ | ৩ | ১১১ |
| স্বপ্নেন্দ্রজালসদৃশম্ | ৭ | ১৭১ | ২৬৬ |
| স্বপ্নে বিয়দ্গতিম্ | ১৩ | ৮৭ | ৫১২ |
| স্বপ্রকাশতয়া কিম্ | ৯ | ৯৩ | ৩৭২ |
| স্বপ্রকাশাপরোক্ষত্বম্ | ৫ | ৭ | ১০৯ |
| স্বপ্রকাশে কুতোঽবিদ্যা | ৬ | ২৮ | ১১৯ |
| স্বপ্রকাশোঽপি সাক্ষ্যেব | ৭ | ৯০ | ২৩৯ |
| স্বপ্রভত্বে ভবদ্বাক্যম্ | ১১ | ২৪ | ৪১৪ |
| স্বভাবজেন কৌন্তেয় | ৭ | ১৬১ | ২৬২ |
| স্বং পরং চ | ৭ | ২২৬ | ২৮৫ |
| স্বমাত্রং ভাসয়েৎ তপ্তুম্ | ৮ | ১৯ | ৩১৯ |
| স্বযোনাবুপশান্তস্য | ১১ | ১১২ | ৪৪৪ |
| স্বয়ংজ্যোতির্ভবত্যেয | ৩ | ১৬ | ৭২ |
| স্বয়ং ভ্রমোঽপি সংবাদী | ৯ | ১৩ | ৩৪৬ |
| স্বয়মাত্মেতি | ৬ | ৪৩ | ১২৪ |
| স্বয়মেবানুভূতিত্বাদ্ | ৩ | ১৩ | ৭১ |

| | অধ্যায় | শ্লোক সংখ্যা | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| স্বর্গলোক ব্রহ্মলোকৌ | ১২ | ১৫ | ৪৫৬ |
| স্বস্থানসংস্থিতো | ১০ | ১৫ | ৪০০ |
| স্বস্মিন্ মৃতেঽপি | ১২ | ৩৮ | ৪৬৪ |
| স্বস্বকর্মানুসারেণ | ৬ | ২৮৮ | ২০৭ |
| স্বস্বপ্নমাপবোক্ষ্যেণ | ৭ | ১৭২ | ২৬৬ |
| স্বানুভূতাববিশ্বাসে | ৬ | ২৯ | ১২০ |
| স্বানুভূতির্ববিদ্যায়াম্ | ৬ | ৩১ | ১২০ |
| স্বামিভৃত্যাদিকম্ | ১২ | ১৯ | ৪৫৮ |
| স্বাসত্ত্বং তু | ৩ | ২৪ | ৭৫ |
| হানাদানবিহীনে | ১২ | ২৭ | ৪৬০ |
| হিরণ্যশ্মশ্রু | ৯ | ৭১ | ৩৬৫ |
| হৃষ্যত্যেকঃ | ৪ | ২১ | ৮৯ |
| হেতুস্বরূপকার্যাণি | ৬ | ২৭৭ | ২০৩ |
| হৈরণ্যগর্ভাঃ | ৬ | ৬৫ | ১৩২ |